৺শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রী গৌড়ীয়-পত্রিকা

৩৬শ বর্ষ } ফাল্গুন ১৩৯০ { ১ম সংখ্যা

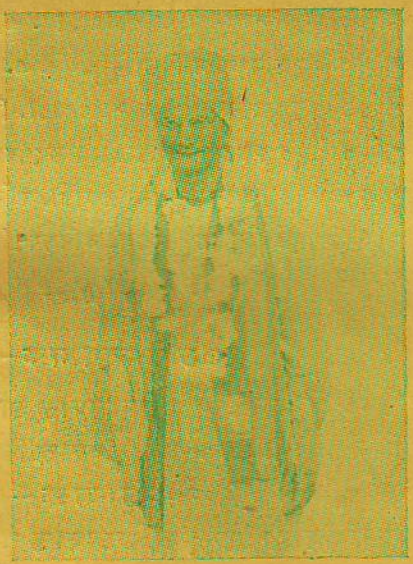

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে সেবক-বৎসলরূপে

১০৮শ্রী শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

সভাপতি-অধ্যক্ষ—পরিব্রাজকাচার্য্য
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারা

—(*)—

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি—
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারা

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ
পণ্ডিত শ্রীযুত সুদর্শন দাসাধিকারী, বি. এ, বি. টি., কাব্য-ব্যা
পণ্ডিত শ্রীযুত মধুসূদন বিদ্যানিধি, বি. এ.
পণ্ডিত শ্রীযুত রসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি. এ.
পণ্ডিত শ্রীযুত কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক, ব্যাকরণতীর্থ
পণ্ডিত শ্রীযুত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ
পণ্ডিত শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

—(*)—

প্রচার-সম্পাদক—
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ—
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

(ত্রিদণ্ডিস্বামী) শ্রীভক্তিবেদান্ত আচার্য্য (মহারাজ)-কর্ত্তৃক শ্রীদে
গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত
নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস হইতে তৎকর্ত্তৃক মুদ্রিত

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা

আচার্য্যবর্য্য পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

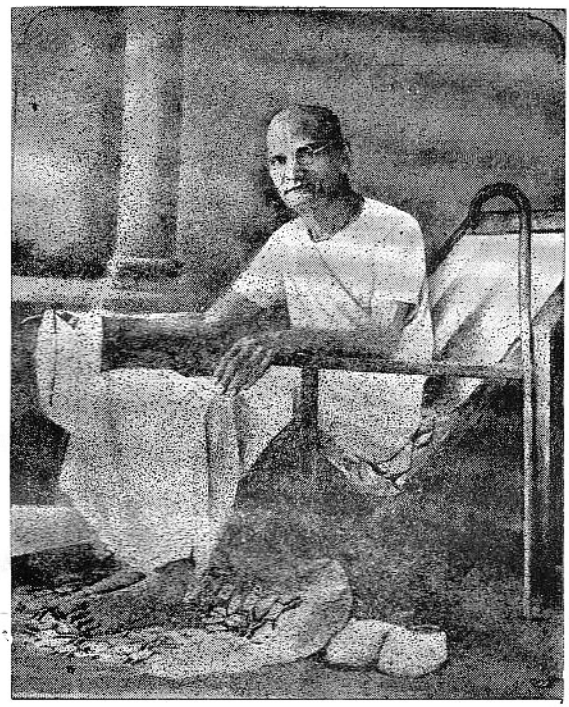

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে॥

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
শ্রীধাম নবদ্বীপ (নদীয়া)।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

ষট্‌ত্রিংশ-বর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা)

[শ্রীগৌরাব্দ ৪৯৭ গোবিন্দ হইতে ৪৯৮ মাধব,
বঙ্গাব্দ ১৩৯০ ফাল্গুন হইতে ১৩৯১ মাঘ,
খ্রীষ্টাব্দ ১৯৮৪ মার্চ্চ হইতে ১৯৮৫ ফেব্রুয়ারী।]

প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক—
পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-আচার্য্য—
ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

সম্পাদক—
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

প্রকাশক—
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ (পশ্চিমবঙ্গ)।

ষট্‌ত্রিংশবর্ষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

বিষয়-সূচী

বিষয়	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
অপরাধ-ভঞ্জনের পাট শ্রীনবদ্বীপের ইতিহাস ও মাহাত্ম্য	৫।১৭৭
অপ্রাকৃত শব্দ-ব্রহ্ম	১।২৬
অভিধেয়-বিচার—কর্ম্ম	৩।৮৪
„ „ —জ্ঞান	৪।১১৯
„ „ —ভক্তি	৫।১৪৯
আচার্য্য মহারাজের চরণ-সরোজে নিবেদন—শ্রীমৎ	১০।৩৪৯
আমার প্রভুর কথা	৪।১১২
উমাশঙ্কর দীক্ষিত মহাশয় কর্ত্তৃক বেদান্ত সমিতিকে সমাদৃত —শ্রী	৯।৩১৯
ঋষভদেব—শ্রী	৪।২৮০
একটি পত্রোত্তর	৯।৩১৭
কুষ্ঠী-বিপ্রের উপাখ্যান	৬ ২০৭
কেদার-বদ্রীনারায়ণ দর্শনের সুবর্ণ সুযোগ—শ্রী	২।৭৫
কেশব গোস্বামী প্রভুবরের বিরহ-বাসরে কুসুমাঞ্জলি—শ্রীল	৯।৩০৯
কৃষ্ণ-স্তোত্রম্—শ্রী	১০।৩২৩
কৃষ্ণার্জ্জুন—শ্রী	১১।৩৮৯
গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের আবির্ভাব	৫।১৭২
গীতার বাণী	৩,৯১, ৪।১২৫, ৫।১৫৪, ৬।১৯৫, ৭।২৫৪, ৮,২৬৯, ৯।৩০৫, ১০।৩৩৬
গুরুদর্শন ও সঙ্গ	১২,৪২০
গুরুসেবা—শ্রী	৯।৩১৩, ১০।৩৩৯
গুরু-স্বরূপে পুনঃ প্রশ্ন—শ্রী	৬।১৮৫
গুরুপূজা-মহোৎসব—শ্রীশ্রী (সাময়িকী)	২।৭২
গোপীনাথ-দেবাষ্টকম্—শ্রীশ্রী	৩।৭৭
গোবর্দ্ধনাশ্রয়-দশকম্— শ্রী	৬ ১৮১
গোবিন্দ-দেবাষ্টকম্—শ্রীশ্রী	২ ৪১
গৌড়ীয়ের ষট্‌ত্রিংশ বর্ষ	১।৩৬

বিষয়	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
গৌরসুন্দরের গয়া-যাত্রা ও কাজী-উদ্ধার—শ্রীশ্রী	১।১৮
গ্রন্থ-বার্ত্তা (সিদ্ধান্তরত্নম্)	৫।.৮০
চার্ব্বাক-মতবাদের জন্মরহস্য	১১।৩৭৩
চৈতন্যদাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব—শ্রীমৎ	৩।.০৭
চৈতন্য-তত্ত্ব—শ্রীশ্রী	১।১৪
জগন্মোহনাষ্টকম্—শ্রীশ্রী	৫।১৪৫
জগন্নাথদেবের রথযাত্রা—শ্রীশ্রী (আহ্বান)	৪।১৪৩
জড় ও চিন্ময়	১২।৪১০
জীব ও জড় সমস্তই কৃষ্ণ হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ	১২।৪০৪
জীবের বদ্ধদশা হইতে মুক্তির উপায়	৭।২৪৯, ১১।৩৭৯, ১২।৪১৬
জ্ঞাতব্য-বিষয়	১১।৩৯১
দীক্ষিত	৮।২৫৬
দ্রষ্টা নহে, দৃশ্য হওয়াই সেবকের কার্য্য	১।২৩
নকল ভাবের শাস্তি	১১।৩৭৬
নবযুবদ্বন্দ্ব-দিদৃক্ষষ্টকম্—শ্রীশ্রী	৮।২৫৩
নবাষ্টকম্—শ্রীশ্রী	৭।২২৭
নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও গৌরজন্ম-মহোৎসব—শ্রী (পত্র)	১২।৪২৭
নাম-সঙ্কীর্ত্তন—শ্রীশ্রী	৭।২৩৩
নারায়ণী—শ্রী	১২।৪১২
নৃসিংহদেব-স্তবঃ—শ্রীশ্রী	১।১
পত্রোত্তর	৫।১৬৪
পদ্মপুরাণোক্ত শ্রীগঙ্গাস্তবঃ	১১।৩৫৯
পৌরাণিক উপাখ্যান	২।৫৩
প্রয়োজন-বিচার	৬।১৯০
বঙ্গে শ্রীদুর্গাপূজা	২।৫৭
বিপ্লবী মহাপ্রভু	৪।১৩০
বিষ্ণু-মায়া	২।৬১
বৈষ্ণবের বিষয়	৫।১৪৭
বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-মালা	৯।৩০০, ১০।৩৩০, ১১।৩৬৮
বৈরাগ্য	৮।২৬৪

বিষয়	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
ব্যাসপূজা-মহোৎসব—শ্রী (পত্র)	১১।৩৯৬
ব্রহ্মকৃতং শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্রস্য প্রথম দশকম্—শ্রী	৯।২৮৯
ভাগবতং প্রমাণমলম্—শ্রী	৬।২১২
ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীরাজীব গান্ধীর বাণী	১২।৪২৫
ভাড়াটিয়া ভক্ত নহে	৭।২২০
মুদ্রণ-প্রমাদ	১১।৩৭২
মৌষল-লীলা	১০।৩৫৬, ১১।৩৮৪
যথার্থ শ্রদ্ধা	৮।২৭৫
যথার্থ বিজ্ঞান	১।৩০, ২।৬৫, ৩।৯৬, ৫।১৬৬, ৬।২০২, ৭।২৩৯
যং যং বাপি	৪।১২৩
যাযাবর মহারাজের নিশান্ত-লীলায় প্রবেশ—শ্রীমৎ	৮।২৮৫
রথযাত্রা-দর্শন—শ্রী	৬।১৯২
রামানুজাচার্য্য—শ্রী	৯।২৯৩, ১০।৩২৫, ১১।৩৬৩, ১২।৪০০
রাষ্ট্রীয় শোকে ধর্ম্মীয়-বাণী	১১।৩৯৩
রুদ্রকৃতং "শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্তোত্র-দ্বাদশম্"—শ্রী	১২।৩৯৭
শচীনন্দন গৌরহরির বন্দনা—শ্রী	৫।১৫৯
শান্তির প্রয়াস	৮।২৮৩, ১০।৩৪৩
শ্রুতদেব ও শ্রীবহুলাশ্ব—শ্রী	১০।৩৫৪
শ্রীঋষভদেব	৮।২৮০
শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্রম্	১০।৩২৩
শ্রীকেদার-বদ্রীনারায়ণ দর্শনের সুবর্ণ সুযোগ	২।৭৫
শ্রীচৈতন্য-তত্ত্ব—	১।১৪
শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব (সাময়িকী)	৩।১০৩
শ্রীগুরুচরণে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন (শ্রীমৎ বামন মহারাজের উদ্দেশ্যে)	৩।১০১, ৩।১০২
শ্রীশ্রীগোপীনাথ-দেবাষ্টকম্	৩।৭৭
শ্রীগৌরসুন্দরের গয়া-যাত্রা ও কাজী-উদ্ধার—	১।১৮
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-তিথিতে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি	৮।২৭৪
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের *বিরহ-মহোৎসব (আমন্ত্রণ)*	৭।২৫১

বিষয়	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-বাসরে পুষ্পাঞ্জলি	১।১২, ২।৫১, ৩।৮৯
শ্রীমদ্ভক্তিরেদান্ত বামন মহারাজের নিকট পত্র	৫।১৬১
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (বিজ্ঞাপন)	৬।২১৬
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলম্	৬।২১২, ৭।২৪৪, ১০।৩৫০
শ্রীমচ্চৈতন্যদাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব	৩ ।০৭
শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজের নিশান্তলীলায় প্রবেশ	৮।২৮৫
শ্রী শ্রীনবযুবদ্বন্দ্ব-দিদৃক্ষাষ্টকম্	৮।২৫৩
শ্রী শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা (আহ্বান)	৪।১৪৩
শ্রী শ্রীজগন্মোহনাষ্টকম্	৫।১৪৫
শ্রী শ্রীনবাষ্টকম্	৭ ২১৭
শ্রী শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন	৭।২৩৩
শ্রীস্বয়ম্ভুগবত্ত্বাষ্টকম্	৪ ।১০৯
শ্রীহরিনাম	৭ ২২৫
সজ্জন—করুণ (২২)	১ ৪
„ —মৈত্র (২৩)	।৫
„ —করি (২৪)	২।৪৩
„ —দক্ষ (২৫)	৩৮০
„ —মৌনী (২৬)	৩।৮২
সম্বন্ধ-বিচার	১।৭, ২।৪৬
সংবাদ-সমীক্ষা (বেদান্ত বিদ্যাপীঠ)	১২।৪২৩
সারকথা	১০।৩৩৫
সাত্বতঃ শ্রাদ্ধ-প্রসঙ্গ	২।৭৪
সুন্দরবনাঞ্চল বিরাট ধর্ম্মসভা	৪। ৩৫
হরিনাম— শ্রী	৭।২২৫
A letter from Prime Minister of India	১২।৪২৬
A letter from Umashankar Dikshit (Governor of W. Bengal)	৯।৩২২ (চ)
A letter from Wajahat Habibullah (Prime Minister Office)	১১।৩৯৫
Statement about Shri Goudiya-Patrika	১।৪০
The Advent Anniversary of Lord Shri Krishna at Shri Meghalaya Goudiya Math, Tura	৬।২৪০
Token of Appreciation (A letter from Governor of W. Bengal)	১২।৪২৪

। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ।



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য।

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ।

৩৬শ বর্ষ } ২৬ গোবিন্দ, অনিরুদ্ধ, ৪৯৭ গৌরাব্দ ; ৩০ ফাল্গুন, বুধবার, ১৩৯০ ; ইং ১৪।৩।১৯৮৪ { ১ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীনৃসিংহদেব-স্তবঃ

[শ্রীগারুড়ে ষট্‌ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ে
শ্রীমহাদেব-কৃতঃ]

অনাদিনিধনং দেবং সর্ব্বভূতভবোদ্ভবম্।
বিদ্যুজ্জিহ্বং মহাদংষ্ট্রং স্ফুরৎকেশরসঙ্কটম্।
কল্পান্তমারুতক্ষুব্ধসপ্তার্ণবমহাস্বনম্ ॥১॥

শ্রীনৃসিংহদেব আদি-অন্তহীন, তাঁহা হইতে সর্ব্বভূতের উদ্ভব হইতেছে, তাঁহার জিহ্বা বিদ্যুৎসদৃশ সমুজ্জ্বল, দন্তসমূহ মহাভয়ঙ্কর ও কেশরসকল স্ফুরিত হইতেছে। তদীয় গর্জ্জন কল্পান্তকালীন-মারুত-বিক্ষুব্ধ-সপ্তসমুদ্র নিঃস্বনবৎ গম্ভীর ॥১॥

বজ্রান্ততীক্ষ্ণনখর-চারুণা দারিতাননম্ ।
মেরুশৈলপ্রতীকাশমুদয়ার্কসমীক্ষণম্ ॥২॥

বজ্রের ন্যায় তীক্ষ্ণনখর ও বিদারিত মনোহর বদনবিশিষ্ট তদীয় দেহ উদীয়মান সূর্য্যকিরণোদ্ভাসিত সুমেরুপর্ব্বততুল্য দীপ্যমান ॥২॥

হিমাদ্রিশিখরাকারং চারুদংষ্ট্রোজ্বলাননম্ ।
শুগ্রুষিতাতিরোষাগ্নি-জ্বালাকেশরমালিনম্ ॥৩॥

হিমাদ্রিশৃঙ্গসদৃশ দংষ্ট্রাদ্বারা তাঁহার মুখমণ্ডল সমুজ্জ্বল। অতিশয় ক্রোধাগ্নি-সহকারে তাঁহার কেশসমূহ হইতে জ্বালাচয় নির্গত হইতেছে ॥৩॥

রত্নাঙ্গদং সুমুকুটং হেমকেশরভূষিতম্ ।
শ্রোণিসূত্রেণ মহতা কাঞ্চনেন বিরাজিতম্ ॥৪॥

নৃসিংহদেব রত্ননির্ম্মিত অঙ্গদ, সুন্দর মুকুট ও হেমময় কেশরমালায় বিভূষিত এবং কাঞ্চনময় কটিসূত্রে বিরাজিত ॥৪॥

নীলোৎপলদলশ্যামং রত্নন্পুরভূষিতম ।
তেজসাক্রান্তসকল-ব্রহ্মাণ্ডোদরমণ্ডপম্ ॥৫॥

তিনি নীলোৎপলদলের ন্যায় শ্যামবর্ণ, রত্নময় নূপুরে ভূষিত, স্বীয় তেজদ্বারা জগৎ আক্রমণ করিয়া অবস্থিত আছেন ; ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার উদরমণ্ডপে রহিয়াছে ॥৫॥

আবর্ত্তসদৃশাকারৈঃ সংযুক্তং দেহরোমভিঃ ।
সর্ব্বপুষ্পবিচিত্রাঞ্চ ধারয়ংশ্চ মহাস্রজম্ ॥৬॥

আবর্ত্তসম রোমরাজিদ্বারা তাঁহার দেহ ব্যাপ্ত হইয়াছে, তিনি সর্ব্ব-পুষ্পরচিত বিচিত্র মালা ধারণ করিয়া আছেন ॥৬॥

নমস্তেঽস্তু জগন্নাথ নরসিংহবপুর্দ্ধর ।
দৈত্যেশ্বরান্ত্রসম্পূর্ণ-নখশুক্তিবিরাজিত ॥৭॥

হে নৃসিংহরূপধারিন্! জগন্নাথ ! আপনাকে নমস্কার করি। আপনার শুক্তিতুল্য নখরাজি দৈত্যেশ্বর হিরণ্যকশিপুর নাড়ীসমূহে পূর্ণ হইয়া শোভা পাইতেছে ॥৭॥

নমঃ সকলসংলগ্ন-হেমপিঙ্গলবিগ্রহ ।
নমোঽস্তু পদ্মনাভায় শোভনায় জগদ্গুরো ॥৮॥

হে দেব! আপনার নখকমলে হেমপিঙ্গলদেহ দৈত্য বিরাজিত আছে। হে জগদ্‌গুরো! আপনি পদ্মনাভ, অতি সুশোভন, আপনাকে নমস্কার করি ॥৮॥

কল্পান্তাম্ভোদনির্ঘোষ সূর্য্যকোটিসমপ্রভ।

সহস্রযমসন্ত্রাস সহসেন্দ্রপরাক্রম ॥৯॥

আপনি কল্পান্তে জলধরের ন্যায় গর্জ্জনশীল, কোটি সূর্য্যসম দীপ্তিমান, সহস্র যমের ত্রাসকারী ও সহস্র ইন্দ্রসম পরাক্রমশালী ॥৯॥

সহস্রধনদ-সফীত সহস্রবরুণাত্মক।

সহস্রচন্দ্রপ্রতিম সহস্রগ্রহবিক্রম ॥১০॥

সহস্র কুবেরের ন্যায় বর্দ্ধিষ্ঠ, সহস্র বরুণাত্মক, সহস্র চন্দ্রতুল্য সমুজ্জ্বল ও সহস্র গ্রহের ন্যায় বিক্রমশালী ॥১০॥

সহস্ররুদ্রতেজস্ক সহস্রব্রহ্মসংস্তুত।

সহস্ররুদ্রসঞ্জপ্ত সহস্রাক্ষনিরীক্ষণ ॥১১॥

হে দেব! আপনি সহস্র রুদ্রের ন্যায় তেজস্বী, সহস্র ব্রহ্মসংস্তুত। সহস্র রুদ্র আপনার মন্ত্র জপ করেন ও সহস্রাক্ষ সর্ব্বদা আপনাকে দর্শন করেন ॥১১॥

সহস্রজন্মমথন সহস্রবন্ধমোচন।

সহস্রবায়ুবেগোগ্র সহস্রাক্ষকৃপাকর ॥১২॥

হে দেব! আপনি সহস্র জন্মমথনকারী, সহস্র বন্ধনমোচনকারী, সহস্র বায়ুর ন্যায় বেগবান্ ও সহস্রাক্ষকে কৃপা করিয়া থাকেন ॥১২॥

নারসিংহমিদং স্তোত্রং যঃ পঠেন্নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।

মনোরথপ্রদস্তস্য রুদ্রস্যেব ন সংশয়ঃ ॥১৩॥

যে-ব্যক্তি নিয়ত এই নৃসিংহস্তোত্র পাঠ করে, নৃহরি তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া রুদ্রকে যেমন বর প্রদান করিয়াছিলেন, স্তবপাঠককেও সেইরূপ বরদান করিয়া থাকেন ॥১৩॥

———

সজ্জনে—করুণ (২২)

সজ্জনে করুণা-গুণ নিত্য ও পূর্ণভাবে বিদ্যমান

পরদুঃখ ধ্বংস করিবার ইচ্ছাকে করুণা বলে। করুণাবিশিষ্ট ব্যক্তিই করুণ। বৈষ্ণবের ছাব্বিশটী গুণের মধ্যে করুণা একটি গুণ। বৈষ্ণব-সজ্জন ব্যতীত এই গুণগুলি অন্যস্থানে পরিদৃষ্ট হইলেও তাহাতে পূর্ণতা নাই ও নিত্যতার অভাব। সজ্জনে এই গুণটী সর্ব্বদা বিরাজমান ও পূর্ণভাবে অবস্থিত।

সজ্জন—আনন্দময়, তাঁহার কারুণ্য অসজ্জনের দুঃখভার-বিনাশক

"পর" বলিতে সজ্জন হইতে অন্য ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে। সজ্জন-নিত্য বলিয়া এবং আনন্দময় বলিয়া তাঁহাতে কোন দুঃখের সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা সজ্জন নহেন, তাঁহারাই দুঃখভারক্লিষ্ট। সুতরাং সজ্জনের করুণা অসজ্জনের প্রতিই সর্ব্বদা নিযুক্ত। আনন্দ বা প্রেমরাহিত্য নিত্যবস্তুতে কখনই সম্ভবপর হয় না। বৈকুণ্ঠ বস্তু কোন কালেই দুঃখ-পীড়িত না হওয়ায় তাহার দুঃখাপনোদন প্রবৃত্তি সজ্জনের নাই। আনন্দাভাব ধর্ম্ম, বিষ্ণুভক্তিহীন অসজ্জনের নিত্য সহচর। এই দুঃখভার নামাইবার জন্য তিনি স্বর্গ-মর্ত্ত্য আলোড়ন করেন। তাঁহার দুঃখের নিবৃত্তি হয় না। সজ্জনই কেবল তাঁহার দুঃখ বিনাশ করিতে সমর্থ।

সজ্জনের হরিকীর্ত্তনই অন্যের প্রতি আত্যন্তিক করুণা

অসজ্জন বলিতে মনোধর্ম্মজীবী নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানরত মায়াবাদীকে বুঝায়। এতদ্ব্যতীত দেহারামী জড়চিন্তাকুশল স্বার্থপর কর্ম্মফলানুসন্ধিৎসুকেও অসজ্জন বলা হয়। পূর্ব্বকথিত উভয় দলই অনিত্য অনুষ্ঠানে ব্যস্ত। সুতরাং নিত্য বা সৎ শব্দবাচ্য নহে। কর্ম্ম বা জ্ঞানের আবরণ ত্যক্ত হইলেই যে বিষ্ণুভক্তি হইবে, এরূপ নহে। অন্যাভিলাষী বা মছা ভক্ত আপনাদিগকে বিষ্ণুভক্ত বলিবার জন্য ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু তিনি সজ্জন শব্দবাচ্য নহেন। সজ্জনগণ সর্ব্বদাই বিষ্ণুভক্তিরহিত মায়াবাদী, কর্ম্মী ও অন্যাভিলাষীর দুঃখ বিনাশ করিতে ইচ্ছাবিশিষ্ট বিষ্ণুভক্তি-রাহিত্যই দুঃখের আকর। বিষ্ণুসেবা পরিত্যাগ করয়া জীব মায়াবদ্ধ হন এবং মায়ায় বদ্ধ হইয়াই বৈকুণ্ঠবিমুখ হইয়া দুঃখ-সমুদ্র, মায়াবাদ, কর্ম্মফলবাদ ও যথেচ্ছাচারিতার আবাহন করিয়া বসেন। সজ্জনগণ করুণ, সুতরাং তাঁহারা মিত্রবর্গের প্রতি দয়া করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকেন।

অসজ্জন সজ্জনের করুণা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত না হইলেও সজ্জনগণ কীর্ত্তনমুখে তাঁহাদিগকে করুণা করিতে সর্ব্বদা রত। "সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ" শ্লোকদ্বারা আমরা জানিতে পারি যে, সজ্জনগণ অসতের হৃদয়গহ্বরপুষ্ট অপরের অজ্ঞাত বিষ্ণু ব্যতীত অন্য বস্তুর আসক্তিরূপ দুঃখ হরিকীর্ত্তনদ্বারাই ছেদন করিয়া থাকেন এবং তাদৃশ হনন-কার্য্য তাঁহার ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক করুণার পরিচয়।

বৈষ্ণবের নিকট কৃপা-প্রার্থনাই মঙ্গলের একমাত্র হেতু

বৈষ্ণবের নিকট করুণাপ্রার্থী হইলেই তাহা তিনি অবশ্যই পাইবেন। করুণাপ্রার্থনাই তাহার মঙ্গলের হেতু। জীব সজ্জনপ্রায় না হইলে সজ্জনের নিকট করুণাপ্রার্থী হন না। অসজ্জন যে-সকল করুণা প্রদর্শন করেন ঐগুলি প্রকৃত করুণা নহে, পরন্তু ছলনার প্রচ্ছন্ন তাণ্ডব নৃত্য। যে-কাল পর্য্যন্ত সজ্জন হইবার প্রবৃত্তি জীবহৃদয়ে প্রবুদ্ধ না হয়, তৎকালাবধি নিকপটতার সহিত ছলনার সমত্ব বোধ হয়।

চতুষ্টয়দোষযুক্ত ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষকামীর সজ্জন-কৃপায় দিব্যজ্ঞান ও হরিসেবা-লাভ

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গপিপাসাই দুঃখের আকর স্থান। দেহ ও মনকে অস্মিতার আধারদ্বয়জ্ঞানে ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিকল্পে কৃপণগণ, বিষ্ণুভক্তিরহিত হইয়া স্ব-স্ব ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব, ও বিপ্রলিপ্সা দোষচতুষ্টয় সম্বল করিয়া আপনাদিগকে অধার্ম্মিক, অনর্থময়, অসিদ্ধকাম ও বদ্ধজ্ঞানে ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষের ভিক্ষু হন। প্রয়োজন বিচারে পারঙ্গত হইলে অসজ্জন বুঝিতে পারেন যে, সজ্জনের করুণাই তাহার প্রয়োজন-বিচারের ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছে। বিষ্ণুর সেবাই দেহ ও মনের দুঃখ-নিবৃত্তির মহৌষধ। উহাই সজ্জনের করুণা, দিব্যজ্ঞানদানই সজ্জনের করুণার প্রারম্ভ ও হরি-সেবনপ্রাপ্তিই তাহার করুণার পূর্ণ বিকাশ।

সজ্জন—মৈত্র (২৩)

সজ্জনের ত্রিবিধ অধিকার—কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম

জগতের বন্ধুকে মিত্রধর্ম্মপর বা মৈত্র বলে। সজ্জন প্রত্যেক মনুষ্যের সহিত মিত্রতাবিশিষ্ট। সজ্জন ত্রিবিধ অধিকারে দৃষ্ট হন। যেখানে ভগবদ্ ভক্তের সহিত ঔদাসীন্য অবস্থান করিয়া একমাত্র ভগবান্ পূজিত হন, তাহাই কনিষ্ঠাধিকার। যেখানে ভক্তের সহিত মিত্রতা বর্ত্তমান থাকে,

সেস্থলে ভক্তকে মধ্যমাধিকারী বলা হয়। মধ্যমাধিকারে বিদ্বেষী অভক্তকে বৈষ্ণব উপেক্ষা করেন, কিন্তু উন্নতাধিকারে বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা ধর্ম্ম নাই। কনিষ্ঠাধিকারে ভক্তাভক্ত বিবেক নাই, মধ্যমাধিকারে ভক্তাভক্ত বিচার আছে এবং উন্নতাধিকারে অভক্তকেও ভক্ত বলিয়া ধারণা হয়।

ত্রিবিধ অধিকারেই সজ্জন সমগ্র জগতের কল্যাণ-বিধাতা

সজ্জন কনিষ্ঠাধিকারে ভক্তাভক্তের বিবেচনা করিতে অসমর্থ হইয়া মনুষ্যের সহিত বিরোধ করেন না। তিনি মধ্যমাধিকারে অভক্তের সহিত বিরোধ না করিয়া অভক্তের প্রতি উদাসীন হইয়া মিত্রতাই করিয়া থাকেন। মধ্যমাধিকারে মিত্রতা বুঝিতে না পারিয়া মায়াবাদী কর্ম্মী এবং অন্যাভিলাষী ভক্তের মিত্রতার প্রতি সন্দেহ স্থাপন করেন, কিন্তু বাস্তবিক মধ্যমাধিকারে অভক্তের প্রতি উপেক্ষাচরণ অভক্তের মঙ্গলের জন্য অনুষ্ঠিত ক্রিয়াবিশেষ। সুতরাং তাহাও প্রকৃত মিত্রতা। যেরূপ কোন অস্ত্রচিকিৎসক ব্রণ উদ্ঘাটিত করিয়া রোগীর মঙ্গল কামনা করেন, সেরূপ ভক্ত অসদাচারীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া তাহার সহিত মিত্রতাই করেন। জড়জ্ঞান-মত্ত স্মার্ত্তের বিহিত ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া পারমার্থিক স্মৃতির অনুগমন করিয়া ভক্তগণ সমাজের কল্যাণ বিধান করেন। সজ্জন সকল অধিকারেই সমগ্র জগতের একমাত্র কল্যাণবিধাতা তজ্জন্য সজ্জন ব্যতীত অন্যত্র কুত্রাপি মৈত্র্যগুণ সম্ভবপর নহে।

সজ্জনের কৃপা ও উপেক্ষা একই তাৎপর্য্যপর ;
তিনিই জগদ্বন্ধু ও প্রকৃত মিত্র

শিক্ষক বালকের হিতের জন্য, সৎশিক্ষা প্রদানের জন্য যে তাড়না-ভৎর্সনা করেন, তাহাতে বৈর-ধর্ম্মের লেশমাত্র নাই। পরন্তু বৈরীভাব ছলনায় মিত্রতাই অন্তর্নিহিত থাকে। সজ্জনের হৃদয়ের ভাব সাধারণ বুদ্ধিবিশিষ্ট মানব বুঝিতে পারে না বলিয়াই তিনি যে জগতের একমাত্র বন্ধু, এ কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারে না। কিন্তু সজ্জনই জগতের একমাত্র সর্ব্বকালের বন্ধু। সজ্জনগণই জগদ্বন্ধু, আর তাৎকালিক মিত্রগণ নিত্যবন্ধু শব্দবাচ্য নহে। সজ্জনগণই জীবের প্রতি মিত্রতাবিশিষ্ট হইয়া জীবের ঐহিক ও পারলৌকিক মঙ্গলবিধানে যত্নবান্ হন। জীবের স্বরূপলাভের জন্য যাহারা দেহ ও মনের বিরূপ বৃত্তি অপসারিত করেন, সেই সজ্জন গুরুগণই জীবগণকে উদ্ধার করেন, উহাই মিত্রস্বভাবের চরমোৎকর্ষ।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

সম্বন্ধ-বিচার

(জড়, আত্মা ও পরমাত্মার পরস্পর সম্বন্ধ)

সারগ্রাহী বৈষ্ণব-ধর্ম্মই নিত্যধর্ম্ম। কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হয় নাই। কালক্রমে এই নিত্যধর্ম্মের নির্ম্মলতা বোধ হইতেছে. ইহাতে সন্দেহ কি ? ঐ নির্ম্মলতার উন্নতি বিষয়-নিষ্ঠ নহে—কিন্তু বিচারক-নিষ্ঠ। সূর্য্য সর্ব্বদা সমভাব, কিন্তু দর্শকদিগের অবস্থাক্রমে মধ্যাহ্ন-কালে সূর্য্যকে অধিক উত্তাপদায়ক বলিয়া বোধ হয়। তদ্রূপ নির্ম্মল নিত্যধর্ম্ম মানবগণের উন্নত অবস্থায় অধিকতর উন্নতি-প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বাস্তবিক পক্ষে নিত্যধর্ম্ম সর্ব্বকালেই সমান অবস্থায় থাকে। সেই নির্ম্মল নিত্যধর্ম্মের তত্ত্ব বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সারগ্রাহী-চূড়ামণি শ্রীশ্রীচৈতন্য প্রভু কহিয়াছেন যে, "সম্প্রতি মানববৃন্দ বদ্ধভাবাপন্ন হওয়ায় নিত্যধর্ম্মকে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ক্রমে বিচার করিতে বাধ্য আছেন।" প্রভুর উপদেশক্রমে আমরা সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই তিনটী বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন আলোচনা করিব।

প্রথমে সম্বন্ধ-বিচার। বিচারক স্বীয় আত্মাকে আদৌ লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন। স্বীয় আত্মার অস্তিত্ব হইতে বিষয় ও বস্তুন্তরের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। বিচারক বলিতে পারেন যে, যদি আমি নাই তবে আর কিছুই নাই ; যেহেতু আমার অভাবে অন্যের প্রতীতি কিরূপে সম্ভব হইত ? আত্ম-প্রত্যয়-বৃত্তিদ্বারা বিচারক স্বীয় অস্তিত্ব সংস্থাপন করতঃ প্রথমেই স্বীয় আত্মার ক্ষুদ্রতা ও পরাধীনতা লক্ষ্য করেন। স্বীয় আত্মার প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাতমাত্রেই কোন বৃহদাত্মার সহায়তা পরিলক্ষিত হয়। আত্মা ও পরমাত্মার অবস্থান বোধটী আত্মপ্রত্যয়-বৃত্তির প্রথম কার্য্য বলিয়া বুঝিতে হইবে।

অনতিবিলম্বেই জড়জগতের উপর দৃষ্টিপাত হইলে, বিচারক অনায়াসে দেখিতে পান যে, বস্তু বাস্তবিক তিনটি অর্থাৎ আত্মা, পরমাত্মা ও জড়-জগৎ। যে-সকল ব্যক্তিগণ আত্মার উপলব্ধি করিতে পারেন না, তাঁহারা আপনাকে জড়াত্মক বলিয়া সন্দেহ করেন। তাঁহাদের বিবেচনায় জড়ই নিত্য ; জড়গত ধর্ম্মসকল অনুলোম-বিলোম-ক্রমে চৈতন্যের উৎপত্তি করে এবং তত্তদবস্থা ব্যক্তিক্রম-যোগে উৎপন্ন চৈতন্যের অচৈতন্যতারূপ জড়ধর্ম্মে পরিণাম হয়, এরূপ

সিদ্ধান্ত তাঁহাদের মনে উদয় হয়। ইহার কারণ এই যে, ঐ সকল বিচার করা চিৎপ্রবৃত্তি অপেক্ষা জড় প্রবৃত্তির অধিকতর বশীভূত ও জড়ের প্রতি তাঁহাদের যত আস্থা, জ্ঞানের প্রতি তত নয়। এতন্নিবন্ধন তাঁহাদের আশা, ভরসা, উৎসাহ, বিচার ও প্রীতি সকলই জড়াশ্রিত।

দুর্ভাগের বিষয় এই যে, সমাধিস্থ পুরুষদিগের ব্যবহার সমুদয় তাঁহাদের বিচার চিৎবৃত্তির পীড়া-স্বরূপ বলিয়া বোধ হয়। তাঁহাদের সহিত আমাদের বিচারের সম্ভাবনা নাই, যেহেতু তাঁহারা যে-বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক অপ্রাকৃত বিষয় বিচার করেন, আমরা যে-বৃত্তি অবলম্বন করিতে স্বীকৃত নহি। তাঁহারা যুক্তিবৃত্তির অধীন। যুক্তি কখনই আত্মনিষ্ঠ বিচারে সমর্থ নয়। তদ্বিষয়ে নিযুক্ত হইলে কোনক্রমেই কার্য্যে সমর্থ হয় না। অনুবীক্ষণ যন্ত্র কর্ণে লাগাইলে কি হইবে? মাইক্রোফন যন্ত্রদ্বারা কি ছবি দেখা যায়? অতএব যুক্তি-যন্ত্রদ্বারা কিরূপে বৈকুণ্ঠ দর্শন হইবে? জড়-জগতের বিষয়সকল যুক্তি-বৃত্তির অধীন, কিন্তু আত্মা স্বীয় দর্শনবৃত্তি ব্যতীত কোন বৃত্তি-দ্বারা লক্ষিত হন না। যুক্তি সৎপথ অবলম্বন করিলে আত্মা বিষয়ে স্বীয় অক্ষমতা শীঘ্রই বুঝিতে পারে। আত্মা জ্ঞান-স্বরূপ, অতএব স্বপ্রকাশ ও জড়ের প্রকাশক; কিন্তু জড়জাত যুক্তিবৃত্তি কখনই আত্মাকে প্রকাশ করিতে পারে না। অতএব আমরা যুক্তিবাদীদিগের জড়সিদ্ধান্তে বাধ্য না হইয়া আত্ম-দর্শন বৃত্তির দ্বারা আত্মা ও পরমাত্মার দর্শন বিচার করিব এবং আত্মা ও জড়ের মধ্যগত ক্ষণিক যুক্তি-যন্ত্র-যোগে জড়-জগতের তত্ত্ব-সংখ্যা করিব।

আত্মা, পরমাত্মা ও জড়—এই তিনটি বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন বিচার করা আবশ্যক। শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর—এই তিন নামে উক্ত ত্রি-তত্ত্বের বিষয়ে বিচার করিয়াছেন। সম্বন্ধ-বিচারে ত্রি-তত্ত্বের বিচার ও সম্বন্ধ নির্ণয় করাই প্রয়োজন।

সাংখ্য-লেখক কপিলাচার্য্য প্রকৃতির চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের সংখ্যা করিয়াছেন। জড় বা অচিত্তত্ত্বের বিচার করিতে হইলে কপিলের তত্ত্ব-সংখ্যা বিচার্য্য হইয়া উঠে। আধুনিক জড়তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অনেক যত্নসহকারে নবাবিষ্কৃত যন্ত্র-সকল-দ্বারা মূল-ভূতসকলের নাম, ধর্ম্ম ও রাসায়নিক প্রবৃত্তিসকল বিশেষরূপে আবিষ্কার করত জনগণের প্রাকৃত-জ্ঞান সমৃদ্ধি করিয়াছিলেন ও করিতেছেন। তাঁহাদের আবিষ্কৃত বিষয়সল বিশেষ আদরণীয়, যেহেতু তাহারা অর্থরূপ আবিষ্কৃত হইয়া জীবের চরম গতিরূপ পরমার্থের উপকার করিতেছেন। ফলতঃ

সমুদয় আবিষ্কৃত বিষয়সকলের আদর করিয়াও সাংখ্যের তত্ত্ব-সংখ্যার অনাদর করিতে হয় না। মূল-ভূত ৬০, ৬১ বা ৭০ হউক, সাংখ্য-নির্ণীত ক্ষীতি, জল, তেজ প্রভৃতি স্থূল ভূতের সম্বন্ধে কোন ব্যাঘাত ঘটে না। অতএব সাংখ্যাচার্য্য যে ভূত, তন্মাত্র অর্থাৎ ভূতধর্ম্ম, ইন্দ্রিয়গণ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার—এরূপ প্রাকৃত জগতের আলোচনা করিয়াছেন, তাহা অকর্ম্মণ্য নহে। বরং সাংখ্যের তত্ত্ব-বিভাগটী বিশেষ বৈজ্ঞানিক বলিয়া স্থির করা যায়।

বেদান্ত-সংগ্রহরূপ ভগবদ্গীতা-গ্রন্থেও তদ্রূপ তত্ত্ব-সংখ্যা লক্ষিত হয়। যথা—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনা বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ (গীঃ ৭।৪)

ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ প্রভৃতি পঞ্চ স্থূলভূত ও মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার—এই আট প্রকার ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব প্রকৃতিতে আছে। এই সংখ্যায় তন্মাত্র-গুলিকে ভূতসাৎ করা হইয়াছে এবং ইন্দ্রিয়সকলকে মন-বুদ্ধি-অহঙ্কাররূপ সূক্ষ্ম মায়িক তত্ত্বের সহিত মিলিত করা হইয়াছে। অতএব তত্ত্ব-সংখ্যা সম্বন্ধ ও প্রকৃতি-বিচারে সাংখ্য ও বেদান্তে ঐক্য আছে বলিতে হইবে।

এস্থলে বিচার্য্য এই যে, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—ইহারা আত্মার স্বভাব বা প্রকৃতির তত্ত্ব। এতদ্বিষয়ে ইউরোপ-দেশীয় অল্প-সংখ্যক পণ্ডিতেরা মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারকে প্রকৃতির ধর্ম্ম বলিয়া আত্মাকে তদতীত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতেরা প্রায়ই মনকে আত্মার সহিত এক বলিয়া উক্তি করেন। ইংলণ্ডিয় বহুতর বিজ্ঞ লোকের সহিত বিচার করিয়া দেখিয়াছি যে, তাঁহারা আত্মাকে মন হইতে ভিন্ন বলিয়া স্থির করেন। কিন্তু ভাষার দোষে অনেক স্থলে আত্মা-শব্দের পরিবর্ত্তে 'মন'-শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকেন। ভগবদ্গীতায় পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের নীচেই এই শ্লোক দৃষ্ট হয়,—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতি বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ (গীঃ ৭।৬)

পূর্ব্বোক্ত অষ্টধা প্রকৃতির অতিরিক্ত আর একটী পারমেশ্বরী প্রকৃতি বর্ত্তমান আছে। সেই প্রকৃতি জীব-স্বরূপা, যাহার সহিত এই জড়জগৎ অবস্থিতি করিতেছে। এই শ্লোক পাঠে স্পষ্ট বোধ হয় যে, পূর্ব্বোক্ত ভূত, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাত্মিকা প্রকৃতি হইতে জীব-প্রকৃতি স্বতন্ত্র। ইহাই সারগ্রাহী সিদ্ধান্ত বটে।

এই পরিদৃশ্যমান বিচিত্র জগতে দুইটী বস্তু লক্ষিত হয় অর্থাৎ চিৎ ও অচিৎ, অথবা জীব ও জড়। ইহারা পরমেশ্বরের অচিন্ত্যশক্তির পরিণাম বলিয়া বৈষ্ণব জন-কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। এখন জড়সত্তার ও জীবসত্তার মান নিরূপণ করা কর্ত্তব্য। জীবসত্তা চৈতন্যময় ও স্বাধীন-ক্রিয়া-বিশিষ্ট। জড়াসত্তা জড়ময় ও চৈতন্যাধীন। বর্ত্তমান বদ্ধাবস্থায় নর-সত্তার বিচার করিলে চৈতন্য ও জড়ের বিচার হইবে, সন্দেহ নাই; যেহেতু বদ্ধ জীব ভগবৎ-স্বেচ্ছাক্রমে জড়ানুযন্ত্রিত হইয়া লক্ষিত হইতেছেন।

সপ্তধাতু-নির্ম্মিত শরীর, ইন্দ্রিয়গণ, বিষয়-জ্ঞানাধিষ্ঠানরূপ মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার, অবস্থান-ভাবাত্মক দেক ও কাল-তত্ত্ব ও চৈতন্য—এই কয়েকটী ভিন্ন ভিন্ন রূপে নর-সত্তায় লক্ষিত হয়। ভূত ও ভূতধর্ম্ম অর্থাৎ তন্মাত্র-নির্ম্মিত শরীরটী সম্পূর্ণ ভৌতিক।

জড়ভূত জড়ান্তরের অনুভব করিতে সমর্থ নহে, কিন্তু নর-সত্তায় শরীরগত স্নায়বীয় প্রণালী ও দেহস্থিত চক্ষু-কর্ণাদি বিচিত্র যন্ত্রে কোন প্রকার চিদধিষ্ঠান-রূপ অবস্থা লক্ষিত হয়—তাহার নাম ইন্দ্রিয়।

এই ইন্দ্রিয়দ্বারা ভৌতিক বিষয়-জ্ঞান ভৌতিক শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া ভূত-প্রকাশক কোন আন্তরিক যন্ত্রের সহিত যোজিত হয়। ঐ যন্ত্রকে আমরা মন বলি। ঐ মনের চিত্ত-বৃত্তি-ক্রমে বিষয়-জ্ঞান অনুভূত হইয়া স্মৃতি-বৃত্তি-ক্রমে সংরক্ষিত হয়। কল্পনা-বৃত্তিদ্বারা বিষয়-জ্ঞানের আকার পরিবর্ত্তিত হয়।

বুদ্ধি-বৃত্তি-ক্রমে লাঘব-করণ এবং গৌরব-করণ-রূপ প্রবৃত্তিদ্বয় সহযোগে বিষয় বিচার হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত নর-সত্তায় বুদ্ধি ও চিত্তাত্মক মন হইতে জড় শরীর পর্য্যন্ত অহংভাবাত্মক একটী চিদাভাস সত্তার লক্ষণ পাওয়া যায়। এই তত্ত্ব হইতে 'অহং ও মম' অর্থাৎ 'আমি ও আমার' এই প্রকার নিগূঢ় ভাব নর-সত্তার অঙ্গীভূত ইহার নাম অহঙ্কার।

এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, অহঙ্কার পর্য্যন্ত বিষয় জ্ঞান প্রাকৃত। অহঙ্কার, বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়-শক্তি—ইহারা জড়াত্মক নহে অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে ভূত-গঠিত নহে। কিন্তু ইহাদের সত্তা ভূতমূলক অর্থাৎ ভূতসম্বন্ধ না থাকিলে ইহাদের সত্তা সিদ্ধ হয় না। ইহারা কিয়ৎ পরিমাণে চৈতন্যাশ্রিত, যেহেতু প্রকাশকত্ব ভাবই ইহাদের জীবনীভূত তত্ত্ব, কেননা বিষয়-জ্ঞানই ইহাদের ক্রিয়া-পরিচয়; এই চৈতন্য ভাব কোথা হইতে সিদ্ধ হয়?

আত্মা শুদ্ধ চৈতন্য-সত্তা। আত্মার জড়ানুগত্য সহজে সম্ভব হয় না। অবশ্য কোন কারণবশতঃ পারমেশ্বরী ইচ্ছা-ক্রমে শুদ্ধ আত্মার জড়-সম্বন্ধ সংঘটিত হইয়াছে। যদিও বদ্ধাবস্থায় সে-কারণ অনুসন্ধান করা আমাদের পক্ষে সুকঠিন হইয়াছে, তথাপি বদ্ধাবস্থার আনন্দাভাব বিচার করিলে এ-অবস্থাকে চৈতন্যসত্তার পক্ষে দণ্ডাবস্থা বলিয়া উপলব্ধি হয়।

এই অবস্থায় জীবসৃষ্টি হইয়াছে ও কর্ম্মদ্বারা জীবের ক্রমশঃ উন্নতি সাধিত হয়—এরূপ বিচারটী আধুনিক পণ্ডিতদিগের মত হইলেও আত্মপ্রত্যয় বৃত্তি-দ্বারা সত্য বলিয়া স্বীকৃত হয় না। এ-বিষয়ে অধিক যুক্তি নাই, যেহেতু শুদ্ধ আত্মতত্ত্বে ও পরমেশ্বরের লীলা-বিচারে ভূতমূলক যুক্তির গতিশক্তি নাই। এস্থলে এই পর্য্যন্ত স্থির করা কর্ত্তব্য যে—শুদ্ধ আত্মার জড় সন্নিকর্ষে অহঙ্কার, বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়-বৃত্তিরূপ একটী চিদাভাসের উদয় হইয়াছে। ঐ চিদাভাস, আত্মার মুক্তি হইলে আর থাকিবে না।

অতএব নরসত্তায় তিনটী তত্ত্ব লক্ষিত হইল অর্থাৎ 'আত্মা', 'আত্মা ও জড়ের সংযোজক চিদাভাস যন্ত্র' ও 'শরীর'। বেদান্ত-বিচারে আত্মাকে জীব, চিদাভাস যন্ত্রকে লিঙ্গ শরীর ও ভৌতিক শরীরকে স্থূল শরীর বলিয়াছেন। মরণান্তে স্থূল শরীরের পতন হয়, কিন্তু মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত লিঙ্গ-শরীর, কর্ম্ম ও কর্ম্ম-ফলকে আশ্রয় করিয়া থাকে। চিদাভাস যন্ত্রটী বদ্ধাবস্থার সহিত সমকালব্যাপী। কিন্তু তাহা শুদ্ধ জীবনিষ্ঠ নহে। শুদ্ধজীব চিদানন্দ-স্বরূপ। 'অহঙ্কার' হইতে 'শরীর' পর্য্যন্ত প্রাকৃত-সত্তা হইতে শুদ্ধ জীবের সত্তা ভিন্ন।

শুদ্ধ জীবের সত্তা অনুভব করিতে হইলে প্রাকৃত চিন্তাকে দূর করিতে হয়, কিন্তু অহঙ্কার-তত্ত্ব পর্য্যন্ত সমস্ত চিন্তাই প্রকৃতির অধীন আছে। চিদাভাস হইতে চিন্তার উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া চিন্তা ভূতাশ্রয় ত্যাগ করিতে পারে না। অতএব মনোবৃত্তিকে স্থগিত করিয়া আত্ম-সমাধি অর্থাৎ স্বদর্শন-বৃত্তিদ্বারা আত্মতত্ত্ব যখন আলোচনা করেন নিঃসন্দেহ আত্মোপলব্ধি ঘটিয়া থাকে; কিন্তু যাঁহারা অহঙ্কার-তত্ত্বের নিকট আত্মার সতন্ত্রতাকে একেবারে বলি প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারা যুক্তির সীমা পরিত্যাগ করিতে সাহস করেন না এবং শুদ্ধ আত্মার সত্তা কিছুমাত্র অনুভব করিতে সক্ষম হন না। বৈশেষিক প্রভৃতি যুক্তিবাদিগণ শুদ্ধজীবের সত্তা কখনই উপলব্ধি করিতে পারেন না, অতএব মনকেও তাঁহারা নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন। (ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
ভুবনমঙ্গলময় শুভাবির্ভাব-বাসরে
স্মৃতি-পুষ্পাঞ্জলি

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্যসিংহরূপিণে।
শ্রীমতে ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে॥
নমোঽবিদ্যাবিনাশিনে নমো মৃত্যুহরায় চ।
নিত্যানন্দস্বরূপায় বৈ নমস্তে ভক্তবৎসল॥

এ ভবান্ধকূপে মগ্ন মূঢ় জনে,
বড় কৃপাকরি উদ্ধারকারণে,
আবির্ভূত হ'য়েছেন (যিনি) শুভক্ষণে,
বন্দি সেই গুরুর চরণকমল।

জন্মে জন্মে কত অপরাধফলে,
ভ্রমি' বারে বারে ঊর্দ্ধে অধস্তলে,
স্বীয়ত্বে বরিয়া লৈলা যিনি কোলে,
বন্দি সেই গুরুর চরণকমল।

অতি যত্ন করি' রাখি পাশে পাশে,
সেবা শিখায়েন মনের হরিষে,
(যিনি) পরমার্থধন দেন অবশেষে,
বন্দি সেই গুরুর চরণকমল।

প্রেমাঞ্জনলিপ্ত ভক্তিবিলোচন,
যেঁই ফুল্ল মনে করি' উন্মোচন,
ভক্তজনে দেন অভয় শরণ,
বন্দি সেই গুরুর চরণকমল।

কৃষ্ণকথা বিনা না জানেন আর,
মায়াবাদশত ছিণ্ডি' ছার্ খার্,
বিতাড়িলা যিনি সাত সাগর পার,
বন্দি সেই গুরুর চরণকমল।

রূপানুগধারা জিয়াইলা যেবা,
(তাঁর) অদ্ভুত মহিমা বলিবারে কেবা,
আছিলা জগতে অকোবিদ সবা,
বন্দি সেই গুরুর চরণকমল।

তিন-তেরো করি' অপসম্প্রদায়,
ভেদ কৈলা তাহা বোঝা বড় দায়,
ত্রিসন্ধ্যা কীর্ত্তিব (তাঁর) স্তুতি সমুদায়,
বন্দি সেই গুরুর চরণকমল।

গোলোক-লীলায়-বিনোদমঞ্জরী,
আসি ধরাধামে নরবপু ধরি,'
বিলাইলা প্রেম করুণা সঞ্চারি',
বন্দি সেই গুরুর চরণকমল।

গাঁথি' প্রেম-ডোরে স্মৃতি-পুষ্পদলে,
অর্ঘ্য ডালি' এবে নয়নেরি জলে,
ধন্য হ'ব আজি যাঁর কৃপাবলে,
বন্দি সেই গুরুর চরণকমল।

আবির্ভাব-বাসর　　শ্রীগুরুকৃপাকণা-ভিখারী—
৬ই ফাল্গুন ১৩৯০ সাল,　　(শ্রীভক্তিবেদান্ত) ঊর্দ্ধমন্থী (মহারাজ)

———

শ্রীশ্রীচৈতন্য-তত্ত্ব *

প্রস্তাবনা

"স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ,—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার।
আপনে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার॥

শ্রীভগবান্ অধোক্ষজ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াতীত তত্ত্ব। মানব-জ্ঞান খণ্ডিত বা আংশিক; খণ্ডজ্ঞানে অপূর্ণতা আছেই। খণ্ডজ্ঞান পূর্ণত্ব অবস্থাতেও অখণ্ড জ্ঞানে পর্য্যবসিত হইতে পারে না। ভগবৎ-তত্ত্ব নিরূপণ কার্য্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডজ্ঞানের সমষ্টিরও মূল্য কিছু নাই। মানব অভিজ্ঞতামূলে যে অনুমান-প্রমাণের আশ্রয় লইয়া থাকেন, তাহা কখনও বিরজা অতিক্রম করিয়া বৈকুণ্ঠ যাইতে পারে না। সূর্য্যের আলোতেই সূর্য্য দর্শন সম্ভবপর হয়। অন্য কোন আলোকের সাহায্যে তাঁহাকে দেখিতে যাওয়া মূর্খতার অভিযান ব্যতীত অন্য কিছু নয়। সেইপ্রকার অখণ্ড-জ্ঞানের আলোচনা অখণ্ড-জ্ঞানের সাহায্যেই একমাত্র সম্ভবপর। ভগবান্ স্বীয়তত্ত্ব কৃপাপূর্ব্বক জানাইলে তাঁহাকে জানিতে পারা যায়। ইহাই বেদ-সম্মত সিদ্ধান্ত। ভগবান্ স্বয়ং বা তাঁহার কোন দূতের দ্বারাই তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান জীবের নিকট প্রকাশ করেন। আশ্রয়জাতীয়-ভগবান্ শ্রীগুরুদেবের মুখে শুনিয়া সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা ব্যতীত দুর্ব্বল জীব অন্য কোন প্রকারে সেই জ্ঞান লাভ করিতে পারে না।

শ্রীচৈতন্যই পরতত্ত্ব

শ্রীচৈতন্য কে? এই বিচার আমরা করিতে পারি না। শাস্ত্র এবং তাঁহার অনুগৃহীত ভক্তগণ তাঁহাকে যে-ভাবে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন আমরাও তাঁহাকে সেই ভাবেই গ্রহণ করিব। পূর্ব্ব মহাজনগণকে লঙ্ঘন করিয়া অন্য একটি সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে গেলে, আমাদের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতাকেই প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের' লেখক শ্রীল

---

* জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের কৃপাভিক্ত "আসাম বৈষ্ণব সম্মিলনী"র প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীল নিমানন্দ সেবাতীর্থ গোস্বামী প্রভুর অসমীয়া ভাষায় লিখিত প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ।

—প্রকাশক

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্য-তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিতে গিয়া নিম্ন-লিখিত শ্লোকটি কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদুপাস্য তনুভা
য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশ-বিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণ্যে য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥

অর্থাৎ –উপনিষদ্ যাঁহাকে অদ্বৈতব্রহ্ম বলেন, তিনি শ্রীচৈতন্যের অঙ্গকান্তি। যোগশাস্ত্রে যাঁহাকে অন্তর্য্যামী পুরুষ বা পরমাত্মা বলেন, তিনি চৈতন্যের অংশ-স্বরূপ। ব্রহ্ম ও পরমাত্মার আশ্রয়-স্বরূপ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ যিনি তিনিই স্বয়ং ভগবান্। সুতরাং চৈতন্য হইতে পরতত্ত্ব জগতে আর নাই।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক পণ্ডিত ও একজন মহাবিরক্ত ভক্ত। তাঁহার নিরপেক্ষতাকে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। নায়ক-পূজার পক্ষপাতী হইয়া অতিশয়োক্তি করার মানব তিনি নিশ্চয় ছিলেন না। মহাপ্রভুর তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার প্রত্যক্ষ অনুভূতি শাস্ত্র-সম্মত না হইলে তিনি কখনই ঐরূপ উক্তি করিবার জন্য অগ্রসর হইতেন না।

চৈতন্য-তত্ত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত

নিরপেক্ষভাবে শাস্ত্রের আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শ্রুতি প্রভৃতি সমস্তশাস্ত্র মুখ্য ও গৌণভাবে কবিরাজ গোস্বামী-সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করিয়াছেন। এস্থলে কয়েকটি শাস্ত্রবাক্য উল্লেখ করিয়া এই সম্বন্ধে শাস্ত্র-সিদ্ধান্তের দিগ্‌দর্শন (মুণ্ডক ৩।৩) করা গেল।—

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥

অর্থাৎ—যখন হেমকান্তি-বিশিষ্ট হিরণ্যগর্ভ সৎ-কর্ত্তাকে দেখিতে পাওয়া যায়, তখন পরাবিদ্যা লাভের ফলে অপরা লৌকিকী বুদ্ধিমূলে পাপ-পুণ্যের ধারণা সম্যক্‌ভাবে বিধৌত হইয়া নির্ম্মলতা এবং সমতা লাভ করে।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ (ভাঃ ১১।৫।৩২)

অর্থাৎ—যাঁহার মুখে সর্বিদা কৃষ্ণনাম, যাঁহার অঙ্গকান্তি গৌর, সেই অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র এবং পারিষদ-পরিশোভিত মহাপুরুষকে সুবুদ্ধিমান্ মানব সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞদ্বারা যজন করেন।

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনুঃ ।
শুক্লোরক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ (ভাঃ ১০।৮।১৩)

অর্থাৎ—গর্গঋষি নন্দ-মহারাজকে বলিলেন, --তোমার এই পুত্র সত্য, ত্রেতা এবং কলি এই তিন যুগে যথাক্রমে শুক্ল, রক্ত, পীত এই তিনবর্ণ ধারণ করিয়া জগতে অবতীর্ণ হন। অধুনা দ্বাপরে ইঁনি কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ইত্থং নৃ-তির্য্যগৃষি-দেব-ঋষাবতারৈ-
র্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপতীপান্ ।
ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তম্
ছন্নঃ কলৌ যদভস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্ ॥ (ভাঃ ৭।৯।৩৮)

অর্থাৎ—শ্রীপ্রহ্লাদ কৃষ্ণকে স্তুতি করিয়া বলিলেন, --হে মহাপুরুষ! আপনি এরূপভাবে নর, তির্য্যক্, ঋষি, দেব, মৎস্য ইত্যাদিরূপে লোককে পালন করেন, জগতের শত্রুগণকে বিনাশ করেন এবং কলিযুগের উপযোগী নাম-কীর্ত্তন-ধর্ম্ম ছন্নভাবে (ভক্তভাবে ভগবত্তাকে আচ্ছাদিত করিয়া) প্রচার করিয়া থাকেন। এইজন্য আপনার নাম ত্রিযুগ। কেননা, কলির ছন্ন অবতারকে শাস্ত্র গুপ্তভাবে রাখিয়াছেন।

অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বদা ॥

আদি পুরাণের এই বাক্যমতে ভগবানের এই গুপ্ত বিগ্রহ নিত্য।

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী ।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠা-শান্তিপরায়ণঃ ॥ (মহাভারত)

অর্থাৎ—সেই মহাপুরুষ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় অঙ্গ-বিশিষ্ট, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, চন্দন এবং মাল্যে সুশোভিত, সন্ন্যাসী, সমগুণবিশিষ্ট ও নিষ্ঠা-শান্তি-মহাভাবপরায়ণ। অহমেব ক্বচিদ্ ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।

হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপ-হতান্নরান্ ॥ (উপপুরাণ)

অর্থাৎ—হে ব্রহ্মন্! কোন বিশেষ কলিযুগে আমি সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিয়া পাপ-কলুষিত মানবগণকে হরিভক্তি প্রদান করিব।

এই সমস্ত শাস্ত্রবাক্যই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে লক্ষ্য করিয়াছেন। ভক্ত-ভাবে আত্ম-গোপনকারী ভগবানের আবির্ভাব সম্বন্ধে শাস্ত্র ইহা অপেক্ষা অধিক স্পষ্টভাবে কিছু ব্যক্ত করিতে পারেন না। কিন্তু এরূপভাবে যতখানি ব্যক্ত করা হইয়াছে, তাহা হইতে মহাপ্রভুকে নিঃসন্দেহে অবতার বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়।

সমস্ত শাস্ত্র-সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করিয়া শ্রীচৈতন্যের একমাত্র প্রচার্য্য-বিষয়ের আলোচনা করিলেই তাঁহার ভগবত্তা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারা যায়। নিরপেক্ষ বিচারে মধুর রসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রস। এই মধুর রতিই পারকীয় রসে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। পণ্ডিতগণের ইহাই অভিমত। পারকীয় রসের একমাত্র বিষয়—কৃষ্ণ। শ্রীরাধানাথ কৃষ্ণের ভজনই ভজন-রাজ্যের শ্রেষ্ঠতম কথা। এই কথা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব জগৎকে জানাইয়াছেন। ভগবান্ ব্যতীত অন্য কেহ সেই কথা জানাইতে পারেন না। সুতরাং মহাপ্রভুই পূর্ণ ভগবান্।

শ্রীচৈতন্যকে ভগবানের অবতার বলিয়া ধরিলে তাঁহার ভগবত্তার পূর্ণ অভিব্যক্তি স্বীকার করা হয় না। তিনি অবতার নন, অবতারী। রাম, নৃসিংহ প্রভৃতি বিষ্ণু-অবতারগণ কৃষ্ণের অংশ কলারূপে নিত্য বৈকুণ্ঠে বিরাজিত আছেন। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"—ভাগবতের এই সিদ্ধান্তমতে কৃষ্ণই ভগবানের স্বয়ংরূপ, অবতারী-তত্ত্ব। শ্রীগৌর-তত্ত্ব কৃষ্ণতত্ত্ব হইতে পৃথক্ নন্। দুইই একতত্ত্বের বিভিন্ন প্রকাশ। দুইটিই মধুর রসের বিষয়। মাধুর্য্য এবং ঔদার্য্য-হিসাবে মাধুর্য্য-রসের দুই প্রকার ভেদ-বৈচিত্র্য আছে। মাধুর্য্য-প্রধান ঔদার্য্যরূপে কৃষ্ণ-স্বরূপ এবং ঔদার্য্য-প্রধান মাধুর্য্যরূপে গৌর-স্বরূপ নিত্যপ্রকটিত আছেন। কৃষ্ণ মাধুর্য্য-রসময় বিগ্রহ এবং ঔদার্য্যরসময় বিগ্রহ। শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবনে এই দুই বিগ্রহের সেবাপীঠের অনুভূতিও পৃথক্। নিত্যমুক্ত ভক্তগণের মধ্যে ঔদার্য্য-প্রধান মাধুর্য্য-রসের আশ্রিত ভক্তগণ গৌরপীঠ শ্বেতদ্বীপে গৌর-সেবায় নিমগ্ন, আবার উভয় রসেরই আশ্রিত কোন কোন ভক্ত যুগপৎ দুইপীঠেই, উভয়ের সেবায় নিত্য নিযুক্ত আছেন।

বিভিন্ন ভক্ত শ্রীগৌর-বিগ্রহে রূপনিষ্ঠার বৈচিত্র্যভেদে তাঁহাকে বিভিন্ন-রূপে দেখিয়াছিলেন। শ্রীবাস চতুর্ভুজ নারায়ণরূপে, মুরারিগুপ্ত রাম ও বরাহরূপে, বাসুদেব সার্ব্বভৌম ষড়্ভুজরূপে (রাম, কৃষ্ণ ও গৌর—এই তিনের মিলিত বিগ্রহরূপে) এবং রামানন্দ 'রাধাকৃষ্ণ'-মিলিত-তনুরূপে তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন। ভক্তের এই সমস্ত বিভিন্ন দর্শনেও তাঁহার অবতারীত্ব প্রমাণিত হয়।

মহাপ্রভুর বিভিন্ন শ্রীনাম,—তিনি শ্রীচৈতন্য, নিমাই, বিশ্বম্ভর, গৌরহরি, গৌর, গৌরাঙ্গ, গৌরসুন্দর, গৌরচন্দ্র, চৈতন্য, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নিমানন্দ, মহাপ্রভু প্রভৃতি নামে ভক্তসমাজে বিদিত আছেন।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের গয়া-যাত্রা ও কাজী-উদ্ধার

বর্ত্তমান স্মার্ত্ত-সম্প্রদায় মনে করেন, শ্রীগৌরাঙ্গদেব গয়াতে গিয়া স্মার্ত্ত-বিধানে তাঁহার পিতা জগন্নাথ মিশ্রের শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডাদি প্রদান করিয়া তাঁহাদের স্মার্ত্ত-স্মৃতির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু, উহা তাঁহাদের ভুল ধারণা। গৌরহরির গয়া-যাত্রার প্রকৃত উদ্দেশ্য শাস্ত্রে অন্যরূপ দেখা যায়। আমরা তাহার অন্তর-নিহিত বিষয় উদ্ঘাটন করিব। 'এক কার্য্যে সাধেন প্রভু কার্য্য পাঁচ-সাত।' ভগবান্ ও ভগবৎ-পার্ষদ আচার্য্যবর্গের প্রত্যেক কার্য্যের অভ্যন্তরে বহু শিক্ষা পাওয়া যায়। সংসার-সন্তপ্ত জীবের প্রতি তিনি করুণা-পরবশ হইয়া আচার্য্যরূপে জগতে আসিয়াছেন। কি-ভাবে এই সংসার-রূপ দুঃখ-জলধি হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া ভগবৎ-পাদপদ্ম লাভ করা যায়; তাহা নিজে আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।—

"আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।
আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়॥"

তাই আচার্য্য-লীলাভিনয়কারী অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন গৌরসুন্দর নিজে ভক্ত-ভাব অঙ্গীকার করিয়া, সংসার-সমুদ্রে পতিত জীবকুল কিভাবে উদ্ধার লাভ করিতে পারে, তাহার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। গৌরসুন্দরের পিতা জগন্নাথ মিশ্র অভিন্ন-নন্দ-মহারাজ; তাঁহার পিণ্ডাদি দিয়া প্রেতযোনি হইতে উদ্ধার করিবার জন্য মহাপ্রভুর আবশ্যক হওয়ায় গয়া গিয়াছিলেন, ইহা স্মার্ত্ত-সম্প্রদায়ের ধারণা। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উহা আদৌ সত্য নহে। গয়াক্ষেত্র পাপভারে মলিনতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া গৌরহরি তাঁহাকে পবিত্র করিবার জন্য তীর্থরাজের আহ্বানে তথায় গিয়াছিলেন। বিভিন্নপ্রকারে পাপী পাপ করিয়া তীর্থে যাইয়া তাহা ক্ষালন করিয়া আসে। সুতরাং অতিপাপী, মহাপাপী প্রভৃতি নানাবিধ পাপীলোকের সংস্রবে তীর্থরাজ পাপভারে অতিষ্ঠ হইয়া ভগবানের শরণাপন্ন হন এবং ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ কামনা করেন। ভগবৎ-স্বয়ং তীর্থীভূত হইয়া তীর্থকে পবিত্র করিবার জন্য তথায় গমন করিয়া থাকেন, নিজেরা পবিত্র হইবার জন্য নহে। তাঁহাদের পাদস্পর্শে তীর্থের সমস্ত পাপ-রাশি ভস্মীভূত হইয়া যায়; শাস্ত্র বলেন,—

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থী কুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা॥ (ভাঃ ১।১৩।৮)

আপনার ন্যায় ভাগবতসকল স্বয়ং তীর্থস্বরূপ। তাঁহারা স্বীয় অন্তঃস্থিত ভগবানের পবিত্রতা-বলে পাপিগণের পাপমলিন তীর্থসকলকে পবিত্র করেন। শাক্ত, স্মার্ত্ত ও পাপিষ্ঠ লোকের জন্যই শাস্ত্র গয়া-শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা দিয়াছেন; উহা বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত বৈষ্ণবের জন্য নহে। গৌরাঙ্গদেব ঐপ্রকার পাপী লোকদিগের গয়ায় শ্রাদ্ধের আবশ্যকতা আছে, ইহা শিক্ষা দিবার জন্য বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে গয়া-শ্রাদ্ধ করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। গৌরসুন্দর স্বয়ং ভগবান্। তাহার দীক্ষা-গ্রহণ কেবল লোক-শিক্ষার জন্যই বুঝিতে হইবে।

যাঁহারা সংসার-ক্ষেত্রে বাস করিয়া ভগবদ্-ভক্তির প্রতি বিদ্বেষ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, নানাপ্রকার কর্ম্ম ও ভোগের আড়ম্বর করেন, এই নশ্বর দেহকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য অন্যায়ভাবে নিরীহ জীবকে হিংসা করিয়া উদ্বেগ দেন ও নানাপ্রকার কুকর্ম্ম, বিকর্ম্ম, অকর্ম্মাদি দ্বারা চিত্তের মালিন্য আনয়ন করেন, তাহারাই পাপভাগী হইয়া গয়ায় শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন—অন্যে নহে। 'মহদ-অতিক্রম' একটি কঠিন অপরাধ। তাহাতে জীবের অতি নিম্ন তামসী যোনি ও অন্ধতামিস্র নরকাদি লাভ হয়। শ্রীভাগবত বলেন;—

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ॥ (ভাঃ ১০।৪।৪৬)

আয়ুঃ, শ্রী, ধর্ম্ম, লোক ও আশীর্ব্বাদ—এইসমস্ত শ্রেষ্ঠ বস্তুই মনুষ্যের মহদতিক্রম হইতে নাশ হইয়া যায়। জীব তাহার নিজভোগে বাধাপ্রাপ্ত হইলে যথেচ্ছা আচরণে দ্বিধাবোধ করে না; তাহার ফলে যে পাপ ও অপরাধ হয়, তাহাতে মৃত্যুর পর তাহাদের কর্ম্মের ফলস্বরূপ পর্য্যায়ক্রমে অপরাধ অনুযায়ী ভূত, প্রেত, রাক্ষস, দৈত্যযোনি ও নরকাদি লাভ হইয়া থাকে। উহারা জীবিতাবস্থায় মনুষ্য-জাতির ক্ষতি-সাধন করে এবং মৃত্যুর পরও ভূত, প্রেত, পিশাচ ও ব্রহ্মদৈত্য হইয়া সাধারণ জীবের ক্ষতি করিয়া থাকে। এইসব জীবের উদ্ধারের জন্য শাস্ত্রে গয়াক্ষেত্রে পিণ্ড দিবার ব্যবস্থা আছে, অন্যের জন্য নহে। কোনও অনার্য্য জাতি বা অনার্য্য সমাজের ধারণা, গয়ায় পিণ্ডদানের কাহারও কোন আবশ্যক নাই। এই শ্রেণীর লোকের শিক্ষার জন্যই মহাপ্রভু গয়ায় পিণ্ডদানের লীলা করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-গুরুর নিকট বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত বৈষ্ণববৃন্দের গয়ায় প্রেতশ্রাদ্ধ, পিণ্ড বা কুশ-ধারণাদি আবশ্যক হয় না। গৌরসুন্দর ঈশ্বর-পুরীপাদের নিকট

দীক্ষাভিনয়ের পূর্ব্বেই ঐসব পিণ্ডাদির কার্য্য করিয়াছেন। ইহার দ্বারা এই শিক্ষা দিয়াছেন, যাঁহারা বৈষ্ণব-গুরুর নিকট বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইবেন তাঁহাদের গয়া-শ্রাদ্ধ, পিণ্ডাদির অবশ্যক হয় না। তবে কেবল গৃহস্থ-বৈষ্ণব-পক্ষে শ্রীবিষ্ণু নিবেদিত প্রসাদ-দ্বারা পূর্ব্বপুরুষগণকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থ ও তাঁহাদের প্রীতি-বিধানার্থ লৌকিক ক্রিয়াস্বরূপে শ্রাদ্ধকার্য্যে কেহ ইচ্ছা করিলে করিতে পারেন। ইহা স্মার্ত্তবিধির বিপরীত। স্মার্ত্ত-সম্প্রদায় শ্রাদ্ধে কাচা দ্রব্যাদি ও অশুদ্ধ দগ্ধ দ্রব্যাদি পিণ্ডাকারে মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে প্রদান করিয়া থাকেন; তাহাতে মৃতব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন হয় না, বরং তাঁহাতে ভূত, প্রেত প্রভৃতি জ্ঞান করা হয়। কারণ উক্ত প্রকার পিণ্ডাদি মনুষ্যের অখাদ্য বলিয়া গণ্য হয়। বাস্তবিকপক্ষে ভূত-প্রেত ব্যতীত অন্য কেহ উহা হজম করিতে সমর্থ নহে। বৈষ্ণবদের পক্ষে ব্যবস্থা,—তাঁহারা যাবতীয় বিষ্ণুভোগ্য পবিত্র দ্রব্যাদি রন্ধন করিয়া শ্রীবাসুদেবের ভোগে লাগাইয়া তাঁহাকে প্রসাদ রূপে পিতৃ-পুরুষকে পিণ্ড-স্বরূপে নিবেদন করিয়া থাকেন। তাহাতে ইহলোক-পরিত্যক্ত ব্যক্তির ভগবৎ-প্রসাদ পাইয়া বৈকুণ্ঠগতি লাভ হইয়া থাকে। ত্যাগী বৈষ্ণববৃন্দের শ্রাদ্ধাদির আবশ্যক হয় না। তাঁহাদের পিতৃ-পুরুষগণ আপনা হইতেই বৈকুণ্ঠগতিলাভ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অধোগতির সম্ভাবনা নাই। যে কুলে একজন বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার প্রভাবে পূর্ব্বপুরুষগণ উদ্ধার লাভ করেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে দেখা যায়—

চিত্তে ইচ্ছা হৈল আত্ম প্রকাশ করিতে।
ভাবিলেন আগে আসি গিয়া গয়া হৈতে॥ (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৭ ৯)

মহাপ্রভুর গয়া যাত্রার প্রধান উদ্দেশ্যে,—শ্রীল ঈশ্বপুরীপাদের সহিত সাক্ষাৎ করা এবং জীবের প্রতি দয়ার্দ্র হইয়া তাহাদের শিক্ষা দিবার জন্য পুরীপাদের নিকট দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ-লীলার অভিনয় করা। বৈষ্ণব-গুরুর চরণ আশ্রয় ব্যতীত জীবের ভগবৎ-সান্নিধ্য বা পরাশান্তি লাভ হয় না—ইহা শিক্ষা দিবার জন্যই তাঁহার এই গয়াযাত্রা-লীলার অভিনয়। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে দেখিতে পাই,—

প্রভু বলে, "গয়া-যাত্রা সফল আমার।
যতক্ষণে দেখিলাঙ চরণ তোমার॥
তীর্থে পিণ্ড দিলে সে নিস্তারে পিতৃগণ।
সেহ,—যারে পিণ্ড দেয়, তরে সেই জন॥

তোমা' দেখিলেই মাত্র কোটী-পিতৃগণ।
সেইক্ষণে সর্ব্ববন্ধন পায় বিমোচন ॥
অতএব তীর্থ তোমার নহে সমান।
তীর্থেরো পরম তুমি মঙ্গল প্রধান ॥
সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধারহ মোরে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাঙ তোমারে ॥
কৃষ্ণ-পাদপদ্মের অমৃতরস পান।
আমারে করাও তুমি, এই চাহি দান ॥ (চৈঃ ভাঃ মঃ ১৭।৫০-৫৫)

তীর্থে গিয়া যদি ভগবদ্ভক্তের চরণ দর্শন করা না হয়, তাহা হইলে তীর্থ দর্শন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। বৈষ্ণবের দর্শন মাত্র সর্ব্বতীর্থ দর্শনের ফল লাভ হয়। তীর্থে পিণ্ড দিলে পিতৃ-পুরুষগণের উদ্ধার লাভ হয়। অথবা তীর্থে যাহার যাহার নাম করিয়া পিণ্ড দেওয়া যায়, সেই সেই উদ্ধার লাভ করে। কিন্তু বৈষ্ণবের পাদপদ্ম দর্শন মাত্র কোটি কোটি পিতৃ-মাতৃকুল উদ্ধার লাভ করিয়া থাকেন। অতএব তীর্থ ভগবদ্ভক্তের সমান নহে। ভক্ত তীর্থেরও পুণ্য ও মঙ্গলদায়ক। শ্রীগৌরসুন্দর শাস্ত্র-বিধি-সম্মত সমস্ত কার্য্যাদি সমাপনান্তে শ্রীল ঈশ্বর পুরীপাদের নিকট বিদায় লইয়া নবদ্বীপে শুভাগমন করিলেন।

মহাপ্রভু গয়াতীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া নবদ্বীপবাসী সকলের অন্তরে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। ভক্ত ও সজ্জন সকলেই তীর্থবার্ত্তা শ্রবণ-মানসে প্রভুর গৃহে আগমন করিলেন। প্রভুর মুখে তাঁহার গয়াযাত্রা বিবরণ শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন; দেখিলেন নিমাইর পূর্ব্বেকার মত চাপল্যাদি আর নাই; অত্যন্ত গম্ভীর হইয়াছেন। তিনি কৃষ্ণকথা ব্যতীত অন্য কোন কথা বলেন না। কখনও হাস্য, কখনও ক্রন্দন এইভাবে মহাপ্রভু রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া নানা প্রকার ব্রজের উন্নত উজ্জ্বল রসের ও প্রলাপাদি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সমস্ত নবদ্বীপে সাড়া পড়িয়া গেল। নিমাইপণ্ডিত গয়া হইতে ঈশ্বরপুরীর নিকট বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, বৈষ্ণব হইয়া আসিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, শ্রীবাসপণ্ডিত, গদাধর প্রভু প্রভৃতি নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণববৃন্দ আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহারা গৌরসুন্দরকে লইয়া শ্রীবাস-অঙ্গনে দিবানিশি হরিকীর্ত্তনে মত্ত হইলেন। শ্রীবাস-ভবন বৈকুণ্ঠপুরীর ন্যায় আনন্দময় স্থান হইল। তাহা দেখিয়া পূর্ব্ব হইতে নবদ্বীপের যে-সব পাষণ্ডী, স্মার্ত্ত, শাক্ত প্রভৃতি বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর দল বৈষ্ণবকে নির্য্যাতন করিতেছিল, কেবল তাহাদের বক্ষে শেল বিদ্ধ হইতে লাগিল। তাহারা মনে করিয়াছিল,—নিমাইপণ্ডিত গয়

হইতে আসিয়া তাহাদের দলের একজন পাণ্ডা হইবেন ও বিষ্ণু বৈষ্ণবের বিদ্বেষ করিয়া তাঁহাদের ভোগের দ্রব্য গ্রহ করিয়া দিবেন ; কিন্তু তাহার বিপরীত দেখিয়া তাহাদের বক্ষে বজ্রাঘাত হইল। তাহারা মাৎসর্য্য রিপুর বশীভূত হইয়া পূর্ব্বপ্রকার উৎপাত ও অত্যাচার করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে না পারায় পরিশেষে মুসলমান চাঁদকাজীর নিকট বৈষ্ণবদিগের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে লাগিল ; এবং যাহাতে মহাপ্রভুর কীর্ত্তন বন্ধ করা যায়, তাহার ষড়যন্ত্র করিতে আরম্ভ করিল। কাজীর লোক-জন আসিয়া শ্রীবাস-অঙ্গনে মহাপ্রভুর কীর্ত্তনের খোল ভাঙ্গিয়া (চৈঃ চঃ আঃ ১৭।২০৩-২১৩) দিল।—

এত শুনি' তা-সবারে ঘরে পাঠাইল।
হেনকালে পাষণ্ডী হিন্দু পাঁচ-সাত আইল॥
আসি' কহে,—হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাঞি।
যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল, কভু শুনি নাই॥
মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি করি জাগরণ।
তাতে নৃত্য, গীত, বাদ্য,—আচরণ॥
পূর্ব্বে ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত।
গয়া হৈতে আসিয়া চালায় বিপরীত॥
উচ্চ করি' গায় গীত, দেয় করতালি।
মৃদঙ্গ-করতাল-শব্দে কর্ণে লাগে তালি॥
না জানি, কি খাঞা মত্ত হঞা নাচে, গায়।
হাঁসে, কান্দে, পড়ে, উঠে, গড়াগড়ি যায়॥
নগরিয়া পাগল কৈল সদা সঙ্কীর্ত্তন।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই করি জাগরণ॥
'নিমাই' নাম ছাড়ি' এবে বোলায় গৌরহরি।
হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ডি সঞ্চারি'॥
কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ বাড় বাড়।
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড়॥
হিন্দুশাস্ত্রে 'ঈশ্বর' নাম—মহামন্ত্র জানি।
সর্ব্বলোকে শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্য হয় হানি'॥
গ্রামের ঠাকুর তুমি, সব তোমার জন।
নিমাই বোলাইয়া তারে করহ বর্জ্জন॥

পাষণ্ডীদের মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি পূজায় ঢাক, ঢোল ও ঘণ্টা-বাদ্যাদি বেশ ভাল লাগিত। মড়ার মাথার খুলিতে মদ্য পান ও নানাপ্রকার অখাদ্য-

কুখাদ্য, দ্যূত, পান, স্ত্রী, সূনা প্রভৃতি পাপকার্য্য সারারাত্রি জাগরণ বেশ রুচি ছিল। কিন্তু হরিকীর্ত্তন শুনিলে বক্ষে শেল বৃদ্ধ হইত। তাই তাহারা কাজীর নিকট অভিযোগ করিয়া কীর্ত্তনের খোল ভাঙ্গিয়াছিল। মহাপ্রভু রাত্রিকালে মশাল জ্বালাইয়া স্বগণসহ, খোল-করতাল-সহ কীর্ত্তন করিতে করিতে চাঁদকাজীর গৃহে উপস্থিত হইলেন। কাজী মহাপ্রভুর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করায়, তাঁহাকে কৃপা করিয়াছিলেন। এইভাবে মহাপ্রভু গয়া হইতে আসিয়া কাজীকে উদ্ধার করিলেন। মুসলমান রাজা কাজী পর্য্যন্ত শ্রীগৌরাঙ্গের পদানত হইয়াছিলেন। কিন্তু পাষণ্ডীরা চিরকাল ভগবান্ ও ভক্তি-ভক্তে বিদ্বেষ করিয়াছে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরিব্রাজক মহারাজ

দ্রষ্টা নহে, দৃশ্য হওয়াই সেবকের কার্য্য

শ্রীহরিভক্তি-সুধোদয় বলিয়াছেন,—

অক্ষ্ণোঃ ফলং ত্বাদৃশ দর্শনং হি
তনোঃ ফলং ত্বাদৃশ-গাত্রসঙ্গঃ।
জিহ্বা ফলং ত্বাদৃশ-কীর্ত্তন হি
সুদুর্লভা ভাগবতা হি লোক॥

প্রবন্ধের শিরোনামটী দেখিয়া এই শ্লোকটীর উল্লেখ করায় অনেকে হয়ত' প্রবন্ধটী পাঠ করিবার পূর্ব্বেই প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিবেন। আমরা আমাদের বন্ধুবর্গের নিকট দন্তে তৃণ ধারণপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া কাকুবাক্যে নিবেদন করিতেছি যে, শাস্ত্রের মর্ম্ম আমরা বাহ্যতঃ যাহা বলিয়া মনে করি, শাস্ত্রের প্রকাশ-বিগ্রহে—মূর্ত্তিমৎ-শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত আচার্য্য-পাদপদ্মে উপস্থিত হইলে দেখিতে পাইব, আমাদের মনন-ধর্ম্ম—শাস্ত্র-যাহাকে নিরাস করিয়াছে, তাহাকেই হয়ত' শাস্ত্রের উদ্দিষ্ট-বিষয় বলিয়া ধারণ করিয়া লইয়াছি। উক্ত শ্লোকটীতে কোন ভোগ্যবান্ ব্যক্তি ভগবতের দর্শনের সৌভাগ্য পাইয়া আনন্দভরে বলিতেছেন যে, বৈষ্ণবকে দর্শন করাই চক্ষুর ফল, তাঁহার গাত্রস্পর্শলাভেই শরীরের ফল, তাঁহার গুণ-কীর্ত্তন করাই জিহ্বার ফল। কারণ, জগতে ভাগবত সুদুর্ল্লভ।

বৈষ্ণবের কৃপা লাভ করিয়া সেবক তাঁহার চরণে কৃতজ্ঞতাভরে ঐ উক্তিটী প্রকাশ করিয়াছেন। বৈষ্ণব কৃপা করিয়া তাঁহার স্বরূপ না জানাইলে

তাঁহাকে জানিবার সম্ভাবনা নাই। বৈষ্ণব যখন কৃপা করিয়া তাঁহার স্বরূপ জানান তখন জীব স্বভাবতঃই তাঁহার পূর্ব্ব প্রাকৃত ভোগপর দর্শনের কথা স্মরণ করিয়া মর্ম্মাহত হন এবং বৈষ্ণবের ভগবৎ-সেবাপর রূপটী তাঁহাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। এমনভাবে আকৃষ্ট করে যে, প্রাকৃত দর্শনের স্মরণপথে উদিত হইলেই ঘৃণার উদ্রেক হয়। ঐ যে বলা হইয়াছে,—"অক্ষ্ণোঃ ফলং ত্বাদৃশ দর্শনং হি," এই দর্শনে বৈষ্ণবের আনুগত্যে সেবা করিবার ভাবই প্রস্ফুটিত হইয়াছে। বৈষ্ণব ভগবান্ ব্যতীত আর কিছুই জানেন না। আবার বৈষ্ণব-সেবকও বৈষ্ণবের আদেশানুসারে সেবা করা ব্যতীত আর কিছুই জানেন না।

এই সেবন-ধর্ম্মে দর্শন-স্পর্শনাদি দ্বারা আত্মসুখ-তৎপরতা নাই। ভগবান্ ও ভাগবতগণ আমার সেবাপর স্বরূপকে অঙ্গীকার করিয়া থাকেন,—সেবাবিহীন প্রাকৃত স্বরূপ কখনই তাঁহারা গ্রহণ করেন না। ভগবান্ প্রাকৃত বস্তু নহেন, শুদ্ধ জীবাত্মাও প্রাকৃত বস্তু নহে। শুদ্ধ অবস্থায় জীবাত্মা স্বভাবতঃই ভগবানের আনন্দবিধানে যত্নপর হন। সেই সময় ভগবানের দর্শনের জন্য যে প্রবলা উৎকণ্ঠা, তাহা সেবার জন্যই। সেবক যে ভগবদ্ধামে গমন করিয়া তাঁহার পাদ-পদ্মদ্বয়ের সার্থকতা করেন, তাহা ভগবানের সেবা-লাভের জন্য। হস্তদ্বারা বিষ্ণু-মন্দির মার্জ্জনা করিয়া বিষ্ণুর আনন্দই বর্দ্ধন করেন। চক্ষুর্দ্বয় যাবতীয় সুদৃশ্যবস্তু ভগবানের সেবন উদ্দেশ্যেই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হয়। নাসার সাহায্যে যাবতীয় সুগন্ধি দ্রব্য আরোহণ করিয়া সেবক সেব্যের প্রীতিবিধান করেন। জিহ্বা ভগবানের গুণ-কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার আনন্দ বিধান করেন। এতদ্ব্যতীত সেবক জিহ্বার সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া সুস্বাদু দ্রব্য ভগবৎ-সেবায় লাগাইয়া থাকেন। সেব্য যাহাতে স্পর্শ-সুখ অনুভব করিতে পারেন তজ্জন্যই সেবকের অপ্রাকৃত কলেবর। বিধি-মার্গের বিচারপর 'শ্রী'-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ এই সকল কথার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গমে সমর্থ না হইলেও, রাগ-মার্গীয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের উন্নতাধিকারে যে সেবা-বিচার রহিয়াছে, তাহাতে যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ সার্থকতা ঐ ভাবেই হইয়া থাকে।

আমরা প্রবন্ধের শিরোনামায় বলিয়াছি,—**দ্রষ্টা নহে, দৃশ্য হওয়াই সেবকের কার্য্য**'। এই কথার তাৎপর্য্য যে, নিজেকে ভগবানের দ্রষ্টা জ্ঞান করিতে হইবে না অর্থাৎ ভোগ-তৎপর হইয়া ভগবৎ দর্শনে প্রধাবিত হইতে হইবে না। যে-স্থানে কাম বা আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা

শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়-স্কন্ধেও দেখা যায়—"শ্রীমৈত্রেয় ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখ হইতে চতুর্ব্বেদাবির্ভাবের কথা জানাইয়া তৎপরে বিদুরকে বলিতেছেন—

ইতিহাস-পুরাণাদি পঞ্চমং বেদমীশ্বরঃ।
সর্ব্বেভ্য এব বক্ত্রেভ্যঃ সসৃজে সর্ব্বদর্শনঃ॥ (ভাঃ ৩।১২।৩৯)

(অর্থাৎ পঞ্চমবেদ-স্বরূপ ইতিহাস ও পুরাণ ব্রহ্মার বদন হইতে আবির্ভূত হইল)। এখানে সাক্ষাদ্ভাবে ইতিহাস ও পুরাণকে বেদ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এসম্বন্ধে শাস্ত্রে অন্যত্রও দেখা যায়,—

"পুরাণং পঞ্চমো বেদঃ।
ইতিহাসঃ পুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে।"

ভবিষ্যপুরাণও বলেন,—"শ্রীবেদব্যাস-প্রণীত মহাভারত পঞ্চম বেদ।" সাম-বেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষদেও (ছাঃ উঃ ৩।১৫।৭) দেখা যায়—"হে ভগবন্! ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ববেদ এবং বেদসকলের মধ্যে পঞ্চমবেদ ইতিহাস ও পুরাণ আমি অধ্যয়ন করিয়াছি।"

"ইতিহাস ও পুরাণের পঞ্চমবেদত্বের কারণ বায়ুপুরাণে দৃষ্ট হয়। যথা—পূর্ব্বে বেদ যজুর্ব্বেদ নামে একরূপে ছিল। শ্রীব্যাসদেব পরে অধিকারী ও কার্য্যভেদ প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাকে চারিভাগে বিভক্ত করিলেন। তাহাতে চতুর্হোত্র (চারিজন ঋত্বিক সাধ্য যজ্ঞবিশেষ) উৎপন্ন হইয়াছে। তাহাদ্বারা তিনি যজ্ঞের ব্যবস্থা করিলেন। অর্থাৎ যজুর্ব্বেদদ্বারা অধ্বর্য্যু, ঋগ্বেদ-দ্বারা হোতা, সামবেদ-দ্বারা উদ্গাতা ও অথর্ব্ববেদ-দ্বারা ব্রহ্মাকে ব্যবস্থা করিলেন। যজুর্ব্বেদের যাহা অবশিষ্টভাগ, তাহা পুরাণার্থবিশারদ শ্রীব্যাসদেব আখ্যান ও উপাখ্যান প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া ইতিহাস ও পুরাণরূপে প্রকাশ করিলেন।

"বেদাংশভূত পুরাণসকল বেদের ন্যায় নিত্য। ভগবান্ ব্যাসরূপ ধারণ করিয়া যুগে যুগে তাহা প্রকাশিত করিয়া থাকেন মাত্র। তাই মৎস্যপুরাণে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—"হে দ্বিজসত্তম! কালক্রমে পুরাণসকল বিশৃঙ্খল হইলে আমি ব্যাসরূপ ধারণপূর্ব্বক যুগে যুগে পূর্ব্বসিদ্ধ পুরাণগুলিকেই সহজবোধের জন্য সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়া থাকি।" তৎপরে পুনঃ বলিতেছেন,—সর্ব্বদা প্রতিদ্বাপরে চতুর্ল্লক্ষশ্লোকাত্মক পুরাণকে অষ্টাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া পৃথিবীতে প্রকাশ করি। অদ্যাপি পুরাণসমূহ শত-কোটি-শ্লোকে ব্রহ্মলোকে আছে। তাহাই সংক্ষেপে এই মর্ত্ত্যলোকে চতুর্ল্লক্ষশ্লোকে প্রকাশ করিয়াছি।

সেইস্থানে ভগবানের অপ্রাকৃত ধামের দ্বার রুদ্ধ। যে-স্থানে ভোগ ও ত্যাগ উভয়প্রকার প্রাকৃত চেষ্টা বিদূরিত হইয়া কৃষ্ণৈক-শরণতা সেবকের হৃদয়কে আলোকিত করে, তথায় নিজের সেবাপরতার দ্বারা ভগবানের আনন্দ-বিধানেই সেবকের কার্য্য। ব্রজের অপ্রাকৃত গোপীগণের যে বেশভূষা করা, তাহা কৃষ্ণের আনন্দ-বিধানের জন্য। কৃষ্ণ যাহাতে আনন্দিত হইবেন তাহা পরিত্যাগ করিবার ফল্গুত্ব কখনই তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে ন তাঁহারা যে কৃষ্ণের জন্য পাগলিনী, তাহা কৃষ্ণের সেবা করিবার জন্যই। তাঁহারা যে নির্নিমেষ-নেত্রে কৃষ্ণের মুখারবিন্দের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন, তাহাও কৃষ্ণের আনন্দ-বিধানের জন্যই। গোপীগণ কৃষ্ণকে দর্শন করিতেছেন—ইহা দেখিয়া কৃষ্ণ আনন্দিত হন, ইহা জানিয়াই গোপীগণ কৃষ্ণ-দর্শনের জন্য একান্ত তৎপরা। এখানেও বস্তুতঃপক্ষে তাঁহাদের কার্য্যটী দ্রষ্টার ভোগপর কার্য্য নহে। পক্ষান্তরে কৃষ্ণের 'দৃশ্য' হওয়া বা কৃষ্ণের আনন্দ-বিধানের জন্য নিজের সেবাপর স্বরূপটী দেখান। এইস্থানে 'দেখান' কথাটী অহঙ্কার ব্যঞ্জক নহে, পক্ষান্তরে সেবার ঔজ্জ্বল্যেরই নিদর্শন-স্বরূপ।

তীর্থস্থানে লক্ষ-লক্ষ যাত্রী ভগদ্দর্শনে যান, তন্মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই 'ভগবদ্দর্শন করিয়াছে' মনে করিয়াও ভগবদ্দর্শন হইতে অনন্ত-যোজন দূরে অবস্থিত। ভগবদ্দর্শন হইলে 'কাঠের ঠাকুর', 'মাটীর ঠাকুর' 'পাথরের ঠাকুর' 'হস্ত-পদ-হীন জগন্নাথ',—এই প্রকার উক্তি প্রকাশিত হইত না। এইস্থানে ভোগ-তৎপরতা-ক্রমে যে 'দেখা',-কার্য্যটী—ভগবৎসেবকের নহে। ভগবদ্দর্শনের অন্তরায়-রূপে উক্ত 'দেখা' কার্য্য। অমানিশায় আচ্ছন্ন পথভ্রান্ত পথিককে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের সতর্ক-বাণী—'জগতের বহির্ম্মুখ-বৃত্তিজাত ভোগ-তৎপরতা লইয়া জগন্নাথকে দেখিতে যাইও না, জগন্নাথ যাহাতে আনন্দিত হন, সেইপ্রকার উপকরণ অর্থাৎ সেবা-বৃত্তি লইয়া শ্রীজগদীশের মন্দিরে যাইও। মনে রাখিও প্রাকৃত নয়ন দ্বারা জগন্নাথকে দেখা-কার্য্যটি সেবকের নহে। সেবাবৃত্তির স্বরূপ দেখানই—সেব্যের আনন্দ-বিধায়ক দৃশ্য হওয়াই সেবকের কার্য্য। ভগবানকে দেখিয়া নিজের আনন্দ লাভ করা—সেবকের কার্য্য নহে। ভগবান্ আমাকে দেখিয়া আনন্দিত হইবেন, এই বিচারই সেবকের হৃদয় শোভা পাইয়া থাকে।

———

অপ্রাকৃত শব্দ-ব্রহ্ম

শ্রীনাম হ'চ্ছে, অপ্রাকৃত শব্দ-ব্রহ্ম। আকাশের গুণ শব্দ ; এই শব্দ দুই প্রকার ; চিদাকাশের শব্দ হ'চ্ছে বৈকুণ্ঠবস্তু। আর জড়াকাশের শব্দ হ'চ্ছে মায়িকবস্তু—ইহা নশ্বর, ইতরব্যোমের শব্দ। শব্দব্রহ্ম নিত্যবস্তু, উহাই "শ্রীনাম"। জড়াকাশকে অনেকে ভূতাকাশ বা পটাকাশও বলেন। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,— হে অর্জ্জুন ! ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, 'ব্যোম', মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই আটটী আমার জড়া প্রকৃতি ; এই ব্যোমেই হ'চ্ছে জড়াকাশ। জড়াকাশের শব্দ প্রাকৃত, আর চিদাকাশের শব্দ অপ্রাকৃত। জড়াকাশের শব্দ এই ভূঃ, ভুব, স্ব, মহ, জন, তপঃ, সত্য, এই সপ্ত ঊর্দ্ধ লোকে এবং তল, অতল, ভূতল, বিতল, তলাতল, পাতাল, মহাতল, এই সপ্ত নিম্নলোক একত্রে চতুর্দ্দশ মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে কার্য্যকরী। মহাপ্রলয়ে উহা প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়। **এই জড়শব্দ—বিরজা-ব্রহ্মলোক ভেদ করিয়া কখনও অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ-রাজ্য প্রবেশ করিতে পারে না।** পরব্যোমের শব্দে শব্দ-শব্দী বা নাম-নামী ভেদ নাই ; কিন্তু জড়ব্যোমে ভেদ নিত্য বর্ত্তমান। এই জন্য শাস্ত্রে শ্রীনামের মহিমা বিশেষভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে, যথা— নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রসবিগ্রহঃ।

পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্য-মুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥

শ্রীপদ্মপুরাণও বলেন,— শ্রীনামে ও মন্ত্রে শব্দ-সামান্য বুদ্ধি করিবে না। এই অপ্রাকৃত শ্রীনাম বা শব্দ-ব্রহ্ম কৃপা করিয়া জীব উদ্ধারের নিমিত্ত বৈকুণ্ঠ হইতে এজগতে অবতীর্ণ হন ; ইনি সর্ব্বশক্তিমান্। মহাপাপী অজামিল এই শ্রীনাম উচ্চারণ মাত্রই যমদূতের কবল হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কীর্ত্তন করিয়াছেন—

ওহে কৃষ্ণ-**নামাক্ষর** ! তুমি সর্ব্ব-শক্তিধর,
জীবের মঙ্গল-বিতরণে।
তোমা বিনা ভব সিন্ধু, উদ্ধারিতে নাহি বন্ধু,
আসিয়াছ জীব উদ্ধারণে॥

প্রাকৃত কবিগণ প্রাকৃত শব্দ-শক্তির অনুশীলন করিয়া থাকেন। ছায়া-সরস্বতীর কৃপায় মায়িক শব্দ বর্ণন করিয়া জড়বিলাস কীর্ত্তন করেন এবং তদ্দ্বারা জীবের প্রাকৃত দেহ-মনেরই আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া প্রাকৃত কবি

নামে খ্যাত হন। আর শুদ্ধা সরস্বতীর কৃপায় যাঁহারা ভগবানের চিদ্বিলাস অর্থাৎ শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদি কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা অপ্রাকৃত কবি। একটী ভগবৎ-সম্বন্ধী, আর অপরটী মায়া-সম্বন্ধী—উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল ভেদ বর্ত্তমান। ইহা আমরা সাধু-শাস্ত্র-গুরুর শরণাগতি ভিন্ন তাঁহাদের কৃপা ব্যতীত কখনই জড়ীয় মায়িক বুদ্ধিতে বদ্ধ-ভূমিকায় অনন্তকাল চেষ্টা করিয়াও বুঝিতে পারিব না। এই অপ্রাকৃত কবি হ'চ্ছেন চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জগন্নাথবল্লভ নাটক-রচয়িতা শ্রীল রামানন্দরায়, বিল্বমঙ্গল ঠাকুর, কবি কর্ণপুর, গীতগোবিন্দ-রচয়িতা শ্রীজয়দেব গোস্বামী, শ্রীরূপগোস্বামী প্রভৃতি। যেরূপ লবণ-বিহীন কোন বস্তু সুস্বাদু হয় না। তদ্রূপ ভগবৎ-সম্বন্ধহীন কোন ভাষা বা কোন বর্ণনা—অপ্রাকৃত ঐকান্তিক রসিক ভক্তগণকে আনন্দ প্রদান করিতে পারে না। যথা—

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি,
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ-দামোদর সনে, মহাপ্রভু রাত্রি-দিনে,
শুনে গায় পরম আনন্দ ॥

তাই অপ্রাকৃত কবি শ্রীল রূপগোস্বামীপাদ লিখিয়াছেন—

"বাচ্যং বাচকমিত্যুদেতি ভবতো নাম-স্বরূপদ্বয়ং" * * *

অর্থাৎ, হে ভগবন্ ! বাচ্য এবং বাচক তোমার দুইটি নাম। তুমি বাচ্য হইলেও জীবের প্রতি অধিক কৃপা-বিশিষ্ট হইয়া তোমার বাচক অপ্রাকৃত শব্দ-ব্রহ্ম শ্রীনামে তুমি সর্ব্বশক্তি অর্পণ করিয়াছ। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকে এই শ্রীনামরূপী অপ্রাকৃত শব্দ-ব্রহ্মের মহিমাই কীর্ত্তন করিয়াছেন, যথা—

নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥

অর্থাৎ, তুমি শ্রীনামে সর্ব্বশক্তি অর্পণ করিয়াছ; কিন্তু আমার দুর্দ্দৈব, এমন শ্রীনামেও কিছু অনুরাগ হইল না।

কলিকালের ধর্ম্ম হয় নামসঙ্কীর্ত্তন।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন ॥

সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে অর্চ্চন, আর কলিযুগের ধর্ম্ম—এই অপ্রাকৃত শব্দ-ব্রহ্ম শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন। অতএব বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন। এই নাম-ব্রহ্মেরই জয় হউক।

এই জড়জগতের শব্দ হইতেই মনোবিজ্ঞান—অর্থাৎ জড়-বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য দেশের মনীষিগণ কর্ত্তৃক জড়-কাব্য ও জড়-সাহিত্য রচিত হইয়াছে। উহা কখনও ভক্তি-বিজ্ঞান বা চিৎ-বিজ্ঞান নহে। জড়াকাশের শব্দ ও চিদাকাশের শব্দে আকাশ-পাতাল ভেদ বর্ত্তমান; চিদাকাশের শব্দসমূহে ভগবৎ-সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে—ইহা যোগমায়ার রাজ্যে প্রচলিত, আর—জড়াকাশের শব্দসমূহে ভগবদ্ভক্তি-শূন্য বাক্য,—উহাই ছায়া-সরস্বতীর অনুশীলন—ইহা মহামায়ার রাজ্যে প্রচলিত। শুদ্ধা সরস্বতী হ'চ্ছেন শ্রীবিষ্ণু-ভক্তিপ্রদায়িনী ভূঃ-শক্তি—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী, বৈষ্ণবজগতে ইনিই পূজ্যা।

জড়াকাশের শব্দ মনোবিজ্ঞান হইতেই—টেলিগ্রাম, টকী, টেলিফোন, রেডিও, বেতারবার্ত্তা, এরোপ্লেন প্রভৃতি উৎপত্তি হইয়াছে। প্রাকৃত জগতে যদি এইরূপ আশ্চর্য্য বস্তু আবিষ্কার হয়, তবে অপ্রাকৃত জগতের শব্দে মহাশ্চর্য্য বস্তু কেন হইবে না? প্রাকৃত জগতের শব্দ মন্থন করিয়াই প্রাকৃত কবিগণ জড়ীয় জগতের অজস্র নাটক, নভেলাদি জড়সাহিত্য রচনা করিয়াছেন; উহাতে নিত্য-মঙ্গলের কোন কথা নাই। মহাকবি কালিদাস, কবীন্দ্র রবীন্দ্র, ভবভূতি, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র, শ্রীমাইকেল, শ্রীনবীনসেন শ্রীহেম-চন্দ্র, বিদ্যাসুন্দর-রচয়িতা শ্রীভারতচন্দ্র, সাহিত্যদর্পণকার প্রভৃতি ইঁহারা সকলেই প্রাকৃত কবি। জড়-জগতে ইঁহাদের বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। চিৎ-জগতে উহাদের কোনই মূল্য নাই। উক্ত সাহিত্যে ভগবৎ-সম্বন্ধী কোন কথা নাই বলিয়া পরিত্যাজ্য। এই জন্যই মহামুনি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস জীব-মঙ্গলজন্য ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ-বিষয়ক উৎকৃষ্ট বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া হৃদয়ে শান্তি লাভ করিতে পারেন নাই। পরিশেষে মহামুনি শ্রীনারদ গোস্বামীর উপদেশে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক তাঁহার নাম, রূপ, গুণ-লীলা বর্ণন-পূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়া শান্তি পাইয়াছিলেন। অপ্রাকৃত কবিগণ ভগবদ্‌গুণ-লীলাই কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই জন্যই ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীল শ্যামানন্দ, শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীগোবিন্দদাস, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভৃতি পদকর্ত্তাগণ শ্রীভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে

আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রথমেই পিতামহ জগৎকর্ত্তা শ্রীব্রহ্মাকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন —

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্ ।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥

আমি চিৎ-বিজ্ঞানযুক্ত রহস্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞান-সংযুক্ত উপদেশ দিতেছি, তুমি গ্রহণ কর। ইহাতে জড়-জগতের কোন কথা নাই—মায়িক ভাব এবং মায়িক কোন শব্দ নাই। এই চিদাকাশের শব্দের আনুগত্যে অপ্রাকৃত রসিক কবিগণ শ্রীকৃষ্ণের রাস-লীলা বর্ণন করিয়াছেন। এই রাস-লীলা জড়বুদ্ধির অগম্য। এই রাস-লীলাতত্ত্ব না বুঝিয়া কোন কোন প্রাকৃত জ্ঞানী শ্রীকৃষ্ণ-লীলাকে অশ্লীল বলিয়া মনে করেন। যে-রাসস্থলীতে শ্রীব্রহ্মা, শ্রীশিবাদি দেবতাবৃন্দ পুষ্পবৃষ্টি করেন, উহা কখনও অশ্লীল হইতে পারে না। তবে আমরা জড়-বুদ্ধিতে উহা বুঝিতে পারি না। এইজন্য শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"শূকর না চিনে রত্নহার। দুর্ভাগা না বুঝে রাসলীলা-তত্ত্বসার ॥"

শ্রীশিবই বিষ পান করিতে পারেন; অ-শিব হইয়া ঐ বিষ পান করিতে গেলে তাঁহার মৃত্যু সুনিশ্চিত। এইজন্য জড়-বুদ্ধি লইয়া উহা মনে মনে আলোচনা করিতে বিজ্ঞজন নিষেধ করিয়াছেন।—

"ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ ॥"

অর্থাৎ ভাবনার পথ অতিক্রম করিয়া তমঃ, রজঃ ও সত্ত্বকে অতিক্রম করিয়া বিশুদ্ধ উজ্জ্বলভূমিকায় এই অপ্রাকৃত রস অনুভূত হয়। ইহা শুদ্ধ বৈষ্ণবের কৃপা-সাপেক্ষ। ইহাকেই বলে—শৃঙ্গার উজ্জ্বলরস বা মধুর-রস। প্রাকৃত কবিগণ জড়-জগতের প্রাকৃত নায়ক ও নায়িকার বর্ণন করেন। আর অপ্রাকৃত কবিগণ ব্রজের মধুর রসাত্মক অপ্রাকৃত নায়ক-নায়িকা শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা-রস কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিতশ্রী রাধা আছেন বলিয়া সাহিত্য, নচেৎ রাহিত্য হইয়া থাকে।

জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলিয়াছেন,—শিশির ভিতরে ছিপি-আঁটা মধু যেমন মক্ষিকা শিশির উপরে বসিয়াও আস্বাদন করিতে পারে না, তদ্রূপ অপ্রাকৃত রসও প্রাকৃত রসিকের আস্বাদ্য হয় না। ছিপি খুলিয়া দিলে তবে তাহার আস্বাদন হয়। ঐ ছিপি খুলিবার মালিক হ'চ্ছেন—শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব।

যথার্থ বিজ্ঞান

জড় বিজ্ঞানীরা প্রাকৃত জ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া (Absolute Truth) অর্থাৎ বাস্তব সত্যকে স্বীকার করিতে চাহেন না। তাহাদের মতে যাহা Invisible অর্থাৎ জড় চক্ষুর গোচরীভূত নহে, তাহার অস্তিত্ব কখনও থাকিতে পারে না। আত্মা, পরমাত্মা বা ভগবান্ প্রভৃতি কেবল কথার কথা মাত্র, বাস্তবে তাহাদের কোন অস্তিত্বই নাই। শাস্ত্রবাক্য ভ্রান্ত, মূর্খ-পাগলের প্রলাপ ছাড়া অন্য কিছু নয়। জড়বিজ্ঞানীদের অনুগামীরাও জড় বিজ্ঞানকেই সর্ব্বস্ব ও বিজ্ঞানীদের ভগবানের আখায় আখ্যায়িত করিয়া চরম সত্যকে চাপা দিতে চাহেন। 'বিজ্ঞান' শব্দের যথার্থ অর্থ অবগত না হওয়ার ফলেই তাহারা এই ভ্রান্ত মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই ভ্রান্ত মতের নিরসনার্থে যথার্থ বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের বিশদভাবে আলোচনা করা অবশ্যই প্রয়োজন। বিজ্ঞান দুই প্রকার—জড়বিজ্ঞান (Material Science) ও চিদ্বিজ্ঞান (Spiritual Science)। জড় বিজ্ঞান অনিত্য অর্থাৎ কালের প্রভাবে ধ্বংসশীল ও পরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু চিদ্বিজ্ঞান নিত্য, সনাতন, বাস্তবসত্য, অপরিণামী ও চির শান্তির ধারক। চিদ্বিজ্ঞানই মানুষকে পরম মঙ্গল পথের অনুসন্ধান দিয়াছেন। নিম্নে জড়বিজ্ঞান ও চিদ্বিজ্ঞানের তুলনামূলকভাবে আলোচনা-দ্বারা উভয়ের তারতম্য দেখানো হইতেছে।

জড়বিজ্ঞানীরা ভ্রান্ত, তাহাদের মতবাদ চরম সত্যকে প্রকাশ করিতে পারে না

প্রত্যেক প্রমাণকে কেন্দ্র করিয়া জড়বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। প্রাকৃত জগতের সমস্ত কিছুই defective অর্থাৎ ত্রুটীযুক্ত হওয়ায় প্রাকৃত জগতে অবস্থানকারী জড় বিজ্ঞানীদের Organs অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি কখনও ত্রুটিশূন্য হইতে পারে না। অতএব defective organs-এর মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা কিরূপে বাস্তব সত্যকে উদ্ঘাটন করিতে পারেন? যেখানে জড়বিজ্ঞানীরা নিজেরাই ত্রুটিযুক্ত, সেস্থলে তাহাদের Theory বা মতবাদ কি করিয়া সঠিক হইতে পারে? এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত বিজ্ঞানী Eddington তাহার 'Science & Religion গ্রন্থে বলিয়াছেন," Reason is not infallible when practised by a blundering intelligence অর্থাৎ মানুষের ভ্রান্ত বুদ্ধিতে প্রত্যক্ষ বিচার কখনই অভ্রান্ত হইতে পারে না।" বিজ্ঞানী রাসেল (Russel)

তাহার গ্রন্থ Bertrand Russel's Relativity' তে উল্লেখ করিয়াছেন। "Science does not aim at immutable truths অর্থাৎ সত্যকে জানা বিজ্ঞানের লক্ষ্য নহে।" অপর একজন বিখ্যাত পদার্থবিদ Thomson তাহার "G. R. Thomson's Atoms"গ্রন্থে লিখিয়াছেন— Science does not present to be a bed rock of truuth. It is a partial abstract kind of kuowledge. It is not concerned with Truth or anything ultimate. অর্থাৎ জড়বিজ্ঞানে সনাতন সত্যের স্থান নাই। সূক্ষ্মতত্ত্বের সহিত বিজ্ঞানের কোন সম্বন্ধ নাই। বিজ্ঞানে কেবল আংশিক সত্য আছে।" অতএব প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। একমাত্র শ্রুতি প্রমাণের সাহায্যেই বাস্তব সত্যের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। কোটী কোটী বৎসর পূর্ব্বে শ্রুতি অর্থাৎ বেদের মধ্যে যাহা লিপিবদ্ধ রয়েছে, বর্ত্তমানেও তাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবে না। কারণ বেদ নিত্য, সনাতন, অব্যয় ও অপৌরুষেয়। 'তত্ত্বসন্দর্ভীয়-সর্ব্বসম্বাদিনী' গ্রন্থে শব্দ-প্রমাণকেই মূল প্রমাণ বলা হইয়াছে। উক্তিটি নিম্নে উল্লেখ করা হইতেছে,—

"যদ্যপি প্রত্যক্ষানুমান-শব্দার্ষোপমানার্থপত্ত্যভাব-সম্ভবৈতিহ্যচেষ্টাখ্যানি দশ প্রমাণানি বিদিতানি, তথাপি ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব-দোষ-রহিত বচনাত্মকঃ শব্দ এবং মূলং প্রমাণম।" অর্থাৎ যদিও প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, আর্ষ, উপমান, অর্থাপত্তি, অভাব, সম্ভব, ঐতিহ্য ও চেষ্টা –এই দশ প্রকার প্রমাণের উল্লেখ পাওয়া যায়, তথাপি ইহাদের ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও ইন্দ্রিয়ের অপটুতা দোষ বিরহিত বচনাত্মক শব্দ অর্থাৎ শ্রুতি প্রমাণই মূল প্রমাণ। জড় বিজ্ঞানীরা ভ্রম-প্রমাদাদি চারি দোষে দোষযুক্ত হওয়ায় তাহাদের প্রমাণ ভ্রান্ত। শ্রুতি প্রমাণের কথা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (মধ্য ৬।১৩৫-১৩৬) গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন —

প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি-প্রমাণ প্রধান।
শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে, সেই সে-প্রমাণ॥
জীবের অস্থি-বিষ্ঠা দুই শঙ্খ-গোময়।
শ্রুতিবাক্যে সেই দুই মহাপবিত্র হয়॥

সুতরাং শ্রুতি প্রমাণের সহিত প্রত্যক্ষ প্রমাণের পার্থক্য এখানে স্থাপন করা হইল।

ইংরাজীতে একটি প্রবাদ আছে, "Material Science ends in Philosophy and Philosophy ends in Religion অর্থাৎ যেখানে জড়-বিজ্ঞানের সমাপ্তি, সেখানে দর্শনের শুরু এবং যেখানে দর্শনের শেষ, সেখানে চিদ্বিজ্ঞান তথা ধর্ম্ম-তত্ত্ব আরম্ভ।" এখানে দেখা যাইতেছে, জড় বিজ্ঞানের মাধ্যমে বাস্তব সত্যকে আবিষ্কার কর ত দূরের কথা, Philosophy-রই জ্ঞান অর্জ্জন করা অসম্ভব। বর্ত্তমানে যাঁহারা জগতে শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলিয়া পরিচিত; তাঁহারা কিন্তু জড় বিজ্ঞানের অসারতা উপলব্ধি করিয়া চিদ্বিজ্ঞান তথা ধর্ম্মের উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে কুণ্ঠিত হন না। বিখ্যাত বিজ্ঞানী ওপেনহাইমার (Openhymer) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ করিয়া তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। গীতার Theory হইতেই জড়-বিজ্ঞানীরা Television, Radio এবং অন্যান্য অনেক কিছু আবিষ্কার করিবার সূত্রের প্রেরণা পেয়েছেন।

আইনস্টাইন (Albert Einstein), থরো (Thoro), এমারসন (Emerson), সোপেনহাওয়ার (Sopenhower), কাণ্ট (Kant), হেগেল (Hegel), সোয়াইৎজার (Swaitzar) প্রমুখ বৈজ্ঞানিকেরা বৈদিক গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাহাদের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন; বিশেষ করিয়া গীতার। গীতা তথা বৈদিক গ্রন্থগুলি যে মূর্খ বা পাগলের ভ্রান্ত প্রলাপ নহে, তাহাও প্রমাণিত হইল। Theory, Observation ও Experimentation—এই তিনটা লইয়াই জড়বিজ্ঞানের প্রধান ভিত্তি গঠিত। চিদ্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উক্ত ত্রয়ের প্রয়োগই যথার্থ প্রয়োগ। শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে আত্মতত্ত্ব ও পরতত্ত্বের জ্ঞানলাভ করাই হইতেছে Theory-তত্ত্বজ্ঞান ঠিক লাভ হইয়াছে কিনা তাহার জন্য Observation-বা নিরীক্ষণ প্রয়োজন ইহার জন্য সদ্‌গুরু বা ভগবদ্ভক্তের নিকট গমন করা একান্ত আবশ্যক। পরম সত্যবস্তু ভগবানকে লাভ করিবার জন্য Experimentation-অর্থাৎ সাধন-ভজনের প্রয়োজন। যথার্থ সাধু-গুরু ও শাস্ত্রবাক্যের মধ্যে ঐক্য বিরাজমান। সাধু-গুরুর বাক্যে দৃঢ় শ্রদ্ধা স্থাপন করিয়া ভগবানের ভজন-সাধন করাই হইতেছে পরম শান্তিলাভের একমাত্র উপায়।

এই জগতে সমস্ত সৃষ্টবস্তুই অণু পরমাণুর সংযোগে গঠিত হইতেছে। যে-বস্তু অধিক পরমাণু-দ্বারা গঠিত সে সর্ব্বদা তাহা অপেক্ষা স্বল্প পরমাণু-দ্বারা গঠিত বস্তুকে আকর্ষণ করে। সূর্য্য তাহা অপেক্ষা কম পরমাণুদ্বারা

গঠিত, পৃথিবীকে আকর্ষণ করিবার ফলে পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে। আমাদের দেহ পৃথিবী অপেক্ষা কম পরমাণুদ্বারা গঠিত হওয়ার জন্য পৃথিবী কর্ত্তৃক সর্ব্বদাই আকর্ষিত হইতেছে। একজন স্থূলকায় ব্যক্তি একজন লঘু ব্যক্তিকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে, কারণ এখানে অণু-পরমাণুর পরিমাণের তারতম্য বিচার। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ আনুমানিক সরললেখায় অবস্থিত। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ কোন দণ্ডের মধ্যবর্ত্তী অর্থাৎ ভরকেন্দ্রের (Centred) আনুমানিক ছিদ্রপথের উপর পড়িলে দণ্ডটি পৃথিবীর উপর দণ্ডায়মান থাকিতে সমর্থ হয়। কিন্তু দণ্ডের বক্রতা ঘটিলে দণ্ড যথাস্থানে কখনও থাকিতে পারে না। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ দণ্ডের একবিন্দু হইতে অন্য বিন্দুতে গমন করে বলিয়া দণ্ডের চঞ্চলতাহেতু পতন অবশ্যম্ভাবী। এই প্রক্রিয়া-সাহায্যেই সার্কাসের খেলোয়াড়েরা শূন্যস্থিত তারের উপর খেলা দেখাইয়া থাকেন। যোগপন্থাও এই প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল।

একদিন Issac Newton বাগানে একটি চেয়ারে বসাবস্থায় বৃক্ষ হইতে একটি পাকা আপেল ফলকে ভূমিতে পতিত হইতে দেখিয়া Law of Gravitation অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণের সূত্র আবিষ্কার করেন। কিন্তু কে এই Law of Gravitation সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কি তাহা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? আপেল বা অন্য ফল কাঁচা অবস্থায় পতিত না হইয়া পকাবস্থায় কেন পতিত হয়, তাহা কি কেহ আমরা অনুধাবন করিয়াছি? আকাশে উড়ন্ত পক্ষী মাধ্যাকর্ষণের ফলে ভূমিতে পতিত হয় না কেন? আমরা জলের মধ্যে বসবাস করিতে অক্ষম, অথচ মৎস্য ও অন্যান্য জলচর জীবেরা নিয়ত বাস করিতেছে, তাহাদের কোন ক্ষতিই হইতেছে না। পক্ষীর আকাশে উড়া ও মৎস্যের জলে বাস করিবার ক্ষমতা কে প্রদান করিয়াছেন, তাহা আমাদের জানা দরকার। আপেল পতিত হওয়ার পিছনে যেই কারণ, সেই একই কারণ পক্ষী ও মৎস্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সেই কারণ হইল পরমেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কিছুই তাঁহার শক্তির সাহায্যে সৃষ্টি করিয়াছেন। নানারঙে রঞ্জিত (Rainbow) রামধনু আমরা সূর্য্যের বিপরীত পার্শ্বে দেখিতে পাই। Laws of refraction এর ফলে রামধনুর সৃষ্টি, বৈজ্ঞানিকেরা ব্যাখ্যা করিলেও মূল কারণ যে সৃষ্টিকর্ত্তা—কিন্তু তাঁহার সন্ধান করেন নাই।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয় সখা অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া গীতায় বলিয়াছেন,—এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।

অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥　　(গীঃ ৭।৬)

হে অর্জ্জুন ! চিদচিৎ সমস্তই জড় ও তটস্থ জগৎ— এই দুইটি প্রকৃতি হইতে নিঃসৃত। ভগবৎ স্বরূপ আমিই সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের মূল কারণ।" অতএব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বকারণের কারণ। এই প্রসঙ্গে পৃথিবীর সবচেয়ে নামকরা বৈজ্ঞানিক Einstein বলিয়াছেন,— There is a perfect brain behind all the natural Physical laws" অর্থাৎ সমস্ত প্রাকৃতিক কারণের পিছনে এক পূর্ণ জ্ঞানবান্ পুরুষের ক্ষমতা বর্ত্তমান।" জীবন (Jeans) নামক অপর এক বিজ্ঞানী তাহার 'Jean's Mysterious Universe গ্রন্থেও লিখিয়াছেন, we are beginning to suspect, the mind is the creator of matter. Universe, a world of Pure thought. অর্থাৎ জড় মনের দ্বারা উদ্ভূত সকল তথ্যের প্রতি আমরা সন্দেহ প্রকাশ করিতেছি, কিন্তু অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের এক একটি জগৎ সুসংবদ্ধ চিন্তার দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে," শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন,—

"বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্॥ (গীঃ ৭।১০)

"হে পার্থ ! আমি সর্ব্বভূতের সনাতন বীজ, বুদ্ধিমানের বুদ্ধি, তেজস্বীর তেজ।" জড় বিজ্ঞানীরা সেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ হইতে বুদ্ধির এককণা মাত্র লাভ করিয়াছেন, অতএব কি প্রকারে তাঁহারা পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতে পারেন এবং তাঁহাদের Theory-গুলি কিরূপে অভ্রান্ত হইতে পারে ?

আমাদের সবচেয়ে নিকটবর্ত্তী নক্ষত্র হইল সূর্য্য। এই সূর্য্যের আয়তন diameter পৃথিবীর আয়তনের প্রায় একশত গুণ বেশী। সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব প্রায় ৯৩ লক্ষ (Million) মাইল, সেই সূর্য্যের সামান্য শক্তি (Energy) এই পৃথিবীতে পতিত হইয়া প্রচুর পরিমাণে আলোক, তাপ ও শক্তি প্রদান করিতেছে, অথচ বৈজ্ঞানিকেরা প্রচুর পরিশ্রম করিয়াও গবেষণার মাধ্যমে তাহার মাত্র এক কণার সন্ধান পাইয়াছেন, Fred Hoyle তাঁহার Astronomy-তে লিখিয়াছেন, "The very tiny of the Sun's energy that falls on the earth-estimated about five parts in a hundred million is about 100,000 times greter than all the energy used in the world industries. The total energy the sun emits in a single second wold be sufficient to keep a one kilowatt electric fire burning for 10000 million years. সূর্য্য এক সেকেণ্ডে পৃথিবীতে যে-পরিমাণ শক্তি

প্রদান করিতেছে, তাহা এক কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ইলেকট্রিক বাল্‌বকে কয়েক হাজার কোটি বৎসর ধরিয়া জ্বালাইতে সক্ষম ; সূর্য্যের মত আরও কোটি কোটি নক্ষত্র বিরাজমান। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কি পরিমাণ শক্তি নক্ষত্রগুলিকে দান করিয়াছেন, তাহা প্রাকৃত বুদ্ধিতে ধারণা করা অসম্ভব, জড় বিজ্ঞানীরা তাঁহাদের বুদ্ধিতে গবেষণাগারে thermal, electrical, power houses-এর মাধ্যমে সামান্য পরিমাণই তাপ, আলো ও শক্তি পাইয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বশক্তির উৎস, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্ ।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামেকম্ ॥ (গীঃ ১৫।১২)

হে অর্জ্জুন ! সূর্য্য, অগ্নি ও চন্দ্রের যে-তেজ জগৎকে উদ্ভাসিত করে, সেই তেজ আমার তেজ বলিয়া জানিও।" ভগবানের ইচ্ছাতেই গ্রহগুলি সুসংবদ্ধ-ভাবে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রামামান। একটি ক্ষুদ্র পরমাণুর electron-গুলিও Nucleus (proton + Neutron = Nucleus) এর চতুর্দ্দিকে একটি আইনকে কেন্দ্র করিয়া সর্ব্বদাই ঘুরিতেছে।

পৃথিবীর সকল কার্য্যই ভগবানের ইচ্ছাক্রমে সম্পাদিত হইতেছে, ইহাতে জড়বিজ্ঞানীদের কোন কর্তৃত্ব নাই। জড় বিজ্ঞানীরা বলেন, আমরা H_2 (হাইড্রোজেন) ও O_2 (অক্সিজেন) নামক দুইটি মৌলিক পদার্থের সংমিশ্রণে জলের সৃষ্টি করিয়াছি ; প্রশ্ন করি— তাঁহারা H_2 ও O_2 কোথা হইতে পাইয়াছেন ? যখন দেশ গ্রীষ্মতাপের কবলে কবলিত হয়, তখন তাহারা জলসৃষ্টি করিয়া দেশকে রক্ষা করেন না কেন ? তাহারা কি প্রশান্ত মহাসাগরের মত একটি মহাসাগর সৃষ্টি করিতে পারিবেন ? ইহার উত্তর দিতে তাহারা অক্ষম। H_2 ও O_2 এর মিশ্রণে জল সৃষ্টি হয় সত্য, কিন্তু বিজ্ঞানীরা উহাদের সাহায্যে মানুষের চাহিদার পরিমাণ জল সৃষ্টি করিতে পারেন না। পৃথিবীর এক ভাগ স্থল ও তিন ভাগ জল ; সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির সাহায্যে সমস্ত জলের সৃষ্টি করিয়াছেন। অনেকে গঙ্গার পবিত্র সলিলের সহিত সামান্য জলের সমতা প্রকাশ করেন। এখানেও প্রশ্ন, গঙ্গার জল ও সামান্য জল যদি একই হয়, তবে সাধারণ জলে রোগের বীজাণু সৃষ্টি হয় অথচ গঙ্গার জলে হয় না কেন ? এর উত্তরও দিতে তারা অক্ষম। (ক্রমশঃ)

—শ্রীবলভদ্রদাস ব্রহ্মচারী, বি-এস্-সি

———

গৌড়ীয়ের ষট্‌ত্রিংশ বর্ষ

শ্রীপত্রিকার নীতি ও আদর্শ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা ষট্‌ত্রিংশ বর্ষে শুভ-পদার্পণ করিলেন। শ্রীপত্রিকা গৌড়ীয়-গুরুবর্গের আশীর্ব্বাদপুষ্ট অর্থাৎ তাঁহাদের বলিষ্ঠ লেখনীরূপ তত্ত্ব-সিদ্ধান্তপূর্ণ প্রবন্ধ-নিবন্ধাদিদ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইয়া বিশ্বমানবের কল্যাণ বিধানে কৃতসঙ্কল্প। "ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্"—ভাগবতের ব্যতিরেক-অন্বয়মুখী উপদেশই আমাদের মূলনীতি ও আদর্শ। অধিক সংগ্রহ বা ভক্তিবিরোধী সঞ্চয়-প্রচেষ্টা, বিষয়োদ্যম, অনাবশ্যক গ্রাম্যকথা, ভক্তিপোষক নিয়ম ব্যতীত অন্য নিয়মে আদর, ভক্ত ব্যতীত অন্য জনসঙ্গ ও নানামতবাদীর সঙ্গে অস্থির সিদ্ধান্ত—এই ছয়টী বিষয় হইতে শ্রীপত্রিকা সর্ব্বদা পরিমুক্ত।

হরিভক্তি-পরায়ণ ব্যক্তি তাঁহারা ভোজন ও আচ্ছাদন-সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করিয়াও যদি তাহা প্রাপ্ত না হন অথবা লব্ধসামগ্রী বিনষ্ট হইয়া গেলেও ব্যাকুলিতচিত্ত না হইয়া স্থিরচিত্তে শ্রীহরিকেই স্মরণ করিয়া থাকেন। যাহার হৃদয় কাম-ক্রোধ-মাৎসর্য্য-শোকাদিতে পরিপূর্ণ, তিনি নিশ্চয় ভগবান্ শ্রীমুকুন্দের শ্রীনাম-রূপ-গুণ-লীলাদি শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণে অনধিকারী। যিনি লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত গুরু ও হরিসম্বন্ধী বস্তু বা সেবাকে প্রাকৃতজ্ঞানে পরিত্যাগ করেন, তাহার যাবতীয় প্রচেষ্টাই ভক্তির পরিপন্থী। যিনি কায়-মন-বাক্যে প্রাণিমাত্রকে উদ্বেগ না দিয়া নিখিল জীবের প্রতিই সন্তান-বাৎসল্যপ্রযুক্ত স্নেহশীল, সেই বিশুদ্ধচিত্ত একনিষ্ঠ ভক্তের প্রতি শ্রীহৃষীকেশ চিরপ্রসন্ন। কৃষ্ণভক্তির অনুকূল-বিষয় গ্রহণ, প্রতিকূল-বিষয় বর্জ্জনে সঙ্কল্প, 'শ্রীভগবান্ আমাকে রক্ষা করিবেন' এরূপ বিশ্বাস, তাঁহাকে পালনকর্ত্তা বলিয়া বরণ, আত্মসমর্পণ ও দৈন্য—শ্রীপত্রিকা এই ছয় প্রকার শরণাগতির মূর্ত্তবিগ্রহ।

মহাজনবাণী বা আপ্তবাক্যই শ্রীপত্রিকার জীবন

শ্রীপত্রিকা পূর্ব্ব পূর্ব্ব-গুরুবর্গ ও গৌড়ীয় মহাজনগণের অপ্রাকৃত ভাবপুষ্ট আত্যন্তিক কল্যাণজনক প্রবন্ধাদিতে সমলঙ্কৃত। জগদ্‌গুরু নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী, পরমহংস-মুকুটমণি স্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

প্রভুপাদ, শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভৃতি বৈষ্ণব-মহাজনগণের লিখিত গভীর দার্শনিক বিচারপূর্ণ প্রবন্ধাদি প্রতি সংখ্যায় ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হইয়া ইঁহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। "মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ"—"মহাজনের যেই মত, তাতে হব অনুরত, পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার"—তুলনামূলক আলোচনাপূর্ণ প্রবন্ধাদি অনুশীলনদ্বারা সৎসিদ্ধান্ত-বিষয়ে সম্যগ্‌ভাবে জ্ঞান লাভ করা যায়। ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ-চতুষ্টয় বিবর্জ্জিত তত্ত্বানুশীলনে জীবের বাস্তব কল্যাণ নিহিত; সেখানে ভুল বুঝাবুঝি বা তত্ত্ব বিভ্রম বলিয়া কিছুই নাই। উপাস্য বস্তু-বিষয়ে সুষ্ঠু ধারণাই আমাদিগকে বাস্তববস্তু লাভে সম্যক্‌ভাবে দিগ্‌দর্শন করিতে পারে। মহাজনবাণী বা আপ্তবাক্যই আমাদিগকে প্রকৃত গন্তব্যস্থানে পৌঁছাইয়া দিতে সক্ষম। লোকোত্তর মহাপুরুষগণের প্রবন্ধ-নিবন্ধাদি আলোচনা ও অনুশীলনদ্বারা তাঁহাদের শুভেচ্ছা-শুভাশীর্ব্বাদ ও আত্যন্তিক মঙ্গল লাভ করা যায়।

গুরূপদিষ্ট বাণী প্রাচীন হইলেও নিত্যনবীন

"আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ"—বেদান্ত-বচনে একই বিষয় বা শ্রীনাম পুনঃ পুনঃ অভ্যাস ও অনুশীলনের নির্দ্দেশ প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি অনুশীলনকারিগণের নিকট নিত্যনব-নবায়মানরূপে প্রকাশিত হন। "ঈষৎ বিকসি পুনঃ, দেখায় নিজরূপ-গুণ, চিত্ত হরি লয় কৃষ্ণ-পাশ"—ইহাই শ্রীনামপ্রভুর অসমোর্দ্ধ করুণা। সর্ব্বারাধ্যতত্ত্ব অদ্বয়জ্ঞান বাস্তব-বস্তুকে ভুলিয়া যাওয়া বা বিস্মৃত হওয়াই মায়াবদ্ধ জীবের স্বভাব। যাহাতে আমরা সেই প্রেমময় ভক্তবৎসল ভগবানকে বিস্মৃত না হই, তজ্জন্য অনুক্ষণ তাঁহার শ্রীনাম-স্মরণের ব্যবস্থা শাস্ত্রাদিতে রহিয়াছে। শ্রীভগবানের মহিমাযুক্ত সাধু-গুরুর উপদিষ্ট বাণী ও প্রবন্ধাদি পুনঃ পুনঃ আলোচনা দ্বারা অভ্যাসযোগে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। সুতরাং প্রাচীন প্রবন্ধাদি অনুশীলনে নিত্যনূতন তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত-বিষয়ে অভিজ্ঞান লাভ হয় এবং সাধন-ক্ষেত্রে ইহা অপরিহার্য্য।

শ্রীগুরুদেবের অর্চ্চাবিগ্রহ-প্রকাশে শাস্ত্রীয় শিক্ষা

পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুপাদপদ্মের সেবাপ্রচারকল্পে গত ৩১শে বৈশাখ ১৩৯০, ইং ১৫।৫।১৯৮৪, রবিবার—অক্ষয়-তৃতীয়া-তিথিতে শ্রীগৌড়ীয়

বেদান্ত সমিতির অন্যতম প্রচারকেন্দ্র শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে এবং ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৯০, ইং ১৮।৫।১৯৮৪, বুধবার শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠে সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের অর্চ্চা-শ্রীবিগ্রহ-প্রকাশ, নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা এবং শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর শ্রীমূর্ত্তিগণের শ্রীমন্দিরে শুভবিজয়ানুষ্ঠান মহামহোৎসব বিরাট্ ভাবে সুসম্পন্ন হয়। রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে আজকাল ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ব্যবহারিক সমাজে গুরু-বৈষ্ণবপূজার রীতিনীতি বা প্রচলন না থাকিলেও, জনতা-জনার্দ্দনের সেবার (?) কথা প্রায়ই প্রতিধ্বনিত হয়। "Voice of the people is the voice of God"— ইহাই বর্ত্তমান নাস্তিক্য সমাজের ভ্রান্ত ধারণা। মানুষের বুলি কখনই শ্রীভগবানের বাণী হইতে পারে না, পক্ষান্তরে শ্রীভগবানের বাণীই মনুষ্য-গোষ্ঠী শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গ্রহণ করিলে তাঁহাদের পরম কল্যাণ লাভ হয়। জড়বাদ বা ভোগবাদ আজ সমগ্র দুনিয়াকে গ্রাস করিয়াছে। তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ বহু কিছু জানিয়া-শুনিয়াও অবুঝের ভাণ করে, ইহাই বিশেষ দুর্দ্দৈব। সুতরাং সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণের যথার্থ সম্মান রক্ষা, ব্যক্তি-পূজার অন্তর্গত ব্যাপার বিশেষ নহে। আমরা মুনি-ঋষিগণের চিন্তা-ধারায় অনুপ্রাণিত হইতে পারিলেই আমাদের সকলের সম্মান সুরক্ষিত হয় এবং তাহাই বাস্তব সমাজ-কল্যাণজনক বিধি-ব্যবস্থা।

অতিবাড়ী-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের তথাকথিত আচারানুষ্ঠান

ভগবদাবির্ভাব-সূচক তিথি-পালনে সাত্বত স্মৃতিশাস্ত্র উপবাসাদির ব্যবস্থা দিয়াছেন; কিন্তু শক্তি বা জীবতত্ত্বের আবির্ভাবে কোনরূপ উপবাসের ব্যবস্থা প্রদত্ত হয় নাই। রূপানুগ সারস্বত-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে ঐরূপ ক্ষেত্রে 'ব্রত' বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে। যাঁহারা শক্তিতত্ত্বেও উপবাস প্রভৃতির পক্ষপাতী, তাঁহাদিগকে বিশুদ্ধ সারস্বতগণ 'অতিবাড়ী' সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। আমরা ঐরূপ অতিবাড়ী-সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত বিচার হইতে সর্ব্বতোভাবে নিরপেক্ষভাবে অবস্থান করিব। জগদ্গুরু নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের

অনুকম্পিত ও তদাশ্রিতগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন, তাঁহারা যেন প্রাচীন গৌড়ীয়-গুরুবর্গের অনুসৃত পন্থা পরিত্যাগপূর্ব্বক নবীন সহজিয়ামতের আবাহন না করেন। প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের দোহাই দিয়া তাহাদের ব্যক্তিগত খেয়ালখুশী ও যথেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। তাহারা প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী কীর্ত্তন ও মহামিলনের নামে জনগণকে বিভ্রান্ত করিয়া স্বীয় কার্য্যসিদ্ধির জন্য ব্যস্ত। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু—মহাবদান্য, তাঁহার পার্ষদ-পরিকর-গণ—মহামহাবদান্য; ইহা সহজ-সরল হৃদয়ে অনুভবের বিষয়; সভা-সমিতির দ্বারা বাহ্যমিলন সম্ভব, আন্তর-দর্শন সম্পূর্ণভাবে অনুভূতি-সাপেক্ষ ব্যাপার।

শ্রীল গুরুপাদপদ্মের সেবক-বাৎসল্য ও করুণা-প্রার্থনা

আমরা তজ্জন্য সর্ব্বাগ্রে বর্ত্তমান বর্ষ শ্রীপত্রিকার সম্মুখস্থ প্রচ্ছদপটে পরমারাধ্যতম শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের অর্চ্চালেখ্য প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহার অহৈতুকী করুণা প্রার্থনা করিতেছি। তিনি এই শ্রীমূর্ত্তিতে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত চুঁচুড়া-সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে তাঁহার একান্ত অনুগত বিশ্রম্ভ সেবকের প্রতি বাৎসল্যবশতঃ আলোকচিত্র গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। আমরা 'গুরুসেবক' বলিয়া চিহ্নিত হইতে চাহিলে গুরুসেবা হইতে দূরে চলিয়া যাই; কিন্তু 'গুরু-দাসানুদাস' হইতে পারিলে কোনকালে শ্রীগুরুদেবের হার্দ্দিক সেবালাভের অধিকার প্রাপ্তির সম্ভাবনা। অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম যেরূপ গুরুসেবৈক-নিষ্ঠ গুরুগত-প্রাণ ছিলেন, আমরাও তাঁহার নিকট গুরুসেবালাভের ঐরূপ ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও সেবাদর্শ প্রার্থনা করিয়া আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেতেছি। শ্রীগৌড়ীয়-গুরুবর্গ আমাদিগকে প্রচুর আশীর্ব্বাদ করুন, যাহাতে আমরা শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও শ্রীশ্রীগৌর-রাধা বিনোদবিহারীজীউর অপ্রাকৃত সেবায় অধিকার লাভ করিতে পারি। সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশন শ্রীশ্রীনৃসিংহদেব আমাদের ভজনপথের বাধাবিপত্তি অনুগ্রহপূর্ব্বক বিদূরিত করুন, ইহাই তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে একান্ত প্রার্থনা।

FORM—IV

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER "SHRI GOUDIYA-PATRIKA"

[Under Rule 6 of the Registration of Newspapers (Central) Rules, 1956]

1. Place of Publication—Shri Devananda Goudiya Math, Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia), W. B.

2. Periodicity of its Publication—Last day of every Bengali month ie. once in month.

3. Printer's Name—Tridandi-Swami Bhakti Vedanta Acharyya Maharaj

Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnaba.
Address—Shri Devananda Goudiya Math.
Tegharipara, P.O —Nabadwip (Nadia). W. B.

4. Publisher's Name— Do
Nationality— Do
Address— Do

5. Editor's Name—Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Trivikram Maharaj.
Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnaba.
Address—Shri Devananda Goudiya Math,
Tegharipara, P.O —Nabadwip (Nadia), W. B.

6. Name and address of individuals who won the newspapers and partners or share holders holding more than one percent of the total capital.— Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Baman Maharaj, Presidenta Acharyya, on behalf of Shri Goudiya Vedanta Samiti.

I, *Swami Bhakti Vedanta Acharyya* hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowle-lge and belief.

Sd./-Swami B, V. Acharyya
Signature of Publisher.

Dated—3.3.84

। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। | অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে সেই জন
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥ | হরি-কথায় রতি নৈলে শ্রম সেই শ্রম ॥

৩৬শ বর্ষ | ২৭ বিষ্ণু, গর্ভোদশায়ী ৪৯৮ গৌরাব্দ ৩০ চৈত্র, শুক্রবার, ১৩৯০ ; ইং ১৩।৪।১৯৮৪ | ২য় সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীগোবিন্দ-দেবাষ্টকম্

[শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর বিরচিতম্]

জাম্বূনদোষ্ণীষ-বিরাজি-মুক্তামালা-মণি-দ্যোতি-শিখণ্ডকস্য।
ভঙ্গ্যা নৃণাং লোলুপয়ন্ দৃশঃ শ্রীগোবিন্দ-দেবঃ শরণং মমাস্তু ॥ ১ ॥

যিনি, জম্বূনদীজাত-সুবর্ণের দ্বারা নির্ম্মিত কিরীটি সর্ব্বদা মস্তকে ধারণ করেন এবং উহাতে যে-সকল শোভমানা মুক্তামালা রহিয়াছে তন্মধ্যস্থ মণি-নিচয়ের ছটায় রঞ্জিত ময়ূরপুচ্ছ সমূহের ভঙ্গিতে সকল লোকের নয়ন লুব্ধ করিয়া থাকেন, সেই শ্রীগোবিন্দদেব আমার আশ্রয় হউন ॥ ১ ॥

কপোলয়োঃ কুণ্ডল-লাস্যহাস্যচ্ছবিচ্ছটা চুম্বিতয়োর্যুগেন।
সংমোহয়ন্ সংভজতাং ধিয়ঃ শ্রীগোবিন্দদেবঃ শরণং মমাস্তু ॥ ২ ॥

যিনি, কুণ্ডলযুগলের নৃত্য ও হাস্য-শোভার ছটায় চুম্বিত (পৃষ্ঠ) গণ্ডদ্বয়ের দ্বারা ভজন-পরায়ণ স্বীয় ভক্তগণের মনকে মুগ্ধ করিয়া থাকেন, সেই শ্রীগোবিন্দদেব আমার আশ্রয় হউন ॥ ২ ॥

স্ব-প্রেয়সী-লোচন-কোণ-শীধু-প্রাপ্ত্যৈ পুরোবর্ত্তি-জনেক্ষণেন
ভাবং কমপ্যুদ্গময়ন্ বুধানাং গোবিন্দদেবঃ শরণং মমাস্তু ॥ ৩ ॥

যিনি. স্বীয় প্রিয়তমাগণের কটাক্ষ-মধু প্রাপ্তির নিমিত্ত (অপরের দর্শন-আশঙ্কায় অগ্রবর্ত্তী লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন এবং তাহাতে রস-তত্ত্বাভিজ্ঞ ভক্তগণের কোনও এক অনির্ব্বচনীয় ভাব সঞ্চার করেন, সেই শ্রীগোবিন্দদেব আমার আশ্রয় হউন ॥ ৩ ॥

বামপ্রগণ্ডার্পিত-গণ্ডভাস্বৎ-তাটঙ্ক-লোলক-কান্তি সিক্তৈঃ।
ভ্রূবল্গনৈরুন্মদয়ন্ কুলস্ত্রীর্গোবিন্দদেবঃ শরণং মমাস্তু ॥ ৪ ॥

যিনি, বাম বাহুমূলে নিজের গণ্ডদেশ স্থাপন করিয়া আছেন এবং তাহাতে দীপ্তিশালী কর্ণাভরণ ও নাসিকাগ্রের আভরণের কান্তিযুক্ত ভ্রূভঙ্গিতে কুলরমণীদিগকে উন্মত্ত করিয়া থাকেন, সেই শ্রীগোবিন্দদেব আমার আশ্রয় হউন ॥ ৪ ॥

দূরে স্থিতাস্তা মুরলী-নিনাদৈঃ স্ব-সৌরভৈর্মুদ্রিত-কর্ণপালীঃ।
নাসারুধো হৃদ্গত এব কর্ষন্ গোবিন্দদেবঃ শরণং মমাস্তু ॥ ৫ ॥

যিনি, মুরলীধ্বনি শ্রবণে প্রেমবৈকল্যের আশঙ্কায় দূরে অবস্থানকারিণী আচ্ছাদিত-কর্ণপ্রদেশ গোপীগণকে মুরলীধ্বনীতে এবং কৃষ্ণাঙ্গসৌরভ গ্রহণে প্রেমমুগ্ধ হওয়ার আশঙ্কায় নাসারোধকারিণী ব্রজাঙ্গনাগণকে স্বীয় অঙ্গসৌরভে তাঁহাদের হৃদয়গত হইয়া তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করেন, সেই শ্রীগোবিন্দদেব আমার আশ্রয় হউন ॥ ৫ ॥

নবীন-লাবণ্য-ভরৈঃ ক্ষিতৌ শ্রীরূপানুরাগাম্বু-নিধি-প্রকাশৈঃ।
সতশ্চমৎকারবতঃ প্রকুর্ব্বন্ গোবিন্দদেবঃ শরণং মমাস্তু ॥ ৬ ॥

যিনি, এই পৃথিবীতে শ্রীরূপগোস্বামীর অনুরাগ-সাগরে প্রকাশিত নিজের সেই সকল নূতন কান্তিসমূহের দ্বারা ভক্তদিগকে অনির্ব্বচনীয় আনন্দযুক্ত করিয়া থাকেন, সেই শ্রীগোবিন্দদেব আমার আশ্রয় হউন ॥ ৬ ॥

কল্পদ্রুমাধো মণি-মন্দিরান্তঃ শ্রীযোগপীঠাম্বুরুহাস্যয়া স্বং।
উপাসয়ংস্তন্ত্রবিদোঽপি মন্ত্রৈর্গোবিন্দদেবঃ শরণং মমাস্তু ॥ ৭ ॥

যিনি, কল্পদ্রুমের নিম্নপ্রদেশে মণিময় মন্দিরের অভ্যন্তরে যোগপীঠস্থ কমলোপরি অবস্থান দ্বারা আগমশাস্ত্রজ্ঞ ভক্তগণকেও স্বীয়মন্ত্রে নিজেরই উপাসনা করাইয়া থাকেন, সেই শ্রীগোবিন্দদেব আমার আশ্রয় হউন ॥ ৭ ॥

মহাভিষেকক্ষণ-সর্ব্ববাসোঽলঙ্কৃত্যনঙ্গীকরণোচ্ছলন্ত্যা।
সর্ব্বাঙ্গ-ভাষাকুলয়ংস্ত্রিলোকীং গোবিন্দদেবঃ শরণং মমাস্তু ॥ ৮ ॥

যিনি, মহাভিষেক সময়ে বস্ত্রাদি, উত্তরীয়-উষ্ণীষাদি আভরণসমূহের পরিত্যাগহেতু ইতস্ততঃ প্রসারিত নিজের সমস্ত অঙ্গ-কান্তিতে ত্রিভুবনকে আকুল করিয়া থাকেন, সেই শ্রীগোবিন্দদেব আমার আশ্রয় হউন ॥ ৮ ॥

গোবিন্দ-দেবাষ্টকমেতদুচ্চৈঃ পঠেত্তদীয়াঙ্ঘ্রি-নিবিষ্টধীর্যঃ।
তং মজ্জয়ন্নেব কৃপাপ্রবাহৈর্গোবিন্দদেবঃ শরণং মমাস্তু ॥ ৯ ॥

যে-ব্যক্তি শ্রীগোবিন্দদেবের চরণ-যুগলে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া এই শ্রীগোবিন্দদেবের অষ্টক উচ্চস্বরে নিত্য পাঠ করেন, শ্রীগোবিন্দদেব তাঁহাকে নিশ্চয়ই কৃপাপ্রবাহে নিমগ্ন করিয়া থাকেন, সেই কৃপাসিন্ধু শ্রীগোবিন্দদেব আমার আশ্রয় হউন ॥ ৯ ॥

সজ্জন—কবি (২৪)

কাব্য ও কবির সংজ্ঞা; জড়কাব্য ও জড়কবি হইতে সজ্জনের পার্থক্য

রসাত্মক বাক্যকে কাব্য বলে। কাব্য-রচয়িতা ও কাব্য-আস্বাদককে কবি বলে। কাব্য দ্বিবিধ—গ্রাম্য কাব্য ও অপ্রাকৃত কাব্য। রস সাধারণতঃ দ্বাদশ প্রকার। তন্মধ্যে স্থায়ী পাঁচটী এবং গৌণ সাতটী। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচটী মুখ্যরস। হাস্য, করুণ, বীর, অদ্ভুত, রৌদ্র, বীভৎস ও ভয়ানক—আগন্তুক হইয়া মুখ্যরসের পুষ্টি সাধন করে। প্রকৃতির অন্তর্গত রসসমূহ জড়কাব্যের উপাসনা। তাহাতে প্রাকৃত নশ্বর অনুপাদেয় নায়ক-নায়িকা আলম্বনরূপে জড়ের অচিৎ উদ্দীপনার দ্বারা প্রচালিত হইয়া

অনুভাব, সাত্ত্বিক ও সঞ্চারী সামগ্রীর সহিত স্থায়িভাব রতির সংমিশ্রণে রসের উদ্ভাবনা করে। তাহা নিতান্ত বিরস ও কাব্য-নামের অযোগ্য। সজ্জন তাদৃশ কু-কবি নহেন। তিনি অপ্রাকৃত রসাত্মক বাক্যময় কাব্যে সুপণ্ডিত। তাদৃশ কাব্যের নায়ক ব্রজেন্দ্রনন্দনকে আশ্রয় করিয়া যে-সকল কাব্য নির্ম্মিত হয়, তাহা সজ্জনের আস্বাদনীয় বিষয় এবং তিনিও জড়কবি-ধিক্কারী নিত্য সৌন্দর্য্য-উপলব্ধিক্ষম।

গ্রাম্য-কবির কাব্য—সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ ও রসাভাস-দোষদুষ্ট

সজ্জন-প্রবর শ্রীদামোদর-স্বরূপ বলিয়াছেন ;—

গ্রাম্য-কবির কবিত্ব শুনিতে হয় দুঃখ।

* * *

'যদ্বা-তদ্বা' কবির বাক্যে হয় রসাভাস।

সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৪।১০৭, ১০২)

জড়কবি—অভাত্ত্বিক, নাস্তিক ও মায়াবাদী

প্রাকৃত মায়াবাদী জড়কবির চিত্র শ্রীপাদ স্বরূপগোস্বামী যেরূপ উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, তাহা এই;—

পূর্ণানন্দ-চিৎস্বরূপ জগন্নাথ-রায়।

তাঁরে কৈলে জড়-নশ্বর-প্রাকৃতকায়॥

পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্য চৈতন্য—স্বয়ং ভগবান্।

তাঁরে কৈলে ক্ষুদ্র-জীব স্ফুলিঙ্গ-সমান॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৫।১১৮-১১৯)

শ্রীরূপ-গোস্বামীর অপ্রাকৃত কাব্যের প্রশংসা

আবার শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর বাক্য সজ্জনের কিরূপ আনন্দ-প্রদ তাহাও চরিতামৃতে দৃষ্ট হয়,—

রূপ যৈছে দুই নাটক করিয়াছে আরম্ভ।

শুনিতে আনন্দ বাড়ে যার মুখবন্ধ॥

দুই শ্লোক কহি প্রভুর হৈল মহাসুখ। (চৈঃ চঃ অঃ ১।১০৫)

কহ, তোমার কবিত্ব শুনি হয় চমৎকার।

রায় কহে, তোমার কবিত্ব অমৃতের ধার॥

(চৈঃ চঃ অঃ ১।১৫৭, ১৭২)

রায় কহে—"রূপের কাব্য অমৃতের পূর।" (চৈঃ চঃ অঃ ১।১৮০)

* * *

রূপের কবিত্ব প্রশংসি' সহস্র-বদনে। (চৈঃ চঃ অঃ ১।১৯২)

*　　*　　*

মধুর প্রসঙ্গ ইঁহার কাব্য সালঙ্কার।
ঐছে কবিত্ব বিনা নহে রসের প্রচার॥ (চৈঃ চঃ অঃ ১।১৯৮)

জড় ও অপ্রাকৃতে নিত্যভেদ বর্ত্তমান; গ্রাম্য-কবিগণ অপ্রাকৃত কবি ও কাব্যের অনাদরকারী

গ্রাম্য কবির কবিতার আস্বাদকগণ প্রকৃতপ্রস্তাবে কবিত্বের উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। তাঁহারা গ্রাম্য কবিতাগুলি ও কবিকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন। রায়রামানন্দ, শ্রীদামোদর-স্বরূপ এবং স্বয়ং সৌন্দর্য্য-রত্নাকর অভিন্নব্রজেন্দ্র-নন্দন যে শ্রীরূপের কাব্য ও তাঁহাকে কবি বলিয়া বহু প্রশংসা করিলেন, বহরমপুরের গ্রাম্যরস-রসিক জনৈক সাহিত্যিক বা চুঁচুড়ার শৈব সাহিত্যিক বা আজকালকার দিনের জড়রস-প্রচারক প্রাকৃত সহজিয়া সাহিত্যিকগণ সেই সজ্জনের কবিতার আদর করেন না। যদি তাঁহারা সজ্জন হইতেন, তাহা হইলে গ্রাম্য কবির কাব্যের অবরতা জানিতে সমর্থ হইতেন ও হরিপ্রেমোন্মত্ত কবি-গণের বাক্যের উৎকর্ষ স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। লোকের রুচি ভিন্ন ভিন্ন। অসতের রুচির সহিত সজ্জনের রুচিভেদ আছে। মূর্খের সহিত পণ্ডিতের, ভক্তের সহিত অভিজ্ঞের ও জড়রস-রসিকের সহিত ভগবদ্রসসেবী ভক্তের নিশ্চয়ই ভেদ আছে।

বিরিঞ্চি, বেদব্যাসাদি পরম-সজ্জনগণই মহাকবি এবং তদনুগ-জনগণই প্রকৃত কবি

সজ্জনেই কবিত্বের সৌন্দর্য্য পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত; তবে অভাবগ্রস্ত জড় কবিগণের কাব্যরসামোদী পাঠক অসৎসঙ্গক্রমে তাহা আস্বাদনে অসমর্থ হন। পরম-সজ্জন ভাগবত শ্রীহংসবাহন বিরিঞ্চি, বাল্মীকি ও শ্রীবেদব্যাস হরিরস বর্ণন করিয়া ও আস্বাদ করিয়া 'মহাকবি' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের অনুগত সজ্জনগণও কবি নামে অনেকেই খ্যাত। আজও বঙ্গীয় সাহিত্য ভাণ্ডারের অমূল্য নিধিগুলির আদর কম নাই। তাঁহারা সকলেই সজ্জন। বৈষ্ণব-কবিগুলিকে বাদ দিয়া বঙ্গীয় রিক্ত কবিতা-ভাণ্ডারের আকর্ষণ কতটুকু তাহা সাহিত্যিক ও কবি-পরিচয়াকাঙ্ক্ষী গ্রাম্য কবিগণও বিচার করিয়া দেখিতে পারেন।

পরমার্থকে উল্লঘন করিয়া ব্যবহারিক জগতের উন্নতি-সাধনই অসৎ-সমাজের অপচেষ্টা

অসৎ সমাজের মধ্যে এরূপ একটী রুচিও প্রবল আছে যে, হরিরস মদিরা-পানোন্মত্ত জনগণকে কবি না বলিয়া জড়মদিরা-মত্ত ইন্দ্রিয়-তর্পণাভিলাষী নিরীশ্বর দুর্নীতি-পরায়ণগণকেও কাব বলা হউক। সজ্জনগণ তাহা অনুমোদন করেন না। শ্রীজয়দেব, শ্রীবিল্বমঙ্গলাদি সজ্জনগণকে অনাদর করিয়া যাঁহারা গ্রাম্য কবিগণের আদর করেন, তাঁহাদের সজ্জন-সমাজে প্রবেশের আশা নাই। অনিত্য প্রাকৃত নিরানন্দের ক্লেশ যে গ্রাম্য কবিকে আচ্ছন্ন করে, সে কখনই সজ্জন হইতে পারে না। সজ্জন না হইলে যথার্থ কবি হওয়া যায় না। শ্রীচরিতামৃতের লেখক সজ্জনরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস "কবিরাজ" নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। সজ্জন নিত্য কবি, চিন্ময় ও আনন্দময়। তাঁহার কাব্যের সহিত অন্যের তুলনা নাই।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

সম্বন্ধ-বিচার

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১১ পৃষ্ঠার পর)

আত্মার দ্বাদশ লক্ষণ

শুদ্ধ জীবাত্মার দ্বাদশটী লক্ষণ, ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধে প্রহ্লাদ উক্তিতে কথিত হইয়াছে—

আত্মা নিত্যোঽব্যয়ঃ শুদ্ধ একঃ ক্ষেত্রজ্ঞ আশ্রয়ঃ।
অবিক্রিয়ঃ স্বদৃগ্ হেতুর্ব্যাপকোঽসঙ্গ্যনাবৃতঃ॥
এতৈর্দ্বাদশভির্বিদ্বানাত্মনো লক্ষণৈঃ পরৈঃ।
অহং মমেত্যসদ্ভাবং দেহাদৌ মোহজং ত্যজেৎ॥

(ভাঃ ৭।৭।১৯-২০)

আত্মা **নিত্য** অর্থাৎ স্থূল ও লিঙ্গ শরীরের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর নয়। **অব্যয়** অর্থাৎ স্থূল ও লিঙ্গ শরীর নাশ হইলে তাহার নাশ নাই। শুদ্ধ অর্থাৎ প্রাকৃত ভাব রহিত। এক অর্থাৎ গুণ-গুণী, ধর্ম্ম-ধর্ম্মী, অঙ্গ-অঙ্গী প্রভৃতি দ্বৈত-ভাব-রহিত। **ক্ষেত্রজ্ঞ** অর্থাৎ দ্রষ্টা। **আশ্রয়** অর্থাৎ স্থূল ও লিঙ্গের আশ্রিত নয়, কিন্তু উহারা আত্মার আশ্রিত হইয়া সত্ত্বা বিস্তার করে। **অবিক্রিয়** অর্থাৎ দেহগত ভৌতিক বিকার-রহিত। বিকার ছয় প্রকার – জন্ম, অস্তিত্ব,

বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ। **স্বদৃক্** অর্থাৎ আপনাকে আপনি দেখে; প্রাকৃত দৃষ্টির বিষয় নয়। **হেতু** অর্থাৎ শরীরের ভৌতিক সত্ত্বা, ভাব ও কার্য্যের মূল, স্বয়ং প্রকৃতি-মূলক নয়। **ব্যাপক** অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট স্থানব্যাপী নয়। তাহার প্রাকৃত স্থানীয় সত্ত্বা নাই। **অসঙ্গী** অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ হইয়াও প্রকৃতির গুণসঙ্গী নয়। **অনাবৃত** অর্থাৎ ভৌতিক আবরণে আবদ্ধ হয় না। এই দ্বাদশটী অপ্রাকৃত লক্ষণ দ্বারা আত্মাকে ভিন্ন করিয়া বিদ্বান্ লোক দেহাদিতে মোহ-জনিত অহং-মম ইত্যাদি অসদ্ভাব পরিত্যাগ করিবেন।

আত্ম-তত্ত্ব বিচারে তর্ক অপ্রতিষ্ঠিত ও তাহা প্রাকৃত চিদাভাস-নিষ্ঠ

শুদ্ধ জীবের স্থানীয় ও কালিকা সত্ত্বা আছে কিনা, এ বিষয়ে অনেক তর্ক ঘটিয়া থাকে। কিন্তু পরমার্থ বিচারে তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই। বরং বিশেষ নিন্দা আছে। তর্ক সর্ব্বদাই সাদাভাসনিষ্ঠ, চিন্নিষ্ঠ হইতে পারে না। আত্মা অপ্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতির সমস্ত তত্ত্বের অতীত। এস্থলে প্রকৃতি-শব্দে কেবল ভূত সকলকে বুঝায় এমত নয়, কিন্তু ভূত তন্মাত্র, চিদাভাস অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বৃত্তি, মনোবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও অহঙ্কার সকলই বুঝায়। চিদাভাস প্রকৃতির অন্তর্গত হওয়ায়, প্রকৃতিস্থ অনেক অবস্থাকে চিৎকার্য্য বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে।

অপ্রাকৃত দেশ-কাল-তত্ত্বের বিচার

দেশ ও কাল প্রকৃতির মধ্যে লক্ষিত হইলেও উহারা শুদ্ধসত্ত্বা-ক্রমে চিত্তত্ত্বে আছে। শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতার প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় উত্তমরূপে বিচার করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, চিত্তত্ত্ব ও জড়তত্ত্ব পরস্পর বর্ত্তমান অবস্থায় বিরুদ্ধ হইলেও পরস্পর বিপরীত তত্ত্ব নহে। চিত্তত্ত্বে যে-সকল সত্ত্বা আছে, তাহা শুদ্ধ ও দোষবর্জ্জিত। ঐ সমস্ত সত্ত্বাই জড়তত্ত্বে পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু মায়িক জগতে ঐ সকল সত্ত্বা দোষপূর্ণ। অতএব শুদ্ধ দেশ ও কাল, শুদ্ধ আত্মায় লক্ষিত হইবে এবং কুণ্ঠিত দেশ-কাল, মায়াকুণ্ঠিত জগতে পরিজ্ঞাত হইবে; ইহাই দেশ-কাল-তত্ত্বের একমাত্র বৈজ্ঞানিক বিচার।

বদ্ধাবস্থায় নরসত্ত্বার ত্রিবিধ অস্তিত্ব ও আত্মার আবরণ

শুদ্ধাবস্থায় জীবের কেবল শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্ব, কিন্তু বদ্ধাবস্থায় নরসত্ত্বার ত্রিবিধ অস্তিত্ব অর্থাৎ শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্ব অর্থাৎ **সূক্ষ্ম অস্তিত্ব**, চিদাভাসিক অস্তিত্ব অর্থাৎ লৈঙ্গিক **অস্তিত্ব** এবং ভৌতিক অর্থাৎ **স্থূল অস্তিত্ব**। স্থূলবস্তু

সূক্ষ্ম বস্তুকে আবরণ করে, ইহা নৈসর্গিক বিধি। অতএব লৈঙ্গিক অস্তিত্ব (সূক্ষ্মাস্তিত্ব হইতে) কিছু বেশী স্থূল হওয়ায়, শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্বকে আচ্ছাদন করিয়াছে। পুনশ্চ ভৌতিক অস্তিত্ব সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল হওয়ায়, শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্ব ও লৈঙ্গিক অস্তিত্ব উভয়কেই আচ্ছাদন করিতেছে। তথাপি ত্রিবিধ অস্তিত্বেরই প্রকাশ আছে, কেননা আচ্ছাদিত হইলেও বস্তু লোপ হয় না।

শুদ্ধ আত্মার কলেবর ও ক্রিয়া-পরিচয়

শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্বটি শুদ্ধ দেশকাল-নিষ্ঠ। অতএব আত্মার স্থানীয় অস্তিত্ব ও কালিক সত্ত্বা আছে. এরূপ বুঝিতে হইবে। স্থানীয় অস্তিত্ব-সত্ত্বে, আত্মার কোন নিশ্চিত অবস্থান স্বীকার করা যায় না। নিশ্চিত অবস্থান সত্ত্বে, কোন শুদ্ধাত্মিক কলেবর ও স্বরূপ স্বীকার করা যায়। সেই স্বরূপের সৌন্দর্য্য, ইচ্ছাশক্তি, বোধশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি ইত্যাদি শুদ্ধাত্মিক গুণগণও স্বীকার্য্য হইয়াছে। ঐ স্বরূপটি চিদাভাস কর্ত্তৃক লক্ষিত হইতে পারে না. কেন না উহা প্রকৃতি অতিরিক্ত তত্ত্ব। যেমন স্থূলদেহে করণসমস্ত নিজ নিজ স্থানে ন্যস্ত থাকিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে ও স্বরূপের সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে, তদ্রূপ এই স্থূলদেহের চমৎকার আদর্শ-স্বরূপ সূক্ষ্ম দেহটীতে প্রয়োজনীয় করণসমস্ত ন্যস্ত আছে। স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের প্রভেদ এই যে, স্থূলদেহের দেহী শুদ্ধজীব এবং দেহটী স্থূলদেহ, অতএব দেহ-দেহী ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব হয়েন. কিন্তু সূক্ষ্মদেহে যিনি দেহী তিনিই দেহ, তন্মধ্যে পৃথকতা নাই। বস্তুমাত্রেরই দুইটী পরিচয় আছে অর্থাৎ স্বরূপ-পরিচয় ও ক্রিয়া পরিচয়। মুক্ত জীবের স্বরূপ পরিচয়ই চৈতন্য অর্থাৎ জ্ঞান। জীব-জ্ঞানস্বরূপ অর্থাৎ জ্ঞানরূপ পদার্থ-দ্বারা তাহার কলেবর গঠিত হইয়াছে। আনন্দই তাহার ক্রিয়া-পরিচয়। অতএব মুক্ত জীবের সত্ত্বা কেবল চিদানন্দ। শুদ্ধাহঙ্কার, শুদ্ধচিত্ত শুদ্ধমন ও শুদ্ধ ইন্দ্রিয়সকল সেই চৈতন্য হইতে অভিন্নরূপে শুদ্ধ সত্ত্বায় অবস্থান করে। বদ্ধ অবস্থায় জীবকে চিদাভাসরূপে লক্ষ্য করা যায় এবং মায়িক সুখ-দুঃখরূপ আনন্দ-বিকারই তাহার ক্রিয়া-পরিচয় হইয়াছে।

পরমাত্মা— তাঁহার শক্তি ও সৌন্দর্য্য

পরমাত্মা সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ও সর্ব্বশক্তিমান্। সর্ব্বশক্তিমান পরমাত্মার নাম ভগবান্। মায়া-প্রকৃতি ও জীব-প্রকৃতি তাঁহার পরাশক্তির প্রভাববিশেষ। যেমন জীব সম্বন্ধে একটী ক্ষুদ্র চিৎস্বরূপ লক্ষিত হয়, ভগবৎ সম্বন্ধেও তদ্রূপ এক অসামান্য চিৎস্বরূপ অনুভূত হয়। ঐ স্বরূপটী শুদ্ধাত্মার পরিদৃশ্য, সর্ব্বসদ্-

গুণসম্পন্ন, অত্যন্ত সুন্দর ও সর্ব্বচিত্তাকর্ষক। সে সুন্দর স্বরূপের কে অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য ব্যাপ্তিরূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নিত্যানন্দ-প্রকাশ বৈকুণ্ঠের পরম শোভা নিত্যকাল বিস্তার করিতেছে। শুদ্ধ চিদ্‌গণ ঐ শোভায় নিত্য মুগ্ধ আছেন এবং বদ্ধজীবগণ ব্রজবিলাস ব্যাপারে তাহাই অন্বেষণ ও লাভ করিয়া থাকেন।

জীব, পরমাত্মা ও শ্রীকৃষ্ণের গুণ ও পরস্পর সম্বন্ধ-বিচার

শ্রীরূপ গোস্বামী-বিরচিত "ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু" গ্রন্থে বিচারিত হইয়াছে যে, পঞ্চাশটী গুণ বিন্দু-বিন্দুরূপে জীব-স্বরূপে লক্ষিত হয়। পরব্রহ্ম-স্বরূপ নারায়ণের ঐ পঞ্চাশটী গুণ পূর্ণরূপে অবস্থিত এবং তদ্ব্যতীত আর দশটী গুণ তাহাতে উপলব্ধ হয়। তাঁহার পরানন্দ-প্রকাশ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে চতুঃষষ্টিগুণ বিচারিত হইয়াছে, অতএব শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ ভগবচ্ছক্তি-প্রকাশের পরাকাষ্ঠা বলিয়া ভক্তগণ-কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে, **এই ত্রিতত্ত্বের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় করাই সম্বন্ধ-বিচার।** নিম্নলিখিত "ভগবদ্গীতার" শ্লোক চতুষ্টয়ে ইহা নির্ণীত হইয়াছে। — ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥
এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥ (গীঃ ৭।৪-৭)

প্রথম দুই শ্লোকের অর্থ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। শেষ দুই শ্লোকের অর্থ এই যে, পূর্ব্বোক্ত উভয় প্রকৃতি হইতে সমস্ত চেতন ও অচেতন বস্তুর উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু ভগবান্ উভয় জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের হেতু। ভগবান্ হইতে স্বতন্ত্র বা উচ্চ তত্ত্ব কিছুই নাই। ভগবানে সমস্তই ওতঃপ্রোত-ভাবে আছে, যেমন সূত্রে মণিগণ গ্রথিত থাকে তদ্রূপ। মূলতত্ত্ব এক অর্থাৎ ভগবান্।

জীব ও জড়জগৎ শক্তি-পরিণত—বিবর্ত্ত বা ব্রহ্ম-পরিণত নহে

ভগবানের পরাশক্তির ভাব ও প্রভাবক্রমে জীব ও জড়ের উদয় হইয়াছে, অতএব সমস্ত জগৎ তাঁহার শক্তি-পরিণাম। এতৎ সিদ্ধান্ত দ্বারা বহুকাল প্রচলিত বিবর্ত্ত ও ব্রহ্ম-পরিণাম বাদ নিরস্ত হইল। পরব্রহ্মের বিবর্ত্ত বা পরিণাম স্বীকার করা যায় না, কিন্তু তাঁহারা পরাশক্তির ক্রিয়া-পরিণাম দ্বারা

সকলই সিদ্ধ হয়। উদ্ভূত জীব ও জড় পারমেশ্বরী শক্তি হইতে সিদ্ধ হওয়ায় তাহারা ভিন্ন তত্ত্ব হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের কোন স্বাধীন শক্তি নাই। ভগবদনুগ্রহ ব্যতীত তাহারা কিছুই করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতার প্রথম ও দ্বিতীয়াধ্যায়ে এ-সমুদায় বিশেষরূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

ভগবৎ-তত্ত্ব, জীব-তত্ত্ব, জড়-তত্ত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপ-সিদ্ধান্ত এবং জীবের বন্ধন-দশা হইতে মুক্তির উপায়

সংক্ষেপতঃ এই বলিতে হয় যে, ভগবান্ ইহাদের একমাত্র আশ্রয় এবং ইহারা ভগবানের নিতান্ত আশ্রিত। ভগবান্ পূর্ণরূপে সর্ব্বদা ইহাদের সত্ত্বায় অবস্থান করেন এবং ইহারা ভগবৎ সত্ত্বার উপর সম্পূর্ণরূপে অস্তিত্বের জন্য নির্ভর করে। জীব-সম্বন্ধে বিশেষ কথা এই যে, জীব স্বরূপতঃ চৈতন্যবিশেষ, অতএব পরম চৈতন্য পরমেশ্বরই তাঁহার একমাত্র আশ্রয়। জড়রূপ তত্ত্বান্তর জীবের আশ্রয়ের যোগ্যবস্তু নহে। সম্প্রীতি জীবের স্বধর্ম্মটী জড়গত হওয়ায় পরমেশ্বরগত প্রীতিধর্ম্মের বিকারই বিষয়-রাগ হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু ঐ বিকৃতরাগ সঙ্কোচপূর্ব্বক প্রকৃত রাগের উত্তেজনা করাই শ্রেয়, যেহেতু জড়ের সহিত জীবের নিত্য সম্বন্ধ নাই, যে-কিছু সম্বন্ধ আছে তাহা অপগতি মাত্র। যে-কাল পর্য্যন্ত ভগবৎ কৃপাক্রমে মুক্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত জীবনযাত্রারূপ জড়-সম্বন্ধ অনিবার্য্যরূপে কর্ত্তব্য বলিতে হইবে। মুক্তির অন্বেষণ করিলেই মুক্তি সুলভ হয় না, কিন্তু ভগবৎ-কৃপা হইলে তাহা অনায়াসে হইবে; অতএব মুক্তি বা ভুক্তিস্পৃহা হৃদয় হইতে দূর করা উচিত। **ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা-রহিত হইয়া যুক্ত-বৈরাগ্য স্বীকার করত জীবের স্বধর্ম্মানুশীলনই একমাত্র কর্ত্তব্য**। জড় জগৎটি ভগবদ্দাসীভূতা পরাশক্তির ছায়াস্বরূপা মায়া-শক্তির কার্য্য। এতদ্দ্বারা মায়াশক্তি ভগবৎ-সেচ্ছা সম্পাদনার্থে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকেন। ভগবৎ পরাঙ্মুখ জীবগণের ভোগায়তন (সৌভাগ্যোদয় হইলে জীবগণের সংস্কার-গৃহরূপ) এই জড় ব্রহ্মাণ্ডটী বর্ত্তমান আছে। এই কারা-রক্ষাকর্ত্রী মায়ার হাত হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায় ভগবৎসেবা; ইহা "গীতাতে" উক্ত হইয়াছে। যথা— দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ (গীঃ ৭।১৪)

সত্ত্ব, রজঃ, তম—এই ত্রিগুণময়ী মায়া পারমেশ্বরী শক্তিবিশেষ, ইহা হইতে উদ্ধার হওয়া কঠিন। যে-সকল লোক ভগবানের শরণাপন্ন অর্থাৎ প্রপন্ন হয়, তাঁহারাই এই মায়া হইতে উদ্ধার হইতে পারে।

— ওঁ বিষ্ণুপাদ সচ্চিদানন্দ **শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর**

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

প্রভুবরের ৮৬তম বর্ষপূর্ত্তি শুভাবির্ভাব-তিথিবাসরে

ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

জয় মোর গুরুদেব শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান,
অভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দ করুণা নিদান,
কৃতার্থ করেছো মোরে দানি' পদে ঠাঁই,—
তুমি প্রভু, আমি দাস, প্রণাম তোমায় !

শ্রীপ্রভুপাদের লীলা পুষ্টির কারণে
আবির্ভূত হেতে তুমি এই ধরাধামে,
নিজেরে বিকায়ে দিলে শ্রীগুরু-সেবায় ;
তুমি প্রভু, আমি দাস, প্রণাম তোমায় !

নিজ নিত্যসিদ্ধভাব করিয়া গোপন
প্রভুপাদের মনোভীষ্ট করেছো পূরণ ;
শুদ্ধভক্তগণ শুধু চিনেছে তোমায়।
তুমি প্রভু, আমি দাস, প্রণাম তোমায় !

শিক্ষিত সমাজ মাঝে গাহি' গৌরগুণ,
মায়াবাদের অসারতা করিলে স্থাপন।
মহাপ্লাবন আনিয়াছ ভক্তি-ধারায় ;—
তুমি প্রভু, আমি দাস, প্রণাম তোমায় !

বেদান্তের ভক্তি-ব্যাখ্যা করি' প্রবর্ত্তন,
চৈতন্য-ধর্ম্মের গৌরব করেছো বর্দ্ধন,
আচার্য্য-কেশরী তুমি বৈষ্ণব-সভায় ;—
তুমি প্রভু, আমি দাস, প্রণাম তোমায় !

অচ্যুতের সাথে যাতে না হয় বিচ্যুতি,
সেজন্য শিখাইলে মোরে ভজন-পদ্ধতি,
আকর্ষিলে মোরে তুমি নিজ মহিমায় ;—
তুমি প্রভু, আমি দাস, প্রণাম তোমায় !

প্রভু, তোমার বৈশিষ্ট্য যে-পারে জানিতে,
শ্রীহরির বৈশিষ্ট সেই জানে ভালমতে,
আমি অতি মন্দ মতি, কিছু জ্ঞান নাই ;—
তুমি প্রভু, আমি দাস, প্রণাম তোমায় !

নিজ কর্ম্মফলে আমি বন্দী মায়াজালে,
ত্রিতাপ-জ্বালায় সদা হৃদি মোর জ্বলে,
হেন দুঃসময়ে যেন তব কৃপা পাই ;—
তুমি প্রভু, আমি দাস, প্রণাম তোমায় !

আজি তব পবিত্র আবির্ভাব তিথিতে,
সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি দিয়া তব পদে
তব সুখ লাগি' সদা তব গুণ গাই ;
তুমি প্রভু, আমি দাস, প্রণাম তোমায় !

শ্রীব্যাসপূজাবাসর
২ গোবিন্দ, ৪৯৭ গৌরাব্দ ।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম-কৃপাপ্রার্থী—
শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল
সাং— বড় বহরকুলি (বর্ধমান) ।

পৌরাণিক উপাখ্যান

[শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে সংগৃহীত]

লিঙ্গস্ফোট শ্রীনৃসিংহদেব (১)

বিশ্বক্সেন নামে এক বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে একদিন একাকী কোন বনের নিকট আসিয়া বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন। সেই বনের নিকটে একটি গ্রাম ছিল। সেই গ্রামে একজন জমিদার বাস করিতেন। জমিদার-পুত্র প্রত্যহ নিজ কুলদেবতা শ্রীশিবের পূজা করিত। দৈবাৎ ঐদিন জমিদার-পুত্র অসুস্থতা-নিবন্ধন অন্য পূজকের অনুসন্ধানে বাহিরে আসিয়া সেই ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইল। জমিদার-পুত্র ব্রাহ্মণকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে ব্রাহ্মণ নিজের পরিচয় দিলেন। ব্রাহ্মণের পরিচয় পাইয়া জমিদার-পুত্র বলিল, —দেখ, আমার শিরঃ-পীড়া হইয়াছে। তজ্জন্য আমি আমার ইষ্টদেব শিবের পূজা করিতে পারিতেছি না। অতএব তুমি আমার পরিবর্ত্তে অদ্য শিবের পূজাটি করিয়া দাও। তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন—"আমরা একান্ত বিষ্ণুভক্ত। এজন্য বিষ্ণু ব্যতীত অন্য কোন দেবতার পূজা করি না।" ব্রাহ্মণ শিবের পূজা করিতে অস্বীকার করিতেছে দেখিয়া জমিদার-পুত্র একটী খড়্গ লইয়া ব্রাহ্মণের মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইল। ব্রাহ্মণ মনে মনে স্থির করিলেন,—আমার এই ভগবদ্ভজন-যোগ্য মনুষ্য-দেহটী কেন বৃথা নষ্ট হইবে? চতুরতার সহিত শরীরটীকে রক্ষা করিয়া ভগবদ্ভজন করাই উচিত। আমি শিবের মধ্যে সর্ব্বান্তর্যামি শ্রীহরিরই পূজা করিব। এইরূপ চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণ উক্ত জমিদার-পুত্রকে বলিলেন,— "মহাশয়, ক্ষমা করুন। চলুন, আমি তথায় গিয়া পূজা করিব।" তখন জমিদার-পুত্র শান্ত হইয়া ব্রাহ্মণকে লইয়া শিবের নিকট গমনপূর্ব্বক পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিল।

শিবের নিকটে গিয়া ব্রাহ্মণ মনে মনে চিন্তা করিলেন,— "এই রুদ্রদেব প্রলয়ের কারণ; অতএব তমোময়। আর শ্রীনৃসিংহদেব তামস দৈত্য-গণের বিনাশকারী। তিনি তমোরাশি বিনাশ করিয়া তাহা হইতে সূর্য্যের ন্যায় উদিত হন। অতএব আমি রুদ্রের মধ্যে তাঁহার অন্তর্যামী ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেবেরই পূজা করিব।" এইরূপ বিচার করিয়া ব্রাহ্মণ 'শ্রীনৃসিংহায় নমঃ' বলিয়া পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিলে শিব-পূজার পরিবর্ত্তে বিষ্ণুরই পূজা করিতেছে—ইহা জানিতে পারিয়া সেই দুর্দ্দান্ত জমিদার-পুত্র পুনরায় ব্রাহ্মণকে হত্যা করিবার জন্য খড়্গ উত্তোলন করিল। তখন অকস্মাৎ

শিবলিঙ্গ বিদীর্ণ করিয়া তন্মধ্য হইতে ভক্ত রক্ষার্থ শ্রীনৃসিংহদেব স্বয়ং আবির্ভূত হইলেন। এবং সেই ভক্তবিদ্বেষী জমিদার-পুত্রকে সবংশে বিনাশ করিলেন। এই শ্রীবিগ্রহই দাক্ষিণাত্যে সুপ্রসিদ্ধ **"লিঙ্গস্ফোট শ্রীনৃসিংহদেব"** নামে অদ্যাপিও বিরাজিত আছেন। শিবলিঙ্গ বিদীর্ণ করিয়া শ্রীনৃসিংহদেবের উদয় হইয়াছিল বলিয়া ইঁহার নাম **"লিঙ্গস্ফোট শ্রীনৃসিংহদেব"** হইয়াছে।

গৌরপার্ষদ শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু স্বকৃত-শ্রীভক্তিসন্দর্ভ-গ্রন্থের ১০৫ সংখ্যায় বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরীয় এই উপাখ্যানটী উল্লেখ করিয়াছেন।

মানস-পূজা (২)

প্রতিষ্ঠানপুরে এক সরল ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি দরিদ্র হইলেও 'কর্ম্মফল অবশ্য ভোক্তব্য' মনে করিয়া শান্তচিত্তে কালযাপন করিতেন। একদিন সেই উদার বিপ্র বিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের সভায় শ্রবণ করিলেন যে—ভগবৎ-সেবাধর্ম্ম মনে মনে আচরণ করিলেও নিত্যমঙ্গল লাভ হয়। দারিদ্র্যতা হেতু ব্রাহ্মণ তদবধি উহা বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক মনে আচরণ করিতে লাগিলেন। প্রত্যহ গোদাবরী-জলে স্নান ও নিত্যকর্ম্ম সম্পাদনপূর্ব্বক শান্তচিত্তে দুঃসঙ্গবর্জ্জিত নির্জ্জনস্থানে নির্ম্মল মনে স্বাভিমত শ্রীহরির মূর্ত্তি সংস্থাপন করিতেন। অনন্তর নিজে মানসে উত্তম বসন পরিধান ও উত্তরীয়াদি ধারণপূর্ব্বক ঐ শ্রীমূর্ত্তিকে প্রণাম করিয়া শ্রীমন্দির মার্জ্জনপূর্ব্বক রজত ও সুবর্ণময় কলসে গঙ্গাদি সমস্ত তীর্থের জল আহরণ ও নানাবিধ সেবোপকরণ আনয়ন করত তদ্দ্বারা শ্রীহরির স্নানার্দি-ক্রিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া ভোগান্তে আরাত্রিক পর্য্যন্ত যাবতীয় অনুষ্ঠান মহারাজোপচারে মনে মনে সমাধান করিতেন। এইরূপে মানসে সেবা করিয়া ব্রাহ্মণ দিন দিন অতিশয় আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। এইভাবে বহুকাল গত হইল। একদিন মনে মনে সঘৃত পরমান্ন প্রস্তুত করিয়া সুবর্ণপাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক স্বীয় মনোময়ী শ্রীমূর্ত্তিকে ভোজন করাইবার নিমিত্ত উঠাইয়া ধরিলেন। কিন্তু উহা অত্যন্ত তপ্ত মনে হওয়ায় তন্মধ্যে প্রবিষ্ট স্বীয় অঙ্গুষ্ঠ-যুগল দগ্ধ হইয়াছে মনে করিয়া 'হায়, দগ্ধ অঙ্গুষ্ঠ-স্পর্শে পায়স অপবিত্র হইল' —দুঃখিতচিত্তে এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল। তখন বাহিরেও তাঁহার অঙ্গুষ্ঠ দগ্ধ হইয়াছে দেখিলেন এবং ঠাকুরের পরমান্ন ভোগ হইল না—চিন্তা করিয়া ব্যথিত হইলেন। তখন বৈকুণ্ঠধামে শ্রীনারায়ণ, লক্ষ্মী প্রভৃতি পার্ষদবর্গ পরিবৃত হইয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণের এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া হাস্য করিলেন। হঠাৎ শ্রীহরিকে হাস্য করিতে

দেখিয়া শ্রীলক্ষ্মী প্রভৃতি তত্রস্থ ভক্তগণ শ্রীনারায়ণকে হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ; সর্ব্বজ্ঞ শ্রীভগবান্ প্রথমে কিছু না বলিয়া, বিমানদ্বারা সেই ব্রাহ্মণকে মুক্ত করিয়া আনয়ন করিলেন এবং পার্ষদগণের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। অনন্তর শ্রীহরি সেই ব্রাহ্মণকে নিজ নিকটে বাস প্রদান করিলেন।

এই উপাখ্যানটী ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আছে। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থের টীকায় উল্লেখ করিয়াছেন।

পিঙ্গলা (৩)

পুরাকালে বিদেহ নগরে পিঙ্গলা নামে এক বেশ্যা বাস করিত। সে অর্থ-লোভে পরপুরুষগণের তৃপ্তি-বিধানের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল। একদিন ধন-লোলুপা পিঙ্গলা বসন-ভূষণে ভূষিতা হইয়া পরপুরুষের অপেক্ষায় বহির্দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিল। তখন সে পথে যাহাকে দেখিতেছিল, তাহাকেই ধনবান্ ও কামুক মনে করিয়া বিবিধ আশা পোষণ করিতে লাগিল। যখন সেই ব্যক্তি চলিয়া গেল তখন সে অন্য পুরুষের আশা করিতে লাগিল। ঐ দিন কোন পুরুষকে না পাইয়া এই ভাবেই উৎকণ্ঠিত-চিত্তে কখনও গৃহমধ্যে প্রবেশ, কখনও বা বাহিরে আগমন করিতে করিতে পিঙ্গলার অর্দ্ধরাত্রি যাপিত হইল। তখন বিফল মনোরথ হইয়া ধনের আশায় শুষ্ক-বদনা কাতর-চিত্তা পিঙ্গলার পরিণাম-সুখকর পরম বৈরাগ্য উৎপন্ন হইল। সে অত্যন্ত নির্ব্বিকারচিত্তে বলিতে লাগিল,— অহো! অজিতেন্দ্রিয়া আমি, আমার কীদৃশ মোহ উপস্থিত হইয়াছে, দর্শন কর। যে-হেতু আমি বিবেক-শূন্য হইয়া কুৎসিৎ মানবের নিকট কাম্যবস্তু লাভের আশা করিতেছি। মানব নিজের কামনাই নিজে পূরণ করিতে পারে না, সে আমার কামনা কি করিয়া পূরণ করিবে? আমি এতাদৃশ মূঢ় যে, আমার হৃদয়ে বর্ত্তমান সর্ব্বসুখপ্রদ অর্থপ্রদাতা নিত্য-কাল-স্থায়ী প্রিয়তম শ্রীহরির সেবা পরিত্যাগ করিয়া দুঃখ, ভয় ও চিন্তাদ্বারা আকুল শোকমোহপ্রদ পুরুষের সেবা করিতেছি। অহো! আমি লম্পট-ভোগলুব্ধ বিষয়ী পুরুষের নিকট ধন ও সুখের আশায় শরীর বিক্রয় করিয়াছি এবং এতাদৃশ নিন্দনীয় বেশ্যা-বৃত্তিদ্বারা দেহকে বৃথা কষ্ট প্রদান করিতেছি। আমি ভিন্ন এমন কোন্ স্ত্রীলোক আছে যে, অস্থি, চর্ম্ম, রোম, নখদ্বারা আচ্ছাদিত মল-মূত্র পরিপূর্ণ দুর্গন্ধ শরীরে আসক্ত হইয়া থাকে। এই পুণ্য বিদেহনগরে আমার ন্যায় বিবেক-শূন্যা রমণী আর কেহ নাই। যেহেতু আমি

সর্ব্বফলদাতা শ্রীহরিকে পরিত্যাগ করিয়া কুৎসিত পুরুষে আসক্ত আছি। শ্রীভগবান্ ব্যতীত অনিত্য বিষয়-বস্তু, মনুষ্য বা দেবতাগণ কেহই জীবকে প্রকৃত সুখী করিতে পারে না ; এবং শ্রীহরি ব্যতীত সংসারাসক্ত— রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শরূপ বিষয়দ্বারা হতবুদ্ধি জনগণকে কেহই উদ্ধার করিতে সমর্থ নহে। শ্রীহরিই সকলকে যাবতীয় সুখ প্রদান করিতে সমর্থ। একমাত্র সেই মঙ্গলময় জগদীশ্বরই জীবগণের প্রিয়তম বন্ধু—হিতকারী। তিনি সকলের রক্ষক, পালক ও নিত্য-সহচর। আমি অদ্য হইতে সর্ব্বপ্রকার বিষয় ও ভোগ-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া আত্মসমর্পণ-পূর্ব্বক সেই শ্রীহরির অভয় পাদপদ্ম সেবা করিব। নিশ্চয়ই মঙ্গলময় শ্রীভগবান্ আমার কোন অজ্ঞাত কর্ম্মদ্বারা প্রসন্ন হইয়াছেন। যেহেতু এই কাম-পরিপূর্ণ হৃদয়ে আজ আমার পরম বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে এবং সেই অভয় চরণারবিন্দে নিশ্চলা মতি উদিত হইয়াছে। মঙ্গলময় শ্রীহরির কৃপাতেই আজ আমার এই অবস্থা। সবই করুণাময়ের কৃপা। আমি সর্ব্বপ্রকার কামনা পরিত্যাগ করিয়া করুণার সমুদ্র আনন্দময় শ্রীভগবানের শরণাগত হইব। আজ হইতে যথাযোগ্য বিষয় গ্রহণের দ্বারা জীবন-যাপনপূর্ব্বক আমি তাঁহারই ভজনা করিব।

পিঙ্গলা এইরূপ নিশ্চয় করিয়া পরপুরুষ সঙ্গেচ্ছা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শান্ত-চিত্তে শয়ন করিল। 'আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্'। অর্থাৎ আশা বা কামনাই পরম দুঃখকর, নৈরাশ্য বা নিষ্কামতাই পরম শান্তিদায়ক। ভগবৎ-কৃপায় এই কথাটি পিঙ্গলা বুঝিতে পারিয়া সমস্ত কামনা পরিহার-পূর্ব্বক নিষ্কাম হইয়া ভগবদ্ভজন করিতে করিতে নিত্যমঙ্গল লাভ করিলেন।

এখন প্রশ্ন,—পিঙ্গলা বেশ্যার হঠাৎ বৈরাগ্য কি করিয়া উদিত হইল এবং সর্ব্ব-মঙ্গলের মূল শ্রীহরি-পাদপদ্মে মতিই বা কি করিয়া হইল? ইহার উত্তরে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।৮।৩১, ৩৭ শ্লোকের টীকায় জানাইয়াছেন,—ভো বিরক্তবর্য্য, কৃপয়া অদ্য মদঙ্গনমেব সফলীকুরু। অত্রৈব আস্ব, শেষ্ব, কিঞ্চিদ্ভুঙ্ক্ষ্ব, পিব ইতি যদৃচ্ছয়ৈবাগতং শ্রীদত্তাত্রেয়মুক্ত্বা তৎস্থান-সংস্কারমার্জ্জন-লেপনাদিকং সায়ংকালে পিঙ্গলয়া কৃতম্। ভগবত্যে-তাদৃশী মতিরস্যাস্তদা তস্যাং রজন্যাং ভদঙ্গনে যদৃচ্ছয়াগতশয়িতস্য শ্রীদত্তাত্রেয়স্য কৃপাভরাদভূৎ।

অর্থাৎ দত্তাত্রেয় মুনি ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন হঠাৎ সন্ধ্যাকালে পিঙ্গলার গৃহে শুভাগমন করিয়াছিলেন। বিরক্ত-শিরোমণি মুনিবরকে দেখিয়া

পিঙ্গলা তাঁহার উপবেশন ও বিশ্রামের জন্য স্থানাদি মার্জ্জন এবং সংস্কার করিয়া বিনীতভাবে বলিতে লাগিল,—হে প্রভো, আজ আমার পরম সৌভাগ্য। কৃপাপূর্ব্বক আপনি আজ আমার গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন। অতএব আপনি এখানে বিশ্রাম করুন, কিঞ্চিৎ ভোজন করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন। পিঙ্গলার এইরূপ আদরাতিশয্যে সন্তুষ্ট হইয়া সেই সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র মুনিবর তথায় বিশ্রাম করিয়াছিলেন। সেই মহাপুরুষের কৃপাতেই পিঙ্গলার বৈরাগ্য ও শ্রীভগবৎপাদপদ্মে মতি হইয়াছিল। সাধুসঙ্গের এই অত্যাশ্চর্য্য-প্রভাব। এই জন্যই শাস্ত্র বলেন,—

সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥ (চৈঃ চঃ)

বঙ্গে শ্রীদুর্গাপূজা

স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা ব্রহ্ম-সংহিতা গ্রন্থে বলিয়াছেন,—

সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয়-সাধন-শক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তির ছায়াস্বরূপা প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধিনী মায়াশক্তিই ভুবন-পূজিতা দুর্গা; তিনি যাঁহার ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,—

যে-জগতে ব্রহ্মা অবস্থিত হইয়া গোলোকনাথের স্তব করিতেছেন, সেই জগৎ—চৌদ্দভুবনাত্মক 'দেবীধাম'. তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'দুর্গা'। তিনি দশকর্ম্মরূপ দশভুজযুক্তা, বীরপ্রতাপে অবস্থিত বলিয়া সিংহ-বাহিনী, পাপদমনী-রূপ মহিষাসুরমর্দ্দিনী; শোভা ও সিদ্ধিরূপ সন্তানদ্বয়-বিশিষ্টা বলিয়া কার্ত্তিক ও গণেশের জননী; ষড়ৈশ্বর্য্য ও জড়বিদ্যা সঙ্গিনীরূপা লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মধ্য-বর্ত্তিনী; পাপদমনে বহুবিধ বেদোক্ত ধর্ম্মরূপ বিংশতি অস্ত্র-ধারিণী; কাল-শোভাবিশিষ্টা বলিয়া সর্প-শোভিনী; —এইসকল আকার-বিশিষ্টা দুর্গা;

সেই দুর্গা দুর্গ-বিশিষ্টা। 'দুর্গ'-শব্দের অর্থ কারাগৃহ; তটস্থশক্তিপ্রসূত জীবগণ কৃষ্ণবিমুখ হইলে যে প্রাপঞ্চিক কারায় অবরুদ্ধ হন, তাহাই দুর্গার দুর্গ কর্ম্ম-চক্রই তথায় দণ্ড। বহির্ম্মুখ জীবগণের প্রতি এইরূপ শোধন প্রণালী-বিশিষ্ট কার্য্যই গোবিন্দের ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা বা কর্ম্ম; দুর্গা তাহাই নিয়ত সম্পাদন করিতেছেন। সৌভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গে জীবদিগের যখন সেই বহির্ম্মুখতা দূর হয় এবং অন্তর্ম্মুখতা উদিত হয়, তখন আবার গোবিন্দের ইচ্ছাক্রমে দুর্গাই সেই সেই জীবের মুক্তির কারণ হন। সুতরাং অন্তর্ম্মুখ ভাব দেখাইয়া কারাকর্ত্রী দুর্গাকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার নিষ্কপট কৃপা লাভ করিতে চেষ্টা করা উচিত। ধন, ধান্য, পুত্রের আরোগ্যপ্রাপ্তি ইত্যাদি বরগুলিকে দুর্গার কপট-কৃপা বলিয়া জানা উচিত। সেই দুর্গাই দশমহাবিদ্যারূপে প্রাপঞ্চিক জগতে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবের জন্য "জড়ীয় আধ্যাত্মিক-লীলা" বিস্তার করেন। জীব-চিৎকণ স্বরূপ। তাহার কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা দোষ হইলেই তিনি মায়িক জগতে মায়ার আকর্ষণ-শক্তিদ্বারা বিক্ষিপ্ত হন। বিক্ষিপ্ত হইবামাত্র দুর্গা তাহাকে কয়েদীর পোষাকের ন্যায় পঞ্চ-ভূত ও পঞ্চ-তন্মাত্র এবং একাদশ-ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত একটি স্থূলদেহে আবদ্ধ করিয়া কর্ম্মচক্রে নিবদ্ধ করেন। জীব তাহাতে ঘূর্ণায়মান হইয়া সুখ-দুঃখ, স্বর্গ-নরকাদি ভোগ করেন। এতদ্ব্যতীত স্থূলদেহের ভিতর মনো-বুদ্ধি অহঙ্কার রূপ একটি লিঙ্গদেহও দেন। জীব এক স্থূল-দেহ ত্যাগ করিয়া সেই সূক্ষ্মবৎ লিঙ্গদেহে অন্য স্থূলদেহকে আশ্রয় করেন। মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের অবিদ্যা-দুর্ব্বাসনাময় লিঙ্গদেহ দূর হয় না। লিঙ্গদেহ দূর হইলে বিরজায় স্নান করিয়া জীব হরিধামে গমন করেন। এই সমস্ত কার্য্যই দুর্গা গোবিন্দের ইচ্ছাক্রমে করিয়া থাকেন।

"বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ॥"

—এই ভাগবত বচনেই জীবের সহিত দুর্গার সম্বন্ধ বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীদুর্গা চতুর্দ্দশভুবনাত্মক এই জড়-জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ইনি সংসার-দুর্গের রক্ষয়িত্রী। ভগবানের অন্তরঙ্গাশক্তি যোগমায়া ভগবল্লীলার সহায়-কারিণীরূপে বৈকুণ্ঠে বিরাজমানা। সেই যোগমায়ার ছায়া বা অংশই এই মহামায়া ত্রিভুবন-পূজিতা দুর্গা। ইনি শ্রীহরির বহিরঙ্গাশক্তি। ইনি শাস্ত্রে বিষ্ণুমায়া, মহামায়া প্রভৃতি নামে কথিতা। দুর্গা ভগবদ্বিমুখ-জনগণকে মোহিত করিয়া এই দুঃখপরিপূর্ণ-জগতে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত

বলেন "বিষ্ণুমায়া ভগবতী যয়া সম্মোহিতং জগৎ।" যাঁহারা সাধুসঙ্গক্রমে ভগবানের ভজনা করেন, শ্রীদুর্গাদেবী তাঁহাদিগকে এই সংসার হইতে নিষ্কৃতি দেন। নতুবা কামী পূজকগণকে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-রূপ অনিত্য সুখ দিয়া বঞ্চনা করিয়া থাকেন। ইনি নিত্যকাল ভগবদধীনা। ভগবৎ-কৃপা ব্যতীত মায়াকে জয় করা অসম্ভব। তাই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ (গীঃ ৭।১৪)

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—আমারই শক্তি এই দৈবী গুণময়ী মায়া দুরতিক্রমণীয়া; তথাপি যাঁহারা একমাত্র আমাকেই ভজন করেন, তাঁহারা এই দুস্তরা মায়াকে অতিক্রম করিতে পারেন।

শ্রীদুর্গাদেবীর অভ্যুত্থান সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণ ব্রহ্মখণ্ডে সেতু মাহাত্ম্যে ও মার্কণ্ডেয়পুরাণে এইরূপ বর্ণিত আছে "ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বরপ্রাপ্ত হইয়া মহিষাসুর যখন দেবগণকে অত্যন্ত উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিল; তখন দেবগণের সহিত ব্রহ্মা হরিহরের নিকট গমন করিয়া দেবগণের দুর্দ্দশার কথা নিবেদনপূর্ব্বক আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। মহিষাসুরের অত্যাচারের কথা শ্রবণ করিয়া হরিহর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন বিষ্ণু, শিব ও ব্রহ্মার কোপজ্বলিত শ্রীমুখ হইতে মহাতেজ নিষ্ক্রান্ত হইল এবং সকল দেবের দেহ হইতেও তেজ নির্গত হইল। সেই ভিন্ন ভিন্ন তেজ সমস্ত একত্র হইয়া সিংহবাহিনী দশভুজা দুর্গা আবির্ভূতা হইলেন। বিষ্ণুর তেজে দেবীর বাহুযুগল এবং শম্ভুর বদন-নিঃসৃত তেজে দেবীর মুখমণ্ডল হইল। দেবগণ স্ব-স্ব আয়ুধ হইতে শূলাদি তাঁহাকে দান করিলেন। দেবীর অট্টহাস্যে ও ভৈরব নাদে সকল জগৎ চঞ্চল হইল। তখন দেব, গন্ধর্ব্ব মুনি সকলে অসুর হইতে ত্রাণ-নিমিত্ত সেই সিংহবাহিনী দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। দেবী সমস্ত দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়া মহিষাসুরের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অনেক সংগ্রামের পর কোপাবিষ্টা দেবী পাদদ্বারা মহিষাসুরের মস্তক আক্রমণপূর্ব্বক তীক্ষ্ণ শূলাঘাতে তাহার কণ্ঠ বিদারণ করিলেন ও মহা-অসি-প্রহারে তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। তখন দেবতাগণ সানন্দে দেবীকে স্তবের দ্বারা তুষ্ট করিলেন।" এই স্তব পূজা কেবল কামনা-সিদ্ধির জন্য—দেবীর সহায়তা পাইবার জন্য, ইহাতে পারমার্থিক কোন কথা নাই। নিষ্কিঞ্চন ভগবৎ-ভক্তিপরায়ণ সজ্জনগণ এরূপ পূজাদিতে সময়ক্ষেপ করিতে প্রস্তুত না হইয়া ঐকান্তিকভাবে নিরন্তর ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত থাকেন।

স্বারোচিষ মন্বন্তরে চৈত্র-বংশে-সমুদ্ভূত রাজ্যভ্রষ্ট 'সুরথ'-রাজা ও স্বজন-পরিত্যক্ত 'সমাধি'-নামক বৈশ্যের সময় হইতে দুর্গাপূজা পৃথিবীতে প্রচলিত হইয়াছে। রাজা 'সুরথ' দেবীর আরাধনা করিয়া পুনরায় রাজ্য ফিরিয়া পাইলেন। এবং দেবী 'সমাধি'- নামক বৈশ্যকে জ্ঞান লাভ হইবে বলিয়া বর প্রদান করিলেন।

শরৎকালে এই দুর্গাপূজা অকাল পূজা বা বোধন বলিয়া খ্যাত। কারণ দুর্গাপূজা বা বোধনের প্রকৃত সময় চৈত্র মাস, যে-সময় বাসন্তী পূজা হইয়া থাকে। কিন্তু কল্পনাপ্রিয় ব্যক্তিগণ বলেন,—"শরৎ-কাল যুদ্ধজয়ের পক্ষে উপযুক্ত কাল বলিয়া রামচন্দ্র রাবণ-বধার্থ এই অসময়ে দুর্গাদেবীর বোধন করিয়াছিলেন।" এরূপ ইতিহাস শ্রীরামচরিত্রের পরম প্রামাণিক-গ্রন্থ বাল্মীকি-কৃত মূল-রামায়ণে নাই। অপ্রামাণিক ও আধুনিক কল্পিত 'কালিকা'-নামক উপপুরাণে ও শাক্ত কীর্ত্তিবাসের স্বকপোল-কল্পিত রামায়ণে ঐ ইতিহাস বঙ্গদেশেই প্রচলিত।

বঙ্গদেশে রাজসাহী জেলার অন্তর্গত তাহিরপুরের রাজা কংস-নারায়ণ ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথমে এই দুর্গোৎসব বঙ্গদেশে প্রচার করেন। রাজা কংস-নারায়ণ সম্রাট আকবরের সময় বঙ্গদেশের সুবাদার ও দেওয়ান ছিলেন। তাহাতে তিনি বহু অর্থ, সম্পত্তি ও 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হন; পরে রাজকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বারেন্দ্র-সমাজের ব্রাহ্মণদিগের নেতা হইয়া সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হন। এজন্য তিনি বঙ্গদেশে একজন বিশেষ সমাজপতি বলিয়া পরিগণিত হন। একদা তিনি দেশের সমস্ত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে আহ্বান করিয়া একটী মহাযজ্ঞ সম্পাদনের জন্য ব্যবস্থা প্রার্থনা করেন। পণ্ডিতগণ সমবেত হইয়া নানাপ্রকার বিচার করিতে থাকেন। নাটোরের নিকটবর্ত্তী বাসুদেবপুরের ভট্টাচার্য্যগণ বংশানুক্রমে তাহিরপুর রাজাদের পুরোহিত ছিলেন। এই পুরোহিত-গোষ্ঠীর শ্রীরমেশ শাস্ত্রী তৎকালে বাঙ্গালা ও বিহারের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ব্যবস্থা করেন,—"বিশ্বজিৎ, রাজসূয়, অশ্বমেধ ও গোমেধ—এই চারিটী যজ্ঞ 'মহাযজ্ঞ' নামে কথিত। 'বিশ্বজিৎ' ও 'রাজসূয়' যজ্ঞ করিতে সার্ব্বভৌম রাজারাই যথার্থ অধিকারী; 'অশ্বমেধ' ও 'গোমেধ' যজ্ঞ করা কলিতে নিষিদ্ধ। এই যজ্ঞ-চতুষ্টয় ক্ষত্রিয়ের জন্যই প্রসিদ্ধ। উহা ব্রাহ্মণের করা কর্ত্তব্য নহে। পূর্ব্বকালে রাজা 'সুরথ' আদ্যা-শক্তির অর্চ্চনা করিয়া চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং মহারাজার

এই শরৎকালেই দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে স্বর্গাদিফল লাভ করিবেন।” সমাগত পণ্ডিতগণ তাঁহার এই মতে সম্মতি প্রদান করেন। তদনুসারে রাজা কংসনারায়ণ সাড়ে আটলক্ষ টাকা ব্যয়ে সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালা-দেশে অকালে দুর্গোৎসব করিয়াছিলেন। আধুনিক দুর্গোৎসব সেই শ্রীরমেশ শাস্ত্রীর প্রবর্ত্তিত; কোনওরূপ প্রামাণিক শাস্ত্রানুমোদিত নহে।

বিষ্ণু-মায়া

(ভব-চক্র)

বিষ্ণু-মায়া কি প্রকার?—তাহা চণ্ডী, গীতা! পুরাণ এবং বিবিধ শাস্ত্রাদি হইতে জীব-মঙ্গলের নিমিত্ত প্রকাশ করা যাইতেছে। মায়া কি বস্তু এবং তাহার স্বরূপ কি?—এ-বিষয়ে বদ্ধজীব-মাত্রই অনভিজ্ঞ। ‘মায়া’ অর্থে যাহা নিত্য এবং সত্য বস্তু নহে। তাহাকে সত্য বলিয়া যে-জ্ঞান—তাহা অজ্ঞান। এই অজ্ঞান-স্বরূপ অবস্তু ও অবিদ্যা হইতেই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষাদি বাঞ্ছার উৎপত্তি। কাম—তমঃ এবং অন্ধকার, উহাই মায়া; শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই—“আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি কাম।

কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥

ইহজগতে অর্থাৎ এই চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক দেবীধামে কামের প্রতীক মদন ও রতি। মদনের পঞ্চবাণ, তাহার প্রভাবেই ত্রিজগৎ মোহিত। মদন, মাদন, মোহন, স্তম্ভন ও উচাটন, ইহাদের অব্যর্থ শক্তি। এই কামের দ্বারা হতবুদ্ধি হইয়া জগতের জীব-সমূহ দাম বন্ধ বলীবর্দ্দের ন্যায় চক্রাকারে ঘুরিতেছে। শ্রীভগবানের বিস্মরণহেতু জীব এই বিষ্ণুমায়া হইতে জনম-মরণ-মালা গলায় পরিয়া জন্ম-জন্মান্তর ঘুরিয়া অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতেছে। আধ্যাত্মিক, আধি-ভৌতিক, আধিদৈবিক এই ত্রিতাপ জ্বালায় জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরিতেছে।

শ্রীগীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতেছেন,—

‘দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥’

হে অর্জ্জুন! আমার এই সত্ত্ব, রজ, তমোময়ী দৈবী ত্রিগুণময়ী মায়া দেববৃন্দগণেরও মোহকারক, সামান্য বদ্ধ মনুষ্যের ত দূরের কথা। লোক সৃষ্টিকর্ত্তা পিতামহ ব্রহ্মা ও পরমযোগেশ্বর শিব পর্য্যন্তও বিষ্ণুর মোহিনী মায়ায় মোহিত হন; অন্যের কা কথা। যেমন একটী স্ফটীক নির্ম্মল কাচ জবা-পুষ্প সন্নিকর্ষে লালবর্ণ ধারণ করে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কাঁচটি লালবর্ণ নহে; জবাফুলের লাল রং তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া তদাকার হইলেও পৃথক্ সত্তা বর্ত্তমান। সেইরূপ ঐ কাচের নিকট শ্বেত কিম্বা কৃষ্ণবর্ণ নিকটস্থ হইলে ঐ কাচটী তদ্রূপ আকার ধারণ করিবে। মনে করুন লালবর্ণ হইতেছে রজোগুণ, শ্বেতবর্ণ সত্ত্বগুণ, কালবর্ণ তমোগুণ। এই তিনটি গুণই মায়ার-স্বরূপ। জীবাত্মা শুদ্ধ কাচের ন্যায় নির্ম্মল হইলেও মায়ার রাজসিক, সাত্ত্বিক এবং তামসিক-গুণে বদ্ধ হইবার যোগ্য। কেননা জীবাত্মা স্বতন্ত্র; তাহার স্বাধীন ইচ্ছা আছে। সে যদি ঐ স্বাধীনতার অপব্যবহার করে অর্থাৎ স্বতন্ত্র স্বাধীন শ্রীভগবানের সেবা ভুলিয়া মায়ার রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ—এই পঞ্চবিষয় ভোগ করিতে কর্ত্তা সাজিয়া বসে, তখন মায়ার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয় জীবকে এই জড়-জগতে আকর্ষণ করিয়া চৌরাশিলক্ষ-যোনি ভ্রমণ করায়।

তমোগুণ ঘোর, জীবকে তাহার স্বরূপ জানিতে দেয় না। রজোগুণ জীবকে আবদ্ধ করে। সত্ত্বগুণ জীবকে নিত্যধামের পথ প্রদর্শন করিতে সাহায্য করে। জীব শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় এই ত্রিগুণ হইতে মুক্ত হইয়া নির্গুণ ভূমিকায় বৈকুণ্ঠরাজ্যে প্রবেশ করে। তখন সে বুঝিতে পারে, শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধ, শ্রীকৃষ্ণই অভিধেয়, শ্রীকৃষ্ণই প্রয়োজন। শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী কৃপায় জীব-বৃন্দ শ্রীকৃষ্ণে প্রেমভক্তি লাভ করিতে পারে। উহাই জীবাত্মার নিত্য বাসস্থান শ্রীগোলোক বৃন্দাবন। শ্রীরায়রামানন্দ-শিক্ষায় দেখিতে পাই—

"সর্ব্বত্যাগ করি' জীবের কর্ত্তব্য কাঁহা বাস।
শ্রীবৃন্দাবনভূমি—যাঁহা নিত্যলীলা রাস॥"

অঘটন-ঘটন-পটীয়সী ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী মায়ার জীব-বিমোহিনী শক্তি অলৌকিকী। ইহা কদাচ জীব-বুদ্ধির গোচর হয় না। এ-বিষয়ে একটী আখ্যায়িকা আছে,—

এক ব্রাহ্মণ বিশেষ দরিদ্র; তাঁহার একটী মাত্র পুত্র, তাঁহার নাম জ্যোতির্ভূষণ ভট্টাচার্য্য। পিতা, মাতা অতীব কষ্টে এই দরিদ্রের মধ্যেও

তাঁহাদের পুত্রকে অতি স্নেহে লালন-পালন করিয়া তাহাকে ক্রমশঃ বড় করিয়া তুলিলেন। কোনদিন অনাহার, কোনদিন অর্দ্ধাহার করিয়া পুত্রকে বিদ্যালয়ের শিক্ষা দিলেন। পুত্রটী মেধাবী থাকায় অতি অল্পকালের মধ্যেই গ্রাজুয়েট হইয়া (বি, সি, এস্) ডেপুটী-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। পুত্রটী হাকিম হওয়ায় পিতা-মাতার আর আনন্দের সীমা নাই। ক্রমে পুত্রের যৌবন-দশায় একটী ধনীর কন্যার সহিত তাহাকে বিবাহ দিলেন। বধূটী শ্বশ্রূআলয়ে আসিয়া প্রথম প্রথম ভাল ব্যবহারই করিতেন; কিন্তু কালক্রমে কলিদোষে তাহার মতি পরিবর্ত্তিত হইল। পরের ঘরের মেয়ে, তাই এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় তিনি শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা-শুশ্রূষা করে না। অত্যন্ত দাম্ভিক হইয়া পড়িলেন। কালক্রমে তাহার দুই-একটী পুত্র-কন্যা জন্মিলে যাহা কিছু করিতেন, তাহাও বন্ধ হইয়া গেল। পুত্রটী অত্যন্ত স্ত্রৈণ থাকায় পিতার প্রতি বধূর এই নির্ম্মম ব্যবহার দেখিয়াও দেখিতেন না। ক্রমে ব্রাহ্মণের গৃহিণী দেখিলেন,—বধূর সঙ্গে যোগ না দিলে আরও বিপদ হইবে, সুতরাং তিনি বধূর সহিত যোগ দিয়া স্বামীকে আর আদর-যত্ন করেন না। ব্রাহ্মণ অতিকষ্টে আর্ত্তনাদ করিয়া বলেন,—হায় ভগবান্! আমি যে পুত্রকে লালন-পালন করিয়া বড় করিলাম, তাহার এইরূপ নির্ম্মম ব্যবহার আর সহ্য হয় না। তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, আর কি করিবেন, এইরূপ মনের দুঃখেই কালযাপন করিতে লাগিলেন; ক্রমে তাহার পুত্রটী বধূর কু-পরামর্শে পিতাকে বাহিরের একটি ভাঙ্গা ঘরে বাস করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিল। তাহার গৃহিণী কোনদিন অর্দ্ধদগ্ধ অন্ন অতি ঘৃণার সহিত দিয়া যাইতেন। কোনদিন বা বৃদ্ধের উপবাসও যাইত।

এমতাবস্থায় বৃদ্ধের পুরাতন বন্ধু হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার ভগ্নগৃহে সাক্ষাৎ করিতে আসিলে বৃদ্ধ তাঁহার দুঃখের কথা বর্ণন করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বন্ধু এই সব বৃত্তান্ত শুনিয়া অতি দুঃখিত হইলেন। তাঁহার পকেট হইতে ১০ দশটী স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া বৃদ্ধের হাতে দিলেন এবং যাইবার সময় বন্ধুকে এক পরামর্শ দিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন, তাহার পরামর্শ-মত কার্য্য করিতে পারিলে তাঁহার আর কোন দুঃখ হইবে না। পরদিন বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণ বন্ধুর পরামর্শমত ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া একটী শিলা-খণ্ডের উপর ঐ স্বর্ণ-মোহরগুলি টংটং শব্দে বাজাইতে লাগিলেন। বাটীর চতুরা ঝিটি ঘাটে বাসন মাজিতে যাইতেছিল। গমন-সময়ে ঐ মোহরের শব্দ শুনিয়া কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া জানালার ফাঁক দিয়া দেখিতে পাইল,—

বাবুর পিতা অগণিত স্বর্ণ-মোহর বাজাইয়া ঝুলিতে রাখিতেছেন। ঝিটি তৎক্ষণাৎ অন্দরের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাঁহার বধূমাতাকে এই গোপনীয় সংবাদ প্রদান করিল। পুত্রবধূ স্বচক্ষে দেখিয়া এই ঘটনা বিশ্বাস করিল। সে তাহার স্বামীকে চুপি চুপি যাইয়া বলিল, ওগো শুনেছ! একটি গুপ্ত-সংবাদ, শ্বশুর মহাশয়ের অনেক গুপ্ত মোহর আছে। খুব সম্ভব তিনি একটি কলসীতে করিয়া ঐগুলি মাটির নীচে পুঁতিয়া রাখিয়াছেন। ঐ অর্থ কাহাকে দিয়া যান, তাহার ঠিক নাই। এখন হইতে তাঁহাকে আর অযত্ন করিলে চলিবে না। বাবুও পরীক্ষা করিয়া সত্যতা উপলব্ধি করিলেন। স্বর্ণ-মোহরের মধুর ঝঙ্কারে সকলেরই চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

সেই হইতে ডেপুটী বাবুও তাহার স্ত্রীর ইচ্ছায় বৃদ্ধের আহারাদির বিশেষ যত্ন হইতে লাগিল। বৃদ্ধের সহধর্ম্মিণীও এখন হইতে বৃদ্ধের সম্মুখে আসিয়া হা-হুতাশ করিতে লাগিলেন; বলিতে লাগিলেন, আমি ছেলেপেলে লইয়া ব্যস্ত থাকায় এতদিন তোমার কোন সেবা করিতে পারি নাই। এই বলিয়া পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন। এখন হইতে বৃদ্ধের আর কোন কষ্ট নাই। সময়মত দাদখানি চালের সু-সিদ্ধ অন্ন। চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয়—সবই পাইতে লাগিলেন। দুই বেলা ভাল ভাল খাবার। বৃদ্ধের এখন আর কোনই অভাব নাই'।

অন্য আর এক দিবস তাঁহার সেই পুরাতন বন্ধুটি দেখা করিতে আসিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন,—কি হে বন্ধু! এখন তোমার কিরূপ অবস্থা? তখন বৃদ্ধ অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া সহাস্যে বলিয়া উঠিলেন, 'বন্ধু তুমি কি আশ্চর্য্য পরামর্শ দিয়াছ! এখন আমার আর কোনই কষ্ট নাই।' ইহা বলিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। বন্ধুটি শুনিয়া সন্তোষ-লাভ করিয়া মোহরসমেত তাঁহার বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

কয়েকবৎসর পরে বৃদ্ধের মৃত্যু হইল। তখন বৃদ্ধের পুত্রটি কোদাল দিয়া বৃদ্ধের ঘরটি তন্ন তন্ন করিয়া মাটী খুঁড়িয়া ফেলিলেন। কিন্তু মোহরের কোনও চিহ্ন না দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং ইহার কারণ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। একেই বলে--"মায়ার খেলা।" এই বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়াই জীব ভব-সাগরে নিমগ্ন হয়।

যথার্থ বিজ্ঞান

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩৫ পৃষ্ঠার পর)

এথিল আসিটো আসিটেট্ (Ethyl Aceto Acetate) যেমন এথিল আসিটো আসিটেট্ (Ethyl Aceto Acetate) হইতে ভিন্ন সেই রূপ জলও জল হইতে ভিন্ন। Ethyl Aceto Acetate-এর পরমাণুগুলি এক। অণুর ভিতর পরমাণুর স্থানও এক অথচ একই বস্তু এক একসময় একরকম আচরণ করে ও আর এক সময়ে আর একরকম আচরণ করে। প্রত্যেক টক ফলের মধ্যে Acid থাকিলেও, Acid-এরও তারতম্য বর্ত্তমান। যেমন পাতিলেবুতে সাইট্রিক অ্যাসিড (Citric Acid) আছে, অথচ তেঁতুলের মধ্যে টার্টারিক অ্যাসিড (Tartaric Acid) বর্ত্তমান। গঙ্গার জলের সহিত অন্য জলের পার্থক্য চিদ্বিজ্ঞানীরা সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। সর্ব্বরোগ ও সর্ব্বপাপনাশকারী ভগবান্ বিষ্ণুর পাদধৌত সলিল বলিয়া গঙ্গাতে রোগের বীজাণুর সৃষ্টি হয় না, আর সামান্য জল জড়বস্তু বলিয়া তাহাতে রোগের বীজাণু সৃষ্টি সম্ভবপর হয়।

একটি অণুর (molecule) গঠন (structure) বিশ্লেষণ করিলে আমরা একটি ধন তড়িৎ বা positive (+) এবং আটটি ঋণ তড়িৎ বা negetive (-) দেখিতে পাই। উক্ত তড়িৎকণগুলি একটি অণুর মধ্যে প্রকৃতি ও পুরুষের ন্যায় বসবাস করে, একটি সজাতীয় তড়িৎ পরস্পর পরস্পরকে বিকর্ষণ ও একটি বিজাতীয় তড়িৎ পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে, বিজাতীয় তড়িৎ উভয়ের আকর্ষণে মিলিত হইয়া অণুতে পরিণত হয়, যাহাতে কিছুটা আকর্ষণ থাকিয়া যায়। কিন্তু প্রত্যেক সমজাতীয় তড়িৎ-কণ যখন অণু হইতে পৃথক হইয়া অবস্থান করে, তখন তাহাদের প্রত্যেকে একটি অণুর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অপেক্ষা বহুগুণ শক্তি লাভ করিয়া থাকে, এই Theory-র উপর ভিত্তি করিয়া X-rays, Cathode rays এবং অত্যন্ত তেজস্ক্রিয় পদার্থ Radium প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পারমার্থিক জগতেও দেখা যায়, পুরুষ যখন মায়া অর্থাৎ প্রকৃতির বন্ধনে যুক্ত না হইয়া মুক্ত অবস্থায় ভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন তখন তাঁহার ক্ষমতা অফুরন্ত হয়। এই প্রসঙ্গে গীতায় (৩।২৭) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥

অবিদ্যাদ্বারা জড়া প্রকৃতিতে আবদ্ধ হইয়া জীব প্রাকৃত-অহঙ্কার-বিমূঢ় স্বরূপে প্রকৃতির গুণ ও ঈশ্বরের অধ্যক্ষতা দ্বারা ক্রিয়মান সমস্ত কার্য্যই আমিই করি, এই জ্ঞানে আমি কর্ত্তা, এইরূপ মনে করেন, অতএব প্রকৃতির সহিত যুক্ত হইয়া জীব 'আমি কর্ত্তা' অভিমান করিয়া আত্মবুদ্ধি নাশ করেন, প্রাকৃত বিজ্ঞানীদের অবস্থাও তদ্রূপ।

একখণ্ড প্রস্তরের উপর আর একখণ্ড প্রস্তর আঘাত করিলে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বাহির হইয়া মিলাইয়া যাইতে থাকে এবং এরূপ করিতে করিতে সমস্ত পাথর নিঃশেষ হইয়া যায়। কারণ প্রস্তরের প্রত্যেক অণুর ভিন্ন জাতীয় তড়িৎকণ সুপ্তাবস্থা হইতে বিভক্ত হইয়া পুনরায় শূন্যে গিয়া নিজ নিজ স্বভাবদ্বারা বিযুক্ত হইয়া অণুর রূপ ধারণ করিয়া শূন্যে ভাসিতে থাকে। পুনরায় অণুগুলিকে সংযুক্ত করিলে পুরো প্রস্তরটি পাওয়া যায়। সুতরাং প্রাকৃত অর্থাৎ সীমাবদ্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে সহজেই জড় বিজ্ঞানের সব কিছুই জানা যায়। কিন্তু ভগবান অধোক্ষজ বস্তু অর্থাৎ প্রাকৃত জ্ঞানের উর্দ্ধের বস্তু। ভগবানের সংজ্ঞায় বলা হইয়াছে, "Godhead is He who has reserved the absolute right not being to be exposed of present human senses." অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় ব্যতীত পরমতত্ত্ব ভগবানকে কখনই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করা যায় না।

অণু-পরমাণুর গঠনের মধ্যে বৈচিত্র্য বিদ্যমান। রসায়নবিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, ফুলের পাপড়ির মধ্যে anthocyanins নামক chemical বা জৈব পদার্থ থাকায় ফুলের বিভিন্ন রং দেখা যায় এবং অন্যান্য পদার্থের aromas বা রংগুলি terpenes এবং terpenoid নামক জৈব compound বা মিশ্রণে গঠিত হইয়াছে। Camphor বা কর্পূর একটি মিশ্র terpenoid এবং অণুর গঠন অনুযায়ী ইহার গন্ধ লেবুর মত। ইহার অণু-গুলিকে limonene বলা হয়, যাহা একটি simple terpen, অনুরূপভাবে উচ্ছে (carrots) এবং টোমাটোর (tomatoes) অণুগুলিকে carote-noids বলা হয়, যাহা higher terpen, বিভিন্ন ফল ও ফুলের রংয়ের অণুগুলির গঠনে বৈচিত্র্য দেখা যাইতেছে। আমরা দেখিতে পাই, একটি হাই-ড্রোজেন (H_2) অণুর মধ্যে দুইটি পরমাণু বর্ত্তমান, অথচ আমাদের দেহের নিত্য প্রয়োজনীয় proteins এবং nucleic acids (DNA ও RNA) এর অণুগুলি বহু পরিমাণ পরমাণু বা Atom দ্বারা গঠিত। একই কার্বণ

(carbon) হইতে charcoal, graphite diamonds প্রভৃতি পাওয়া যায়। গুণাগুণের দিক দিয়া উৎপন্ন পদার্থগুলির মধ্যে বিরাট পার্থক্য লক্ষিত হয়। যেমন Graphite কালো ও নরম অথচ diamond অত্যধিক শক্ত ও উজ্জ্বল, অণুর ভিতর পরমাণুর স্থান হিসেবে একই টার্টারিক এসিড (tartaric acid) চারি প্রকার হয়। এই চারি প্রকার প্রায় একই পরমাণু দ্বারা গঠিত, কোনও বিশেষ পার্থক্য নাই। কেবল চারি প্রকারে অণুর ভিতরে পরমাণুর স্থান ভিন্ন ভিন্ন—এই প্রভেদ। Chemists অর্থাৎ রসায়নবিদেরা এই অদ্ভুত কারুকার্য্য দেখিয়া চমৎকৃত হন। ইহার কারণ তাহারা খুঁজিয়া পান না। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই তাহার শিল্পীসুলভ মনের দ্বারা বিশ্ব-রসায়নাগারে প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে অণু-পরমাণুগুলিকে সুন্দরভাবে সাজিয়েছেন।

জড়বিজ্ঞানীরা প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত অন্য কিছুই স্বীকার করিতে চাহেন না, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। জড়বিজ্ঞানীরা Higher Algebra-র সূত্রটি, "Square root of minus one is equal to i where i is imaginary number অর্থাৎ কাল্পনিক সংখ্যা i বিয়োগ চিহ্নযুক্ত একের বর্গমূলের সমান" স্বীকার করেন কি করিয়া? কারণ এই সূত্রের প্রত্যক্ষ প্রমাণ তাঁহারা বাহির করিতে সক্ষম হন নাই, অথচ এই সূত্রের সাহায্যে Higher Science-এর গুরুত্বপূর্ণ Theory-গুলির সমাধান করা হইয়াছে। Statistical Mechanics এর অনেক ক্ষেত্রেও বৈজ্ঞানিকেরা তাহাদের Theory যুক্তির দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম হন নাই।

'হাইসেনবার্গের অনিশ্চিত তত্ত্ব (Hisenberger's Uncertainty Principle) পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা পৃথিবীর কোন বিজ্ঞানী এখনও পর্য্যন্ত প্রমাণ করিতে পারেন নাই, অথচ তথ্যটিকে সবাই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তত্ত্বটি হইল, যে কোন বস্তুর অবস্থান (position) ও গতিবেগ (momention) একই সঙ্গে নির্দ্ধারণ করা যায় না। গণিতের ভাষায় বলা হয় — "The product of the uncertainties in tne measured values of the position and momentum can not be smaller than planck's constant ; তেমনি বিখ্যাত বিজ্ঞানী Planck এর Thermodynamics এর তৃতীয় সূত্র অর্থাৎ "The entropy of a perfect crystal at absolute zero degrees is equal to zero" এখনও পর্য্যন্ত গবেষণাগারে

বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করিতে পারেন নাই। অতএব জড়বিজ্ঞানীরা ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ-প্রমাণের দোঁহাই দিয়া বাস্তব সত্যকে গোপন করিয়া জগতের ধ্বংস সাধনই করিতেছেন।

আবিষ্কৃত পদার্থগুলির কোনটি কি তাহাও বিজ্ঞানীরা সঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম হন নাই, যখন তাহাদের যে সুবিধা, তখন তাহারা তাহাই বলিয়া থাকেন, এ সম্বন্ধে বিখ্যাত বিজ্ঞানী Jeans তাহার 'Jeans Mysterious Universe' গ্রন্থে বলিয়াছেন,— "We can think of light as particles or as waves according to convenience. In the case of single electron the wave motion must not be taken to exist. অর্থাৎ আমাদের সুবিধা মতো আলোককে কখনও পদার্থ কখনও তরঙ্গ বলিয়া থাকি। একটি ইলেক্ট্রোণের বিষয়ে তরঙ্গের গতি কেবল কল্পিত মাত্র, সত্য নহে।" বিজ্ঞানী Diracও বলিয়াছেন,— Sameexperiment yield different results অর্থাৎ বিজ্ঞানীদের একই পরীক্ষায় বিভিন্ন ফল দেখা যায়।" জড়বিজ্ঞান পদার্থ (Matter), শক্তি (Force), মাধ্যাকর্ষণ (Gravitation), ইথার তরঙ্গ (Waves in ether) ও তেজ (Energy) —এই পাঁচটি বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞানীদের অনেকে Force ও Gravitation স্বীকার করেন না, উহাদের অস্বীকারে স্থিতি বিজ্ঞান, (Statics), গতি বিজ্ঞান (Dynamics), জলবিজ্ঞান (Hydrostatics) প্রভৃতি মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয়। বিজ্ঞানীদের অনেকে etherকে পদার্থের সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়া ভারবান বলেন, আবার অনেকে ether-এর ভার স্বীকার করেন না, সমকরা বিজ্ঞানীদ্বয় Heisenberg ও Dirac ইথারের তরঙ্গই স্বীকার করেন না। Physics বা পদার্থ বিদ্যার মতে, Matter বা পদার্থ নাই, উহা ইথারের তরঙ্গ মাত্র। অনেকের মতে পদার্থ নাই, তেজ হইতেই পদার্থ হইয়াছে, পদার্থ নাই, পদার্থ তড়িৎশক্তি। এই তড়িৎশক্তি কখনও ইথারের তরঙ্গ, কখনও পদার্থ; অতএব যেখানে একই Theoryতে বিজ্ঞানীদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হয়, সেখানে চরম সত্যকে তাহারা কিরূপে আবিষ্কার করিবেন?

Edward ও Steptoe নামক দুইজন বিজ্ঞানী Londonএর গবেষণাগারে প্রথম test tube baby বা নলজাতক সৃষ্টি করিয়াছেন। তাই বর্তমান যুগের মানুষেরা ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া বিজ্ঞানীদের ভগবানের

আখ্যায় আখ্যায়িত করেন। তাহারা কি নলজাতক সৃষ্টির মূল কারণটি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? যে শুক্রাণু বা Sperm ও ডিম্বাণু বা Ovam, test tube এর মধ্যে সংযোগ করা হইয়াছিল তাহা বিজ্ঞানীরা কোথা হইতে পাইয়াছিলেন? বিজ্ঞানীরা নিশ্চয়ই শুক্রাণু ও ডিম্বাণু তৈয়ারী করিয়া উপরোক্ত কার্যটি সম্পাদন করেন নাই; ইহার উত্তর দিতে তাহারা অক্ষম। মাতৃজঠর এক একটি test tube সদৃশ। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মাতৃজঠরে প্রত্যেক দিন কোটি কোটি নলজাতকের সৃষ্টি করিতেছেন।

বিজ্ঞানীরা বলেন, "জড়" হইতে জীবনের উৎপত্তি। যেহেতু নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ভারতীয় বৈজ্ঞানিক (ডঃ হরগোবিন্দ খোরানা) জড় পদার্থ প্রোটোপ্লাজমের বিল্ডিং ব্লক অ্যামিনো অ্যাসিড (Amino Acid) হইতে জীবন সৃষ্টি করিয়াছেন। এখানে প্রশ্ন—"জড় হইতে জীবন সৃষ্টীর Theory যদি বিজ্ঞানীরা পাইয়া থাকেন, তবে তাহারা জীব সৃষ্টী করিতে পারিতেছেন না কেন? অন্ততঃ তাহারা একটি ডিম বা একটি ফুল সৃষ্টি করিতে ত পারেন?" একটি মৃত পুরুষের সহিত একটি মৃতা স্ত্রীলোকের মিলনে কি কখনও সন্তান উৎপাদন হয়? একটি জীবন্ত বৃক্ষে ফল হয়, অথচ মৃত বৃক্ষেতে ফল হইতে দেখা যায় কি? এই প্রশ্নের উত্তরও বিজ্ঞানীরা কোন দিন দিতে পারিতেছেন না। জীব ও জড়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য বর্ত্তমান, জীবন্ত প্রাণী, বৃক্ষ লতা প্রভৃতির মধ্যে আত্মা বিদ্যমান, কিন্তু জড়ের মধ্যে তাহার অস্তিত্ব নাই; অন্ধকার হইতে আলোকের উৎপত্তি কখনও হয় না, বরং আলোক হইতেই আলোকের প্রকাশ হয়, সেইরূপ পরম চেতন পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ হইতে চেতন অর্থাৎ জীবন আসিয়াছে, জড় হইতে কভু হওয়া সম্ভব নহে। সেইজন্য কঠোপনিষদে (২।২।১৩) উল্লেখ রয়েছে,—

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥

যিনি নিত্য বা বস্তুসমূহের ও পরম নিত্য বা সত্য বস্তু, যিনি চেতনসমূহের মুখ্যচেতন, যিনি এক হইয়াও সকলের কামনা পূরণ করেন, যে-সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই আত্মস্থ-ভগবানকে পরিদর্শন করেন; তাঁহারাই শান্তি লাভ করেন, অপরে তাহা লাভ করিতে পারে না।

জড়বিজ্ঞানীদের মতবাদগুলি ক্রমান্বয়েই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। উদাহরণস্বরূপ, ১৮০৮ সালে Jn. Dalton তাহার Atomic Theory-তে বলিয়াছিলেন, " Atom is the smallest part of a particle অর্থাৎ পরমাণুই হইতেছে কোন পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ এবং তাহাকে আর ভাগ করা যায় না। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথমের দিকে এই মতবাদ ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইল। পরমাণুকেও Proton (প্রোটোন), Electron (ইলেকট্রোন), Neutrone (নিউট্রন) প্রভৃতিতে বিভক্ত করা সম্ভব। আবার পরমাণু Alpha (α) এবং Beta (β) Particles-এ বিচ্ছুরিত হইয়া নতুন পরমাণুর সৃষ্টি হয়, যাহার ভিত্তিতে Atom bomb অপেক্ষাও শক্তিশালী Neuclear bomb আবিষ্কৃত হইয়াছে। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে Newton এর mechanics বিজ্ঞানীদের ভীষণভাবে প্রভাবিত করে, কারণ সেই তথ্য স্থূল জড়পদার্থে সরাসরিভাবে প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে Fundamental Particles আবিষ্কার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিউটনের mechanics-এর সূত্র particlesগুলির বর্ণনা করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। তারই ফলে Quantum Mechanics এর সাহায্যে Particles গুলির কার্য্যকলাপের ব্যাখ্যা দেওয়া হইল। বিজ্ঞানী Cau-y-এর 'The law of causation' এর Theory কে Quantum theory দ্বারা সংশোধন করা হইয়াছে, আবার Quantum theory সঠিক নয় বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন 'Heisenberg's Principle of Indeterminacy সূত্র। নিউটনের Laws of Gravitation সূত্রেরও ভুল ধরিয়াছেন। Reimann's Geometry, Einstein equation on heat কেও সংশোধন করেন বিজ্ঞানী লাপলাস (Laplace)। নিউটনের একটি গণনার ভুল তৎকালীন বিজ্ঞানীরা ধরিতে পারেন নাই। কিন্তু বিজ্ঞানী বেরনুলি (Bernoulli) গণনার ভুল ধরিবার সঙ্গে সঙ্গেই Newton তাহা সংশোধন করিয়া নেন। Laplace তাহার Mecanique celeste গ্রন্থে যে ভুল করেন তাহা পরে সংশোধন করেন Causy ও Gauss নামক গণিত-বিদ্‌দ্বয়। অতএব অতীতের ও বর্ত্তমানের Theory গুলি যেভাবে পরিবর্ত্তিত হইতেছে তাহা হইতে আমরা সহজে অনুমান করিতে পারি ভবিষ্যতেও বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত-গুলি সেইভাবে পরিবর্ত্তিত হইবে।

১৯৭০ সালের ১১ই এপ্রিল Nil Armstong ও তাহার অপর দুইজন সঙ্গী Apollo 13 Space craftএ চড়িয়া পৃথিবী হইতে চন্দ্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছিললেন, যাত্রার প্রাক্কালে তাহারা তাহাদের নিরাপদে ফিরিয়া আসিবার জন্য পৃথিবীর মানুষদেরকে ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করিতে বলিয়াছিলেন। প্রশ্ন,—এখানে তাহারা কি জড়বিজ্ঞানী নামধারী ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে বলিয়াছেন? নিশ্চয়ই নয়। কারণ যাত্রার প্রাক্কালে সেখানে অনেক বিজ্ঞানীও উপস্থিত ছিলেন এবং মহাকাশচারীরা তাহাদিগকেও পূর্ব্বোক্ত কথা বলিয়াছিলেন। সুতরাং মহাকাশচারীরা সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্ববিপদ-হারী ভগবানের নিকটই প্রার্থনা করিতে বলিয়াছিলেন। জড় বিজ্ঞানীরা মুখে ভগবান্ তথা চিদ্বিজ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চান না, কিন্তু বিপদের সময় স্বীকার করিতে বাধ্য থাকেন বা বাধ্য হন। বিজ্ঞানীদের মধ্য অনেকে আবার ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও তাঁহার কার্য্যক্ষমতা মানিতে চাহেন না। উদাহরণস্বরূপে, বিজ্ঞানী E. E. Synder তাহার History of the physical Sciences' প্রবন্ধে বলিয়াছেন, The burden for man's progress then, was on man, not God. God created the universe so that it obeyed certain natural laws. These laws was discovered by men (Scientists), therefore God was not Particularly necessary except in a personal sense অর্থাৎ মানুষের উন্নতির মূল মানুষ, ভগবান নহে। প্রাকৃতিক আইন অনুসারে ভগবান এই পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু এই natural laws বিজ্ঞানীরাই আবিষ্কার করিয়াছেন। সুতরাং শুধুমাত্র ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে ভগবানের কোন প্রয়োজনীয়তাই নাই।"

এখন নিম্নে দুই একজন নামকরা বিজ্ঞানীর মতবাদ তুলিয়া ধরা হইতেছে, যাহারা বিজ্ঞানকে ভ্রান্ত বলিয়াছেন। জীবনবিজ্ঞানী Haldane তাহার Haldane's Possible World গ্রন্থে Biology অর্থাৎ জীবন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে লিখিয়াছেন— "I have no doubt that Biological theory is riddled with falsehood অর্থাৎ জীবন-বিজ্ঞান যে মিথ্যা তাহাতে কোন সন্দেহই নাই; বিজ্ঞানী Jeans তাহার Jean's Mysterious Universe গ্রন্থে বলিয়াছেন,— Every conclusion is quite frakly speculative and uncertain. We are not in contact with ultimate

reality অর্থাৎ বিজ্ঞানের প্রত্যেক কথা আন্দাজমাত্র ও অনিশ্চিত। আমরা সত্যের সন্ধান পাই নাই।" বিখ্যাত বিজ্ঞানী Eddington তাহার Eddington's physical world গ্রন্থে Mathematics সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, —"Proof is an idol before whom the pure mathematician tortures himself. Mathematical logic has undergone revolution as profound as the revolutions of physical theory". আরও অনেক নামকরা বিজ্ঞানী জড়বিজ্ঞানকে ভ্রান্ত বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, সেগুলি আর এখানে তুলিয়া ধরা হইল না। (ক্রমশঃ)

—শ্রীবলভদ্রদাস ব্রহ্মচারী, বি,এস্-সি

শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-তিথি]

১২ই পৌষ, ১৩৯০, (২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৮৪,) বুধবার কৃষ্ণা নবমী তিথি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকগণের কাছে সমাগতা হইয়াছেন। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও সমিতির সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রী শ্রীমদ্ **ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের** আবির্ভাব-তিথিতে তাঁহার সতীর্থ গুরুভ্রাতা ও গুরুভগ্নীগণ সমিতির শ্রীমঠসমূহে ও বিভিন্ন বাসভবনে শ্রীশ্রীগুরুপূজার অনুষ্ঠান করিয়া মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিতগণকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের সুযোগদান করিয়াছেন। তদুপলক্ষ্যে শ্রীমঠমন্দির হইতে সুদূর প্রান্তেও অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য সমিতির ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী-বৃন্দকে আহ্বান করিয়া ভক্তবৃন্দ শ্রীল আচার্য্যদেবের জীবন-চরিত শ্রবণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রীতির জন্য শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট **শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ,** জগদ্গুরু **শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ** প্রভৃতির শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি, গুরুবর্গের গুণগান ও শ্রীবিগ্রহগণের বিশেষ ভোগরাগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সমবেত ভক্তগণকেও মহাপ্রসাদ দ্বারা আদর-আপ্যায়ণ করিয়াছেন। ঐ দিন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ নবদ্বীপ হইতে যাত্রা করিয়া কলিকাতাস্থ শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠের শুভানুষ্ঠানে উপস্থিত হন।

বহরমপুর নিবাসী শ্রীমতী পূর্ণিমা দেবী কুমারী অপর্ণা প্রভৃতি গৃহস্থ ভক্তগণও শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হন। তাঁহাদের আগমনে আমাদের উৎসব আনন্দে উদ্ভাসিত হয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্য মহারাজ আমাদের সকলকে লইয়া কীর্ত্তনে বসেন। মঙ্গলাচরণরূপ বন্দনাদি করিয়া মহারাজজী গুর্ব্বষ্টকম্ কীর্ত্তন করেন। তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে গুরুপরম্পরা, বৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব প্রভৃতি ভজন-গীতি কীর্ত্তন হয়। আস্তে আস্তে আমাদের মঠ ভক্তবৃন্দে ভরপূর হইয়া উঠে। মহারাজজী শ্রীগুরুপূজা, পুষ্পাঞ্জলি প্রভৃতি সার্থকতা ব্যাখ্যা করিয়া নাতিদীর্ঘ একটা বক্তৃতা প্রদান করেন। পরে শ্রীল গুরুমহারাজের ভজন-কুটীরে সুসজ্জিত শ্রীথালেথো পুষ্পাঞ্জলি, শ্রীহস্তে চন্দনতুলসী ও গলদেশে মাল্য প্রদান করিয়া আরতি করেন। পূজ্যপাদ নরহরি প্রভু, রামপদ প্রভু, ধনঞ্জয়প্রভুর পরে আমাদের পুষ্পাঞ্জলির ক্রম নির্দ্দেশিত হয়। সন্ধ্যায় শ্রীভাগবত ব্রহ্মচারী, শ্রীঅধিযজ্ঞ ব্রহ্মচারী ও আমরা অনেকে মহানন্দে গুরুতত্ত্ব শ্রবণ-কীর্ত্তন করি। সেদিন শ্রীলগুরুমহারাজকে তাঁহার প্রচার পার্টি সহ ২৪ পরগণার গদামথুরা ৫ম খণ্ডের অন্তর্গত রামনগর আবাদ-নিবাসিনী শ্রীযুক্তা নারায়ণী দেবী আহ্বান করেন। ঐ অঞ্চলের ভক্তগণের ইচ্ছায় পূজনীয়া নারায়ণী দেবীর বাসভবনে শ্রীশ্রীগুরু-পূজার অনুষ্ঠান হয়। ত্রিদণ্ডিপাদ কমলাপতি ব্রহ্মচারী প্রভুর উপর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। তাঁহার দেখাশুনা ও গৃহস্থের উদারতায় উক্ত শ্রীব্যাসপূজানুষ্ঠান সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া উঠে।

পরম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে উপস্থিত থাকিয়া তথায় উৎসবের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করেন। চিত্তরঞ্জন নিবাসী শ্রীপাদ জগদীশচন্দ্র দাসাধিকারী (জগন্নাথ বাঁ) তাঁহার বাসভবনে শ্রীরঘুনন্দন ব্রহ্মচারী প্রভুকে শ্রীগুরুপূজার জন্য আহ্বান করিয়া স্থানীয় ভক্তগণের সহযোগিতায় অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ করিয়াছেন। বনগাঁ নিবাসী ভক্তগণ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ ও শ্রীপাদ হরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী প্রভুকে লইয়া অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ করেন। সেদিন সকালবেলা আসানসোল হইতে পরলোকগত ষষ্ঠীনারায়ণ গড়াই বাবুর বাড়ীতে শ্রীগুরুপূজার অনুষ্ঠান করিয়া গড়াই মহাশয়ের কন্যা কুমারী মীতা টেলিফোনে অনুষ্ঠানের বার্ত্তা কলিকাতা মঠে জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীল গুরুমহারাজের আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীগুরুপূজার প্রথম অনুষ্ঠানকারী শিলিগুড়ি-নিবাসী শ্রীপাদ অচ্যুতানন্দদাস অধিকারী ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী রেণুকাবালা দেবীর কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাদের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

—শ্রীসদাশিবদাস ব্রহ্মচারী

সাম্প্রতঃ শ্রাদ্ধ প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালক সমিতির সদস্য শ্রীনারায়ণ চন্দ্র দাসাধিকারী প্রভুর মাতৃঠাকুরাণী পূজনীয়া ক্ষান্তমণী দেবী গত ৯ই অগ্রহায়ণ ১৩৯০, ২৬শে নভেম্বর ১৯৮৩ শনিবার বৈকাল ৩ ঘটিকার সময় বেগমপুরস্থ বাসভবনে সজ্ঞানে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী জগৎগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় করিয়া সারাজীবন শ্রীভগবৎ ভজন-সাধন করিয়াছেন। তাঁহাদের চারিপুত্র শ্রীনারায়ণ চন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীগোপাল চন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীরাধারমণ দাস, শ্রীনিমাই প্রভৃতি বাড়ীর পরিবারবর্গ মায়ের প্রচুর সেবা-যত্ন করিয়াছেন। তাঁহার আত্মপ্রীতির জন্য শ্রাদ্ধদিবসে সমিতির আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, শ্রীমুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, *শ্রীহরিসাধন ব্রহ্মচারী প্রভৃতি গুরু-বৈষ্ণবগণের উপস্থিতিতে* ও সহ-যোগীতায় শ্রীবৈষ্ণব-হোম, শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারীজীউর বিশেষ ভোগরাগ হয়। পশ্চাৎ ঠাকুরের নির্ম্মাল্য বিচিত্র মহাপ্রসাদান্ন দ্বারা শ্রাদ্ধপাত্র নিবেদন করেন।

বিহার প্রদেশের দুমকা জেলার অন্তর্গত জারমুণ্ডি গ্রামনিবাসী ভূধর গণ মহাশয় পরলোক গমন করিলে পিতার অভিলাষ ও ভক্তিমান ভক্তিমতী পুত্রকন্যাদের সুরুচিবোধে বৈষ্ণবমতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের সঙ্কল্প করিয়া সুন্দর-বনাঞ্চলে সনাতনধর্ম্ম প্রচারকার্য্যে রত পরমপূজনীয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজকে পার্ষদসহ সাদর আহ্বান করেন। তিনি সুন্দরবন হইতে ২৯শে ডিসেম্বর বুধবার কলিকাতায় শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠে পৌঁছিয়া পরদিন শ্রীকানাইলাল ব্রহ্মচারী, শ্রীসদাশিবদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগোপীকান্ত ব্রহ্মচারী প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া জারমুণ্ডি পৌঁছেন।

১৬ই পৌষ ১৩৯০, ১লা জানুয়ারী ১৯৮৪, রবিবার শ্রাদ্ধের আয়োজন হয়। প্রভাতে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীর মঙ্গলারতি, গুরু-বন্দনা প্রভৃতিও হয়। পরলোকগত গণ মহাশয়ের পুত্র, পুত্রবধু, কন্যা, নাতি-নাতনি সকলেই তিলকাদি ধারণ করিয়া শ্রাদ্ধবাসরে বসিলে আসর সুন্দর হইয়া উঠে। বৈষ্ণবহোম ও মহাপ্রসাদ নিবেদনদ্বারা তাহাকে পরিতৃপ্ত করান হয়। পূজ্যপাদ মহারাজজী সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন।

। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ।

শ্রীকেদার-বদ্রীনারায়ণ

দর্শনের সুবর্ণ সুযোগ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
ফোন : ২৪৭

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

আগামী ২৮শে জৈষ্ঠ (ইং ১১।৬।৮৪), সোমবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির তত্ত্বাবধানে শ্রীকেদার-বদ্রী তীর্থদর্শনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পথিমধ্যে হরিদ্বার, কঙ্খল, হৃষীকেশ, লছ্‌মন্‌ঝোলা, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী প্রভৃতি তীর্থস্থানগুলিও দর্শন করা হইবে। উক্ত দিবসে হাওড়া ষ্টেশনের ৯নং প্লাট্‌ফর্ম্ম হইতে রাত্রি ৮টার সময় যাত্রা করা হইবে। অতএব যাত্রিগণ সন্ধ্যা ৭টার মধ্যেই প্লাট্‌ফর্ম্মে উপস্থিত থাকিবেন। নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে ইচ্ছুপ্রাণ ব্যক্তিগণ উক্ত পরিক্রমায় যোগদান করিতে পারেন। বিশেষ কিছু জানিতে ইচ্ছা করিলে উল্লিখিত ঠিকানায় পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ অথবা পত্রালাপ করুন।

ইতি—১৫ই চৈত্র, ১৩৯০।

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী
সত্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—ঃ নিয়মাবলী ঃ—

১। দুইবেলা প্রসাদ ও হাওড়া হইতে হরিদ্বার প্রভৃতি যাতায়াত ট্রেণ-বাস-ভাড়া ও কেদার-বদ্রীর কুলি-খরচের জন্য প্রত্যেক যাত্রীকে ১১৫৫'০০ টাকা ভিক্ষাস্বরূপ দিতে হইবে।

২। যাত্রীগণ শীতোপযোগী বিছানা (মশারীসহ), গরম জামা-কাপড়, টর্চ্চলাইট ইত্যাদি এবং ১টী করিয়া এ্যালুমিনিয়ামের থালা ও ঘটী সঙ্গে আনিবেন। পাহাড়-পথে পদব্রজকালে পিপাসা নিবারণের জন্য কিছু লজেন্স ও তালমিশ্রী লইবেন। বিছানা, বাসন-পত্র প্রভৃতি সর্ব্বসমেত যেন **পনের কেঃ জিঃ**-র অধিক না হয়। কোন যাত্রীর ১৫ কেঃ জিঃ-র বেশী মাল হইলে কেজিঃ প্রতি ১০ টাকা হিসাবে কুলিভাড়া অতিরিক্ত দিতে হইবে।

৩। দেয় ভিক্ষার টাকা-মধ্যে ৫০৫'০০ টাকা আগামী ১০ই বৈশাখ ইং ২৩।৪।৮৪ তারিখের মধ্যে জমা দিতে হইবে।

৪। অগ্রিম ৫০৫'০০ টাকা দেওয়া বাদে বাকী টাকা **যাত্রা-দিবসে** অথবা তৎপূর্ব্বে সমিতির কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হইবে। তীর্থপাণ্ডা-বিদায় ও ঠাকুর-প্রণামী যাত্রিগণের নিজস্ব ব্যয়।

৫। পদব্রজে পরিক্রমায় অশক্ত ব্যক্তির পক্ষে ঘোড়া, ডাণ্ডী, কাণ্ডী প্রভৃতির ভাড়া পৃথক্‌ভাবে বহন করিতে হইবে।

৬। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই জুতা (চামড়ার নহে), ছাতা, লাঠি ও বৃষ্টি হইতে বিছানা ঢাকিবার জন্য ৪॥ ফুট × ৬॥ ফুট প্লাষ্টিক্ পেপার সঙ্গে লইবেন এবং প্রয়োজনবোধে থার্ম্মোফ্লাক্স সঙ্গে লইবেন।

দর্শনীয় তীর্থস্থানসমূহ—

হরিদ্বার, হৃষীকেশ, লছ্‌মনঝোলা, ত্রিযুগীনারায়ণ, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, শোণপ্রয়াগ, মন্দাকিনী, **গৌরী-কুণ্ড, শ্রীকেদারনাথ** প্রভৃতি দর্শনপূর্ব্বক **শ্রীবদ্রীনারায়ণ** পৌঁছাইবেন। তথায় তপ্তকুণ্ড, পঞ্চশীলা, ব্রহ্মকপাল প্রভৃতি দর্শন সমাপ্তান্তে বাসযোগে হৃষীকেশ অবতরণ ও তথা হইতে হাওড়া প্রত্যাবর্ত্তন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— দৈবানুরোধে যাত্রার দিন ও দর্শনীয় তীর্থস্থানাদির তালিকা পরিবর্ত্তন স্বীকার্য্য এবং যে কোন দৈব-দুর্ব্বিপাকের জন্য সমিতি বা কর্ত্তৃপক্ষ কোন দায়ী থাকিবে না। এই পরিক্রমায় ১৮।২০ দিন সময় লাগিতে পারে। মিউনিসিপ্যালিটি, কর্পোরেশন বা সরকারী হাসপাতালে কলেরার ইন্‌জেক্‌শন ও বসন্তের টীকা লইয়া সার্টিফিকেট সঙ্গে লইতে হইবে।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

শ বর্ষ

২৯ মধুসূদন, সঙ্কর্ষণ, ৪৯৮ গৌরাব্দ
৩১ বৈশাখ, সোমবার, ১৩৯১ ; ইং ১৪।৫।১৯৮৪

৩য় সংখ্যা

সানুবাদম্

শ্রীশ্রীগোপীনাথ-দেবাষ্টকম্

[শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর বিরচিতম্]

আস্যে হাস্যং তব মাধবীকমস্যন্
বংশী তস্যাং নাদ-পীযূষ-সিন্ধুঃ।
তদ্বীচীভির্মজ্জয়ন্ ভাতি গোপী-
গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ ॥ ১ ॥

যিনি সুমধুর হাস্যযুক্ত বদনে বংশী ধারণ করেন, এবং ঐ বংশী ধ্বনিরূপ
ধা-সাগরের তরঙ্গে ব্রজাঙ্গনাগণকে আপ্লাবিত করিয়া শোভমান থাকেন,
ই বিশালবক্ষ শ্রীগোপীনাথ-দেব আমাদের আশ্রয় হউন ॥ ১ ॥

গোণোষ্ণীষ-ভ্রাজি-মুক্তা-সরোজোদ্যৎ-
পিচ্ছোত্তংস-স্পন্দনেনাপি নূনম্।
হৃন্নেত্রালী-বৃত্তি-রত্নানি মুষ্ণন্
গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ ॥ ২ ॥

যিনি রক্তবর্ণবিশিষ্ট উষ্ণীষে শোভমান মুক্তামালাদ্বারা দীপ্তিশীল ময়ূর-পুচ্ছরূপ শিরোভূষণের ঈষৎ কম্পনে ভক্তগণের হৃদয় ও নেত্র-সমূহের বৃত্তিরূপ রত্নগুলিকে অর্থাৎ মনের চিন্তনাদি ও নয়নের দর্শনাদি ব্যাপার-সমূহকে হরণ করিয়া থাকেন, সেই বিশালবক্ষ শ্রীগোপীনাথ-দেব আমাদের আশ্রয় হউন ॥ ২ ॥

বিভ্রদ্বাসঃ পীতমুরুরুকান্ত্যা-
শ্লিষ্টং ভাস্বৎ-কিঙ্কণীকং নিতম্বে।
সব্যাভীরি-চুম্বিত-প্রান্তবাহু-
র্গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ ॥ ৩ ॥

যিনি উরুযুগলের অতি অপূর্ব্ব কান্তিচ্ছটায় আলিঙ্গিত পীতবসন ও কটিদেশে দেদীপ্যমান কিঙ্কিণী ধারণ করিয়া থাকেন এবং বামভাগে অবস্থিতা শ্রীমতী রাধিকা যাঁহার বামবাহুর প্রান্তদেশ চুম্বন করিয়া থাকেন, সেই বিশালবক্ষ শ্রীগোপীনাথ দেব আমাদের আশ্রয় হউন ॥ ৩ ॥

গুঞ্জা-মুক্তা-রত্ন-গাঙ্গেয়হারৈ-
র্মালৈঃ কণ্ঠে লম্বমানৈঃ ক্রমেণ।
পীতোদঞ্চৎ-কঞ্চুকেনাঞ্চিতশ্রী-
র্গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ ॥ ৪ ॥

যাঁহার কণ্ঠদেশে গুঞ্জা, মুক্তা, রত্ন, গাঙ্গেয়হার ও মালা ক্রমান্বয়ে লম্বমান হইয়া থাকে এবং যিনি উজ্জ্বল পীতবর্ণ অঙ্গাবরণে মনোহর শোভা ধারণ করেন, সেই বিশালবক্ষ শ্রীগোপীনাথ দেব আমাদের আশ্রয় হউন ॥ ৪ ॥

শ্বেতোষ্ণীষঃ শ্বেতসুশ্লোকধৌতঃ
সুশ্বেতস্রক্ দিব্রশঃ শ্বেতভূষঃ।
চুম্বন্ শর্য্যামঙ্গলারাত্রিকে হৃদ্-
গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ ॥ ৫ ॥

যিনি মস্তকে শ্বেতবর্ণ শিরোভূষণ ধারণ করেন, বিশুদ্ধ উত্তম যশবর্দ্ধক স্তবাদিদ্বারা পরিমার্জ্জিত, সুন্দর শুভ্রমালাধারী এবং যিনি শ্বেতবর্ণ পরিধেয়বস্ত্র, উষ্ণীষ ও অঙ্গাবরণ জামা প্রভৃতির দুই তিনটি ভূষণবিশিষ্ট হইয়া রজনীগত মঙ্গলারতি সময়ে দর্শনকারী ভক্তগণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকেন, সেই বিশালবক্ষ শ্রীগোপীনাথ-দেব আমাদের আশ্রয় হউন ॥ ৫ ॥

শ্রীবৎস-শ্রী-কৌস্তুভোদ্ভিন্নরোম্নাং
বর্ণৈঃ শ্রীমান্ যশ্চতুর্ভিঃ সদেষ্টঃ।
দৃষ্টঃ প্রেম্নৈবেষ ধন্যৈরনন্যৈ-
গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ ॥ ৬ ॥

যিনি শ্রীবৎস, শ্রী, কৌস্তুভ ও অঙ্গস্থ অসাধারণ রোমাবলী—এই চতুর্ব্বর্ণে শোভাযুক্ত ও ভক্তগণকর্ত্তৃক সর্ব্বদা পূজিত হইয়া থাকেন এবং ঐকান্তিক পরমভাগ্যবান্ ভক্তগণকর্ত্তৃক প্রেমদ্বারা লক্ষিত হন, সেই বিশালবক্ষ শ্রীগোপীনাথ-দেব আমাদের আশ্রয় ॥ ৬ ॥

তাপিঞ্ছঃ কিং হেমবল্লীযুগান্তঃ ?
পার্শ্বদ্বন্দ্বেঽদ্যোতিবিদ্যুদ্ঘনঃ কিং ?
কিম্বা মধ্যে রাধয়োঃ শ্যামলেন্দু-
র্গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ ॥ ৭ ॥

এই কি স্বর্ণলতাযুগলের মধ্যবর্ত্তী তমালবৃক্ষ ? অথবা উভয়পার্শ্বে উদ্দীপ্ত তড়ীদ্যুক্ত নীলমেঘ ? কিম্বা দুইটি নক্ষত্রবিশেষের মধ্যবর্ত্তী কৃষ্ণচন্দ্র ? যিনি এইরূপে দর্শকবৃন্দের সংশয়াস্পদ হন, সেই বিশাল-বক্ষ শ্রীগোপীনাথ-দেব আমাদের আশ্রয় হউন ॥ ৭ ॥

শ্রীজাহ্নবা মূর্ত্তিমান্ প্রেমপুঞ্জো-
দীনানাথান্ দর্শয়ন্ স্বং প্রসীদন্।
পুষ্ণন্ দেবালভ্যফেনাসুধাভি-
র্গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ ॥ ৮ ॥

যিনি শ্রীজাহ্নবীদেবীর সাক্ষাৎ প্রেমপুঞ্জ-স্বরূপ এবং দীন ও অনাথ-দিগকে স্বীয় মূর্ত্তি দর্শন করাইয়া থাকেন, আবার তাহাদের প্রতি সদা সুপ্রসন্ন হইয়া দেবগণের দুর্ল্লভ স্বীয় অধরামৃতদ্বারা তাহাদিগকে পোষণ

করিয়া থাকেন, সেই বিশালবক্ষ শ্রীগোপীনাথ-দেব আমাদের আশ্রয় হউন ॥ ৮ ॥

গোপীনাথস্যাষ্টকং তুষ্টচেতা-
স্তৎপাদাব্জ-প্রেম-পুষ্টীভবিষ্ণুঃ।
যোঽধীতে তন্মন্তুকোটীরপশ্যন্
গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীগোপীনাথদেবের শ্রীপাদপদ্মের প্রেমে পুষ্টীশীল হইতে ইচ্ছুক হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে শ্রীগোপীনাথদেবের এই অষ্টক নিত্য পাঠ করিলে যিনি পাঠকের সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনাপূর্ব্বক প্রেমদান করিয়া থাকেন, সেই বিশালবক্ষ শ্রীগোপীনাথ-দেব আমাদের আশ্রয় হউন ॥ ৯ ॥

সজ্জন—দক্ষ (২৫)

কর্ম্ম-জ্ঞানাবরণমুক্ত সজ্জনের হরিসেবাময় সকল কার্য্যেই দক্ষতা

বিষয়-বিরক্ত সজ্জন সাধারণের দৃষ্টিতে কর্ম্মারম্ভ করেন না, তথাপি হরি-সেবার সকল কার্য্যেই তাঁহার সর্ব্বতোভাবে দক্ষতা আছে। সৎকর্ম্মিগণ কার্য্য-ক্ষেত্রে নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য যে পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন, তাদৃশ নিজ ভোগ-পরায়ণ দক্ষতা না দেখাইয়াও সজ্জন তদপেক্ষা দক্ষ। মায়াবাদী ব্রহ্ম-বিচারে যে-সকল অভিজ্ঞতাপ্রসূত যুক্তি ও বিচার প্রদর্শন করেন, তাহার অকিঞ্চিৎকরতা বুঝাইতে সজ্জন দক্ষ। সজ্জন অন্যাভিলাষী নহেন, কর্ম্মীও নহেন বা জ্ঞানী নহেন। তিনি অন্যাভিলাষমুক্ত হইয়া কর্ম্ম ও জ্ঞানাবরণ-দ্বারা বিমুক্ত হইয়া সর্ব্বদা অনুকূলভাবে কৃষ্ণের অনুশীলন করেন।

সজ্জন কৃষ্ণ-জ্ঞানে প্রোদ্ভাসিত ও কৃষ্ণ-ভক্তিতে দক্ষ

কু-কর্ম্মবীরের ন্যায় অসৎ কার্য্যের প্রশ্রয় না দেওয়ায় অথবা পুণ্যময় কর্ম্ম-বীরের ন্যায় অবৈষ্ণবগণের উপকারে ব্যস্ততা প্রদর্শন না করায় তাঁহাকে কখনও অকর্ম্মণ্য বলা যায় না। তিনি নিজ কর্ম্মফলভোগপর কার্য্যের আবাহন না করিয়া অথবা বিষয়ে একেবারে নিমগ্ন না হইয়া জ্ঞানবৈরাগ্য সহিত কেবলা ভক্তিতে অবস্থিত হন, তাহাকেই অবৈষ্ণবগণ নৈষ্কর্ম্ম্যবাদ বলেন। তিনি কৃষ্ণ-

জ্ঞানে প্রোদ্ভাসিত হইয়া সর্ব্বদা সেবনোৎসুক। কৃষ্ণভক্তিতে দক্ষতা না থাকিলে তিনি কখনই কর্ম্মাবরণ ও জ্ঞানাবরণ উন্মোচনে দক্ষ হইতেন না। নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ কেবল জ্ঞান সজ্জনকে তাঁহার দক্ষতা নিবন্ধন পরাভূত করিতে পারে না।

কৃষ্ণসেবা-তৎপর সজ্জন সর্ব্বদাই অপ্রাকৃতগুণে অলঙ্কৃত

সজ্জন বেদজ্ঞ ও শাস্ত্রকুশল। জড়ীয় প্রতিষ্ঠা ও পাপপুণ্য তাঁহাকে বাধ্য করিতে অসমর্থ। তিনি কর্ম্মবীরগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কর্ম্মবীর এবং জড়ীয় কর্ম্মবীরগণের কর্ম্ম নৈপুণ্যে উদাসীন। এই সকলই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষতার পরিচয়। সজ্জন তৌর্য্যত্রিকের সেবা করেন না; অথচ তিনি হরিসেবা করিতে গিয়া তৌর্য্যত্রিকে পরম কুশল। তাঁহার অপ্রাকৃত কবিত্বে সাধারণ কবিগণ পরাহত। তাঁহার পাণ্ডিত্যে জড়পণ্ডিতগণ পশ্চাৎপদ। জগতের অনেক প্রতিভাসম্পন্ন বিদ্বন্মণ্ডলীর জড়বিষয়ে কার্য্যতৎপরতা প্রচুর। কিন্তু দক্ষ সজ্জন তাহা হইতে বিরত এবং তিনি সংযমিগণের মধ্যে সর্ব্বোত্তম।

অজ্ঞ ও বিদ্বেষীর প্রতি কৃপা ও উপেক্ষাই সজ্জনের দক্ষতার পরিচায়ক

সজ্জনগণ নিজ দক্ষতার কথা জগৎকে জানান না বলিয়া সাধারণ ব্যক্তি তাঁহাদের গুণসমূহ দেখিতে পায় না। কৃষ্ণ-কৃপাক্রমে দ্রষ্টার ভগবদ্ভক্তি হৃদয়ে জাগরূক হইলে তিনি সজ্জনের দক্ষতার পক্ষপাতী হন। অসৎকার্য্যে সজ্জনের প্রবৃত্তি নাই, তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবার দক্ষতা তাঁহার আছে। তিনি ভগবদ্বিদ্বেষী অসদ্ব্যক্তিকে উপেক্ষা করেন। তাদৃশ উপেক্ষা করিয়াই স্বীয় দক্ষতা জগতের আদর্শরূপে প্রতিপন্ন করেন।

সপার্ষদ গৌরসুন্দরের হরিভক্তি-প্রচারে দক্ষতা প্রদর্শন

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার দাসগণ শ্রীহরিভক্তি-প্রচারকার্য্যে কিরূপ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা বিদ্বৎসমাজে জানিবার আর বাকী নাই। বিদ্বেষী মায়াবাদিগণের কুযুক্তি খণ্ডন ও সাংসারিক জীবগণের ইন্দ্রিয়-তর্পণ-পিপাসা ধ্বংস করিতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীগদাধর পণ্ডিতাদি গোস্বামিগণ অভূতপূর্ব্ব দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রচার-ফলেই আজ ভারতবর্ষে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিবার ন্যূনাধিক দুই কোটি লোক দেখা যাইতেছে।

বিভিন্ন সময়ে ধর্ম্ম-প্রচার ধর্ম্ম-সংরক্ষণ-কার্য্যে ভগবৎপ্রেরিত মহাজনগণেরদক্ষতা

এই দুই কোটি লোকই যে শুদ্ধ বৈষ্ণব ও দক্ষ তাহা নহে, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সুদক্ষ তাঁহারাই শুদ্ধভক্তি-পথের আদর করেন এবং ব্রহ্মাণ্ডস্থিত জীব-মাত্রকেই বৈষ্ণব জানেন। পাণ্ডিত্যের প্রতিভায় শ্রীজীবপাদের নাম, কাব্য-রচনায় শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রমুখ গোস্বামিগণের কথা, অসামান্য বিনয় প্রদর্শন কার্য্যে ও ভগবদ্ভক্তের সাহায্যকল্পে শ্রীপ্রতাপরুদ্রাদির নাম, শ্রীবৈষ্ণব-ধর্ম্ম-প্রচারে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের গীতিগুলি এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম সংরক্ষণ-কার্য্যে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমিত চেষ্টা বৈষ্ণব-দক্ষতার পরিচায়ক।

সজ্জন—মৌনী (২৬)

মুনিবৃত্তি-বিশিষ্ট-সজ্জনই মৌনী

শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহ। বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিরধীর্মুনিরুচ্যতে॥" অর্থাৎ যিনি অনাত্ম দেহ ও মনের অভাব-অপূর্ণতা-জনিত নিরানন্দ নহেন, জড়বস্তু ও ইন্দ্রিয়তর্পণে উদ্‌গ্রীব নহেন, যিনি দ্বৈতবস্তুতে অভিনিবিষ্ট, তাহা হইতে ভীত এবং বস্তুর অপ্রাপ্তিতে ক্রুদ্ধ নহেন, সেই স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন জীবই মুনি-শব্দবাচ্য। ব্রহ্মচারী সমাবর্ত্তন করিয়া গৃহস্থজীবনে নানাপ্রকার রাগ, ভয় ও ক্রোধবিশিষ্ট হন, জড় সুখের জন্য তাৎপর্য্যবিশিষ্ট হইয়া জড়দুঃখ পরিহারে ব্যস্ত থাকেন। এই আবিল অবস্থা হইতে উন্মুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে জীব যখন গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক বনে গমন করেন, তখন তাঁহাকে বানপ্রস্থ বনচারী মুনি বলে। যে পলিতাঙ্গ গৃহস্থ অপত্যের অপত্য দর্শন করিয়া পঞ্চাশোর্দ্ধ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া জড়ের অনিত্যতা উপলব্ধি করত হরিভজনোদ্দেশে বনে গমন করেন, তাঁহার বৃত্তিই মুনি-বৃত্তি —মুনিবৃত্তি-বিশিষ্ট-জন্যই মৌনী।

দেহ-মনোধর্ম্মী, মায়াবাদী ও কর্ম্মফলভোগী অসৎ-শব্দবাচ্য

অনিত্য পরিচয়-বিশিষ্ট জীব অসজ্জন অর্থাৎ দেহ ও মনের পরিচয়ে কেবল-মাত্র পরিচিত জীব অসৎ, যেহেতু দেহ ও মন পরিবর্ত্তনশীল ক্ষণভঙ্গুর উপাধিদ্বয়। বৈষ্ণব ব্যতীত অন্য কেহই সৎশব্দবাচ্য নহেন। এজন্যই সৎ-সম্প্রদায়ের আচার্য্যবর শ্রীরামানুজস্বামী নিজ সম্প্রদায়কে সৎ-সম্প্রদায় আখ্যা

দিয়াছেন। মায়াবাদী বা কর্ম্মফলভোগী অসচ্ছব্দবাচ্য, যেহেতু তাঁহাদের অনুষ্ঠানাবলী স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয়ে আবদ্ধ। বৈষ্ণব নিত্যস্বরূপের অনুবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণসেবাতৎপর বলিয়া একমাত্র সজ্জন-শব্দবাচ্য।

সজ্জন—অব্যক্ত-বাগ্‌বেগজয়ী ও সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন-রত

সজ্জন বাহ্যজগতের বিক্রান্তি-সমূহ হইতে সুদূরে অবস্থানপূর্ব্বক ভগবৎ-সেবা নিরত। বাহ্য জগতের উচ্চধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলেও তিনি উচ্চ-ধ্বনিগণের সহিত যোগদান করেন না। তিনি নির্জ্জনে উচ্চৈঃস্বরে বা রব-রহিত হইয়া বাহ্য উপাধিদ্বারা আপনাকে ভোক্তা অভিমান করেন না। হরি-নামের উচ্চ-রবসমূহ তাঁহার মৌন ভঙ্গ করে না। প্রজল্প তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, কিন্তু অবৈষ্ণব বাহ্যে মৌনব্রত হইয়াও প্রকৃতপ্রস্তাবে মৌনী হইতে পারেন না। অব্যক্ত বাগ্‌বেগে সজ্জনকে কখনই অভিভূত করিয়া কপট মৌনী করে না, পক্ষান্তরে হরিধ্বনিতে দশদিক্ প্রপূরিত করিলেও তিনি মৌনীরাজ। কল্যাণ-কল্পতরুর এই গীতটী মৌনিগণের আদর্শ হউক,—

বৈষ্ণব-চরিত্র　　সর্ব্বদা পবিত্র,
যেঁই নিন্দে হিংসা করি।
ভকতিবিনোদ.　　না সম্ভাষে তারে.
থাকে সদা মৌন ধরি॥”

নির্ব্বিষয়ী সজ্জনের অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন

সজ্জন প্রজল্পী নহেন। যে-সকল কথা হরিসেবার তাৎপর্য্যবিশিষ্ট নহে, তাদৃশ বাক্য-সমূহই প্রজল্প। ভগবদ্ভক্ত সেবাতাৎপর্য্যময়, সুতরাং বাহ্যিক যাবতীয় কথায় তিনি মৌন। ইতর-রাগের আকর্ষণ তাঁহার মৌন ভঙ্গ করায় না। আত্মারাম মুনিগণ জড়ীয় গ্রন্থশূন্য হইয়া ভগবানের নিষ্কাম সেবা করিয়া থাকেন। মুক্তপুরুষগণের জড়াকর্ষণে যোগ্যতা নাই। তাঁহারা জড়ের অভি-নিবেশরূপ দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অপ্রাকৃত ধামে হরিসেবা করেন। সজ্জন হরিসেবা করিতে গিয়া কৃষ্ণসেবাপর তৌর্য্যত্রিক আবাহন করেন বলিয়া তাঁহার মৌনধর্ম্ম বাধাপ্রাপ্ত হয় না। ভক্তিশাস্ত্র আলোচনা করিতে গিয়া ভক্তির অনুকূল শাস্ত্রালোচনার নিষেধ, তাঁহার উপর প্রযোজ্য নহে। সজ্জন মৌনী হইলেও বৈদিকী ও লৌকিকী যাবতীয় ক্রিয়াসমূহকে হরিসেবার অনুকূলভাবে নিযুক্ত করেন।

হরিসেবা-প্রবৃত্তি ও কৃষ্ণৈকশরণতাই সজ্জনের মুখ্যগুণ

হরিকথা কীর্ত্তন করিতে গেলে সজ্জনের মুনিধর্ম্ম বাধাপ্রাপ্ত হয় না, পরন্তু মুনির হরিসেবা-প্রবৃত্তি না থাকিলে তিনি নিজের মৌনব্রত রক্ষা করিতে সমর্থ হন না। সর্ব্বগুণগণ বৈষ্ণব-শরীরেই অধিষ্ঠিত। অবৈষ্ণবে তাৎকালিকগুণ দেখা গেলেও সেই গুণগুলি স্থায়ী নহে। অচ্যুতাত্মতা বা কৃষ্ণৈকশরণতা ছাড়িয়া অন্যান্য গুণের নিত্য অবস্থান সম্ভবপর নহে। যেখানে গুণগুলি নিত, সেখানে অবৈষ্ণবতার সম্ভাবনা নাই এবং যে-স্থলে হরিসেবার অভাব, তথায় গুণগুলির পরিণাম অবশ্যম্ভাবী। সজ্জনের গুণ ও গুণী-সজ্জন—এই দুইটী অবিচ্ছিন্ন, কিন্তু সজ্জনতা ও তাৎকালিক গুণের ক্ষণিক অধিষ্ঠান—একতাৎপর্য্য-বিশিষ্ট নহে। সজ্জনেই প্রকৃতপ্রস্তাবে নিত্যকাল মৌনিত্ব আছে।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

অভিধেয়-বিচার—কর্ম্ম

কোন প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ করিলে উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বাগত মহাত্মাগণ পরম প্রীতিরূপ প্রয়োজন-সিদ্ধি করিবার জন্য নিজ নিজ অধিকার অনুসারে অনেক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। সম্প্রতি প্রয়োজন সিদ্ধির উপায়গুলি অভিধেয়-বিচারে আলোচিত হইবে।

পরমার্থ-সিদ্ধির যতপ্রকার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, সে-সমুদয় তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। সেই তিন শ্রেণীর নাম কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি।

কর্ত্তব্যানুষ্ঠান-স্বরূপ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করার নাম কর্ম্ম। বিধি ও নিষেধ—কর্ম্মের দুই ভাগ। অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম নিষিদ্ধ। কর্ম্মই বিধি। কর্ম্ম তিন প্রকার—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। যাহা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য, তাহা নিত্য। শরীর-যাত্রা, সংসার-যাত্রা, পরহিতানুষ্ঠান, কৃতজ্ঞতা পালন ও ঈশ্বর-পূজা—এইপ্রকার কার্য্য-সকল নিত্যকর্ম্ম। কোন ঘটনাক্রমে যাহা কর্ত্তব্য হইয়া উঠে, তাহা নৈমিত্তিক। পিতৃ-বিয়োগ-ঘটনা হইতে তৎ-পরিত্রাণ-চেষ্টা প্রভৃতি নৈমিত্তিক কর্ম্ম। লাভাকাঙ্ক্ষায় যে-সকল অনুষ্ঠান করা যায়, সে-সমুদয় কাম্য, যথা—সন্তান-কামনায় যজ্ঞাদি কর্ম্ম।

সুন্দররূপে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইলে শারীরিক বিধি, নীতি-শাস্ত্র, দণ্ড-বিধি, দয়া-বিধি, রাজা-শাসন বিধি, কার্য্য-বিভাগ-বিধি, বিগ্রহ বিধি, সন্ধি-বিধি, বিবাহ-বিধি, কালে-বিধি ও প্রায়শ্চিত্ত-বিধি প্রভৃতি নানাপ্রকার বিধি-সকলকে ঈশ-ভক্তির সহিত সংযোজিত করিয়া একটি সংসার-বিধিরূপ ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হয়। সর্ব্বজাতির মধ্যেই এরূপ অনুষ্ঠান কোন না কোনরূপে কৃত হইয়াছে। ভারত-ভূমি সর্ব্বার্য্যজুষ্ট, অতএব সর্ব্বজাতির আদর্শস্থল হইয়াছে; যেহেতু এইসমস্ত বিধি অতি সুন্দররূপে সংযোজিত হইয়া বর্ণাশ্রমরূপ একটি চমৎকার ব্যবস্থারূপে ঐ ভূমিতে বর্ত্তমান আছে। অন্য কোন জাতি এরূপ সুন্দর ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। অন্যান্য জাতির মধ্যে স্বভাবানুযায়ী কার্য্য হয় এবং পূর্ব্বোক্ত বিধিসকল অসংলগ্নরূপে ব্যবস্থাপিত আছে, কিন্তু ভারতীয় আর্য্য সন্তানগণের মধ্যে সমস্ত বিধি-বিধান পরস্পর সংযোজিত হইয়া ঈশ-ভক্তির সাহায্য করিতেছে। ভারত-নিবাসী ঋষিগণের কি অপূর্ব্ব ধী-শক্তি! তাঁহারা অন্যান্য অনেক জাতির অত্যন্ত অসভ্য-কালে (অর্থাৎ অত্যন্ত প্রাচীনকালে) অপরাপর জাতির বিচার শক্তির সাহায্য না লইয়াও কেমন আশ্চর্য্য ও সামঞ্জস্য ব্যবস্থা বিধান করিয়াছিলেন। ভারত-ভূমিকে কর্ম্ম-ভূমি বলিয়া অনেক দেশের আদর্শ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

ঋষিগণ দেখিলেন যে, স্বভাব হইতে মনুষ্যের ধর্ম্মাধিকার উদয় হয়। অধিকার বিচার করিয়া কর্ম্মের ব্যবস্থা না করিলে কর্ম্ম কখনই উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হয় না। অতএব স্বভাব বিচার করিয়া কর্ম্মাধিকার স্থির করিলেন। **স্বভাব চারি প্রকার, অর্থাৎ ব্রহ্ম-স্বভাব, ক্ষত্র-স্বভাব, বৈশ্য-স্বভাব ও শূদ্র-স্বভাব। তত্তৎ স্বভাবানুসারে মানবগণের তত্তৎ বর্ণ নিরূপণ করিলেন।** ভগবদ্গীতার শেষে বর্ণিত হইয়াছে—

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥ (গীঃ ১৮।৪১)

আর্য্যদিগকে স্বভাব হইতে উৎপন্ন গুণক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহাদের কর্ম্ম-বিভাগ করা হইয়াছে।

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞান-বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্ম-কর্ম্ম স্বভাবজম্॥ (গী ১৮।৪২)

শম (মনোবৃত্তির নিগ্রহ), দম (ইন্দ্রিয় নিগ্রহ), তপঃ (অভ্যাস), শৌচ (পরিষ্কারতা), ক্ষান্তি (ক্ষমা), আর্জ্জব (সরলতা), জ্ঞান-বিজ্ঞান ও

আস্তিক্য—**এই নয়টি স্বভাবজ কর্ম্ম হইতে ব্রাহ্মণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন।**

শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধেচাপ্যপলায়নং।
দানমীশ্বর-ভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্॥ (গীঃ ১৮।৪৩)

শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দাক্ষ্য, যুদ্ধ-নির্ভয়তা, দান ও ঈশ্বরের ভাব,—এই **সাতটী ক্ষাত্র স্বভাবজ কর্ম্ম।**

কৃষি-গোরক্ষা-বাণিজ্যং বৈশ্য-কর্ম্ম স্বভাবজম্।
স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ। (গীঃ ১৮।৪৪-৪৫)

কৃষিকার্য্য, পশুরক্ষা ও বাণিজ্য—**এই তিন বৈশ্য স্বভাবজ কর্ম্ম। নিতান্ত মূর্খ লোকেরা পরিচর্য্যারূপ শূদ্র স্বভাবজ কর্ম্ম করেন।** স্বীয় স্বীয় কর্ম্মে অভিনিবিষ্ট থাকিয়া মানবগণ সিদ্ধিলাভ করেন।

এইপ্রকার স্বভাবজ গুণ ও কর্ম্ম-দ্বারা বর্ণ-বিভাগ করিয়াও ঋষিগণ দেখিলেন যে, সংসারস্থ ব্যক্তি অবস্থাক্রমে আশ্রয় নিরূপণ করা আবশ্যক। তখন বিবাহিত ব্যক্তিগণকে **গৃহস্থ,** ভ্রমণকারী বিদ্যার্থী পুরুষগণকে **ব্রহ্মচারী,** অধিক বয়সে কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম-গৃহীত পুরুষদিগকে **বানপ্রস্থ** ও সর্ব্বত্যাগীদিগকে **সন্ন্যাসী** বলিয়া চারিটী আশ্রমের নির্ণয় করিলেন।

বর্ণ-ব্যবস্থা ও আশ্রমসকলের স্বাভাবিক সম্বন্ধ নিরূপণ করত স্ত্রী ও শূদ্র-গণের সম্বন্ধে একমাত্র গৃহস্থাশ্রম নির্দ্দিষ্ট করিলেন এবং ব্রহ্মস্বভাব-সম্পন্ন পুরুষগণ ব্যতীত অন্য কেহ সন্ন্যাসাশ্রম লইতে পারিবেন না, এরূপ ব্যবস্থা করত তাঁহাদের অসামান্য ধী-শক্তি সম্পন্নতার পরিচয় দিয়াছেন। সমস্ত শাস্ত্রগত ও যুক্তিগত বিধি-নিষেধ এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অন্তর্গত। এই ক্ষুদ্র উপসংহারে সমস্ত বিধির আলোচনা করা দুঃসাধ্য, অতএব আমি এই কথা বলিয়া নিরস্ত হইতেছি যে, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মটী সংসার-যাত্রা-বিষয়ে একটী চমৎকার বিধি। আর্য্যবুদ্ধি হইতে যত প্রকার ব্যবস্থা নিঃসৃত হইয়াছে, সর্ব্বাপেক্ষা এই বিধি আদরণীয়,—ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ভিন্ন দেশীয় লোকেরা কিয়ৎ পরিমাণে অবিবেচনা-পূর্ব্বক ও কিয়ৎ পরিমাণে ঈর্ষাপূর্ব্বক এই ব্যবস্থার নিন্দা করিয়া থাকেন। অস্মদ্দেশীয় অনভিজ্ঞ যুবকবৃন্দও এতদ্ব্যবস্থার অনেক নিন্দা করেন। **স্বদেশ-বিদ্বেষই** তাহার প্রধান কারণ। তাৎপর্য্যানুসন্ধানের অভাব ও **বিদেশীয় ব্যবহার অনুকরণ প্রিয়তাও** প্রধান কারণ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থাটী সম্প্রতি দূষিত হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ কি? তাৎপর্য্য-বিৎ পণ্ডিতের অভাব হওয়ায় উহা ভিন্নরূপে চালিত হইয়া আসিতেছে, তজ্জন্যই সম্প্রতি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম লোকের নিকট নিন্দার্হ হইয়াছে। বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা দোষ-শূন্য, কিন্তু তাহা অযথাক্রমে চালিত হইলে কিরূপে নির্দ্দোষ থাকিতে পারে? **আদৌ স্বভাবজ ধর্ম্মকে বংশজ-ধর্ম্ম করায় ব্যবস্থার বিপরীত কার্য্য হইতেছে। ব্রাহ্মণের অশান্ত সন্তান ব্রাহ্মণ হইবে ও শূদ্রের সন্তান পণ্ডিত ও শান্ত-স্বভাব হইলেও শূদ্র হইবে,—এরূপ ব্যবস্থা মূল বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের নিতান্ত বিরুদ্ধ।**

প্রাচীন রীতি ছিল যে, সন্তান উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে **কুলবৃদ্ধগণ, কুলগুরু, কুলাচার্য্য, ভূস্বামী ও গ্রামস্থ পণ্ডিতবর্গ তাহার স্বভাব বিচার করিয়া তাহার বর্ণ নিরূপণ করিতেন।** বর্ণ নিরূপণ-কালে বিচার্য্য ছিল এই যে, পুত্র পিতৃবর্ণ লাভ করিবার যোগ্য হইয়াছে কি না। নিসর্গবশতঃ এবং উচ্চাভিলাষ-জনিত পরিশ্রমের ফল-স্বরূপ উচ্চবংশীয় সন্তানেরা প্রায়ই পিতৃবর্ণ লাভ করিতেন। কেহ কদাচ অক্ষমতাবশতঃ নীচ বর্ণ প্রাপ্ত হইতেন। পক্ষান্তরে নীচবর্ণ পুরুষদিগের সন্তানেরা উল্লিখিত সংস্কার-সময়ে অনেক স্থলে উচ্চবর্ণ লাভ করিতেন। পৌরাণিক ইতিহাস দৃষ্টি করিলে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। যে-সময় হইতে অন্ধ-পরম্পরা নামমাত্র-সংসার আরম্ভ হইয়াছে, সেই সময় হইতে উপযুক্ত ব্যক্তি উপযুক্ত কার্য্য না পাওয়ায় আর্য্য-যশঃ-সূর্য্য অস্তপ্রায় হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধে ধর্ম্ম-শাস্ত্র ব্যাখ্যায় নারদ বলিয়াছেন ;—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং বর্ণাভিব্যঞ্জকং।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ ॥ (ভাঃ ৭।১১।৩৫ ।

পুরুষের বর্ণাভিব্যঞ্জক যে লক্ষণ কথিত হইয়াছে। ঐ লক্ষণ অন্য বর্ণজাত সন্তানে দৃষ্ট হইলে তাহাকে সেই লক্ষণানুসারে তদ্বর্ণে নির্দ্দেশ করিবেন অর্থাৎ কেবল জন্মদ্বারা বর্ণ নিরূপিত হইবে না। প্রাচীন ঋষিগণ স্বপ্নেও জানিতেন না যে, স্বভাবজ ধর্ম্মটী ক্রমশঃ বংশজ হইয়া উঠিবে। মহৎ লোকের সন্তান মহৎ হয়—ইহাও কিয়ৎ পরিমাণে স্বাভাবিক কিন্তু এইটি কখনও ব্যবস্থা হইতে পারে না।

সংসারকে ঐ প্রকার অন্ধ-পরম্পরা-পথ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য স্বভাবজ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে স্বার্থপর ও অতত্ত্বজ্ঞ

স্মার্ত্তদিগের হস্তে ধর্ম্ম-শাস্ত্র ন্যস্ত হওয়ায়, যে বিপদ আশঙ্কায় বিধান করা হইয়াছিল, সেই বিপদ ব্যবস্থাপিত বিধিকে আক্রমণ করিয়াছে। ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় হইয়াছে। সু-বিধানের মধ্যে যে-মল প্রবেশ করিয়াছে, সেই মল দূর করাই স্বদেশ-হিতৈষীতার লক্ষণ কিয়দংশে মল প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া মূল ব্যবস্থাকে দূর করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়।

অতএব, হে স্বদেশ-হিতৈষী মহাত্মাগণ! আপনারা সমবেত হইয়া আপনাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের নির্দ্দোষ-ব্যবস্থাসকলকে নির্ম্মল করত প্রচলিত করুন। আর বিদেশীয় লোকের অন্যায় পরামর্শক্রমে স্বদেশের সদ্বিধি লোপ করিতে যত্ন পাইবেন না। যাঁহারা ব্রহ্মা, মনু, দক্ষ, মরীচি, পরাশর, ব্যাস, জনক, ভীষ্ম, ভরদ্বাজ প্রভৃতি মহানুভবগণের কীর্ত্তি-সন্ততি-স্বরূপ এই ভারত-ভূমিতে বর্ত্তমান আছেন, তাঁহারা কি নবীন জাতি-নিচয়ের নিকট সাংসারিক ব্যবস্থা শিক্ষা করিবেন? অহো! লজ্জা রাখিবার স্থান দেখি না! **বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা নির্দ্দোষরূপে পুনঃ প্রচলিত হইলে ভারতের সকল প্রকার উন্নতিই হইতে পারিবে, ইহা আমার বলা বাহুল্য।** ঈশ্বর-ভাব-মিশ্রিত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সকলেই আত্মার ক্রমোন্নতি সাধন করিবেন, ইহাই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উদ্দেশ্য।

এবম্বিধ বর্ণাশ্রম-নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া মানববৃন্দ ক্রমশঃ পরমার্থ লাভ করিতে পারেন। এজন্য কর্ম্মবাদী পণ্ডিতেরা অভিধেয় বিচারে কর্ম্মকেই প্রয়োজন সিদ্ধির একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কর্ম্ম ব্যতীত বদ্ধ জীব ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। নিতান্তপক্ষে শরীর-নির্ব্বাহরূপ কর্ম্ম না করিলে জীবন থাকে না। জীবন না থাকিলে কোনক্রমেই প্রয়োজন সিদ্ধির উপায় অবলম্বিত হয় না। অতএব কর্ম্ম অপরিত্যাজ্য।

যখন কর্ম্ম ব্যতীত থাকা যায় না, তখন স্বীকৃত কর্ম্ম-সকলে পরমেশ্বরী ভাবার্পণ করা উচিত, নতুবা ঐ কর্ম্ম, পাষণ্ড কর্ম্ম হইয়া উঠিবে। যথা ভাগবতে—

এতৎ সংসূচিতং ব্রহ্মংস্তাপত্রয়-চিকিৎসিতম্।
যদীশ্বরে ভগবতী কর্ম্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম্॥ (ভঃ ১।৫।৩২)

কর্ম্ম অকর্ম হইলেও উপদ্রব-বিশেষ, অতএব উহা অধিকারভেদে, ব্রহ্ম-জ্ঞান-যোগদ্বারা ঈশ্বরে ফলার্পণ ব্যবস্থাক্রমে এবং ভগবানে রাগমার্গে অর্পিত না হইলে শিবদ হয় না। যথাস্থলে রাগমার্গের বিবৃতি হইবে। অতএব

কর্ম্মের অভিধেয়ত্ব-সত্ত্বে, সমস্ত কর্ম্মে যজ্ঞেশ্বর পরমাত্মার পূজা করা প্রয়োজন। নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মে ঈশ্বর-পূজা অপরিহার্য্য; যেহেতু পরমেশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা সহকারে কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করার নামই ঈশ্বর-পূজা। কাম্যকর্ম্মগুলি নিম্নাধিকারীর কর্ত্তব্য, তথাপি ইহাতে ঈশ্বর-ভাব মিশ্রিত করিবার ব্যবস্থা দেখা যায়। যথা ভাগবতে—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥ (ভাঃ ২।৩।১০)

যে-কর্ম্মই করুন অর্থাৎ মোক্ষকাম, অকাম বা সর্ব্বকাম হইয়া যে অনুষ্ঠানই করুন, তাহাতে পরম পুরুষ পরমেশ্বরের যজন তীব্র ভক্তিযোগের দ্বারা করিবেন।

— ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

পরমগুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

আবির্ভাব-তিথিবাসরে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি

আজি এ প্রভাতের　　বসন্ত নিশান্তের
শোভা, স্নিগ্ধ মনোময়।
কোকিল মধুর স্বরে　　আলাপের স্বর ধরে
সমীরণ মন্দ মন্দ বয়॥
এ হেন সময়ে আসি,　　বিনোদরূপী পূর্ণশশী
গৌড়ীয় গগন কৈল ধন্য।
আনন্দের ধারা বয়　　অমৃতের বর্ষা হয়
ভক্তসমুদয় পরসন্ন॥
ঋতুরাজ বসন্ত　　রূপ ধরি অনন্ত
ভক্তের সেবার তরে।
বৃক্ষ পল্লবোপরি　　রাশি রাশি ধরে কুঁড়ি
ভবিষ্যতে [illegible]

সেবকের সেবা-ধর্ম্ম জগতের শুভ কর্ম্ম
দেখিতে একই সমান।
ধার্ম্মিকের উচ্চগতি কর্ম্মীর বিষয়ে মতি
দুঁহে হয়, বহু ব্যবধান ॥
দিব্যজন্ম বৈষ্ণবের যেই বুঝে মর্ম্ম তার
সেই ব্যক্তি বহু ভাগ্যবান্।
প্রভুপদে নিবেদন, অভাগার দুষ্ট মন
সদা যেন চিন্তে দু-চরণ ॥
ওহে প্রভু, কি কহিব মহিমা তোমার।
দীনের উদ্ধার লাগি তব অবতার ॥
বিমল দুর্ল্লভ প্রেম করিবারে প্রচার।
যতি-বেশ ধরিয়াছ লোক-ব্যবহার ॥
মিলনে বিরহ বিরহে আর্ত্তি
আর্ত্তিই ভজন-সার।
বিরহী জনে ব্যাকুলতা দানে
করিয়াছ অঙ্গীকার ॥
সেবকের সেবা, শ্রদ্ধা, ভক্তির তারতম্য।
শিক্ষা দিয়া বদ্ধজীবে কৈলা অগ্রগণ্য ॥
গৌরানুগত্য বিনা ব্রজ নাহি মিলে।
গুর্ব্বানুগত্য বিনে কিছু ফল নাহি ফলে ॥
অনেক জন্মের পরে তুলে ছিলে কেশে ধরে
সঁপেছিলে বৈষ্ণব-চরণে।
নিজের কুকর্ম্ম-ফলে পড়েছিনু-অগাধ জলে
কাঁদিতেছি অঝর নয়নে ॥
এবে প্রভু-কৃপা কর, তুমি মহা-বদান্যবর
কৃপাময় কৃপার সাগর।
উদ্ধারহ এইবার বিজয় হউক তোমার
দুষ্ট বুদ্ধির হৌক ছারখার ॥

দাসানুদাস—শ্রীপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী

গীতার বাণী *

গীতার বিষয় জানিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে জানা আবশ্যক যে গীতা কি বস্তু, কাহার নিকট গীতা উপদিষ্ট হইয়াছে, বক্তা ও শ্রোতার সম্বন্ধ কি এবং কি জন্য বা গীতা কীর্ত্তিত হইয়াছিল। সর্ব্বাগ্রে গীতা কি বস্তু, তাহা গীতা মাহাত্ম্যে বলিয়াছেন,—

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপাল-নন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥ (গীঃ মাঃ৬)

শ্রুতিসকল গাভীস্বরূপ, তাঁহাদিগকে দহন করিয়াছেন নন্দগোপ-নন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ; পার্থো বৎসরূপে কল্পিত অর্থাৎ গোবৎস যেরূপ দুগ্ধ নিঃসরণের হেতু বা উপায়স্বরূপ, তদ্রূপ অর্জ্জুনও গীতা কীর্ত্তনের উপলক্ষ বা হেতু মাত্র। সুধীগণ ভোক্তা এবং গীতামৃতই দুগ্ধস্বরূপ। গো-দোহন করিয়া দুগ্ধটি ভগবৎসেবা বা অন্যকার্য্যে ব্যবহৃত হয়, কেবল বৎসের ভোগ্য হয় না ; তদ্রূপ গীতাউপদেশ অর্জ্জুনের নিমিত্ত নহে, অর্জ্জুনকে নিমিত্ত মাত্র করিয়া পরমকারুণিক পরমেশ্বর সমগ্র জীবকে চিরকালের জন্য একটী মহৎ দান করিয়া গিয়াছেন। কারণ অর্জ্জুনের মোহ হইতে পারে না ; কৃষ্ণচন্দ্র যাঁহার সম্মুখে, ভগবদপাশ্রিতা মায়া তাঁহার নিকট আসিবে কিরূপে ? যাঁহা কৃষ্ণ, তাহা নাহি মায়ার অধিকার। গীতার প্রারম্ভে যে ঘটনা, তাহাতেই ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। অর্থাৎ অর্জ্জুন ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রকে বলিতেছেন—'সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত।' এখানে অর্জ্জুনের বাক্যে আজ্ঞাকারীর ভাব নিহিত আছে। ভগবান্ তাহাতে কি বিরক্ত হইয়াছেন ? না ; তিনি সানন্দে অর্জ্জুনের কথা পালন করিলেন—

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশো ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥ (গীতা ১।২৪)
ভীষ্ম-দ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥ (গীতা ১।২৫)

---

* ১৭ ও ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে জামসেদপুর সহরস্থিত শ্রীরামমন্দির-প্রাঙ্গনে টাটা-কোম্পানীর ডিরেক্টর অফ পার্সন্যাল মহোদয়ের সভাপতিত্বে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী গোস্বামী মহারাজের প্রধান অতিথির ভাষণে 'গীতা-জয়ন্তী' অনুষ্ঠানে বিদ্বৎমণ্ডলী সমক্ষে পাণ্ডিত্যপূর্ণ চিত্তাকর্ষিণী ভাষণের সারমর্ম্ম।

— প্রকাশক

উপরি-উক্ত কয়েক পংক্তি শ্লোক আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে 'গুড়াকেশ' অর্থ জিতনিদ্র। গুড়াকা অর্থে নিদ্রা, উহা মায়ার কার্য্য। তাঁহার ঈশ যিনি, তিনি অর্জ্জুন। শ্রীভগবদ্-গুণ-লাবণ্য-স্মৃতি-নিবিষ্ট অর্জ্জুনকে মায়ায় আক্রমণ করিতে পারে নাই। অতএব মোহ তাঁহাকে কিরূপে আশ্রয় করিবে? জীব মোহবশতঃই দেহ-গৃহাদির প্রতি মমতা-বুদ্ধি করে। অর্জ্জুনও সেইরূপ অভিনয় করিয়া বলিতেছেন—

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ॥
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাং স্ত্যক্ত্বা ধনানি চ। (গীতা ১।৩২-৩৩)

ইত্যাদি ইহা দেহাত্মবাদিব্যক্তিগণের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। দেহসর্ব্বস্ব-বাদীর ইহাই মত। পরবর্ত্তিকালে আবার বলিতেছেন—

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত॥ (গীতা ১।৩৯)

এখানে তাঁহার উক্তির তাৎপর্য্য এই যে কুলধর্ম্মই জীবের সনাতন ধর্ম্ম। ইহাও বদ্ধজীবের বিচার।

অর্জ্জুন এইপ্রকার উক্তি না করিলে ভগবানের গীতা কীর্ত্তনের হেতু বা উপায় হয় না। ভগবান্ কখনও বদ্ধজীবের দৃষ্টিগোচরে আসেন না অথবা তাহাদের পক্ষে ভগবৎ-শ্রীমুখে একথা শ্রবণেরও সৌভাগ্য অসম্ভব। কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ অবতারী কৃষ্ণচন্দ্র যখন স্বয়ং অবতীর্ণ, তখন তাঁহার গূঢ়-বাঞ্ছা এই যে, তাঁহার এই বাণীকে অবলম্বন করিয়া অবিদ্যাগ্রস্ত জীব নিজ নিজ অজ্ঞান নাশ করিয়া চিরতরে সংসারদুঃখ হইতে নিবৃত্তিলাভ করিবে। তাই ভগবৎপার্ষদ অর্জ্জুন একজন হেতু মাত্র। এইরূপ শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র উদ্ধবের নিকট, ভগবান্ কপিলদেব নিজ জননীর নিকট, ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব নিজ জননী ও নিজ পার্ষদভক্ত রূপ-সনাতন প্রভৃতি গোস্বামিপাদগণের নিকট নিজ তত্ত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন। জগদ্গুরু ভগবান্ শম্ভুও নিজ-শক্তি মহামায়ার নিকট ভগবৎকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। অতএব অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইবার উদ্দেশ্যে গীতা কীর্ত্তিত হয় নাই; সেই উপলক্ষ করিয়া কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি প্রভৃতি উপায় সকলের বর্ণনপূর্ব্বক চরমে ভক্তির মহিমা পরিস্ফুট করিয়াছেন।

গীতার প্রতি অধ্যায়ে এক-একটি যোগ বর্ণন করিয়া পরিশেষে মোক্ষ-যোগ কীর্ত্তন করিয়াছেন। জীবের যখন সাংসারিক বিষাদ উপস্থিত হয়,তখন উপযুক্ত ভগবৎ-তত্ত্ববেত্তা সাধুর সঙ্গক্রমে সংসারের স্বরূপ, জীবের স্বরূপ ও ভগবৎ-স্বরূপ-জ্ঞান অবগত হইলে ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায় একমাত্র ভগবদ্ভক্তি অবলম্বনে সংসারদুঃখ হইতে মোক্ষ হইয়া পরমা শান্তি লাভ ঘটে। ইহাই গীতার নিষ্কর্ষার্থ।

বিভিন্ন প্রকৃতির জীব গীতা পাঠ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ধারণার বশীভূত হইয়া থাকেন। অধিকাংশ গীতাপাঠক কর্ম্মকেই গীতার চরম উদ্দেশ্য ধারণা করেন; তন্মধ্যে জ্ঞানবান্ হইলে জ্ঞানকে, কেহ কেহ বা অষ্টাঙ্গযোগকে এবং সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানবান্ ও ভাগ্যবান্ ব্যক্তিই ভক্তিকে গীতার চরম প্রতিপাদ্য বিষয় বলিয়া দৃঢ় ধারণা করেন। সৎসঙ্গে গীতার আদ্যোপান্ত আলোচনা করিলে বাস্তবিক অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে।

বেদান্তের প্রথম সূত্রে যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার কথা আছে, সেই জিজ্ঞাসা কাহার পক্ষে সম্ভব, তদুত্তরে শ্রুতি বলিতেছেন—

"শান্ত-দান্ত-উপরতস্তিতিক্ষুঃ শ্রদ্ধান্বিতো ভূত্বা আত্মনি এব আত্মানং পশ্যেৎ" অর্থাৎ শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু ও শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আত্মাতে আত্মদর্শন সম্ভব হয়। "কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ" (গীঃ ১।৩২) শ্লোকে অর্জ্জুনের শমদমগুণ, "অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিন্ন মহীকৃতে' (গীঃ ১।৩৫) শ্লোকে ইহ পরকালের বিষয়ভোগে উপরতি, "শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যং অপীহ লোকে" (গীঃ ২।৫) শ্লোকে দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতালক্ষণা তিতিক্ষা এবং গুরুবাক্য দৃঢ়বিশ্বাস লক্ষণা শ্রদ্ধা "যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে" (গীঃ ২।৭) শ্লোকে প্রকাশিত হইয়াছে। শমদমাদি-শূন্য ব্যক্তির গীতাপাঠ ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায়। অতএব—"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ। সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্"॥ (মুণ্ডক-১।২।১২) "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" (ছান্দোগ্য—৬।১৪।২) প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যানুসারে শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ-গুরুর নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহার শরণাগত হইলে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। ইহা গীতায়ও উক্ত হইয়াছে, যথা—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ (গীতা ৪।৩৪)

তত্ত্ব-জ্ঞান-লাভের জন্য তত্ত্বদর্শী গুরুকে প্রণিপাত পূর্ব্বক ও অকৃত্রিম সেবা করত সন্তুষ্ট করিয়া তত্ত্ব-বিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর। তিনি তোমাকে বাস্তব জ্ঞান উপদেশ করিবেন।

সুতরাং ভগবৎপ্রিয় অর্জ্জুন প্রথম অধ্যায়ে যে-সকল কথা কীর্ত্তনের অভিনয় করিলেন, তাহা বদ্ধজীবের বিচার-প্রদর্শন মাত্র। প্রথম অধ্যায়ের সারমর্ম্ম এই যে, আমরা সংসারকেই সার বিচার করিয়া স্ব-স্ব আত্মীয়-স্বজনের সেবাকেই পরম ধর্ম্ম, সনাতন ধর্ম্ম প্রভৃতি বিচার করিয়া থাকি। সংসার-ধর্ম্ম ত্যাগ হইলে সনাতন কুলধর্ম্ম (?) নাশ হইয়া যাইবে, তাহা হইলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইয়া পিতৃগণের পিণ্ড, তর্পণাদি ক্রিয়ালোপ হইয়া পড়িবে। কিন্তু ঐসকল কুলধর্ম্ম যে অনিত্য ও তাৎকালিক, তাহা আমরা শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রবাক্যে বুঝিতে পারি—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃনী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥ (ভাঃ-১১।৫।৪১)

আমরা পৃথিবীতে ভূমিষ্ট হইবার পর হইতে যে-সমস্ত কার্য্য করি, তাহাতে অধিকাংশ সময় পাপকার্য্য করিয়া থাকি, তাহা যদিও আমাদের গণনার বা ধারণার বাহিরে, তথাপি মনুসংহিতায় গৃহস্থগণের কৃতকর্ম্মের জন্য পঞ্চপ্রকার পাপ উল্লেখ করিয়াছেন।

পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য চুল্লী পেষণ্যুপস্কর।
কণ্ডনী চোদকুম্ভশ্চ বধ্যতে যাস্তু বাহয়ন্॥ (মনু সং ৩।৬৮)

অর্থাৎ সংসারকর্ম্মে ব্যবহৃত শিলনোড়া, অগ্নি, জল, ঢেঁকি বা উদূখল-মুষল ও সম্মার্জ্জনী অর্থাৎ ঝাটা এই পাঁচটি দ্রব্যে অনেক জীবহিংসা করা হয়, সেই দোষ নিবারণের জন্য পঞ্চযজ্ঞের ব্যবস্থা। দেবযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ। ইহা না করিলে গৃহস্থগণ স্বর্গপ্রাপ্ত হইবেন না। কিন্তু উপরি-উক্ত ভাগবতীয় শ্লোকে বলিতেছেন যে, যাঁহারা কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবচ্চরণে শরণাগত হন, তাঁহাদিগের আর ঐ পঞ্চযজ্ঞাদি-ঋণ থাকে না। আর গীতারও সর্ব্বশেষ উক্তিতে জানা যায়—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ (গীতা ১৮।৬৬)

শ্রীভগবচ্চরণে শরণাগত হইলে আর অন্য কৃত্যগুলি না করিলেও কোন পাপ হইবে না এবং করুণাময় ভগবানের কৃপায় সেই সকল পাপ হইতে মুক্তিলাভ হইবে, এইরূপ আশ্বাসপূর্ণ অভয়বাণী আছে। তথাপি বদ্ধজীবের ভগবদ্বাক্যে শ্রদ্ধা হয় না। অর্জ্জুন যখন ঐরূপ অভিনয়ে বদ্ধপরিকর তখন ভগবান্ তাঁহাকে জানাইলেন যে, তোমার এই যে কাতরতা—ইহা হৃদয়-দৌর্ব্বল্য মাত্র।

প্রথম অধ্যায়ের অন্য তাৎপর্য্যও দেখা যায় যে, হিংসাশূন্য ও দয়ার্দ্র চিত্ত না হইলে তত্ত্বজিজ্ঞাসার ভাব চিত্তে উদিত হয় না।

অর্জ্জুনের তাদৃশ ভাব অপনোদনের জন্য ভগবান্ জানাইলেন যে কুলধর্ম্মে অভিনিবিষ্টচিত্ত অর্জ্জুনের ক্ষত্রিয়কুলজাত ধর্ম্ম—যুদ্ধ করা, তাহা না করিয়া ভিক্ষা করা তাঁহার পক্ষে ক্ষত্রিয়োচিত ধর্ম্মের হানি করা মাত্র। তখন অর্জ্জুন অধিক বিতর্ক করিতে অসমর্থ হইয়া এইভাবে শ্রীভগবানের শরণাগত হইলেন,—

কার্পণ্যদোষোপহত স্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্ম-সংমূঢ়-চেতা।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে।
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ (গীতা ২।৭)

কৃপণের সাধারণ অর্থ ধনব্যয়ে কুণ্ঠিতচিত্ত ব্যক্তি; কিন্তু উপনিষদ্-অর্থ এই যে, "এতদক্ষরং গার্গি অবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ" (বৃঃ আঃ ৩।৯।১০) অর্থাৎ যিনি অক্ষর ব্রহ্মকে না জানিয়া ইহ সংসার হইতে চলিয়া যান তিনি কৃপণ। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানহীন কৃপণের ভাব কার্পণ্য। তত্ত্ব-জ্ঞানাভাবে আমাদের নিজ স্বভাব আচ্ছাদিত থাকে। জীবের স্বভাব —ভগবদ্দাস্য করা; কিন্তু ধর্ম্মবিষয়ে সম্মূঢ়চিত্ত হইলে সংসার-ধর্ম্মকেই মুখ্য বিচার হইয়া থাকে—আর সাধুসঙ্গ হইলে, ভগবৎকৃপাপ্রাপ্ত কোন মহাপুরুষের সঙ্গ হইলে তাঁহার বাক্যে যখন জীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম-ভাব বিদূরিত হয়, জীব তখনই অর্জ্জুনের ন্যায় বাস্তব মঙ্গল জানিবার জন্য উপযুক্ত গুরুর শরণাগত হইয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ

যথার্থ বিজ্ঞান

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৬শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৭২ পৃষ্ঠার পর)

জড় বিজ্ঞানীরা প্রাকৃতিক বস্তু সকলকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতে গিয়া বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হইয়াছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তাহারা অনেক কষ্টে আংশিক সাফল্য লাভ করিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপে, দুইজন রসায়নবিদ Professor R. B. Woodward এবং Professor A. Eschenmoser ১১ বৎসর যাবৎ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া Vitamin B_{12} এর অণুগুলির বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। এই সামান্য কাজে বিভিন্ন দেশের ৯৯ জন বৈজ্ঞানিক কঠোর পরিশ্রম করিয়াও সাফল্যমণ্ডিত হন নাই। D. Rawlins এবং M. Hammerton তাহাদের 'Is there a tenth Planet in the Solar System" প্রবন্ধে বলিয়াছেন, সৃষ্টিতত্ত্ববিদ্ (Cosmologists) ও জ্যোতির্ব্বিদরা (Astronomers) telescopes, assumptions (কোন বস্তুকে সত্য বলিয়া ধারণা করা) অভিজ্ঞতালব্ধ তত্ত্ব (empiric theories) প্রভৃতির সাহায্যে পৃথিবীর আকার এবং পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে জানিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাহাদের ধারণা Solar System-এ দশম গ্রহও আছে এবং তাহারা তাহার অবস্থান নির্ণয় করিবেনই!" আমরা জানি Solar System-এ নয়টি গ্রহ বর্ত্তমান। দশম গ্রহের অনুসন্ধান করিতে গিয়া কেবল বৃথা সময় নষ্ট ভিন্ন আর কি ? যে telescope বা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান লক্ষ্য করা হয়, তাহা defective organs-এর সাহায্যে নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই telescope এর মাধ্যমে আমরা কি করিয়া সঠিক গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান নির্ণয় করিতে পারি ? সেই জন্য প্রত্যেক বিজ্ঞানীর কর্ত্তব্য, নিজের পরিচয় অনুসন্ধান করা। মহাজন গাহিয়াছেন,—"কে তুমি, কোথায় ছিলে, কি করিতে হেথা এলে। কিবা কাজ করে গেলে, পাবে কি সুখ জীবনে ? আত্মতত্ত্ব ও পরতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে বিজ্ঞানীরা যথার্থ শান্তি লাভ করিতে পারিবেন। বিজ্ঞানীদের অনেকে যন্ত্রের সাহায্যে আত্মার অনুসন্ধান করেন। তাহারা বলেন, "আমরা Microscope বা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সূক্ষবস্তু দেখিতে পাই, আত্মা যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন যন্ত্রের সাহায্যে তাহা ধরা পড়িবেই।" তাহাদের আশা সুদূরপরাহত, কারণ আত্মা 'বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ' এই শ্রুতিবাক্যানুসারে কেশাগ্রের শতভাগের শতাংশতুল্য সূক্ষ্ম। বিজ্ঞানীরা চিদ্বিজ্ঞানকে কেন্দ্র করিয়া আত্মানুসন্ধান করিলেই কার্য্য সিদ্ধি হইবে। নিম্নে চিদ্বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ হইতেছে।

চিদ্বিজ্ঞানই পরম সত্য ও প্রকৃত শান্তিলাভের জনক

সৃষ্টির প্রারম্ভে গর্ভোদশায়ী বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে সৃষ্ট ব্রহ্মা পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া 'কিরূপে জগৎ সৃষ্টি করিব' এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন ; কারণ অব্যভিচারিণী প্রজ্ঞা লাভ না হইলে জগৎ সৃষ্টির তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না। এমন সময় তিনি জলাভ্যন্তর হইতে দুই অক্ষরে গ্রথিত 'তপ' শব্দ দৈববাণীরূপে দুইবার শ্রবণ করিলেন। 'তপ' শব্দটি শুনিয়া তিনি শব্দোচ্চারণকারীকে দেখিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইলেন, কিন্তু চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াও দেখিতে সক্ষম হইলেন না। 'কে যেন তাঁহাকে তপস্যায় নিযুক্ত হইতে উপদেশ করিতেছেন' এইরূপ অনুভব করিয়া তপস্যাই হিতকর হইবে বুঝিতে পারিয়া তিনি পুনরায় পদ্মাসনে বসিয়া তপস্যায় মন সন্নিবিষ্ট করিলেন। 'তপস্যা' শব্দে কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে বিষয়ভোগ ত্যাগ, ভক্তির অনুকূল চেষ্টাদিই তপস্যা, অন্যথা উহা বন্ধনের কারণ, তপস্যাশ্রেষ্ঠ মন ও প্রাণ জয় করতঃ, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করিয়া একাগ্রচিত্তে দিব্য সহস্র বৎসর তপস্যাচরণ করিলেন। তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ শ্রীহরি 'নিজ সচ্চিদানন্দময়-বিগ্রহ ও নিজ চিন্ময়-ধাম বৈকুণ্ঠ' ব্রহ্মাকে দর্শন করাইলেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান সমন্বিত চতুঃশ্লোকীয় শ্রীভাগবত ব্রহ্মাকে উপদেশ করিলেন, তথাহি ভাগবতে,—

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্ ।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥ (২।৯।৩০)

হে চতুর্ম্মুখ ! ভগবৎ স্বরূপোপলব্ধি ও রহস্য প্রেমভক্তির সহিত অত্যন্ত গোপনীয় শব্দশাস্ত্র প্রতিপাদ্য আমার জ্ঞান ও সেই প্রেমভক্তির অঙ্গ সাধনভক্তি, আমি বলিতেছি শ্রবণ কর ;—

'জ্ঞান' শব্দে শব্দ বা বেদ শ্রবণ দ্বারা (শ্রৌতপন্থায়) লব্ধ ভগবজ্ জ্ঞানকে বলা হইয়াছে অর্থাৎ যাহার দ্বারা ভগবানের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করা যায় তাহাই যথার্থতঃ জ্ঞান ; জড়জ্ঞান অপেক্ষা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান শ্রেষ্ঠ এবং তাহা অপেক্ষাও ভগবজ্ জ্ঞান কোটিগুণে শ্রেষ্ঠ, তাই ইহা সর্ব্বোপরি গুহ্য। ভগবজ্ জ্ঞান লাভকারীর সংখ্যাও অত্যন্ত দুর্লভ, গীতায় সেইহেতু শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ (৭।৩)

"হে অর্জ্জুন, অসংখ্য জীবের মধ্যে কদাচিৎ কেহ মনুষ্য হয়, সহস্র সহস্র মনুষ্য মধ্যে কেহ কেহ কল্যাণ সিদ্ধির জন্য যত্নবান্ হন। সহস্র সহস্র সিদ্ধদিগের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে অর্থাৎ আমার ভগবৎস্বরূপের তত্ত্ব অবগত হয়; এই প্রসঙ্গে শ্রীভাগবতে পরীক্ষিৎ মহারাজও বলিয়াছেন,—

রজোভিঃ সমসংখ্যাতাঃ পার্থিবৈরিহ জন্তবঃ।
তেষাং যে কেচনেহন্তে শ্রেয়ো বৈ মনুজাদয় ॥
প্রায়ো মুমুক্ষবস্তেষাং কেচনৈব দ্বিজোত্তম।
মুমুক্ষূণাং সহস্রেষু কশ্চিন্মুচ্যেত সিধ্যতি ॥ (১৬।১৪।৩-৪)

বালুকণাকে যেরূপ সংখ্যা করা যায় না, জীবদিগকেও তদ্রূপ সংখ্যা করা যায় না, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিত্যমঙ্গল অন্বেষণ করেন। যে-সকল লোক শ্রেয়ঃ অন্বেষণ করেন, তন্মধ্যে কেহ কেহ মুমুক্ষু, সহস্র সহস্র মুমুক্ষুলোকের মধ্যে কেহ কেহ তত্ত্বসিদ্ধি লাভ করিয়া মুক্ত হন।" এই সুদুর্লভ ভগবজ্জ্ঞান ভগবদুপলব্ধির সহিত সংযুক্ত হইলে তাহাকে যথার্থ 'বিজ্ঞান' বলা হয়। শ্রীবামনপুরাণে কথিত আছে,—

যেন যেন যথা জ্ঞাত্বা নিয়তং মুক্তিরাপ্যতে।
তদ্বিজ্ঞানমিতি প্রোক্তং জ্ঞানং সাধারণং স্মৃতম্ ॥

অর্থাৎ, যে-যে উপায়ে যে-ভাবে জানিলে সর্ব্বদা মুক্তি অর্থাৎ বিষ্ণুপাদপদ্ম লাভ করা যায়, তাহা 'বিজ্ঞান' নামে কথিত এবং সাধারণভাবে 'জ্ঞান' নামে স্মৃত হয়।" জ্ঞানের মধ্যে যে রহস্যের কথা বলা হইয়াছে তাহা প্রেম-ভক্তির রহস্য। সেই রহস্যের অঙ্গ অর্থাৎ প্রেমভক্তির অঙ্গকে সাধনভক্তি বলা হয়।

ভগবান্ বিজ্ঞানময়, অতএব তাহাকে জানা হইলেই সমস্ত কিছুই জানা হয়। এই প্রসঙ্গে বিষ্ণুপুরাণে (২।১২।৪২-৪৩) উল্লেখিত আছে। তস্মান্ন বিজ্ঞানমৃতেঽস্তি কিঞ্চিৎ ক্বচিৎ কদাচিৎ দ্বিজ বস্তুজাতম্। বিজ্ঞানমেকং নিজকর্ম্মভেদবিভিন্নচিত্তৈর্বহুধাভ্যুপেতম্ ॥" জ্ঞানং বিশুদ্ধং বিমলং বিশোকম-শেষলোভাদিনিরস্তসঙ্গম্। এবং সদৈকং পরমঃ পরেশঃ স বাসুদেবো ন যতো-ঽন্যদস্তি ॥" অর্থাৎ বিজ্ঞানাতিরিক্ত আর কোন বস্তুই কখন কোথাও নাই,

নিজ কর্ম্মভেদে বিভিন্নচিত্ত ব্যক্তিসকল ঐ একই বিজ্ঞান বস্তুকে বহুধা দর্শন করিতেছে। ঐ বিজ্ঞানই আত্মা, উহা বিশুদ্ধ, বিমল, বিশোক; অশেষ-লোভাদি-নিরস্ত সঙ্গ, সদা একরূপ ঐ আত্মাই পরমেশ্বর বাসুদেব; বাসুদেব হইতে অন্য কিছু নাই।" শ্বেতাশ্বতর (৪।১২) উপনিষদেও উক্ত হইয়াছে,—

যদাতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রির্নসন্ন চাসচ্ছিব এব কেবলঃ।
তদক্ষরং তৎসবিতুর্বরেণ্যং প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী॥

"যে-সময়ে 'অ-তম' অর্থাৎ জ্ঞানের প্রকাশ হয়, তখন প্রাকৃত দিবা বা রাত্রি থাকে না, সৎ ও অসৎ থাকে না, অর্থাৎ দ্বৈতে ভদ্রাভদ্রজ্ঞানরূপ মনো-ধর্ম্ম বিলুপ্ত হয়, কেবল পরমমঙ্গলময় অদ্বয়জ্ঞান ভগবানই থাকেন, তিনিই অক্ষর, তিনি সবিতার বরণীয় তেজ, তাহা হইতেই সনাতন জ্ঞান প্রকাশিত হয়।" এই প্রসঙ্গে শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু 'গোবিন্দভাষ্যে' ব্রহ্মসূত্রের (২।১।১৪) 'তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ' শ্লোকের ব্যাখ্যা যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে বলা হইতেছে,—

"চিজ্জড়াত্মক' ব্রহ্মই সমস্ত জগতের উপাদান কারণ, সেই ব্রহ্ম হইতে জগৎ ভিন্ন নহে,—হৃদয়ে এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া উপাদানভূত ব্রহ্মকে জানিলে সমস্ত জগতকে জানিতে পারা যায়। একমাত্র মৃৎপিণ্ডকে জানিলেই সেই মৃৎপিণ্ডরূপ উপাদান হইতে সমুদ্ভূত ঘটনাদি সমুদায় পদার্থকে জানিতে পারা যায়, ইহার কারণ এই—মৃৎপিণ্ড ও ঘট উভয়ের কোনরূপ অতিরিক্ততা নাই, তদ্রূপ সকলের উপাদানভূত ব্রহ্মকে জানিলেই তাঁহার উপাদেয় সমস্ত জগতকেও জানিতে পারা যায়। মৃৎপিণ্ডের কম্বুগ্রীবাদিরূপ সংস্থান সম্বন্ধ সংঘটিত হইলে বাক্‌পূর্ব্বক ব্যবহারের জন্য তাহার বিকার নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।"

ছান্দোগ্য উপনিষদেও (৬।১।৪) উল্লেখিত আছে,—'যথা সৌম্যেকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্, অর্থাৎ "হে সৌম্য, একমাত্র মৃত্তিকার বিষয় জানিতে পারিলেই তাহা হইতে উৎপন্ন ঘট প্রভৃতি মাটির পাত্রগুলির বিষয় জানা যায়; যেহেতু ঐ পদার্থগুলি মৃত্তিকারই রূপান্তর, নাম মাত্র ভিন্ন।" শ্রুতিতে (ছাঃ ৬।১।৩) আরও বলিয়াছেন,—"এবং চাবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং ভবতি।" পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনেও পাওয়া যায়। "একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং ভবতি," অর্থাৎ 'একের বিষয়

অবগত হইলেই সকল বিষয় জানা যায়।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—কার্য্যের মূল কারণ অবগত হইলে তৎকার্য্যেরও উপলব্ধি আপনা হইতে হইয়া থাকে, যেমন মৃৎপিণ্ডের জ্ঞানে তজ্জাত দ্রব্যের উপলব্ধি হয়, সেইরূপ সর্ব্ব-কারণকারণ ভগবানের বিষয় জানিতে পারিলে আর কোন বিষয়ের অজ্ঞানতা থাকে না। অতএব ভগবজ্‌জ্ঞানই এক মাত্র সত্য, পরমভাগবত ভরতমুনি শ্রীভাগবতে (৫।১২।৮-১১) ইহাই কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

ভগবান্ কর্ত্তৃক ব্রহ্মাকে উপদিষ্ট জ্ঞানং মে পরমং গুহ্যং শ্লোকের প্রথম চরণের অর্থাৎ "জ্ঞানং যে পরমং গুহ্যং" প্রতিপাদ্য বিষয় চতুঃশ্লোকীয় ভাগবতের প্রথম শ্লোক 'অহমেবাসমেবাগ্রে' তে পূর্ণভাবে বিস্তৃত। এই শ্লোকে ভগবত্তত্ত্ব, ভগবৎস্বরূপ ও তাঁহার গুণ ও লীলা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। 'যদ্বিজ্ঞান সমন্বিতং' চরণের প্রতিপাদ্য বিষয় চতুঃশ্লোকীয় ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোক 'ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত' তে পূর্ণভাবে বিস্তৃত। এই শ্লোকে ভগবৎ-স্বরূপ-তত্ত্ব হইতে পৃথক্‌রূপে প্রতিভাত মায়াতত্ত্ব এবং সেই মায়াতত্ত্বের সম্বন্ধজনিত মায়াশক্তির বশযোগ্য জীবতত্ত্ব ও জীবের ভোগায়তন জড়তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে, চতুঃশ্লোকীয় ভাগবতের প্রথম দুইটি শ্লোকে সম্বন্ধজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত 'সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ' চরণের প্রতিপাদ্য বিষয় চতুঃশ্লোকীয় ভাগবতের তৃতীয় 'যথা মহান্তি' শ্লোকে পূর্ণভাবে বিস্তৃত, এই শ্লোকে জীব ও জড় হইতে ভগবত্তত্ত্বের অচিন্ত্যভেদাভেদ সত্ত্বেও ভগবানের নিত্যস্বরূপের পৃথগাবস্থান ও জীবগণের তাঁহার চরণাশ্রয়ক্রমে মহাপ্রেম সম্পত্তিলাভ 'প্রয়োজন' তত্ত্ব কথিত হইয়াছে। 'গৃহান গদিতং ময়া' এই শেষ চরণ চতুঃশ্লোকীয় ভাগবতের শেষ শ্লোক' এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং' তে পূর্ণভাবে বিস্তৃত। এই শ্লোকে পরম প্রয়োজন লাভের একমাত্র উপায় স্বরূপ সাধন-ভক্তি বর্ণিছ হইয়াছে। সাধনভক্তির অন্তর্গত প্রেমভক্তি প্রাপ্তির বিধিসকলকে আনুকূল্যভাবে 'অন্বয়' এবং তৎপ্রাপ্তির বাধকরূপ প্রাতিকূল্যজনক ক্রিয়া-সকলকে নিষেধমধ্যে পরিগণিত করিয়া 'ব্যতিরেক' শব্দে উক্ত করা হইয়াছে। সাধনতত্ত্বের নাম অভিধেয়। অতএব জগৎ জীবের কল্যাণের জন্য ভগবান ব্রহ্মাকে 'সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন'—এই তিন তত্ত্ববিজ্ঞানের উপদেশ করিয়াছিলেন। (ক্রমশঃ)

— শ্রীবলভদ্রদাস ব্রহ্মচারী, বি এস্-সি

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

ভক্তবৃন্দসহ সনাতনধর্ম্ম প্রচারার্থে সুন্দরবনে শুভাগমন করিলে

শ্রীগুরুচরণে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন

মহামহীয়ান গুরুগরীয়ান ভক্তি-বাঞ্ছাকল্পতরু।
জিতেন্দ্রিয় বীর জ্ঞানবান ধীর করুণাসাগর প্রভু॥
এ সংসার হোক মরুস্থানরূপী শান্তি-সুধা-পারাবার
গুরু মোক্ষধাম তারক ব্রহ্মনাম গুরু ইষ্ট সারাৎসার।
গুরু কর্ণধার ভবসিন্ধুপার হ'তে শুভ পদতরণী।
শ্রীপাদ-পরশে হৃদয় সরসে পবিত্র হ'ল এই ধরণী॥
পাপতাপ ভয় গুরুনামে লয় নাশে মোহ ভূমণ্ডলে।
পতিত পাবন অনাথ শরণ কোটি তীর্থ পদতলে॥
গুরু-নামৌষধি নাশে সর্ব্বব্যাধি হে গুরু জ্যোতির্ম্ময়!
এ সংসার-আশ কেটে মায়াপাশ কর মোরে নির্ভয়॥
কৃতী অবদান অমৃত সন্তান অগস্ত্যরূপেই হেথা।
সুন্দরবনে সবাকার মনে সরাও বিন্ধ্য-বাধা॥
অবিদ্যা বিনাশী দাও জ্ঞানরাশি প্রেমের পরশমণি।
অজ্ঞ-অন্ধকার ঘুচাও সবার দাও গুরু মধুবাণী॥
ভক্তি-অনুরাগে প্রাণ সদা জাগে হে গুরো বৃহস্পতি!
জনমে জনমে মজি যেন প্রেমে তব পদে থাকে মতি॥
শ্রীনন্দনন্দন নিধিকল্প ধন যতন রতন খনি।
অবনী নিলয় মিলন-মলয় জীবনের সুখ মানি॥
জন্মমৃত্যু ক্ষয় হয়, নামে জয় যেন নারায়ণ শ্রীহরি।
ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি লহ পদে তুলি শ্রীপাদ সদাই নেহারি॥
কতো জন্ম জীব হে প্রিয় বান্ধব ইহ পরকাল ত্রাতা।
তুমি বন্ধু সখা দেহ বৃক্ষশাখা ভাই ভগ্নি-মাতা-পিতা॥
আত্মার আত্মীয় সর্ব্ব শুভময় গুরুকৃপা ভক্তি-তট।
মথুরা ভুবন নব বৃন্দাবন নিম্বমূল বংশীবট॥

তোমারি ধেয়ানে জনমে মরণে শয়নে স্বপনে জাগি ।
অভয় চরণে রেখো হে শরণে এই বর শুধু মাগি ॥
তুমি পরিজন দারাসুত ধন তুমি বিনে সব অন্ধকার ।
তোমার স্বরূপ নেই অনুরূপ ঘুচাও হৃদয়ের আঁধার ॥
শতসহস্র কোটি অজস্র ভকতি নমস্কারে ।
ভাসি অশ্রুজলে শ্রীচরণ-তলে প্রণমি হে বারে বারে ॥

পোঃ ও গ্রাম দক্ষিণ কাশীনগর
২৪ পরগণা

সভক্তি প্রণত—
শ্রীসীতানাথ ভট্টাচার্য্য

কেদারপুর মহাকালী সিনেমাহলে দুদিনব্যাপী ধর্ম্মসভায়
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি-অধ্যক্ষ
পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের
অমূল্যভাষণ শ্রবণে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য

হে বরেণ্য, হে পূজ্যপাদ, হে জ্ঞানবীর ! কেদারপুরে দুর্দিনব্যাপী এই পবিত্র ধর্ম্মসভায় আপনার অমূল্য ভাষণ শ্রবণে মুগ্ধ হয়েছি । অজ্ঞান-অন্ধকারকে বিদূরিত করিতে নবদিগন্তের আলোকবর্ত্তিকা উদ্ভাসিত হওয়ায় এই কেদারপুর পবিত্র ও ধন্য হইয়াছে । আপনার শুভাগমনে মধুময় হোক আমাদের এ ক্ষুদ্র জীবন-বীরা । শ্রীভগবানের কাছে আপনার সুস্থ ও দীর্ঘ জীবনের জন্য প্রার্থনা জানাইয়া আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিতেছি । ইতি—

বিনয়াবনত—
শ্রীগুণধর মণ্ডল, কোবিদ্
শিশুকাব ও কাগজশিল্প

সাং— লাক্ষীবাড় ঠাকুরচক্
পোঃ—লাক্ষী (মেদিনীপুর) ।

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা
ও
শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী **শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** নির্দ্দেশে বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য **শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের** আনুগত্যে প্রতি-বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব পালন করিয়া আসিতেছেন। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপায় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পরিক্রমার যাত্রীসমাগম হেতু নবনির্ম্মিত যাত্রীনিবাস ও অন্যান্য ভবনের প্রতিছাদে তাঁবু খাটাইয়াও সঙ্কুলান দিক চিন্তা করিয়া এবৎসর ৩ দিন শ্রীধাম-পরিক্রমার ব্যবস্থা করা হয় এবং যাত্রীগণকে প্রচার-পত্রে, নিমন্ত্রণ-পত্রাদিতে পরিক্রমার আরম্ভের পূর্ব্বদিন ২৯শে ফাল্গুন, ১৩৯০ (১৩ই মার্চ্চ, ১৯৮৪) মঙ্গলবার আসিবার জন্য উল্লেখ করা ছিল। তথাপি যাত্রীগণ অন্যান্য বৎসরের ন্যায় পরিক্রমা আরম্ভের দুই তিন দিন পূর্ব্বেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ব্যবস্থা-পত্রানুসারে প্রস্তুতির পূর্ব্বেই যাত্রী-সমাগম হইলে শ্রবণ-কীর্ত্তনের জন্য যে লোক-সংগ্রহ-প্রচেষ্টা তাহা কীর্ত্তনাদির অভাবে বৃথালাপে লোক-সংঘট্টে পরিণত হয়। তাই ২৯শে ফাল্গুন মঙ্গলবার সমাগত যাত্রীগণকে লইয়া শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীশ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি-মন্দির দর্শনে যাইয়া তাঁহার অতিমর্ত্ত্য চরিতাবলী কীর্ত্তন এবং একাদশীর মহিমাও কীর্ত্তন করা হয়। সন্ধ্যায় নাট্যমন্দিরে শ্রীধাম-পরিক্রমার অধিবাস উদ্দেশে কীর্ত্তন ও বক্তৃতা হইয়াছিল।

৩০শে ফাল্গুন, ১৩৯০ (১৪ই মার্চ্চ, ১৯৮৪ বুধবার শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমার ২য় দিবস। সকালে একাদশীর পারণ করিয়া পরিক্রমা-পার্টী পাল্কীতে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গসহ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ সেতু হইয়া শ্রীনৃসিংহ-পল্লী যাত্রা করেন। গোদ্রুম, সুরভিকুঞ্জ, সুবর্ণবিহারের মহিমা শ্রবণ-কীর্ত্তনান্তে পরিক্রমার যাত্রীগণ দেবপল্লীতে শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দিরে উপস্থিত হন। তথায় নৃত্যকীর্ত্তনের পর শ্রীনৃসিংহদেবের মহিমা ও স্থান-মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়। প্রতিবৎসর এখানে মধ্যাহ্নে প্রসাদ সেবার ব্যবস্থা হইত। দুই বৎসর যাবৎ এখানে জলের অভাবে রান্নার ব্যবস্থা হয় নাই।

আমাদের দুর্ব্যবহারে প্রকৃতিদেবী অসন্তুষ্টা হইয়া বৈভবসমূহ অন্তর্হিত করিতেছেন ; তাই জলাশয় শুকাইয়া গিয়াছে, ছায়াদানকারী বৃক্ষ অপ্রকট হইয়াছেন। আমরা শ্রীকৃষ্ণের আনন্দোৎসব হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। শ্রীনৃসিংহপল্লীর প্রাকৃতিক শ্রীহীন-দশা যেন সেই কথাই আজ স্মরণ করাইয়া দিতেছে। শ্রীহরিহরক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে চিড়া দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। সন্ধ্যায় পরিক্রমার যাত্রীগণ মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সন্ধ্যারতি ও তুলসী পরিক্রমার পর ভক্তগণের প্রসাদ সেবার ব্যবস্থা করা হয়।

১লা চৈত্র, ১৩৯০ (১৫ই মার্চ্চ) বৃহস্পতিবার শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমার দ্বিতীয় দিবস। সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটী ও জহ্নুদ্বীপ একই সাথে পরিক্রমা হইল। বড় কোবলায় মধ্যাহ্নে ভোগরাগ ও যাত্রীগণের প্রসাদ সেবার ব্যবস্থা হয়। গ্রামবাসী নরনারী সকলেই মিলিত হইয়া সেবার স্থান পরিষ্কার, মঞ্চনির্ম্মাণ, পানীয়জল আনয়ন, যাত্রীগণের সুবিধার জন্য আনুসঙ্গিক দ্রব্যাদি নিয়ে আসা এবং পরিক্রমা পার্টিকে স্বাগত অভিনন্দন, প্রসাদ বিতরণে সুষ্ঠু পরিবেশনাদির জন্য যুবক-ছেলেমেয়েদের সেবা-প্রচেষ্টায় দেশের দূরদূরান্তরের যাত্রীগণের ধন্যবাদার্হ লাভ করিয়াছে ও শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাভাজন হইয়াছেন।

ঐ দিবস ঈশোদ্যান হইতে শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘের পরিক্রমা পার্টী শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আসিয়াছেন। পূজ্যপাদ ত্রিশ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ অকিঞ্চন মহারাজ ও শ্রীশ্রীল ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ পরস্পর পরস্পরের গুরু-দেবের ও আশ্রিত-জনের প্রতি প্রীতির কথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিক্রমা পার্টী'ও আসিয়াছেন। পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ শ্রীধাম-পরিক্রমার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলে পর তাঁহারা চাঁপাহাটীর দিকে অগ্রসর হন। অদ্য শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘ ও শ্রীচৈতন্য মঠের পরিক্রমা পার্টী একে একে চাঁপাহাটী পরিক্রমা করেন। সন্ধ্যায় আমাদের পরিক্রমা পার্টি মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সন্ধ্যারতির পর কীর্ত্তনানুষ্ঠান হয়। এইদিন পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-বেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ কীর্ত্তনানন্দে বিভোর হইয়াছিলেন।

২রা চৈত্র, ১৩৯০ শুক্রবার শ্রীধাম-পরিক্রার শেষ দিবস শ্রীমায়াপুর দর্শন। শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ-বিহারীজীউর মঙ্গলারতি দর্শন করিয়া শ্রীমায়াপুর যাত্রার

জন্য যাত্রীগণ প্রস্তুত হন। গঙ্গাপার হইয়া শ্রীমায়াপুর দর্শন করেন। নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের ও নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজের সমাধি-মন্দির তাঁহাদের শ্রীবিগ্রহগণের দর্শন ও দণ্ডবৎ প্রণাম করেন। ঈশোদ্যানে শ্রীগৌর-নিতাইনন্দ ও শ্রীরাধাগোবিন্দের মন্দিরাদি দর্শনান্তে শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি মন্দিরে কীর্ত্তন ও শ্রীল প্রভুপাদের জীবনী ও তাঁহার অবদান সম্বন্ধে বক্তাগণ বক্তৃতা করেন। শ্রীচৈতন্য মঠের শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর দর্শন ও পরিক্রমা করিয়া শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি মন্দির পরিক্রমান্তে শ্রীল প্রভুপাদের ভজনকুটীর দর্শন করেন। অবিদ্যা-হরণ নাট্য-মন্দিরে কীর্ত্তন ও বক্তৃতা হয়। তদনন্তর পরিক্রমা পার্টি শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর কৃপালব্ধ চাঁদকাজীর সমাধি দর্শনে যান। চাঁদকাজী মহাপ্রভুর কীর্ত্তনদলের খোল ভাঙ্গিয়া যে অপরাধ করিয়াছেন তজ্জন্য তাহাকে শাসন করেন। কাজী মহাপ্রভুর শরণাগত হইলে তাহাকে কৃপা করেন এবং তিনি অপ্রকট হইলে মহাপ্রভু নিজহাতে কাজীকে সমাধি দিয়া ভক্তের নিদর্শন-স্বরূপ এই স্থানে চাপাগাছের ডালটি রোপণ করেন। 'যেই ভজে সেই শ্রেষ্ঠ অভক্ত হীন ছার। কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার॥' মধ্যাহ্নে যাত্রীগণ যোগপীঠে শ্রীশচীমাতার অঙ্গনে অতিথি হইলে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির ব্যবস্থাপনায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোগরাগ হয়। আহূত, অনাহূত, রবাহূত নির্ব্বিশেষে সকলকেই মহাপ্রসাদ দানে পরিতৃপ্ত করেন। অপরাহ্নে শ্রীমন্মহা-প্রভুর বিজয়-বিগ্রহ তাঁহার অনুগামী যাত্রীগণকে লইয়া শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং মঠে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও দোল-পূর্ণিমার অধিবাস কীর্ত্তন-পাঠ অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আবির্ভাব
ও
শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের দোলযাত্রা

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদবিহারীজীউর মঙ্গলারতি ও শ্রীতুলসী-মন্দির-পরিক্রমা করিয়া প্রভাতী কীর্ত্তনের আসর বসে। কীর্ত্তনের পর শ্রীচৈতন্যভাগত পারায়ণ হয়। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় ত্রিদণ্ডিপাদগণ, বাবাজী মহারাজ, ব্রহ্মচারী ও অনেক গৃহস্থাশ্রমী বৈষ্ণবগণ একে একে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ করেন। চাতুর্ম্মাস্যের পূর্ণিমা ছাড়া প্রতি পূর্ণিমায় ক্ষৌরকার্য্য

করিতে হয়। নতুন অনেকেই মস্তকমুণ্ডন করিয়া শ্রীহরিনাম-দীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য মস্তকমুণ্ডন হইয়া শিখাদি ধারণপূর্ব্বক বৈষ্ণববেশ গ্রহণ করেন।

সকাল হইতে সমিতির সভাপতি-আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তি-বেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ বৈষ্ণবগণের আনুমত্যানুসারে শ্রীহরিনাম ও দীক্ষা সম্প্রদান করেন।

শ্রীবিগ্রহগণ নূতন সাজে সজ্জিত হইয়াছেন। প্রথানুসারে ভক্তগণ আবির আনিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবের শ্রীচরণে দিয়া পায়ে পরিয়া প্রণাম করাতে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের পদরজে রঞ্জিত হইয়া যেন নিজেকে ধন্য মনে করিতেছেন। সাধারণ মানুষ ভক্তাঙ্গসমূহকে আমোদ-প্রমোদে পর্য্যবসিত করিয়া পারমার্থিক সৌম্যশালীন ব্যবহারকে ক্রিড়া-কৌতুক ধারায় সমাজকে ভীতিপ্রদ করিয়া থাকে। সন্ধ্যায় নাম সংকীর্ত্তনের মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবোপলক্ষে সন্ধ্যারাত্রিক দর্শনার্থী হরিসংকীর্ত্তন নাট্যমন্দিরে সমবেত হইলে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে জন্মলীলা পাঠ, হরিধ্বনি, উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি করিয়া ঠাকুরের অভিষেকাদি সমাপ্ত হয়। সন্ধ্যারতির পর একটি মহতি ধর্ম্মসভার আয়োজন হইলে উক্ত সভায় পরমারাধ্য শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমৎ ভক্তিজীবন জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ, শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ, শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ প্রভৃতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব অবদান ও শ্রীধাম-পরিক্রার কথা কীর্ত্তন করেন। ফলমূল অনুকল্পের পর রাত্রে চলচ্চিত্র-যোগে শ্রীকেদার-বদ্রী, দ্বারকা-ব্রজমণ্ডল ও শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমার চিত্র প্রদর্শিত হয়। নাম সংকীর্ত্তন, প্রদর্শনী প্রভৃতি দ্বারা পূর্ণিমার নিশি অতিবাহিত হইয়াছে।

পরদিবস সকালে শ্রীগৌর-পূর্ণিমার পারণ করিয়া যাত্রীগণের অনেকে স্ব-স্ব-স্থানে যাত্রা করেন। সাধারণ মহোৎসবের দিন সকাল ৬টা হইতে বৈকাল ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত আগন্তুক সকল জনসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা কয়। এক সপ্তাহব্যাপী এই মহোৎসব অনুষ্ঠানে লক্ষাধিক লোক প্রসাদ পাইবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন।

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-তিথিতে

শ্রীমচ্চৈতন্যদাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ জীবের ভব-ব্যাধি ও দেহ-ব্যাধি দূর করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা ও শ্রীগৌড়ীয় দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। সেই চিকিৎসালয়ে মহারাজের চরণাশ্রিত শ্রীবসুদেব প্রভু সুদীর্ঘকাল চিকিৎসা করা কালে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের নিকট বেষাশ্রয় গ্রহণ করিয়া শ্রীশ্রীমদ্ চৈতন্যদাস বাবাজী মহারাজ নামে পরিচিত হন। তিনি শুধু দেহ-চিকিৎসকই নহেন; মৃদঙ্গ-বাদন, মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন, কাগজ কাটিয়া উৎসবাদিতে সাজসজ্জার উপকরণ প্রস্তুত প্রভৃতি সেবা-কাজে নিপুণ ছিলেন। প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যায় আরতি, পাঠকীর্ত্তনে যোগদান তাঁহার নিয়মানুবর্ত্তিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন প্রভৃতি তাঁহার নিরভিমান চরিত্র সাধকগণের আদর্শস্থানীয়। যেমন জীবন-যাত্রায় কাহাকেও উদ্বেগ না দেওয়া মহাজন-বাণী—"এ দেহের ক্রিয়া অভ্যাসে করিব জীবন যাপন লাগি। শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে অনুকূল যাহা তাহে হ'ব অনুরাগী॥ ভজিতে ভজিতে সময় আসিলে এ দেহ ছাড়িয়া দিব।" —প্রভৃতি অভ্যাস পালন করিয়া সেই সময়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমার অধিবাস দিবস ২৯শে ফাল্গুন, ১৩৯০ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তাঁহার ভীষণ জ্বর। দুইজন এ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার আনিয়া তাঁহাকে দেখান হয়। পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ তাঁহার সেবায় আমাকে নিযুক্ত করেন। ক্রমান্বয়ে সুস্থ হইয়া দোল-পূর্ণিমার দিবসে সকাল বেলা আপন মনে গুণ্ গুণ্ করিতে করিতে গুরু-বন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব প্রভৃতি কীর্ত্তন করেন। "জনম মরণে আমার আশ্রয় সেই।" পদটি বার বার আবৃত্তি করিতে থাকেন। বৈকালে পুনরায় জ্বর আসে, মাথায় জল ঢালিতে ও ঔষধ সেবন করাইলে জ্বর একেবারে কমিয়া যায়। পূর্ণিমার অনুকল্প-পথ্য গ্রহণ করিয়া তিনি স্বাভাবিকভাবে যেন হরিনাম করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়েন। নিতান্ত অযোগ্য সেবকাভিমানীর সেইয়ে তাঁহার অন্তীম সেবা অঙ্গীকার। সকালে বৈষ্ণবগণ সকলেই তাঁহার বিরহে মর্ম্মাহত হইয়া পরেন। পরিক্রমায় সমবেত সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থাশ্রমী বৈষ্ণবগণ হরিনাম

কীর্ত্তন করিতে করিতে নাট্যমন্দিরে তাঁহার অপ্রাকৃত কলেবরকে সমিতির সভাপতি-আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশে খাটে পুষ্পাদিদ্বারা সাজাইয়া সমাধি আশ্রমে লইয়া যাওয়া হয়। গঙ্গাস্নান, নূতন বস্ত্র পরিধান, তিলক ধারণ ও চন্দনদ্বারা বক্ষে সন্ন্যাস-মন্ত্র লিখিত হইলে গৌরাঙ্গ-সেতুর সন্নিকটে শ্রীত্রিগুণাতীত সমাধি আশ্রমে তাঁহার সমাধি হয়। পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমদ্ আশ্রম মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডী মহারাজ, পূজ্যপাদ সন্ন্যাসী মহারাজ, পূজ্যপাদ আচার্য্য মহারাজ ও আরও শত শত বৈষ্ণববৃন্দ উপস্থিত হইয়া বহু ভক্তবৃন্দের উপস্থিতিতে সমাধির কার্য্য সম্পন্ন হয়। সমাধি সম্পূর্ণ হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্ম্মাল্য প্রসাদ-দ্বারা বাবাজী মহারাজের সমাধিপীঠে ভোগ ও আরতি হইলে সমবেত ভক্তগণ বৈষ্ণবের প্রতি নিবেদিত মহামহাপ্রসাদ সেবা করিয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

সন্ধ্যায় শ্রীবিগ্রহের আরতি ও তুলসী-মন্দির পরিক্রমা হইলে নাট্যমন্দিরে একটি বিরহ-সভার অধিবেশন হয়। পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। উক্ত সভায় পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ বাবাজী মহারাজের সরল-সাদাসিধে জীবনযাত্রা, ত্রিসন্ধ্যা কীর্ত্তনে যোগদানের নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সর্ব্বোপরি তাঁহার অপ্রকটে শ্রীধাম-পরিক্রমায় কিছু অসুবিধায় পরিতে হয় নাই। পরিক্রমার সমাপ্তি ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব তদুপলক্ষে সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থাশ্রমী, ব্রহ্মচারী ও শত শত গৃহস্থ ভক্তের সমাবেশ বিপুল শোভাযাত্রা এমনভাবে বড়ই দুর্লভ। কিন্তু মহারাজের নিষ্কপট ভজনে যেন সবই মিলিয়াছে। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে শ্রীমদ্ চৈতন্যদাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব শ্রীশ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের একটি পয়ার স্মরণ করাইয়া দেন—"এসব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ। আবির্ভাব-তিরোভাব—এই কহে বেদ॥"

—শ্রীসদাশিবদাস ব্রহ্মচারী



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য।
আত্ম ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৩৬শ বর্ষ | ২ বামন, গর্ভোদশায়ী ৪৯৮ গৌরাব্দ
৩২ জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ১৩৯১ : ইং ৫।৬।১৯৮৪ | ৪র্থ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীবল্লভগবদ্ভাষ্টকম্

[শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরাচিতম্]

স্ব-জন্মন্যৈশ্বর্য্যং বলমিহ বধে দৈত্যবিততে-
র্যশঃ পার্থ-ত্রাণে যদুপুরি মহাসম্পদমধাৎ।
পরং জ্ঞানং জিষ্ণৌ মুষলমনু বৈরাগ্যমনু যো-
ভগৈঃ ষড়্ভিঃ পূর্ণঃ স ভবতু মুদে নন্দতনয়ঃ ॥ ১ ॥

যিনি স্বীয় আবির্ভাবে ঐশ্বর্য্য, দৈত্যগণের বিনাশে বল, যুধিষ্ঠির রক্ষণে যশঃ, যদুপুরে সুধর্ম্মাখ্যসভা স্থাপনে ও পারিজাত আনয়নাদি মহাসম্পদ, অর্জ্জুনে (শ্রীমদ্ভগবতগীতানিষ্ঠ) পরমতত্ত্বজ্ঞান এবং (মুষলদ্বারা) যদুবংশ

নাশে পরম বৈরাগ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, উক্ত প্রকার ছয়টি ভাগের (**ষড়ৈশ্বর্য্যের**) দ্বারা পরিপূর্ণ-স্বরূপ সেই শ্রীনন্দনন্দন আমাদের আনন্দ বিধান করুন ॥ ১ ॥

চতুর্বাহুত্বং যঃ স্বজনি সময়ে যো মৃদশনে
জগৎকোটী কুক্ষ্যন্তরপরিমিতত্বং স্ববপুষঃ ।
দধিস্ফোটে ব্রহ্মণ্যতনুত পরাস্ততনুতাং
মহৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণঃ স ভবতু মুদে নন্দতনয়ঃ ॥ ২ ॥

যিনি স্বীয় আবির্ভাব সময়ে দেবকী ও বসুদেবের নিকটে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি প্রকট করিয়াছিলেন, মৃদ্‌ভক্ষণ-লীলায় স্বীয় মুখাভ্যন্তরে জননীকে জগৎ-কোটী দেখাইয়াছিলেন, দধিভাণ্ড-ভঙ্গলীলাতে নিজদেহের কুক্ষিগত পরিচ্ছিন্নত্ব ও বৎস-হরণ লীলায় ব্রহ্মার বিস্ময়ের নিমিত্ত অনন্তবিগ্রহ বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই মহা ঐশ্বর্য্যপরিপূর্ণ শ্রীনন্দনন্দন আমাদের আনন্দ বিধান করুন ॥ ২ ॥

বলং বক্ষ্যাং দন্তচ্ছদনবরয়োঃ কেশিনি নৃগে
নৃপে বাহ্বোরঙ্ঘ্রেঃ ফণিনি বপুষঃ কংস-মরুতোঃ ।
গিরিত্রে দৈত্যেষ্বপ্যতনুত নিজাস্ত্রস্য যদতো-
মহোজোভিঃ পূর্ণঃ স ভবতু মুদে নন্দতনয়ঃ ॥ ৩ ॥

যিনি ওষ্ঠ ও অধর-দ্বারা মায়াবিনী পূতনার স্তন-পানচ্ছলে প্রাণ হরণ করিয়া ওষ্ঠধরের বল, কেশী-নামক দৈত্যে ও ইক্ষ্বাকুবংশীয় নৃগ-নামক নৃপে বাহুযুগলের বল, কালিয় নাগের চরণের বল, কংস ও বায়ুরূপী তৃণাবর্ত্তের প্রতি স্বীয় বিগ্রহের বল এবং শ্রীমহাদেব ও দৈত্যগণে নিজাস্ত্রসমূহের বল বিস্তার করিয়াছিলেন, মহাবীর্য্য পরিপূর্ণ সেই শ্রীনন্দনন্দন আমাদের আনন্দ বিধান করুন ॥ ৩ ॥

অসংখ্যাতা গোপ্যো ব্রজভুবি মহিষ্যো যদুপুরে
সুতাঃ প্রদ্যুম্নাদ্যাঃ সুরতরু সুধর্ম্মাদি চ ধনম্ ।
বহির্বারি ব্রহ্মাদ্যপি বলিবহং স্তৌতি যদতঃ
শ্রিয়াং পূরৈঃ পূর্ণঃ স ভবতু মুদে নন্দতনয়ঃ ॥ ৪ ॥

ব্রহ্ম পুরে অসংখ্য ব্রজ-সুন্দরীগণ ও দ্বারকায় রুক্মিণী প্রভৃতি অষ্টোত্তর শতাধিক-ষোড়শ-সহস্র (১৬১০৮) মহিষীগণ, প্রদ্যুম্নাদি সংখ্যাতীত পুত্রগণ,

পারিজাতবৃক্ষ ও সুধর্ম্মাখ্য সভাদি-ধন এবং পুরীর বহির্দ্বারে ব্রহ্মাদি দেবগণও বলিবহ স্বরূপে যাঁহাকে স্তব করিয়া থাকেন, শ্রী-সমূহে পরিপূর্ণ সেই শ্রীনন্দনন্দন আমাদের আনন্দ বিধান করুন ॥ ৪ ॥

যতো দত্তে মুক্তিং রিপুষ্বিততয়ে যন্নরজনি-
র্বিজেতা রুদ্রাদেরপি নতজনাধীন ইতি যৎ।
সভায়াং দ্রৌপদ্যা বয়ঃকৃতিপূজ্যো নৃপমখে
যশোভিস্তৎ পূর্ণঃ স ভবতু মুদে নন্দতনয়ঃ ॥ ৫ ॥

যিনি রিপুগণকেও যথাযোগ্য সালোক্যাদি মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন, নরজন্ম প্রকট করিয়াও রুদ্রাদি দেবগণকে পরাজয় করিয়াছেন, স্বয়ং স্বতন্ত্র হইলেও ভক্তজন-বশবর্ত্তী, সভাস্থলে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ-সময়ে লজ্জানিবারণ বিষয়ে বরদাতা এবং যুধিষ্ঠিরাদির রাজসূয়-যজ্ঞে অগ্রপূজা সম্বন্ধে অতিপূজ্য হইয়াছিলেন, যশঃ-সমূহে পরিপূর্ণ সেই শ্রীনন্দনন্দন আমাদের আনন্দ বিধান করুন ॥ ৫ ॥

ন্যধাদ্গীতারত্নং ত্রিজগদতুলং যৎ প্রিয়সখে
পরংতত্ত্বং প্রেম্নোদ্ধব-পরমভক্তে চ নিগমম্।
নিজপ্রাণপ্রেষ্ঠাস্বপি রসভরং গোপকুলজা-
স্বতো জ্ঞানৈঃ পূর্ণঃ স ভবতু মুদে নন্দতনয়ঃ ॥ ৬ ॥

যিনি প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে ভুবনত্রয়ে তুলনারহিত গীতারত্ন, পরমভক্ত উদ্ধবে প্রীতিসহকারে পরমতত্ত্ব-নিগম এবং নিজ প্রাণাধিকা প্রিয়তমা গোপাঙ্গনাসকলে রসরাশি সমর্পণ করিয়াছেন, নিখিল জ্ঞানে পরিপূর্ণ সেই শ্রীনন্দনন্দন আমাদের আনন্দ বিধান করুন ॥ ৬ ॥

কৃতাগস্কং ব্যাধং সতনুমপি বৈকুণ্ঠনয়ন্-
মমত্বস্যৈকাগ্রানপি পরিজনান্ হন্ত বিজহৌ।
যদপ্যেতে শ্রুত্যা ধ্রুবতনুতয়োক্তাস্তদপি হা
স্ববৈরাগ্যৈঃ পূর্ণঃ স ভবতু মুদে নন্দতনয়ঃ ॥৭॥

যিনি অপরাধকারী জরা-নামক ব্যাধকে সশরীরে বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি করাইয়াছিলেন এবং মমতাস্পদ যদুবংশীয় পরিজনবর্গকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, কি আশ্চর্য্য! যদ্যপি তাঁহারা শ্রুতি-কর্ত্তৃক নিত্যবিগ্রহরূপে কীর্ত্তিত, তথাপি

তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, আহা! এবম্বিধ **অবৈরাগ্যে** পরিপূর্ণ সেই শ্রীনন্দনন্দন আমাদের আনন্দ বিধান করুন ॥ ৭ ॥

অজত্বং জন্মিত্বং রতিররতিতেহারহিততা
সলীলত্বং ব্যাপ্তিঃ পরিমিতিরহন্তামমতয়োঃ।
পদে ত্যাগাত্যাগাবুভয়মপি নিত্যং সদুররী-
করোতীশঃ পূর্ণঃ স ভবতু মুদে নন্দতনয়ঃ ॥৮॥

যিনি জন্মরহিত হইয়াও জন্মশালী আসক্তিযুক্ত হইয়াও আসক্তিশূন্য, নিশ্চেষ্ট হইয়াও সচেষ্ট, সর্ব্বব্যাপক হইয়াও হস্তপদাদিদ্বারা পরিমিত এবং অহন্তা মমতার পাত্রগণের ত্যাগ ও রক্ষণ এই উভয়ই নিত্য অঙ্গীকার করিতেছেন, সেই শ্রীনন্দনন্দন আমাদের বিধান করুন ॥ ৮ ॥

সমুদ্যৎ সন্দেহজ্বরশতহরং ভেষজবরং
জনো যঃ সেবেত প্রথিত-ভগবত্ত্বাষ্টকমিদম্।
তদৈশ্বর্য্যস্বাদৈঃ স্বধিয়মতিবেলং সরসয়ন্
লভেতাসৌ তস্য প্রিয়পরিজনানুগ্যপদবীম্ ॥৯॥

যিনি স্বয়ং ভগবানের উক্ত ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য অনুভবের দ্বারা স্বীয় মতিকে সাতিশয় রস সম্বলিত করিয়া হৃদ্‌গত সন্দেহ-জ্বরসমূহের বিনাশকারী ভেষজ-বরতুল্য এই বিখ্যাত ভগবত্ত্বাষ্টক নিত্যপাঠ করেন, তিনি সেই ষড়ৈশ্বর্য্য-শালী স্বয়ং ভগবানের প্রিয় পরিকরগণের অনুগত পদবী লাভ করিবেন ॥৯॥

আমার প্রভুর কথা

বিষয়ী-কুলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিও গুরু হওয়ার অযোগ্য

আমি একটি বদ্ধজীব; সুতরাং নানা প্রকারে অভাবগ্রস্ত। আমার অভাব পূরণের জন্য আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্য্যন্ত অনেক বিষয় হস্তগত করিবার জন্য আমি ব্যস্ত ছিলাম। মনে করিতাম, বিষয় পাইলেই আমার অভাব পূরণ হইবে। অনেক সময় অনেক দুর্ল্লভ বিষয় লাভ করিলাম, কিন্তু আমার অভাব দূর হইল না। জগতে অনেক মহৎ-চরিত্র ব্যক্তি পাইলাম; কিন্তু তাঁহাদিগের নানা অভাব দেখিয়া তাঁহাদিগের সম্মান দিতে পারিলাম না।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নির্দ্দেশে শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজীকে আদর্শ-জ্ঞান

এহেন দুর্দ্দিনে আমার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া পরম কারুণিক গৌরসুন্দর তদীয় প্রিয়তম-দ্বয়কে আমার প্রতি প্রসন্ন হইবার অনুমতি করিলেন। আমি পার্থিব অহঙ্কারে প্রমত্ত হইয়া জড়ীয় আত্মশ্লাঘা করিতে করিতে নিজ মঙ্গল হারাইয়াছিলাম। কিন্তু প্রাক্তনসুকৃতি-প্রভাবে আমার মঙ্গলময় শুভাকাঙ্ক্ষীরূপে শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদকে পাইয়াছিলাম। তাঁহারই নিকটে আমার প্রভু অনেক সময় শুভাগমন করিতেন এবং অনেক সময় তাঁহার নিকট থাকিতেন। **শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দয়াপরবশ হইয়া আমাকে আমার প্রভুকে (শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজীকে) দেখাইয়া দেন।** প্রভুকে দেখিয়া অবধি আমার পার্থিব অহঙ্কার হ্রাস হইতে থাকে। আমি জানিতাম, নরাকার ধারণ করিয়া সকলেই আমার ন্যায় হেয় ও অধম। কিন্তু আমার প্রভুর অলৌকিক চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমি ক্রমশঃ জানিতে পারিলাম যে, আদর্শ বৈষ্ণব ইহজগতে থাকিতে পারেন। আমার প্রভুর করুণায় ক্রমে ক্রমে আমিও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অলৌকিক চরিত্রের পক্ষপাতী হইলাম।

শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের বিরহ-তিথি ও জীবনী আলোচনার সূচনা

আমার প্রভু ইহ জগতে 'শ্রীগৌরকিশোর দাস' নামে পরিচিত ছিলেন। বিগত বর্ষের চাতুর্ম্মাস্যাবসানে উত্থান একাদশী-দিবসে তিনি অপ্রাকৃত গৌরধামে চলিয়া গিয়াছেন। ইহজগতে মানবের ধারাবাহিক অনুষ্ঠান-সমূহ হইতে মানবকে জানা যায়। এ ক্ষেত্রে আমার প্রভুর ধারাবাহিক জীবনী আমরা সংগ্রহ করিতে পারিব না। তবে আমার সম্মুখে তাঁহার অনুষ্ঠানাবলী এবং তাঁহার সম্বন্ধে যে-সকল কথা আমি শুনিয়াছি, সেইগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিন্ন-হৃদয়-সুহৃদ গৌরহরির পরম-প্রিয়তম পরমহংস বাবাজী মহাশয়ের কয়েকটি কথা আমি লিখিতেছি। এই মহামহোদয়ের যে-সকল কথা আমার অজ্ঞাত, তাহা অপরের জানা থাকিলে, আমাকে জানাইলে আমি কৃতার্থ হইব।

সাধুর বাক্য ও আচরণ আলোচনায় মঙ্গলোদয়

সাধুগণের 'বাক্য' ও 'অনুষ্ঠান' হইতে আমাদের ন্যায় অভাব-বিশিষ্ট জীবগণ তদনুসারে নানা প্রকারে সমৃদ্ধ হইতে পারে। সাধুর চরিত্র ও

অনুষ্ঠানাবলী শুনিলেও অনেক অসাধু-হৃদয় শুদ্ধ হইতে পারে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া পরমহংস বাবাজীর কয়েকটী কথা লিখি।

পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের জন্ম, কুল ও গৃহস্থ-জীবন

আমি শুনিয়াছি, তিনি ফরিদপুরের অন্তর্গত পদ্মাবতী নদীর নিকটস্থ কোন গণ্ডগ্রামে অবর বৈশ্যকুলে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। ন্যূনাধিক ৮০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার আবির্ভাব-কাল। পিতৃদত্ত নাম বংশীদাস। এই মহাত্মা দার পরিগ্রহ করিয়া ২৯ বৎসর যাবৎ গৃহে বাস করেন।

শ্রীল বাবাজী মহারাজের গৃহত্যাগ ও বিভিন্ন ধামে অবস্থিতি

তিনি গৃহস্থ জীবনে অদ্বৈত-আচার্য্য প্রভুর বংশে পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্রে দীক্ষিত হন। পত্নীবিয়োগের পর শস্যের দালালি ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া প্রসিদ্ধভক্ত শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয়ের বেষের শিষ্য শ্রীভাগবতদাস বাবাজীর নিকট কৌপীন গ্রহণ করেন। বেষ গ্রহণের পরে প্রায় ৩০ বর্ষকাল শ্রীব্রজমণ্ডলে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে বাস করিয়া অনুক্ষণ ভজন করিয়াছিলেন। এই সময়ে মধ্যে-মধ্যে তিনি উত্তর ভারতের এবং বিশেষতঃ গৌড়-মণ্ডলের তীর্থসমূহ ভ্রমণ করেন। শ্রীক্ষেত্রে শ্রীল স্বরূপদাস বাবাজীর সহিত, কাল্‌নায় শ্রীভগবান-দাস বাবাজীর সহিত, কুলিয়ায় শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজীর সহিত সাক্ষাৎ ও সঙ্গ লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত ব্রজ-মণ্ডলের সকল-মহাত্মার সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। পরিচয় থাকিলেও কাহারও বিষয়-চেষ্টা তিনি কোন দিন অনুমোদন করেন নাই। স্বয়ং একল হইয়া সঙ্গ বর্জ্জনপূর্ব্বক শুদ্ধ ভজনে কালাতিপাত করেন।

শ্রীবাবাজী মহারাজের ব্রজ হইতে নবদ্বীপে আগমন

যে-বৎসর শ্রীগৌরহরি শ্রীমায়াপুরে ফাল্গুন পূর্ণিমায় প্রতিষ্ঠিত হলেন অর্থাৎ বাঙ্গালা ১৩০০ সালে ফাল্গুন মাসে এই মহাত্মা শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয়ের আদেশ অনুসারে শ্রীব্রজমণ্ডল হইতে শ্রীগৌড়মণ্ডলে আগমন করেন এবং তদবধি মহাপ্রস্থান-কাল পর্য্যন্ত শ্রীধাম-নবদ্বীপের ভিন্ন ভিন্ন পল্লীতে বাস করিয়াছিলেন। ১৩১১ সাল হইতে তাঁহার দৃষ্টিশক্তির অভাব আমরা দেখিয়া আসিতেছি। ১৩১২ সাল হইতে তিনি যাযাবরের বিচরণ ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এক কুটিরে অবস্থান স্বীকার করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে শ্রীধামের

ভিন্ন ভিন্ন গ্রামসমূহে ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা মাধুকরী সংগ্রহ এবং নিজ পরিশ্রম দ্বারা সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। অপর-কেহ কোন-দিন তাঁহার সেবা করিবার অবকাশ পান নাই।

শ্রীল বাবাজী মহারাজের বৈরাগ্য আদর্শ

তাঁহার কঠোর বৈরাগ্যের কথা শুনিলে জীবের ভগবৎপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ-দাস গোস্বামী প্রভুকে স্মরণ হয়। পরমহংস বাবাজী মহাশয়কে কৃষ্ণেতর-বিষয়-বৈরাগ্য আশ্রয়-স্বরূপে পাইয়া ধন্য হইয়াছিল। আর যাঁহারা সেই বৈরাগ্যচরিত অনুষ্ঠানাবলী দেখিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য কৃষ্ণেতর বিষয়ে ন্যূনাধিক বিতৃষ্ণ হইয়াছেন—ইহা ধ্রুব সত্য। তাঁহার কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্যের আদর্শ নিতান্ত পাষাণ-হৃদয়কেও দ্রবীভূত করিতে পারে। এজন্য সেই মহাপুরুষের কথা বলিয়া আমরা ধন্য হইতে ইচ্ছা করি এবং শ্রোতৃবর্গের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে চেষ্টান্বিত হই।

শ্রীবাবাজী মহারাজের জীবনের কয়েকটী দৃষ্টান্ত

তাঁহার গলদেশে তুলসীমালা, হস্ত নির্ব্বন্ধিত নাম-সংখ্যার জন্য তুলসীমালা এবং কতিপয় বঙ্গভাষায় লিখিত শ্রীগ্রন্থ আমি দেখিয়াছি। কোন কোন সময়ে গলদেশে মালা নাই, হস্তে সংখ্যা রাখিবার তুলসীর মালার পরিবর্ত্তে ছিন্নবস্ত্র-গ্রন্থি-মালা, উন্মুক্ত-কৌপীন নগ্নভাব, কারণ-রহিত বিতৃষ্ণা ও পারুষ্য প্রভৃতি অনেকানেক দৃশ্য আমার নয়ন-গোচর হইয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়াও অনেক অর্ব্বাচীন, অনেক চতুর-সমীচীন, বালক-বৃদ্ধ, পণ্ডিত-মূর্খ, ভক্তাভিমানী ব্যক্তিগণ তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারেন নাই। এইটী কৃষ্ণ-ভক্তের ঐশী শক্তি। কতশত অন্যাভিলাষী তাঁহার নিকট নিজ নিজ ক্ষুদ্র অভিলাষের পরামর্শ পাইয়াছেন সত্য, কিন্তু সেই উপদেশগুলিই তাঁহাদের বঞ্চনা-কারক। অসংখ্য লোক সাধুর বেশ গ্রহণ করে, সাধুর ন্যায় অনুষ্ঠান প্রদর্শন করে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সাধু হইতে বহুদূরে অবস্থান করে। আমার প্রভু তাদৃশ কপট ছিলেন না। নির্ব্বালীকতাই যে সত্য, তাহা তাঁহার ভিব্যক্ত হইয়াছে। তিনি শাস্ত্রে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের ন্যায় অধিরূঢ় না থাকিলেও শাস্ত্রের মূল-লক্ষীভূত বিষয়ে পারঙ্গত ছিলেন। তাঁহার অকৃত্রিম কৃষ্ণসেবা ফলে **তিনি সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন**। তাঁহার বিভূতি-বর্ণন এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, পরন্তু তাঁহার নিষ্কপট স্নেহ অতুলনীয়, যাহা বিভূতি-লাভকেও ফল্গুত্বে প্রতিষ্ঠিত করে।

শ্রীল বাবাজী মহারাজের নিষ্কিঞ্চনতা অমানী-মানদত্ব ও ঔদাসীন্য

এই পরমহংসদেব নিরন্তর কৃষ্ণভক্তিতেই অবস্থিত ছিলেন। তিনি নিষ্কঞ্চন, সুতরাং প্রতিষ্ঠার আশা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে কোনদিন সমর্থ হয় নাই। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী বিরোধী ব্যক্তির প্রতি কোন বিতৃষ্ণা ছিল না। কৃপা-পাত্রের প্রতিও কোনও বাহ্যিক অনুগ্রহ প্রদর্শন ছিল না। তিনি বলিতেন,—আমার বিরাগ-ভাজন বা প্রীতিভাজন জগতে কেহ নাই। সকলেই আমার সম্মানের পাত্র। আরও এক অলৌকিক কথা এই যে, শুদ্ধভক্তি ধর্ম্মবিরোধী ছলধর্ম্ম-পরায়ণ অনেকগুলি প্রাকৃত লোক কিছু না বুঝিয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত এবং আপনাদিগকে তাদৃশ সাধুর স্নেহপাত্র জ্ঞান করিয়া কুবিষয়ে প্রমত্ত ছিল। কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে প্রকাশ্যভাবে দূরে ত্যাগ করেন নাই; আবার তাঁহাদিগকে কোন প্রকারে গ্রহণও করেন নাই। তাদৃশ ভক্তি-বিরোধী কপটীগণ গৃহীত হইলে তাঁহাদের অপ্রাকৃত ভাগবত-ধর্ম্ম দেখিয়া আমরা ধন্য হইতাম। ঠাকুর বৃন্দাবন দাসের লিখিত "অমায়ায় দয়া" পাইলে বাস্তবিক তাঁহাদেরও প্রকৃত মঙ্গল হইত, বিষয় বিচ্ছিন্ন হইত, কৃষ্ণপ্রেম-লাভ হইত।

শ্রীল গৌরকিশোর ও শ্রীল ভক্তিবিনোদের নিরপেক্ষতা ও একতাৎপর্য্যময় জীবন

'নিরপেক্ষ' শব্দ বলিতে কি বুঝায়, তাহা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এবং আমার প্রভুর চরিত্রে দেদীপ্যমান আছে। জড়াভিনিবেশবশতঃ সাপেক্ষ-তার পোষণ করিলে গুণাতীত বৈষ্ণব মহাত্মগণের কিছুই উপলব্ধি হয় না। নিরপেক্ষ হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, উপরিউক্ত সাধুদ্বয় একই উপাদানে গঠিত হইয়া একই প্রভুর ইচ্ছাক্রমে ভিন্ন ভিন্ন লীলার সূচনা করিয়া সমগ্র জগৎকে হরিভজনে প্রবৃত্ত করাইয়াছেন।

শ্রীল বাবাজী মহারাজের নিজ আচরিত কয়েকটী আখ্যায়িকা:—

পূর্ব্বে কয়েকটী কথা লিখিয়াছি, নিম্নে তাঁহার সম্বন্ধে কয়েকটী আখ্যায়িকা পত্রস্থ করিতেছি:—

প্রাকৃত বুদ্ধিতে নবদ্বীপে জমি-খরিদ্দারকে শিক্ষা দান

১। একটী নবীন কৌপীনধারী, বাবাজী-মহাশয়ের নিকট কয়েকদিন যাতায়াত করিয়া কুলিয়া নবদ্বীপে পাঁচ কাঠা জমি ভূম্যধিকারিণী রাণী * * র

ইষ্টেটের কর্ম্মচারীর নিকট হইতে সংগ্রহ করেন। তাহা শুনিয়া আমার প্রভু বলেন, শ্রীনবদ্বীপ-ধাম অপ্রাকৃত. সুতরাং এখানে প্রাকৃত ভূমাধিকারীগণ কি-প্রকারে ভূমি প্রাপ্ত হইলেন যে. তাহা হইতে নবীন কৌপীনধারীকে পাঁচ কাঠা ভূমি দিতে সমর্থ হইলেন? এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুরাজি বিনিময়ে প্রদান করিলেও অপ্রাকৃত নবদ্বীপের একটী বালু-কণার মূল্যের তুলা হয় না, সুতরাং কোন্ জমিদার অত মূল্য কোথায় পাইবে যে. নবদ্বীপে ভূমি বিলি করিবার অধিকার পাইবে? নবীন কৌপীনধারীরই বা কত ভজন-বল, যাহাতে সে ভজন-মুদ্রার বিনিময়ে এত জমি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছে? শ্রীনবদ্বীপ-ধামের ভূমিতে প্রাকৃত বুদ্ধি করিলে ধামবাস হওয়া দূরে থাক, অপ্রাকৃত তত্ত্বকে প্রাকৃত জ্ঞান করিলে তাত্ত্বিক লোকে তাহাকে 'সহজিয়া' বলে।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর আহ্বান প্রত্যাখ্যান

২। এক সময় বঙ্গদেশের অতি প্রধান জনৈক ভূমাধিকারী নিজ ভক্তি-বলে আমার প্রভুকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব জানিয়া নিজ ইন্দ্রোপম প্রাসাদে ভক্ত-গোষ্ঠীকে আহ্বান করেন। বৈষ্ণব-ভূপতির সদৈন্য-কাতর প্রার্থনায় আর্দ্রচিত্ত হইয়া বাবাজী মহাশয় তাঁহাকে তাঁহার নিকটবর্ত্তী গঙ্গা সৈকতে তৃণাবরণ সংস্থাপনপূর্ব্বক মাধুকরী-দ্বারা গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহপূর্ব্বক একমাত্র কৃষ্ণভজন করিবার নিমন্ত্রণ করেন। আরও বলেন, তাঁহার বিপুল ঐশ্বর্য্য-সমূহ গোমস্তা-গণের হস্তে অর্পণ করিয়া বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইলে স্বয়ং বৈষ্ণব হইতে পারিবেন; তখন তাঁহারই প্রাঙ্গণে নিমন্ত্রিত হইয়া আমার প্রভু আবদ্ধ থাকিবেন।

যদ্যপি বৈষ্ণব নরপতির নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া বাবাজী মহাশয় অপ্রাকৃত গৌরধাম হইতে নরপতির আদর আপ্যায়নে তাঁহার প্রাসাদে গমন করেন, তাহা হইলে কিছুদিনের মধ্যে রাজার স্বভাব লাভ করিয়া তাঁহাকেও বিপুল ভূমি সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হইতে হইবে। বস্তুতঃ ফল হইবে যে. কিছুদিনের মধ্যে কৃষ্ণভজন-বিষয়ে পর্য্যবসিত হইয়া বৈষ্ণব-রাজার হিংসার পাত্ররূপে পরিণত হইবেন। পক্ষান্তরে বৈষ্ণব-ভূমিপতি যদ্যপি তাঁহার কুটীরের পার্শ্বে অপর কুটীর স্থাপন করিয়া ভজন করেন এবং পরগৃহ হইতে মাধুকরি গ্রহণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাহা হইলে কোনকালে তিনি তাহার বন্ধুর প্রণয়চ্যুত হইয়া হিংসায় প্রবৃত্ত হইবেন না। যদ্যপি বৈষ্ণব-বন্ধু রাজা

তাঁহার প্রতি কোন কৃপা প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাঁহার ন্যায় জীবন অবলম্বন করিয়া হরিভজনপূর্ব্বক তাঁহাকে কৃপা করুন্।

পরস্ত্রীগামী কুলিয়ার বাবাজীদের শিক্ষার জন্য শ্রীল বাবাজী মহারাজের গৃহস্থ বেশ গ্রহণ

৩। কুলিয়া নবদ্বীপ-প্রবাসী কোন বিচক্ষণ কৌপীনধারী জনৈক সম্মানিত পণ্ডিত বাবাজীর অভ্যন্তরীণ চরিত্রে নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া একদিন আমার প্রভু কৌপীন-বহির্ব্বাস পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট ধৌত কালা পেড়ে সূক্ষ্ম ধুতি চাদর কোচাইয়া পরিধান করত শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাবাজী মহাশয়ের এ অভাবনীয় বেশ পরিবর্ত্তন দেখিয়া ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমার প্রভু তদুত্তরে বলেন যে, আমরা চৈতন্যের বেশ গ্রহণ করিয়া কপটতা আশ্রয়পূর্ব্বক পরস্ত্রী-গ্রহণেও পশ্চাৎপদ নহি। সুতরাং বিলাসপর বৃষলী-পতির অনুরূপ বেশ গ্রহণ করিলে সত্যের আদর হইবে। বাবাজী মহাশয়ের এরূপ কৌশলপূর্ণ ব্যবহার ভ্রষ্টাচারী সম্প্রদায়ে বিশেষ ফল প্রসব করে।

জাতি-গোস্বামীর ভাগবত-পাঠের তাৎপর্য্য—'টাকা-টাকা', ভক্তি নহে

৪। কোন সময়ে একজন ভাগবতে সুনিপুণ গোস্বামী সন্তানের অর্থ-গৃধ্নুতা ও কৌশলে শিষ্য সংগ্রহের পিপাসা তাঁহার সমক্ষে গীত হইতে শ্রবণ করিয়া তিনি তাহার ভক্তি-প্রচার-কার্য্যের সবিশেষ তথ্য জানিতে চান। অর্ব্বাচীন গায়কের মুখে গৃহস্থ গোস্বামী মহোদয়ের অনেক লোককে "গৌর গৌর" বলান ও অসংখ্য শিষ্য সংগ্রহের চাতুরী শুনিয়া বলেন যে, গোস্বামী-সন্তান মহাশয় গোস্বামী-শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন নাই, তিনি ইন্দ্রিয়-শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং "গৌর গৌর" বলান নাই, "টাকা টাকা, আমার টাকা" বলিয়া চীৎকার করিয়াছেন মাত্র। উহা কখনই ভজন নহে, পরন্তু উহা সত্য ধর্ম্মের আবরণ মাত্র; তদ্দ্বারা জগতের অনিষ্ট বই উপকার নাই।

বাবাজী মহারাজের পায়খানায় প্রবেশ এবং বিষয়কে বিষ্ঠাতুল্য জ্ঞান ও জগৎকে শিক্ষা প্রদান

৯। অনেকে ভগবদ্ভক্তি-ধর্ম্মের ভাণ করিয়া শাস্ত্রীয় সদাচার লোক-চক্ষে দেখাইয়া নিজ-নিজ বিষয়-চেষ্টায় ব্যস্ত হন। গোস্বামী-শাস্ত্রে তাঁহাদের সেই

'বিষয়-চেষ্টা'কে 'বিষ্ঠার-সহিত তুলনা করা হইয়াছে—দেখাইবার জন্য স্বয়ং ধর্ম্ম-শালার সাধারণের পুরীষ-ত্যাগের স্থানে আমার প্রভু প্রায় ছয়মাস কাল বাস করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের পবিত্র পদানুসরণ করিয়া যাহারা বিষয়-বিষ্ঠাকে আবাহন করেন, নিজ প্রতিষ্ঠা-রিষ্ঠার দুর্গন্ধ প্রচার করিবার জন্য তাহাদের শিক্ষার আদর্শস্বরূপ হইয়া বৈষয়িক ম্যাথরের অভিনয় করেন। লোক-সকল পবিত্র বৈষ্ণবধর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বৈষ্ণব-সজ্জায় বিষয়ের আবাহন করিতেছেন এবং তাহা নিতান্ত ত্যাজ্য, ইহা তাঁহার আদর্শজীবনে সকলকে দেখাইয়াছেন।

অর্থ ও বস্ত্রের প্রতি বিরক্তি

৬। অনেক গৃহস্থ বৈষ্ণব, বাবাজী মহাশয়কে টাকা ও মূল্যবান শাল প্রভৃতি বস্ত্র মধ্যে মধ্যে দিতেন। টাকা পাইয়া কাপড়ে দুই-পাঁচটী গ্রন্থি দিয়া নানাস্থানে রাখিয়াও অর্থের জন্য ব্যতিব্যস্ততা দেখাইতেন। মূঢ় অর্থপ্রিয় ব্যক্তিগণ মনে করিতেন যে, বাবাজী মহাশয়ের অর্থের প্রচুর লোভ আছে। মূল্যবান্ বস্ত্র পাইলে দাতাকে বিশেষ প্রশংসা করিতেন এবং তাদৃশ বস্ত্রের অকিঞ্চিৎকরতা জানাইয়া দিতেন।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

অভিধেয়-বিচার—জ্ঞান

জ্ঞানও পরমার্থ-সিদ্ধির উপায়-স্বরূপ লক্ষিত হইয়াছে। পরব্রহ্ম জড়াতীত জীবাত্মাও জড়াতীত। পরব্রহ্ম প্রাপ্তির সম্বন্ধে কোন জড়াতীত ক্রিয়াই পরমার্থ-সিদ্ধির একমাত্র উপায় বলিয়া জ্ঞানবাদীরা সিদ্ধান্ত করেন। কর্ম্ম যদিও সংসার ও শরীর-যাত্রা-নির্ব্বাহক, তথাপি জড়জনিত থাকায় অজড়তা-সম্পন্ন করিবার তাহার সাক্ষাৎ সামার্থ্য নাই। কর্ম্মদ্বারা পরমেশ্বরে চিত্ত নিবেশের অভ্যাস হইয়া থাকে, কিন্তু জড়াশ্রিত-কর্ম্ম পরিত্যাগ না করিলে নিত্য-ফল লাভ হয় না। আধ্যাত্মিক চেষ্টাদ্বারাই কেবল আধ্যাত্মিক ফল পাওয়া যায়। প্রথমে প্রকৃতির আলোচনা করত প্রকৃতির সমস্ত সত্তা ও গুণকে স্থগিত করিয়া, ব্রহ্মসমাধিক্রমে জীবের ব্রহ্ম-সম্পত্তির সাধন করিতে হয়।

যে-কাল পর্য্যন্ত জড়দেহে জীবের অবস্থান থাকে সেকাল পর্য্যন্ত শারীর কর্ম্মমাত্র স্বীকার্য্য। এবম্বিধ জ্ঞানবাদ দুইভাগে বিভক্ত হয়, অর্থাৎ ব্রহ্ম-জ্ঞান

ও ভগবৎ-জ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা আত্মার ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ-রূপ ফলের উদ্দেশ্য থাকে। নির্ব্বাণের পর আর আত্মার স্বতন্ত্র অবস্থান ব্রহ্মজ্ঞানীরা স্বীকার করেন না। ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ ; আত্মা মুক্ত হইলে নির্ব্বিশেষ হইয়া ব্রহ্মের সহিত ঐক্য হইয়া পড়েন। দুই প্রকার সাধনটী ভগবৎ-জ্ঞানের উত্তেজক বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথ ভগবদ্গীতায় ভক্তির উদ্দেশ্যে ভগবান্ কহিয়াছেন ;—

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্ত-চেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ (গীঃ ১২।৩-৫)

যাঁহারা অক্ষর, অনির্দ্দেশ, অব্যক্ত, সর্ব্বব্যাপী, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল ও ধ্রুব ব্রহ্মকে, ইন্দ্রিয়সকলকে নিয়মিত করিয়া, সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি ও সর্ব্বভূতহিতে রত হইয়া উপাসনা করেন অর্থাৎ জ্ঞানমার্গে ব্রহ্মানুসন্ধান করেন, তাঁহারাও সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবানুকেই অবশেষে প্রাপ্ত হন। অব্যক্তাসক্ত চিত্ত হওয়ায় তাঁহাদের জ্ঞানমার্গে অধিক ক্লেশ হইয়া থাকে, কেননা শরীরী বদ্ধজীবগণের পক্ষে অব্যক্তাদি গতি দুঃখজনক হয়।

এই শ্লোকত্রয়ের মূল তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্ম-জ্ঞানানুশীলনদ্বারা জীবের জড়-বুদ্ধি দূর হইলে, পরে সাধুসঙ্গ ও ভগবৎ-কৃপাবলে চিদ্গত বিশেষ নির্দ্দিষ্ট-ভগবত্তত্ত্ব লাভ হয়। জড় জগতের ভাবসকল নর-সমাধিকে এতদূর দূষিত করে যে, অহঙ্কার হইতে পঞ্চ-স্থূল-ভূত পর্য্যন্ত প্রকৃতিকে দূরীভূত করিয়া সমাধির প্রথম অবস্থায় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা আবশ্যক হয়। কিন্তু যখন আত্মা জড়-মন্ত্রণা হইতে ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ লাভ করেন, তখন কিয়ৎকালের মধ্যে স্থিরবুদ্ধি হইয়া সমাধি-চক্ষে বৈকুণ্ঠস্থ 'বিশেষ' দেখিতে পান। তখন আর অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্ম দর্শন-শক্তিকে আচ্ছাদন করেন না। ক্রমশঃ বৈকুণ্ঠের সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইয়া আধ্যাত্মিক নয়নকে পরিতৃপ্ত করে। এই স্থলে ব্রহ্ম-জ্ঞানটী ভগবৎ-জ্ঞান হইয়া পড়ে। ভগবৎ-জ্ঞানোদয় হইলে, তদ্রহস্য পর্য্যন্ত পরম লাভ সংঘটন হয়। **অতএব পরমার্থ প্রাপ্তির সাধকরূপ জ্ঞান, অভিধেয় তত্ত্বের অন্তর্গত নির্দ্দিষ্ট আছে** ভগবৎ-জ্ঞানালোনা করিলে

স্ব-স্বরূপে অবস্থিতা প্রয়োজন-রূপা বিশুদ্ধা প্রীতির নিদ্রাভঙ্গ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

জ্ঞান সম্বন্ধে আর একটী কথা বলা আবশ্যক। জ্ঞানের স্বাভাবিক অবস্থাই ভগবৎ-জ্ঞান এবং অস্বাভাবিক অবস্থাই অজ্ঞান ও অভিজ্ঞান। অজ্ঞান হইতে প্রাকৃত পূজা এবং অভিজ্ঞান হইতে নাস্তিকতা ও অদ্বৈতবাদ।

প্রাকৃত পূজা দুই প্রকার, অর্থাৎ অন্বয়রূপে প্রাকৃত ধর্ম্মকে ভগবৎ-জ্ঞান এবং ব্যতিরেকভাবে ঐ ধর্ম্মকে ভগবৎ-বুদ্ধি। প্রাকৃতান্বয়-সাধকেরা ভৌম-মূর্ত্তিকে ভগবান বলিয়া পূজা করেন। ব্যতিরেক সাধকগণ প্রকৃতির ধর্ম্মের ব্যতিরেক ভাবসকলকে ব্রহ্মবোধ করেন। ইহারাই নিরাকার, নির্ব্বিকার ও নিরবয়বাদকে প্রতিষ্ঠা করেন। এই দুই শ্রেণীর সম্বন্ধে ভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে কথিত হইয়াছে, যথা—

এতদ্ভগবতো রূপং স্থূলং তে ব্যাহৃতং ময়া।
মহাদিভিশ্চাবরণৈরষ্টভির্বহিরাবৃতম্ ॥
অতঃ পরং সূক্ষ্মতমমব্যক্তং নির্ব্বিশেষণম্।
অনাদি-মধ্য-নিধনং নিত্যং বাঙ্মনসঃ পরম্ ॥
অমুনি ভগবদ্রূপে ময়া তে হ্যনুবর্ণিতে।
উভে অপি ন গৃহ্ণন্তি মায়া সৃষ্টে বিপশ্চিতঃ ॥
(ভাঃ ২।১০।৩৩-৩৫)

মহী প্রভৃতি অষ্ট আবরণে আবৃত ভগবানের স্থূল-রূপ আমি বর্ণনা করিলাম। ইহা ব্যতীত একটী সূক্ষ্মরূপ কল্পিত হয়। তাহা অব্যক্ত, নির্ব্বিশেষ, আদি-মধ্য-অন্তরহিত, নিত্য, বাক্য ও মনের অগোচর। এই দুই রূপই প্রাকৃত। সারগ্রাহী পণ্ডিতসকল ভগবানের স্থূল ও সূক্ষ্মরূপ ত্যাগ করিয়া প্রাকৃত রূপ নিয়ত দর্শন করেন। অতএব নিরাকার ও সাকার-বাদ উভয়ই অজ্ঞান-জনিত ও পরস্পর বিবদমান।

যুক্তি জ্ঞানকে অতিক্রম করত তর্কনিষ্ঠ হইলে আত্মাকে নিত্য বলিতে চাহে না। এই অবস্থায় নাস্তিকতার উদয় হয়। জ্ঞান যখন যুক্তির অনুগত হইয়া স্ব-স্বভাব ত্যাগ পরিত্যাগ করে, তখন আত্মার নির্ব্বাণকে অনুসন্ধান করে এই অতিজ্ঞান-জনিত চেষ্টাদ্বারা জীবের মঙ্গল হয় না; যথা ভাগবতে দশমস্কন্ধে—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধ-বুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃত্য যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥
(ভাঃ ১০।২।৩২)

হে অরবিন্দাক্ষ! জ্ঞান-জনিত যুক্তিকে যাঁহারা চরম ফল জানিয়া ভক্তির অনাদর করিয়াছেন, সেই জ্ঞান-মুক্তাভিমানী পুরুষেরা অনেক কষ্টে পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াও অতিজ্ঞান-বশতঃ তাহা হইতে চ্যুত হন।

সদযুক্তি দ্বারাও অতিজ্ঞান স্থাপিত হইতে পারে না। নিম্নলিখিত চারিটী বিচার প্রদত্ত হইল—

১। ব্রহ্ম নির্ব্বাণই যদি আত্মার চরম প্রয়োজন হয়, ত হা হইলে ঈশ্বরের নিষ্ঠুরতা হইতে আত্মার সৃষ্টি হইয়াছে কল্পনা করিতে হয়। কেননা, এমত অসৎ সত্তার উৎপত্তি না করিলে আর কষ্ট হইত না। ব্রহ্মকে নির্দ্দোষ করিবার জন্য মায়াকে সৃষ্টিকর্ত্রী বলিলে ব্রহ্মেতর স্বাধীন-তত্ত্ব স্বীকার করিতে হয়।

২। আত্মার ব্রহ্ম-নির্ব্বাণে ব্রহ্মের বা জীবের কাহারও লভ্য নাই।

৩। পর-ব্রহ্মের নিত্য বিলাস-সত্ত্বে, আত্মার ব্রহ্ম-নির্ব্বাণের প্রয়োজন নাই।

৪। ভগবচ্ছক্তির উদ্বোধন-রূপ 'বিশেষ' নামক ধর্ম্মকে সর্ব্বাবস্থায় নিত্য বলিয়া স্বীকার না করিলে সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দের সম্ভাবনা হয় না। তদভাবে ব্রহ্মের স্বরূপ ও সংস্থানের অভাব হয়। ব্রহ্মের অস্তিত্বেও সংশয় হয়। 'বিশেষ' নিত্য হইলে আত্মার ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ ঘটে না।

মায়াবাদ-শতদূষণী গ্রন্থে এ-বিষয়ের বিশেষ বিচার আছে, দৃষ্টি করিবেন।

জ্ঞান ও প্রীতির সম্বন্ধ-বিধি জানিতে পারিলে তত্তৎসম্প্রদায়-বিরোধ থাকে না। আদৌ আত্মার 'বেদন'-ধর্ম্মই উহার স্বরূপগত ধর্ম্ম। বেদন-ধর্ম্মের দুইটী ব্যাপ্তি। ১। বস্তু ও তদ্ধর্ম্ম-জ্ঞানাত্মক ব্যাপ্তি। ২। রসানুভবাত্মক ব্যাপ্তি। প্রথম ব্যাপ্তির নাম জ্ঞান, উহা বতঃ শুষ্ক ও চিন্তাপ্রায়। দ্বিতীয় নাম প্রীতি। বস্তু ও তদ্ধর্ম্ম অনুভব সময়ে আস্বাদক ও আস্বাদ্যগত যে একটি অপূর্ব্ব রসানুভূতি হয়, তদাত্মক ব্যাপ্তিনাম প্রীতি। উক্ত দ্বিবিধ ব্যাপ্তি অর্থাৎ জ্ঞান ও প্রীতির মধ্যে একটি বিপর্য্যয়-ক্রম-সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ জ্ঞানরূপ ব্যাপ্তি যে-পরিমাণে বৃদ্ধি হয়, প্রীতিরূপ ব্যাপ্তি সেই পরিমাণ খর্ব্ব

হয়। পক্ষান্তরে প্রীতিরূপ ব্যাপ্তি যে পরিমাণে বৃদ্ধি হয়, জ্ঞানরূপ প্রাপ্তি সেই পরিমাণ খর্ব্ব হয়। জ্ঞান-ব্যাপ্তি অত্যন্ততা অবলম্বন করিলে, মূল বেদন-ধর্ম্মটী এক অখণ্ড তত্ত্ব হইয়া উঠে। কিন্তু উহা নিরসতার পরাকাষ্ঠা লাভ করত সম্পূর্ণ আনন্দ-বর্জ্জিত হয়। প্রীতি-ব্যাপ্তি অত্যন্ততা অবলম্বন করিলেও জ্ঞান-ব্যাপ্তির অঙ্কুররূপ বেদন-ধর্ম্ম লোপ হয় না, বরং সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজনানুভূতিরূপ চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া প্রীত্যাত্মক আস্বাদন রসকে বিস্তার করে। অতএব প্রীতির ব্যাপ্তিই জীবের একমাত্র প্রয়োজন।

জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

যং যং বাপি

বুড়াবাপ-ছেলে　　নদীতে যাইতে
মাছ ধরিবার তরে।
একদিন বুড়া　　বুকের ব্যথাতে
জলেতে ঢলিয়া পড়ে॥
'কি হল' 'কি হল'　　বলিয়া ছেলেটি
আঁতকে উঠিল ভয়ে।
ছেলেটি দেখিল　　পিতার শরীর
ঠাণ্ডা হয়েছে গিয়ে॥
'মাছ' 'মাছ' বলি'　　সারাটি জীবন
কাটিয়েছে ওই বুড়া।
মরণ-সময়ে　　(অন্য) চিন্তা না আসিল
মৎস্যের চিন্তা ছাড়া॥
মৎস্য-যোনিতে　　জনম লভিয়া
আছে বুড়া খুব ভাল।
স্ত্রী-পুত্রের সাথে　　পরম সুখেতে
কাটিছে তাহার কাল॥
ভাগ্যের ফলে　　নিজের ছেলের
জালেতে পড়িল ধরা।

বহুদিন পরে বাড়ী এল বুড়া
পিতৃ-পরিচয় ছাড়া ॥

বুড়ার-বউমা খণ্ড খণ্ড করি
করিল তারে রন্ধন ।
খাবার টেবিলে ছেলে খেল তারে
আনন্দ হয়ে মগন ॥

ভবের হাটেতে মায়াদেবীর
একি বিচিত্র লীলা !
সন্তান তাহার জনকে ভক্ষয়ে
শেষ করি তার খেলা ॥

(তাই) জড় সংসার করিতে বাসনা
কভু থাকে যদি মনে ।
ও' ভাই ! সদাই 'যং যং বাপি
শ্লোকটি রাখ স্মরণে ॥

ছোট বেলা হতে হরিনাম কর
ছাড়ি সব কুটিনাটি ।
(তবে) মরণ-সময়ে তোমার বদনে
হাঁসিটি উঠিবে ফুটি ॥

ভবের হাটের খেলা ছেড়ে তুমি
বৈকুণ্ঠে দিবে যে পাড়ি ।
থেমে যাবে তব জনম-মরণ
সংসার-চক্রের গাড়ী ॥

— শ্রীবনভদ্রদাস ব্রহ্মচারী

গীতার বাণী

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৩৬শ বর্ষা ৩য়সংখ্যা ৯৫ পৃষ্ঠার পর)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গীতার মধ্যে যে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির কথা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রত্যেকটীই তাঁহার সমর্থিত সাধন নহে ; কেবলমাত্র ভক্তিই গীতার উদ্দিষ্ট। কিন্তু কর্ম্ম-জ্ঞানাদির উল্লেখ—একটা তুলনামূলক বিচার প্রদর্শনার্থ, প্রত্যেকটী সাধনেরই মুখ্য তাৎপর্য্য ভক্তিতে পর্য্যবসিত। নিম্নে একটি তালিকা প্রদত্ত হইল। তাহা নিরপেক্ষ আলোচনা করিলেই তদ্বিষয়ে স্থির নিশ্চয় করা যাইতে পারিবে।

(১) **কর্ম্ম :—**

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥ ৩।৮
কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥ ২।৪৭
যোগস্থঃ কুরু-কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ২।৪৮
বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্ ॥ ২।৫০
কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ২।৫১
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৩।৭
যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৩।৯ ॥
সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥ ৩।২৫
যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥ ৩।১৭
ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩।৩০

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥
কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ ॥
কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥
যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ৪-১৬-১৯

(২) জ্ঞান ঃ—

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ২।৪৯
নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ২।৪০
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ২।৫৬-৫৭
যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ
তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ২।৬০-৬১
ইন্দ্রিয়ানাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ২।৬৭
তস্মাদ্‌যস্য মহবাহো নিগৃহীতানি সর্শঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়র্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥
যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতোমুনেঃ ॥ ২।৬৮-৬৯
যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ৪।১৬-১৯
শ্রেয়ান্ দ্রব্যাদ্‌যজ্ঞাজ্‌জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৪।৩৩-৩৪
বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেব সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ ॥ ৭।১৯
অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি দুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টনিষ্টোপপত্তিষু ॥
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জ্জনসংসদি ॥
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥ ১৩।৭-১১

(৩) যোগঃ—

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥ ৬।১
আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥
যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসংকল্পসংন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৬।৩-৪
জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥
জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৬।৭-৮
যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্ ॥

তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জাদ্‌যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ৬।১০-১৪
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥
সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥৬। ৩০-৩১
তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন ॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৬।৪৬-৪৭
অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ৮।১৪

উপরিউক্ত শ্লোকসমূহ আলোচনা করিলে জানা যায় যে, ভগবৎকর্ম্ম করিবার কথাই কর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য, জ্ঞানবান্ হইয়া ভগবান্‌কে আশ্রয় করিলেই বাস্তবিক জ্ঞানী; আর যোগীসকলের মধ্যে যিনি শ্রদ্ধালু হইয়া ভগবদ্ভজন করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী। অতএব ঐ ত্রিবিধ সাধনাঙ্গও ভক্তিতেই পর্য্যবসিত। ভক্তি ব্যতীত তাহাদের ক্রিয়া নিষ্ফল।

এখন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব সংক্ষেপে গীতার চরম মীমাংসা জানাইয়াছেন—

পূর্ব্ব আজ্ঞা,—বেদ-ধর্ম্ম, কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান।
সব সাধি' অবশেষ-আজ্ঞা—বলবান্ ॥ (চঃ চঃ মঃ ২২।৫৯)

অর্থাৎ গীতার নানাস্থানে গুহ্য, গুহ্যতর, গুহ্যতম, গুহ্যাদ্‌গুহ্যতর প্রভৃতি জ্ঞানের উপদেশ আছে। কিন্তু অষ্টাদশ অধ্যায়ের চরম উপদেশ—

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ (১৮।৬৫-৬৬)

এখানে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, বিভিন্ন দেবদেবীর সেবা প্রভৃতি সবই বাতিল হইয়া গিয়াছে। কেবল ভক্তিই মুখ্য অঙ্গ। ভক্তির আশ্রয় করিলে তাহার নাশ হয় না—ইহাও "কৌন্তেয় প্রতিজানিহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি (৯।৩১)" শ্লোকে পরিস্ফুট। আর গীতার অন্তে গীতাতে কাহার অধিকার, তদ্বিষয়ে বলিয়াছেন,—

ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি॥ (১৮।৬৭)

অর্থাৎ **"অভক্তকে কখনও বলিবে না"** বলার কারণ ভক্ত ব্যতীত গীতাপাঠের অধিকারী কেহ নহে। অভক্ত ইহা পাঠ করিয়া বিভিন্ন ধারণার বশীভূত হইয়া গীতার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে না।

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে অবস্থানকালে কোনও গীতাপাঠক বিপ্রকে গীতা অধ্যয়ন করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

মহাপ্রভু পুছিল তাঁরে শুন, মহাশয়।
কোন অর্থ জানি তোমার এত সুখ হয়॥
বিপ্র কহে মূর্খ আমি শব্দার্থ না জানি।
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি গুরু-আজ্ঞা মানি'॥
অর্জ্জুনের রথে কৃষ্ণ হয় রজ্জুধর।
বসিয়াছেন তাতে,—যেন শ্যামল সুন্দর॥
অর্জ্জুনেরে কহিলেন হিত উপদেশ।
তাঁরে দেখি হয় মোর আনন্দ-আবেশ॥
যাবৎ পড়ো, তাবৎ পাঙ তাঁর দরশন।
এই লাগি গীতা-পাঠে না ছাড়ে মোর মন॥
প্রভু কহে,—গীতা-পাঠে তোমারই অধিকার।
তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থ-সার॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৯।৯৭-১০২)

অতএব গীতা-পাঠ করিয়া ভক্তিপ্রভাবে ভগবদ্দর্শন হইলেই গীতা-পাঠের সার্থকতা সিদ্ধি হয়। (ক্রমশঃ)

—বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

বিপ্লবী মহাপ্রভু

ঈপ্সিতবস্তু লাভের জন্য উদগ্র আকাঙ্ক্ষা সাধনা। সাধনার প্রাপ্যকাল সাধ্য। সাধ্যলাভের প্রচলিত পথ হইতে উন্নতম পথ আবিষ্কারকদের পথ স্বাতন্ত্র্যে নবতম। ঐ পথ পাইতে সাধকগণ একাগ্রমনে ধ্যানে, কার্যে ধাবমান। কোন বাধাই সাধকের মনের গতিপথ রোধ করিতে পারে না। তাঁরা সামাজিক, সাংসারিক, রাজনৈতিক-বাধা বীর-বিক্রমে অতিক্রম করিয়া লক্ষ্যপথে অগ্রসর হন। লক্ষ্য সত্য-সুন্দরের দর্শন, অপ্রাকৃত আনন্দ আস্বাদন। সেই অনাবিল পরমানন্দ-ভাণ্ডার শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ কিছু পার্থিব জীব-বিশেষ নহেন। তিনি অনাদির আদি, সর্ব্ব কারণের কারণ, গোবিন্দ সচ্চিদানন্দ রসময় বিগ্রহ। ব্রহ্মাণ্ডের সকল নিধির শ্রেষ্ঠতম।

শ্রীকৃষ্ণ হইতে নিধি পাইতে সর্ব্ববাধা অতিক্রমকারী ভক্তগণ বিপ্লবী। "বিপ্লব" বড় ভয়ানক শব্দ। প্রচলিত ধারণা উপেক্ষা করিয়া আরাধ্য কৃষ্ণ পাওয়ার সাধনাই যথার্থ বিপ্লবীদের লক্ষ্য।

বিপ্লবের মহাপীঠ শ্রীবৃন্দাবন। পিতা নন্দ, মাতা যশোদা, ভ্রাতা শ্রীবলদেব, শ্রীদাম-সুদামাদি সখাবৃন্দ কৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছু বোঝেন না। প্রণয়, ক্রোধ, মান, অভিমান, খেলা-ধূলা সকলই কৃষ্ণকেই লইয়া। ব্রজের গোপ-গোপী কৃষ্ণ পাইতে পাগল-পাগলিনী। রাখাল কৃষ্ণ বেণুবাদন করেন। ঐ বাঁশী বিষামৃতে ভরা। ঐ বেণুরব কর্ণে পশিল যার, আর কি থাকিতে পারে ঘরে? বিপ্লবের শ্রেষ্ঠ সাধিকা গোপীগণ। তাঁর মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠা শ্রীমতী রাধা ঠাকুরাণী। পিতা মাতা-স্বামী, আত্মীয় কুটুম্বগণ কেহ বাধা দিয়া কৃত-কার্য্য হইতে পারেন নাই। জীবনে-মরণে রাধা ঠাকুরাণীর কৃষ্ণ ভিন্ন আর অন্য কিছু কাম্য নহে। কত গঞ্জনা, নিন্দা, নিদারুণ বেদনার সৃষ্টি করিয়াও কেহ প্রতিবন্ধকতায় সাফল্য লাভ করে নাই।

জীবন-মৃত্যু পারের ভৃত্য করিয়া যে-অভিগমন—তাহাই হইল বিপ্লব। তাই যদি বিপ্লব শিক্ষা করিবার সাধ থাকে, তবে যেতে হবে বৃন্দাবন। বিপ্লবের মন্ত্র ও কৌশল শিক্ষা করিতে হইবে রাধারাণীর শ্রীচরণে। একবার সচ্চিদানন্দঘন অখিলরসামৃতমূর্ত্তি ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ-ভাবনায় উদ্দীপিত হইলে কি তাঁর আর মৃত্যু আছে? শাস্ত্রকারগণ এই আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণ

প্রাপ্তির উপায় ব্যক্ত করিয়াছেন। কাল কলি! বিবাদের যুগ। স্বল্পায়ু, মেধাহীন, অজ্ঞযুক্ত কলিহত জীবের দুর্গতি মোচনের অভিপ্রায়ে লীলা-বিস্তার করিবার জন্য স্বেচ্ছায় আসিলেন শ্রীকৃষ্ণ গৌররূপে, রাধারাণীর অঙ্গকান্তি নিয়ে। লীলাময় ইচ্ছা করিলেই সকল জীবের মুক্তি দিতে পারেন। কিন্তু জীবকে যে স্বাধীন "তটস্থা শক্তি"র অধিকার দিয়াছেন, তাহার অনুশীলন ও সাধনায় উদ্বুদ্ধ করিতে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীহরি নরতনু পরিগ্রহ-পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইলেন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরে—শচী-গর্ভ-সিন্ধুতে ইন্দুরূপে। মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর মহা বিপ্লবী। জাতিভেদের মহাশৃঙ্খলে সমাজ শতধা বিভক্ত। পণ্ডিতগণ নগরের কূটতর্ক ও ফাঁকি নিয়া ব্যস্ত। ধনবানগণ বিলাস-ব্যসনে মত্ত। বিধর্ম্মী মুসলমান নরপতি। প্রতিপদে হিন্দুর লাঞ্ছনা। শাসনকর্ত্তা ছলে-বলে-কৌশলে হিন্দুর প্রতিকার্য্যে বাধা দিচ্ছে। ভীতসন্ত্রস্ত হিন্দুগণ গত্যন্তর না দেখিয়া মুসলমান হইয়া রাজানুগ্রহ লাভ করিতেছিল। নবাব হোসেন শাহের শ্যালক হিন্দু ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবগণের উপবীত ছিড়িয়া শিখা কাটিয়া, মুখে নিষ্ঠিবন ত্যাগ করিয়া হিন্দুর সর্ব্বনাশ করিতেছিল। সদ্যধর্ম্মান্তরিত মুসলমানগণ যে যত সব অত্যাচার করিতে পারিত সে তত বাহবা ও সুযোগ পাওয়ার অধিকারী হইতেছিল। ভারতে গণ-হত্যাকারী আলাউদ্দিন খলজী মন্দির ধ্বংস ও নারীহরণ ধর্ষণ করিয়া সোনার ভারতকে শ্মশানে পরিণত করিয়াছিল। তাহার প্রধান সেনাপতি মালিক কাফুর দাক্ষিণাত্য ধ্বংসের অন্যতম নায়ক। মালিক কাফুর গুজরাটের ব্রাহ্মণ বংশ-জাত কুসন্তান-শ্রেষ্ঠ। মুর্শিদকুলীখাঁও ব্রাহ্মণ-পুত্র, কালাপাহাড় ব্রাহ্মণ-কুলাঙ্গার। ইতিহাসের এই রোমহর্ষণ কাহিনী আজও পাঠককে ভীতিগ্রস্ত করে। এমন বিভীষিকাময় দুর্দ্দিনের ঘনতমসা ভেদপূর্ব্বক আবির্ভূত হলেন ভগবান্ শ্রীচৈতন্যরূপে। ঘনঝঞ্ঝার অবসানে অরুণোদয়ে পুলকিত জীব বাঁচিবার আশা রাখে। শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবে স্বাভাবিক মঙ্গলের চিহ্ন প্রকৃতিদেবী রচনা করিয়া রাখিলেন।

শিশু কাঁদে, হরিনাম করিলে থামে, হাঁসি হাঁসি আননে যাঁর দিকে তাকায় সেই হয় আনন্দে বিভোর। শ্রীহরিবাসর-দিনে বিষ্ণু-নৈবেদ্য গ্রহণের আব্দার। এ যে অদ্ভুত! ব্যাখ্যায় এর নিরাকরণ হয় না।

অধ্যাপক নিমাই পণ্ডিত। সমগ্র ভারত তাঁর যশোদ্ভাষিত। শ্রীগৌরকে জানিতে ও তাঁর লীলার অনুশীলনে যাঁরা আগ্রহী তাঁদের ভাগ্য কত মহান,

কত বড়। ভক্তগণ বলিয়াছেন—যদি গৌরকে জানিতে হয়—তবে অসীমের অঙ্গনে যেতে হবে। বৃথা কর্ম্ম বাদ দিয়ে সেই অসীমের ঘন-বিগ্রহ গৌর-সুন্দরের শরণাপন্ন হ'তে হ'বে। ডুবে যেতে হবে তাঁর ভাবধারার অতল সমুদ্রে। গৌর-ভাবধারায় স্নাতগণ ভক্ত। স্বরাট পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের সেবক তাঁরা। জড়াধীনতা তাঁরা জানে না। তাঁরা নিত্য স্বাধীন। ভক্ত বা সেবকগণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের সৈনিক, সেনাপতি, মন্ত্রণা-কুশল বিশ্বস্ত মন্ত্রী। ভক্তিতত্ত্বের সেবকগণ অহিংস। অহিংসগণ বল হীন নহেন। অনন্ত শক্তির আঁধারের সহিত তাঁহারা সংযুক্ত। এযুগে অহিংসার পূজারী মহাত্মা গান্ধী নিজের জীবনে প্রমাণ করিয়াছেন তাঁহার অমিত শক্তি। মৃত্যুতেও তাঁহার অহিংস মূর্ত্তি উজ্জ্বল ছিল। লাস্যে অবিচল, জীব-দুঃখে দুঃখী নিমাই। সকল জীবকে আপামর-নরনারী বালকবৃদ্ধ যুবক যুবতীকে দিতে চেয়েছিলেন 'প্রেমধন'। তিনি মহাবদান্য। তাঁর দানে ফাঁক ছিল না। এই মহাদানের মহরায় স্বীয় অনুগত ভক্ত-পার্ষদগণ সহ শ্রীবাস-অঙ্গনে উচ্চৈস্বরে কীর্ত্তন-রত নিমাই পণ্ডিত। সেই দিনে বিধর্ম্মী মুসলমানের অনুগ্রহ প্রার্থী তথাকথিত পণ্ডিত সামাজিক ব্রাহ্মণগণ প্রমাদ গণিলেন। তাহারা কীর্ত্তন বন্ধের নানা যুক্তি প্রদর্শন করিয়াও যখন ফল পাইল না তখন মুসলমানগণের সহিত কিছু পাষণ্ডী হিন্দুগণ শাসনকর্ত্তা চাঁদকাজী মৌলানা সেরাজ উদ্দিন সাহেবকে নিমাইর কীর্ত্তন বন্ধ করিবার আবেদন করিলেন। ঐসকল রাজানুগ্রহপ্রার্থী সামাজিকগণ নিজেদের উদারতা, নিরপেক্ষতা প্রভৃতি অশেষ গুণের মিথ্যা অভিনয় করিতেছিল। রাজদরবার হইতে কীর্ত্তন বন্ধের আদেশ দিলেন কাজী সাহেব। বৈষ্ণবগণ চিন্তিত। তাঁহারা দুঃখের কথা নিবেদন করিলেন মহাপ্রভুর শ্রীচরণে। মহাপ্রভু বলিলেন,—জীবনের একমাত্র কৃত্য শ্রীনাম সংকীর্ত্তন। রাজাদেশ-নিষেধাজ্ঞা মানা যাইবে না। কীর্ত্তন চল্‌ল যাথারীতি শ্রীবাস-অঙ্গনে। আদেশ লঙ্ঘনের সংবাদে ক্রুদ্ধ কাজী সাহেব ফৌজসহ আসিয়া শ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্ত্তনের খোল ভাঙ্গিয়া দিলেন। হল ত্রাসের সঞ্চার। শ্রীবাস-অঙ্গন পরিচিত হ'ল 'খোল ভাঙ্গার ডেঙ্গা বা ডাঙ্গা' নামে।

মহাপ্রভু রুদ্রমূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করলেন। সত্যাগ্রহের পীঠভূমি শ্রীবাস-অঙ্গন হতে বহির্গত হল কীর্ত্তনের শোভাযাত্রা। রাজাদেশ-লঙ্ঘনকারী নিমাই জলন্ত অগ্নি-শিখাসম সকলের প্রাণে দিলেন নির্ভিকতা আগুণের

বীজ। তারা দলে দলে সহস্র সহস্র লোক মসাল নিয়া উচ্চৈস্বরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া কাজীর বাড়িতে উপস্থিত। পথে পথে নগরের লোক-সকল যোগ দিল। উহা যেন আগুনের স্পর্শে সকলপ্রাণে আগুন জ্বলিল। এ যে বাঁধভাঙ্গা জলের তীব্র বন্যা-প্রবাহ, কে রুদ্ধ করে? মহাপ্রভু অগ্নিময় বাক্যে হুঙ্কার করলেন,—কোথায় কীর্ত্তন-ভঙ্গকারী কাজী? আন তাকে সম্মুখে আমার, ভাঙ্গ তার গৃহদ্বার। আগুন জ্বালাইয়া দাও সংহারিতে তায়। তার পরের কাহিনী ইতি কথার কাহিনী ইতিহাসের পাতায়। কাজী মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হইলেন এবং নিকপট আর্ত্তিতে তিনি মহাপ্রভুর কৃপালাভ করিলেন। সমগ্রদেশ সত্যাগ্রহীর জয়ে বিস্ময় ও পুলকে উজ্জীবীত হলেন। যাঁহারা মনে করেন—প্রেমের মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর "ত্রিনাদপি সুনীচেন" মন্ত্রের উদ্গাতা, তাঁর রুদ্রমূর্ত্তি কেন? কুসুমাদপি কোমল, বজ্রাদপিকঠোর বীরভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমানজী পরম বৈষ্ণব। লঙ্কাদগ্ধ করিয়া তিনি "তৃণাদপি সুনীচেন" মন্ত্রের জীবন্ত ব্যাখ্যা দিয়াছেন। প্রহ্লাদ পিতৃ আজ্ঞা অমান্য করিয়া ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেবের করুণা, ধ্রুব বিমাতার দুর্ব্ব্যাবহারে পদ্মপলাশ লোচন শ্রীহরিকে এবং বলি মহারাজ গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া শ্রীবামনদেবের শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই বিপ্লবী। শ্রীভগবানকে পাইবার বাস্তব মন্ত্রের জীবন্ত ব্যাখ্যা। বিপ্লবীগণ জগৎপূজ্য। তাঁহারা অন্যায়ের সহিত আপোষ মানে না, আপোষ নিষ্পত্তি বোঝে না। গাল ভরা বুলি *Compromise come from defeated mentality*. এ যুগের বিপ্লবীগণ প্রাণ দিয়ে জগতের পূজা হয়েছেন। দেশ-মাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে ক্ষুদিরাম, ভবানী, দীনেশ, বাদল, বিনয়, মাতঙ্গিনী প্রভৃতি শহীদের তাজা রক্তে বিধৌত করিল জননী জন্মভূমির চরণ। তাঁহাদের বন্দনা করি। কাপুরুষের কোন ধর্ম্ম নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অহঙ্কার-মত্ত ভোগপর কুরুকুল ও যাদব-গণকে চির বিদায় দিয়া পৃথিবীর, বোঝা লাঘব করিয়াছিলেন। প্রেমা-বতারে শ্রীচৈতন্যদেব আচণ্ডালে প্রেমদান করিয়াছিলেন। যবন কুলের ঠাকুর হরিদাস, সুবর্ণ বণিক কুলের উদ্ধারণ দত্তঠাকুর, কায়স্থ বংশের শ্রীনরোত্তম ঠাকুর, মীল রঘুনাথদাস; বৈদ্যকুল-ভূষণ শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর তথা বল্লালের মন্ত্রী শ্রীসদাশিব কবিরাজের বংশধরগণ, ভূঞ্জমালী কুল-জাত ঝড়ুঠাকুর, পাঠান বিজুলি খান প্রভৃতি বৈষ্ণব-মহাভাগবতগণকে শরণ করি বিপ্লবী মহাপ্রভুর কৃপাপাত্ররূপে। কত শত সহস্র অগণিত রত্নরাজী

আলোক-দিশারী শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপা-আলোক স্তম্ভ হইয়া দেদীপ্যমান। তাঁহাদের শ্রীচরণে কোটী প্রণাম জানাইয়া বিপ্লব-বাণী হৃদয়ে ধারণ করিবার মহতী আশা পোষণ করি। জয় শ্রীগৌরহরি। জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। জয় শ্রীচৈতন্যানুগত ভক্তবৃন্দ।

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য শ্রীশ্রীমৎ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ দুষ্কৃত সমাজ বিরোধীদের দমনে কঠোর হস্ত ছিলেন বলিয়া তত্ত্বানভিজ্ঞ কেহ কেহ তাঁহাকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব বলিতে দ্বিধাবোধ করিতে কুণ্ঠিত হইত না। কিন্তু তিনি ছিলেন তেজস্বী—ভয় করিবার মানুষ নহেন। বীরের মত ন্যায়ের লক্ষ্যস্থলে অগ্রসর হইতে ঐসকল দৌর্ব্বল্যজনিত সমালোচনা গ্রাহ্য করেন নাই। আবার দেখা গেছে এই শ্রীল কেশব মহারাজ উদারভাবে গরীব ও নির্য্যাতীতগণকে সাহায্যও করিয়াছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,—"অন্যায় যে সহে, আর অন্যায় যে করে, তব অভিশাপ যেন তাকে তৃণসম দহে, ওরে তুই একলা চল, একলা চলরে। তোর ডাক শুনে যদি কেউ না আসেরে।"

মহাত্মা গান্ধীও নারীনির্য্যাতনকারীকে বল প্রয়োগে বাধা দিতে বলিয়াছেন। যুদ্ধ যদি অন্যায়-প্রতিরোধে করা হয়, তবে হয় ধর্ম্ম।

পুরাণ ইতিহাস আলোচনায় দেখা যায় বিপ্লবের জয়যাত্রা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হ'লেন ক্ষত্রিয়কুলে কংস-কারাগারে। প্রতিপালিত হলেন শ্রীনন্দ-গৃহে ব্রজ বৃন্দাবনে। গোবর্দ্ধন-পূজার আয়োজন প্রচলিত ইন্দ্রপূজার পরিবর্ত্তে। ইহা কি বিপ্লব নহে? মাতুল কংসকে বধ, প্রিয় পুত্র শাম্বকে অভিশাপ দান। এ সকলই ত বৈপ্লবীক কাহিনী। বেদব্যাস পরাশর-পুত্র, জননী মৎস্যগন্ধা। ইহা কি প্রচলিত রীতিরক্ষা করিয়াছে?

বৈষ্ণব-গুরু দেবর্ষি নারদ! পিতৃ-পরিচয়হীন দাসীপুত্র। প্রজাপতিগণের পুত্রদের গৃহত্যাগের পরামর্শদাতা। তাঁর শিষ্য বেদব্যাস, মহর্ষি ভরদ্বাজ, অত্রি প্রভৃতি। সত্যকাম যবালা, বিশ্বামিত্র প্রভৃতিও বিপ্লবী। শ্রীভাগবত-বক্তা শ্রীল সূত গোস্বামী, বৈষ্ণব-প্রবর মহারাজ পরীক্ষিৎ আসন্ন সর্পদংশনে ভীত না হইয়া কৃষ্ণচিন্তা-সাগরে নিমজ্জিত হলেন।

মহাপ্রভু যুবতী পত্নী ও বৃদ্ধা মাতার একমাত্র আশ্রয়স্থল হইয়াও তিনি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণভজনে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন, ইহা কি বিপ্লব নহে?

সন্ন্যাসের কঠোর জীবন-যাপনে আদর্শের নিষ্ঠা কি অপূর্ব্ব সৌর্য্য-সূচক নহে? ছোট হরিদাসের প্রতি কঠোর নির্দ্দেশ, প্রাণের বন্ধু তদ্‌গত প্রাণ শ্রীজগদানন্দের প্রদত্ত সুগন্ধি চন্দনাদি তৈল গ্রহণ না করা, শয্যা দ্রব্যাদি প্রত্যাখান কি বিপ্লবীর কঠোর জীবনাদর্শের পরিচায়ক নহে? স্বয়ং অবতারী হইয়াও কঠোর বৈরাগ্যময় আদর্শ জীবন যাপন-দ্বারা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণকে যে শিক্ষা দিলেন তাহা অবশ্যই অনুশরণীয়।

ধর্ম্মে সুবিধাবাদের স্থান নাই। যুক্তবৈরাগ্যের নামে ভোগবাদ প্রচ্ছন্নভাবে বৈষ্ণবের সর্ব্বনাশ করিতেছে। যেইজন হরিভজন করেন তিনিই পূজ্য—তিনিই শ্রেষ্ঠ। রক্তধারার বংশধারার বিচারকে উপেক্ষা করিয়া বিপ্লবময় সাধনার ইতিবৃত্ত আহরন করিয়াছেন। দেখা যায় তথাকথিত বৈষ্ণবাচার্য্য বলিয়া পরিচিত কিছু ব্যক্তি সামন্ততন্ত্র-মতে আত্মনিয়োগ করিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেছেন। সময় আসিয়াছে ভাবিবার—অনুধাবন করিবার। আচণ্ডালে প্রেমদাতা শ্রীগৌরহরির আহ্বান—সকল বিভেদ-বুদ্ধির অবসান হউক। আবার বিপ্লবী ভগবান্ শ্রীগৌরহরির আবির্ভাবের শুভলগ্ন ভক্তগণের প্রার্থনীয় হউক। হরি ওঁ তৎ সৎ।

—শ্রীসুদর্শন দাস

সুন্দরবনাঞ্চলের বিভিন্নস্থানে
বিরাট ধর্ম্মসভা

সুন্দরবনাঞ্চলের সনাতন ধর্ম্ম-পিপাসু ভক্তগণ কর্ত্তৃক সাদর আহ্বানে শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ** সমিতির কতিপয় সেবকসহ ৪ঠা পৌষ মঙ্গলবার, ১৩৯০ হইতে ১২ই পৌষ, বুধবার পর্য্যন্ত সনাতনধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে ২৪ পরগণার পশ্চিম শ্রীপতিনগরে শুভপদার্পণ করেন। ৪ঠা পৌষ, মঙ্গলবার পশ্চিম শ্রীপতিনগর বালিকা বিদ্যালয়ে ধর্ম্মসভার আহ্বায়ক-মণ্ডলীর তরফ হইতে দক্ষিণ কাশীনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত সীতানাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় "শ্রীগুরুচরণে শ্রদ্ধার্ঘ্য অভিনন্দন" পাঠ করিয়া শ্রীশ্রীল মহারাজজীকে সভক্তি প্রণাম নিবেদন করেন। ধর্ম্ম-সম্বন্ধে সমবেত সজ্জনগণ মহারাজের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন রাখিয়াছেন, যেসপ্রশ্নগুলির মিমাংসা করিতে ও যথার্থরূপে বুঝিতে সাধারণ মানুষ আমরা প্রায়ই

ভুল করি। তিনি তাঁহার বক্তৃতার প্রারম্ভে স্বীয় অভীষ্টদেব শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদবিহারীর পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া প্রণতি জ্ঞাপন করেন। তদনন্তর উপস্থিত সজ্জনবৃন্দ, স্নেহের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ ও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণকে যথাযথ সম্ভাষণ করিয়া সুসিদ্ধান্ত শাস্ত্রযুক্তি উল্লেখ-মুখে ভাষণ প্রদান করেন। জীবই শিব অর্থাৎ মানুষ ভগবান্ হয় কি? তদুত্তরে বলেন,—"জীব শ্রীভগবানের বিভিন্নাংশ। অংশ কোন দিন পূর্ণত্বের দাবী করিতে পারে না। অংশ চিরদিনই অংশ। তাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় "মামৈবাংশ জীব লোকে জীবভূত সনাতন।" বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জীবের নিত্য পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে জীব প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—"জীব নিত্য কৃষ্ণদাস, ইহা ভুলি গেলা।" "কেহ মানে, কেহ না মানে, সব মোর দাস।" 'মোর' মানে?—শ্রীকৃষ্ণের। 'শিব' মানে মঙ্গল। 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' অর্থাৎ সত্য, মঙ্গল ও সৌন্দর্য্যের উৎস একমাত্র শ্রীভগবান্। জীব কর্ম্মফল-বাধ্য হইয়া নানা দুর্দ্দশা গ্রস্ত, কুৎসিত কদাকার অমঙ্গলকর রুচীর বশ হইবার যোগ্য। জীব মায়াবশ আর ভগবান্ মায়াধীশ। সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের পরিপূর্ণতা "ভগ" পদবাচ্য। সেই "ভগ" যাঁহার আছে তিনিই ভগবান্। সুতরাং জীব কোন দিন ভগবান্ হন না। তবে শ্রীভগবানের সেবা-সান্নিধ্য লাভ করিয়া জীব ধন্য হয় মাত্র। জীবের মত দেবতাগণও ভগবানের সমান নহেন। জীবেতে ৫০টী সদ্‌গুণ-রাজী বিন্দু বিন্দু পরিমাণে থাকে; ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণাদি দেবতাতে থাকে আংশিক পরিমাণে ৫৫টি; ভগবানের শ্রীবিষ্ণুতত্ত্বে আছে পূর্ণ পরিমাণে ৬০টী এবং স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণে পূর্ণস্বরূপে শ্রীবিষ্ণুর ৬০টী গুণ + রূপ-গুণ-বেণু-লীলামাধুরী চারীটাসহ ৬৪টা গুণের পরিপূর্ণতা। সুতরাং মানুষের বিন্দুত্ব, দেবতার আংশিকতা, বিষ্ণুর পূর্ণতা ও শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং সম্পূর্ণতা সমান হয় না। সমাজে যত মত তত পথ বলিয়া বহুমানন করা হয় উহা যে অর্থে গ্রহণ করে তাহা নিতান্তই ভ্রান্ত। যিনি এ কথা বলেন তিনি তাহার মত পরিত্যাগ করিয়া অন্য মতের চিরদিন আদর করিতে পারিবেন না। যদি কেহ বলেন যে, এজগতে এমন মহাপুরুষ ছিলেন বা আছেন যাহারা সব মতের সমাদর করেন। তবে ইহা সুনিশ্চিত যে, তিনি কোন মতেরই নিষ্ঠা-যত্ন করেন না। সকলকে নানা মানে—তিনি কাহাকেও যথার্থতঃ মানেন না; এক কথায় তিনি সুবিধাবাদী, বঞ্চক।

এ সম্বন্ধে মহাভারতের বনপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের প্রতি বকরূপী ধর্ম্মের যে প্রশ্ন "কঃ পন্থাঃ" তাঁহার উত্তরে যথার্থ সত্যপথদ্রষ্টা যুধিষ্ঠির উত্তর করিয়াছেন—"মহাজনো যেনঃ গতঃ সঃ পন্থাঃ।" মহাজনগণ যে-পথে গমন করিয়াছেন ভগবানের কাছে পৌঁছিবার উহাই একমাত্র পথ। আজকাল কোন কোন অর্ব্বাচীন বহুজনের সমষ্টিকে মহাজন বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেনে। আমরা শাস্ত্রে দ্বাদশ মহাজনের কথা জানিতে পারি—স্বয়ম্ভু (ব্রহ্মা), নারদ, শম্ভু, কুমার, কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলী, শুকদেব ও যমরাজ। এই দ্বাদশ মহাজন শ্রীভগবানের ভক্তিপথকেই একমাত্র পথ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রহ্লাদ মহারাজ শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দনাদি নবধা ভক্তির কথা বলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পঞ্চাঙ্গ ভক্তিরও স্বীকৃতি পাইয়াছেন—

"সাধুসঙ্গ, নামসংকীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তির সেবন॥"

উহা আরও সারসংক্ষেপ হইয়া —"নামসংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়।" বলিয়া সুনিশ্চিত হইয়াছে, —ভগবানকে ডাকার আবার নিয়ম কি? অনিয়মে কোন কিছুই হয় না। নিয়মের ব্যতিক্রম হইলেই আমাদের দুঃখ দুর্দ্দশা। পা দিয়া চলার নিয়ম, কান দিয়া শোনার নিয়ম, চক্ষু দিয়া দেখার নিয়ম, মুখ দিয়া খাওয়ার নিয়ম। যিনি প্রশ্ন করিয়াছেন তিনি বুঝি এ নিয়ম না মানিয়া ভালভাবে চলিতে পারেন? যদি না পারেন, তবে তাহাকে নিশ্চয় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নাম-কীর্ত্তনের নিয়ম ও অধিকার বিচার গ্রহণ করিতে হইবে—"যে-রূপে লইলে নাম, প্রেম উপজয়। তাহার বৃত্তান্ত কহি শুন রাম রায়॥" "যে-রূপে" মানে,—যে-নিয়মে। মহাজন গাহিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে যদি মানস তোহার। পরম যতনে তহি লভ অধিকার॥" তাহা হইলে নিয়ম ও অধিকার দুইই আছে। এ দুই না মানিলে কৃষ্ণকীর্ত্তন হয় না। শ্রীভগবানের নাম-গুণগানে, আহার-বিহার, পোষাক-পরিচ্ছদের নিতান্ত প্রয়োজন। তিলক-মালা ভক্তের ভগবদ্ দাস্যের uniform, শাখা-সিন্দুর যেমন সতীর চিহ্ন, বিশেষ সরকারী চাকুরের যেমন uniform, ভক্তের কাছে তিলক-মালাও তদ্রূপ। শাখা সিন্দুরের মর্য্যাদা যাহারা দেয় না বা আদৌ জানেন না তাহারা একপতিব্রত বা জীবনে একটী মাত্র পুরুষের সেবা পরিচর্য্যা বৃত্তি তাঁহাদের নাই। তাহারা দুরাচারী বা

ব্যভীচারী অর্থাৎ অসতী। লোক-লজ্জাবশতঃ কেহ তিলক-মালা ধারণ না করিলেও ভগবানকে পাইতে পারেন যদি তিলক-মালা ধারীকে আন্তরীক শ্রদ্ধা করিতে পারেন। তাহাদের প্রতি যদি তাহার অশ্রদ্ধা বা অসুয়া যুক্ত না হয়। সম্প্রদায়ানুপাতে তিলক-মালা বেষাদি বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। সেই সম্প্রদায় পদ্মপুরাণের ভাষায় (৪) চারটী—শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা। ইঁহারা বৈষ্ণব। বৈষ্ণবই ক্ষিতিপাবণকারী। তন্মধ্যে সনাতন ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষণকারী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শাস্ত্রোক্ত এই চারি সম্প্রদায়কে স্বীকার করিয়া স্বয়ং ব্রহ্ম-মাধ্ব-সম্প্রদায়-অনুগত ঈশ্বরপুরীপাদকে গুরুত্বে বরণ করিয়াছেন। সম্প্রদায়ের নামে সম্প্রতি বহু অপসম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। সে সব যথেচ্ছচারীদের খামখেয়ালী ছাড়া আর কিছুই নহে। আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি করিয়া তোতাপুরী তেরটী অপসম্প্রদায়ের নামোল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা নদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম তিন ×তের উনচল্লিশটী বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ সংসার-ধর্ম্ম বড় ধর্ম্ম বলিয়া ঢাক পিটান। কেহ শিখা-সূত্র ত্যাগ করিয়া মস্তক মুণ্ডন না করিলে ধর্ম্ম হয় না?—বলিয়া বলেন। তাহারা ধর্ম্মসম্বন্ধে আংশিক জ্ঞানবিশিষ্ট। ধর্ম্মসম্বন্ধে যথার্থ তত্ত্বদর্শী ও ধর্ম্মের আচার-প্রচারশীল ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম প্রভৃতি বৈষ্ণবগুরুবর্গ বলিয়াছেন, "গৃহে বা বনেতে থাকে, হা গৌরাঙ্গ বলে ডাকে, নরোত্তম মাগে তাঁর সঙ্গ।" কবিরাজ গোস্বামী গাহিয়াছেন, "যেই ভজে সেই শ্রেষ্ঠ।" ব্রহ্মচারী, গৃহস্থাশ্রমী প্রভৃতি 'আশ্রম'-বিচারে সন্ন্যাসীই শ্রেষ্ঠ। ভজন-সাধনে নিপুণ হিসাবে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তিও অর্থবহ। সাধারণ মানুষ স্ত্রী-পুত্র লইয়া সংসারের দৈনন্দিন রুজিরোজগার খাওয়া-পরার সংস্থান করিয়া ভগবানকে ডাকিতে পারেন সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া সংসার ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ নহে। "সংসার-ধর্ম্ম বড় ধর্ম্ম" —এ উক্তির উদ্গাতা "সংসার" কাহাকে বলে, সে' অর্থ-বোধই নাই। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ জৈবধর্ম্মে সংসারের পরিচয় দিয়াছেন,—জীব কৃষ্ণদাস্য ভুলিয়া কর্ম্মফল বাধ্য রক্ত-মাংসের স্থূল শরীরটীকেই 'আমি'-বুদ্ধি এবং শরীর সম্বন্ধীয় পিতামাতা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, বাড়ী-গাড়ীকেই আমার বুদ্ধির যে বিরাট সোরগোল করে ইহাকেই সংসার কহে। সুতরাং এ হেন আমি ও আমার বুদ্ধিতে মত্ত্গুল ব্যক্তিরই সংসার, তাহার ভগবানকে ডাকার বুদ্ধি-বৃত্তি কোথায়? নানা দুঃখ দুর্দ্দশাগ্রস্ত সংসারী জীবকে তুমি শ্রেষ্ঠ, তুমি ভাল

আছ প্রভৃতি বাক্য সমাজকে বঞ্চনা-মূলক। শ্রীভগবান্ হইতে যাহারা নিতান্তই বঞ্চিত হইতে চাহেন তাহারা বঞ্চকের কথাকে বহুমানন করিতে পারে, কিন্তু আত্মকল্যাণকামী গৃহস্থাশ্রমীর নিজেদের অসামর্থের কথা চিন্তা করিয়া দৈন্যভাই মঙ্গলকর। নারদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের পিতা নন্দ মহারাজের প্রার্থনাই আমাদের শিক্ষণীয়, যথা—"কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমাণানাং যত্র ক্বাপীশ্বরেচ্ছয়া। মঙ্গলা চরিতৈর্দানে রতি র্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে॥" ইহাকেই বলে সংসারে থাকিয়া ভগবানকে ডাকা। যিনি সংসারে থাকিয়া ভগবানকে ডাকিতে পারিয়াছেন "সংসার ধর্ম্ম বড় ধর্ম্ম" তাহার উক্তি নহে। আজ প্রশ্ন করিয়াছেন,—বৈরাগীর ছেলে বৈরাগী! শূদ্রের ছেলে কি বৈরাগী হইতে পারে? প্রশ্নকারীর ভাব ও ভাষার উপর নির্ভর করে জবাব পাওয়ার লক্ষণ বা অধিকার। তত্ত্বজ্ঞানের অনধিকারী ব্যক্তি উপদেশের পাত্র নহেন। উপদেশ গ্রহণ করিতে হইলে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার—"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।" প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা; এই তিনটী গুণ থাকা চাই। প্রণত সেবাপরায়ণ ব্যক্তি প্রশ্ন করিতে অসামর্থ প্রদর্শন করিয়া তত্ত্বদর্শীর নিকট প্রার্থনা করেন,—"সাধ্য সাধন তত্ত্ব পুছিতে না জানি। কৃপা করি সব তত্ত্ব কহ ত আপনি॥" সে-স্থলে তত্ত্বদর্শী সাধু মহাত্মাগণ লক্ষ্য করেন, বক্তা কি বলিতে চাহে, এ ভাব ও ভাষার জ্ঞাতব্য বিষয় কি? "বৈরাগী" শব্দের অর্থ বৈরাগ্য আছে যাঁহার। শূদ্রের ছেলে কি বৈরাগী হইতে পারে? এ ক্ষেত্রে বৈরাগী শব্দে মনে হয় আপনারা বৈষ্ণব বলিতে চাহেন। তা সে-স্থলে বৈষ্ণব তো কোন জাতি-বিশেষ নহেন। বৈষ্ণব শ্রীবিষ্ণু ভগবানের সেবাবৃত্তি-পরায়ণ। গুণ ও কর্ম্মানুসারে নরগণকে চারিবর্ণে ভাগ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণতার পরে জীবের বৈষ্ণবতা লাভ হয়। কোন ব্রাহ্মণ স্বীয় গুণকর্ম্ম হারাইয়া ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রত্বে অধঃপতিত হয়। "স্থানাৎ ভ্রষ্ট পতন্ত্যধঃ" বাক্যই তাহার উদাহরণ। আবার ব্রাহ্মণেতর শূদ্রাদি জাতি সম্ভূত কোন ব্যক্তি ভজন-সাধনের দ্বারা ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণব হইতে পারে। শৌক্র-জন্মের দ্বারা ব্রাহ্মণাদি বিচার শাস্ত্রীয় নহে। গুণ-কর্ম্মানুসারে বর্ণবিচারকে দৈববর্ণবিচার বলিয়া তত্ত্বজ্ঞগণ স্বীকার করেন। উপমাস্থলে—"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥" বাক্য উল্লেখ করিতে পারি। শাস্ত্রে ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে—ওরে মন! কি করে বরণকুলে। যেই কুলে কেন জনম না হয় কেবল ভকতি মূল॥

কপিকূলে দেখ বীর হনুমান, "দৈত্যের ঔরসে প্রহ্লাদ জনমি" "চণ্ডাল হইয়া মিতালী করিল গুহকচণ্ডালবর", "বল না কি কুল বিদুরের ছিল ॥" "দেখনা কেমন সাধনা করিল গোকুলে গোপের নারী" প্রভৃতি উদাহরণ দিয়া মহাজন স্বীয় মন্তব্য করিয়াছেন ; "সে হরি যে ভজে তারী"—অর্থাৎ তারই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চাঁদকাজী, যবন হরিদাসকেও বৈষ্ণব স্বীকার করিয়া ধর্ম্মের উদারতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। যাহারা সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম্মাপেক্ষা অন্য ধর্ম্মকে বহুমানন করে তাহারা নিতান্ত অবোধ ও দুর্ভাগা।

সমাজে প্রচলিত বহু আবোল-তাবোল কথার মীমাংসার জন্য আমি আপনাদের কাছে জিজ্ঞাসিত হইয়াছি। আমার নিকট আপনাদের Time is short but art is long, "দীন দরিদ্রের সেবা করাই মানব জীবনের বড় ধর্ম্ম অর্থাৎ জীবের সেবা কর্‌লে ভগবানের সেবা করা হয়। মন্দিরের কাঠপাথরের সেবা করে কি হবে ?" প্রভৃতি যে-সব কথা উল্লেখ করিয়াছেন সে-সকল কথার দ্বারা সমাজের প্রভূত সর্ব্বনাশ হইয়াছে বা হইতেছে। সমাজের প্রতি উপদেশকের বাক্যে যদি দোষ থাকে, তবে তাহাকে শুদ্ধ করিয়া গ্রহণ করা বা দুষ্ট সমাজকে পুনরায় সংশোধন করা বড়ই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কাহাকেও বিষপান করাইয়া দাতা যেমন স্বীয় ভুল বুঝিয়া পান-কারীকে বাঁচাইতে বৃথা চেষ্টা করে, সমাজের হতভাগা আমাদের প্রতি উপদেশও তদ্রূপ ; আশাকরি আলোচনা করিলে আপনারা বুঝিতে পারিবেন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের দৈন্য দরীদ্রতা দুঃখ-কষ্টের মূল—ঈশ্বর বিমুখতা। হরিবিমুখ জীবকে পুনরায় ভগবৎ উন্মুখ করিবার জন্যই আমরা প্রকৃতির ত্রিতাপ জ্বালায় জর্জ্জরীত। সে অবস্থায় এক মুষ্টি অন্ন, একখানা কাপড়, দুই ফোটা ঔষধ আমাদের অভাব দূর করিতে পারে না। এ দৈন্য দুর্দ্দশার মূল কি ? ইহা জানিয়া প্রতিকার করিতে পারিলেই দীনের প্রতি উপকার বিধান। গরু মেরে জুতা দানকারী—দাতা বা উপকারী যথার্থ বান্ধব নহে। হরিবিমুখ জীবের দরিদ্রতা দূরকারী ব্যক্তি ভগবানের প্রীতি-ভাজন নহে, পরন্তু দ্রোহাচারী। হিতাকাঙ্ক্ষী কোন পিতা অবাধ্য দুরাচারী পুত্রকে যদি ত্যাজ্য পুত্র করিয়া অর্থসম্পদের অধিকার হইতে বঞ্চিত করেন তবে সেই পুত্রের প্রতি স্নেহশীল ব্যক্তি যেমন উক্ত পিতার প্রীতির পাত্র নহে, দরিদ্রের প্রতি সেবা-পরায়ণও তেমনি ভগবৎ সেবাকারী নহে। তবে কেহ যদি পিতার আদর্শ পুত্রের কর্ত্তব্য প্রভৃতি বুঝাইয়া সেই পুত্রকে পুনরায় পিতৃ

সেবায় নিয়োগ করাইতে পারেন তিনিই পিতা ও পুত্রের উভয়ের আদরণীয় ও বরণীয়। "জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্মে জন্মে তাপ।" জীবের প্রতি হরিভজনের উপদেশকারী ব্যক্তি তাই "ভুরিদা" পদবাচ্য। তাঁহাদের দানের তুলনা হয় না। শ্রীভগবদ্বিগ্রহ-সেবাকে আমাদের দেশের জনৈক নামকরা কবি কটাক্ষ করিয়া সমাজের প্রিয়জন হইবার চেষ্টায় বলিয়াছেন—"ভজন-পূজন-সাধন-আরাধনা সমস্ত থাক পরে। রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে কেন আছিস ওরে!" পরে সমাজের প্রতি ভুলের সংশোধন করিতে প্রার্থনা করিলেন,—"আমার মাথা নত করে দাও হে, তোমার চরণ ধূলার তলে।" বাকো শ্রীভগবানের চরণ-ধূলার মহিমা বুঝিয়া তাহাতে তিনি ধূসরিত হইয়া সমস্ত দম্ভ অহঙ্কার বিসর্জ্জন দিতে চাহিয়াছেন, তাই গাহিলেন—"দিনের কাজে ধূলা লাগি, অনেক দাগে হলেন দাগী, এমনি তপ্ত হয়ে আছে যে সহ্য করা ভার। আমার এই মলিন অহঙ্কার।" সে কবির ঈশ্বরানুরাগের যে গীতি আমাদের কর্ণকুহরে আজ আর ঠাঁই পায় না। কারণ তাহার প্রথম উপদেশের অগ্রপশ্চাৎ বিচার না করিয়াই আমরা ভজন-পূজন-সাধন-আরাধনা ছাড়িয়া বেপরোয়া হইয়াছি, এখন সহজে আমরা তাহার কথায় আস্থা করিতে পারি না।

স্বামীজীর তত্ত্বপূর্ণ বক্তৃতায় শ্রোতৃমণ্ডলীর ভুল বুঝাবুঝির অনেক মীমাংসা হইল। দ্বিতীয় দিন আরও অধিক শ্রোতৃবৃন্দ সমবেত হইয়া মহারাজের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন। ৬ই পৌষ অচিন্ত্যনগর সূর্য্যদেশ উন্নয়ন সঙ্ঘে; ৭ই পৌষ শুক্রবার লক্ষ্মী জনার্দ্দনপুর শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জীউর মন্দিরে সভার অনুষ্ঠান হয়। ৮ই পৌষ লক্ষ্মীপুর বাজার; ৯ই পৌষ রবিবার ও ১০ই পৌষ সোমবার কেদারপুর মহাকালী সিনেমা হলে; সভার শেষে শ্রীগুণধর মণ্ডল, কোবিদ, শিশুকবি শ্রদ্ধার্ঘ্য অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন। ১১ই পৌষ গদামথুরা বাজার-প্রাঙ্গনে ধর্ম্মসভায় শ্রীল মহারাজজী প্রাঞ্জল ভাষায় তত্ত্বপূর্ণ বক্তৃতা করেন।

১২ই পৌষ ১৩৯০, ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৮৩ বুধবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি-অধ্যক্ষ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-তিথি কৃষ্ণা নবমী সমাগতা হইলে গদামথুরা ৫ম রামনগর আবাদস্থ পূজনীয়া শ্রীযুক্তা নারায়ণী দেবীর বাসভবনে শ্রীশ্রীব্যাসপূজার অনুষ্ঠান হয়। শ্রীল গুরুমহারাজজী প্রাতঃ

স্নানাদি সমাপন করিয়া তিনি তাঁহার গুরুদেব শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ, জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, শ্রীশ্রীল গৌর-কিশোরদাস বাবাজী মহারাজ প্রভৃতি গুরুবর্গের শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থাশ্রমী প্রভৃতি সমবেত ভক্তগণ গুর্বষ্টকম্, গুরুপরম্পরা, বৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব প্রভৃতি ভজনগীতি কীর্তন করেন। মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীল গুরু মহারাজের শ্রীচরণে আমরা পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করি। শ্রীযুক্তা নারায়ণী দেবী ও অন্যান্য ভক্তগণের সংগৃহীত নৈবেদ্য বিবিধ অন্নব্যঞ্জনাদি-দ্বারা শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর ভোগরাগ সমবেত সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্নে গদামথুরা নিবাসী শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু গাঁতাইত মহাশয়ের বাটীতে ধর্ম্ম-সভার অনুষ্ঠান হয়। উক্ত সভায় শ্রীগুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা-মুখে শ্রীগুরুদেব যে স্বয়ং ভগবান্ সেব্যতত্ত্ব নহেন, তিনি শ্রীভগবানের সেবকতত্ত্ব তাহা ব্যক্ত করেন। যিনি নিজেকে কৃষ্ণস্বরূপ বিষয়-বিগ্রহ বলিয়া শিষ্যকে উপদেশ করেন—তিনি কখনই সদ্গুরু পদবাচ্য নহেন। গুরুকে কৃষ্ণস্বরূপ ভাবিয়া তাহার চরণে যাহারা তুলসী দান করেন তাহারা নারকী। এমন কি শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী-শক্তি শ্রীমতী রাধারাণীর চরণেও তুলসী প্রদান অবিধেয়। শ্রীগুরুদেব ও শ্রীমতী রাধারাণী ভক্তের প্রদত্ত তুলসীকে তুলসীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের চরণে নৈবেদ্য অর্পণ করিয়া দাতা ভক্তের কল্যাণ বিধান করেন। শ্রীগুরু-প্রসাদে বা কৃপায় জীবের ভগবৎকৃপা লাভ সম্ভব হয়। শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীগুরু-পূজাকে "শ্রীব্যাসপূজা" বলে। শ্রীল গুরু মহারাজজী শ্রীব্যাসদেবের চরিত ও জীব-কল্যাণ চিন্তায় বেদ-বিভাজন, পুরাণ প্রণয়ন এবং শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণনের পরম প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করেন। কীর্ত্তনান্তে সভাভঙ্গ হয়।

আরও কিছুদিন মহারাজকে ভক্তগণ কাছে পাইতে চাহিলেও বিহারের ভক্তগণের সমবেত একান্ত আহ্বানে পরদিন ভোরবেলা মহারাজজী সদলবলে গদামথুরা হইতে যাত্রা করিয়া কলিকাতাস্থ শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

— শ্রীকমলাপতিদাস ব্রহ্মচারী

—ঃ সেবাপঞ্জী ঃ—

১। **১৪ই আষাঢ়** (ইং ২৯।৬।৮৪), শুক্রবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৭ ঘটিকায় নগর **সঙ্কীর্ত্তন**-মুখে গুণ্ডিচাবাড়ী গমন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও **গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন** ও মঠে প্রত্যাবর্ত্তন। অপরাহ্ণ ৫টা হইতে রাত্র ১০টা পর্য্যন্ত ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল **সচ্চিদানন্দ** ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব উপলক্ষে পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্ত্তন।

২। **১৫ই আষাঢ়** (ইং ৩০।৬।৮৪), শনিবার—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের **রথযাত্রা**; অপরাহ্ণ ৪টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তনযোগে শোভা-যাত্রাসহ রথারূঢ় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচাবাড়ী গমন। পরে শ্রীমঠে সন্ধ্যা ৮টা হইতে রাত্র ১০টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন, আরাত্রিক ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে **রথযাত্রা**-প্রসঙ্গ পাঠ।

৩। **১৬ই আষাঢ়**, ১লা জুলাই, রবিবার হইতে **১৮ই আষাঢ়**, ৩রা জুলাই মঙ্গলবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে রাত্র ৯টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ ও সন্ধ্যারাত্রিকান্তে রাত্র ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীরামলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা।

৪। **১৯শে আষাঢ়** (ইং ৪।৭।৮৪), বুধবার **হেরাপঞ্চমী** দিবসে শ্রীলক্ষ্মীবিজয়-উৎসব। পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে রাত্র ১০টা পর্য্যন্ত গুণ্ডিচা-বাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও **নগর-সঙ্কীর্ত্তন**। অপরাহ্ণ ৫টা হইতে সঙ্কীর্ত্তন; সন্ধ্যায় আরাত্রিক, তদনন্তর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ।

৫। **২০শে আষাঢ়**, ৫ই জুলাই বৃহস্পতিবার হইতে **২২শে** আষাঢ়, ৭ই জুলাই শনিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় প্রত্যহ অপরাহ্ণ হইতে রাত্র ৮টা পর্য্যন্ত শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আরাত্রিকান্তে রাত্রি **৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা, শ্রীরাম-লীলা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিবিধ শিক্ষা-সম্বন্ধে বক্তৃতা।**

৬। **২৩শে আষাঢ়** (৮।৭।৮৪) রবিবার—অপরাহ্ণ ২।০টা হইতে সঙ্কীর্ত্তন ও শোভাযাত্রাযোগে **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা**। পরে শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীভাগবত পাঠ, আরতি ও সাধারণ মহোৎসব।

বিঃ দ্রঃ—দৈব ও বিশেষ কার্য্যানুরোধে উৎসব-তালিকা পরিবর্ত্তনযোগ্য।



॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

গৌড়ীয়-পত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৩৬শ বর্ষ | ৩ শ্রীধর, সঙ্কর্ষণ, ৪৯৮ গৌরাব্দ
৩১ আষাঢ়, সোমবার, ১৩৯১; ইং ১৬।৭।১৯৮৪ | ৫ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীজগন্মোহনাষ্টকম্

[শ্রীল-বিশ্বনাথ-বক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতম্)

গুঞ্জাবলী-বেষ্টিত-চিত্রপুষ্প-চূড়া-বলন্-মঞ্জুল-নব্য-পিচ্ছম্।
গোরোচনা-চারু-তমালপত্রং বন্দে জগন্মোহনমিষ্টদেবম্ ॥ ১ ॥

যাঁহার মস্তকে গুঞ্জাসমূহে বেষ্টিত বিচিত্র কুসুম-নির্ম্মিত চূড়া সমন্বিত মনোহর ও অভিনব ময়ূর-পুচ্ছসকল মিলিত হইয়াছে এবং ললাটাদি সর্ব্বাঙ্গে গোরোচনা দ্বারা মনোহর তিলক শোভা পাইতেছে, এতাদৃশ ইষ্টদেব জগন্মোহন দেবকে আমি বন্দনা করি ॥ ১ ॥

ভ্রু-বল্গনোন্মাদিত-গোপনারী-কটাক্ষ-বাণাবলি-বিদ্ধনেত্রম্।
নাসাগ্র-রাজন্-মণি চারু-মুক্তং বন্দে জগন্মোহনমিষ্টদেবম্ ॥ ২ ॥

যাঁহারা স্বীয় ভ্রূনর্ত্তনদ্বারা উন্মাদি গোপাঙ্গনাগণের কটাক্ষবাণসমূহে নেত্রদ্বয়বিদ্ধ এবং নাসিকাগ্রভাগে মণিময় মনোহর মুক্তা শোভা পাইতেছে, এতাদৃশ ইষ্টদেব জগন্মোহনদেবকে আমি প্রণাম করি ॥ ২ ॥

আলোল-বক্রালক-কান্তি-চুম্বি-গণ্ডস্থল-প্রোন্নত-চারু-হাস্যম্।
বাম-প্রগণ্ডোচ্চল-কুণ্ডলান্তং বন্দে জগন্মোহনমিষ্টদেবম্ ॥ ৩ ॥

যাঁহার গণ্ডস্থল, কুটিল অলকাবলীর ছটায় চুম্বিত, বদনে মৃদুমনোহর হাস্য ও বামবাহুমূলে কুণ্ডলের অন্তভোগ আন্দোলিত হইতেছে, সেই ইষ্টদেব জগন্মোহনদেবকে আমি বন্দনা করি ॥ ৩ ॥

বন্ধূক-বিম্ব-দ্যুতি-নিন্দি-কুঞ্চৎ-প্রান্তাধর-ভ্রাজিত-বেণু-বক্ত্রম্।
কিঞ্চিত্তিরশ্চীন-শিরোধিভাতং বন্দে জগন্মোহনমিষ্টদেবম্ ॥ ৪ ॥

যাঁহারা অধর ও ওষ্ঠ, বন্ধূক পুষ্প ও বিম্বের প্রভাকে ধিক্কৃত করিয়াছে, সেই সঙ্কুচিত অধর প্রান্তে শোভিত বেণুযুক্ত বদন এবং মস্তকে ঈষদ্বক্র চূড়া শোভা পাইতেছে, সেই ইষ্টদেব জগন্মোহনদেবকে আমি বন্দনা করি ॥ ৪ ॥

অকুণ্ঠ-রেখাত্রয়-রাজি-কণ্ঠ-খেলৎ-স্বরাদি-শ্রুতিরাগ-রাজিম্।
বক্ষঃ-স্ফুরৎ-কৌস্তুভমুন্নতাংসং বন্দে জগন্মোহনমিষ্টদেবম্ ॥ ৫ ॥

যাঁহার কণ্ঠের উপরিভাগে অবিচ্ছিন্নভাবে রেখাত্রয় শোভা পাইতেছে এবং সেই কণ্ঠমধ্যে "উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত" এই ত্রিবিধ স্বর, শ্রুতি (ষড়্‌জাদি) ও রাগ (স্বরপ্রকার-বিশেষ) বিরাজ করিতেছে, বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভমণি শোভমান ও স্কন্ধদ্বয় উন্নত সেই ইষ্টদেব জগন্মোহনদেবকে আমি অভিবাদন করি ॥ ৫ ॥

আজানু-রাজদ্বলয়াঙ্গদাঙ্কি-স্মরার্গলাকার-সুবৃত্ত-বাহুম্।
অনর্ঘ-মুক্তা-মণি-পুষ্পমালং বন্দে জগন্মোহনমিষ্টদেবম্ ॥ ৬ ॥

যাঁহার সুন্দর ভুজযুগল বলয় ও অঙ্গদযুক্ত এবং আজানুলম্বিত-কন্দর্পার্গলাকার এবং যিনি অমূল্য মণি, মুক্তা ও পুষ্পমালাধারী, সেই ইষ্টদেব জগন্মোহনদেবকে আমি প্রণতি করি ॥ ৬ ॥

শ্বাসৈজদশ্বত্থ-দলাভ-তুন্দ-মধ্যহ-রোমাবলি-রম্য-রেখম্।
পীতাম্বরং মঞ্জুল-কিঙ্কিণীকং বন্দে জগন্মোহনমিষ্টদেবম্ ॥ ৭ ॥

যাঁহার অশ্বত্থ পত্রাকার উদরের মধ্যবর্ত্তী রোমাবলী নিঃশ্বাস বায়ুদ্বারা কম্পিত হইতেছে এবং উদরের সেই রোমাবলীর অপূর্ব্ব রেখা শোভা পাইতেছে, পরিধানে পীতবসন ও কটিদেশে মনোহর কিঙ্কিণী দুলিতেছে, সেই ইষ্টদেব জগন্মোহনদেবকে আমি বন্দনা করি ॥ ৭ ॥

ব্যত্যস্তপাদং মণি-নূপুরাঢ্যং শ্যামং ত্রিভঙ্গং সুর-শাখি-মূলে।
শ্রীরাধয়া সার্দ্ধমুদার-লীলং বন্দে জগন্মোহনমিষ্টদেবম্ ॥ ৮ ॥

যিনি মণিময় নূপুর সম্বলিত চরণযুগল বিপরীতভাবে অর্থাৎ বামপদোপরি দক্ষিণপদ সংস্থাপনপূর্ব্বক শ্রীরাধাসহ কল্পবৃক্ষ-মূলে অবস্থান করিতেছেন, সেই উদারলীলাময় ও শ্যামবর্ণ-বিশিষ্ট ইষ্টদেব জগন্মোহনদেবকে আমি বন্দনা করি ॥ ৮ ॥

শ্রীমজ্জগন্মোহন-দেবমেতৎ-পদ্যাষ্টকেন স্মরতো জনস্য।
প্রেমা ভবেদ্ যেন তদঙ্ঘ্রি-সাক্ষাৎ-সেবামৃতেনৈব নিমজ্জনং স্যাৎ ॥৯॥

যিনি এই পদ্যাষ্টক-দ্বারা শ্রীমজ্জগন্মোহনদেবের স্মরণ করেন, তাঁহার প্রেমভক্তি হইয়া থাকে অর্থাৎ তিনি প্রেমলাভ করিয়া জগন্মোহনদেবের চরণযুগলের সাক্ষাৎ সেবামৃতে নিমজ্জিত হন ॥ ৯ ॥

বৈষ্ণবের বিষয়

ঐকান্তিক বৈষ্ণবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব

এই পৃথিবীতে যাবতীয় প্রাণীর মধ্যে মনুষ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মানবগণের মধ্যে আর্য্যজাতি শ্রেষ্ঠ। আর্য্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা দৈক্ষ-ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। সহস্র দৈক্ষ-ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বেদান্তপারগ বিপ্রের শ্রেষ্ঠতা। কোটীবেদান্ত-পারগ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠতা। সহস্র বৈষ্ণব অপেক্ষা ঐকান্তিক বৈষ্ণবের পরমোচ্চতমতা,—শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস যাহা গরুড়-পুরাণে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, ঐ প্রসঙ্গ শ্রীপাদ জীবগোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভ-নামক প্রবন্ধে উদ্ধার করিয়াছেন।

মানবের বিষয়ভোগ-স্পৃহা ও তাহার প্রকারভেদ

ঐকান্তিক বৈষ্ণব হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর নিম্নস্তরে প্রাণীসমূহ জগতে বিচরণ করিয়া নিজ নিজ বিষয় গ্রহণ করেন। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়-রূপ, রস, শব্দ-স্পর্শ ভোগ করিলে প্রাণী 'বিষয়ী' শব্দবাচ্য হন। বিষয়ের আকার প্রভৃতি কর্ত্তৃসত্তা এক হইলেও বিষয় গ্রহণের প্রকারভেদ আছে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে, মানবগণ বিষ্ঠাত্যাগ করিলেও কুক্কুট-কুক্কুরাদি ঐ বিষয় গ্রহণের আবশ্যক হয়। তদ্রূপ মানবগণ বিষয়ভোগ করিলেও বৈষ্ণবগণ তাহা ত্যাগ করেন।

অবৈষ্ণব ও বৈষ্ণবের বিষয়-গ্রহণে পার্থক্য

অনেকে ভ্রমবশতঃ বৈষ্ণবকে অবৈষ্ণব মানবের সহিত সমান মনে করেন। কিন্তু তাহাতে তাদৃশ দৃষ্টির সত্যতা স্বীকার করা যায় না। বৈষ্ণবের

বিষয়ের সহিত অবৈষ্ণবের বিষয় কর্ত্তৃসত্তায় এক হইলেও বিষয় অনুভবের পার্থক্য অবশ্যই স্বীকৃত। শ্রীমদ্ভাগবতে ১।১১।৩৮) লিখিত হইয়াছে যে,—

এতাদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়াঃ॥

[প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহার গুণের বশীভূত না হওয়াই ঈশ্বরের ঈশিতা। মায়া-বদ্ধ জীবের বুদ্ধি যখন ঈশাশ্রয়া হয়, তখন তাহা মায়া সন্নিকর্ষেও মায়া-গুণে সংযুক্ত হয় না]।

অবৈষ্ণব প্রাকৃত-বিষয় গ্রহণ করেন, বৈষ্ণব অপ্রাকৃত-বিষয় জানিয়া কৃষ্ণকে নিবেদন করেন। ভক্তত্ব বিষয়-ভোগী মানব বৈষ্ণব হইতে পারেন না। বাউল, সহজিয়া দলে প্রাকৃত বিষয় ভোগের আদর আছে। শুদ্ধ বৈষ্ণবে কৃষ্ণভোগ বিষয়ের আদর আছে। প্রাকৃত বাউল, সহজিয়াগণ সাধন-ভক্তির নানাপ্রকার অঙ্গ গ্রহণ করিয়াও শুদ্ধভক্তের তাদৃশ ভক্ত্যঙ্গের সহিত তুল্য মনে করিতে পারেন না, যেহেতু প্রাকৃত-সহজিয়াগণের কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ নিজ-ইন্দ্রিয়-ভোগপর এবং বৈষ্ণবের কীর্ত্তনাখ্য-ভক্তি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে। তাহা কেবল কৃষ্ণসেবায় উন্মুখিনী চেষ্টা হইতে স্বয়ং উচ্চারিত।

কর্ম্ম-জ্ঞান কখনই ভক্তির অঙ্গ নহে

নিজভোগপর প্রাকৃত বুদ্ধি লইয়া প্রাকৃত-সহজিয়াগণ যে নামসঙ্কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাহা কর্ম্মফলের অঙ্গবিশেষ, কখনও ভক্ত্যঙ্গ শব্দের বাচ্য হইতে পারে না। কর্ম্মাঙ্গকে ভক্ত্যঙ্গ বলিয়া অনেকেই ভ্রম করেন। তাহা তাঁহাদের নির্বুদ্ধিতার পরিচয় মাত্র। ফলভোগরূপ কর্ম্ম, ফলত্যাগরূপ জ্ঞান কখনই ভক্তির অঙ্গরূপে গৃহীত হইতে পারে না। অবৈষ্ণবগণ সাধারণ মূর্খ লোকদিগকে যতই বঞ্চনা করুন না কেন, ভক্তির সত্যতা কখনই লোপ পাইবে না।

শুদ্ধবৈষ্ণবকে প্রাকৃত বিষয়ী জ্ঞান করিলে বৈষ্ণবাপরাধ অনিবার্য্য

বৈষ্ণবগণকে অন্য মানবের সহিত সমজ্ঞান করিয়া শিষ্য শ্রেণীস্থ মনে করিলে তাদৃশ মননকর্ত্তার বৈষ্ণবাপরাধ হয়। অনেক অর্ব্বাচীন লোক বিষয়ে আকার বা সত্তাসাম্যে শুদ্ধ বৈষ্ণবের কৃষ্ণসম্বন্ধীয় বিষয়গুলিকে নিজ ভোগ্যের বিষয় বলিয়া মনে করেন; তাহারা শ্রীরূপ-গোস্বামীপ্রভুর "ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ" বুঝিতে পারে না। আপনাকে উন্নত গুরু

জানিয়া শুদ্ধভক্তকে শোধন করিবার প্রয়াসে যত্ন করিতে গিয়া নিজের কণামাত্র হরিভক্তি হারাইয়া ফেলেন। আর একশ্রেণীর মিছা কপটী ভক্ত মহতের আচরণগুলিকে নিজ-নিন্দিত বিষয়ের তুল্য করিয়া লইয়া স্বয়ং অধঃপতিত হয়।

পরমহংস মহাভাগবতগণ কৃষ্ণসেবা-তৎপর

অপ্রাকৃত বিষয়ী

বৈষ্ণবের বিষয়ে কেবল মাত্র অপ্রাকৃতের অধিষ্ঠান আছে। যেহেতু বৈষ্ণব প্রাকৃত বিষয় আদৌ ভোগ করেন না; অপরের দৃষ্টিতে উহা প্রাকৃত বলিয়া ধারণা হইলেও বৈষ্ণব প্রাকৃত বিষয়ভোগ হইতে শতক্রোশ দূরে সর্ব্বদা বাস করেন। শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীরামানন্দ রায়, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম এবং অন্যান্য ভাগবত পরমহংসগণ যে-বিষয় স্বীকার করিয়াছেন, তাহা আকার ও কর্ত্তৃসত্তায় আমাদের ন্যায় বরাক (হীন) বিষয়ীর বিষয়সহ তুল্য হইলেও উভয়ের বিষয়দ্বয়ে ভেদ আছে। ভেদটী এই যে, বৈষ্ণবের বিষয় অপ্রাকৃত অর্থাৎ প্রাকৃত ভোগফলরহিত কৃষ্ণসেবাময় আর আমাদের সেই বিষয়গুলি ইন্দ্রিয়-তর্পণমূলে প্রতিষ্ঠিত।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

অভিধেয়-বিচার—ভক্তি

অভিধেয়-বিচারে ভক্তিকে প্রধান সাধন বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে। মহর্ষি শাণ্ডিল্য-কৃত ভক্তি-মীমাংসা-গ্রন্থে এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে—

"ভক্তি পরানুরক্তিরীশ্বরে"

ঈশ্বরে অতি উৎকৃষ্ট আনুরক্তিকে ভক্তি বলা যায়। বদ্ধ জীবাত্মার পরমাত্মার প্রতি আনুরক্তিরূপ যে-চেষ্টা, তাহাই ভক্তির স্বরূপ। সেই চেষ্টা কিয়ৎ পরিমাণে কর্ম্মরূপা ও কিয়ৎ পরিমাণে জ্ঞানরূপা। ভক্তি আত্মগত প্রীতিরূপ ধর্ম্মকে সাধন করে; এজন্য ইহাকে প্রীতি বলা যায় না। প্রীতির উৎপত্তি হইলে ভক্তির পরিপাক হইল বলিয়া বুঝিতে হইবে। মূল তত্ত্ব ব্যতীত বিশেষ বিশেষ অবস্থা বিস্তাররূপে বর্ণনা করা এই উপসংহারে সম্ভব নয়। অতএব মূলতত্ত্ব অবগত হইয়া শাণ্ডিল্য-সূত্র, ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু প্রভৃতি ভক্তি-শাস্ত্র দৃষ্টি করিলে পাঠক মহাশয় ভক্তি-সম্বন্ধের কথা অবগত হইবেন।

প্রীতির ন্যায় ভক্তি-প্রবৃত্তি দুই প্রকার, অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যপরা ও মাধুর্য্যপরা। ভগবানের মাহাত্ম্য ও ঐশ্বর্য্যকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া ভক্তি যখন স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তখন ভক্তি ঐশ্বর্য্যপরা হয়। ভগবানের পরমৈশ্বর্য্য-প্রভাব হইতে ভগবত্তত্ত্বে অসামান্য প্রভুতা লক্ষিত হয়। তখন পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত পরম-পুরুষ, সর্ব্ব-রাজ-রাজেশ্বরভাবে জীবের কল্যাণ সাধন করেন। এ ভাবটী ক্ষণিক নয়, কিন্তু নিত্য ও সনাতন; পরমেশ্বর স্বভাবতঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ। তাঁহাকে ঐশ্বর্য্য হইতে পৃথক্ করা যায় না। কিন্তু ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মাধুর্য্যরূপ আর একটী চমৎকার ভাব তাঁহাতে স্বরূপ-সিদ্ধ। ভক্তির যখন মাধুর্য্যপর ভাবটী প্রবল হয়, তখন ভগবৎ সত্তায় মাধুর্য্যের প্রকাশ হইয়া উঠে এবং ঐশ্বর্য্য-ভাবটী সূর্য্যোদয়ে চন্দ্রালোকের ন্যায় লুপ্তপ্রায় হয়। ঐশ্বর্য্যভাব লীন হইলে, সেই ভগবৎসত্তা উচ্চোরসের বিষয় হইয়া উঠে। তখন সাধকের চিত্ত-সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস পর্য্যন্ত আশ্রয় করে। ভগবৎ সত্তাও তখন ভক্তানুগ্রহ-বিগ্রহ, পরমানন্দধাম, সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপে প্রকাশিত হয়।

নারায়ণ-সত্তা হইতে শ্রীকৃষ্ণ-সত্তা উদয় হইয়াছে, এরূপ নয়; কিন্তু উভয় সত্তাই বিচিত্ররূপে সনাতন ও নিত্য। ভক্তদিগের অধিকার ও প্রবৃত্তি-ভেদে প্রকাশ-ভেদ বলিয়া স্বীকার করা যায়। আত্মগত পঞ্চবিধ রসমধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রসগুলির আশ্রয় বলিয়া ভক্তি-তত্ত্বে, প্রীতিতত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের সর্ব্বোৎকর্ষতা মানা যায়। শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতায় এবিষয় বিশেষরূপে কথিত হইয়াছে।

গাঢ়রূপে বিচার করিলে স্থির হয় যে, ভগবান্‌ই একমাত্র আলোচ্য। অদ্বয়তত্ত্ব নিরূপণে পরমার্থের তিনটী স্বরূপ বিচার্য্য হইয়া উঠে। যথা—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি, পরমাত্মেতি, ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ (ভাঃ ১।২।১১)

আদৌ ব্যতিরেক চিন্তাক্রমে মায়াতীত ব্রহ্ম প্রতীত হন। ব্রহ্মের অন্বয়-স্বরূপ লক্ষিত হয় না, কেবল ব্যতিরেক স্বরূপটি জ্ঞানের বিষয় হইয়া উঠে। জ্ঞান-লাভই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার অবধি। জ্ঞানের আস্বাদন-অবস্থা ব্রহ্মে উদয় হয় না, যেহেতু আস্বাদক-আস্বাদ্যের পার্থক্য নাই।

দ্বিতীয়তঃ আত্মাকে অবলম্বন করিয়া অন্বয়-ব্যতিরেক উভয় ভাবের মিশ্রতা-সহকারে পরমাত্মা লক্ষিত হন। যদিও পৃথকতার আভাস উহাতে পাওয়া যায়, তথাপি সম্পূর্ণ অন্বয় স্বরূপাভাব পরমাত্ম-তত্ত্ব কেবল কূটসমাধি-যোগের বিষয় হন। এস্থলে আস্বাদক-আস্বাদ্যের স্পষ্ট বিশেষ উপলব্ধি হয় না।

অতএব ভগবানই একমাত্র অনুশীলনীয় বিষয় বলিয়া উক্ত শ্লোকের চরমাংশে দৃষ্ট হয়। আস্বাদ্য পদার্থের গুণগণ মধ্যে এক-একটী গুণ অবলম্বিত হইয়া ব্রহ্ম, পরমাত্মা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অভিধা কল্পিত হইয়াছে, কিন্তু সমস্ত গুণগণ সমগ্র সন্নিবেশিত হইয়া শ্রীভাগবতের চতুঃশ্লোকের অন্তর্গত "যথা মহান্তি ভূতানি" শ্লোকের উদ্দেশ্য ভগবৎ স্বরূপ, জীব-সমাধিতে প্রকাশ হয়। যত-প্রকার ঈশ্বর-নাম ও স্বরূপ জগতে প্রচলিত আছে সর্ব্বাপেক্ষা ভগবৎ-স্বরূপের নৈর্ম্মল্য-প্রযুক্ত পূর্ব্বোক্ত পারমহংস্য সংহিতার 'ভাগবত' নাম হইয়াছে। বস্তুতঃ ভগবান্‌ই সর্ব্ব-গুণাধার।

মূল-গুণ বাস্তবিক ছয়টি ভগ-শব্দবাচ্য, যথা পুরাণে,—

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা ॥ (বিঃ পুঃ ৬।৫।৪৭)

সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ অর্থাৎ মঙ্গল, শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য্য, জ্ঞান অর্থাৎ অদ্বয়ত্ব এবং বৈরাগ্য অর্থাৎ অপ্রাকৃতত্ব—এই ছয়টির নাম গুণ। যাঁহাতে ইহারা পূর্ণরূপে লক্ষিত হয়, তিনি ভগবান্। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, ভগবান্ কেবল গুণ বা গুণসমষ্টি নন, কিন্তু কোন-স্বরূপবিশেষ, যাহাতে ঐ সকল গুণ স্বাভাবিক ন্যস্ত আছে। উক্ত ছয়টি গুণের মধ্যে ঐশ্বর্য্য ও শ্রী ভগবৎ স্বরূপের সহিত ঐক্যভাবে প্রতীত হয়। অন্য চারিটি গুণ, গুণরূপে দেদীপ্যমান আছে।

ঐশ্বর্য্যাত্মক স্বরূপে আস্বাদনের পরিমাণ ক্ষুদ্র থাকায়, উহা অপেক্ষা সৌন্দর্য্যাত্মক স্বরূপটি অধিকতর আস্বাদক-প্রিয় হইয়াছে। উহাতে একমাত্র মাধুর্য্যের প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয়। ঐশ্বর্য্যাদি আর পাঁচটি গুণ ঐ স্বরূপের গুণ-পরিচয়রূপে ন্যস্ত আছে। মাধুর্য্যের ও ঐশ্বর্য্যের মধ্যে স্বভাবতঃ একটি বিপর্য্যয়-ক্রম-সম্বন্ধ লক্ষিত হয়। যেখানে ঐশ্বর্য্যের সমৃদ্ধি, সেখানে মাধুর্য্যের খর্ব্বতা। যে-পরিমাণে একটি বৃদ্ধি হয়, সেই পরিমাণে অন্যটি খর্ব্ব হয়।

মাধুর্য্য-স্বরূপ সম্বন্ধে চমৎকারিতা এই যে, তাহাতে আস্বাদক-আস্বাদ্যের স্বাতন্ত্র্য ও সমানতা উভয় পক্ষের স্বীকৃত হয়। এবম্ভূত অবস্থায় আস্বাদ্য বস্তুর ঈশ্বরতা, ব্রহ্মতা ও পরমাত্মতার কিছুমাত্র খর্ব্বতা হয় না, যেহেতু পরম তত্ত্ব স্বতঃ অবস্থানশূন্য থাকিয়াও আস্বাদকদিগের অধিকারভেদে ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপে প্রতীত হন। মাধুর্য্যরস-কদম্ব শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপই একমাত্র স্বাধীন ভগবদনুশীলনের বিষয়।

ঐশ্বর্য্যোদ্দেশ ব্যতীত ভগবদনুশীলন ফলবান্ হইতে পারে কিনা, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ আশঙ্কা করিয়া রাসলীলা বর্ণন-সময়ে রাজা পরীক্ষিত শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যথা ঃ—

কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং ন তু ব্রহ্মতয়া মুনে।
গুণপ্রবাহোপরমস্তাসাং গুণধিয়াং কথম্॥ (ভাঃ ১০।২৯।১২)

উত্তমাধিকারপ্রাপ্তা রাগাত্মিকা নিত্যসিদ্ধগণের শ্রীকৃষ্ণ-রাস-প্রাপ্তি স্বতঃ-সিদ্ধ, কিন্তু কোমল-শ্রদ্ধ রাগানুগাগণ নির্গুণতা লাভ করেন নাই। তাঁহাদের ধ্যানাদি-গুণ-বিকারময়। মায়িক-গুণ-উপরতির জন্য ব্রহ্ম-জ্ঞানের প্রয়োজন। কিন্তু তাঁহারা কৃষ্ণকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতেন না, কেবল সর্ব্বাকর্ষক কান্ত বলিয়া জানিতেন। সেইরূপ প্রবৃত্তির দ্বারা কিরূপে তাঁহাদের গুণপ্রবাহের উপরম হইয়াছিল? তদুত্তরে শ্রীশুকদেব কহিলেন,—

উক্তং পুরস্তদেতত্তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথা গতঃ।
দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজ প্রিয়াঃ॥
নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ।
অব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ॥ (ভাঃ ১০।২৯।১৩-১৪)

শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণে দ্বেষ করিয়াও সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, তখন অধোক্ষজের প্রতি যাঁহারা প্রীতির অনুশীলন করেন, তাঁহাদের সিদ্ধিপ্রাপ্তি সম্বন্ধে সংশয় কি? যদি বল, ভগবানের অব্যয়তা, অপ্রমেয়তা, নির্গুণতা এবং অপ্রাকৃত গুণময়তা—এইরূপ ঐশ্বর্য্যগত ভাবের আলোচনা না করিলে কিরূপে নিত্যমঙ্গল সম্ভব হইবে? তাহাতে আমার বক্তব্য এই যে, ভগবৎ-সত্তার মাধুর্য্যময় স্বরূপ-ব্যক্তিত্বই সর্ব্বজীবের নিতান্ত শ্রেয়োজনক। **ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্‌গুণের মধ্যে শ্রী অর্থাৎ ভগবৎ-সৌন্দর্য্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন, ইহা শুকদেব কর্ত্তৃক সিদ্ধান্তিত হইল।** অতএব তদবলম্বী উত্তমাধিকারী বা কোমলশ্রদ্ধ উভয়েই নিঃশ্রেয়ঃ লাভ হয়। কোমল-শ্রদ্ধেরা সাধনবলে পাপ-পুণ্যাত্মক কর্ম্মজ-গুণময় সত্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক উত্তমাধিকারী হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হন, কিন্তু উত্তমাধিকারিগণ উদ্দীপন উপলব্ধিমাত্রেই শ্রীকৃষ্ণ-রাসমণ্ডলে প্রবেশ করেন।

এতন্নিবন্ধন শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে ভক্তির সাধারণ লক্ষণ এইরূপ লক্ষিত হয়—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥ (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ লঃ ১।৯)

উত্তমা ভক্তির লক্ষণ—'অনুশীলন'। কাহার অনুশীলন? ব্রহ্মের, পরমাত্মার বা নারায়ণের? না—ব্রহ্মের নয়, যেহেতু ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ চিন্তার বিষয়, ভক্তি তাঁহাতে আশ্রয় পায় না। পরমাত্মারও নয়, যেহেতু ঐ তত্ত্ব যোগমার্গানুসন্ধেয়, ভক্তিমার্গের বিষয় নয়। নারায়ণেরও সম্পূর্ণ নয়, যেহেতু ভক্তির সাকল্য-প্রবৃত্তি নারায়ণকে আশ্রয় করিতে পারে না।

জীবের ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মতৃষ্ণা নিবৃত্ত হইলে, প্রথমে ভগবৎ-জ্ঞানের উদয়-কালে, শান্ত নামক একটি রসের আবির্ভাব হয়। ঐ রস নারায়ণ-পর। কিন্তু ঐ রসটি উদাসীন-ভাবাপন্ন। নারায়ণের প্রতি যখন মমতার উদয় হয়, তখন প্রভু-দাস সম্বন্ধবোধ হইতে একটি দাস্য-নামক রসের কার্য্য হইতে থাকে। নারায়ণ-তত্ত্বে ঐ রসের আর উন্নতি সম্ভব হয় না, কেননা নারায়ণ স্বরূপটি সখ্য, বাৎসল্য বা মধুর-রসের আস্পদ কখনই হইতে পারে না। কাহার এমত সাহস হইবে যে, নারায়ণের গলদেশ ধারণ-পূর্ব্বক কহিবে যে, "সখে, আমি তোমার জন্য কিছু উপহার আনিয়াছি, গ্রহণ কর।" কোন্ জীব বা তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া পুত্রস্নেহ-সূত্রে তাঁহাকে চুম্বন করিতে সক্ষম হইবে? কে বা কহিতে পারিবে, "হে প্রিয়বর! তুমি আমার প্রাণ-নাথ, আমি তোমার পত্নী।"

মহারাজ-রাজেশ্বর পরমৈশ্বর্য্য-পতি নারায়ণ কতদূর গম্ভীর এবং ক্ষুদ্র দীন-হীন জীব কতদূর অক্ষম! তাহার পক্ষে নারায়ণের প্রতি ভয়, সম্ভ্রম ও উপাসনা পরিত্যাগ করা নিতান্ত কঠিন, কিন্তু উপাস্য পদার্থ পরম দয়ালু ও বিলাস-পরায়ণ। তিনি যখন জীবের উচ্চগতি দৃষ্টি করেন ও সখ্যাদি রসের উদয় দেখেন, তখন পরমানুগ্রহপূর্ব্বক ঐ সকল উচ্চ-রসের বিষয়ীভূত হইয়া জীবের সহিত অপ্রাকৃত লীলায় প্রবৃত্ত হন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই ভক্তি-প্রবৃত্তির পূর্ণরূপে বিষয় হইয়াছেন।

অতএব কৃষ্ণানুশীলনই উত্তমা ভক্তির পূর্ণ-লক্ষণ। সেই কৃষ্ণানুশীলনের স্বধর্ম্মোন্নতি ব্যতীত আর কোন অভিলাষ থাকিবে না। মুক্তি বা ভুক্তি-বাঞ্ছার অনুশীলন হইলে কোনক্রমেই রসের উন্নতি হয় না। অনুশীলন, স্বভাবতঃ কাম ও জ্ঞানরূপী হইবে; কিন্তু কর্ম্ম-চর্চ্চা ও জ্ঞান-চর্চ্চা ঐ চমৎকার সূক্ষ্ম প্রবৃত্তিকে আবৃত না করে। জ্ঞান তাহাকে আবৃত করিলে ব্রহ্ম-পরায়ণ করিয়া তাহার স্বরূপ লোপ করিয়া ফেলিবে। কর্ম্ম তাহাকে আবৃত করিলে জীবচিত্ত সামান্য স্মার্ত্তগণের ন্যায় কর্ম্মজড় হইয়া অবশেষে

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব হইতে দূরীভূত হইয়া পাষণ্ড-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে। ক্রোধাদি চেষ্টাও অনুশীলন, তত্তৎ চেষ্টাদ্বারা কৃষ্ণানুশীলন করিলে কংসাদির ন্যায় বৈরস্য ভোগ করিতে হয়, অতএব ঐ অনুশীলন প্রাতিকূল্যরূপে না হয়।

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

গীতার বাণী

এই বর্ষের ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যায় গীতার ভূমিকা সংক্ষেপে কিঞ্চিন্মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। সে-সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া মূল অবলম্বন করত প্রকৃত **গীতার বাণী** প্রকাশের বাসনা আছে।

শ্রীভগবদ্-বিভিন্নাংশ-স্বরূপ জীবেরও ভগবানের ন্যায় স্বতন্ত্রতা আছে। স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার ও সদ্ব্যবহার করিবার স্বাধীনতাও জীবে বর্ত্তমান। নিজের বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া অক্ষজ জ্ঞানাবলম্বনে যে-সব বিচার প্রদর্শনের প্রয়াস, তাহাই স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার। আর ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞ সাধুর আনুগত্যে বস্তু-বিচারের ও তাহা জ্ঞাত হইবার চেষ্টাই স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার। উপনিষদ্ হইতে আমরা জানিতে পাই,—

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দংদ্রম্যমাণাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥ (কঠ ১।২।৫)

মায়ার অপর নাম অবিদ্যা। সেই মায়ার অধীনে--মায়াবদ্ধাবস্থায় অজ্ঞানে পড়িয়া জ্ঞানী-অভিমানে—পণ্ডিত-অভিমানে স্ফীত হইয়া নিজে নিজে বুঝিতে বা বুঝাইতে গিয়া জীব ক্লেশ প্রাপ্ত হয়। অন্ধ ব্যক্তি যেরূপ অন্য অন্ধকে পথ প্রদর্শন করিতে গেলে বিপদ্‌কে বরণ করে, তদ্রূপ যে-ব্যক্তি অজ্ঞান-সমুদ্রে নিমজ্জিত, সে অপর অজ্ঞান ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়া জ্ঞান প্রদানের প্রয়াস প্রদর্শন করিতে গেলে উভয়েরই অজ্ঞানসমুদ্রে নিমজ্জন—সহজ ও স্বাভাবিক; একথা বালকেও সহজে বুঝিতে পারে, কিন্তু অবিদ্যাগ্রস্ত জীব নিজ অজ্ঞতা স্বীকারে অনিচ্ছুক। বিশেষতঃ ভগবন্মায়ার এমনি মোহিনী শক্তি যে, আমরা আপনাপন বুদ্ধিহীনতা স্বীকার না করিয়া বুদ্ধিমত্তার বড়াই করিতে ব্যস্ত বেশী। আমিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বুঝিয়াছি, এই বুদ্ধিহীনতাই মায়ার বিড়ম্বনা। যদি আমাপেক্ষা অধিক বিচারসম্পন্ন ব্যক্তি যুক্তি-বিচারে আমার মতবাদ নিরাশ করিয়া দেয়, তখন আমরা আপাততঃ নিজ ত্রুটী স্বীকার করিতে বাধ্য হই।

কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে আন্তরিকতার সহিত তাহা স্বীকার করিতে নারাজ। অক্ষজ-জ্ঞান সম্বল করিয়া অধোক্ষজ বস্তু বুঝা অত্যন্ত কঠিন। কাণে যে বস্তুকে চক্ষে দেখি না, কারণ যাঁহার বাণী প্রবেশ করে না, অনুমানমাত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহার বিচার কিরূপে সম্ভব? এজন্য শাস্ত্রে প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণের দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐসকল প্রত্যক্ষাদি প্রমাণকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভগবত্তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির শরণাপন্ন হইবার উপদেশই সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত।

অধিকাংশ ব্যক্তিই গীতার প্রথমাংশ অধ্যয়ন করিয়া কর্ম্মযোগকেই চরম সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করেন, কিন্তু শাস্ত্র বলেন,—

উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতাফলম্।
অর্থবাদোপপত্তি চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে॥

উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতাফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি—এই ছয়টী তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক চিহ্ন। ঐ শ্লোকের মধ্বভাষ্যে উক্ত হইয়াছে—"উপক্রমোপ-সংহারয়োরৈকরূপত্বং, অভ্যাস=পৌনঃ পুন্যং, অপূর্ব্বতাফলম্=অনধিগমত্বং ফলম্, অর্থবাদ=প্রশংসা, উপপত্তিঃ=যুক্তিবত্তঞ্চ ইতি—ষড়্বিধানি তাৎপর্য্য লিঙ্গানি।"

শাস্ত্রকার যে-বিষয় বর্ণনে ইচ্ছুক, তদ্বিষয়ে প্রারম্ভে ও শেষে, একই বিচার, তাহার পুনঃ পুনঃ বিচার, সে বিষয়ের ফল কি, তাহারই পুনঃ পুনঃ প্রশংসা এবং তৎপ্রতিপাদনে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এই ধারা অবলম্বনে বিচার করিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, ভগবৎপ্রিয় অর্জ্জুন "শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নং" বলিয়া শ্রীভগবানে শরণাগত হইলে কৃপালু ভগবান্ গীতার উপদেশ আরম্ভ করিতেছেন, আবার উপসংহারে—সর্ব্বশেষ শ্লোকে "মামেকং শরণং ব্রজ" এই কথার দ্বারা তাঁহার শরণ লইতেই উপদেশ করিতেছেন। আশ্রয় না লইলে সেবা করার সুযোগ হয় না, দূরে দূরে থাকিয়া কখনও সেবা সম্ভব হয় না, সেব্য বস্তু আকাশে আর সেবক নীচে মর্ত্ত্যলোকে অবস্থান করিয়া সেবা করিতে পারে না; সুতরাং শরণাগত জীবই সেবাকার্য্য ভগদ্ভক্তির অনুষ্ঠান করিবেন; সেই ভক্তির কথা পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে। ৭ম অধ্যায় হইতে দ্বাদশ পর্য্যন্ত বিভিন্নভাবে ভক্তির কথা বলিয়া সর্ব্বশেষে তাহারই পুনরুল্লেখ—তাহাই অনুষ্ঠানের আদেশ এবং সেই ভক্তির অনুষ্ঠান করিলে তিনি নিশ্চয় নিজেকে প্রদান করিবেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞাও করিয়াছেন। কর্ম্মজ্ঞানযোগাদি অপেক্ষা ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন দ্বারা উপপত্তি

প্রদর্শন করিয়াছেন। "কৌন্তেয় প্রতিজানিহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি" শ্লোকে ভক্তিরই প্রতিপাদন এবং তৎসঙ্গে অন্য সাধনসকলের অবরতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগতের চতুঃশ্লোকের ন্যায় গীতাতেও চতুঃশ্লোকী আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন,—

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাংস বুধা ভাবমন্বিতাঃ॥
মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥
তেষাং সততযুক্তনাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥ (গীঃ ১০।৮-১১)

উপরিউক্ত শ্লোকচতুষ্টয়ে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঐ শ্লোকাবলীর যে "রসিকরঞ্জন ভাষা-ভাষ্য" করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইল।

অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত সমস্ত বস্তুর উৎপত্তিস্থান বলিয়া আমাকে জানিও। যাঁহারা এইরূপ অবগত হইয়া ভাব অর্থাৎ শুদ্ধভক্তি-সহকারে আমাকে ভজন করেন, তাঁহারাই 'পণ্ডিত', অপর সকলেই অপণ্ডিত (৮)। এতাদৃশ অনন্য-ভক্তদিগের চরিত্র এইরূপ,—তাঁহারা আমাতে চিত্ত ও প্রাণকে সম্যক্ সমর্পণ করতঃ পরস্পর ভাব-বিনিময় ও হরিকথার কথোপকথন করিয়া থাকেন। সেইরূপ শ্রবণ-কীর্ত্তনদ্বারা সাধনাবস্থায় ভক্তিসুখ ও সাধ্যাবস্থায় অর্থাৎ লব্ধপ্রেম-অবস্থায় আমার সহিত রাগমার্গে ব্রজরসান্তর্গত মধুর-রস পর্য্যন্ত সম্ভোগপূর্ব্বক রমণ-সুখ লাভ করিয়া থাকেন (৯)। নিত্য-ভক্তিযোগদ্বারা যাঁহারা প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজনা করেন, আমি তাঁহাদের শুদ্ধজ্ঞানজনিত বিমল-প্রেমে যোগ দান করি। তাঁহারা তাহাদ্বারা আমার পরমানন্দ-ধামকে লাভ করেন (১০)। এরূপ ভক্তিযোগে অনুষ্ঠাতৃদিগের অজ্ঞান থাকিতে পারে না। অনেকের মনে এরূপ উদয় হয় যে,—'যাহারা'-নিরাসনক্রমে 'তৎ'-বস্তুর অনুসন্ধান করেন, তাঁহারাই যথার্থ জ্ঞানলাভ করেন; কেবল ভক্তিভাবের অনুশীলন করিলে সেই দুর্লভ জ্ঞান পাওয়া যাইবে না।" হে অর্জ্জুন! ইহাতে মূল কথা এই যে,

নিজ-বুদ্ধির অনুশীলনক্রমে ক্ষুদ্র জীব কখনই অসীম সত্য-তত্ত্বের জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। যতই বিচার করুক, কিছুতেই বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিবে না। তবে যদি আমি কৃপা করি, তাহা হইলেই অনায়াসে আমার অচিন্ত্যশক্তিবলে ক্ষুদ্র জীবের সম্যক জ্ঞান লাভ হইতে পারে। যাঁহারা আমার একান্ত ভক্ত, তাঁহারা অনায়াসে আমাকে আত্মভাবস্থ করিয়া আমার অলৌকিক জ্ঞানদ্বীপ-দ্বারা আলোকিত হন। আমি অনুকম্পাপূর্ব্বক তাঁহাদের হৃদয়ে অবস্থিতি করতঃ তাঁহাদের জড়-সঙ্গবশতঃ যে অজ্ঞান-জাত অন্ধকার, তাহা সম্পূর্ণরূপে নাশ করি। যে শুদ্ধজ্ঞানে জীবের অধিকার, তাহা ভক্তির অনুশীলনক্রমেই উদিত হয়; তর্কদ্বারা তাহা লব্ধ হয় না (১১)।

পূর্ব্বোক্ত উপক্রম-উপসংহারাদিযুক্ত ব্যতীত একটী লৌকিক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে—কোন ব্যক্তি বলিতেছেন যে, রাম চোর নহেন। কিন্তু ক্ষিপ্র-গমনকারী কোন ব্যক্তি 'রাম' এই শব্দমাত্র শ্রবণ করিয়া চলিয়া গেলেন, অন্য এক ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির অনুগমন করিলেও দুইটী শব্দ অর্থাৎ "রাম চোর" শুনিয়া বিরুদ্ধভাব পোষণ করত গমন করেন, কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি সমস্ত শব্দগুলি শুনিয়া বক্তার উদ্দিষ্ট বিষয় অবগত হন। এইরূপ যিনি গীতার সমস্ত অধ্যায়-গুলি পাঠ করিবেন ও তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীর নিকট তাহা অবগত হইতে চেষ্টা করিবেন, তিনিই গীতার প্রকৃত তাৎপর্য্যবোধে সমর্থ হইবেন, অন্যথা ভ্রম-ধারণার বশে নানাপ্রকার মীমাংসায় মস্তিষ্ক বিকৃত করিয়া তুলিবেন।

নিম্নে সুপ্রসিদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়-কৃত অবতরণিকার আংশিক উদ্ধারের লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না—

গীতা-শাস্ত্রের পাঠকদিগকে দুই ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে—এক ভাগের নাম—'স্থূলদর্শী' এবং অপর ভাগের নাম—'সূক্ষ্মদর্শী'।

স্থূলদর্শী পাঠকগণ কেবল বাক্যার্থ লইয়াই সিদ্ধান্ত করেন; সূক্ষ্মদর্শী পাঠকগণ শাস্ত্রের তাত্ত্বিক অর্থ অনুসন্ধান করেন। স্থূলদর্শী পাঠকগণ আদ্যোপান্ত গীতা পাঠ করিয়া ইহাই সিদ্ধান্ত করেন যে, বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্ম—নিত্য; অতএব সমস্ত গীতা শ্রবণ করতঃ অর্জ্জুন যুদ্ধরূপ ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মই স্বীকার করিলেন। সুতরাং বর্ণধর্ম্মবিহিত কর্ম্মাশ্রয়ই গীতাশাস্ত্রের তাৎপর্য্য।

সূক্ষ্মদর্শী পাঠকগণ এরূপ জড়সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হ'ন না। তাঁহারা হয় ব্রহ্মজ্ঞান, নতুবা 'পরাভক্তি'কেই গীতা-তাৎপর্য্য বলিয়া স্থির করেন। তাঁহারা

যে, অর্জ্জুনের যুদ্ধাঙ্গীকার কেবল অধিকার নিষ্ঠারই উদাহরণমাত্র; গীতার চরম তাৎপর্য্য নয়। মানবগণ স্বভাবানুসারে কর্ম্মাধিকার প্রাপ্ত হয় এবং কর্ম্মাধিকার আশ্রয়পূর্ব্বক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে করিতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবে। কর্ম্মাশ্রয় না করিলে জীবনযাত্রা সম্যক্ নির্ব্বাহিত হয় না। জীবনযাত্রা সম্যক্ নির্ব্বাহিত না হইলেও আবার তত্ত্বদর্শন সুলভ হয় না। অতএব তত্ত্বলাভ-সম্বন্ধে কর্ম্মের ও বর্ণ-ধর্ম্মের একটী অনুভূয়মান সম্বন্ধ আছে। জীবের যে-পর্য্যন্ত বন্ধন-মুক্তি না হয়, সে-পর্য্যন্ত ঐ সম্বন্ধ অপরিহার্য্য। অর্জ্জুনে যে-স্বভাব লক্ষিত হয়, তাহাতে যুদ্ধরূপ ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মই কর্ত্তব্য-কর্ম্ম। অতএব অর্জ্জুন গীতা শ্রবণপূর্ব্বক যুদ্ধ অঙ্গীকার করায় ইহাই স্থির হয় যে, ব্রহ্মস্বভাব ব্যক্তি গীতা শ্রবণ করতঃ উদ্ধবের ন্যায় প্রব্রজ্যা অঙ্গীকার করিবেন। অতএব গীতার গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, যে-ব্যক্তি যে-স্বভাবসম্পন্ন, তদনুযায়ীই তাহার অধিকার। সেই অধিকার-নির্দ্দিষ্ট জীবন যাত্রোপযোগী কর্ম্ম স্বীকার করতঃ পরতত্ত্ব অনুসন্ধান কর্ত্তব্য। তাহাতেই শ্রেয়ঃ নিহিত। অধিকার ত্যাগপূর্ব্বক বদ্ধজীবের পক্ষে তত্ত্ব-লাভের সম্ভাবনা নাই।

এস্থলে এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে,—"পরম বৈষ্ণব অর্জ্জুন কি ব্রহ্ম-স্বভাব-সম্পন্ন ন'ন?" ইহার উত্তর এই যে,—অর্জ্জুন মুক্তাত্মা বটেন, কিন্তু ভগবানের প্রপঞ্চাবতরণ-কালে তাঁহার লীলা-পুষ্টির জন্য ক্ষত্র-স্বভাব স্বীকার করিয়া অবতীর্ণ হন। তাঁহার তাৎকালিক স্বভাব, ক্ষত্রিয়-বৃত্তি। সেই স্বভাবকে লক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ অধিকার-তত্ত্বের জ্ঞান জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন,"—এই মাত্র বুঝিতে হইবে।

সরল-বুদ্ধিদ্বারা আলোচনা করিলে জীবের জড়-বদ্ধাবস্থাকে শোচনীয় অবস্থা বলিয়া প্রতীত হয়। শোচনীয় অবস্থা হইতে কোন মঙ্গলময় বিশুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্তির জন্য কোন উপায় অবলম্বন করা উচিত বলিয়া বোধ হয়। সেই বিশুদ্ধ অবস্থাকে 'উপেয়' বা 'প্রয়োজন' বলি। তদ্দ্বারা যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে 'উপায়' বলি। শাস্ত্রকারগণ কেহ যজ্ঞকে, কেহ যোগকে কেহ পুণ্যকে, কেহ বৈরাগ্যকে, কেহ তপস্যাকে, কেহ ধর্ম্ম-যুদ্ধকে, কেহ ঈশ্বরোপাসনাকে, কেহ ধর্ম্মকে, কেহ গুরূপসত্তিকে, কেহ প্রায়শ্চিত্তকে ও কেহ দানকে (প্রয়োজন-প্রাপ্তির) 'উপায়' বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এবম্বিধ নানা-নামে অবৈজ্ঞানিকরূপে অভিহিত হইয়া উপায়-তত্ত্ব অসংখ্য হইয়া উঠিল। কালে বিজ্ঞান ঐ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে কাজে-কাজেই সংখ্যার লাঘব হইয়া

পড়িল। দেখা গেল যে, ঐসকল উপায়—ভিন্ন ভিন্ন তিনটী তত্ত্বের অধীন। ঐ তিনটী তত্ত্বের নাম—কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি।

স্বতঃসিদ্ধ আত্মপ্রত্যয় ও বিশুদ্ধ বিচার-দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে যে, জীবের সিদ্ধসত্তা—চিন্ময়ী। মাতৃগর্ভে উৎপত্তি, কেবল ঐ সিদ্ধসত্তার জড়-বদ্ধদশা মাত্র। অচিন্ত্য ও অবিতর্ক্য-শক্তি ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত চিৎতত্ত্বের জড়-সম্বন্ধের অন্য হেতু বা সম্ভাবনা নাই; তাহা পরিমেয় নরবুদ্ধির সীমান্তর্গত নহে। অতএব উভয়দশা-ভেদে জীব দুইপ্রকার—মুক্ত ও বদ্ধ। মুক্তজীব দুইপ্রকার অর্থাৎ কোন কোন জীব কখনও বদ্ধ হন নাই অর্থাৎ নিত্যমুক্ত এবং কোন কোন জীব বদ্ধাবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন অর্থাৎ বদ্ধমুক্ত। উভয়বিধ মুক্তজীবই শাস্ত্রাতীত। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির যে পার্থক্য বদ্ধজীবে লক্ষিত হয়, তাহা মুক্তজীবে নাই। কর্ম্ম ও জ্ঞান প্রেম-ভক্তির উপাধিবিশেষ, সেই উপাধি যে জীবের প্রেমরূপ নিত্যধর্ম্মকে স্পর্শ করে, তাহারই বদ্ধাবস্থা। জীবের বদ্ধাবস্থায় ভগবদ্বহির্ম্মুখতা-রূপ উপাধি-সহকারে প্রেম-বৃত্তি বিকৃত হইয়া ধর্ম্ম (কর্ম্ম)-রূপ একটী আকার প্রাপ্ত হয় ও স্থল-বিশেষে জ্ঞানরূপে আর একপ্রকার আকার পাইয়া থাকে। সাধন-ভক্তিই ঐ বৃত্তির তৃতীয় আকার। তন্মধ্যে সাধন-ভক্তিরূপ আকারটীই বদ্ধজীবের স্বাস্থ্য-লক্ষণ, অপর দুইটী আকার —জড়সম্বন্ধ-রূপ পীড়ার লক্ষণ।

শরীর-সত্ত্বে কর্ম্ম—অপরিহার্য্য। শরীরযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যে-সমস্ত কার্য্য করা যায়, তন্মধ্যে যে-সকল কর্ম্মজগতের অমঙ্গলজনক, সে সকলকে 'বিকর্ম্ম' বা 'কুকর্ম্ম' বলে; মঙ্গলজনক না করার নামই 'অকর্ম্ম'; যে-সকল কর্ম্ম জগন্মঙ্গল-জনক, সেই সকলকে 'কর্ম্ম' বলে। কর্ম্ম—চারিপ্রকার অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক। কর্ম্মমাত্রেরই একটী একটী অবান্তর ফল আছে। যথা, আহারের ফল—শরীর পোষণ ও বিবাহের ফল—সন্তানোৎপত্তি। অবান্তর ফলগুলি সহজেই লক্ষিত হয়; কিন্তু বৈজ্ঞানিক-চক্ষে দৃষ্টি করিলে 'শান্তিই' ঐ সকল ফলের চরম ফল বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইবে। বিজ্ঞানকে আর কিছুদূর চালিত করিলেই দেখা যাইবে যে, জড়যন্ত্রণা হইতে ক্রমশঃ মুক্ত হইয়া ভগবচ্চরণের সেবা-লাভই পরম শান্তি। আহার, বিহার, ব্যায়াম, নিদ্রা, শৌচ ইত্যাদি শরীর-পালক কর্ম্ম, যজ্ঞ, ব্রত, অষ্টাঙ্গযোগ প্রভৃতি অনেক প্রকার সামাজিক, শারীরিক ও মানসিক-কর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে অষ্টাঙ্গযোগ যম, নিয়ম, আসন ও প্রাণায়াম,—এই চারিটী 'শরীর' যোগ;

প্রত্যাহার, ধ্যান ধারণা,—ইহারা 'মানস' যোগ এবং সমাধি—'আধ্যাত্মিক' যোগ। এই সমুদায়ই শারীরিক, মানসিক আধ্যাত্মিক কর্ম্ম। * * *

অষ্টাঙ্গ-যোগশাস্ত্রে বিভূতি-পাদে নানাপ্রকার ঐশ্বর্য্যরূপ 'অবান্তর' ফল কথিত হইয়া কৈবল্যপাদে কেবল 'শান্তিকেই' 'ফল' বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। সকল কর্ম্মই প্রথমে সুখ-ভোগরূপ ফলদানের প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকে, কিন্তু চরমে সমস্ত সুখের অনিত্যতা দেখাইয়া কৈবল্যাদি শান্তি সুখকেই 'শ্রেষ্ঠ' বলিয়া তৎপ্রতিই লক্ষ্য-বদ্ধ করায়। কৈবল্যাদি শান্তি – ভুক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও দুঃখাভাব-মাত্র, স্বয়ং সুখ বিশেষ নহে। তখন কোনপ্রকার ব্রহ্মজ্ঞানরূপ চিৎস্থলের অন্বেষণ হয়। ভেদ-ব্রহ্মসুখ পর্য্যন্ত সমস্ত অবান্তর ফল অতিক্রম করিয়া যখন ভগবৎসেবাসুখ পরিলক্ষিত হয়, তখনই কর্ম্ম 'ভক্তি'রূপে পরিণত হইয়া পড়ে। অতএব ভক্তিই জীবের কর্ম্মফলের চরম উদ্দেশ্য। * * *

জড়যন্ত্রের কার্য্যের ন্যায় মানবদিগের কর্ম্ম জ্ঞানশূন্য নয়। যে-কর্ম্ম মানব কর্ত্তৃক কৃত হয়, তাহাতে জ্ঞানের সত্তা লক্ষিত হয়। মানবের জ্ঞানালোচনা কখনও কর্ম্মশূন্যতা লাভ করে না। আলোচনাই জ্ঞানের জীবন। ঐ আলোচনাও একটী কর্ম্মবিশেষ। এই জন্য স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তির নিকট কর্ম্ম ও জ্ঞানের ঐক্য প্রতীত হয়। তাত্ত্বিক-বিচারে কর্ম্মের স্বরূপ ও জ্ঞানের স্বরূপ পৃথক্। তদ্রূপ,কার্য্যকালে কর্ম্ম ও জ্ঞান হইতে ভক্তিকে পৃথক্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে না পারিলেও তাত্ত্বিক-বিচারে কর্ম্ম ও জ্ঞান হইতে ভক্তির পার্থক্য সিদ্ধ হয়। নিরুপাধিকী চিন্ময়ী প্রেমসেবাই ভক্তির সিদ্ধস্বরূপ। * * *

ভক্তি দ্বিবিধা—কেবলা ও প্রধানীভূতা। কেবলা-ভক্তি স্বতন্ত্রা ও কর্ম্ম-জ্ঞানগন্ধশূন্য; তাহাকেই নিরুপাধিক প্রেম, নিরুপাধিক সেবা, অনন্য ভক্তি অকিঞ্চনা ভক্তি ইত্যাদি নাম দিয়া শাস্ত্রে উক্তি করা হইয়াছে। প্রধানীভূতা ভক্তি তিন প্রকার—কর্ম্মপ্রধানীভূতা, জ্ঞানপ্রধানীভূতা ও কর্ম্ম-জ্ঞান-প্রধানী-ভূতা। যে-কর্ম্ম বা জ্ঞানে ভক্তির প্রধানতা ও কর্ম্মজ্ঞানের ভক্তিদায়ত্ব লক্ষিত হয়, সেই কর্ম্ম বা জ্ঞানের সহিত যে ভক্তিবৃত্তি আছে, তাহাকেই প্রধানীভূতা ভক্তি বলা যায়। যে-কর্ম্মে বা জ্ঞানে ভক্তিবৃত্তি প্রাধান্য নাই, অর্থাৎ কর্ম্ম বা জ্ঞানেরই প্রভুত্ব লক্ষিত হয় এবং ভক্তি কেবল কর্ম্ম বা জ্ঞানের দাসীর ন্যায় পরিচর্য্যা করে, সেই কর্ম্মের নামই কর্ম্ম ও সেই জ্ঞানের নামই জ্ঞান। ঐ কর্ম্ম বা জ্ঞানকে ভক্তি-নাম দেওয়া যায় না। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—স্বভাবতঃ পরস্পর

ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ। অতএব তত্ত্ববিচার-দ্বারা কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও ভক্তিকে পৃথক্ করা হইয়াছে।

গীতা-শাস্ত্রে আঠারটী অধ্যায়। তন্মধ্যে প্রথম ছয় অধ্যায় 'কর্ম্ম', দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে 'ভক্তি' ও তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে 'জ্ঞান' পৃথক্ পৃথক্‌রূপে বিচারিত হইয়া চরমে ভক্তিরই 'শ্রেষ্ঠতা' নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভক্তি অত্যন্ত গূঢ়তত্ত্ব; অথচ জ্ঞান ও কর্ম্মের জীবনস্বরূপ ও অর্থসাধক বলিয়াই ভক্তি-বিষয়ক বিচারকে মধ্যস্থিত ছয় অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

এবম্বিধ 'বিশুদ্ধভক্তি'ই গীতাশাস্ত্রে 'জীবের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। গীতার চরমে "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোকে 'ভগবৎ শরণাপত্তি'ই সর্ব্বগুহ্যতম' উপদেশ—ইহা পরিজ্ঞাত হইবে। *

* (গীতার রসিকরঞ্জন-ভাষাভাষ্যের অবতরণিকা হইতে সংগৃহীত।)

—বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের নিকট প্রেরিত পত্র

শতকোটি দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক নিবেদনমিদং—

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম!

জয় গুরু বলে আমি লেখা করি শুরু।
শিষ্য কাছে যিনি হন বাঞ্ছাকল্পতরু॥
কোটি প্রণাম জানাই তব পাদাম্বুজে।
সদা গুরুচিন্তা যেন থাকে হৃদি-মাঝে॥
গুরু কৃপাহি কেবলম্ বলে শাস্ত্রেতে।
ভববন্ধন কেটে যায় যাঁর কৃপাতে॥
আমি অধম তব কৃপা কেমনে পাব।
নিজগুণে রাখ পায় আর কোথা যাব॥
তুমিত' রক্ষক আর আরাধ্য আমার।
তোমার চরণ বিনা আশা নাই আর॥

নিজ চেষ্টা ছাড়ি আছি, তব ভরসায়।
নির্ভর করিব সদা তোমার কথায়॥
তব উপদেশ আমি শিরধার্য্য করি।
এ ভব সাগর যেন পাড়ি দিতে পারি॥

ঘাত-প্রতিঘাতে বড় হয়েছি কাতর।
উপদেশ কিছু চায় এ মূঢ় পামর॥
পত্রোত্তর পেলে চিন্তা দূর হ'য়ে যায়।
কৃপা ক'রে পত্র দিয়ে রাখ রাঙ্গা পায়॥

পাপে ভরা তনু মোর ভজনে অধম।
শোধন করিয়া মোরে করহে উত্তম॥
আউল-বাউল-কর্ত্তা যত মিছাভক্ত।
সে-সবারে ত্যজিয়া বৈষ্ণবে অনুরক্ত॥

চরণ ছাড়া হইনা এই আকিঞ্চন।
তব কৃপা হলে হবে সার্থক জীবন॥
"বরদাপ্রসাদ" নাম জানে সর্ব্বজনে।
"বিলাস-বিগ্রহ" নাম পাই দীক্ষা-দিনে॥

নাম গোত্রাদি সব পরিবর্ত্তন হ'ল।
ক্রোধাদি ষড়্‌রিপু কিন্তু ঠিক রহিল॥
মনে করি পরনিন্দা আর না করিব।
কিভাবে কখন আসে কি আর বলিব॥

আহ্নিকে বসে আমার কত চিন্তা আসে।
শত চেষ্টা ব্যর্থ হয় বলি তব পাশে॥
কিভাবে এসব চিন্তা দূর করা যায়।
প্রভু! বল বল মোরে হইয়া সদয়॥

তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি ভয়ত্রাতা।
সর্ব্বশাস্ত্রে বলে দেখি এসব বারতা॥

দর্শনেচ্ছায় যবে কলিকাতায় যাই।
অসুস্থ শরীর তব দেখিবারে পাই॥
কত আশা প্রাণ ভরে কথা বলা হবে।
'পিতা-পুত্রে কথা বলে' এ প্রাণ জুড়াবে॥

দর্শনে পূরণ হ'ল সে' আশা আমার।
মনে হয় শ্রীচরণ দেখি বার বার॥
আর কবে দেখা পাব ঐ রাঙ্গা চরণ।
শীঘ্রই যেন মোর আশা হয় পূরণ॥

কেমনে কোথা আছেন বলিতে পারিনা।
পত্রার্থে এ অধমেরে করহ সান্ত্বনা॥
পার্থিব পিতামাতা কেহ আমার নাই।
ত্রাণকর্ত্তা পিতা পেয়ে বড় শান্তি পাই॥

পুত্র হওয়ার যোগ্য এ অধমের নাই।
তবু আমি চরণতলে পেয়েছি ঠাঁই॥
মনে বড় আশা আছে মম কুঁড়ে ঘরে।
তব পদধূলি যেন একবার পড়ে॥

জয়গুরু জয়গুরু জয়গুরু বলে।
মন-প্রাণ সঁপিলাম তব পদতলে॥
কবিতায় অধমের পত্র সাঙ্গ হ'ল।
বিলাসবিগ্রহের মন গুরুপদে চলো॥

হরি-গুরু-বৈষ্ণব-পদে প্রণাম করি।
গুরু-কৃষ্ণ প্রীতে মন বল হরি হরি॥

দাসাধম—
শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

———

পত্রোত্তর

॥ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
ফোন—২৪৭

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)
তারিখ—ইং ১০।২।৮৪

যথাবিহিত সম্মানপূর্ব্বিকেয়ম্—

মাননীয় তুষারকান্তি বাবু! আপনার প্রেরিত হৃদয়গ্রাহী পত্র পেয়েছি। আশাকরি ভগবৎকৃপায় সর্ব্বাঙ্গীন কুশলে আছেন। আমি একজন সাধারণ মানুষ। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, পরম কারুণিক শ্রীল গুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপায় বৈষ্ণবগণের সান্নিধ্যে থাকিবার সুযোগ লাভ করিয়াছি। এ ক্ষুদ্রজীবনে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের সেবা করিতে না পারিলেও সেবার যে-প্রচেষ্টা তাহা ভুলতে পারি নাই। এ প্রসঙ্গে আমার প্রাচীন একটি ইতিহাসের কথা মনে পড়ে। উহা এই—

কমললোচন পরব্রহ্ম সনাতন শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীকে লঙ্কা হইতে উদ্ধার করার জন্য যখন সেতুবন্ধন করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন, তখন বিভিন্ন সেবকগণ বিভিন্নসেবা কার্য্যের দায়ীত্বভার লইতে ব্রতী হন। বড় বড় বীর পুরুষগণ কঠিন কঠিন কার্য্যে যখন ব্যস্ত, সেইরূপ সেবাপ্রবণতা দর্শনে কাঠ-বিড়ালীরও আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল যে, আমি কি প্রভুর একটুকুও সেবা করিতে পারিবে না? এইরূপ চিন্তা করে হৃদয়ভরা আর্ত্তি নিয়ে সমুদ্র-সৈকতে উপনীত হন—যথায় সেতু তৈয়ারী হইতেছিল। তখন দেখেন নর ও বানরগণ সম্মিলিত হইয়া সেতুবন্ধনের কার্য্যে বিপুল উদ্যমে কর্ম্মতৎপর হইয়াছেন। কিন্তু সেই কাঠবিড়ালীর এমন কোন সামর্থ বা যোগ্যতা নাই যাহাদ্বারা উহাতে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। অথচ মনের তীব্র আশা—প্রভুর সেবা করিবেন। তাই সে স্থির থাকতে না পেরে সময় ব'য়ে যাচ্ছে, আর বুঝি সেবার সুযোগ পাব না—এই দুর্ভাবনা নিয়ে বেলা-ভূমিতে নিজের গা গড়াগড়ি দেয় এবং জলে গিয়া আবার অবতরণ করে। একবার জলে নামে আর একবার সৈকতে গড়াগড়ি যায়। এতে তাহার লোমের মধ্যে যতটুকু মাটি ভিজা গায়ে লেগে যায় তাহা দিয়াই পথ-রচনার সহায়তা করার চেষ্টা করে। তাহার সেইরূপ অবস্থা দেখে যদিও কেহ কেহ হাসা-হাসি করিতেছিলেন—

কিন্তু পতিতপাবন দীনবন্ধু পরমদয়াল শ্রীরামচন্দ্র তাহার সেবার প্রচেষ্টা দর্শনে পরম প্রীতিলাভ করেন ও স্নেহভরে ক্ষুদ্র কাঠ-বিড়ালীর গায়ে কোমল হস্ত স্পর্শ করিতে থাকেন।

আমারও সেইরূপ অবস্থা। বিশেষতঃ আমি অতি নগণ্য তাই আপনাকে আর আমি কি উপদেশ দিব? তবে এইটুকু বলিতে পারি বা আমার বিশ্বাস যে, ভগবানকে দেওয়ার মত আমার কি আর আছে?—তবে হ্যাঁ, এমন একটি বস্তু আছে যাহা তিনি পেলে সবচেয়ে বেশী প্রীত হন—সেইটি সম্পর্কে মহাজন-বাণীতে পাই,—

"রত্নাকরো নিজগৃহং গৃহিণী চ পদ্মা
কিং দেয়মস্তি ভবতে জগদীশ্বরায়।
রাধাপানীতমনসো মনসোঽস্তি দৈন্যং
দত্তং ময়া যদুপতে ত্বরিতং গৃহাণ॥"

অর্থাৎ, হে যদুপতে! রত্নাকর-সমুদ্র তোমার আবাস, লক্ষ্মী তোমার গৃহিণী, তুমি স্বয়ং জগতের ঈশ্বর, সুতরাং তোমাকে আর কি দেয়বস্তু আছে? তবে শ্রীরাধা তোমার মন হরণ করিয়াছেন, বোধ করি তোমার তাহারই অভাব থাকিতে পারে, অতএব আমি তোমাকে আমার মনকেই প্রদান করিতেছি; গ্রহণ কর।

সুতরাং ভগবচ্চরণে আমাদের মন দেওয়া ছাড়া আর কি আছে? জীবনে অনেক প্রতিকূলতা আসিয়া থাকে। কিন্তু তবুও এরমধ্যে আমাদের মনকে তাঁহারই চরণ-প্রাপ্তিকে ঠেলে দিতে হবে। তিনি অত্যন্ত কৃপাময়, সুতরাং তাঁহাকে মন দিলে আর প্রতারিত হইবার আশঙ্কা থাকে না। এমতাবস্থায় নিরাশ হইবেন না।

নিকটবর্ত্তী স্থানে যথায় শুদ্ধবৈষ্ণবগণ ভগবৎকথা আলোচনা বা কীর্ত্তন করেন সেইরূপ পরিবেশে যতটা সম্ভব যোগাযোগ রাখিবেন। আর জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য যাহার যে-কর্ম্মপন্থা তাহা সৎ-মনোভাব লইয়া যাজন করিয়া থাকা ছাড়া গত্যন্তর কি? তবে যিনি ভগবৎসেবাকেই একমাত্র মুখ্য বলিয়া বুঝিয়াছেন ও স্বীকার করিয়াছেন তাঁহার ক্ষেত্রে পৃথক্ কথা।

বিভিন্ন পরিস্থিতির নানারূপ চাপ থাকায় আপনার পত্রোত্তর দিতে কিছু বিলম্ব হইল। আপনি দয়া করিয়া কিছু মনে করিবেন না। সময় সুযোগ-মতো মাঝে মধ্যে এখানে আসিবেন। পূজনীয় বৈষ্ণববৃন্দের নিকট হইতে

উপদেশ লইবেন ও নিজের দৌর্ব্বল্যতা নিকপটে ব্যক্ত করিবেন যাহাতে তাহা ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া চিত্তের নির্ম্মলতা দান করে।

বিশেষ আর কি? আমাদের শ্রীব্যাসপূজা ও শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা প্রায় সন্নিকটস্থ হইয়াছে। সময়াভাবে বিশদভাবে লেখা সম্ভব হইল না। ভগবান্ আপনার নিত্যমঙ্গলের বিধান করুন—ইহা তচ্চরণে কাতর প্রার্থনা জানাই। আপনারা বাটীস্থ সকলেই যথাযোগ্য সম্মান, প্রীতিশুভেচ্ছা গ্রহণ করিবেন। অত্রস্থ কুশল জানিবেন। ইতি—

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশ-প্রার্থী—
শ্রীভক্তিবেদান্ত আচার্য্য

যথার্থ বিজ্ঞান

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১০০ পৃষ্ঠার পর)

তত্ত্ববিজ্ঞান অনুসন্ধান করা প্রত্যেক জীবেরই কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষে তত্ত্ববিজ্ঞান তথা চিদ্বিজ্ঞানের উদয় হইয়াছে। সেইজন্য শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন,—

ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি', কর পর উপকার॥

যাঁহারা ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা যদি চিদ্বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভক্তিধর্ম্ম জগতে প্রচার করিয়া পরোপকার করেন, তবেই তাঁহাদের জন্মগ্রহণ সার্থক। ভগবানই উপাস্যরূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহারই প্রকাশ-ভেদ ব্রহ্ম ও পরমাত্মা। ব্রহ্ম ও পরমাত্মা ভগবানের অসম্যগ্ প্রকাশ। ভগবদ্বস্তু জ্ঞানময়, তিনি অচিৎ জড়া প্রকৃতি নহেন। প্রাকৃত জগতের জ্ঞান জড়ইন্দ্রিয় দ্বারা লভ্য হয়, তাই ঐ জ্ঞানকে 'প্রত্যক্ষ' বলা হয়। বাহ্য চিন্মাত্রজ্ঞান ইন্দ্রিয়লভ্য নহে, উহা অপরোক্ষ। তাই এই জ্ঞান তটস্থ ও গোপনীয়। অধোক্ষজ সম্বন্ধি 'বিজ্ঞান সমন্বিত জ্ঞান' প্রত্যক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞান হইতে পৃথক্, তাই উহা পরম গোপনীয়। বিজ্ঞানের অভাবে জীবের স্বরূপজ্ঞানের অভাব বিদ্যমান হয় এবং প্রত্যক্ষ ও অনুমান জ্ঞানের সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞান ব্যতিরিক্ত শ্রৌতপন্থা তর্কাহত। তর্কের সংজ্ঞা সম্পর্কে ব্রহ্মসূত্র (২।১।১১) বলিয়াছেন,—"তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ"

অর্থাৎ 'ব্যাপ্য হইতে ব্যাপকের দিকে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানাবলম্বনে ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুর অভিমুখে অগ্রসর হইবার চেষ্টার নাম তর্ক। এই অপ্রাকৃত তত্ত্বের কথা কি প্রাকৃত বিষয়েও উহার প্রতিষ্ঠা দেখা যায় না। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য ৯।১৯৫) পাওয়া যায় শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু রামভক্ত ব্রাহ্মণকে বলিয়াছেন,—

অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।
বেদ-পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর॥

প্রাকৃত জ্ঞানাবলম্বনে অপ্রাকৃত ভগবানের স্বরূপ কখনও জানা যায় না। তাই মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বেও (৫।২২) উল্লেখ করা আছে,—

অচিন্ত্যা খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥

যে-ভাব অচিন্ত্য, তাহাতে তর্কের যোজনা করা উচিত নহে। অচিন্ত্যের লক্ষণ এই যে—উহা প্রকৃতির অতীত। অতএব ভগবদ্বাক্যে যাহারা বিশ্বাস না করিয়া তর্ক-পথের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহারা হরি-বৈমুখ্যতার শিকার। ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব—এই চারি দোষে যুক্ত থাকিলে জীব যথার্থ বিজ্ঞানকে বুঝিতে পারে না। যখন জীব গুরু-বৈষ্ণবের মুখে শাস্ত্রের কথা শ্রবণ করিয়া সাধন-ভজনে নিযুক্ত থাকেন তখন দিব্য-জ্ঞানোদয়ে চিদ্বিজ্ঞানের অনুভূতি লাভ করেন। পরে জীব নিজের স্বরূপে অবস্থিত হইয়া শ্রৌতপথের কীর্ত্তন করিয়া অপর জীবে দয়া করিতে সমর্থ হন।

কুকুর-শৃগালের ভক্ষ্যদেহ ও চঞ্চল মনোধর্ম্মে অধিষ্ঠিত থাকিলে কখনও জীব সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্ব বুঝিতে পারে না, সেই জীব ভগবানের কৃপা লাভ করিতে সক্ষম হন না। স্বরূপবিভ্রম ঘটিলেই জীব অসৎ অর্থাৎ জড়কার্য্যেতে লিপ্ত থাকেন অথবা মোক্ষ প্রয়াসী হন। প্রকৃতি, কাল, কর্ম্ম কখনও চেতনময় অর্থাৎ ভগবান্ ও ভগবজ্ সম্বন্ধীয় বস্তুকে ধ্বংস করিতে পারে না। যাহারা 'জীবাধীন ভগবান', 'কালাধীন ভগবান্', 'প্রকৃত্যধীন ভগবান্', 'কর্ম্মাধীন ভগবান্' প্রভৃতি কথা বলিয়া থাকেন, তাহারাই ভগবদ্বিমুখ 'দুষ্ট জীব' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হন। ভগবদ্বি-মুখ জীবকে মায়া অর্থাৎ প্রকৃতির রাজ্যে চৌরাশী লক্ষ জনম ধরিয়া ঘুর-পাক খাইতে হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলা হইয়াছে,—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥
কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥

ভগবানের দাসত্ব স্বীকার না করিয়া নশ্বর-বিশ্বের অনুশীলনে যে-চেষ্টা, তাহা ফলভোগময় অনাদি 'কর্ম্ম' ছাড়া অন্য কিছুই নয়। পরা প্রকৃতি অনুভূতি যাহার নাই, তাহার আবার 'হরিপ্রেম'? ভগবান্ আশ্রিতভত্ত্ব বদ্ধজীবের মত প্রকৃতি, কর্ম্ম ও কালের বশীভূত নহেন। সেই ভগবানকে লাভ করিতে হইলে অণুচিৎ জীবের চিদ্বিজ্ঞান অনুশীলন ভিন্ন আর কোন উপায় নাই।

ব্যাপক বিভূচিৎ ভগবানের অংশই ব্যাপ্য অণুচিৎ জীব। অতএব ভগবান্ হইতে জীব পৃথক্ নহেন, আবার ভগবানকে জীব বলা যায় না। তত্ত্ব-বিজ্ঞান-বিচারে জীব ও ভগবানের মধ্যে নিত্যসেবক ও সেব্যভাব বর্ত্তমান। জীব সেবক হইয়া যখন সেব্যের সেবায় নিযুক্ত হন, তখন তাহার নশ্বর খণ্ডাখণ্ডজ্ঞান হইতে মুক্তি লাভ ঘটে। জীবের 'আমি সৃষ্টিকর্ত্তা' এই ভাব দূরীভূত হয় এবং পরমপদ লাভ করিয়া চিরশান্তি লাভ করেন। এই প্রসঙ্গে চতুঃশ্লোকীয় ভাগবত উপদেশের পরে ভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিলেন,—

"এতন্মতং সমাতিষ্ঠ-পরমেন সমাধিনা।
ভবান্ কল্পবিকল্পেষু ন বিমুহ্যতি কর্হিচিৎ॥" (ভাঃ ২।৯।৩৬)

'হে ব্রহ্মা! তুমি পরম-চিত্তৈকাগ্রতার সহিত আমার এই মতের অর্থাৎ 'সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন' এই চিদ্বিজ্ঞানের সমন্বিত জ্ঞানের অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলে কল্পে কল্পে বিবিধ সৃষ্টি করিয়াও 'আমিই সৃষ্টিকর্ত্তা' ইত্যাদি অহঙ্কারে কখনও অভিনিবিষ্ট হইবে না'। এই চিদ্বিজ্ঞান অর্থাৎ বেদান্তভাষ্য ভাগবতের কথা ব্রহ্মা নারদকে উপদেশ করিয়াছিলেন। নারদ হইতে ব্যাসদেব তাহা পাইয়া নিজপুত্র জন্মযোগী শুকদেবকে উপদেশ করিয়াছিলেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ভাগবতরূপী অমৃতের ভাণ্ড ছিদ্র করিয়া জগতে মন্দাকিনীর মত প্রবাহিত করিয়াছেন। সেই অমৃতের স্রোত সৎসাম্প্রদায়িক আম্নায়-পরম্পরা বর্ত্তমানে জগতে প্রবাহিত হইতেছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জগজ্জীবের মায়ামোহ নাশ করিবার জন্য চিদ্বিজ্ঞান সমন্বিত জ্ঞানের উপদেশ করিয়াছেন। শ্রদ্ধাবান্ পুরুষ গুরুপাদপদ্ম-আশ্রয়পূর্ব্বক শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তি আলোচনা করিতে করিতে তাহার সমস্ত অনর্থ নাশ হইয়া থাকে। চিৎ ও অচিতের সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব হইলেই অনর্থসমূহ আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই অনর্থ-নিবৃত্তির জন্য ক্ষেত্র-তত্ত্ব ও ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ব বিচারের বিশেষ প্রয়োজন। এই পাঞ্চভৌতিক শরীরের নাম ক্ষেত্র। যিনি এই ক্ষেত্রকে অবগত হন তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্র-বিচারে ও ক্ষেত্রজ্ঞ-বিচারে ঈশ্বর, জীব ও জড় তিনটি তত্ত্ব দেখা যায়। কার্য্য কারণরূপা প্রকৃতির অতীত অনাদি ভগবানের দাসত্বরূপ ব্রহ্ম-সম্পত্তির যোগ্য চিৎকণস্বরূপ জীব ও সর্ব্বব্যাপী ভগবানের অংশরূপ পরমাত্মা,—এই দুই-জন-ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্ব-বিচারে যাহাদের ত্রিতত্ত্ব-বোধি হয়, তাঁহাদের জ্ঞানই 'বিজ্ঞান'। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন.—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ (গীতা ৭।৪)

হে অর্জ্জুন, আমার অপরা বা সম্বন্ধিনীশক্তি-মধ্যে আটটি তত্ত্ব-সংখ্যা লক্ষ্য করিবে। ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ—এই পাঁচটিতে পঞ্চ মহাভূত এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পাঁচটি তন্মাত্র; এই প্রকার দশটি তত্ত্ব গৃহীত হয়। 'অহঙ্কার'-শব্দে অহঙ্কার ও তাহার কার্য্যভূত একাদশ ইন্দ্রিয়। 'বুদ্ধি'-শব্দে মহত্তত্ত্ব ও 'মনঃ'-শব্দে প্রধান; —এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব। এই সমুদায়ই আমার বহিরঙ্গা শক্তিগত। উক্ত চব্বিশটি প্রাকৃত-তত্ত্বই 'ক্ষেত্র'। ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, পঞ্চমহাভূতের পরিণামভূত স্থূলদেহ; চেতনস্বরূপ জীবের আধার জ্ঞানাত্মক লিঙ্গদেহ ব্যাপারকে ক্ষেত্রের 'বিকার' বলা হয়। ইহারাও ক্ষেত্রান্তর্গত। অমানিত্ব, দম্ভশূন্যতা, অহিংসা, সহিষ্ণুতা, সরলতা, সদ্গুরুসেবন, পবিত্রতা, স্থিরতা, শরীর সংযম, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-বিষয়ে বৈরাগ্য, অহঙ্কার-শূন্যতা, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ প্রভৃতির দোষদর্শন, পুত্রাদিতে আসক্তি-শূন্যতা, পুত্রাদির সুখে-দুঃখে ঔদাসীন্য, সর্ব্বদা সমচিত্তভাব, ভগবানে অব্যভি-চারিণী ভক্তি, নির্জ্জন-স্থানপ্রিয়তা, দুর্জ্জনাকীর্ণস্থানে অ-রতি, আত্ম-জ্ঞানের নিত্যালোচনা ও তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজনরূপ মোক্ষানুসন্ধান—

ভগবানকে আশ্রয় করিয়া প্রকৃতি সম্বন্ধ শূন্য হইয়া নিজ নিত্যস্বরূপে এই বিংশতি তত্ত্বের প্রত্যেকেই জ্ঞানস্বরূপ। ইহাদিগকে আশ্রয় করিলে বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় এবং ইহারা ক্ষেত্রের বিকারনাশক ঔষধস্বরূপ।

বিংশতি তত্ত্বের ব্যাপারের মধ্যে 'ভগবানে অব্যভিচারিণী ভক্তি'ই একমাত্র অবলম্বনীয়া। ইহাতে জীবের প্রয়োজনীয় বস্তু 'কৃষ্ণপ্রেম' সহজেই লভ্য হয়। এই প্রসঙ্গে গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥ (১২।৮)

হে অর্জ্জুন, পরমাত্মা হইতে শ্রেষ্ঠ আমার নিত্যস্বরূপকে মন স্থির করিয়া আমার স্মরণ কর, তোমার বিবেকবতী বুদ্ধিকে আমাতেই নিযুক্ত কর এবং ভগবত্তত্ত্বেই তুমি অবস্থিত হও। তাহা হইলে সেই সেই সাধনভক্তির সর্ব্বোচ্চ ফল যে নিরুপাধিক প্রেম, তাহা তুমি লাভ করিবে।" অনেকে চিন্তা করেন, 'ভগবানে অব্যভিচারিণী ভক্তি' অবলম্বন করিলে সুখ পাওয়া যায় না, শুধু ক্লেশই পাওয়া যায়। তাহাদের ভ্রম সংশোধন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ আবার অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনা পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ (গীঃ ৯।২২)

হে পার্থ! তুমি এরূপ মনে করিবে না যে, সকল উপাসকগণ সুখ লাভ করে এবং ভক্তসকল ক্লেশ পা'ন। আমার ভক্তসকল অনন্যরূপে আমাকেই চিন্তা করেন; তাঁহারা দেহযাত্রার জন্য ভক্তিযোগের অবিরুদ্ধ সমস্ত বিষয়ই স্বীকার করেন। অতএব তাঁহারা নিত্য অভিযুক্ত, তাঁহারা নিষ্কাম হইয়া সমস্তই আমাকে অর্পণ করেন। আমি তাঁহাদের সমস্ত অর্থ প্রদান ও পালনকার্য্য করিয়া থাকি"। অতএব 'ভগবানে অব্যভিচারিণী ভক্তি'কে অবলম্বন করিলে জীবের 'ইহলোক ও পরলোক' দুই লোকেই পরম মঙ্গল লাভ হয়। 'ক্ষেত্রবিকার-নাশক ঔষধস্বরূপ' অন্য অমানিত্বাদি ঊনবিংশতি ব্যাপার ভক্তির অবান্তর ফলরূপে ক্ষেত্রের শুদ্ধতা ও চরমে জীবের অশুদ্ধক্ষেত্র নাশপূর্ব্বক নিত্যসিদ্ধ ক্ষেত্রের উদয় সম্পাদন করে। ভক্তিদেবীর সিংহাসনস্বরূপ ঐ ঊনবিংশতি ব্যাপারকে 'জ্ঞান' অর্থাৎ 'সবিজ্ঞান-জ্ঞান' বলা হয়; আর যত কিছু আছে, সেই সমুদায়ই 'অজ্ঞান'।

ভগবানের বিভিন্নাংশগত তত্ত্বস্বরূপ জীবের দুইটি দশা—মুক্তদশা ও বদ্ধদশা। উভয় দশাতেই জীব নিত্য ও সনাতন। মুক্তজীব সম্পূর্ণরূপে

ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন ও কখনও মায়াবদ্ধ হন না। বদ্ধজীব উপরিরূপ প্রকৃতিস্থিত মন ও পঞ্চ বাহ্যেন্দ্রিয়কে আশ্রয়পূর্ব্বক নিজ নিজ-স্বরূপ ভুলিয়া সংসার-চক্রে ঘুরপাক হয়। ক্ষেত্র ও জীবরূপ ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগই 'সংসার'। মরণান্তেই যে-বদ্ধদশা শেষ হয়, তাহা নহে, জীব এই স্থূল শরীর কর্ম্মানুসারেই লাভ করে এবং সময় উপস্থিত হইলে তাহা পরিত্যাগ করে। এক শরীর হইতে অন্য শরীরে গমনকালে সে সেই শরীর সম্বন্ধিনী কর্ম্মবাসনা লইয়া যায়। অন্য স্থূল শরীর লাভ করত তাহাতে শ্রবণ, দর্শন, স্পর্শন, রসন ও ঘ্রাণ প্রভৃতি বাহ্যেন্দ্রিয় ও মনকে আশ্রয় করিয়া বদ্ধজীব সকল বিষয়সমূহ সেবা করিতে থাকে। ইহাই 'ভবচক্রের খেলা; স্থাবর-জঙ্গম-মধ্যে যাহা কিছু, সে-সমুদায়ই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতে হয়।

পরমার্থ বিচারে বদ্ধজীব দুই প্রকার,—বর্হিম্মুখ ও অন্তর্ম্মুখ। নাস্তিক, জড়বাদী, সন্দেহবাদী ও কেবল জড়নৈতিক প্রভৃতি লোকসকল—পরমার্থ বর্হিম্মুখ; আর পরকালে বিশ্বাসযুক্ত জিজ্ঞাসু নিষ্কাম কর্ম্মযোগী ও ভক্ত, ইহারা অন্তর্ম্মুখ। ভক্তগণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কারণ তাঁহারা প্রকৃতির অতিরিক্ত আত্মতত্ত্বে চিদাশ্রয়-দ্বারা ভগবানের আরাধনা করেন। মায়াবদ্ধজীব সাধুসঙ্গ ও সদালোচনাক্রমে মৃত্যুকে অতিক্রম করেন অর্থাৎ ভক্তি লাভ করেন। সংসারস্থিত মায়াবদ্ধজীব যখন জড়ব্যতীত আর কিছুই আলোচনা করিতে সামর্থ হয় না, তবে তাহার পক্ষে চিদালোচনা কিরূপে সম্ভব হয়? তাহার উত্তর এই জড়জগতেও ভগবানের চিৎসত্তা দেদীপ্যমান, তাহাকে অবলম্বন করিলেই ক্রমশঃ শুদ্ধচিৎপ্রাপ্তি ও জড়ের নাশ সম্ভব। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্বজ্ঞানরূপ সম্বন্ধজ্ঞান-দ্বারাই জীব ভগবানকে অবলোকনপূর্ব্বক অনর্থের নিবৃত্তি করেন। এই প্রসঙ্গে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্॥ (গীঃ ১৩।৩৫)

"হে অর্জ্জুন! যাহারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ ও ভূতসমূহের প্রকৃতি হইতে মোক্ষের উপায় জ্ঞানচক্ষুদ্বারা জানিতে পারেন, তাঁহারা পরমপদ লাভ করেন।" (ক্রমশঃ)

—শ্রীবলভদ্রদাস ব্রহ্মচারী, বি-এস্‌সি

গিরিরাজ শ্রীগোর্দ্ধনের আবির্ভাব

প্রধান পুরুষেশ্বর গোলোকাধিপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যখন ভৌমজগতে লীলাবিলাসাদির জন্য আবির্ভূত হন, তখন তাঁহার নিজ পার্ষদ ও প্রিয়জন-বর্গের সহিত অবতরণ করেন। অপ্রাকৃত ভৌমবৃন্দাবন-লীলার মধ্যে অন্যতম পার্ষদ শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধন। গর্গস্মৃতিতে বর্ণনা রহিয়াছে যে, কোন এক সময় বিচিত্রবীর্য্যের পুত্র পাণ্ডু হস্তিনাপুরে বহু শ্রোতার সম্মুখে ধার্ম্মিকপ্রবর শ্রীভীষ্মদেবকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, অনন্ত বৈকুণ্ঠাধিপতি গোলোকেশ্বর সর্ব্বারাধ্যদেব মধুসূদন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন এত প্রিয় কেন? তদুত্তরে ভীষ্মদেব বলেন যে, ভগবান্ পৃথিবীতে অবতরণ করিবার পূর্ব্বে তদীয় প্রিয়া শ্রীমতী রাধিকারাণীকে বলিয়াছিলেন,—হে মৃগ-নয়নী প্রিয়ে! তুমি ভূতলে অবতরণ কর। তদুত্তরে শ্রীমতী রাধারাণী কহিলেন,—প্রিয়তম! যে-স্থানে আমাদের এই বৃন্দাবন না—যমুনা নাই, সেখানে যাইতে আমার মন প্রসন্ন হয় না। শ্রীমতী রাধারাণীর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কৃষ্ণ তাঁহার স্বীয়ধাম চৌরাশী ক্রোশ অপ্রাকৃত গোবর্দ্ধনসহ তথা যমুনাকে পৃথ্বিতলে প্রেরণ করিলেন; উক্ত সমাগত বন-উপবনসহ চৌরাশী ক্রোশ ধাম সর্ব্বলোক বন্দিত।

অতঃপর পৃথিবীতে গোর্দ্ধনের আবির্ভাবের কথা বলিতেছেন,—ভারত-বর্ষের পশ্চিম প্রদেশে শাল্মলীদ্বীপ মধ্যে গোবর্দ্ধন দ্রোণ পর্ব্বতের পত্নীতে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জন্মগ্রহণ করিবামাত্রই স্বর্গের দেবগণ তদুপরি পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং হিমালয় সুমেরু প্রভৃতি পর্ব্বতগণ তথায় সমাগত হইয়া যথাবিধি গোবর্দ্ধনের পূজা, প্রণাম তথা প্রদক্ষিণ করতঃ স্তব-স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন। সুমেরু গিরিমালাও স্তব করিলেন, যথা—ত্বং সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্রস্য পরিপূর্ণতমস্য চ। গোলোকে গোপনে যুক্তে গোপীগোপ সংযুতে, ত্বহি গোবর্দ্ধন-নাম বৃন্দারণ্যে বিরাজসে। তস্মো গিরিনাং সর্ব্বেষাং গিরিরাজোঽসি সাম্প্রতম্॥

নমো বৃন্দাবনাঙ্গায় তুভ্যং গোলোক মৌলিনে
পূর্ণব্রহ্মতপত্রায় নমো গোবর্দ্ধনায় চ॥

চতুঃসনের অন্যতম সনন্দ বলিয়াছেন,—শৈলগণ এইরূপে তাঁহার স্তুতি করিয়া স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন এবং তখন হইতে গিরিরাজ অর্থাৎ পর্ব্বতগণের শ্রেষ্ঠতম গিরি গোবর্দ্ধন নামে অভিহিত হইল।

কোন এক সময় তীর্থযাত্রী মুনিসত্তম পুলস্ত ঋষিবর দ্রোণাচলপুত্র ভুবন-মনোহর শ্যামসুন্দরমুরতি গোবর্দ্ধনে আগমন করেন। মহামুনি পুলস্ত মাধবীলতা পুষ্প শোভিত, ফলভার সমাকুল, নির্ঝর নিনাদিত, মঙ্গলময় কন্দরশালী, শান্ত তপোযোগ্য রত্নময় শত-শৃঙ্গ ধাতুরূপ রঞ্জিত, পক্ষিগণের ঝঙ্কার-শব্দে পরিবৃত হরিণ-হরিণিগণের সুমধুর মিলন, হনুমান বানররাজ পশুগণ পরিব্যাপ্ত ও ময়ূরের নৃত্য কেঁকাধ্বনি মণ্ডিত এবং মুক্তিকামীগণের মুক্তিপ্রদাতা অপূর্ব্ব সুশোভিত গোবর্দ্ধন দর্শনে প্রফুল্লিত হইলেন। মুনি-শ্রেষ্ঠ পুলস্ত গিরিগোবর্দ্ধনকে প্রাপ্তি কামনায় তৎপিতা দ্রোণাচল সমীপে গমন করিলেন। দ্রোণাচল ঋষিবরকে দেখিয়া আনন্দভরে তাঁহাকে পাদ্য, অর্ঘ্য-দ্বারা পূজা করিলেন।

পুলস্ত তাঁহার ভক্তিবৃত্তি দর্শন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—হে গিরীন্দ্র দ্রোণ! তুমি অত্যন্ত ভক্তপ্রবীণ ও সর্ব্বদেব পূজিত ও দিব্য ঔষধী সমন্বিত মানবগণের জীবপ্রদ। আমি কাশীবাসী মুনি হইয়াও তোমার নিকটে ভিক্ষা প্রার্থী হইতেছি। তোমার এই পুত্র গোবর্দ্ধনকে আমায় ভিক্ষা দান কর। আমি আর অন্য কিছু তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি না। দেব দেব বিশ্বেশ্বরের যে কাশীনাম্নীপুরী আছে, তথায় পাপীগণ মৃত্যুবরণ করিলে সদ্য মুক্তিপদ লাভ করে, যে-স্থানে গঙ্গা প্রবাহিতা যে-স্থানে বিশ্বেশ্বর মহাদেব বাস করেন, তথাপি লতা-সমাকুল তোমার পুত্রকে তথায় রাখিয়া তপস্যা করিবার ইচ্ছা করিতেছি। পুত্রস্নেহে বিহ্বল দ্রোণাচল ও তদ্বীয় পত্নীর নয়ন হইতে অশ্রুধারা পতিত হইতে লাগিল। তিনি মুনিকে অত্যন্ত কাতর ভাবে বলিলেন,—হে মুনিবর! এই পুত্র আমার অত্যন্ত প্রিয়, আমি সর্ব্বসময়ে পুত্র-স্নেহাকুল; সুতরাং আপনাকে আমি কিভাবে পুত্রকে দান করিতে পারি? তথাপি হে মুনে! আমার ভয় হইতেছে কারণ পুত্র না প্রদান করিলে আপনি যদি অভিশাপ প্রদান করেন; তাই আপনার যে-অভিপ্রায় তাহা আমার পুত্রকে জ্ঞাপন করিতেছি।

হে পুত্র! পবিত্র ভারতবর্ষ কর্ম্মভূমি, সে-স্থানে মানবগণ চতুর্বর্গ ফললাভে সমর্থ। অতএব তুমি এই মুনির সহিত ভারতবর্ষে গমন কর। তখন গোবর্দ্ধন পুলস্তকে বলিলেন,—হে মুনে! আমি অষ্ট যোজন দীর্ঘ, পঞ্চ যোজন বিস্তৃত ও দুই যোজন উচ্চ; সুতরাং এরূপাবস্থায় আমাকে কেমন করিয়া লই

যাইবেন? গোবর্দ্ধনের উক্তি শ্রবণ করিয়া পুলস্ত হাস্যসহকারে বলিলেন, হে গোবর্দ্ধন! তুমি স্বচ্ছন্দে আমার হস্তে অবস্থানপূর্ব্বক গমন কর, আমি হস্তোপরি তোমাকে কাশী পর্য্যন্ত লইয়া যাইব। গোবর্দ্ধন বলিলেন, হে মুনে! আমার নিকট একটী প্রতিশ্রুতি থাকিবে, -যে-স্থানে আপনি অসমর্থ হইয়া আমাকে অবতরণ করাইবেন আমি সেই স্থানেই অবস্থান করিব অর্থাৎ অন্যত্র গমন করিব না। পুলস্ত বলিলেন,—শাল্মলী দ্বীপ হইতে কোশল দেশ পর্য্যন্ত তোমাকে কোন স্থানে অবতরণ করাইব না।

তখন অশ্রুপূর্ণ লোচনে গোবর্দ্ধন তদীয় পিতা দ্রোণকে প্রণাম-পূর্ব্বক পুলস্ত মুনির করতলে অবস্থান করিলেন। মুনিবর জগদ্বাসীকে তাঁহার প্রভাব দর্শন করাইতে করাইতে দক্ষিণকরে গোবর্দ্ধন ধারণপূর্ব্বক ক্রমান্বয়ে ব্রজমণ্ডল পর্য্যন্ত উপনীত হইলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজভূমিতে অবতরণ করিবেন, ইহা স্মরণ করিয়া গোবর্দ্ধন ভাবিতে লাগিলেন,—এই ব্রজ-ভূমিতে কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া গোপ-বালকগণের সহিত গোপাল-বেশে ক্রীড়া, তথা গোপীগণের দান গ্রহণলীলা ও প্রিয়তমা শ্রীমতী রাধারাণীর মানভঞ্জন-লীলা করিবেন। সুতরাং এ পবিত্র ব্রজভূমি ও যমুনাকে পরিত্যাগ করিব না। শ্রীমতী রাধারাণীসহ কৃষ্ণ এই ভূলোকে শ্রেষ্ঠতম স্থান এই বৃন্দাবনে কতই না লীলা করিবেন; সুতরাং আমি নয়ন ভরিয়া দর্শন করতঃ আমার জীবনকে ধন্যাতি ধন্য করিব।

গোবর্দ্ধন মনে মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া মুনির হস্তে ধীরে ধীরে বিশ্বম্ভরত্ব হইলেন। তখন সেই ভারপিড়ীত মুনি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা বিস্মরণ হইয়া গোবর্দ্ধনকে ব্রজমণ্ডলে স্থাপন করিলেন। তৎপরে মুনি শৌচাদি সমাপনপূর্ব্বক গোবর্দ্ধনকে বলিলেন,—গোবর্দ্ধন উত্থান কর; কিন্তু গোবর্দ্ধন উত্থিত হইলেন না। মুনি তাঁহার সিদ্ধ তেজবলে গোবর্দ্ধনকে উঠাইতে চেষ্টা করিলেন, অবশেষে বিনীতভাবেও বলিলেন। তথাপি গোবর্দ্ধন উত্থিত হইলেন না। তখন পুলস্ত বলিলেন, গোবর্দ্ধন তোমার অভিলাস ব্যক্ত কর। গোবর্দ্ধন বলিলেন,—হে মুনে! আমার কোন দোষ নাই, কেননা পূর্ব্বে আমার সপথ ছিল যে, আপনি আমাকে যে-স্থানে অবতরণ করাইবেন আমি সেই স্থানেই স্থিরভাবে অবস্থান করিব,—তাহা কি আপনার স্মরণ নাই? সুতরাং আমি এস্থান হইতে অন্যত্র গমন করিব না।

গোবর্দ্ধনের এইরূপ প্রত্যুত্তর শ্রবণে মুনিসত্তোম পুলস্ত্য ঋষির ওষ্ঠাধর কম্পবান হইতে লাগিল। তিনি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, —হে গিরে! তুমি অত্যন্ত ছল, কপটা, ধৃষ্টতা পোষণ করিয়া আমার মনোরথ পূর্ণ করিলে না; সুতরাং তুমি তিল তিল করিয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে—এই অভিশাপ তোমাকে প্রদান করিলাম। পুলস্ত এই বলিয়া কাশী চলিয়া গেলেন। সেই দিন হইতে প্রত্যহ এই গিরিরাজ গোবর্দ্ধন ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছেন। শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, যতদিন পর্য্যন্ত পৃথিবীতে ভাগীরথী গঙ্গা ও গিরিরাজ গোবর্দ্ধন, তুলসী বিদ্যমান থাকিবেন ততদিন পর্য্যন্ত দুরন্ত কলির প্রভাব সম্পূর্ণ বিস্তার করিতে পারিবে না।

গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের আবির্ভাব-কথা যিনি শ্রবণ করিবেন তাঁহার মহা মহা পাপ থাকিলেও ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে, কৃষ্ণপ্রেম লাভ করতঃ ভগবানের নিত্য গোলোক-বৃন্দাবনে বাস করিবার সুযোগ লাভ করিবেন। আমরা জগতে কর্ম্মী-জ্ঞানীর বিপাকে পড়িয়া বৃন্দাবন দর্শনের ছল কপটতা-পূর্ব্বক ধামের নিকট তথা গোবর্দ্ধনের নিকট নানা প্রকারের কামনা-বাসনার বস্তু প্রার্থনা করিয়া থাকি। যেমন কেহ হয়তো বৃন্দাবনে গেলেন, গোবর্দ্ধনকে সাধারণ প্রাকৃত পাহাড়-বুদ্ধি করিলেন, আবার হয়তো কাহার মধ্যে কিঞ্চিৎ ভক্তির ভাব আসায় ভগবদ্‌বুদ্ধি হইলেও তাঁহার নিকটে নিজ ভোগের বস্তু প্রার্থিত হইল।

আবার যাহার ঘরবাড়ী নাই তিনি শ্রীগোবর্দ্ধন পরিক্রমা-কালে গোবর্দ্ধন শিলার উপর আর দুই তিনটী শিলা স্থাপনপূর্ব্বক বলিলেন,—হে গিরিরাজ, আমার যেন তিন চার তালা বাড়ী হয়। সুতরাং এইরূপ বিভিন্ন প্রকারে কামনা-বাসনা লইয়া বৃন্দাবনে যাওয়া উচিত নহে। তদপেক্ষা গৃহে বসিয়া বৃন্দাবনের স্মরণ বরং ভাল। বৃন্দাবনে যাইতে হইলে শ্রীগৌর-ভক্তবৃন্দের সঙ্গে বৃন্দাবনে যাওয়া উচিত। কেননা তাঁহারা তথায় গোবর্দ্ধনের অপ্রাকৃত মহিমা দর্শনকালে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সাধু-মুখে ভক্ত-ভগবান-ধাম প্রভৃতির মহিমা শ্রবণ করিলে তাঁহাদের প্রতি অপ্রাকৃত বুদ্ধি হয় এবং কৃষ্ণে ভক্তি লাভের আশা জাগে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন, "তীর্থ-ফল সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণভজন মনোহর।" সুতরাং যথার্থ তীর্থ দর্শন করিতে হইলে সাধুসঙ্গেই দর্শন বিধেয়।

অতঃপর গিরিরাজের পূজাবিধান যথা.—গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের সানুদেশে গোময়-দ্বারা লেপনপূর্ব্বক সর্ব্ববিধ যজ্ঞসম্ভার-দ্বারা গোবর্দ্ধনের পূজা করিবেন। যেস্থানে গিরিরাজ গোবর্দ্ধন নাই, তথাকার পূজাবিধি,—তথায় গোময়-দ্বারা অত্যুন্নত গিরিরাজ নির্ম্মাণপূর্ব্বক সুন্দর সুন্দর পুষ্প, তৃণ, লতা প্রভৃতি সুশোভিত করিবেন। তৎপরে বিধিবিধান-দ্বারা শ্রীগোবর্দ্ধনের পূজা করিতে হয়। অথবা যাঁহাদের সাক্ষাদ্ গিরিরাজের সেবা করিবার বাসনা থাকে, তাঁহারা গোবর্দ্ধনে গমনপূর্ব্বক তথাকার শিলা স্বর্ণতুলা পরিমাণ রাখিয়া গিরি-রাজকে আনয়ন করিতে পারেন। যে-মানব স্বর্ণ না দিয়া গিরিরাজকে গৃহে আনয়ন করে তাহার নরকগতি লাভ হইয়া থাকে। যে-মানব গিরিরাজকে সাক্ষাদ্ ভগবানের অঙ্গজ্ঞানপূর্ব্বক তাঁহার সেবা করেন তাঁহাকে কোন পাপ স্পর্শ করিতে পারে না। গোবর্দ্ধনশিলা-সেবাকারী উত্তম দ্বিজগণ তাঁহারা ইহ জগতের সর্ব্বসুখ লাভ করিয়া পরজগতে সাক্ষাদ্ ভগবানের সেবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতঃপর শ্রীমন্দিরে সাক্ষাদ্ শালগ্রামের ন্যায় গিরি-রাজেরওসেবাপূজা ভোগরাগাদি করা বিধেয়।

শ্রীগোবর্দ্ধনের প্রণামমন্ত্র—

নমো বৃন্দাবনাঙ্কায় তুভ্যং গোলোকমৌলিনে।
পূর্ণ ব্রহ্মতপাত্রায় নমো গোবর্দ্ধনায় চ ॥

গোবর্দ্ধন জয়তি শৈলকুলাধিরাজো
যো গোপিকাভিরুদিতো
কৃষ্ণেন শক্রমঘভঙ্গকৃতার্চিতো যঃ
সপ্তাহমস্য করপদ্মতলেঽপ্যবাৎসীৎ ॥

সপ্তাহমেবাচ্যুত হস্তপঙ্কজে
ভৃঙ্গায় মানং ফলমূল কন্দরৈঃ।
সং সেব্যমানং হরিমাত্মবৃন্দকৈ
গোবর্দ্ধনাদ্রিং শিরসা নমামী ॥

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

—শ্রীতমলকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

অপরাধ-ভঞ্জনের পাট
শ্রীনবদ্বীপের ইতিহাস ও মাহাত্ম্য

'কোল'-শব্দের আলোচনা করিলে আমরা ঐতিহাসিক দিক দিয়া ভারতের একটি প্রাচীন জাতিবিশেষের নাম পাইয়া থাকি। আবার আবিধানিক শব্দ-বিচারে ইহার অর্থ 'বরাহ' বা 'শূকর'। নবদ্বীপাত্মক শ্রীধাম নবদ্বীপের দ্বীপগুলির নাম উল্লেখ করিতে গেলে 'কোলদ্বীপ' নামক একটি দ্বীপবিশেষের নামও গোচরিভূত হয়। প্রাক্ ঐতিহাসিক-কালে নবদ্বীপের অন্তর্গত কোল-আমাদ, কোলের গঞ্জ, কোলের দহ, গদখালির কোল প্রভৃতিও নয়টি দ্বীপের সমাহার নবদ্বীপের অন্তর্গত কোলদ্বীপের পরিসীমা ছিল। কোলদ্বীপকে শ্রীপাট 'কুলিয়া' নামেও কথিত হয়। কোথাও বা ইহাকে অপরাধ-ভঞ্জনের স্থান বলিয়াও বর্ণীত হইয়াছে।

এই অপরাধ-ভঞ্জনের ক্ষেত্র শ্রীপাট কুলিয়ায় কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু সপ্তদিবস অবস্থানপূর্ব্বক চাপাল-গোপাল-নামক মহাপরাধ-দণ্ডিত শ্রীধাম নবদ্বীপবাসীকে অপরাধ হইতে মুক্ত করিয়াছেন। এইখানে মহেশ্বর বিশারদের জাঙ্গাল-নিবাসী দেবানন্দ-নামক এক ভাগবতবেত্তা পণ্ডিতের ভক্তাপরাধ মার্জ্জনপূর্ব্বক পবিত্র করিয়াছিলেন। এখানেই কৃষ্ণানন্দ-নামক তন্ত্রবিৎ কোন পণ্ডিত বৈষ্ণবাপরাধে মহারোগগ্রস্ত হইলে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কৃপায় রোগ ও অপরাধ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। 'অপরাধ-ভঞ্জনের' পাট বা 'দেবানন্দের পাট' বলিয়া যে-কুলিয়া বা কোলদ্বীপ, তাহা শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নামক শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্য প্রভৃতি গ্রন্থে বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

এই কুলিয়া পাহাড়পুরে সত্যযুগে বাসুদেব নামক এক ব্রাহ্মণকুমার ভগবদ্ দর্শনের নিমিত্ত ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতে থাকিলে শ্রীভগবান পর্ব্বতসমান উচ্চ শরীরধারী কোল বা বরাহমূর্ত্তিতে বাসুদেব-বিপ্রকে দর্শন দান করেন ও সত্যযুগে ব্রহ্মার যজ্ঞে আবির্ভূত হইয়া দংষ্ট্রাগ্রদ্বারা হিরণ্যাক্ষ দৈত্যকে বধ করেন। এই কোলদ্বীপের উত্তর সীমায় নিত্যসিদ্ধ বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের ভজনস্থান। ইনি ব্রজমণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডলের, একছত্র বৈষ্ণব-সম্রাট্ ছিলেন। ইনিই শ্রীগৌরধামপ্রচারিণী-সভার মূলপুরুষ। এই মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্যবাদ ও বৈষ্ণবব্রত-পর্ব্বাদি প্রচারের

পৃষ্টপোষক, শ্রীনামভজনের একনিষ্ট-প্রদর্শক ও কায়মনোবাক্যে নিরন্তর হরি-ভজনের উপদেশক।

কুলিয়া-ধর্ম্মশালায় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী পুরীষত্যাগের স্থানে ছয়মাসকাল বাস করিয়া ভজনপূর্ব্বক ভগবদ্ভক্তির ভাণকারীর বিষয়চেষ্টা সংগ্রহকে বিষ্টার ন্যায় ঘৃণা ও পরিত্যজ্য বলিয়া জানাইয়াছেন। এখানেই শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী অপ্রকটলীলা প্রকাশ করেন বলিয়া এইস্থান শুদ্ধভক্তগণের নিত্য আরাধনার ক্ষেত্ররূপে বিশেষভাবে পরিগণিত হইয়াছে। যাহারা জড় বিষয়-বিষ্ঠা ও লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশাকেই বহুমানন করেন, তাহাদের শিক্ষার আদর্শস্বরূপ শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু বৈষয়িক মেথরের অভিনয় করেন।

কুলিয়ার নূতন চড়ায় বৈষ্ণব মহাত্মা শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের জন্মস্থান ছিল, তিনি খেয়াঘাটের সন্নিকট একটী কুটীর, কখনও বা তাঁবুতে নিজ ভজনানন্দে মগ্ন থাকিতেন। সুতরাং নিত্যমুক্ত মহাত্মাগণের পদাঙ্কপূত এই কুলিয়া ধন্যাতিধন্য।

ত্রিদণ্ডি যতিরাজ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতিপাদ-বিরচিত "শ্রীনবদ্বীপ শতকম্" গ্রন্থে কোলদ্বীপ-মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে;—"জয়তি জয়তি কোলদ্বীপ-কান্তাররাজী, সুর-সরিদুপকণ্ঠে দেবদেব-প্রণম্যা। খগ-মৃগ-তরু-বল্লী-কুঞ্জ-বাপী-তড়াগ-স্থল-গিরি-হ্রদিনীনামদ্ভুতৈঃ সৌভগাদ্যৈঃ॥" অর্থাৎ পশু, পক্ষী, তরুলতাকুঞ্জ, দীর্ঘিকা, সরোবর, উপত্যকা, পর্ব্বত এবং হ্রদ-সমূহের অদ্ভুত সৌন্দর্য্যাদিগুণে উদ্ভাসিত গঙ্গার উপকণ্ঠস্থ সর্ব্বদেব প্রণম্যা শ্রীকোলদ্বীপ-কান্তাররাজী জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন। অন্যস্থানেও উক্ত হইয়াছে,—কেহ অন্য দেবতার ভজনাই করুন অথবা অক্ষর-ব্রহ্মেই অবস্থিত থাকুন, কিম্বা পশুর ন্যায় একমনে বিষয়-ভোগেই রত হউন, তাঁহাকে নবদ্বীপান্তর্গত গঙ্গার পশ্চিম-তীরবর্ত্তী কোলাটবী নিজ অচিন্ত্য-শক্তিক্রমে শ্রীরাধা-মাধবের স্বগত নিগূঢ় প্রেমরসে নিশ্চয় মোহিত করিয়া থাকেন।

— শ্রীবৈষ্ণবদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীশচীনন্দন গৌরহরির বন্দনা

জয় শচীনন্দন, গৌর-গুণাকর, প্রেম-পরশমণি, ভাব-রস-সাগর।
কিবা সুন্দর মুরতিমোহন আঁখিরঞ্জন, কণকবরণ,
কিবা মৃণাল-নিন্দিত, আজানুলম্বিত, প্রেম প্রসারিত, কোমল যুগলকর
কিবা মধুর বদন,কমল-প্রেমরসে ঢল ঢল।

চিকুর কুণ্ডল, চারু গণ্ডস্থল, হরিপ্রেমে বিহ্বল, অনুরূপ মনোহর।
মহাভাবে মণ্ডিত হরিরসে রঞ্জিত, আনন্দে পুলকিত অঙ্গ॥
প্রমত্ত মাতঙ্গ সোনার গৌরাঙ্গ,
আবেশে বিভোর অঙ্গ, অনুরাগে গর গর।

হরিগুণগায়ক প্রেমরস নায়ক,
সাধু হৃদি-রঞ্জক, আলোক সামান্য, ভক্তিসিন্ধু, শ্রীচৈতন্য,
'আহা! ভাই'—বলি চণ্ডালে, প্রেমভরে ল'ন কোলে,
নাচেন দু'বাহু তুলে, হরি বোল, হরি বোল বলে।

অবিরাম ঝরে জল নয়নে নিরন্তর!
'কোথা হরি' প্রাণধন'—ব'লে করে রোদন,
মহাস্বেদ-কম্পন, হুঙ্কার গর্জ্জন,
পুলকে রোমাঞ্চিত, শরীর কদম্বিত,

ধূলায় বিলুণ্ঠিত, সুন্দর কলেবর।
হরিলীলা-রস-নিকেতন, ভক্তিরস প্রস্রবন;
দীনজন-বান্ধব, বঙ্গের গৌরব, ধন্য ধন্য শ্রীচৈতন্য প্রেম-শশধর।

"গৌর হাসে কাঁদে নাচে গায়"
কি দেখিলাম কেশব ভারতীর কুটীরে,
অপরূপ জ্যোতি, গৌরাঙ্গ-মূরতি, দুনয়নে প্রেম বহে শতধারে॥

—শ্রীমতী ঊষারাণী দেবী সিংহ,
বৈঁচী গ্রাম (বর্দ্ধমান)।

—গ্রন্থ-বার্ত্তা—

শ্রীবৈষ্ণব-জগতে যুগান্তর আনয়নকারী

সিদ্ধান্তরত্নম্

বা

গোবিন্দভাষ্যপীঠকম্

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য-ভাস্কর

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু

কর্ত্তৃক

বিরচিত স্বটীকাসমন্বিত ভাষ্যপীঠকম্

পাঠকবর্গের অবগতির জন্য শ্রীল বিদ্যাভূষণ প্রভুর নিজেরই উক্তি এই স্থানে উদ্ধৃত হইল,—

"শ্রীব্রহ্মসূত্রের স্বরচিত গোবিন্দভাষ্য ও ষট্‌সন্দর্ভাদি গৌড়ীয় দার্শনিক গ্রন্থরাজির সারস্বরূপ এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে সর্ব্বদর্শন সিদ্ধান্তের ব্যুৎপত্তি লাভ হয়।"

এই ভাষ্যপীঠ-প্রকাশনে প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, মূল সূত্রগুলি স্থূলাক্ষরে এবং বঙ্গানুবাদ সুন্দর হরফে সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় সমৃদ্ধ রহিয়াছে। এরূপ মনোজ্ঞ অনুবাদ ও টীকা-সমন্বিত প্রকাশন দুর্ল্লভ। বর্ত্তমানে উক্ত গ্রন্থ টীকা-মূলানুবাদসহ একান্ত দুষ্প্রাপ্য। অতএব প্রত্যেক ভক্ত্যনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির ইহা অবশ্যই সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য।

সেবাসচিব,
শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩৬শ বর্ষ | ৬ হৃষীকেশ, গর্ভোদশায়ী, ৪৯৮ গৌরাব্দ ৩২ শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৩৯১ ; ইং ১৭।৮।১৯৮৪ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সাম্বুজাক্ষং

শ্রীগোবর্দ্ধনাশ্রয়দশকম্

[শ্রীল রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

সপ্তাহং মুরজিৎ-করাম্বুজ-পরিভ্রাজৎ-কনিষ্ঠাঙ্গুলি-
প্রোদ্যদ্বল্ল-বরাটকোপরি-মিলন্মুগ্ধ-দ্বিরেফোঽপি যঃ।
পাথঃ-ক্ষেপক-শক্রনক্র-মুখতঃ ক্রোড়ে ব্রজং দ্রাগপাৎ
কস্তং গোকুল-বান্ধবং গিরিবরং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ॥ ১ ॥

যিনি সপ্তাহকালে শ্রীকৃষ্ণের করপল্মস্থিত কনিষ্ঠাঙ্গুলিরূপ-পল্মকোষে মুগ্ধভ্রমরের ন্যায় অবস্থিত হইয়া অতি বৃষ্টিকারী শক্ররূপ-নক্রমুখ হইতে ব্রজমণ্ডলকে রক্ষা করিয়াছেন, সেই গোকুলবান্ধব গিরিবর গোবর্দ্ধনকে কোন্ প্রাণী সেবা না করে ? ॥ ১ ॥

ইন্দ্রত্বে নিভৃতং গবাং সুরনদী-তোয়েন দীনাত্মনা
শক্রেণানুগতা চকার সুরভির্যেনাভিষেকং হরেঃ।

যৎ-কচ্ছেঽজনি তেন নন্দিতজনং গোবিন্দকুণ্ডং কৃতী
কস্তং-গো-নিকরেন্দ্র-পট্ট-শিখরং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ ॥ ২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক উদ্ধৃত গোবর্দ্ধন হইতে গোকুল রক্ষা হইল বলিয়া ইন্দ্র-কর্ত্তৃক আনীতা সুরভী, নিভৃতভাবে যে-স্থানে আগমনপূর্ব্বক গঙ্গাজলদ্বারা গোগণের ইন্দ্রত্বপদে অর্থাৎ গোপালন কর্ত্তৃত্বপদে শ্রীকৃষ্ণকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা কচ্ছপ্রদেশে অর্থাৎ সমীপে অদ্যাপি সর্ব্বজন-নয়নানন্দপ্রদ গোবিন্দকুণ্ড বিরাজ করিতেছে, সেই ব্রজেন্দ্র-নন্দনের বিশ্রাম-স্থান শ্রীগোবর্দ্ধনকে কোন্ পণ্ডিত আশ্রয় না করেন ? ॥ ২ ॥

স্বর্ধুন্যাদি-বরেণ্য-তীর্থগণতো হৃদ্যান্যজস্রং হরেঃ
সীরি-ব্রহ্ম-হরাপ্সরঃ-প্রিয়কৃত্ তৎ-শ্রীদামকুণ্ডাদ্যপি।
প্রেম-ক্ষেম-রুচি-প্রদানি পরিতো ভ্রাজন্তি যস্য ব্রতী
কস্তং মাদ্য-মুনীন্দ্র-বর্ণিতগুণং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ ॥ ৩ ॥

গঙ্গাদি তীর্থ অপেক্ষা হৃদয়ঙ্গম এবং ভক্তি, মঙ্গল ও কান্তি প্রদান করিয়া থাকেন এমন শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব, ব্রহ্মা, হর ও অপ্সরাদিগের প্রীতিজনক এবং শ্রীদামকুণ্ড প্রভৃতি বহুতর কুণ্ডসকল যাঁহারা চতুর্দ্দিকে শোভা পাইতেছে এবং মহামান্য মুনিবর শুকদেব-কর্ত্তৃক যাঁহার গুণ বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে, সেই গোবর্দ্ধন কোন্ ব্রতপরায়ণ-জনের আশ্রয়নীয় নহে ? ॥ ৩ ॥

জ্যোৎস্না-মোক্ষণ-মাল্যহার-সুমনোগৌরী-বলারিধ্বজা
গান্ধর্ব্বাদি-সরাংসি নির্ঝর-গিরিঃ শৃঙ্গার-সিংহাসনম্।
গোপালোঽপি হরিস্থলং হরিরপি স্ফূর্জ্জন্তি যঃ সর্ব্বতঃ
কস্তং গো-মৃগ-পক্ষি-বৃক্ষ-ললিতা গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ ॥ ৪ ॥

যাঁহারা চতুর্দ্দিকে জ্যোৎস্না, মোক্ষণ, মাল্য, হার, সুমনঃ, গৌরী, বলারিধ্বজ, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতির সরোবর-সকল ও নির্ঝর গিরি বিরাজ করিতেছে এবং স্বয়ং ভগবান্ গোপাল-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া যে-স্থানে বিহার করিতেছেন এবং যিনি শৃঙ্গার-রসের সিংহাসন-স্বরূপ, তথা যিনি গো, মৃগ, পক্ষী ও বৃক্ষাদিদ্বারা অতি মনোহর শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়স্থান হইয়াছেন, সেই গোবর্দ্ধনকে কোন্ ব্যক্তি আশ্রয় না করে ? ॥ ৪ ॥

গঙ্গা-কোট্যধিকং বকারি-পদজারিষ্টারি-কুণ্ডং বহন্
ভক্ত্যা যঃ শিরসা নতেন সততং প্রেয়ান শিবাদপ্যভূৎ।

রাধাকুণ্ডমণিং তথৈব মুরজিৎ পৌঢ়-প্রসাদং দধৎ
প্রেয়স্ত্ব্যতমোঽভবৎ ক ইহ তং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ ॥ ৫ ॥

যিনি নত-মস্তকে ভক্তিপূর্ব্বক কোটী গঙ্গা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণপাদ-পদ্ম-সম্ভূত অরিষ্টকুণ্ড অর্থাৎ শ্যামকুণ্ড এবং অমূল্য মণিস্বরূপ শ্রীরাধাকুণ্ডকে বহন করিয়া মহাদেব অপেক্ষাও অতিশয় মাননীয় হইতেছেন এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণের নিয়ত অনুগ্রহের ভাজন হইয়া ভক্তবৃন্দের অতিশয় স্তবনীয় হইয়াছেন, এই সংসারে কোন্ ব্যক্তি সেই গোবর্দ্ধনকে আশ্রয় না করে ? ॥৫॥

যস্যাং মাধব-নাবিকো রসবতীমাটায় রাধাং তরৌ
মধ্যে চঞ্চলকে নিপাত-বলনাত্রাসৈঃ স্তুতব্যাস্ততঃ।
স্বাভীষ্টং পণমাদধে বহতি সা যস্মিন্মনোজাহ্নবী
কস্তং তন্নবদম্পতী-প্রতিভুবং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ ॥ ৬ ॥

যে-স্থানে শ্রীকৃষ্ণ নাবিক হইয়া রসবতী শ্রীরাধিকাকে নৌকামধ্যে গ্রহণ-পূর্ব্বক তরঙ্গময় মধ্যজলে নৌকার কম্পনহেতু ভয়-বিহ্বলা শ্রীরাধিকা-কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া নিজাভীষ্ট পণ গ্রহণ করিয়াছেন, এবম্বিধ মানসগঙ্গা সর্ব্বদা যে-স্থানে প্রবাহিত হইতেছে এবং যিনি নব-দম্পতী অর্থাৎ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মধ্যস্থ-স্বরূপ, ঈদৃশ গোবর্দ্ধনকে কোন্ জন আশ্রয় না করে ? ॥৬॥

রাসে শ্রীশতবন্দ্য-সুন্দর-সখীবৃন্দাঞ্চিতা সৌরভ-
ভ্রাজৎ-কৃষ্ণরসাল-বাহু-বিলসৎ-কণ্ঠী মধৌ মাধবী।
রাধা নৃত্যতি যত্র চারু বলতে রাসস্থলী সা পরা
যস্মিন্ কঃ সুকৃতী তমুন্নতময়ে গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ ॥ ৭ ॥

যে-স্থলে রাসক্রীড়ায় শত শত লক্ষ্মীর বন্দনীয় অতি রমণীয় সখীগণে পরিবৃত ও শ্রীকৃষ্ণের রসময় সৌরভ-শোভিত বাহুতে সংসক্ত-কণ্ঠ হইয়া মাধব-প্রিয়া শ্রীরাধিকা মধুমাসে নৃত্য করিয়াছিলেন, এ নিমিত্তই যে-স্থানে অদ্যাপি দ্বিতীয় রাসস্থলী বিরাজ করিতেছে, অতএব হে ভক্তগণ ! এতাদৃশ অত্যুন্নত সেই গোবর্দ্ধনকে কোন্ পুণ্যবান্ ব্যক্তি আশ্রয় না করে ? ॥ ৭ ॥

যত্র স্বীয়গণস্য বিক্রমভৃতা বাচা মুহুঃ ফুল্লতোঃ
স্মের-ক্রূর-দৃগন্ত-বিভ্রম-শরৈঃ শশ্বন্মিথো বিজয়োঃ।
তদযূনোর্নবদান সৃষ্টিজকলির্ভঙ্গ্যা হসন্ জৃম্ভতে
কস্তং তৎ-পৃথুকেলিসূচন-শিলং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ ॥ ৮ ॥

যে-স্থানে স্বীয়গণের বিক্রমপূর্ণ বাক্যদ্বারা হৃষ্টচিত্ত এবং পুনঃ পুনঃ ঈষৎ হাস্য ও কুটিলতার অপাদ-চালনরূপ বানবর্ষণে পরস্পর বিদ্ধ যে শ্রীরাধাকৃষ্ণ তাঁহাদের নূতন দান সৃষ্টিজনিত বাক্‌কলহ পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, এবং যে-স্থানে এইরূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণের নব নব লীলাসূচক শিলাসকল পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, সেই গোবর্দ্ধনকে কোন্ জন আশ্রয় না করে ? ॥ ৮ ॥

শ্রীদামাদি-বয়স্য-সঞ্চয়বৃতঃ সঙ্কর্ষণেনোল্লসন্
যস্মিন্ গোচয়-চারু-চারণপরো রী-রীতি গায়ন্ধ্বনৌ।
রন্ধ্রে গূঢ়-গুহাসু চ প্রথয়তি স্মারক্রিয়াং রাধয়া
কস্তং সৌভগ-ভূবতাঞ্চিত-তনুং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ ॥ ৯ ॥

যেস্থলে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামাদি বয়স্যগণ ও বলদেব-সহিত মিলিত হইয়া গোচারণ করিতে করিতে রী রী ইত্যাকার মধুরস্বরে গান করিয়াছিলেন এবং যাঁহার নিভৃত গুহামধ্যে রন্ধ্রস্থল করিয়া শ্রীরাধিকার সহিত কন্দর্পকেলি করিয়াছিলেন, ঈদৃশ সৌভাগ্যশালী সেই গোবর্দ্ধনকে কোন্‌জন আশ্রয় না করে ? ॥৯॥

কালিন্দীং তপনোদ্ভবাং গিরিগণানত্যুন্নমচ্ছেখরান্
শ্রীবৃন্দাবিপিনং জনেপ্সিতধরং নন্দীশ্বরং চাশ্রয়ম্।
হিত্বা যং প্রতিপূজয়ন্ ব্রজকৃতে মানং মুকুন্দো দধৌ
কস্তং শৃঙ্গি কিরীটিনং গিরিনৃপং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ ॥ ১০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ রবিতনয়া কালিন্দীকে ও অত্যুন্নত গিরিগণকে এবং ব্রজবাসি-জনগণের আশ্রয়ীভূত ও ঈপ্সিতপ্রদ নন্দীশ্বরকেও ত্যাগ করিয়া, বৃন্দাবন রক্ষার্থ পর্ব্বতগণের শিরোভূষণ-স্বরূপ যাঁহাকে অর্চ্চনা করতঃ সম্মান প্রদান করিয়াছিলেন, সেই গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে কোন্ ব্যক্তি আশ্রয় না করে ? ॥১০॥

তস্মিন্ বাসদমস্য রম্যদশকং গোবর্দ্ধনস্যেহ যৎ
প্রাদুর্ভূতমিদং যদীয় কৃপয়া জীর্ণান্ধনক্রাদপি।
তস্যোত্তুঙ্গ-গণবৃন্দং-বন্দুরখলেজীবাতু-'রূপস্য' তৎ-
তোষায়াপি অলং ভবত্বিতি ফলং পক্কং ময়া মৃগ্যতে ॥ ১১ ॥

যাঁহার অনুগ্রহে জীর্ণান্ধ ব্যক্তির বদন হইতেই এই রমণীয় গোবর্দ্ধন-বাসপ্রদ গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের দশক প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, সেই আভ্যুদয়িক ও উন্নতোন্নতখনি আমার জীবাতুস্বরূপ শ্রীগুরুদেব শ্রীরূপগোস্বামীর সন্তোষ-বিধান এই দশক সমর্থ হউক,— ইহাই আমি প্রার্থনা করি ॥ ১১ ॥

শ্রীগুরু-স্বরূপে পুনঃ প্রশ্ন

শ্রীগুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে দশটি প্রশ্ন, যথা ঃ—

যিনি সাক্ষাৎ ভগবৎ-তত্ত্ব, তাঁহাকে ভগবানের প্রিয়' বলিয়া জানিতে হইবে কেন ?

১ম প্রশ্ন ঃ— সজ্জন-তোষণীতে (শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা ১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ১৪২ পৃষ্ঠায়) লিখা হইয়াছে,—"গুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রকাশ হইলেও তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম দাস।"

'সাক্ষাৎ ভগবৎ'-শব্দের অর্থ কি ? "সাক্ষাৎ ভগবৎ প্রকাশ হইলেও শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের প্রিয়তম দাস"—বলিবারই বা তাৎপর্য্য কি ? সাক্ষাৎ-ভগবৎ-প্রকাশ বলিলে কি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুকে বুঝাইবে না ?

২য় প্রশ্ন ঃ—যদিও সকল শাস্ত্রে গুরুদেবকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া আখ্যা করা হইয়াছে, তথাপি তাঁহাকে 'ভগবানের প্রিয়', 'কৃষ্ণের প্রকাশ-স্বরূপ' জানিতে হইবে কেন ? এরূপ জানিবার কারণ কি ? শাস্ত্রে একরূপ লিখা থাকিলে অন্যরূপ ভাবিব কেন ?

শ্রীগুরুদেবে কেবল সম্বিৎ-শক্তির আরোপ হইলে বাউল ও সহজিয়া-মত হইবে কেন ? পরব্রহ্ম কি স্বয়ং ভগবান্ নন ?

৩য় প্রশ্ন ঃ—বৈষ্ণব-মাত্রেই বুঝিতে পারেন—গুরুদেব সন্ধিনী, হ্লাদিনী ও সম্বিৎ-শক্তিমূলে নিত্য বিরাজমান। তাঁহাতে কেবল সম্বিৎ-শক্তির আরোপ করিলে বাউল বা সহজিয়া-মত হইয়া যায়।"

সজ্জন-তোষণীর (শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার) এ-কথার অর্থও কিছু বুঝা গেল না।

৪র্থ প্রশ্ন ঃ—শ্রীগ্রন্থে (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত) ১০ম পরিচ্ছেদে—

প্রভু কহে—'ঈশ্বর হয় পরম স্বতন্ত্র।
ঈশ্বরের কৃপা নহে বেদ পরতন্ত্র ॥'

মায়াপুরের শ্রীগ্রন্থ-টীকাতেও এই পয়ারের ব্যাখ্যাতে গুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে।

মহাপ্রভু নিজ গুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া স্বীকার করিলে অন্যের পক্ষে অন্যরূপ হইবে কেন ?

৫ম প্রশ্ন ঃ—গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুদেব **পরংব্রহ্ম** তস্মাৎ সংপূজয়েৎ সদা ॥

'পরং ব্রহ্ম' বলিলে কি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বুঝাইবে না ?

শ্রীগুরুদেবকে সাক্ষাৎ হরি বা জনার্দ্দন বলা হয় কেন ?

৬ষ্ঠ প্রশ্ন ঃ—"যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাৎ যো গুরু স হরিঃ স্মৃতঃ।" এখানে গুরুকে হরি বলা হইল কেন ?

৭ম প্রশ্ন ঃ—"অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা গুরুরেব জনার্দ্দনঃ।" এখানে গুরুদেবকে জনার্দ্দন বলিবার তাৎপর্য্য কি ?

দীক্ষাগুরু শিক্ষাগুরু কি ভগবান্ নহেন ?

৮ম প্রশ্ন ঃ— "ঈশ্বর-স্বরূপ-তত্ত্ব মাত্র গুরু জানি।
বৈকুণ্ঠের পতি মন্ত্রদাতা শিরোমণি ॥
"শিক্ষাগুরুকে ত জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ—এই দুই রূপ ॥
জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্তরূপে।
শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহান্ত-স্বরূপে ॥"

উপরি উক্ত পয়ারে দীক্ষাগুরুকে বৈকুণ্ঠের অধিপতি নারায়ণ এবং শিক্ষা-গুরুকে গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণ বলা হইল। এই দুইটী প্রমাণ দ্বারাও কি গুরুদেবের ভগবত্তা প্রমাণিত হইল না ?

শ্রীগুরুদেবের ভগবত্তা সম্বন্ধে প্রমাণ দেখা যায় কেন ?

৯ম প্রশ্ন ঃ—"যস্য সাক্ষাৎ ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।" এস্থলেও জ্ঞান-দীপপ্রদ গুরুকে সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ বলা হইয়াছে।

১০ম প্রশ্ন ঃ— চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরির্গুরুর্মে
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপুচ্ছ-মৌলি।

এ-শ্লোকে শিক্ষা-গুরুকে শিখিপুচ্ছধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলা হইয়াছে।

সদুত্তর ঃ—

স্বয়ং-রূপ ও স্বয়ং-প্রকাশ এক নহে

১ম প্রশ্নের উত্তর ঃ—স্বয়ংরূপ ও প্রকাশ এক নহে। ভগবান্ স্বয়ং-রূপ। গুরুদেব ভগবৎ-প্রকাশ। ভগবৎ-প্রকাশ বলিলে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবকে বুঝায় না।

অচিন্ত্য ভেদাভেদ-তত্ত্ব যাঁহারা বুঝিতে প্রয়াস পান না, তাঁহারা বিশুদ্ধ তত্ত্ব কখনই স্বীকার করিতে পারিবেন না।

গুরুদেবকে স্বয়ং ভগবান্ বলিলে মায়াবাদ বা বৌদ্ধবাদ হয় ; শ্রীগুরুদেব প্রকাশ-তত্ত্ব

২য় প্রশ্নের উত্তর ঃ—ভগবানের আকার নাই, গুণ নাই, লীলা নাই, নাম নাই ; মুক্তজীবের চিন্ময় আকার, গুণ ও ক্রিয়ার পরলোকে অস্তিত্ব নাই—এরূপ যাহারা বিশ্বাস করে, তাহারা নাস্তিক বা নির্ব্বিশেষবাদী। তাহারা বলে -মায়ার মিথ্যা শক্তিতে পৃথিবীতে নাম-রূপ-গুণ-লীলার ভেদ হইয়াছে ; বস্তুতঃ পরমার্থ জগতে ঐরূপ ভেদ নাই। সেখানে কেবল নিরীশ্বর বৌদ্ধবাদ অথবা শঙ্করপ্রবর্ত্তিত একমাত্র কেবলাদ্বৈত বা মায়াবাদ আছে। এই নির্ব্বিশেষবাদই লোক-প্রতারণার জন্য গণেশ, সূর্য্য, শক্তি, শিব ও বিষ্ণু-দেবতা মিথ্যা কল্পনা করিয়া সাধনের শেষে সিদ্ধ অবস্থায় চিন্ময় বিশেষ-রহিত জড়ীয় নাস্তিকতা প্রচার করে। তজ্জন্য শ্রীশ্রীমহাপ্রভু নির্ব্বিশেষবাদী মায়া-বাদীকে কৃষ্ণের চরণে অপরাধী বলিয়া জানাইয়াছেন। উপরিউক্ত মায়াবাদীর বুদ্ধি অনুসারে শ্রীগুরুদেবকে কৃষ্ণ জানিলে বাস্তবিকই পাষণ্ডতা হয়। তজ্জন্য (গুরুকে) কৃষ্ণ-প্রকাশ জানিতে হইবে। বৈষ্ণবগণ পাষণ্ড মায়াবাদী নহেন, সুতরাং গুরুকে কৃষ্ণ না জানিয়া কৃষ্ণ-প্রকাশ বলিয়া জানেন। বৈষ্ণবগণ নাস্তিক নহেন, তাঁহারা গোলোকের নিত্যত্ব, কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলার নিত্যত্ব, গুরু-পাদপদ্মের নিত্য-সত্যত্ব এবং নিজের পৃথক্ সত্তা বৈকুণ্ঠে নিত্য অবস্থিত—এ কথা বিশেষরূপে ধারণা করিতে পারেন ; বৈষ্ণবগণ মায়াবাদীর মত নাস্তিক-মতের পশ্চাৎগামী হইয়া **গুরুদেবকে কৃষ্ণভক্ত না জানিয়া স্বয়ং কৃষ্ণ জানেন না**।

গুরুদেব মায়িক-বস্তু বা বদ্ধজীব নহেন, তিনি কৃষ্ণ হইতে পৃথক্

শাস্ত্রে গুরুদেবকে মায়ার দাস, মর্ত্ত্য প্রভৃতি বলিয়া উক্ত হয় নাই। শিষ্যগণ গুরুদেবকে মায়িক-বস্তু মনে না করেন, নিত্য ভগবৎ-সম্বন্ধীয় অমিশ্রিত বা সাক্ষাৎ ভগবৎবস্তু জানেন, ইহাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। পাষণ্ড মায়াবাদীর বুলিতে ভগবান্, গুরু ও সেবক—তিনের পৃথক্ নিত্য সত্তা না থাকায় গুরু-বিষয়ে তাহা ভক্তের সহিত মূঢ়তাপ্রযুক্ত বিতর্ক করিয়া থাকে। মুকুন্দ "জাঠিয়া বেটা" মায়াবাদী থাকাকালে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণ লাভ করিতে পারেন নাই। পরে শাস্ত্রের কদর্থ মায়াবাদ ছাড়িয়া আস্তিক বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ হইতে গুরুর পৃথক্ সত্তা স্বীকার না করিলে শাস্ত্রে কথিত ভক্তিমার্গ ছাড়িয়া দিতে হয়।

যে-সকল মূঢ় লোক অন্তরে মায়াবাদী পাষণ্ড, বাহিরে ভগবৎ-ভক্ত-ভাণ করিয়া বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিতে ব্যস্ত, তাদৃশ কপট ব্যক্তিগণের মতে নাস্তিক মায়াবাদীর মতই শ্রেষ্ঠ।

বাউল-মতে পুরুষমাত্রই কৃষ্ণ ও স্ত্রীলোক মাত্রই শক্তি; ইহা অত্যন্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ

৩য় প্রশ্নের উত্তর ঃ—বাউল বা সহজিয়াগণ বলেন—প্রত্যেক পুরুষ কৃষ্ণ বা সংবিৎ-শক্তিমূলে অবস্থিত। প্রত্যেক স্ত্রীলোক কৃষ্ণ-শক্তি। সুতরাং পুরুষ-প্রকৃতির জড়-ভোগ—রাধা-কৃষ্ণলীলা। মূর্খ-গুরুপদাসীন মায়াবাদী ও বাউলগণ আপনাদিগকে কৃষ্ণের সহিত অভিন্ন জানিয়া মূঢ় শিষ্যদিগকে গুরুদেবে কেবল কৃষ্ণত্ব আরোপ করিয়া স্ব-স্ব মূঢ়তা প্রকাশ করে। বাস্তবিক শাস্ত্রে তাদৃশ ব্যভিচারের প্রশ্রয় দেওয়া হয় নাই।

শ্রীগুরুদেব ঈশ্বর এবং শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর

৪র্থ প্রশ্নের উত্তর ঃ—আমাদের প্রকাশিত শ্রীচরিতামৃত-ভাষ্যে (প্রথম সংস্করণে) লিখিত আছে—"আমার গুরুদেব ঈশ্বর অর্থাৎ জগতের প্রভু। সুতরাং তিনি সাধারণ জীবের নিয়ামক স্মৃতির অধীন নহেন। ঈশ্বর অর্থাৎ সমর্থবান, গুরুদেবের কৃপা বৈদিক শাসনাধীন নহে।" (পৃ১০৩৭ *) বিরুদ্ধবাদীগণ মায়াবাদীর সঙ্গে একমত হইয়া মহাপ্রভু-দ্বারা গুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণ বলাইয়াছেন; কিন্তু শ্রীশ্রীচরিতামৃতের স্বরূপ ব্যাখ্যা হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর; গুরুদেব ঈশ্বর।

ব্রহ্মা-শিবাদি গুণাবতার - স্বয়ং ভগবান্ নহেন

৫ম প্রশ্নের উত্তর :—'গুরুর্ব্রহ্মা' শ্লোকটী নির্ব্বিশেষপর ব্যাখ্যা করিলে ভক্তিমার্গ ছুটিয়া যায়। তখন ব্রহ্মা পরব্রহ্ম, শিব পরব্রহ্ম, গুরু পরব্রহ্ম, বিষ্ণু পরব্রহ্ম, সুতরাং পরংব্রহ্মের বাজার বসিয়া যায়। পরংব্রহ্মত্ব কৃষ্ণেরই একটি শক্তির পরিচয় মাত্র। তিনি অনন্ত শক্তিমান্; তাঁহাকে গুরু, ব্রহ্মা, শিবাদির সহিত সকল বিষয়ে অভিন্ন জ্ঞান করিলে শাস্ত্র ধ্বংস করা হয়। ভক্তিমার্গ অস্বীকার করা হয় এবং হলাহল মায়াবাদ স্বীকার করা হয়। ব্রহ্মা, শিবাদি গুণাবতার কৃষ্ণের অবতার হইলেও তাঁহারা ষষ্টি-গুণান্বিত নারায়ণ নহেন, চতুঃষষ্টি-গুণান্বিত কৃষ্ণ নহেন; কিন্তু পঞ্চপঞ্চাশৎ-গুণান্বিত ঈশ্বর। অর্থাৎ

---

* প্রথম বা পুরাতন সংস্করণের ১০৩৭ পৃষ্ঠা। বর্ত্তমান শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বিরাট্ সংস্করণের মধ্যলীলা, ৯০ম পরিচ্ছেদ, ১৩৭ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

পঞ্চাশৎ-গুণান্বিত বদ্ধজীবের ঈশ্বর। অনেকস্থলেই কর্ম্মফলেই জীব শিব, ব্রহ্মাদি ঈশ্বরতা লাভ করেন।

হরি, গুরু ও মন্ত্র অপ্রাকৃত বস্তু-বিধায় এক হইলেও পৃথক্

৬ষ্ঠ প্রশ্নের উত্তর ঃ—মন্ত্র, গুরু ও হরি কখনই প্রাকৃত গুণান্তর্গত বস্তু নহে। এই তিন বস্তুই সাক্ষাৎ অপ্রাকৃত হরি অর্থাৎ মায়াধীন নহেন। ত্রিগুণাতীত বস্তু। চিদ্‌রাজ্যে তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন উপযোগিতা ও বিশেষত্ব আছে। মায়াবাদী তাহা জানেন না। মায়াবাদী বলেন,—গোলোকে নিত্য বিচিত্রতা নাই। বিচিত্রতা বা বিশেষত্ব কেবল মায়ার আছে। বৈষ্ণবদাসগণ মায়াবাদীর অলীক কথায় কোন আস্থা স্থাপন করেন না।

শ্রীগুরুদেবের প্রতি অপ্রাকৃতবুদ্ধি নাশ করিবার জন্যই তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলা হয়

৭ম প্রশ্নের উত্তর ঃ- গুরুদেবকে প্রাকৃত-বুদ্ধিতে মর্ত্ত্যজ্ঞান করিবার প্রতিপক্ষে তাঁহার ভগবৎ-সাম্য অনেকস্থলে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। অসুরগণ মায়াবাদীর বুদ্ধিতে মোহিত হইয়া ত্রিগুণাতীত ভগবদভিন্ন গুরু-তত্ত্বকে হয় কৃষ্ণের সহিত এক করিয়া ফেলে অথবা জড়-বুদ্ধিতে মর্ত্ত্য-জ্ঞান করে।

৮ম প্রশ্নের উত্তর ঃ—ঈশ্বর স্বরূপ তত্ত্ব মাত্র গুরু জানি।
বৈকুণ্ঠের পতি মন্ত্রদাতা শিরোমণি॥

এরূপ অদ্ভুত কবিতা কোথা হইতে পাওয়া গেল? উহা প্রামাণিক নহে ও শাস্ত্র-বিরুদ্ধ।

গুরু নিত্য, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ ও গুরুতে ভেদও নিত্য

৯ম প্রশ্নের উত্তর ঃ—"শিক্ষাগুরুকে ত জানি কৃষ্ণের স্বরূপ" প্রভৃতি শ্লোকের অর্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ভাষ্য পাঠে জানিবেন। কোন ভক্তই কোন-দিন গুরুকে কৃষ্ণে নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করাইয়া দেন না। গুরু দ্রোহী ব্যক্তি-গণের এরূপ গুরু-সংহার-প্রবৃত্তি নিতান্ত ঘৃণিত ও অপরাধজনক। যদি কৃষ্ণ ও গুরুতে কোন অপ্রাকৃত ভেদ না থাকে, তাহা হইলে গুরুর পদটী লুপ্ত হইয়া যায় মাত্র।

১০ম প্রশ্নের উত্তর ঃ—কৃষ্ণকর্ণামৃতের প্রথম শ্লোকে অন্তর্যামী চৈত্ত্যগুরুর কথা উল্লিখিত হইয়াছে। উহা ভক্তশ্রেষ্ঠ মহান্ত-গুরুর সম্বন্ধে নহে।

জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

প্রয়োজন-বিচার

বদ্ধজীবের অবস্থাটী শোচনীয়, কেন-না জীব স্বয়ং বিশুদ্ধ চিত্তত্ত্ব হইয়াও জড়ের সেবক হইয়া পরিয়াছেন। আপনাকে জড়বৎ জ্ঞান করিয়া জড়ের অভাবসকল দ্বারা প্রপীড়িত হইতেছেন। কখন আহার-অভাবে ক্রন্দন করেন, কখনও জ্বর রোগে আক্রান্ত হইয়া হা-হুতাশ করিতে থাকেন, কখন বা কামিনীগণের কটাক্ষ আশা করিয়া কত কত নীচ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। কখন বলেন,—আমি মরিলাম, কখন বলেন—আমি ঔষধ সেবন করিয়া বাঁচিলাম, কখন বা সন্তান বিনাশ হইয়াছে বলিয়া দুরন্ত চিন্তাসাগরে নিপতিত হন। কখন অট্টালিকা নির্ম্মাণ করত তাহাতে বসিয়া মনে করেন,—আমি রাজ-রাজেশ্বর হইয়াছি, কখন কতকগুলি সরসত্তার হিংসা করিয়া মনে করেন,—আমি এক মহাবীর হইয়াছি, কখন বা তারযন্ত্রে সমাচার পাঠাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছেন। কখন বা একখানি চিকিৎসা-পুস্তক লিখিয়া আপনার উপাধি বৃদ্ধি করেন, কখন বা রেলগাড়ী রচনা করিয়া আপনাকে এক প্রকাণ্ড পণ্ডিত বলিয়া স্থির করেন, কখন বা নক্ষত্রদিগের গতি নিরূপণ করত জ্যোতির্ব্বেত্তা বলিয়া আপনাকে প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বেষ, হিংসা, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি প্রবৃত্তি চালনা করিয়া চিত্তকে কলুষিত করিতে থাকেন। কখন কখন কিছু অন্ন, ঔষধি বা পদার্থ বিদ্যা শিক্ষাদান করত অনেক পুণ্য সঞ্চয় করিলাম বলিয়া বিশ্বাস করেন। আহা! এইসব কার্য্য কি শুদ্ধ চিত্তত্ত্বের উপযুক্ত? যিনি বৈকুণ্ঠে অবস্থান করত বিশুদ্ধ প্রেমানন্দ আস্বাদন করিবেন, তাঁহার এইসকল ক্ষুদ্রপ্রবৃত্তি অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর। কোথায় হরিপ্রেমামৃত, কোথায় বা কামিনী-সম্ভোগ-জনিত তুচ্ছ সুখ, কোথায় বা চিত্তপ্রসাদক সাধুসঙ্গ কোথায় বা চিত্তবিকারকারিণী রণসজ্জা!

আহা! আমরা বাস্তবিক কি, এখনই বা কি হইয়াছি; এই সমস্ত আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, আমরা আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আদিভৌতিকরূপ ক্লেশত্রয়ে জড়ীভূত হইয়া নিতান্ত অপদস্থ হইয়াছি। কেনই বা আমাদের এরূপ দুর্গতি ঘটিয়াছে? আমরা সেই পরমানন্দময় পরমেশ্বরের নিকট নিতান্ত অপরাধী হইয়াছি। তাহাতে আমাদের এরূপ অসদ্গতি হইয়াছে, সন্দেহ নাই। আত্মার স্বধর্ম্ম-গ্লানিই আমাদের অপরাধ।

পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে যে, জীব চিদানন্দস্বরূপ। চিৎ ইহার গঠন-সামগ্রী এবং আনন্দ ইহার ধর্ম্ম। সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমব্রহ্মের সহিত জীবের

যে নিত্য সম্বন্ধ-সূত্র, তাহার নাম প্রীতি। জীবানন্দ ও ভগবদানন্দের সংযোজকরূপ ঐ প্রীতি-সূত্রটী নিত্য বর্ত্তমান আছে। সেই প্রীতি-ধর্ম্মটী চিদ্গণের পরস্পর আকর্ষণাত্মক। তাহা অতি রমণীয়, সূক্ষ্ম ও পবিত্র।

জীব যখন ভ্রম-জালে পতিত হইয়া পরমেশ্বরের সেবা-সুখ হইতে পরাঙ্মুখ হন, তখন মায়িক জগতে ভোগের অন্বেষণ করেন। ভগবদ্দাসী মায়াও তাঁহাকে অপরাধী জানিয়া নিজ কারাগৃহে গ্রহণ করেন। সেই অপরাধক্রমে জড় জগতে ক্লেশ ভোগ করিতেছি। আমাদের ভগবৎপ্রীতিরূপ স্বধর্ম্ম এখন কুণ্ঠিত হইয়া বিষয়-রাগরূপে আমাদের অমঙ্গল সমৃদ্ধি করিতেছে।

এস্থলে আমাদের স্বধর্ম্মালোচনাই একমাত্র প্রয়োজন। যে-পর্য্যন্ত আমরা বদ্ধাবস্থায় আছি, সে-পর্য্যন্ত আমাদের স্বধর্ম্মালোচনা বিশুদ্ধ হইতে পারে না। আমাদের স্বধর্ম্ম-বৃত্তি লুপ্ত হয় নাই, সুপ্ত হইতেও পারে না; কেবল লুপ্তভাবে গুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। অনুশীলন করিলেই তাহার সুপ্তি ভাবটী দূর হইবে এবং পুনরায় জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিবে। তখন মুক্তি ও বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি কাজে কাজেই ঘটিবে।

মুক্তি যখন সাধ্য নয়, তখন তাহা আমাদের প্রয়োজন নয়। প্রীতি আমাদের সাধ্য, অতএব প্রীতিই আমাদের প্রয়োজন। জ্ঞানমার্গাশ্রিত পুরুষেরা সংসার-যন্ত্রণায় ব্যস্ত হইয়া মুক্তির অনুসন্ধান করেন। ফলতঃ অসাধ্য বিষয়ের সাধন বিফল হইয়া উঠে এবং সাধকেরও মঙ্গল হয় না। প্রীতি-সাধকদিগের সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ ও মুক্তিলাভ অনায়াসেই ঘটিয়া থাকে।

সংকৃত দত্তকৌস্তুভ গ্রন্থে প্রীতির লক্ষণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—

আকর্ষসন্নিধৌ লৌহঃ প্রবৃত্তো দৃশ্যতে যথা।
অণোর্মহতি চৈতন্যে প্রবৃত্তিঃ প্রীতিলক্ষণম্॥

অয়স্কান্ত প্রস্তরের প্রতি লৌহ যেরূপ স্বভাবতঃ প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ আকর্ষিত হয়, তদ্রূপ অচৈতন্য জীবের বৃহচ্চৈতন্য পরমেশ্বরের প্রতি একটি স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি আছে, তাহার নাম প্রীতি। আত্মা ও পরমাত্মা যেরূপ মায়িক উপাধিশূন্য, তদ্রূপ তন্মধ্যবর্ত্তী প্রীতিও অতি নির্ম্মল ও নির্ম্মায়িক। সেই বিশুদ্ধ প্রীতির উদ্দীপনাই আমাদের প্রয়োজন।

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

———

শ্রীরথযাত্রা-দর্শন

রথেচ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।
ইহা শুনি অনেকে যান রথযাত্রা দেখিতে॥
কিরূপ দর্শনে হয় সংসার মোচন।
বিচার করিয়া দেখ সাধু ভক্তগণ॥
ভক্তি বিনা তত্ত্বদর্শন কভু নাহি হয়।
বেদে ভাগবতাদিতে পুনঃ পুনঃ কয়॥
সাধারণ দর্শনে হয় সুকৃতি অর্জ্জন।
তাত্ত্বিক দর্শনে হয় সংসার মোচন॥
তাত্ত্বিক দর্শন অর্থে 'স্বরূপ দর্শন'।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ তত্ত্ব-বস্তু হন॥
জগন্নাথ বিষ্ণু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
পুরীতে বিজয়মূর্ত্তি করেন প্রমাণ॥

"ঈশ্বরতত্ত্বে ভেদ মানিলে অপরাধ হয়।
শ্রীমহাপ্রভু বেঙ্কটভট্টে এ সিদ্ধান্ত কয়॥"

(চৈঃ চঃ মঃ নঃ পঃ ১৫৫)

বামন গৌর জগন্নাথ ভিন্ন তত্ত্ব নন।
'যাযাবর' সদা যাচে তাত্ত্বিক দর্শন॥

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদঃ সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ
দিবীব চক্ষুরাততম্।
তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ।
সমিংধতে বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্॥

(ঋগ্বেদ ১।২২।২০)

অনুবাদ—আকাশে অবাধে সূর্য্যালোক লাভে চক্ষুঃ যেমন সর্ব্বত্র দৃষ্টি-পাত করিতে সমর্থ হয়, জ্ঞানিভক্তগণ তেমন পরমেশ বিষ্ণুর পরমপদ সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করেন। ভ্রম-প্রমাদাদিদোষবর্জ্জিত ভগবন্নিষ্ঠ সাধুগণ শ্রীবিষ্ণুর যে দর্শন করেন, তাহা সর্ব্বত্র প্রকাশ করেন।

"ভক্তি রেবৈনং নয়তি ভক্তি রেবৈনং দর্শয়তি
ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেবভূয়সী।"

(মাধ্বশ্রুতি—২।৩।৫৩)

অনুবাদ—ভক্তিই জীবকে ভগবানের নিকট লইয়া যান, ভক্তিই জীবকে ভগবদ্দর্শন করান। সেই পরমপুরুষ ভগবান্ একমাত্র ভক্তির বশ, ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা।

বদন্তিতত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দতে॥

(ভাঃ ১।২।১১)

অনুবাদ—তত্ত্ববিদগণ অদ্বয়জ্ঞানকে তত্ত্ব বলেন। সেই অদ্বয়জ্ঞানের প্রথম প্রতীতি ব্রহ্ম, দ্বিতীয় প্রতীতি পরমাত্মা ও তৃতীয় প্রতীতি ভগবান্।

শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃনন্ত্যভীক্ষ্ণশঃ
স্মরন্তি নন্দন্তি তবেহিতং জনাঃ।
ত এব পশ্যন্ত্যচিরেন তাবকং
ভবপ্রবাহোপরমং পদাম্বুজম্॥

(ভাঃ ১।৮।৩৬)

অনুবাদ—যে-সকল ব্যক্তি তোমার চরিতকথা বারম্বার শ্রবণ, কীর্ত্তন, উচ্চারণ কিম্বা অন্যে কীর্ত্তন করিলে আদর করেন তাঁহারাই জন্মপরম্পরা-নিবর্ত্তক তোমার চরণারবিন্দ অবিলম্বে দর্শন করেন।

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্॥
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥

(ভাঃ ১১।১৪।২১)

অনুবাদ—শ্রদ্ধাজনিত অনন্য ভক্তিপ্রভাবেই পরমাত্মা ও প্রিয়স্বরূপ আমি সাধুগণের লভ্য হইয়া থাকি। একাগ্রস্বভাব-সম্পন্না ভক্তি চণ্ডালগণকেও পবিত্র করিয়া থাকে।

যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ, মৎপুণ্যগাথাশ্রবনাভিধানৈঃ।
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং, চক্ষুর্যথৈবাঞ্জনসম্প্রযুক্তম্॥

(ভাঃ ১১।১৪।২৬)

অনুবাদ—মানবচিত্ত মদীয় পুণ্য চরিত শ্রবণ কীর্ত্তন-দ্বারা যে-পরিমাণ বিশুদ্ধি ভক্তি করে, অঞ্জন প্রয়োগযুক্ত চক্ষুর ন্যায় ততই সূক্ষ্মবস্তু অর্থাৎ অধোক্ষজ-তত্ত্ব দর্শন করিতে সমর্থ হয়।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি ॥

(ভাঃ ১১।২০।৩০)

অনুবাদ—সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মরূপী আমার সাক্ষাৎকার হইলে জীবের অহঙ্কার বিনষ্ট, সর্ব্ব সংশয় ছিন্ন এবং কর্ম্মরাশি ক্ষীণ হইয়া থাকে।

ভক্ত্যাত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥

(গীতা—১১।৫৪)

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন! এতাদৃশ রূপবিশিষ্ট আমি কিন্তু অন্য প্রকারে দুর্ল্লভ দর্শন হইলেও ঐকান্তিকী ভক্তিদ্বারা শুদ্ধ ভক্তগণ আমাকে যথার্থরূপে জানিতে ও দেখিতে এবং আমার লীলায় প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥

(গীতা—১৮।৫৫)

অনুবাদ—সেই পরাভক্তি-প্রভাবে আমার ঐশ্বর্য্যময় ও মাধুর্য্যময় স্বরূপদ্বয় সম্যক্ জানিতে পারেন এবং তৎপর স্বরূপগত সম্বন্ধজ্ঞান উপলব্ধি করিয়া আমার অভিন্ন স্বরূপ অন্তরঙ্গ পরিকরগণের মধ্যে প্রবেশ লাভ করেন।

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

(ব্রহ্মসংহিতা—৫।৩৮)

অনুবাদ—প্রেমাঞ্জনদ্বারা রঞ্জিত ভক্তি-চক্ষুবিশিষ্ট সাধুগণ যে অচিন্ত্য-গুণবিশিষ্ট শ্যামসুন্দর কৃষ্ণকে হৃদয়ে অবলোকন করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

সঙ্কলক—শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্যবর **শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর হারাজ**

গীতাস্ত্র বাণী

গীতা শব্দের তাৎপর্য্য—'গৈ'-ধাতুর উত্তর 'ক্ত'-প্রত্যয়-যোগে (স্ত্রীলিঙ্গে আপ্) গীতা-শব্দ নিষ্পন্ন। গীতা অর্থে গান, কীর্ত্তন। জপ-ধ্যান হইতে গীতা বা কীর্ত্তনের বৈশিষ্ট্য এই যে, বহু লোকের তাহা শুনিবার সুযোগ হয়, তদ্দ্বারা বহুলোকের উপকার হয়। কিন্তু জপ-ধ্যানের দ্বারা কেবল নিজের উপকার হয় মাত্র, যদি ধ্যাতা ভাবের ঘরে চুরি না করেন অর্থাৎ 'বকোধার্ম্মিক' না হন। ধ্যানে কেবল স্বার্থপরতা বিদ্যমান কিন্তু কীর্ত্তন স্বার্থপরতার সহিত পরার্থপরতা ও নিঃস্বার্থপরতার অপূর্ব্ব সম্মেলন রহিয়াছে। বক্তা—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি—গুরু বা আচার্য্য গান করেন, আর শ্রদ্ধালু শুশ্রূষু বিনীত শ্রোতা—শিষ্যবৃন্দ তাহা শ্রবণ করেন। এই গানের নামই শ্রুতি, অর্থাৎ গুরুবাক্য কীর্ত্তিত হইয়া শিষ্য-কর্ত্তৃক শ্রুত হয়। এজন্যই **গীতাকে উপনিষৎ বলে**। গুরুমুখে কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া শিষ্য তদ্‌বিষয়ে মনোযোগী হইলে সেই শ্রবণ-প্রভাবে কৃষ্ণ-পাদপদ্মে যুক্ত হয়। কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য উপায়ে কৃষ্ণের সহিত জীবের যোগের উপায় নাই। তজ্জন্য শ্রীমদ্ভাগবতে—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্য-সংবিদো ভবন্তি হৃৎ-কর্ণ-রসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ (ভাঃ ৩।২৫।২৫।

—এই শ্লোকের অবতারণা। ভগবান্ কপিলদেব বলিয়াছেন যে, সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে অর্থাৎ দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিয়া কৈতব—আত্মবঞ্চনার চেষ্টা ত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধার সহিত ভগবানের বীর্য্য-বিষয়িনী কথা শ্রুত হইলে হৃৎ-কর্ণ-রসায়ন হয় অর্থাৎ অন্য বিষয় স্তব্ধ করিয়া দিয়া ভগবৎ কথাই শুশ্রূষু জীবের হৃদয় অধিকার করিয়া ফেলে। তাহা ক্রমশঃ ভগবচ্চরণে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তির উদয় করে।

গীতার মাহাত্ম্যটী যদিও শ্রীভগবানের নিজ শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী নহে তথাপি আমরা কোন কার্য্য করিতে গেলে তাহাতে কি-ফল লাভ হইবে, তাহার খতিয়ান প্রথমেই করিয়া লই অর্থাৎ সে-কার্য্যে সময় বৃথা না যায়। তজ্জন্য গীতার সহিত তন্ত্রোক্ত মাহাত্ম্যটী সংযুক্ত আছে। তাৎপর্য্য এই যে, এক অধ্যায়, দুই অধ্যায়, এমনকি এক-আধটী শ্লোক পড়িলেও কিছু না কিছু ফল পাইবেই। অন্ততঃ ফলাকাঙ্ক্ষার বশীভূত হইয়া গীতাপাঠ করিতে করিতে ভাগ্যবানের মঙ্গল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। গীতা পাঠ করিলে সময় বৃথা নষ্ট হইবে না। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

আয়ূর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্ত্তে যৎ ক্ষণো নীত উত্তমঃশ্লোকবার্ত্তয়া॥ (ভাঃ ২।৩।১৭)

সূর্য্যদেব প্রত্যহ উদিত ও অস্তগত হইয়া মানবগণের (হরিকথাহীন বৃথা) আয়ুঃ হরণ করেন। কেবল উত্তমশ্লোক শ্রীহরির কথায় যে-কাল ব্যয়িত হয়, তাহা সূর্য্যদেব হরণ করেন না।

গীতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বের অন্তর্গত, এবং ঐ পর্ব্বের পঞ্চবিংশতি অধ্যায় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মহাভারতকে পঞ্চম বেদ বলে। মহাভারতের প্রসিদ্ধ টীকাকার নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন,—

ভারতে সর্ব্ববেদার্থো ভারতার্থশ্চ কৃৎস্নশঃ।
গীতায়ামস্তি তেনেয়ং সর্ব্বশাস্ত্রময়ী মতা॥
(মহাভারত ভীষ্মপর্ব্ব ২৫ অঃ ১ম শ্লোক-টীকা)

মহাভারতে সর্ব্ববেদার্থ এবং গীতায় মহাভারতের তাৎপর্য্য বিদ্যমান। এজন্যই গীতাকে সর্ব্বশাস্ত্রময়ী বলে। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যও গীতাভাষ্যের প্রথম অধ্যায়ের শেষভাগে বলিয়াছেন – 'সর্ব্বভারতার্থ-সংগ্রহাং বাসুদেবার্জ্জুন-সংবাদ-রূপাং ভারত-পরিজাত-মধুভূতাং গীতামুপনিবন্ধ,' অর্থাৎ গীতা সমগ্র মহাভারতের অর্থ-সংগ্রহ ও মহাভারত-পারিজাতের মধুস্বরূপ।

এক শ্রেণীর লোকের ধারণা—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্ররোচিত করিবার জন্যই গীতা উপদেশ করিয়াছেন ; অতএব গীতার উদ্দেশ্য—যুদ্ধে প্রেরণা দান। এইরূপ স্থূল ধারণায় গীতাকে রাজনৈতিক গ্রন্থ বলিয়া মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু "ধান ভান্‌তে শিবের গীত" কেন ? যদি অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করানই উদ্দেশ্য হয়, তবে তাহা ত' শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলিয়াই দিতেছেন—

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ॥ (গীঃ ১৮।৬০)

"হে কৌন্তেয় ! তুমি মোহবশতঃ যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, স্বভাব-জাত স্বীয় কর্ম্মের দ্বারা চালিত হইয়া অবশভাবেও তাহা করিবেই।" এজন্য রাশি রাশি পারমার্থিক চর্চ্চার কোন প্রয়োজন ছিল না। বিশেষতঃ হৃষীকেশ ইচ্ছা করিলেই অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রেরণা দিয়া যুদ্ধ করাইতে সমর্থ। তবে অর্জ্জুনের প্রতি গুহ্য, গুহ্যতর, গুহ্যতম প্রভৃতি উপদেশ-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ নিজ উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন কেন ? সুপ্রসিদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে গীতার প্রতিপাদ্য বিষয়-বর্ণনে লিখিয়াছেন,—

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বম্ (গীঃ ২।১১) ইত্যাদি গ্রন্থো ন যুদ্ধাভিধায়ক। যতঃ কত্তুমিত্যাদি। ততঃ পরমার্থাভিধায়ক এবায়ং তত্রাপি গুহ্যতরং সর্ব্বং-গুহ্যতমং চ শৃণু ইত্যাহ। ঈশ্বর ইত্যাদি। য একং সর্ব্বান্তর্যামী ঈশ্বরঃ স এব সর্ব্বাণি সংসার-যন্ত্রারূঢ়াণি ভূতানি মায়য়া ভ্রাময়ন্ তেষামেব হৃদ্দেশে তিষ্ঠতি সর্ব্ব-ভাবেন পুরুষ এবেদং সর্ব্বম্ ইতি ভাবনায়াঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়-প্রবণতয়া বা পরাং শান্তিং তদীয়াং পরমাং ভক্তিং শমো মন্নিষ্ঠতা-বুদ্ধেরিত্যুক্তেঃ। স্থানং তদীয়ং ধাম, গুহ্যাদ্ ব্রহ্মজ্ঞানাদপি গুহ্যতরং, দ্বয়োঃ প্রকর্ষে তরপ্। অথেদমপি নিজৈকান্ত-ভক্তবরায় তস্মৈ ন পর্য্যাপ্তমিতি অবধ্যায় হৃদয়মেব মহাকৃপাভরেণো-দ্ঘাটিত-পরমরহস্যঃ শ্রীভগবানস্যাপি প্রদ্যুম্ন-সঙ্কর্ষণ-বাসুদেব-পরব্যোমাধিপ-লক্ষণ-ভজনীয়-তারতম্যাগম্যাং ভজনক্রম-ভূমিকানতিক্রম্যৈব সর্ব্বতোঽপ্যুপা-দেয়মেব সহসোপদিশতি—'সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়' ইতি। যদ্যপি গুহ্যতমত্বোক্তেরেব গুহ্য গুহ্যতরাভ্যাং প্রকৃষ্টমিদমিত্যায়াতি, তথাপি 'সর্ব্ব'-শব্দ প্রয়োগো গুহ্য-তমমপি পরব্যোমাধিপাদি ভজনাখ্য-শাস্ত্রান্তর-বাক্যমতোতি। তস্য যাবদর্থ-দৃষ্টিকত্বাৎ। বহূনাং প্রকর্ষে তমপ্—অতএব পরমম্। স্বকৃত তাদৃশ-হিতো-পদেশ-শ্রবণে হেতুমাহ—ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি। পরমাপ্তস্য মমেতাদৃশং বাক্যং ত্বয়াবশ্যং শ্রোতব্যমিতি ভাব ইত্যর্থঃ স্বস্য চ তাদৃশ-রহস্য-প্রকাশনে হেতুমাহ—তত ইতি। ততস্তাদৃশেষ্টত্বাদেব হেতোঃ। তদেবমৌৎসুক্যমুচ্ছলয়া কিং তদিতাপেক্ষায়াং সপ্রণয়াশ্রু-কৃতাঞ্জলিমেতৎ প্রত্যাহ—মন্মনা ইতি। ময়ি তন্মিত্রতয়া সাক্ষাদস্মিন্ স্থিতে শ্রীকৃষ্ণে মনো যস্য তথাবিধো ভব। এবং মদ্ভক্তো মদেক-তাৎপর্য্যকো ভবেত্যাদি। সর্ব্বত্র মচ্ছব্দাবৃত্ত্যা মদ্ভজনস্যৈব নানা-প্রকারতয়া আবৃত্তিঃ কর্ত্তব্যা ন ত্বীশ্বর তত্ত্বমাত্র-ভজনস্যেতি বোধ্যতে। সাধনানু-রূপমেব ফলমাহ—মামেবৈষ্যসীতি। অনেনৈবকারেণাপ্যাত্মনঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বং সূচিতম্। সত্যং ত ইত্যনেনাত্রার্থঃ তুভ্যমেব শপেঽহমিতি প্রণয়াবেশো দর্শিতঃ। পুনরপি অতিকৃপয়া সর্ব্বগুহ্যতমমিত্যাদি বাক্যার্থানাং পুষ্ট্যর্থমাহ—প্রতিজানে ইতি।

(শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ ৮২ অনুচ্ছেদ)

অর্থাৎ "যাদের জন্য শোক করা উচিত নহে, তুমি তাহাদের জন্য শোক প্রকাশ করিতেছ, আবার পণ্ডিতের ন্যায় কথা বলিতেছ"—ইত্যাদি শ্লোক হইতে আরব্ধ শ্রীগীতাগ্রন্থ শ্রীঅর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য কথিত হয় নাই। কারণ "মোহবশতঃ যাহা করিতে অনিচ্ছা কর, অবশ হইয়া

তাহাই অবশ্য করিবে।" (১৮।৬০) —এই গীতা-বাক্য-দ্বারা দেখান হইল যে, অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য এত উপদেশ নিষ্প্রয়োজন। অন্তর্যামী পুরুষপ্রেরিত হইয়াই তাঁহার পক্ষে যুদ্ধ অনিবার্য্য। সুতরাং **এই গীতা যুদ্ধাভিদায়ক গ্রন্থ নহে, পরমার্থাভিধায়ক।** তাহাতেও আবার 'গুহ্যতর এবং সর্ব্বগুহ্যতম শ্রবণ কর' –বলায় বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণপূর্ব্বক ঐসকল শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য বক্তব্য ব্যক্ত হইয়াছে। এইরূপে শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে উক্ত শ্লোকসমূহের গুরুত্ব প্রকাশ করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন—যিনি এক, অথচ সকলের অন্তর্যামী ঈশ্বর, তিনিই সংসার-যন্ত্রারূঢ় সর্ব্বভূতকে মায়াদ্বারা ভ্রমণ করাইবার জন্য তাহাদের হৃদ্দেশে অবস্থান করেন। 'সর্ব্বভাবে এই পুরুষ সকল রূপে বিহার করিতেছেন,—এই ভাবনা কিম্বা সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা তাঁহার আনুকূল্যমণ্ডিত অনুশীলন করিয়া তদীয় শরণ গ্রহণ কর। তাহা হইলে পরমাশান্তি –পরমভক্তি (সেই ঈশ্বর সম্বন্ধে) লাভ করিবে। শান্তি-শব্দের অর্থ ভক্তি। একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—'আমাতে যে বুদ্ধির নিশ্চলতা, তাহাই শম'। তাহাই ভক্তির স্বরূপ। স্থান—ঈশ্বরের ধাম। ব্রহ্মজ্ঞান –গুহ্য, ঈশ্বরজ্ঞান তাহা হইতে গুহ্যতর। অনন্তর ঈশ্বরোপাসনাও নিজ একান্ত ভক্ত অর্জ্জুনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে মনে করিয়া স্বয়ং কৃপাভরে পরম রহস্য উদ্ঘাটন-পূর্ব্বক প্রদ্যুম্ন, সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব ও পরমব্যোমাধিপতি নারায়ণের ভজনোপদেশ অতঃপর প্রদান করা সমীচীন হইলেও, সেই ক্রম অতিক্রম করিয়া উপদেশ করিলেন—'সর্ব্বগুহ্যতম আমার পরম বাক্য শ্রবণ কর' ইত্যাদি। যদিও 'গুহ্যতম' শব্দ প্রয়োগ করিলে গুহ্য ও গুহ্যতর হইতে নিগূঢ় বাক্য বুঝায়। তথাপি **'সর্ব্ব'-শব্দ প্রয়োগ করিয়া গুহ্যতম শ্রীনারায়ণ ভজন-প্রতিপাদক বাক্য হইতেও নিজ (শ্রীকৃষ্ণ)-ভজন-প্রতিবাদক বাক্যের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিলেন।** শব্দের বৃত্তি যতদূর যাইতে পারে, ততদূর পর্য্যন্ত স্বীকার করা কর্ত্তব্য—এই হেতু সর্ব্ব শব্দ প্রয়োগে নিজভজনকে যাবতীয় গুহ্য-ভজন হইলেও নিগূঢ়রূপে নির্দ্দেশ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভজনের সর্ব্বোৎকর্ষহেতু সর্ব্বগুহ্য-শব্দের উত্তর তম-প্রত্যয় করিয়া প্রকাশ করিলেন। স্বকৃত তাদৃশ উপদেশ শ্রবণে অর্জ্জুনকে প্রবর্ত্তিত করিবার হেতু বলিতেছেন,—"দৃঢ়তা-সহকারে বলিতেছি। তুমি আমার প্রিয়, পরম বিশ্বস্ত আমার বাক্য শ্রবণ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য"। নিজে কেন তাদৃশ রহস্য প্রকাশ করিতেছেন, তাহার হেতু

নির্দ্দেশ করিলেন—ততঃ ইতি। তুমি আমার এমনই প্রিয় যে, তোমার নিকট *কিছু গোপন করা যায় না।* শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিপূর্ণ বাক্য শ্রবণে অর্জ্জুনের ঔৎসুক্য উচ্ছলিত হইয়া পড়িল। সেই গুহ্যতম বাক্য জানিবার জন্য প্রেমাশ্রু-প্লাবিত নয়নে করযোড়ে অবস্থিত অর্জ্জুনকে বলিলেন,—'মন্মনা ভব' ইত্যাদি। তোমার মিত্ররূপে তোমার সম্মুখে বিরাজমান যে আমি সেই কৃষ্ণকে মন যাহার তথাবিধ হয়। মদ্ভক্ত—মদেকতাৎপর্য্যবিশিষ্ট হও অর্থাৎ আমার প্রীতার্থে ভজন কর, নিজ সুখ-লাভের জন্য নহে। 'মন্মনা', 'মদ্ভক্ত', 'মদ্‌যাজী' ও 'মাং নমস্কুরু' সর্ব্বত্র মৎ-শব্দের আবৃত্তি-দ্বারা নানাভাবে আমারই ভজন বারম্বার-অনুষ্ঠান করা তোমার কর্ত্তব্য। ঈশ্বর-তত্ত্ব-ভজন অন্যের পক্ষে কর্ত্তব্য হইলেও, আমার সখা তোমার পক্ষে কর্ত্তব্য নহে। সাধনানুরূপ ফল বলিলেন,—আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। **'মামেব'—এস্থলে 'এব'-কার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব সূচিত হইল।** অর্থাৎ অন্যের কথা আর কি বলিব, সাক্ষাৎ আমকেই প্রাপ্ত হইবে।

'সত্যং তে'—এই উক্তিদ্বারা উক্ত সাধনারূপ ফল শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি-বিষয়ে শপথ সূচিত হইল অর্থাৎ আমি তোমায় শপথ করিয়া বলিতেছি। 'মন্মনা' ইত্যাদি শ্লোকোক্ত সাধন-দ্বারা নিশ্চয়ই আমাকে প্রাপ্ত হইবে। এস্থলে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়-বিশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে; সচরাচর দেখা যায়, শপথের দৃঢ়তা প্রকাশের জন্য নিতান্ত প্রিয়-জনের শপথ করা হয়। পুনর্ব্বার অতি কৃপাভরে 'সর্ব্বগুহ্যতম' ইত্যাদি বাক্যসকলের পুষ্টির জন্য বলিলেন,—আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি।

আবার এক সম্প্রদায় বলেন যে, গীতাতে ধৃতরাষ্ট্র, সঞ্জয়, শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন বা যুদ্ধ প্রভৃতি মিথ্যাবাক্য। অন্ধ-মন ধৃতরাষ্ট্র, আর সঞ্জয়—বিবেক-বুদ্ধি। বুদ্ধি মনকে উপদেশ করিতেছে! এস্থলে গীতার বক্তা বা নায়কগণকে মিথ্যা বলিলে গীতার বাক্য-সকলকেই যে সত্য বলিয়া স্বীকার করা যাইবে, তাহার সদযুক্তি পাওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ যাঁহারা কুরুক্ষেত্রের মাঠ দেখিয়াছেন তাঁহারা অনায়াসে বুঝিতে পারেন যে, অদ্যাপি সেই বিস্তৃত ভূমি কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের সাক্ষ্য প্রদান জন্য গৃহশূন্য ও জনশূন্যরূপে বর্ত্তমান। গীতার ৪র্থ অধ্যায় পাঠ করিলে ঐতিহাসিক বা কাল্পনিক ধারণা দূর হইয়া যায়।

অনেকে গীতা ও চণ্ডীকে সমপর্য্যায়ে গণনা করেন। কারণ দুইটীতে ৭০০ শ্লোক আছে এবং দুইটীই মহর্ষি শ্রীব্যাসদেবের রচিত। কিন্তু গীতার প্রতি-অধ্যায়ের শেষে যেরূপ "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে

শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে" কথাগুলির উল্লেখ আছে, চণ্ডীতে সেরূপ নাই। অর্থাৎ গীতাকে উপনিষৎ বলিয়া উক্ত করিতেছেন; তাহা ব্রহ্মবিদ্যা। চণ্ডী কিন্তু তদ্‌বিপরীত ভোগপর গ্রন্থ। সুরথ রাজা রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া মনের দুঃখে বনে বনে ভ্রমণ করিতে করিতে মেধস মুনির উপদেশে রাজ্য প্রাপ্তির উপায় অবগত হন। আর সমাধি নামক জনৈক বৈশ্য স্ত্রী-পুত্রাদি কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়াও তাহাদের মায়া ত্যাগ করিতে পারেন নাই বলিয়া মেধস মুনির উপদেশে মহামায়ার স্বরূপ অবগত হন। **চণ্ডীতে মহামায়ার বিক্রমই প্রচুর পরিমাণে বর্ণিত। তাহার মূলমন্ত্র—কামনা-পূর্ত্তি।** রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি প্রভৃতি মহামায়ার নিকট প্রার্থনার কথাই অধিক। মহামায়া ভগবৎশক্তি। তিনি ভগবদিচ্ছাক্রমে অসুরসকলের বিনাশ করিয়া দেবগণকে নির্ভয় করিয়াছিলেন। কিন্তু দেবীর শ্রীমুখ কথা—

সর্ব্ববাধাবিনির্ম্মুক্তো ধনধান্যসুতান্বিতঃ।
মনুষ্যো মৎপ্রসাদেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ (চণ্ডী—১২।১২)

অর্থাৎ আমার অনুগ্রহে মনুষ্যগণ সর্ব্ববাধা হইতে মুক্ত হইয়া ধন-ধান্য-পুত্রযুক্ত হইবে, সন্দেহ নাই।

গীতাতে বিষয়-কামনাকে অল্প-বুদ্ধির কার্য্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মহামায়া তদধীন অথবা দেবগণের নিকট হইতে ফলকামনার স্বরূপ গীতাতে স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥ (গীঃ ৭।২০)
অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধাম্। (গীঃ ৭।২৩)

* * * *

গীতা ও চণ্ডীতে প্রভেদ এই যে—চণ্ডী মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত। সুতরাং উহা রাজস পুরাণ। আর গীতা—উপনিষৎ—ব্রহ্মবিদ্যা। রাজস-তামস পুরাণ-গুলি ভগবান্ ব্যাসদেবের বিরচিত হইলেও উহা ভক্তি-বিমুখের বঞ্চনা মাত্র।

ত্রয়াণামপি চৈতেষাং গুণানাং ত্রিষু তিষ্ঠতাম্।
ইদং সামাসিকং জ্ঞেয়ং ক্রমশোঃ গুণলক্ষণম্॥
(মনুসংহিতা—১২।৩৪)

ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান—তিনকালে বিদ্যমান সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের কার্য্য সংক্ষেপে ইহাই জানিতে হইবে। যথা—

তমসো লক্ষণং কামো রজসস্ত্বর্থ উচ্যতে।
সত্ত্বস্য লক্ষণং ধর্ম্মঃ শ্রেষ্ঠ্যমেষাং যথোত্তরম্॥ (মনুসং ১২।৩৮)
দেবত্বং সাত্ত্বিকা যান্তি মনুষ্যত্বঞ্চ রাজসাঃ।
তির্য্যক্ত্বং তামসা নিত্যমিত্যেষা ত্রিবিধা গতিঃ॥ (মনুসং ১২।৪০)

তমোগুণের লক্ষণ—'কামসেবা', রজোগুণের—'অর্থসেবা' এবং সত্ত্বগুণের—'ধর্ম্মসেবা'। সত্ত্ব প্রকৃতির লোক দেবত্ব প্রাপ্তি হন, রজোগুণের প্রকৃতিযুক্ত ব্যক্তি মনুষ্যত্ব লাভ করেন, আর তমঃ প্রকৃতির লোক তির্য্যক্ যোনি প্রাপ্ত হয়।

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে॥
কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্॥
সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ॥ (গীঃ ১৪।১৫-১৭)

রজোগুণ প্রকৃতির ব্যক্তি মৃত্যুর পরে কর্ম্মসঙ্গী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। আর তমোগুণাবিষ্ট ব্যক্তি মৃত্যু-অন্তে মূঢ় চতুষ্পদাদি যোনি প্রাপ্তি হয়।

সুকৃতি সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফলকে "নির্ম্মল," রাজস কর্ম্মের ফলকে "দুঃখ" এবং তামসিক কর্ম্মের ফলকে "অজ্ঞান" বা অচেতন বলা হইয়াছে।

সত্ত্বগুণ হইতে **জ্ঞান**, রজোগুণ হইতে **লোভ** এবং তমোগুণ হইতে **অজ্ঞান, প্রমাদ** মোহ উৎপন্ন হয়।

অতএব গুণবিচারে সত্ত্বগুণ শ্রেষ্ঠ হওয়ায় রাজস পুরাণ-সেবা না করিয়া অর্থাৎ তাহাতে শ্রদ্ধালু না হইয়া সাত্ত্বিক পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণাদিতে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। অতএব গীতা ও চণ্ডীতে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিমূলক ভেদ বর্ত্তমান। চণ্ডী—প্রবৃত্তিমূলা, আর গীতা—নিবৃত্তিমূলা।

গীতার প্রতেকটি অধ্যায় এক একটী যোগ। সমগ্র গীতা একটী অখণ্ড যোগশাস্ত্র। এসম্বন্ধে মহাজনোক্তি—"যোগ এক বই দুই নয়। যোগ একটী সোপানময় মার্গবিশেষ। সেই মার্গকে আশ্রয় করিয়া জীব ব্রহ্মপথারূঢ় হন। নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ঐ সোপানের **প্রথম ক্রম**। তাহাতে জ্ঞান ও বৈরাগ্য সংযুক্ত হইয়া **দ্বিতীয় ক্রম**রূপ জ্ঞানযোগ হয়। তাহাতে পুনরায় ঈশ্বরচিন্তারূপ ধ্যান যুক্ত হইয়া অষ্টাঙ্গযোগ **তৃতীয় ক্রম** হয়। তাহাতে ভগবৎ-প্রীতি সংযুক্ত

হইলে ভক্তিযোগরূপ চতুর্থ ক্রম হয়। এই সমস্ত ক্রম-সংযুক্ত হইয়া যে বৃহৎ সোপান, তাহার নাম যোগ। সেই যোগকে স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিতে গেলে উক্ত খণ্ড যোগসকলের উল্লেখ করিতে হয়। যাঁহাদের নিত্যকল্যাণই উদ্দেশ্য, তাঁহারা যোগই অবলম্বন করেন। কিন্তু প্রতিক্রমে উন্নত হইয়া তাহাতে প্রথমে নিষ্ঠা লাভ করতঃ শেষে ঐ ক্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক উপরস্থ ক্রমগমনের জন্য পূর্ব্ব-ক্রমনিষ্ঠা ত্যাগ করিতে হয়। যিনি কোন 'ক্রমে' আবদ্ধ রহিলেন, তাঁহার যোগ সম্যক্ হয় না।"

(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত গীতার বলদেবভাষ্যের
বিদ্বদ্রঞ্জন ভাষ্যানুবাদ—৬।৪৭)

আগামী সংখ্যা হইতে প্রতি অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত বিচার প্রকাশিত হইবে। ভূমিকার উপসংহারে বক্তব্য এই যে, গীতার প্রথম কয়েক অধ্যায় পাঠ করিয়া বন্ধ রাখিলে সমগ্র গীতার তাৎপর্য্য বোধ হইবে না। এই জন্য আচার্য্যের নিকট প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তি লইয়া সুষ্ঠুভাবে সহিষ্ণুতার সহিত গীতোপদেশ শ্রবণ করা কর্ত্তব্য, নচেৎ অসহিষ্ণু শ্রোতা বিরোচনের দশা প্রাপ্ত হইবেন অর্থাৎ ইন্দ্র ও বিরোচন, উভয়ে ব্রহ্মার নিকট ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ লাভার্থ অভিগমন করিয়া ব্রহ্মার প্রথম বাক্য শ্রবণেই অসহিষ্ণু হইয়া প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক গুরুপদিষ্ট শ্রুতির বিরুদ্ধ অসুর-সমাজে প্রচার করেন অর্থাৎ দেহাত্মবাদের প্রচারক হইয়া যান। গীতা পারমার্থিক শিশুপাঠ্য। সুতরাং ধীরতা মনোযোগপূর্ব্বক ইহার তত্ত্ব অবগত হওয়া কর্ত্তব্য।

—বৈষ্ণবার্য্য শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

যথার্থ বিজ্ঞান

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৭১ পৃষ্ঠার পর)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে অর্জ্জুনকে গুহ্য, গুহ্যতর, গুহ্যতম জ্ঞানের কথা উপদেশ করিয়াছেন। গীতার দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে, তাহা গুহ্য। সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে যে ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞানের কথা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা গুহ্যতর। সর্ব্বশেষে কেবলা-ভক্তির লক্ষণ গুহ্যতম জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে। কেবলা-ভক্তিতে যাঁহারা

প্রতিষ্ঠিত তাঁহারা ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত ভগবানের সেবা ভিন্ন অন্য কিছুই করেন না। তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় (৯।১৪) অনন্যচিত্ত ভক্তিযোগী সম্বন্ধে অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥

"হে পার্থ, অনন্যচিত্ত ভক্তসকল সর্ব্বদা আমার নাম, রূপ, গুণ ও লীলার কীর্ত্তন করেন অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তি আচরণ করেন। আমার এই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের নিত্যদাসত্ব লাভের জন্য তাহারা সমস্ত শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ক্রিয়াতে দৃঢ়ব্রত হইয়া অর্থাৎ একাদশী, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ব্রতে দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়া আমার অনুশীলন করেন। সাংসারিক কর্ম্মে চিত্ত যাহাতে বিক্ষিপ্ত না হয়, এই জন্য সংসার-নির্ব্বাহকালে কেবলা ভক্তিযোগ-দ্বারা আমার শরণাপত্তি স্বীকার করেন।" অনন্য ভক্তি পথারূঢ় জীবের কখনও বিনাশ নাই। এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ আবার অর্জ্জুনকে (গীতা ৯।৩১) বলিয়াছেন,—

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥

"হে কৌন্তেয়! তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে, আমার অনন্যভক্তি পথারূঢ় জীব কখনই বিনষ্ট হইবে না। মদ্ভজনকারী অচিরকাল-মধ্যে ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া নিত্যশান্তি লাভ করেন।" এখানে শ্রীকৃষ্ণের ভক্তের দ্বারা নিজের বাক্য সত্য করাইয়া লইলেন, কারণ নিজে প্রতিজ্ঞা করিলে ভক্তের নিমিত্ত তাহা ভঙ্গ হইবার আশঙ্কা থাকিতে পারে।

সকল জীবই অনন্যভক্তিকে আশ্রয় করিতে পারে। অনন্যভক্তিতেই পরাশক্তি-লাভ হয়। সেইজন্য গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে প্রথমে কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগে উপদেশপূর্ব্বক সর্ব্বশেষে এই অনন্য ভক্তিযোগের কথা বলিয়াছেন। 'সর্ব্বগুহ্যতম জ্ঞান-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গীতায় (১৮।৬৪-৬৬) অর্জ্জুনকে চরম বাক্য বলিয়াছেন,—

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

"হে অর্জ্জুন, তোমাকে গুহ্য 'ব্রহ্মজ্ঞান' ও গুহ্যতর 'ঐশ্বর-জ্ঞান' উপদেশ করিয়াছি। এক্ষণে গুহ্যতম 'ভগবজ্ জ্ঞান উপদেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়. তোমার হিতের জন্যই আমি বলিতেছি। ভগবদ্ভক্ত হইয়া তুমি আমাতে চিত্ত অর্পণ কর; কর্ম্মযোগী, জ্ঞানযোগী ও ধ্যানযোগিগণ যেরূপ চিন্তা করেন সেরূপ করিবে না; সমস্ত কর্ম্মেই আমার ভগবৎস্বরূপের যজন কর। আমার প্রতিজ্ঞা এই যে, তাহা হইলেই তুমি আমার এই সচ্চিদানন্দ স্বরূপের নিত্যসেবকত্ব লাভ করিবে। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া এই কেবলা-ভক্তির উপদেশ করিতেছি। ব্রহ্মজ্ঞান ও ঐশীজ্ঞান-লাভের উপদেশ-স্থলে বর্ণাশ্রমাদি-ধর্ম্ম, যতি-ধর্ম্ম, বৈরাগ্য, শম-দমাদি-ধর্ম্ম, ধ্যানযোগ, ঈশ্বরের ঈশিত্বার বশীভূততা প্রভৃতি যতপ্রকার ধর্ম্ম বলিয়াছি, সে-সমুদায় পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবৎস্বরূপ আমারই একমাত্র শরণাপত্তি অঙ্গীকার কর, তাহা হইলেই আমি তোমাকে সংসার দশার সমস্ত পাপ, তথা পূর্ব্বোক্তধর্ম্ম পরিত্যাগের যে-সকল পাপ, সে-সমুদায় হইতে উদ্ধার করিব। তুমি অকৃতকর্ম্মা বলিয়া শোক করিবে না।"

অতএব শ্রীকৃষ্ণশরণাপত্তি-দ্বারা ভক্তিযোগের অনুষ্ঠানই 'সর্ব্বগুহ্যতম' উপদেশ এবং প্রেমই জীবের চরম প্রয়োজন। এই চিদ্বিজ্ঞান সমন্বিত পরম গুহ্য-জ্ঞানের কথা ভক্তগণের নিকট কীর্ত্তন করিলে নির্গুণ ভক্তি লাভ করিয়া ভগবানের অভয়পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সঞ্জয় শ্রীব্যাসদেবের অনুকম্পায় স্বয়ং উপদেষ্টা যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে পরম গোপনীয় কর্ম্ম-জ্ঞান ও ভক্তিযোগ শ্রবণ করিয়াছিলেন। গুরুর কৃপাতে কোন কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি চিদ্বিজ্ঞান রহস্যের কথা বুঝিতে পারেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অন্যতম প্রিয়ভক্ত উদ্ধবকেও এই চিদ্বি-বিজ্ঞান-রহস্যের কথা বলিয়াছেন। উদ্ধবের শ্রেষ্ঠতা দেখাইবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকেই বলিয়াছেন,—

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনি ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥ (ভাঃ ১১।১৪।১৫)

"হে উদ্ধব, তুমি ভক্ত বলিয়া আমার যেরূপ প্রিয়তম, পুত্র ব্রহ্মা, স্বরূপভূত শঙ্কর, ভ্রাতা সঙ্কর্ষণ, ভার্য্যা লক্ষ্মীদেবী অথবা নিজস্বরূপও তাদৃশ

প্রিয় নহে”। সেই উদ্ধবকে গীতোক্ত উপদেশের মতই শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির-তারতম্য প্রদর্শনপূর্ব্বক ভক্তির শ্রেষ্ঠতা দেখাইলেন। ভক্তির দ্বারাই পরম প্রয়োজন ‘কৃষ্ণপ্রেম’ লভ্য হয়। মনোধর্ম্মজীবী তত্ত্ববিচার হইতেই জীব অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা-বঞ্চিত হইয়া নানাপ্রকার রূপরসাদি-ভোগে প্রবৃত্ত হয়। উহা সুনির্ম্মল আত্মার বৃত্তি নহে,—মায়াবদ্ধ জীবের ভ্রমমাত্র। বাস্তবজ্ঞান অর্থাৎ বিজ্ঞানের সহিত জ্ঞান ও রহস্য এবং অঙ্গ বিষয়ে পরিচিত হইলেই জীবের ঐ ভ্রম দূরীভূত হয়। বিশ্বের যাবতীয় বস্তুতে কৃষ্ণ-সম্বন্ধ দর্শন করিলে কখনই জীবের ভোগবুদ্ধিজনিত সংসার প্রবৃত্তি হয় না। তিনি সকল প্রাণীকে কৃষ্ণের সেবোপকরণ জানিয়া মৈত্রী-ধর্ম্মে অবস্থিত থাকেন। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী হইয়া অবিচলিত ও শান্তস্বভাব লাভ করেন। জড়ের কোন প্রলোভনই তাঁহার মতিভ্রম করিতে সক্ষম হয় না এবং সমস্ত জগৎ তাঁহার অনুগত হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

জ্ঞানবিজ্ঞান সংযুক্ত আত্মভূতঃ শরীরিনাম্।
আত্মানুভব-তুষ্টাত্মা নান্তরায়ৈর্বিহন্যসে ॥ (ভাঃ ১১।৭।১০)

“হে উদ্ধব, তুমি জ্ঞানবিজ্ঞান-সম্পন্ন, আত্মানুভবহেতু পরিতৃপ্ত হইলে নিখিল দেবগণেরও প্রীতিপাত্র হইবে এবং বিঘ্ন কর্ত্তৃক বাধিত হইবে না।”

এখানে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে, ভগবদ্ভক্তিরহিত ব্যক্তিগণই সর্ব্বদা কামহত চিত্ত হইয়া দুঃখে নিমগ্ন থাকেন। বিষয়-বাসনাগ্রস্ত আত্মঘাতী পুরুষ নিজ-আত্ম ও আত্মস্থিত ভগবানকে বঞ্চিত করিয়া স্বয়ং উভয়লোকের সুখ হইতে বঞ্চিত হন। ভগবদ্ভক্তিরহিত পুরুষই ভোগবৃত্তিক্রমে ভগবদ্-বঞ্চনা ও লোক-বঞ্চনা করেন। ঐ প্রতারকগণের কখনও মঙ্গলই হইতে পারে না। উহারা কখনও ভগবদ্ভজনেও সমর্থ হয় না। অন্ন যেরূপ প্রাণীগণের জীবন-স্বরূপ, সেইরূপ ভক্তিই জীবগণের পরলোকের বিত্তস্বরূপ ইহা সুনিশ্চিত। ভগবজ্জ্ঞানরূপ সম্বন্ধ ও ভগবৎসেবারূপ ভক্তিতে অবস্থিতিই ভব-জলমগ্ন বদ্ধজীবের আশ্রয়-প্রদাতা তরণী সদৃশ, কৃষ্ণই পুরুষোত্তম অনাদিবস্তু। তিনি উপদেশসূত্রে জীবের সংসার-ভয় নিবারণ করেন। সেবাবিমুখ জীবগণকে জ্ঞানবিজ্ঞানসার কৃষ্ণপ্রেমা তিনিই প্রদান করেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই বেদশাস্ত্রের প্রণেতা ও ভৃঙ্গতুল্য-সারগ্রাহী বৈষ্ণবগণকে সকল বেদসার প্রদান করেন। তাঁহারাও জগজ্জীবের মঙ্গলের জন্য এই বেদসার জগতে বিস্তার করেন। কৃষ্ণগত চিত্ত সাধুগণের সেবা করাও

প্রত্যেক জীবের কর্ত্তব্য, কারণ সাধুগণের মাধ্যমেই তাহারা পরমশান্তির পথ খুঁজিয়া পান। ভগবান্ গুণ ও কর্ম্মানুসারে চারিবর্ণ ও চারি আশ্রমের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহাদের কর্ত্তব্যের কথা শ্রীনবযোগেন্দ্রের অন্যতম চমস ঋষি নিমি মহারাজকে বলিয়াছেন,—

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥ (ভাঃ ১১।৫।২-৩)

হে রাজন্! আদিপুরুষ ভগবান্ বিষ্ণুর মুখ হইতে সত্ত্বগুণে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে সত্ত্ব ও রজোগুণে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে রজো ও তমোগুণে বৈশ্য ও পদ হইতে তমোগুণে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমচতুষ্টয়ও তাহাদের সহিতই উদ্ভূত হইয়াছে। এই চতুর্বর্ণাশ্রমস্থিত যে-সকল পুরুষ নিজের উৎপত্তির সাক্ষাৎ কারণস্বরূপ ঈশ্বরকে আরাধনা না করে অথবা তাঁহার কথা জানিয়াও অবজ্ঞা করে, তাঁহারা স্থানভ্রষ্ট ও অধঃপতিত হইয়া থাকে।" অতএব সকল ইতর-ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবানের শরণগ্রহণই সকল জীবের একমাত্র অবলম্বনীয়।

কলিযুগপাবনাতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যোগ্যপাত্র বৈষ্ণব জগতের সেনাপতি শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুদের দ্বারা চিদ্বিজ্ঞান রহস্যের কথাজগতে প্রচারিত করিয়াছেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু কাশীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়া তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

'কে আমি, 'কেনে আমায় জারে তাপত্রয়'।
ইহা নাহি জানি—'কেমনে হিত হয়'॥
'সাধ্য' 'সাধন'-তত্ত্ব পুছিতে না জানি।
কৃপা করি' সব তত্ত্ব কহ ত' আপনি'॥

অর্থাৎ শ্রীল সনাতন প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কে? আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক—এই তাপত্রয় আমাকে কেন জর্জ্জরিত করিতেছে এবং আমার কিরূপে হিত হয়? সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব আমি জিজ্ঞাসা করিতে অক্ষম, আপনি কৃপা করিয়া আমার জ্ঞাতব্য বলুন।" তখন মহাপ্রভু তাঁহাকে 'তুমি জীব—ভগবানের নিত্যদাস' এই স্বরূপের পরিচয় দিয়া 'ভগবানের সহিত জীবের যে যুগপৎ ভেদাভেদসিদ্ধ তাহা বর্ণনা করিলেন। ত্রিতাপজ্বালায় দগ্ধীভূত জীবের উদ্ধারের উপায় সম্বন্ধে তিনি বলিলেন,—

মায়াবদ্ধ জীবের নাহি স্বতঃ কৃষ্ণজ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥
'শাস্ত্র গুরু-আত্মা' রূপে আপনারে জানান।
'কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা'—জীবের হয় জ্ঞান॥
বেদশাস্ত্র কহে—'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়', 'প্রয়োজন'।
'কৃষ্ণ'—প্রাপ্য সম্বন্ধ, 'ভক্তি—প্রাপ্যের সাধন॥
'অভিধেয়'-নাম 'ভক্তি', 'প্রেম' প্রয়োজন।
পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেম মহাধন॥
কৃষ্ণ মাধুর্য্য সেবানন্দ প্রাপ্তির কারণ।
কৃষ্ণ-সেবা করে, আর কৃষ্ণরস-আস্বাদন॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ১২২-১২৬)

সুতরাং শ্রুতি-আগম-পুরাণাদি অর্থাৎ সর্ব্বশাস্ত্রই 'সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন'—এই তত্ত্বের কথাই জীবের পরম শান্তির জন্য উল্লেখ করিয়াছেন। কোন কোন পুরাণ ও আগম-গ্রন্থসমূহ চরাচরের মোহ উৎপাদনের জন্য দেবতাগণকে 'প্রধান' বলিয়াছেন। সেই সমস্ত আগমাদি ভাল করিয়া দেখিলে সিদ্ধান্তস্থলে স্বীয় গুণ একমাত্র পরমারাধ্য বলিয়া নিশ্চিত হয়। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য ২০।১৪৬) মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

মুখ্য-গৌণ-বৃত্তি, কিংবা অন্বয়-ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে॥

অতএব, সর্ব্বকারণের কারণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত হইয়া জীব কৃষ্ণভজনে রত থাকিলে পরম প্রয়োজন 'প্রেম' লাভ করিয়া চিরশান্তি লাভ করিবে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। (ক্রমশঃ)

—শ্রীবলভদ্রদাস ব্রহ্মচারী, বি-এস্‌সি

কুষ্ঠী-বিপ্রের উপাখ্যান

কুষ্ঠী বিপ্রের রমণী,　　পতিব্রতা-শিরোমণি,
পতি লাগি কৈল বেশ্যার সেবা।
স্তম্ভিল সূর্য্যের গতি　　জিয়াইল মৃত-পতি,
তুষ্ট কৈল মুখ্য তিন-দেবা॥ (চৈঃ চঃ অঃ ২০।৫৭)

পুরাকালে সিন্ধিরা-রাজ্যে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। পূর্ব্ব-জন্মের পাপ-হেতু তিনি দারুণ কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হন। তাঁহার কুষ্ঠ-গলিত অঙ্গে সর্ব্বদা কীড়া দংশন করিত। সেই অঙ্গের দুর্গন্ধে কেহই তাহার নিকট অবস্থান করিতে পারিত না। কিন্তু তাঁহার সাধ্বী পত্নী কোনপ্রকারে ঘৃণা না করিয়া পরম যত্নের সহিত কুষ্ঠরোগগ্রস্ত পতির কায়-মনো-বাক্যে সেবা করিতেন। স্বয়ং গ্রামে ভিক্ষা করিয়া কিছু তণ্ডুল সংগ্রহ করতঃ কোন প্রকারে শাক-অন্ন রন্ধন করিয়া পতির তৃপ্তি সাধন করিতেন। প্রত্যহ স্বামীকে মস্তকে লইয়া নিকটস্থ নদীতে যাইয়া স্নান করাইয়া লইয়া আসিতেন।

এইরূপ কিছুকাল গত হইলে, সেই দেশের রাজবাড়ীতে একটী বড় ডাকাতি হয়। ডাকাতগণ উচ্চপ্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া, রাজভাণ্ডার হইতে বহুমূল্য সোনা, হীরা, মণি, মতি, রত্নহার, লক্ষকোটী টাকার দ্রব্যসমূহ লুণ্ঠন করে। ডাকাতদল পলায়নকালে রাজপ্রহরীগণ জাগ্রত হয় এবং নানা অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া দস্যুদলের পশ্চাদ্ধাবন করে। দস্যুদল রাজ-ভয়ে ভীত হইয়া নিকটস্থ এক ঘোর অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। রাজার সিপাহিরা তাহা জানিতে পারিয়া বিপুল সৈন্যসহ ঐ অরণ্য অবরোধ করিল। এই অবস্থা দর্শনে দস্যুপতি মহাবিভ্রাটে পড়িল।

সেই অরণ্যে একটী বৃহৎ বটবৃক্ষ-তলে প্রসিদ্ধ যোগীশ্রেষ্ঠ মহাত্মা মাণ্ডব্যমুনি নয়ন মুদ্রিত করিয়া ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। তাঁহার কিছু বাহ্যস্মৃতি ছিল না। মহাচতুর দস্যুরাজ পলাইবার আর কোন উপায় না দেখিয়া বুদ্ধিমত্তার সহিত কতক ধন-রত্ন ঐ মুনির যোগাসনের চতুর্দ্দিকে লুকাইয়া রাখিল। রাজ-প্রহরীরা অন্বেষণ করিতে করিতে যোগীর যোগাসনের চতুর্দ্দিকে অপহৃত ধনরত্ন দেখিয়া বিচার করিল,—এই যোগী ভণ্ড। তাঁহার হস্ত-পদ বন্ধন করিয়া রাজসভায় লইয়া চল। সেনাপতির আদেশে তাহারা তাহাই করিল। সিপাহীরা চলিয়া গেলে ডাকাতের দল এই সুযোগে পলায়ন করিল।

এদিকে বহুমূল্য রত্নাদির অপহরণ সংবাদ পাইয়া রাজা ও রাজ-মহিষী বিষম চিন্তা করিতেছেন, এমনসময়ে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সিপাহীরা রাজাকে সংবাদ দিল,—মহারাজ চোর ধৃত হইয়াছে, এখন কি করা যায়? রাজা ক্রোধে অধীর হইয়া তখন আদেশ দিলেন,—চোরকে এখনই শূলে চড়াও। তখন গভীর রাত্রি, রাজা ও রাণী পুনরায় শয়ন করিলেন। শূলে যোগীকে চড়ানো হইল বটে, কিন্তু শূল গুহ্যদ্বারে অল্প একটু বিদ্ধ হইয়া আর কিছু গমন করিল না; যোগী সেই শূলের উপরিভাগে ধ্যানানন্দে উপবেশন করিয়া রহিলেন।

পরদিবস প্রাতঃকালে রাজা দেখিতে পাইলেন,—কি সর্ব্বনাশ! মাণ্ডব্যমুনি সূলের উপর বসিয়া আছেন। রাজ্যমধ্যে প্রজাবৃন্দের দারুণ ক্রন্দনের রোল উঠিল যে, ধ্যানভঙ্গ হইলে মুনি তাঁহার স্বীয় দুর্দ্দশা দেখিয়া রাজ্যশুদ্ধ সকলকেই ভস্ম করিয়া ফেলিবেন। রাজা ও রাজমহিষী করযোড়ে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন,—হে ঠাকুর! আমাদের এই অজ্ঞাত অপরাধ মার্জ্জনা করুন। রাজা দস্যু-দলপতির চতুরতা বুঝিতে পারিলেন। আর উপায় নাই, রাজ্য-শুদ্ধ রাজা-প্রজা সকলেই কাতর ক্রন্দনে রত হইয়া মুনির নিকট ধর্ণা দিয়া পড়িয়া রহিলেন।

এদিকে সেই দিবস কুষ্ঠী-বিপ্রের পত্নী স্বামীকে মস্তকে লইয়া নদীতে স্নান করাইতেছেন, এমন সময়ে তিনি নদীর অপর তীরে একটী বৃহৎ অট্টালিকার উপরে লক্ষহীরা-নাম্নী একটী বেশ্যাকে দেখিতে পাইলেন। সে তাহার আলু-লায়িত কুঞ্চিত কেশগুলি রৌদ্রে শুকাইতেছিল। দূর হইতে কুষ্ঠী-বিপ্র তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া মদন-জ্বরে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তিনি দিবসের পর দিবস ঐ রমণীর চিন্তা করিতে করিতে ক্রমশঃ আরও শুষ্ক ও ক্ষীণ হইতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তরের দুঃখ সম্বন্ধে সাধ্বী পত্নী জিজ্ঞাসা করায় লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া তিনি ভিতরের সমস্ত ভাব খুলিয়া বলিলেন, যে-অবধি আমি স্নানের সময় ঐ সুন্দরী রমণীকে দেখিয়াছি, তখন হইতেই তাহার বিরহে আমার এই দারুণ অশান্তির উদয় হইয়াছে।

এই কথা শুনিয়া তাঁহার পতিব্রতা সহধর্ম্মিণী স্বামীর মনোভীষ্ট পূরণের জন্য প্রত্যহ গভীর নিশীথে ঐ বেশ্যার গৃহে গমন করিয়া পথ, ঘাট মার্জ্জনা করিয়া রাখিতেন। লক্ষহীরা প্রত্যহ তাহার ঘর বাড়ী কে পরিষ্কার করিয়া যায়, তাহার কোন সন্ধান পাইল না। একদিবস সহচরী-সঙ্গে পরামর্শ করিয়া রাত্রি জাগরণ করিয়া রহিল; যখন বিপ্রপত্নী ঝাড়ু দিতেছেন, তখন তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। লক্ষহীরা রমণীকে বলিল,—মা! আপনি কে? কেন এরূপ অসময়ে আসিয়া আমার বাড়ী ঝাড়ু দেন? তখন কাতর-কণ্ঠে পতিব্রতা কুষ্ঠী-বিপ্রে রপত্নী স্বামীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। সেই বারবণিতা অগত্যা ব্রাহ্মণ-পত্নীর এই অনুরোধ স্বীকার করিল।

পরদিন অপরাহ্ণ-সময়ে স্বামীকে মস্তকে করিয়া ব্রাহ্মণ-পত্নী লক্ষহীরার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তখন দারুণ পিপাসায় ব্রাহ্মণ 'জল' 'জল' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। লক্ষহীরা একটি স্বর্ণকলসে এবং অপর একটি মাটির কলসীতে জল রাখিয়া বিপ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—প্রভো আপনি

কোন্ কলসীর জল পান করিতে ইচ্ছা করেন? মাটির, না—সোনার কলসীর জল? তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন,—সোনার কলসীর জলে কি পিপাসা মেটে? আমি মাটির কলসীর জল পান করিব। তখন বুদ্ধিমতী বেশ্যা কহিল,—তবে কেন আপনি সুবর্ণ কলসীর জলে মজিলেন? আমার ছায়াস্পর্শে ব্রাহ্মণ-সাধুসজ্জন গঙ্গাস্নান করিয়া শুদ্ধ হন। সতীসাধ্বীরূপ পবিত্র মেটে-কলসীর জলই আপনার তৃষ্ণা নিবারণ করিবে। লক্ষহীরার এই বাক্যে কুষ্ঠীবিপ্রের চৈতন্যোদয় হইল। তখন তিনি বলিলেন,—মাতঃ! আমার ভ্রম হইয়াছে, আমি আর কখনও এইরূপ পাপ প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দিব না। পূর্ব্বজন্মের অন্যায় কর্ম্মের জন্যই আমি এজীবনে বিষম যাতনা ভোগ করিতেছি।

সেই সতী-সাধ্বী স্বামীকে পুনরায় তাঁহার মস্তকের উপর তুলিয়া লইয়া গৃহের দিকে যাত্রা করিলেন। তখন সন্ধ্যার অন্ধকারে বিশেষ কিছুই দৃষ্ট হইতেছিল না। ত্বরিৎপদে সাধ্বীপত্নী কুষ্ঠীবিপ্রকে মস্তকে লইয়া যে গ্রামের একপ্রান্তে মাণ্ডব্য মুনির শূল হইয়াছে সেই পথ দিয়াই যাইতেছেন। দৈবাৎ সেই মুনির সহিত কুষ্ঠীবিপ্রের গাত্র সংস্পৃষ্ট হওয়ায় তিনি ধ্যানভঙ্গে অভিশাপ প্রদান করিলেন,—কে আমায় অপবিত্রভাবে স্পর্শ করিল? রাত্র প্রভাতেই তাহার নিশ্চয় মৃত্যু হইবে। কুষ্ঠীবিপ্রের সতীসাধ্বী পতিব্রতা পত্নী এই নিদারুণ অভিশাপ শ্রবণে ক্রোধে প্রজ্জ্বলিতা হইয়া বলিলেন,—অকারণে যেমন আমার পতিকে শাপ প্রদান করিলেন, আমিও বলিতেছি,—যদি আমি কায়-মনো-বাক্যে পতির সেবা করিয়া থাকি, তবে যেন এ-রাত্রি আর প্রভাত না হয়। এই বলিয়া বিপ্রপত্নী গৃহে চলিয়া গেলেন।

এদিকে যোগীর ধ্যান ভঙ্গ হইলে রাজা এবং রাজমহিষীর কাতর প্রার্থনায় যোগীবরের কৃপা হইল। মুনি চিন্তা করিলেন,—আমি ত জন্মে কখনও পাপ-কার্য্য করি নাই, তবে কেন আমার শূল হইল? তিনি ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া যোগবলে যমালয়ে গমন করিলেন। যমরাজ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে গিয়া দেখিলেন যে, মুনির পশ্চাৎদেশে শূল বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

যোগীবর শ্রীযমরাজকে অনুরোধ করিলেন,—আপনি খাতা খুলিয়া দেখুন, আমার কি-পাপে এই শূল হইল? শ্রীযমরাজ তখন চিত্রগুপ্তকে ডাকিয়া কহিলেন,—দেখত এ-ব্রাহ্মণের কি পাপ আছে? দিবারাত্র খাতা খুলিয়া দেখিয়াও কোন সন্ধান না পাইয়া চিত্রগুপ্তের মুখ ম্লান হইয়া গেল। পরিশেষে তিনি দেখিলেন, খাতার এক কোণে লেখা আছে,—মুনিবর পঞ্চমবর্ষ-বয়সে বালক-সুলভ চপলতায় একটী পতঙ্গকে ধরিয়া তাহার গুহ্যদেশে একটি ছোট

শলাকা প্রবেশ করাইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার সেই পাপে এই দণ্ড হইয়াছে। মুনিবর ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন,—এই লঘুপাপে কেন গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা হইল? আমার যাহা হইবার তাহা হইল। কিন্তু বর্ত্তমানে আমি আপনাকে অনুরোধ জানাইতেছি যে, পঞ্চমবর্ষীয় অজ্ঞান শিশুর কোন কৃত পাপ যেন আপনি খাতায় না লিখেন। যোগী এই বলিয়া চলিয়া গেলেন। কালক্রমে ভোগকালের ক্ষয়হেতু যোগীর শূল আপনা হইতেই খসিয়া পড়িল।

এদিকে সতীর শাপে আর রাত্রি প্রভাত হয় না; যাগ-যজ্ঞ সমস্তই বন্ধ হইয়া গেল। আহুতি-অভাবে দেববৃন্দ আর যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতে পারে না। সর্ব্বত্রই হাহাকার পড়িয়া গেল—রাত্রি আর যে প্রভাত হয় না! তখন অকালে সৃষ্টি লোপের আশঙ্কা দেখিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তিনজন কুষ্ঠীবিপ্রের ভবনে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা বলিলেন,—মাতঃ! রাত্র প্রভাত হইবার জন্য আদেশ করুন। আপনার স্বামী মৃত হইলে আমরা পুনর্জ্জীবিত করিয়া দিব। রাত্রি প্রভাত না হইলে যে সব সৃষ্টি ধ্বংস হইয়া যায়! দেবতাদের প্রার্থনায় সতী তাহাতে সম্মত হইলেন। রাত্রি যেমন প্রভাত হইল, অমনি ব্রাহ্মণ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তাগণ অসম্ভবও সম্ভব করিতে পারেন। তাই তাঁহারা ব্রাহ্মণকে পুনরায় জীবিত করিলেন। ব্রাহ্মণের দারুন কুষ্ঠরোগ দূর হইল এবং তিনি দিব্যকান্তি লাভ করিলেন। এই ব্যাপারে সকলেই পতিব্রতার জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

পতিব্রতা রমণীগণের সেশ্বর-নৈতিক চিন্তা ও ব্যবহার কি-প্রকার হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী কুষ্ঠীবিপ্রের রমণী প্রভৃতি উদাহরণের দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন। এই উপাখ্যানটী আদিত্যপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ ও পদ্ম-পুরাণে উল্লিখিত আছে। ইহার দ্বারা পতিব্রতা রমণীগণকে পতিব্রতা-ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। পতি যেরূপ অবস্থাতেই থাকুন না কেন, স্ত্রীর কর্ত্তব্য—সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সেবা করা। স্বামীরও কর্ত্তব্য—তাঁহার সহধর্ম্মিণীর ধর্ম্ম রক্ষা করা। পরস্পর পরস্পরের ধর্ম্মরক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য এবং স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্য সুরক্ষিত হয়। পাপকার্য্যে লিপ্ত হওয়া সাধারণ মর্ত্ত্যজীবের পক্ষে অনেক সময়ে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত ব্যবহার হইলেও ধর্ম্মের বা ঈশ্বরের সেবাসুখ-বাঞ্ছার প্রতি লক্ষ্য থাকিলে ঐপ্রকার কুপ্রবৃত্তি হইতে নিষ্কৃতি লাভ ঘটে, অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রীতি-বিধানই সদাচারী বা দুরাচারী সকলেরই একমাত্র কর্ত্তব্য।

———

শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলম্

গ্রন্থ-চক্রবর্ত্তী শ্রীমদ্ভাগবতই বাস্তব-তত্ত্ব-জ্ঞানাভিলাষিগণের একমাত্র পরম-প্রমাণ বা প্রমাণ-শিরোমণি। সংসারে নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে মহাভাগ্যফলে জীবের তত্ত্বজিজ্ঞাসা অর্থাৎ "আমি কে? আমার দুঃখ বা কেন হইতেছে? এই দুঃখ হইতে নিষ্কৃতির ও পরাশান্তি লাভের উপায় কি? এবং আমার নিত্য পিতা জগদীশ্বর ভগবানই বা কে?"—প্রভৃতি অলৌকিক বিষয় জানিবার ইচ্ছা হৃদয়ে জাগে। তখন এ-সমস্ত বিষয় মীমাংসার জন্য প্রমাণের আবশ্যক হয়। কারণ প্রমাণ ব্যতীত বস্তু নির্ণয় সম্ভব নয়। বস্তু-বিষয়ে যথার্থ জ্ঞানকে 'প্রমা' কহে। সেই যথার্থজ্ঞান বা প্রমা যাহাদ্বারা সাধিত হয়, তাহারই নাম 'প্রমাণ'। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান প্রভৃতি-ভেদে প্রমাণ বহুবিধ।

শ্রীভগবান্ অপ্রাকৃত বস্তু। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদি-দ্বারা তাঁহাকে জানা যায় না। তাই তিনি অধোক্ষজ বা অতীন্দ্রিয় বলিয়া কথিত। বদ্ধজীবের ভ্রম (এক-বস্তুকে অন্যবস্তু বলিয়া জানা), প্রমাদ (অন্যমনস্কতা), বিপ্রলিপ্সা (বঞ্চনেচ্ছা) ও করণাপাটব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের অপটুতা—এই চারি দোষ থাকার জন্য অলৌকিক, অধোক্ষজ, অতীন্দ্রিয়, অপ্রাকৃত ও অচিন্ত্য বস্তু স্পর্শ করিবার যোগ্যতা তাহার নাই। এজন্য বদ্ধজীবের প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ দোষযুক্ত বলিয়া তাহা অলৌকিক ও অধোক্ষজ ভগবদ্‌বিষয়ে প্রমাণ হইতে পারে না। অলৌকিক বস্তুসম্বন্ধে অলৌকিক বেদাদি শাস্ত্রই প্রকৃষ্ট-প্রমাণ।

বেদাদিশাস্ত্র অনন্ত ও দুরধিগম্য বলিয়া তাহা হইতে বাস্তব-তত্ত্ব নির্ণয় করা অতীব দুষ্কর। তাহাতে আবার নানা মুনি নানামত প্রচলন করায় জীবের পক্ষে বাস্তব সিদ্ধান্ত হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ ব্যাপার। এই জন্য পরম করুণাময় শ্রীহরি কৃপাপূর্ব্বক শ্রীব্যাসরূপে সর্ব্ববেদ-ইতিহাস-পুরাণাদি-শাস্ত্ররূপ সাগর মন্থনপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবতরূপ অমৃত জগৎকে দান করিয়াছেন; শ্রীমদ্ভাগবতে বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রের সার নিহিত আছে। তাই শ্রীমদ্ভাগবতের মতই সর্ব্বশাস্ত্রের অন্তর্নিহিত মত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মত। এইজন্যই গ্রন্থসম্রাট্ শ্রীমদ্ভাগবত তত্ত্বনির্ণয়ে অদ্বিতীয় অমল-প্রমাণ-প্রকৃষ্ট-প্রমাণ বা প্রমাণ-শিরোমণি বলিয়া বিদ্বৎসমাজে পরিগণিত। এতৎ-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধপার্ষদ জগদ্‌গুরু শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুপাদ স্বকৃত তত্ত্বসন্দর্ভ-গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে জানাইয়াছেন।

সজ্জনগণ আদরের সহিত ;ইহা আলোচনা করিলে শ্রীমদ্ভাগবতের অপূর্ব্বত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভে কথিত আছে যে,—

"বদ্ধজীবগণ স্বভাবতঃ ভ্রমাদি দোষ-চতুষ্টয়ের বশবর্ত্তী বলিয়া তাহারা অচিন্ত্য-অলৌকিক বস্তু স্পর্শ করিবার অযোগ্য। তাহাদের প্রত্যক্ষাদি প্রমাণগুলি নিরন্তর দোষযুক্ত। অতএব প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণগুলি শুদ্ধ প্রমাণ-মধ্যে পরিগণিত হয় না। অনাদিসিদ্ধ সর্ব্ব-পুরুষ-পরম্পরায় প্রাপ্ত যাবতীয় লৌকিক ও অলৌকিক জ্ঞানের আদি কারণ-স্বরূপ অপ্রাকৃত বচন-লক্ষণ বেদই সর্ব্বাতীত, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বাচিন্ত্য ও অত্যাশ্চার্য্য স্বভাববিশিষ্ট বস্তুর জ্ঞানাভিলাষী আমাদের একমাত্র প্রমাণ। ভগবদ্‌বিষয়ে বেদপ্রমাণই মহাজন-সম্মত রাজকীয় পন্থা। কেন না "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" (ব্রঃ সূঃ ২।১।১১), "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ" (মঃ ভাঃ ভীষ্মপর্ব্ব ৫।২২), "শাস্ত্র যোনিত্বাৎ" (ব্রঃ সূঃ ১।১।৩), "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" (ব্রঃ সূঃ ২।১।২৭) ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্র ও মহাভারতের বচনে এবং—"হে ঈশ্বর! অদৃষ্ট অর্থরূপে মুক্তি ও স্বর্গাদিবিষয়ে এবং সাধ্যসাধন-বিষয়ে আপনার আজ্ঞারূপ বেদই পিতৃ-লোক, দেবলোক ও মনুষ্যলোকদিগের শ্রেষ্ঠ চক্ষুঃস্বরূপ।"—এই শ্রীমদ্-ভাগবতোক্ত (ভাঃ ১১।২০।৫) শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীউদ্ধবের উক্তিতে জানা যায় যে, বেদই প্রমাণ-স্বরূপ।

"এই বেদ আবার দুষ্পার, দুর্ব্বোধ্য ও দুর্গম বলিয়া এবং বেদার্থ নির্ণয়কারী মুনিগণের মতের মধ্যেও পার্থক্য থাকায় বেদের প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। তাই বেদার্থনির্ণায়ক এবং সাক্ষাৎ বেদস্বরূপ ইতিহাস ও পুরাণ-বিচার করা কর্ত্তব্য। বেদার্থ হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন বলিয়া মহাভারত বলিয়াছেন যে,—'ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।' (মঃ ভাঃ আঃ ১।২৬৭) অর্থাৎ ইতিহাস (রামায়ণ-মহাভারত) ও পুরাণদ্বারা বেদার্থ পরিস্ফুট করিবে।

শাস্ত্র বলেন,—'পুরাণাৎ পুরাণম্।' অর্থাৎ যে বেদার্থকে পূর্ণ করে তাহার নাম পুরাণ। বেদ ব্যতিরিক্ত-শাস্ত্র অর্থাৎ অবেদ দ্বারা বেদের পূরণ হইতে পারে না। সীসার দ্বারা কখনও অপূর্ণ স্বর্ণবলয়ের পূর্ণতা সম্পাদন করা যায় না। স্বর্ণদ্বারাই স্বর্ণকে পূর্ণ করা যায়। তাই বেদকে পূরণ করে এবং পরিস্ফুট করে বলিয়া পুরাণ ও ইতিহাস বেদ হইতে অভিন্ন এবং বেদই।

(ক্রমশঃ)

ALL GLORY TO SHRI SHRI GURU AND GOURANGA

THE ADVENT ANNIVERSARY OF

Lord Shri Krishna

AT

SHRI MEGHALAYA GOUDIYA MATH, TURA

Guided By The Devotees Of

Shri Goudiya Vedanta Samiti (Regd.)

—1983—

Sir / Madam !

A great religious conference Nam-Sankirtan, Ramayana discourse, theistic exhibition of Shri Krishna-Lila, film show of Shri Krishna-Lila, Shri Chaitanya-Lila, Shri Ram-Lila etc.

will be held at

SHRI MEGHALAYA GOUDIYA MATH, TURA

as previous years according to the following programme. All are cordially requested to co-operate and sympathise the renowned society irrespective of cast and creed in this holy function.

Yours ;

In the Service of the Supreme Lord,

Members of

SHRI GOUDIYA VEDANTA SAMITI (Regd.)

—: Programme :—

Religious Conference

All the meetings will be presided over by His Holiness **Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Acharjya Maharaj**, Attorney & Asstt. Secretary of Shri Goudiya Vedanta Samiti.

20-8-84 Monday, (6-30 P. M. to 9-30 P. M.)

Subject : The Avatarbad.

Inauguration by :- *Tridandi-Swami B. V. Yati Maharaj.*

Short Speech by 1) *Tridandi-Swami B. V. Vishnu Maharaj,*

Chief Speaker :- 2) *Prof. T. K. Das. Tura Govt. College.*

3) *Tridandi-Swami B. V. Yati Maharaj,*

4) *Shri Raghunandan Das Brahmachri, Principal, Shri Goudiya Vedanta Vidyapith, Tura.*

Chief Guest : 5) *Mr. Sandford Marak, Health Minister, Meghalaya.*

6) *Mr. Singjan Sangma, Ex-M. L. A.*

7) *Presidential Address.*

8) *VOTE OF THANKS.*

RAM LILA KIRTAN (In Bengali)
9 P. M. to 10-30 P. M.
BY SHYAMAL KRISHNA DASADHIKARI,
RAG-BHUSHAN (RADIO ARTIST)

21-8-84 Tuesday (6-30 P. M. to 9-30 P. M.)

Subject : Sanatan Dharma and Vedic Philosophy.

Eminent Speakers :- 1) *Swami B. V. Vishnu Maharaj*

2) *Prof. K. P. Choudhury, Tura Govt. College*

3) *Swami B. V. Yati Maharaj*

4) *Shri Kanai Lal Brahmachari*

5) *Mr. A. G. Momin, Principal, Tura Govt. Colleg*

—: Presidential Address :—

VOTE OF THANKS

22-8-84 Wednesday

1) PADAVALI KIRTAN (4·00 to 5·00)
2) A Variety consisting of Dance Recitation and Song (by the students of Shri Goudiya Vedanta Vidyapith)

Subject : LORD SHRI KRISHNA CHAITANYA MAHAPRABHU & HIS GIFT.

SPEAKERS :

1) *Dr. Sarathi Krishna Brahmachari*
2) *Shri Gobardhan Das Brahmachari*
3) „ *Balabhadra Das Brahmachari*
4) „ *Krishna Kanti Brahmachari*

—: Presidential Address :—

SHRI RAMLILA KIRTAN (From 9-30 to 11-00)

23-8-84 (Thursday)

1) PADAVALI KIRTAN (From 5-00 to 6-30)
2) Reading the Shrimat Bhagabatam (From 6-30 P.M. to 8 P.M.) by SHRIMAT B. V. VISHNU MAHARAJ
3) SHRI RAMLILA KIRTAN by Shri Shyamal Krishna Das Adhikari
4) Slide Projector show by Shri Balabhadra Brahmachari.

N. B. : Programme can be changed due to unavoidable circumstances.

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত

"শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা"

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত গীতাভূষণ-ভাষ্য

ও

শ্রীমদ্ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত

বিদ্বদ্রঞ্জন-ভাষা-ভাষ্য সমন্বিত।



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩৬শ বর্ষ | ৭ পদ্মনাভ, সঙ্কর্ষণ, ৪৯৮ গৌরাব্দ
৩১ ভাদ্র, সোমবার, ১৩৯১ : ইং ১৭।৯।১৯৮৪ | ৭ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীনবাষ্টকম্

[শ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

॥ শ্রীবৃন্দাবনেশ্বর্য্যৈ নমঃ ॥

গৌরীং গোষ্ঠবনেশ্বরীং গিরিধর-প্রাণাধিক-প্রেয়সীং
স্বীয়-প্রাণপরার্দ্ধ-পুষ্প-পটলী নির্ম্মঞ্ছ্যা তৎপদ্ধতিম্।
প্রেল্লা প্রাণ-বয়স্যয়া ললিতয়া সংলালিতাং নর্ম্মভিঃ
সিক্তাং সুষ্ঠু বিশাখয়া ভজ মনো রাধামগাধাং রসৈঃ ॥১॥

যিনি স্বীয় প্রাণসমূহ-রূপ পুষ্পশ্রেণী-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পথকে নির্ম্মঞ্ছন অর্থাৎ আরতি বা পরিষ্কার করিতেছেন, যিনি গিরিধর শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ হইতেও সমধিক প্রিয়তমা, প্রাণবয়স্যা ললিতা কর্ত্তৃক যিনি প্রেমদ্বারা সংলালিতা এবং বিশাখা কর্ত্তৃক যিনি পরিহাস-বাক্য-দ্বারা সুন্দররূপে পরিষিক্তা, হে মন ! সেই শৃঙ্গারাদি রসোপলক্ষিতা অপর্য্যাপ্ত গুণশালিনী গোষ্ঠবনেশ্বরী গৌরী শ্রীরাধাকে ভজনা কর॥ ১ ॥

স্বীয়-প্রেষ্ঠ-সরোবরান্তিক-বলৎ-কুঞ্জান্তরে সৌরভোৎ-
ফুল্লৎ-পুষ্প-মরন্দ-লুব্ধ-মধুপশ্রেণী-ধ্বনি-ভ্রাজিতে।
মাত্যন্মন্মথ-রাজ্য-কার্য্যমসকৃৎ সন্তালয়ন্তীং স্মরা-
মাত্য শ্রীহরিণা সমং ভজ মনো রাধামগাধাং রসৈঃ॥ ২ ॥

সৌরভশালী পুষ্পের মকরন্দ-পানে অত্যন্ত লুব্ধ মধুপ-শ্রেণীর মনোহর শব্দে যাহা সুশোভিত—এমত স্বীয় প্রিয়তম রাধাকুণ্ড-সমীপে বিরাজিত কুঞ্জমধ্যে কন্দর্পরাজ-মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণের সহিত যিনি উন্মত্ত মন্মথরাজ্যের কার্য্য-সকল নিরন্তর অন্বেষণ করিতেছেন, হে মন! সেই শৃঙ্গারাদি রসোপলক্ষিতা অপর্য্যাপ্ত গুণশালিনী শ্রীরাধাকে ভজনা কর॥ ২ ॥

কৃষ্ণাপাঙ্গ-তরঙ্গ-তুঙ্গিততরানঙ্গা-সুরঙ্গাং গিরাং
ভঙ্গ্যা লঙ্গিমসঙ্গরে বিদধতীং ভঙ্গং নু তদ্রঙ্গিণঃ।
ফুল্লৎ স্মের-সখীনিকায়-নিহিত-স্বাশীঃ সুধা-স্বাদন-
লব্ধোন্মাদ-ধুরোদ্ধুরাং ভজ মনো রাধামগাধাং রসৈঃ॥ ৩॥

যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ শ্রীকৃষ্ণের অপাঙ্গ-তরঙ্গদ্বারা অত্যন্ত বর্দ্ধিত কন্দর্পহেতু নৃত্য করিতেছে, যিনি বাক্য-কৌশলে শ্রীকৃষ্ণকে কামসমর হইতে নিবর্ত্তিত করিয়া হাস্যবদনা বয়স্যাগণের প্রদত্ত স্বীয় অভিলাষ-রূপ অমৃত পান করত অতিশয় উন্মাদে গর্ব্বিতা হইতেছেন, হে মন! সেই শৃঙ্গারাদি রসোপলক্ষিতা অপর্য্যাপ্ত গুণশালিনী শ্রীরাধাকে ভজনা কর॥ ৩ ॥

জিত্বা পাশক-কেলি-সঙ্গরতরে নির্ব্বাদ-বিম্বাধরং
স্মিত্বা দ্বিঃ পণিতং ধয়ত্যঘহরে সানন্দ-গর্ব্বোদ্ধুরে।
ঈষৎ শোণ-দৃগন্ত-কোণমুদয়দ্রোমাঞ্চ-কম্প-স্মিতং
নিঘ্নন্তীং কমলেন তং ভজ মনো রাধামগাধাং রসৈঃ॥ ৪ ॥

"পাশ-ক্রীড়ায় জয়ী হইলে তুমি বারদ্বয় মদীয় বিম্বাধর-গ্রহণে অধিকারী"—শ্রীরাধিকার এই পণ স্বীকারপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ পাশক্রীড়া-রূপ মহাসংগ্রামে তাঁহাকে জয় করিয়া সানন্দে ও সগর্ব্বে পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত তদীয় অধর গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলে, যে শ্রীরাধিকা ঈষৎ কটাক্ষ, রোমাঞ্চ, কম্প ও মধুর হাস্য বিস্তারপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে লীলা-কমলদ্বারা আঘাত করিতেছেন; হে মন! সেই শৃঙ্গারাদি রসোপলক্ষিতা অপর্য্যাপ্ত গুণশালিনী শ্রীরাধাকে ভজনা কর॥৪॥

অংসে ন্যস্য করং পরং বকরিপোর্ব্বাচং সুসখ্যোন্মদাং
পশ্যন্তীং নব-কানন-শ্রিয়মিমামুদ্ভাসয়ন্তোদ্ভবাম্।

প্রীত্যা তত্র বিশাখয়া কিশলয়ং নবং বিতীর্ণং প্রিয়-
শ্রোত্রে দ্রাগ্দধতীং মুদ্রা ভজ মনো রাধামগাধাং রসৈঃ ॥ ৫ ॥

যিনি বকারি শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধদেশে স্বীয় বামকর সমর্পণ-পূর্ব্বক তদীয় সুসখ্যভাবে অতিশয় উন্মত্ত হইয়া অভিনব বসন্তসম্ভূত নবকাননের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন এবং যিনি বনমধ্যে বিশাখার সহিত হর্ষ ও প্রীতি-সহকারে শীঘ্র প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের কর্ণে সুবিস্তীর্ণ নূতন পল্লব পরিধান করাইতেছেন, হে মন! সেই শৃঙ্গারাদি রসোপলক্ষিতা অপর্য্যাপ্ত গুণশালিনী শ্রীরাধাকে ভজনা কর ॥ ৫ ॥

মিথ্যা-স্বাপমনল্প-পুষ্প-শয়নে গোবর্দ্ধনাদ্রেগুর্হা-
মধ্যে প্রাগ্দধতো হরের্মুরলিকাং হৃত্বা হরন্তীং স্রজম্।
স্মিত্বা তেন গৃহীত-কণ্ঠ-নিকটাং ভীত্যাপসারোৎসুকাং
হস্তাভ্যাং দমিত-স্তনীং ভজ মনো রাধামগাধাং রসৈঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের গুহা-মধ্যে বিবিধ পুষ্পরচিত শয্যায় অলীকভাবে নিদ্রিত হইলে শ্রীরাধা অগ্রে মুরলী হরণ করিয়া পশ্চাৎ মালা হরণ করিতেছিলেন, এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যে তদীয় কণ্ঠের অধঃপ্রদেশ স্পর্শ করায় যিনি ভয়প্রযুক্ত পলায়নে উৎসুখ হইয়া দুইহস্তে কুচদ্বয়কে দমন অর্থাৎ নিজায়ত্তীভূত করিয়াছিলেন, হে মন! সেই শৃঙ্গারাদি রসোপলক্ষিতা অপর্য্যাপ্ত গুণশালিনী শ্রীরাধাকে ভজনা কর ॥ ৬ ॥

তূর্ণং গাঃ পুরতো বিধায় সখিভিঃ পূর্ণং বিশন্তং ব্রজে
ঘূর্ণদ্যৌবতকাঙ্ক্ষিতাক্ষি-নটনৈঃ পশ্যন্তমস্যা মুখম।
শ্যামং শ্যাম দৃগন্ত-বিভ্রম-ভরৈরান্দোলয়ন্তীতরাং
পদ্মা-ম্লানিকরোদয়াং ভজ মনো রাধামগাধাং রসৈঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্র গোবৎস-সকল অগ্রে করিয়া শ্রীদামাদি সখাগণের সহিত মিলিত হইয়া ব্রজে প্রবেশ করিতে করিতে চঞ্চল যুবতীবৃন্দের অভিলষিত নেত্র-নটনদ্বারা শ্রীরাধার বদনমণ্ডল দর্শন করিতেছিলেন, যিনি এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত স্বীয় দৃষ্টি-বিলাসদ্বারা ঐ শ্রীকৃষ্ণকে আন্দোলিত করিতেছেন এবং যাঁহার আবির্ভাবে স্বীয় সৌভাগ্য প্রকটন-হেতু চন্দ্রাবলী-সখী পদ্মার গ্লানি উপস্থিত হয়, হে মন! সেই শৃঙ্গারাদি রসোপলক্ষিতা অপর্য্যাপ্ত গুণশালিনী শ্রীরাধাকে ভজনা কর ॥ ৭ ॥

প্রোদ্যৎ কান্তি-ভরেণ বল্লব-বধূতারাঃ পরার্দ্ধাৎ পরাঃ
কুর্ব্বাণাং মলিনাঃ সদোজ্জ্বল-রসে রাসে লসন্তীরপি।

গোষ্ঠারণ্য-বরেণ্য-ধন্য-গগনে গত্যানুরাধাশ্রিতাং
গোবিন্দেন্দু-বিরাজিতাং ভজ মনো রাধামগাধাং রসৈঃ ॥ ৮ ॥

উজ্জ্বল-রসবিশিষ্ট রাসলীলাতেও যাঁহাদিগের শোভা সতত দেদীপ্যমান, তাদৃশ গোপ-বনিতারূপ অসংখ্য তারকাগণকে যিনি প্রকৃষ্ট ও উজ্জ্বলকান্তি-দ্বারা মলিন করিতেছেন এবং যিনি শ্রীবৃন্দাবনরূপ উৎকৃষ্ট ও ধন্য গগন-প্রান্তে অনুরাধারূপে বিবিধ প্রকারে সেবিতা হইয়া গোবিন্দ-রূপ চন্দ্র-সঙ্গে বিরাজ করিতেছেন, হে মন! সেই শৃঙ্গারাদি রসোপলক্ষিতা অপর্য্যাপ্ত গুণশালিনী শ্রীরধাকে ভজনা কর ॥ ৮ ॥

প্রীত্যা সুষ্ঠু নবাষ্টকং পটুমতির্ভূমৌ নিপত্য স্ফুটং
কাকা গদ্গদ-নিস্বনেন নিয়তং পূর্ণং পঠেদযঃ কৃতী।
ঘূর্ণন্মত্ত-মুকুন্দভৃঙ্গ-বিলসদ্রাধা-সুধা-বল্লরীং
সেবোদ্রেক-রসেন গোষ্ঠ-বিপিনে প্রেম্না স তাং সিঞ্চতি ॥ ৯ ॥

যে সুকৃতিমান্ ব্যক্তি ভূমি-নিপতিত হইয়া স্থিরবুদ্ধিতে প্রীতি, কাকু ও গদ্গদস্বরে স্পষ্ট করিয়া অর্থবোধের সহিত এই নবাষ্টক নিয়ত পাঠ করেন, তিনি গোষ্ঠবিপিনে অর্থাৎ বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণরূপ ভ্রমর যাঁহাতে মত্ত হইয়া ঘূর্ণন করিতেছেন, সেই বিলাসশালিনী রাধারূপ অমৃত-লতাকে প্রেম-সহকারে সেবারূপ উদ্রিক্ত-রসদ্বারা সেচন করেন ॥ ৯ ॥

ভাড়াটিয়া ভক্ত নহে

শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ংরূপ ভগবান্ কৃষ্ণ ও জীবের চিদাচিদ্ আশ্রিতা বৃত্তিদ্বয়

শ্রীগৌরসুন্দরে যাঁহার ভক্তি আছে তিনি ভক্ত। শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান্। কেবল ভগবান্ নহেন 'স্বয়ংরূপ ভগবান্ কৃষ্ণ'। স্বয়ংরূপ ভগবান্ কৃষ্ণ' হইতে যিনি গৌরসুন্দরকে ভেদবুদ্ধি করেন তাঁহার বৃত্তি কৃষ্ণোন্মুখিনী নহে; জড় বুদ্ধি মাত্র। জীবের বৃত্তি দুই প্রকার—চিদ্বিষয়িণী ও অচিদাশ্রিতা। অচিদাশ্রিতা বুদ্ধিতে কৃষ্ণ ও গৌরের মধ্যে ভেদ লক্ষিত হয়। চিদ্বিষয়িণী বুদ্ধিতে কৃষ্ণ ও গৌর অভিন্ন। তাঁহাদের লীলাগত পরিচয় বৈশিষ্ট্য অচিদাশ্রিতা বুদ্ধিতে অনুভূত হইলে জড়রস প্রবল হইয়া ভক্তি সুপ্তা হন, আবার চিদ্বিষয়িণী বুদ্ধিতে উদয় হইলে সেবাবৃত্তির পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। লীলাময়ের সেবা প্রতিকূলভাবে হয় না। জীব

অচিদাশ্রিত-বৃত্তিতে অবস্থিতিকালে জড়রসকে কৃষ্ণরস বলিয়া ভ্রম করে। শ্রীগৌর ভগবান্ 'স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ' হইয়াও জীবের প্রতি কৃষ্ণ অপেক্ষাও করুণাময়। শ্রীগৌরসুন্দর অচিদাশ্রিত বৃত্তিবিশিষ্ট বদ্ধ-জীবেরও আরাধ্য। শ্রীগৌরারাধনাফলে জীবের অচিদাশ্রিত-বৃত্তি শিথিল ও লঘু হইয়া পড়ে। শ্রীগৌরাঙ্গের করুণাময় তাঁহার সুপ্ত চিদ্বিষয়িণী বৃত্তি প্রকাশমানা হয়। তিনি গৌরপ্রসাদে শ্রীগৌরসুন্দরকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন।

আশ্রয়-জাতীয় লীলাময় কৃষ্ণই গৌরসুন্দর

কৃষ্ণের 'আশ্রয়'-জাতীয়-লীলাময় স্বয়ংরূপ ভগবান্ গৌরসুন্দর, জীবের কৃষ্ণ-বিমুখতা দূর হইলেই উপাস্য ভগবান্ 'বিষয়জাতীয় লীলাময়ের সহ অভিন্ন স্বয়ং-রূপে সেবিত হন। তখন সাধকের অচিদ্বৃত্তি একেবারে নিদ্রিত হয়। ব্রজেন্দ্রনন্দন বা গৌরসুন্দর অদ্বয়জ্ঞান। জীবের অচিদ্বৃত্তি প্রবল থাকা-কালে গৌর ভগবানে একান্তভাবে প্রপন্ন হইলেই তাঁহাকে অদ্বয়-জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন বলিয়া নিত্যানুভূতি হয়। তখন স্বয়ংরূপ ভগবানের বিষয়-জাতীয় লীলা ও আশ্রয়-জাতীয়-লীলার উচ্চাবচ দর্শন-জন্য মায়িক ভেদ, অদ্বয়-জ্ঞানের বিপর্য্যয় করিতে সমর্থ হয় না। জড় জগতের 'বিষয়' ও 'আশ্রয়'-গত দর্শনে অদ্বয়জ্ঞানের অভাব আছে। বিশেষতঃ অদ্বয়-জ্ঞান ভগবত্তায় স্বয়ংরূপ, স্বাংশ প্রভৃতি চিন্ময় ভগবদ্-'বিশেষ'-সমূহ ব্যাঘাত করে না। মায়া-জন্য অংশত্ব বা অংশীত্ব অদ্বয়জ্ঞান ভগবত্তায় স্থান পায় না, যেহেতু ভগবত্তায় মায়াধীশত্ব নিত্যকাল প্রবল।

বিভিন্নাংশজীব অণু; কিন্তু গৌরসুন্দর আশ্রয়ভাবে বিভু-বিষয়

ভগবত্তায় বিষয় ও আশ্রয়গত বিচিত্রতার মায়িক হেয়তা বা অভাব নাই। যেখানে অদ্বয়জ্ঞানের অভাব আছে তাহাই ভগবত্তার অংশগত ভেদ বা বিভিন্নাংশ। বিভিন্নাংশ জীবপদবাচ্য। যেখানে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাহাই অখণ্ড মায়া। উহাও বিভিন্নাংশ। অংশগত ভগবদ্রোহিত্য হেতু জীব, ভগবদ্বিভিন্ন জড় মায়ার অঙ্গীকার করেন উহাই আবদ্ধা বা হরি-বৈমুখ্য। জীবের দ্বৈত-ধারণায় বিষয় ও আশ্রয়গত নিত্যরসময় ভগবত্তায় বৃহত্ত্ব, অণুত্ব প্রভৃতি পরিমাণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সেখানেই জীবানুভূতিতে আশ্রয়গতলীলায় অণুত্বের ধারণা প্রবেশ করিয়াছে। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমন্মধ্বমুনি আশ্রয়গত ভগবত্তাকে বিষ্ণুকোটির অন্তর্ভুক্ত প্রকাশ না

করায় স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ, স্বীয় আশ্রয়গত ভাবাঙ্গীকারময় গোলোকের নদীয়া প্রকোষ্ঠস্থ নিত্যলীলায় প্রপঞ্চে প্রদর্শন করেন। অণুচৈতন্য জীবের ভাষায় বর্ণন করিতে গিয়া, অণুচিৎ জীবের বুদ্ধির গোচর করাইতে গিয়া, শ্রীগৌরাঙ্গের দ্বিতীয়-স্বরূপ শ্রীদামোদরস্বরূপ গোস্বামী প্রভু, নিত্য বিষয় ভাবাঙ্গীকারী সম্ভোগ-রসময়-বিগ্রহ কৃষ্ণচন্দ্রের নিত্য আশ্রয়ভাবাঙ্গীকারের নিত্যাভিলাষ ও নিত্য-গৌরলীলা-বৈচিত্র জগৎকে জানাইয়াছেন। তাহাতে আশ্রয়ভাবের হেয়ত্ব প্রদর্শক মায়িক রজ-পরাজয় নাই।

অদ্বয়জ্ঞান গৌরসুন্দর ও অদ্বয়-অজ্ঞান মায়া
জীব মায়াদ্বারা বহির্ম্মুখতাপ্রাপ্ত

জীব ও মায়া উভয়ই অদ্বয়জ্ঞান গৌরসুন্দরের ভেদাংশ-বিশেষ। মায়া সম্পূর্ণ হরিবিমুখতার অনাদি অদ্বয়ভাব বা অজ্ঞান। জীবের সহিত অদ্বয়-জ্ঞান মায়ার অনিত্য সম্বন্ধ আছে। তজ্জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর বিভিন্নাংশ জীবের স্বরূপ বর্ণন করিতে গিয়া জীবকে নিত্য কৃষ্ণদাস এবং অনাদি বহির্ম্মুখ বলিয়াছেন। জীব কোন দিন মায়াধীশ বিষ্ণুতত্ত্ব নহেন, পরন্তু বিষ্ণু-সেবাবৈমুখ্যে তাঁহার অনাদিকাল হইতেই বহির্ম্মুখ ধর্ম্ম স্বরূপগঠনেই অনুস্যূত আছে। কৃষ্ণদাস্য ভুলিয়া জীব বিষয়-আশ্রয়গত নিত্যরসে সেবা ত্যাগ করিয়া বিষয়গত-ভাবকে অস্মিতায় আবাহনপূর্ব্বক নিজের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। মায়িক অতদ্রূপ-বৈভবকে আশ্রয়স্বরূপ লাভ করিয়া নিজে বিষয় হইয়া ক্লেশনামক ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়াছেন।

গৌরের আশ্রয়-ভাবাস্বাদনকল্পে
ঔদার্য্যময় জিহ্বোদ্ধারলীলা

বিষয়-বিগ্রহ হইলেও শ্রীগৌরসুন্দর নিত্যকাল আশ্রয়বিগ্রহের নিত্য-বৃত্তিগত আস্বাদন-লীলায় ব্যস্ত আছেন। জীবের প্রতি উদার হইয়া জীবের একমাত্র কল্যাণের উপায়রূপ স্বীয় অমন্দোদয়া করুণা বিতরণে ব্যগ্র। জীব যদি মহাবদান্য গৌরকরুণা গ্রহণ না করিয়া আশ্রয় আলম্বন ছাড়িয়া গৌরাঙ্গসুন্দর কৃষ্ণকে তাঁহার ন্যায় বিভিন্নাংশ বা অজ্ঞান মায়া জানেন তাহা হইলে তিনি গৌরাঙ্গের আশ্রয়-ভাবাঙ্গীকারগত লীলায় অপ্রবিষ্ট থাকিয়া কোনদিনই কৃষ্ণভজন করিতে পারিবেন না। অচিদ্বৃত্তি ছাড়াইয়া জীবকে দুঃসঙ্গ মুক্তকরণাভিপ্রায়েই ভগবান্ গৌরহরি জীবের কল্যাণলাভের মূল স্বরূপগত আশ্রয় ভাবাঙ্গীকার প্রদর্শন করিয়াছেন। জীব নিজ বিমুখ

অবস্থা প্রবল রাখিবার জন্য যদি আশ্রয়বিগ্রহ কৃষ্ণকে অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দরের কথা না শুনেন তাহা হইলে তিনি মায়িক জড়-বিষয়েই আবদ্ধ থাকিবেন। তাঁহার শ্রীগৌরপাদপদ্ম আশ্রয় করার সৌভাগ্য-সম্ভাবনা কোনদিনই হইবে না। জড় বিষয়ে চিরকাল যাপন করিবেন।

জীব নিজস্ব আত্মাকে ভুলিয়া
পরস্ব দেহাদির সুখে মত্ততাই ভাড়াটিয়া বুদ্ধি

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। মায়িক জগতে অবলম্বন বা আশ্রয় করিয়া জীব ভোক্তাভিমানে সেই নিত্যদাস্য একেবারে বিস্মৃত হইয়াছেন। পরের গৃহে বাস করিয়া দেহকে আত্মজ্ঞান, আবাস্য স্থানের হরিদাস্যরূপ চিৎ-প্রকাশ না বুঝিয়া ইন্দ্রিয়সুখ-তৎপরতায় ভোক্তাবুদ্ধিতে নিত্যধর্ম্মের নামে জড়-জগতে ভাড়া দাখিল করিতেছেন। দ্রব্যগুলি নিজের না হইলেই ভাড়া দিতে হয়। দেহে আত্মজ্ঞান হইলেই জড়ের সুখ-মূল্য ভাড়া আদায় করিতে হয়। ইহাকেই বলে জড়ে প্রভুত্ব বা ভাড়া আদায়। জড়াভিমানীর পরিচর্য্যা করিয়া দিয়া মাসিক শুল্ক গ্রহণ বা ঠিকা ফুরণ ভাড়া লাভের জন্য যাবতীয় চেষ্টা।

শ্রীমূর্ত্তি, ভাগবত, মন্ত্রাদিতে আপনবোধ
না থাকায় ভাড়া দেওয়া হয়

গৌরসুন্দর বলিলেন,—সম্বন্ধ-জ্ঞানাভাবে কৃষ্ণের অনুশীলন হয় না, কৃষ্ণানুশীলনের নামে নিজত্বকে জড়ের নিকট ভাড়া দিলে গৌর-সেবা হয় না। কেহ শ্রীমূর্ত্তি ভাড়া দিয়া অর্থলাভপূর্ব্বক কৃষ্ণবিমুখ মায়িক দেহ পোষণ করেন, কেহ বা মায়িক ভোগপর মনের পুষ্টি সাধন করেন। কেহ শ্রীমদ্ভাগবত ভাড়া দিয়া অর্থ লাভ করিয়া মায়িক দেহ ও হরিসেবা-বিমুখ মনের পুষ্টি সাধন করেন। কেহ মন্ত্রাত্মক গৌর ভগবান্‌কে ভাড়া দিয়া বৈষ্ণবাচার্য্য নামে বিক্রীত হন, কেহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ভাড়া দিয়া গৌরভক্ত-খ্যাতি লাভ করেন।

বক্তৃতা ভাড়া, গ্রন্থরচনা ভাড়া প্রভৃতি ভাড়ার বিভিন্নরূপ

কেহ উৎকট প্রেমিক ভক্তসজ্জা ভাড়া দিয়া, কেহ গৌরগ্রন্থ প্রচার ভাড়া দিয়া, কেহ বা ভক্তির বক্তৃতা ভাড়া দিয়া, কেহ বা রস কবিতারচনা ভাড়া দিয়া, কেহ বা নিজশিক্ষা গুরুগিরি ভাড়া দিয়া গৌরভক্তির নিকট নিত্যকাল বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ বা রসগীতগান ভাড়া দিয়া

কেহ বা ভাড়াটিয়া ভক্তাভিমানীকে নিজ প্রাকৃত অর্থ ভাড়া দিয়া, কেহ বা ভাড়াটিয়াকে ভক্ত সংজ্ঞা ভাড়া দিয়া, কেহ বা ইষ্টগোষ্ঠী ভাড়া দিয়া, কেহ বা মৃদঙ্গবাদ্য ভাড়া দিয়া, কেহ বা বৈষ্ণব-পত্রিকা ভাড়া দিয়া, কেহ বা বৈষ্ণব-পত্রিকার সম্পাদন ভাড়া দিয়া, কেহ বা গৌর-প্রসাদান্ন ভাড়া দিয়া, কেহ বা ব্রহ্মচর্য্য সন্ন্যাসীগিরি ভাড়া দিয়া ভক্ত হন, কেহ বা জড়-লাম্পট্যে উৎসাহ ভাড়া দেন।

শুদ্ধভক্ত ভাড়াটিয়া নহেন—
তাঁহাদের সেবায় আদান-প্রদান নাই

ভাড়াটিয়া ভক্ত নিজ নিজ ভাড়াটিয়া শরীরের ভাড়া আদায় করিয়া লইতেছেন। আদায়ী ভাড়াগুলি নিজ প্রতিষ্ঠা, নিজ কনকার্জ্জন, নিজ কামিনী-তর্পণ প্রভৃতি কার্য্যে লাগাইয়া দিয়া গৌরভক্তি লাভ করিতেছেন, মনে করেন। কিন্তু শুদ্ধভক্তগণ সর্ব্বদাই এরূপ ভাড়া দেওয়া-নেওয়া-কার্য্য হইতে বিরত থাকেন। ভাড়া দেওয়া-নেওয়ার অভিনয় করিয়াও তাহাতে লিপ্ত হন না। শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশানুযায়ী—

"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণ-সম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥"

—এইটী তাঁহারা সুন্দররূপে সর্ব্বদা আলোচ্য-বিষয় করিয়া রাখেন। ভাড়াটিয়া ভক্ত নিমন্ত্রণ করিলে বা তাহাতে অনেক পাওয়া গেলেও তদ্দ্বারা বৈষ্ণবসেবা হয় না। ভক্তির অনুষ্ঠান জন্য ভাড়ার রকমারি অনেক প্রকারে আদায় হইলেও, তদ্দ্বারা প্রকৃত হরিসেবা হয় না। ভাড়াটিয়ার দ্বারা কৃষ্ণ-সেবা হয় না, ভাড়া-বুদ্ধিতেও গৌরভক্তি হয় না।

ভাড়া আদান-প্রদানের দ্বারা ভক্তির অনুষ্ঠান হয় না

ভাড়া দিলে শ্রীধামে যাওয়া যায় না, ভাড়া আদায় করিলেও শ্রীধামবাসী হওয়া হয় না। নিজের সেবা-প্রবৃত্তি না হইলে পরের দ্বারা হরিসেবা হয় না। **ধন-শিষ্যাদিদ্বারা ভক্তি হয় না। ভাড়াটিয়া গায়ক হরিনাম করিতে পারেন না, ভাড়াটিয়া বাদক হরিকীর্ত্তনে বাজাইতে পারেন না। ভাড়াটীয়া শ্রোতা হরিকীর্ত্তন শুনিতে পান না, ভাড়াটিয়া বক্তা হরিকীর্ত্তন গাইতে পারেন না।** ভাড়াটিয়া শিষ্য, ভাড়াটিয়া গুরু—উভয়েই নিজত্বে স্থাপিত নহেন বলিয়া তাঁহাদের গৌর-ভক্তির অভাব হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গকে নিজের জানিলেই উহা ভাড়া জন্য দিবার নহে, বুঝিতে পারা যায়।

হরিসেবায় আপনবোধ হইলে
তদ্দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করা চলে না

তর্ক-বিতর্ক ভাড়া দেওয়া যায়। মিছাভজন ভাড়া দেওয়া যায় কিন্তু ভক্তের নিজ ভজন ভাড়া দেওয়া যায় না। মানুষ নিজ বাড়ী, নিজ বাহন প্রভৃতি ভাড়া দেয় না। নিজের না থাকিলেই ভাড়া লইতে হয়। ভাড়ার জিনিসকে নিজের সত্ত্ব বলিয়া প্রচার করিলে কপটতা হয়। তজ্জন্য ভাড়াটিয়া ভক্ত নহেন। ভক্তি নিজের নিত্যবৃত্তি। কৃত্রিম বৃত্তি নহে। অন্যাভিলাষযুক্ত হইলে গৌরের অনুকূল অনুশীলন হয় না। অচিৎ ভোগপর ফললাভাকাঙ্ক্ষার আবরণ থাকিলে গৌরের অনুকূল অনুশীলন হয় না. নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ আবরণে গৌরের অনুশীলন হয় না। অন্যাভিলাষ কর্ম্মাবরণ ও জ্ঞানাবরণ ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া চলে, ভক্তি ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া চলে না। যাহারা ভক্তি ভাড়া লয় বা দেয় তাহারা ভক্ত নহে।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

শ্রীহরিনাম

পরমেশ্বরের কৃপা ব্যতীত এই দুস্তর ভবসমুদ্র পার হইবার অন্য উপায় নাই। জড় হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও জীব স্বভাবতঃ দুর্ব্বল ও পরাধীন। একমাত্র ভগবান্‌ই জীবের নিয়ন্তা, পাতা ও ত্রাতা। জীব অণুচৈতন্য, অতএব পরম-চৈতন্যের অধীন ও সেবক। পরমচৈতন্যরূপ ভগবান্‌ই জীবের আশ্রয়। এই জড়জগৎ মায়া-নির্ম্মিত। জড়জগতে জীবের অবস্থিতি কেবল দণ্ডাজনের কারাবাস। ভগবদ্-বৈমুখ্যবশতঃ জীবের মায়া সংশ্রব। ভগবৎসাম্মুখ্য ব্যতীত জীবের মায়া হইতে উদ্ধারের উপায়ান্তর নাই। ভগবদ্-বহির্ম্মুখ জীবই মায়াবদ্ধ। ভগবদ্-অনুগত জীবই মুক্ত।

বদ্ধজীবগণ সাধনক্রমে ভগবৎকৃপা লাভ করিলে মায়ার সুদৃঢ় রজ্জুচ্ছেদ করিতে সক্ষম হন। মহর্ষিগণ অনেক বিচার করিয়া তিন প্রকার সাধন নির্ণয় করিয়াছেন অর্থাৎ কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি।

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, যজ্ঞ, তপস্যা, দান, ব্রত, যোগ ইত্যাদি নানাবিধ কর্ম্মাঙ্গ শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। ঐ সমস্ত কর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন ফল সেই সমুদয় শাস্ত্রে কথিত

হইয়াছে। ফলগুলি পৃথক্ করিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে,—স্বর্গভোগ মর্ত্ত্যসুখ-ভোগ, সামর্থ্য, রোগশান্তি ও উচ্চকার্য্যে অবকাশ, ইহারাই প্রধান ফল। উচ্চকার্য্যের অবকাশরূপ ফলটিকে পৃথক্ করিলে আর সমস্ত ফলই মায়িক বলিয়া প্রতীত হইবে। স্বর্গভোগ, মর্ত্ত্যসুখভোগ, ঐশ্বর্য্যাদি সামর্থ্য, যাহা কর্ম্ম-দ্বারা জীব লাভ করে, সে-সমুদায় নশ্বর। ভগবানের কালচক্রে সমুদায়ই বিনষ্ট হইয়া যায়। সেইসকল ফলদ্বারা মায়াবন্ধ বিনাশ হওয়া দূরে থাকুক, তাহা কালক্রমে বাসনা-যোগে আরও দৃঢ় হইতে থাকে। উচ্চকার্য্যের অবকাশরূপ ফলটিও, যদি উচ্চকার্য্য বাস্তবিক করা না হয়, তবে নিরর্থক হইয়া উঠে। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

বর্ণাশ্রমরূপ ধর্ম্মের মূল তাৎপর্য্য এই যে, স্বভাব-অনুসারে সাংসারিক ও শারীরিক কর্ম্মের বিভাগদ্বারা অনায়াসে মানবের সংসার ও শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহ হইবে। তাহা হইলে হরিকথা আলোচনার অনেক অবকাশ লাভ হইবে। যদি কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াও হরিচর্চ্চার দ্বারা হরিকথায় রতি না লাভ করেন, তবে তাঁহার ধর্ম্মানুষ্ঠান-কার্য্যটী কেবল পরিশ্রম-মাত্র। কর্ম্মদ্বারা নিশ্চয়রূপে ভবসিন্ধু পার হওয়া যায় না, ইহা সংক্ষেপে বলিলাম।

জ্ঞানচর্চ্চা জীবের উচ্চগতি লাভের সাধনরূপে বর্ণিত হইয়াছে। জ্ঞানের ফল আত্মশুদ্ধি। আত্মা যে জড়াতীতবস্তু, তাহা বিস্মৃত হওয়ায় জীব জড়াশ্রিত হইয়া কর্ম্মমার্গে ভ্রমণ করিতেছেন। জ্ঞান-চর্চ্চার দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, আমি জড় নই, চিদ্বস্তু। এরূপ জ্ঞান স্বভাবতঃ 'নৈষ্কর্ম্ম্য' নামে অভিহিত হয়। যেহেতু চিদ্বস্তুর নিত্যধর্ম্ম যে চিদাস্বাদন, তাহা তাহাতে আরম্ভ হয় না। এ অবস্থার ব্যক্তিই আত্মারাম। কিন্তু যখন চিদাস্বাদনরূপ চিৎক্রিয়া আরম্ভ হয়, তখন আর নৈষ্কর্ম্ম্য থাকে না। এইজন্য নারদ বলিয়াছেন যে,—

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুত-ভাববর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।

নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ নিরঞ্জন জ্ঞান যে-পর্য্যন্ত অচ্যুতভাব-বিহীন থাকে, সে-পর্য্যন্ত তাহার শোভা নাই।

যদি বল তবে কি হয়, অতএব ভাগবতে কথিত হইয়াছে—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥

পরমচৈতন্য হরিতে এমন একটি আসাধারণ গুণ আছে যে, সমস্ত জড়মুক্ত আত্মারামগণকে আকর্ষণ করিয়া স্বীয় ভক্তিরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করে।

অতএব কর্ম্ম সদবকাশ প্রদানপূর্ব্বক এবং জ্ঞান স্বীয় নৈষ্কর্ম্ম্যস্বরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক যখন ভক্তিসাধন করাইতে নিযুক্ত হয়, তখনই কর্ম্ম ও জ্ঞানকে সাধন-অঙ্গ বলা যায়। তাহাদের নিজের কোন সাধনাঙ্গতা স্বীকৃত হয় নাই। এইজন্য ভক্তিকেই সাধন বলা হইয়াছে। কর্ম্ম ও জ্ঞান ভক্তির আশ্রয়ে কোন কোন সময়ে সাধন হয়, কিন্তু ভক্তি স্বভাবতঃই সাধনরূপা; যথা একাদশে ভাগবতে— ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥

হে উদ্ধব! কর্ম্মযোগ, সাংখ্যযোগ, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম, বেদ-পাঠ, তপস্যা বা বৈরাগ্য আমাকে প্রসন্ন করিতে পারে না, কিন্তু তীব্র ভক্তিই কেবল আমাকে প্রসন্ন করিতে পারে।

ভগবানের প্রসন্নতা লাভ করিবার কারণ ভক্তি ব্যতীত আর কোন উপায় নাই। সাধনভক্তি শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধ। তন্মধ্যে শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণই প্রধান সাধনাঙ্গ। ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা এই—চারিটী বিষয়েই শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ হয়। তন্মধ্যে নামই আদি ও সর্ব্ব-বীজস্বরূপ। অতএব হরিনামই সকল উপাসনার মূল। এতন্নিবন্ধন শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে,—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

কলিকালে হরিনাম ব্যতীত জীবের অন্যগতি নাই। 'কলিকাল' শব্দদ্বারা এই বুঝিতে হইবে যে, সর্ব্বকালেই হরিনাম ব্যতীত জীবের গতি নাই। বিশেষতঃ কলিকালে অন্য মন্ত্রাদিসাধন দুর্ব্বল হওয়ায় কেবল হরিনামই একমাত্র অবলম্বনীয়, সেহেতু হরিনাম সর্ব্বাপেক্ষা বীর্য্যবান্।

হরিনাম যে কি পদার্থ, তাহা পদ্মপুরাণে এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন,—একমেব সচ্চিদানন্দ-রসাদিরূপং তত্ত্বং দ্বিধাবির্ভূতমিত্যর্থঃ।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব অদ্বয় সচ্চিদানন্দস্বরূপ। তাঁহার দুইপ্রকার আবির্ভাব, অর্থাৎ নামিরূপে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ ও নামরূপে শ্রীকৃষ্ণনাম। ইহার মূলতত্ত্ব এই যে, শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান্। শক্তিমান্ যে পুরুষ, তাঁহার সমস্ত প্রকাশই তাঁহার শক্তি-প্রকাশ মাত্র। শক্তিই তাঁহার আধাররূপ পুরুষকে অন্যের নিকট প্রকাশ করেন। শক্তির দর্শনপ্রভাব-দ্বারা কৃষ্ণ-রূপ প্রকাশিত হয় এবং আহ্বয়-প্রভাব দ্বারা কৃষ্ণ-নাম বিজ্ঞাপিত হয়। অতএব কৃষ্ণ-নাম চিন্তামণিস্বরূপ, কৃষ্ণস্বরূপ ও চৈতন্য-রসবিগ্রহস্বরূপ। নাম সর্ব্বদা পূর্ণস্বরূপ অর্থাৎ তাহাতে বিভক্তিযোগ দ্বারা "কৃষ্ণায়, নারায়ণায়" ইত্যাদি মন্ত্রাদি-নির্ম্মাণ অপেক্ষা করে না। কৃষ্ণনাম বলিবামাত্র কৃষ্ণরস চিত্তে সহসা উদয় হয়। নাম সর্ব্বদা বিশুদ্ধ অর্থাৎ জড়ীয় অক্ষরাদির ন্যায় জড়াশ্রয় হয়। নাম কেবল চৈতন্য রসমাত্র। নাম সর্ব্বদাই মুক্ত, অতএব নিত্যমুক্ত ; কখনই জড় হইতে উদ্ভূত হয় নাই। যাঁহারা নামরস পান করিয়াছেন, তাঁহারাই কেবল এই ব্যাখ্যা বুঝিতে সক্ষম। যাঁহারা নামে জড়ত্ব আরোপ করেন, স্বয়ং নামের চৈতন্যরসাস্বাদনে তাঁহারা অক্ষম, তাঁহারা এই ব্যাখ্যা শ্রবণে প্রীতিলাভ করিতে পারিবেন না। যদি বল যে, সর্ব্বদাই আমরা যে নামোচ্চারণ করি, তাহা জড়ীয় অক্ষর আশ্রয় করিয়া থাকি। এস্থলে নামকে জড়জাতবস্তু বলিতে হইবে, ইহাকে নিত্যমুক্ত বলিতে পারি না। এই বহির্ম্মুখ তর্ক নিরস্তকরণাভিপ্রায়ে শ্রীরূপগোস্বামী লিখিয়াছেন,—অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।

সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

প্রাকৃত বস্তুই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়। কৃষ্ণনামাদি অপ্রাকৃত, তাহা কখনই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। তবে যে নাম জিহ্বাতে প্রকাশিত হয়, সে কেবল আত্মার অপ্রাকৃত আনন্দের, তত্তদুপযোগী ইন্দ্রিয়ে স্ফূর্ত্তিমাত্র। ভক্তি যে-সময় আত্মার অপ্রাকৃত জিহ্বায় কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করেন তখন ঐ উচ্চারিত পরমতত্ত্ব প্রাকৃত জিহ্বায় আবির্ভূত হইয়া নৃত্য করিতে থাকে। আনন্দ-দ্বারা হাস্য, স্নেহ-দ্বারা ক্রন্দন, প্রীতি-দ্বারা নৃত্য যেরূপ অপ্রাকৃত রসের ইন্দ্রিয় পর্য্যন্ত ব্যাপ্তি, তদ্রূপ কৃষ্ণনাম রসের জিহ্বা পর্য্যন্ত ব্যাপ্তিই হইয়া থাকে। প্রাকৃত জিহ্বায় কৃষ্ণনামের জন্ম হয় না। সাধন-কালে যে নামের অভ্যাস, তাহা বাস্তবিক নাম নয়। তাহাকে ছায়াসংজ্ঞিত নামাভাস বলা যায়। নামাভাসে জীবের ক্রমোন্নতি বিক্রমে অনেকস্থলে অপ্রাকৃত নামে রুচি হইয়াছে। বাল্মীকি ও অজামীলের জীবন-চরিত্র আলোচনা করিলে ইহা জ্ঞাত হওয়া যাইবে।

জীবের অপরাধক্রমে নামে রুচি হয় না। অপরাধশূন্য হইয়া যিনি কৃষ্ণনাম গ্রহণ করেন তাঁহার হৃদয়ে চৈতন্যরস-বিগ্রহরূপ অপ্রাকৃত হরিনামের উদয় হয়। অপ্রাকৃত নামোদয় হইলে হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া চক্ষে জলধারা ও দেহে সাত্ত্বিক-বিকার প্রতীয়মান হইয়া থাকে। অতএব ভাগবতে এরূপ কথিত হইয়াছে,—

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্‌গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥

জীব যখন হরিনাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার হৃদয় অবশ্য বিকৃত হইবে, নেত্রে জলধারা বাহির হইবে এবং গাত্ররুহে হর্ষের উদয় হইবে। তিনি কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়াও এরূপ বিকার লাভ না করেন, তাঁহার হৃদয় অপরাধ-দ্বারা অত্যন্ত কঠিন হইয়াছে।

নিরপরাধে হরিনাম গ্রহণ করা সাধকের নিতান্ত কর্ত্তব্য। অতএব অপরাধ বর্জ্জন করিতে গেলে অপরাধ কতপ্রকার, তাহা জানা আবশ্যক।

হরিনাম-সম্বন্ধে দশপ্রকার অপরাধ শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে; যথা,—
(১) সাধুনিন্দা। (২) ভগবান্ হইতে শিবাদি দেবতাকে ভিন্ন জ্ঞান-করণ। (৩) গুর্ব্ববজ্ঞা। (৪) সচ্ছাস্ত্র-নিন্দন। (৫) হরিনামের মহিমাকে প্রশংসা বলিয়া স্থিরকরণ। (৬) হরিনামে প্রকারন্তরে অর্থকল্পন। (৭) নামবলে পাপাচরণ। (৮) অন্য শুভকর্ম্মের সহিত নামের সামাজ্ঞান। (৯) অশ্রদ্দধান ব্যক্তির প্রতি হরিনামোপদেশ। (১০) নামের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও তাহাতে অবিশ্বাস। সাধুভক্তগণের প্রতি অশ্রদ্ধা-প্রকাশ ও সাধুচরিত্র মহাজনগণের নিন্দা করিলে হরিনামের প্রতি অপরাধ হয়। অতএব যিনি নামাশ্রয় করিবেন, তাঁহার বৈষ্ণব-অবজ্ঞা-প্রবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে ত্যজ্য। বৈষ্ণবদিগের কার্য্যের প্রতি সন্দেহ হইলে সহসা নিন্দা না করিয়া তাহার তাৎপর্য্যানুসন্ধান করিবেন। অতএব সাধুদিগের প্রতি শ্রদ্ধা করাই নিতান্ত আবশ্যক।

ভগবান্ হইতে শিবাদি দেবতাকে ভিন্ন জ্ঞান করা হরিনামাপরাধের মধ্যে গণ্য হইয়াছে। ভগবত্তত্ত্ব এক এবং অদ্বিতীয়। শিবাদি দেবতার ভগবান্ হইতে ভিন্ন সত্তা নাই। শিবাদি দেবতাগণ ভগবানের গুণাবতার অথবা ভগবদ্ভক্ত বলিয়া সম্মাননা করিলে আর ভেদজ্ঞান থাকে না। যাঁহারা মহাদেবকে একজন পৃথক্ দেবতা বলিয়া শিব ও বিষ্ণুপূজা করেন, তাঁহারা মহাদেবের ভগবত্তা স্বীকার করেন না। তাহাতে তাঁহারা বিষ্ণু ও শিব

উভয়ের প্রতি অপরাধী হন। যাঁহারা হরিনাম আশ্রয় করেন, তাঁহাদের সেরূপ ভেদ-জ্ঞানকে প্রকৃষ্টরূপে ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

গুর্ব্ববজ্ঞা একটি নামাপরাধ। যাঁহা হইতে ভগবত্তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, তিনিই আচার্য্যরূপী ভগবৎপ্রেষ্ঠ। তাঁহাকে দৃঢ়ভক্তি করিয়া হরিনামে অচলা শ্রদ্ধা লাভ করা কর্ত্তব্য।

সচ্ছাস্ত্রনিন্দন-কার্য্যটি অবশ্য পরিত্যাজ্য। অনাদি বেদশাস্ত্র তদনুগত স্মৃতিশাস্ত্র—যাহাতে ভাগবতধর্ম্ম জানা যায়, সেই শাস্ত্রকে নিন্দা করিলে হরি-নামাপরাধ হয়। বেদাদি শাস্ত্রে সর্ব্বত্রই হরিনামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, যথা—

বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে॥

—এবম্বিধ সচ্ছাস্ত্র নিন্দা করিলে হরিনামে কিরূপে রতি হইবে?

অনেকে মনে করেন যে, বেদাদি শাস্ত্রে হরিনামের যে-মহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে—তাহা নামের প্রশংসামাত্র। যাঁহাদের এরূপ বুদ্ধি, তাঁহারা নামাপরাধী। তাঁহাদের হরিনামের ফলোদয় হয় না; অন্যান্য কর্ম্মকাণ্ডে যেরূপ রুচি উৎপাদনের জন্য ফলশ্রুতি কথিত হইয়াছে, হরিনামের ফলশ্রুতিকে যাঁহারা তদ্রূপ মনে করেন, তাঁহারা অতিশয় দুর্ভাগা। যাঁহারা সৌভাগ্যবান্, তাঁহারা এইরূপ বিশ্বাস করেন,—

এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥

নির্ব্বিদ্যমান অকুতোভয়-অভিলাষী যোগীদিগের পক্ষে হরিনাম কীর্ত্তনই একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। এরূপ যাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহাদের হরিনামের ফলোদয় হয়।

নামাভাস ও নামের ভেদ না বুঝিয়া অনেকে মনে করেন যে, নাম অক্ষরময়, অতএব শ্রদ্ধা না করিয়া নামাদিগ্রহণ করিলেও ফল হইবে। তাঁহারা অজামিলের ইতিহাস ও "সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা" ইত্যাদি শাস্ত্রবচনের উদাহরণ দেন। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, 'নাম' চৈতন্যরসবিগ্রহ, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে। সেস্থলে নিরপরাধপূর্ব্বক নামরসাশ্রয় না করিলে নামের ফলোদয় সম্ভব হয় না। শ্রদ্ধাবিহীন লোকের নাম-উচ্চারণ করার ফল এই যে, পরে সশ্রদ্ধ নাম লইতে পারে। অতএব দুষ্টরূপে অর্থবাদ করিয়া নামকে জড়াত্মক

অক্ষর-স্বরূপে যাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডের অঙ্গ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তাঁহারা নিতান্ত বহির্ম্মুখ ও নামাপরাধী। বৈষ্ণব-জনগণ ঐ নামাপরাধ যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবেন।

অনেকে হরিনামাশ্রয় করিয়া মনে করেন যে, আমরা সমস্ত পাপের একটি ঔষধ লাভ করিয়াছি। সেই বিশ্বাসের সহিত তাঁহারা প্রবঞ্চনা, মিথ্যাবচন, লাম্পট্য ইত্যাদি পাপাচরণ করিয়া পুনরায় হরিনাম উচ্চারণ-পূর্ব্বক ঐ সমস্ত পাপ ক্ষালন করিতে চেষ্টা করেন। ঐ সকল ব্যক্তি নামাপরাধী। যিনি নামাশ্রয় করেন, তিনি চিদ্রসের আস্বাদন করিয়া আর জড়ীয় অসদ্বস্তুতে আসক্ত করেন না। তাঁহাদের পাপাচরণ সম্ভব নয়। পুনঃ পুনঃ পাপ করিয়া নাম গ্রহণ করা কেবল শাঠ্যমাত্র। এই অপরাধটি অত্যন্ত গুরুতর, সর্ব্বদা পরিহার্য্য।

অনেকে মনে করেন যে, যজ্ঞাদি কর্ম্ম, দানাদি ধর্ম্ম, তীর্থযাত্রাদি চেষ্টা-সকল যেরূপ শুভকর, নামও তদ্রূপ। এরূপ যাহাদের বুদ্ধি, তাহারা নামাপরাধী। নাম সর্ব্বদাই চিদ্রস-স্বরূপ। অন্যান্য সমস্ত সৎকর্ম্মই জড়ময়। অতএব নাম হইতে তাহারা বিজাতীয়। যাঁহারা নামের সহিত ঐসকল শুভকর্ম্মের সাম্য বিবেচনা করেন, তাঁহারা প্রকৃত নামরস আস্বাদন করেন নাই। হীরক ও কাচে যেরূপ ভেদ, হরিনাম ও অন্যান্য শুভকর্ম্মে তদ্রূপ বস্তুগত ভেদ আছে।

অশ্রদ্দধান ব্যক্তির প্রতি হরিনাম যিনি উপদেশ করেন, তিনি অপরাধী। শূকরকে মুক্তাফল দিলে যেমত কোন কর্য্য হয় না, কেবল মুক্তাফলের অবমাননা হয়, তদ্রূপ নামের প্রতি যাহাদের উপযুক্ত শ্রদ্ধা উদিত হয় নাই, তাহাদিগকে নামোপদেশ করা নিতান্ত অন্যায়। অন্যান্য জীবের যাহাতে *হরিনামে শ্রদ্ধা হয়, তাহাই কর্ত্তব্য।* শ্রদ্ধা হইলে নামোপদেশ করিবে। যে-সকল লোক আপনাদিগকে গুরু-অভিমান করতঃ অপাত্রে হরিনাম উপদেশ করেন। তাঁহারা নামাপরাধক্রমে অধঃপতিত হন।

মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও যাঁহারা তাহাতেই ঐকান্তিক শ্রদ্ধা না করিয়া অন্যান্য সাধনোপায়রূপ কর্ম্ম-জ্ঞানের আশ্রয়-ত্যাগ না করেন, তাঁহারাও নামাপরাধী।

এবম্বিধ দশ প্রকার নামাপরাধ বর্জ্জন করিতে না পারিলে হরিনাম উদিত হয় না।

কলিজন-নিস্তারক মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব জগজ্জীবের নানাবিধ ক্লেশ দেখিয়া দয়ার্দ্র চিত্তে উপদেশ করিয়াছেন,—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

তৃণাপেক্ষা আপনাকে সামান্য জ্ঞান করিয়া ও বৃক্ষের অপেক্ষা সহিষ্ণু হইয়া স্বয়ং অভিমানশূন্য ও অপরকে সম্মান করত জীব হরিনাম-কীর্ত্তনে অধিকারী হন। ব্যবহার-শুদ্ধির সহিত হরিনাম গ্রহণের ব্যবস্থাই এই বচনের মুখ্য তাৎপর্য্য। যিনি আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা হীনজ্ঞান করেন, তিনি কখনই সাধু-নিন্দা করেন না, শিবাদি দেবতাকে ভেদবুদ্ধির দ্বারা অবমাননা করেন না, গুরুর প্রতি কোন প্রকার অবজ্ঞা করেন না, সচ্ছাস্ত্রের নিন্দা করেন না, হরি-নামের মাহাত্ম্যকে যথার্থ বলিয়া জানেন। শুদ্ধজ্ঞান জনিত তর্কদ্বারা হরি'-শব্দে নির্গুণ ব্রহ্মবাদের কল্পনা করেন না, নামবলে পাপাচরণ করেন না, অন্যান্য সৎকর্ম্মের সহিত হরিনামের সমানতা স্থাপন করেন না, অশ্রদ্ধধান ব্যক্তিকে হরিনাম দিয়া নামের প্রতি উপহাস-উৎপত্তি করেন না এবং নামেতে কিছুমাত্র অবিশ্বাস করেন না। তিনি স্বভাবতঃ এই দশটি নামাপরাধ বর্জ্জন করিয়া থাকেন। কেহ তাঁহাকে উপহাস করিলে বা তাঁহার অপকার করিলেও তিনি তাহার প্রতি উপকার করিতে বিমুখ হন না। তিনি জগতের সমস্ত কার্য্য করিতেও স্বয়ং কর্ত্তা বা ভোক্তা বলিয়া কোন প্রকার অভিমান করেন না। তিনি আপনাকে জগতের দাস জানিয়া সর্ব্বদা জগতের সেবায় ব্রতী হন।

এবম্বিধ অধিকারী ব্যক্তির মুখে যখন হরিনাম উচ্চারিত হয়, তখন অন্তঃস্থিত চিজ্জগৎ হইতে বিদ্যুদগ্নির ন্যায় চিৎফলক ব্যাপ্ত হইয়া জগজ্জীবের মায়াবিকাররূপ অন্ধকার শান্তি করিয়া থাকে। অতএব হে মহাত্মগণ! অপরাধশূন্য হইয়া সর্ব্বদা হরিনাম গ্রহণ করুন। হরিনাম ব্যতীত জীবের অন্য সম্বল নাই। হরিনাম ব্যতীত জীবের আশ্রয় নাই। এই দুস্তর ভবসমুদ্রে ভাসমান হইয়া জ্ঞান-কর্ম্মাদির আশ্রয় গ্রহণ কেবল তৃণধারণপূর্ব্বক মহাসাগর উত্তীর্ণ হওয়ার বাঞ্ছার ন্যায় নিতান্ত নিরর্থক। হরিনামরূপ মহাপোত অবলম্বনপূর্ব্বক এই দুস্তর সমুদ্র পার হউন। শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

— — —

শ্রীশ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন

জয় গুরু শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী।
জগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ গৌরপ্রিয় অতি ॥
জয় গৌর নিত্যানন্দ, জয় গদাধর।
জয়াদ্বৈত শ্রীনিবাস বৈষ্ণবপ্রবর ॥
জয় শচী জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন।
জয় জয় লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণধন ॥
শ্রীশচীর স্নেহপাত্র জয় শ্রীঈশান।
মহাপ্রভুর মন্দিরের নিত্যসেবক হন ॥
জয় যোগপীঠ জয় শ্রীমায়াপুর।
যেথা অবতীর্ণ হৈলা নিমাই সুন্দর ॥
দেবলোক এই স্থানে বিনোদ দেখিয়া।
যোগপীঠ নাম দেন শাস্ত্র বিচারিয়া ॥
সিদ্ধ জগন্নাথদাস যোগপীঠে যান।
গৌর-আবির্ভাব-স্থান নির্দ্দেশ করেন ॥
শ্রীবাস-অঙ্গন জয় কীর্ত্তন মহারাস।
বিশ্বম্ভর শ্রীবাস-গৃহে করিলা প্রকাশ ॥
অদ্বৈতভবন জয় গদাধর অঙ্গন।
মুরারি-ভবন জয় সীতারাম দর্শন ॥
গৌর-আনা প্রভু জয় শান্তিপুর নাথ।
গৌরশক্তি গদাধর গৌরহরি সাথ ॥
শ্রীচৈতন্যমঠ জয় মূলমঠ হন।
জগদ্গুরু প্রভুপাদ করিলা স্থাপন ॥
গৌরাঙ্গের ব্রজলীলা অভিনয় স্থান।
গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী গৌর বিদ্যমান ॥
মাধবেন্দ্র পুরী জয় শ্রীঈশ্বর পুরী।
কেশবভারতী জয় শ্রীচৈতন্য-হরি ॥
জয় গঙ্গা-সরস্বতী সঙ্গম সুন্দর।
তাহার নিকটে ঈশোদ্যান মনোহর ॥

জয় জয় গঙ্গাধর ঈশোদ্যানে বসি'।
চৈতন্যচন্দ্রের ধ্যান করে দিবানিশি ॥
গৌরাঙ্গের মাধ্যাহ্নিক লীলা প্রিয়স্থান।
সাধুগণ মঠ স্থাপি গৌরগুণ গান ॥
শ্রীরাধাগোবিন্দ রাধা-গোপীনাথ জয়।
জয় রাধা-মদনমোহন-গৌর দয়াময় ॥
জয় নবদ্বীপধাম ভক্ত ভগবান।
কৃপা করি দেহ কৃষ্ণ প্রেমভক্তি দান ॥
শ্রীগুরুচরণপদ্ম করিয়া বন্দন।
দাস 'যাযাবর' করে নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।
গদাধর-শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥ *
"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥"

—বৈষ্ণবাচার্য্যবর শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ

গীতার বাণী

প্রথম অধ্যায়ের তাৎপর্য্য

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিজ পার্ষদ-ভক্ত অর্জ্জুনকে গীতা উপদেশ করিয়াছিলেন কেন, তৎসম্বন্ধে গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—"অথ সুখচিদ্ঘনঃ স্বয়ং ভগবানচিন্ত্যশক্তিঃ পুরুষোত্তমঃ স্বসঙ্কল্পায়ত্ত-বিচিত্র-জগদুদয়াদিবিরিঞ্চ্যাদি-সংচিন্ত্যচরণঃ স্বজন্মাদি-লীলয়া স্বতুল্যান্ সহাবির্ভূতান্ পার্ষদান্ প্রহর্ষয়ংস্তয়ৈব জীবান বহূনবিদ্যাশার্দ্দূলীবদনাদ্বিমোচ্য স্বান্তর্দ্ধানোত্তর-ভাবিনোঽন্যানুদ্দিধীর্ষুরাহ-মূর্দ্ধ্নি স্বাত্মভূতমপ্যর্জ্জুনমবিতর্ক্য-সশক্ত্যা সমোহমিব কুর্ব্বন্ তন্মোহ-

---

* এই পঞ্চতত্ত্ব-নাম নন্দগ্রামে শ্রীসনাতন গোস্বামীর ভজনকুটীতে লেখা আছে।

বিমার্জ্জনাপদেশেন সপরিকর স্বাত্মযাথাত্ম্যৈক নিরূপিকাং স্বগীতোপনিষদ-মুপাদিশৎ।" অর্থাৎ—অচিন্ত্যশক্তি, বিরিঞ্চি প্রভৃতির ধ্যেয় চরণ, সুখ ও জ্ঞানময় পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান্ স্বীয় সঙ্কল্পদ্বারা এই বিচিত্র জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিয়া থাকেন; তিনি নিজ জন্মাদি-লীলাদ্বারা স্বতুল্য ও সহজাত পার্ষদগণের হর্ষবিধান এবং অসংখ্য প্রাণীকে অবিদ্যা শৃঙ্খলীর মুখ হইতে মোচন করিয়াছিলেন। অধিকন্তু নিজ অন্তর্দ্ধানের পর জগদ্যান অন্য জীবগণের পরিত্রাণেচ্ছায় যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মতুল্য অর্জ্জুনকে স্বীয় অবিতর্ক্য শক্তি দ্বারা **সম্মোহিতের ন্যায় করিয়া** পুনরায় তাঁহারই মোহ দূর করিবার ছলে ভগবত্তত্ত্ব-নিরূপণকারী গীতোপনিষদ্ উপদেশ করিয়াছিলেন।

গীতার প্রারম্ভে ধৃতরাষ্ট্রাদির বাক্য প্রস্তাব-সঙ্গতির নিমিত্ত দ্বৈপায়ন বেদব্যাস স্বয়ং রচনা করিয়াছেন। যথা—সংগ্রাম-স্থলে গোবিন্দ ও অর্জ্জুনের মধ্যে যে-সংবাদ হইয়াছিল, তৎসঙ্গতির জন্য মহামুনি ব্যাস ধৃতরাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যে রাষ্ট্রকে ধরিয়া আছে, সেই ধৃতরাষ্ট্র; অর্থাৎ অত্যন্ত মায়াবদ্ধ জীব দেহ ও গৃহে রাজা হইলে, নিজ রাজ্যে অত্যন্ত আসক্তি করিয়া থাকে। পাছে অপরে উহার ক্ষতি করে, তজ্জন্য সর্ব্বদা ভয় ও উদ্বেগে কাল যাপন করে। জন্মান্ধ ও জ্ঞানান্ধ ধৃতরাষ্ট্র নিজ দুর্ব্বিনীত পুত্রগণ কর্ত্তৃক অন্যায়ভাবে গৃহীত রাজ্যের প্রতি অত্যাসক্তিহেতু পাছে উহা পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার গৃহীত হয়—এই আশঙ্কা ও উদ্বেগে নিজ সারথী ও মন্ত্রী গবল্গণপুত্র মহামতি সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে হে সঞ্জয়! ধর্ম্মবুদ্ধির বৃদ্ধিকারী কুরুক্ষেত্রে আমার পুত্রগণ ও পাণ্ডবগণ যুদ্ধার্থ সমবেত হইয়া কি করিয়াছিল? ধৃতরাষ্ট্রের ইহা ধারণা হইয়াছিল যে, যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। যখন উভয় পক্ষের যোদ্ধা সমর-প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়াছেন এবং রণবাদ্য বাজিতেছে, তখন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র কিছুই দেখিতে না পাইয়া সঞ্জয়কে কিরূপ যুদ্ধ হইতেছে জিজ্ঞাসা না করিয়া "কি করিয়াছিল" জিজ্ঞাসা করা নিতান্ত অসঙ্গত ও হাস্যজনক মনে হয়! কিন্তু গম্ভীরান্তঃকরণ ধৃতরাষ্ট্রের তাদৃশ ভাবের হেতু—ধন-গর্ব্বিত অপরিণামদর্শী আমার পুত্রগণ অহঙ্কারমত্ত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল অথবা জগদ্-বিজয়ী ভীম-অর্জ্জুনাদির ভয়ে ভীত হইয়া সমরে বিরত হইল—ইহা একপ্রকার প্রশ্নের তাৎপর্য্য। আবার আমার পুত্রগণ-কৃত সমরায়োজন ও ভীষ্ম-দ্রোণ-প্রমুখ অদ্বিতীয় বীরগণকে বিপক্ষে দণ্ডায়মান দেখিয়া ধর্ম্ম-ভয়ে ও প্রাণভয়ে ভীত পাণ্ডবগণ যুদ্ধ না করিয়া

পলায়ন করিতেও পারেন। অথবা 'ধর্ম্মক্ষেত্র' এই বিশেষণ থাকায় তৎ-প্রভাবে দুর্য্যোধনাদির মতি পরিবর্ত্তিত হইয়া সন্ধির প্রস্তাবও সম্ভব, কিংবা সদা ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠিরাদির ধর্ম্মভাব প্রবল থাকায় অধর্ম্ম-যুদ্ধে প্রবৃত্তি না হইয়া বন-গমন-বিচার হওয়ার সম্ভাবনা হইয়াছিল কিনা—ইত্যাকার প্রশ্ন পুত্রস্নেহগ্রস্ত ধৃতরাষ্ট্রের হৃদয়ে উদিত হইবার জন্যই এতাদৃশ প্রশ্ন। এখানে "ধর্ম্মক্ষেত্র" এই বিশেষণ প্রয়োগ দ্বারা এই গূঢ়-তাৎপর্য্য ব্যক্ত হইতেছে যে, ধর্ম্মোৎপত্তির নিকেতন-স্বরূপ কুরুক্ষেত্র সমরাভিলাষে সমাগত হইলেও স্থান-প্রভাবে চিত্তবৃত্তির পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক। সুতরাং স্বভাবতঃ ধার্ম্মিক পাণ্ডবগণের হৃদয় হিংসারূপ অধর্ম্ম হইতে বিরত হইলে আমার পুত্রগণ অনায়াসে চিরকাল রাজ্য ভোগ করিতে পারিবে—এই আন্তরিক অভিলাষ। যিনি রাগদ্বেষাদি সম্যক্ প্রকারে জয় করিয়াছেন, সেই সমদর্শী সঞ্জয় রাজাকে বৃথা স্তোভবাক্যে হর্ষান্বিত না করিয়া পক্ষপাতশূন্য কথাই বলিয়াছিলেন।

এখানে 'ধর্ম্মক্ষেত্র' ও 'কুরুক্ষেত্র' উভয় পদেই 'ক্ষেত্র'-শব্দের উল্লেখ থাকায় কোন কোন মহাত্মা এইরূপ অর্থ করেন—'ক্ষেত্র'-পদে 'ভূমি' অর্থ গ্রহণ করিলে ধর্ম্ম-নন্দন যুধিষ্ঠির এই ক্ষেত্রের 'ধান্য'-স্থানীয় অর্থাৎ ক্ষেত্রে ধান্য থাকে, অতএব ধর্ম্মক্ষেত্রে ধর্ম্মরাজই থাকিবেন, অধার্ম্মিকের স্থান অসম্ভব। শ্রীকৃষ্ণকৃত নানাবিধ সাহায্য—জল-সেচন ও সেতু-বন্ধনাদি 'কৃষিবল'-স্থানীয় এবং ক্ষেত্রের আগাছা উৎপাটনের ন্যায় ধর্ম্মপালক ও অধার্ম্মিক নাশকারী কৃষ্ণচন্দ্র কর্ত্তৃক 'দুর্য্যোধনাদি অধার্ম্মিক—আগাছা'-গণের ধর্ম্মক্ষেত্র হইতে উৎপাটন অর্থাৎ বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

তৎপরে সঞ্জয় বলিতে লাগিলেন,—রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের সৈন্য ব্যূহবদ্ধ দেখিয়া আচার্য্য দ্রোণের নিকট গিয়া পাণ্ডবগণের মধ্যে অর্জ্জুনের প্রতি আচার্য্যের স্বাভাবিকী প্রীতি বিনষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে বলিতে লাগিলেন যে, পাণ্ডবগণের ব্যূহ আচার্য্য-শত্রু ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক রচিত। সেই ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণকে বিনাশ করিবার জন্য যজ্ঞাগ্নি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। *

---

* দ্রোণাচার্য্য ও দ্রুপদ বাল্যবন্ধু ছিলেন। দ্রুপদ রাজা হইলে বাল্যসখাকে নিজ রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু যথাকালে দ্রোণ অর্থাভাবে সখা দ্রুপদের নিকট যাচক-বেষে উপস্থিত হইলে তিনি আচার্য্যকে প্রত্যাখ্যান করেন। কিছুকাল পরে আচার্য্য কুরু-পাণ্ডবগণকে

আচার্য্য পরিত্তিকালে সেই শত্রুকেই শিষ্যত্বে অঙ্গীকার করিয়া অস্ত্রশিক্ষা দিয়াছিলেন। আবার পাণ্ডবগণের সাত অক্ষৌহিনী সেনা এবং কৌরবগণের একাদশ অক্ষৌহিনী সেনা সংগৃহীত হওয়া পাণ্ডবদের সৈন্য পর্য্যাপ্ত এবং কৌরব-সৈন্য অপর্য্যাপ্ত। এই পর্য্যাপ্ত ও অপর্য্যাপ্ত-শব্দে দুই প্রকার অর্থ হইয়া থাকে। পর্য্যাপ্ত=যথেষ্ট, অপর্য্যাপ্ত=যাহা যথেষ্ট নহে। আবার অপর্য্যাপ্ত=অপরিমিত, আর পর্য্যাপ্ত=পরিমিত অর্থাৎ অল্প। দুর্য্যোধনের ধারণায় তাহার সৈন্য অস্ত্র-শস্ত্র-প্রবীণ কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম-কর্ত্তৃক রক্ষিত থাকায় ভয়ের কারণ নাই, আর পাণ্ডব-সৈন্য চপল-চিত্ত, হঠকারী ও অপরিণামদর্শী এবং কেবল গদাযুদ্ধে নিপুণ ভীম-কর্ত্তৃক রক্ষিত, অতএব দুর্ব্বল। কিন্তু পক্ষান্তরে ভীষ্ম দুর্য্যোধনের সেনাপতি-পদে বৃত হইলেও তাঁহার পাণ্ডবগণের প্রতিও পক্ষপাতিত্ব ছিল বলিয়া তাঁহার সৈন্য পাণ্ডব-সৈন্যসহ যুদ্ধে অসমর্থ হইবার সম্ভাবনা; কিন্তু ভীমের অধ্যবসায় পাষাণরেখাবৎ। এইভাবে দুর্য্যোধন আচার্য্যের হৃদয় উত্তেজনাপূর্ণ ও উৎসাহশীল করিয়া ভীষ্মকে রক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ জানাইলে সূক্ষ্ম-দর্শী ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে উৎসাহ প্রদানার্থ সিংহনাদ ও শঙ্খ-ধ্বনি করেন। তৎপরে পার্থসারথী ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র ও পাণ্ডবগণ শঙ্খ-ধ্বনি দ্বারা কৌরব-গণের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া ভয়ের সঞ্চার করিলেন। এইরূপে সকলকেই যুদ্ধার্থ প্রস্তুত দেখিয়া অর্জ্জুন হৃষীকেশকে উভয় সেনার মধ্যস্থলে রথ রাখিতে বলিলেন।

এখানে 'হৃষীকেশ' অর্থে 'ইন্দ্রিয়-প্রবর্ত্তক' অর্থাৎ ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র অর্জ্জুনের হৃদয়ে এইরূপ প্রেরণা দিলেন যে, তিনি যে-সকল বহুমূল্য হিতবাণী উপদেশ করিবেন, তাহা উভয় পক্ষেরই শ্রবণ-গোচর হইবে। অতএব উভয় পক্ষের মধ্যস্থলে রথ রক্ষিত হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ গীতার সাক্ষিত্বে উভয় পক্ষই বর্ত্তমান। সুতরাং উহা সত্য।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের অভিপ্রায় অবগত হইয়া যথাস্থানে রথ স্থাপন করিলে অর্জ্জুন যে-লীলার অভিনয় করেন, তাহা অতীব বিচিত্র। তাহা না

অস্ত্রশিক্ষা প্রদানপূর্ব্বক গুরুদক্ষিণা-স্বরূপ দ্রুপদকে পরাজয় ও বন্ধনপূর্ব্বক নিজ-সমীপে আনিবার জন্য শিষ্যগণকে আজ্ঞা করেন। একক অর্জ্জুন তদাজ্ঞা পালন করেন। দ্রুপদকে সম্মুখে পাইয়া দ্রোণাচার্য্য তাহার বন্ধন খুলিয়া বাল্য-সখাত্ব স্মরণ করাইয়া দেন। কিন্তু রাজা ইহাতে অপমানিত বোধ করিয়া দ্রোণাচার্য্যের বিনাশার্থ যজ্ঞ করেন। তাহাতে যাজ্ঞসেনী (দ্রৌপদী) ও ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্ম হয়।

করিলে ভগবানের লীলা-পুষ্টি হয় না। এজন্য অর্জ্জুন তথায় বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় ও অন্যান্য ব্যক্তির প্রতি অস্ত্রাঘাত করিতে অসমর্থ বলিয়া জানাইলেন। বৈষ্ণব সাধারণতঃ জীব-হিংসায় কাতর। হিংসা তমোগুণের কার্য্য। সুতরাং পরদুঃখ-দুঃখী বৈষ্ণবগণ কোনরূপেই তাহাতে সম্মত হন না। অর্জ্জুনের তাদৃশ মনোভাব আবার কুল-ধর্ম্মের নাশাশঙ্কাযুক্ত, অর্থাৎ তিনি যুদ্ধ করিলে কুলক্ষয় হইবে। তাহা হইলে সনাতন-কুলধর্ম্মের নাশ-হেতু স্ত্রীসকল দুষ্টা হইয়া বর্ণ-সঙ্করের উৎপত্তি করিবে। সুতরাং কুলোচিত পঞ্চ-যজ্ঞাদি কার্য্য বন্ধ হইয়া যাইবে। করুণাপারাবার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সমগ্র বিশ্বকে উদ্ধার করিবার জন্য যে-কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার উপলক্ষ না হইলে তত্ত্বকথা উপদেশ হইবে না। অতএব তদ্‌বিষয়ে যোগ্য সর্ব্বগুণান্বিত শিষ্য প্রয়োজন। সেইজন্যই ভগবৎকৃত কৌশলে অর্জ্জুনের এই সম্মোহ।

এস্থলে ইহাই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে, জীব দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট ব্যক্তি ও বস্তুতে 'আপন' বুদ্ধি করে। দেহের ভোগের যোগানদার যে হইবে সেই আত্মীয়, অন্য সব 'পর'। সেই দেহ-সর্ব্বস্ব জীব-দেহের ভোগ সুখার্থ যাবতীয় ন্যায়-অন্যায় কর্ম্ম-সাধনে কুণ্ঠিত হয় না। অপরের প্রাণ নাশ করিয়াও নিজ তুচ্ছ জাগতিক ভোগসুখ সংগ্রহে ব্যস্ত হয়। তখন হৃদয় হইতে অহিংস-ভাব দূর হইয়া যায়। কিন্তু উদার চরিত্র ব্যক্তির স্বভাব অন্য প্রকার। তাঁহাদের চিত্ত বিশ্বের দুঃখে আর্দ্র হইয়া থাকে। নিজ ঐহিক-পারত্রিক সুখ তুচ্ছ করিয়াও পর-দুঃখ-মোচনে ব্যস্ত হন; তাহা নিজ দেহ নিজ আত্মীয়, নিজ দেশ বা জাতিতে মাত্র আবদ্ধ থাকে না—তখন সমগ্র বিশ্বের দুঃখ দূর করিবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে। তাহারই নাম দয়া।

"আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যো হিতায় শুভায় চ।
বর্ত্ততে সততং হৃষ্টঃ ক্রিয়া হ্যেষা দয়া স্মৃতা॥" (মাৎস্যে)
পরে বা বন্ধুবর্গে বা মিত্রে দ্বেষ্টরি বা সদা।
আত্মবদ্বর্ত্তিতব্যং হি দয়ৈষা পরকীর্ত্তিতা॥ (একাদশী-তত্ত্ব)

অতএব করুণাসাগর কৃষ্ণচন্দ্রের জীব-দয়ার উপযুক্ত শিষ্য অর্জ্জুন ব্যতীত এক্ষেত্রে তাঁহার লীলার সাহচর্য্য করার দ্বিতীয় কেহ ছিল না বলিয়া অর্জ্জুনের এই অভিনয়।

—বৈষ্ণবাচার্য্যবর শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

যথার্থ বিজ্ঞান

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৬শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২০৭ পৃষ্ঠার পর)

পূর্ব্বে চিদ্বিজ্ঞান-সমন্বিত জ্ঞানলাভের পন্থা কিছু কিছু বর্ণনা করা হইয়াছে, তখন তাহার আরও বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইতেছে, শ্রুতিতে উল্লেখ রহিয়াছে—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥ (মুণ্ডক ১।২।১২)

অর্থাৎ "সেই ভগবদ্বস্তুর বিজ্ঞান (প্রেমভক্তি-সহিত জ্ঞান) লাভ করিবার জন্য জীব সমিত-হস্তে বেদতাৎপর্য্যজ্ঞ ও কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্‌গুরুর সমীপে গমন করিবেন।" এখানে শ্রুতিতে সদ্‌গুরু গ্রহণ বা শ্রৌতপন্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন, কারণ ছান্দোগ্যের (৬।১৪।২) "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ"—এই বাক্যানুসারে একমাত্র আচার্য্য অর্থাৎ সদ্‌গুরু হইতে লব্ধদীক্ষ ব্যক্তিই সেই পরব্রহ্মকে জানিতে সক্ষম হন। ক্ষুরের ধারের ন্যায় সংসার অতীব তীক্ষ্ণ অর্থাৎ বহুদুঃখকারিণী দুরত্যয়া অর্থাৎ ভগবজ্‌জ্ঞান ব্যতীত সংসার হইতে উত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব, তাই সদ্‌গুরু-পদাশ্রয় সযত্নে ভগবদ্-সেবানুশীলন ব্যতীত সংসার তরণের অন্য কোন উপায় নাই। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা—এই ত্রিবিধ বৃত্তি লইয়া জীব যখন তত্ত্বদর্শিগণের সমীপে অভিগমন করেন, তখন তাঁহারা সেই জীবকে সেবোন্মুখ দেখিয়া তাহার নিকট তত্ত্বজ্ঞান-সম্বন্ধে কীর্ত্তন করেন, তৎকালেই সেবোন্মুখ জীবহৃদয়ে শুদ্ধ অহৈতুকি জ্ঞান উদিত হইয়া থাকে, তাই গীতায় (৪।৩৪) শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

"হে অর্জ্জুন! তুমি প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাদ্বারা সেই তত্ত্ব অবগত হও, তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ তোমার প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া কৃপাপূর্ব্বক তোমাকে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ করিবেন।"

গুরু দুই প্রকার,—দীক্ষাগুরু ও শিক্ষা গুরু। দীক্ষাগুরু একজন, কিন্তু শিক্ষা-গুরু বহু হওয়া অসম্ভব নহে। যে-কোন শুদ্ধবৈষ্ণব শিক্ষাগুরুর কার্য্য করিতে পারেন। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপাতেই জীবের তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। তাই মহাপ্রভু কুলীনগ্রামবাসী সত্যরাজ খাঁনকে বলিয়াছেন,—

প্রভু কহে, 'বৈষ্ণবসেবা', 'নামসংকীর্ত্তন'।
দুই কর—শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ॥

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্মে উপনীত হইলে অমৃতত্ব লাভ করিয়া জীব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে উপনীত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করিতে পারেন।

মনোধর্ম্মী জীব কখনই নিজের চেষ্টায় ভগবৎ-স্বরূপ জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। কারণ 'চঞ্চল মনঃ—এই স্মৃতিবাক্যানুসারে বায়ুসদৃশ চঞ্চল মন কখনও সঠিক জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারে না। পূর্ব্বে ব্রহ্মা নিজে নিজে বহু গবেষণা করিয়াও নিজস্বরূপ ও ভগবৎ-স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই; তাই তিনি যখন ভগবানের নিকট সর্ব্বতোভাবে শরণাগত হইয়া ভগবৎ-প্রীতিরূপ সেবা ও তদ্‌বিষয়ক জ্ঞান লাভে ইচ্ছুক হইলেন, তখনই ভগবান্ তাঁহাকে তত্ত্ববিজ্ঞানের উপদেশ করিলেন। তত্ত্ব-বিজ্ঞানের বা শুদ্ধজ্ঞান লাভের এক মাত্র উপায়, Full Surrender অর্থাৎ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের চরণে পূর্ণ শরণাগতি। অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতা-মাধ্যমে এই উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সখা, যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত, সম্মুখ-সমরে আত্মীয়-স্বজনাদি গুরুবর্গদিগকে হনন করিতে হইবে বলিয়া অর্জ্জুনের হৃদয়ে বৈক্লব্য উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বে অর্জ্জুন নিজে অনেক প্রকার স্থির করিয়াছিলেন। এখন তিনি ধর্ম্ম সংমূঢ়চিত্ত, কোনটি প্রকৃত কর্ত্তব্য, তাহা আর স্থির করিতে পারিতেছেন না। সম্মুখে সখা শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত, শ্রীকৃষ্ণকে অর্জ্জুন আর 'সখা' বলিয়া জ্ঞান করিতেছেন না, তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকট এখন 'শিষ্য' (শাসনের যোগ্য)। তাঁহার শিক্ষা লইতে প্রস্তুত, তিনি সম্পূর্ণভাবে শরণাগত অর্থাৎ "শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।" তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কৃপা করিয়া গীতা-রূপী চিদ্বিজ্ঞানের উপদেশ করিয়াছিলেন।

'আমি সৃষ্টিকর্ত্তা,' সুতরাং আমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর—ব্রহ্মার যাহাতে এইরূপ উৎকট মদ উপস্থিত না হয়, তজ্জন্য তিনি ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ভগবানই যথার্থ সৃষ্টিকর্ত্তা, ব্রহ্মা কেবল যন্ত্র মাত্র, বিষ্ণুর শক্তিতে ব্রহ্মা শক্তিমান্ হইয়া বিশ্বসৃষ্টি করিতে সামর্থ্য লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবে শরণাগতি ও শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির অনুশীলন ব্যতীত জীব এই উৎকট মদের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে না, জীব যখনই শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের চরণে অনাদর করিয়া শরণাগতি ত্যাগ করেন, তখনই সে চিদ্বিজ্ঞান রহস্যের কথা বুঝিতে পারে না এবং 'আমি ব্রহ্মা বা ঈশ্বর' এই জ্ঞান আসিয়া উপস্থিত

হয়। নির্ব্বিশেষবাদিগণ ও অসুরকুল এই উৎকট মদে পতিত, কারণ তাঁহাদের ভগবৎ প্রপত্তি নাই, তাই আদিগুরু ব্রহ্মার শরণাপত্তি-মূলা প্রার্থনার ফলেই তাঁহার শ্রবণ যোগ্যতা হেতু ভগবান্ তৎসমীপে আদি চতুঃশ্লোকীয় ভাগবত উপদেশ করিয়াছিলেন। অতএব শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-চরণে শরণাগতিই চিৎ-বিজ্ঞান সম্বলিত জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়। এইজন্য গীতায় (১৮।৬২) শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

তমেব শরং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্সসি শাশ্বতম্ ॥

'হে অর্জ্জুন! তুমি সর্ব্বভাবে সেই ঈশ্বরের শরণাগত হও, তাঁহার প্রসাদেই পরা শান্তি লাভ করিবে এবং নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে।

চিদ্বিজ্ঞান নিত্যশান্তির বাহক, জড়বাদিগণ আত্মম্ভরিতা-বশতঃ তাহা লাভে বঞ্চিত

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় (৭।১৫) অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥

অর্থাৎ 'হে অর্জ্জুন! মূঢ়, নরাধম, মায়া-দ্বারা অপহৃতজ্ঞান ও আসুর-ভাবাশ্রিত পাপশীল নরগণ আমাতে শরণাগত হয় না।" নিতান্ত বিষয়াবিষ্ট, জড়মতি ব্যক্তিগণই 'মূঢ়'। ইহারা চৈতন্যতত্ত্ব ঋতে না পারিয়া জড়বিজ্ঞানাদির সমৃদ্ধিতে কৃতসংকল্প। 'নরাধম' শব্দে মানবগণের হৃদগত উচ্চভাবরহিত নিরীশ্বর নৈতিক ও কল্পিত ঈশ্বরবাদী পণ্ডিতাভিমানী ও জড়কাব্যবিৎ পুরুষগণকে বুঝায়, যাহারা চিদ্বস্তু স্বীকার করিয়াও কেবলাদ্বৈতবাদ, শূন্যবাদ, প্রকৃতিবাদ প্রভৃতি মায়াভ্রম-দ্বারা দুষ্টমত আশ্রয় করিয়া শুদ্ধভক্তিতত্ত্বের নিত্যতা স্বীকার করেন না, তাহারা 'মায়া-দ্বারা অপহৃতজ্ঞান' পুরুষ। যাহারা দম্ভাহঙ্কার, জড়স্বার্থ ও ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র হইয়া জগতের সুখে মত্ত থাকে এবং ভক্ত-সাধুদিগকে হীন বলিয়া জ্ঞান করে, তাহারা 'আসুর-ভাবাশ্রিত' পুরুষ অতএব যাহারা সাধুসঙ্গরূপ সুকৃতিশূন্য, তাহারাই দুষ্কৃত।

ভগবানের স্বরূপ সচ্চিদানন্দময়, তাঁহার অনুগ্রহে তদীয় শক্তি এই জগতের সমস্ত কার্য্য করে, কিন্তু তিনি সমস্ত কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র, তিনি জড়বিধি সকলের অতীত তত্ত্ব ও চৈতন্যস্বরূপ হইয়াও স্ব-স্বরূপে জগতে প্রকটিত হন। মানবগণ যে অণুত্ব, বৃহত্ত্ব ও অব্যক্তত্ব প্রভৃতি অসীমভাবের বিশেষ আদর

করে, সে তাহাদের মায়াবদ্ধ বুদ্ধির কার্য্য মাত্র, ভগবানের পরমভাব তাহা নয়। তাহার পরমভাব এই যে, তিনি নিতান্ত অলৌকিক মধ্যমকার স্বরূপ হইয়াও শক্তিদ্বারা যুগপৎ সর্ব্বব্যাপী ও পরমাণু অপেক্ষা ক্ষুদ্র, তাহার এরূপ প্রকাশ কেবল অচিন্ত্যশক্তি-ক্রমেই ঘটে। মূঢ়লোকেরা ভগবানের সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহকে মানবতনু মনে করিয়া অবজ্ঞা করেন এবং সর্ব্বপ্রাণীর মহেশ্বররূপ তাঁহার পরম ভাবকে বুঝিতে পারে না, তাই গীতায় (৯।১২) শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥

হে অর্জ্জুন, ব্যর্থাশাবিশিষ্ট, ব্যর্থকর্ম্মা, বৃথাজ্ঞানী প্রভৃতি বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া রাক্ষসী বা তামসী, আসুরী বা রাজসী এবং বুদ্ধিভ্রংশকারিণী প্রকৃতিকে আশ্রয়পূর্ব্বক আমাকে অবজ্ঞা করে।

এই জগতে মানুষ দুইপ্রকার অর্থাৎ দৈব ও আসুর। অসুর-স্বভাব লোকেরাই এই জগতকে অসত্য, আশ্রয়হীন ও অনীশ্বর বলিয়া থাকে, তাহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, কার্য্য ও কারণের পরস্পর সম্বন্ধ বিশ্বসৃষ্টির কারণ নয় অর্থাৎ কারণ-শূন্য কার্য্যসত্ত্বে আর ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা নাই, যদি কেহ ঈশ্বর থাকেন, তিনি কামপরবশ হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন—আমাদের উপাসনার যোগ্য নন'। এইপ্রকার সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া আত্মতত্ত্বহীন অল্পবুদ্ধি ও উগ্রকর্ম্মা আসুর-স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিগণ জগৎক্ষয়-কার্য্যে নিযুক্ত হন, এই আসুর-স্বভাববিশিষ্ট মূঢ় সকল জন্মে জন্মে আসুরী যোনি প্রাপ্ত হয় এবং ভগবানকে লাভ করিতে সক্ষম হয় না। অতএব 'মূঢ়, নরাধম, মায়া-দ্বারা অপহৃত জ্ঞান ও আসুর-ভাবান্বিত' নরগণ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবে শরণাগত হইয়া চিদ্বিজ্ঞান রহস্যের কথা জানিবার চেষ্টা করেন না। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য ৬।৮৩) বলা রয়েছে,—

ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত' যাহারে।
সেই ত' ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে ॥

দুষ্কৃতকারী মানবগণ ভগবানের কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়া তাঁহাকে জানিতে পারে না, সেইজন্য ব্রহ্মা শ্রীভাগবতে (১০।১৪।২৯) শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদ-লেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥

"হে দেব! যাঁহারা আপনার পাদপদ্ম যুগলের কৃপালেশমাত্রও প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারাই কেবল আপনার মহিমা-তত্ত্ব জানিতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা দীর্ঘকাল অনুমানের দ্বারা শাস্ত্রবিচারপূর্ব্বক অন্বেষণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই সেই তত্ত্ব জানিতে পারেন না।" এই প্রসঙ্গে গীতাতেও (১০।১০) শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

"হে অর্জ্জুন! নিত্যভক্তিযোগ-দ্বারা যাঁহারা প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজন করেন, আমি তাঁহাদের শুদ্ধজ্ঞান-জনিত বিমল প্রেমযোগ দান করি, তাঁহারা তাহা দ্বারা আমার পরমানন্দ 'ধামকে লাভ করেন।' অতএব সুকৃতিশূন্য হওয়ার ফলেই দুষ্কৃত-জীব কৃষ্ণোন্মুখী হয় না এবং শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা লাভ করিতে পারে না। চিদ্বিজ্ঞান রহস্যের কথা তাহাদের কাছে রহস্যই থাকিয়া যায়, কখনও উদ্‌ঘাটিত হয় না।

সুধী পাঠকবৃন্দ! আপনারাই বিচার করিয়া দেখুন 'যথার্থ বিজ্ঞান' কাহাকে বলে এবং কোন্ বিজ্ঞান চিরশান্তি আনয়ন করিতে পারে। এই পুণ্যময় ভারতবর্ষে প্রত্যেক যুগে যুগে ভগবান বিভিন্নভাবে অবতীর্ণ হন এবং ভারতবর্ষেরই বুকে দাঁড়িয়ে উদ্ধব, অর্জ্জুন প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের নিকট শ্রীকৃষ্ণ চিদ্বিজ্ঞান রহস্যের কথা উন্মোচন করেন। প্রচুর সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিই ভারতবর্ষে জন্ম-গ্রহণ করেন। এই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একজন পাশ্চাত্যের দার্শনিক Victor Cousin মন্তব্য করিয়াছেন,—"The Upanishads contain truths so profoud that we are constrained to bend the knee before the philosophy of the East and to see this, the native land of the highest Philosophy অর্থাৎ "উপনিষদই বাস্তব সত্যকে তুলিয়া ধরিয়াছে এবং প্রাচ্যের এই দর্শনের নিকট নতজানু হইয়া আমরা সর্ব্বদা প্রণাম করি। যেখানে এই শ্রেষ্ঠ দর্শনের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই ভারতবর্ষকে দেখিবার জন্য আমরা সর্ব্বদাই আগ্রহান্বিত।" অতএব বিজ্ঞানী ও তাহাদের

অনুগামীগণ এবং অন্যান্য বিশ্ববাসী জনগণের নিকট আমার নিবেদন, তাঁহারা যেন মান, অভিমান, দম্ভ, অহঙ্কার প্রভৃতি পরিত্যাগপূর্ব্বক মহাবদান্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপার কথা চিন্তা করিয়া, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের আশ্রয়ে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করেন, যাহার ফলস্বরূপে তাঁহাদের জীবনে চিরশান্তি নামিয়া আসিবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্র-সার নাম—এই শাস্ত্র-মর্ম্ম॥

—শ্রীবলভদ্রদাস ব্রহ্মচারী, বি, এস্-সি

শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলম্

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৬শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২১৩ পৃষ্ঠার পর)

"এখন প্রশ্ন—বেদ বলিতে যদি পুরাণ-ইতিহাসকেও ধরা হয়, তাহা হইলে অপর পুরাণ শাস্ত্রের অন্বেষণ করিতে হয়। কারণ শাস্ত্রে বেদ ভিন্ন পুরাণেরও উল্লেখ দেখা যায়। আর যদি বেদ-শব্দ দ্বারা পুরাণ-ইতিহাসকে গ্রহণ না করা হয়, তাহা হইলে বেদের সহিত পুরাণ-ইতিহাসের অভেদ হয় না। তদুত্তর এই যে,—একার্থ-প্রতিপাদক ও অপৌরুষের হেতু বেদের সহিত ইতিহাস ও পুরাণের অভেদ হইলেও স্বর ও ক্রমভেদবশতঃ উহাদের ভেদ নির্দ্দেশও হইয়া থাকে।

"ঋক্ প্রভৃতি বেদের ন্যায় ইতিহাস ও পুরাণ অপৌরুষেয় অর্থাৎ কোন পুরুষ-কৃত নয় বলিয়া মাধ্যন্দিন শ্রুতি (বৃঃ আঃ উঃ ২।৪।১০) প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—যাজ্ঞবল্ক্য স্বপত্নী মৈত্রেয়ীকে বলিতেছেন,—"হে মৈত্রেয়ী! এইরূপে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, তথা ইতিহাস ও পুরাণ—এই সকল পরমেশ্বরের নিঃশ্বাস হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।" তাই স্কন্দপুরাণে প্রভাসখণ্ডে উক্ত হইয়াছে যে,—পুরাকালে পিতামহ ব্রহ্মা কঠোর তপস্যায় রত হইলে তাঁহা হইতে ষড়ঙ্গ ও পদক্রমের সহিত বেদসকল আবির্ভূত হন। তৎপরে সর্ব্বশাস্ত্রময়, নিত্য ও পরম-মঙ্গলপ্রদ শতকোটি শ্লোক-সমন্বিত পুরাণ-সমূহ ব্রহ্মার শ্রীমুখ হইতে প্রকাশিত হন। এই শতকোটি শ্লোকসংখ্যক পুরাণ ব্রহ্মলোকে (সত্যলোকে) বর্ত্তমান আছে।

"এখন প্রশ্ন,—পুরাণের স্কন্দপুরাণ, অগ্নিপুরাণ প্রভৃতি নাম কি করিয়া হইল ? তদুত্তর এই যে, যেমন বেদের কতগুলি শাখা কঠ ঋষি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন বা বলিয়াছিলেন বলিয়া তন্নামানুসারে কাঠকশাখা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তদ্রূপ সৃষ্টির প্রারম্ভে স্কন্দ ও অগ্নি প্রভৃতি যে যে পুরাণ বলিয়াছেন, সেই সেই পুরাণ তাঁহাদের নামানুসারে অভিহিত হইয়াছে। শাস্ত্রে কোথাও কোথাও যে পুরাণ-সমূহ শ্রীব্যাসদেব-কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া শুনা যায় তাহা কেবল পুরাণ সকলের আবির্ভাব ও তিরোভাবার্থে ব্যবহার মাত্র।

"এখন আবার প্রশ্ন,—বেদাধ্যয়নে ব্রাহ্মণগণেরই অধিকার। কিন্তু যদি ইতিহাস ও পুরাণ বেদ হয়, তবে তাহাতে সকলেরই অধিকার দেখা যায় কেন ? তদুত্তর এই যে,—যেরূপ সমস্ত বেদকল্পলতার সৎফলস্বরূপ হইলেও কৃষ্ণনামে সকলেরই অধিকার আছে, তদ্রূপ ইতিহাস ও পুরাণ সাক্ষাৎ বেদ হইলেও তদধ্যয়নাদিতে সকলেরই অধিকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণনাম যে বেদকল্পলতার সৎফল অর্থাৎ সর্ব্ববেদের সার এবং ইহাতে যে সকলেরই অধিকার আছে তদ্বিষয়ে স্কন্দপুরাণ প্রভাসখণ্ড বলিতেছেন,—

মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লী-সৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর! নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥

হে ভৃগুশ্রেষ্ঠ! মধুর হইতেও সুমধুর, সকল মঙ্গলের মঙ্গল, জ্ঞানস্বরূপ এবং সমস্ত বেদলতার সৎফল শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রদ্ধায় বা হেলায় একবার মাত্র উচ্চারণ করিলে নরমাত্রেই মুক্তিলাভ করিয়া থাকে।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে দেখা যায়—

ঋগ্‌বেদোঽথ যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽপ্যথর্ব্বণঃ।
অধীতাস্তেন যেনোক্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্॥

যিনি 'হরি' এই দুই অক্ষর উচ্চারণ করেন, তাঁহার ঋগ্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ সমস্তই অধ্যয়ন করা হইয়া থাকে।

"ইতিহাস ও পুরাণ সাক্ষাৎ বেদ এবং ঋগাদি চতুর্ব্বেদের অর্থনির্ণায়ক—একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে ইতিহাস ও পুরাণ যে সাক্ষাৎ বেদ, তাহা প্রদর্শিত হইল। বর্ত্তমান তাহাদের বেদার্থ নির্ণায়কত্ব দেখান

হইতেছে। যথা, বিষ্ণুপুরাণে—"ভগবান্ শ্রীব্যাসদেব মহাভারতে সমস্ত বেদার্থ প্রকাশ করিয়াছেন।"

নারদ পুরাণও বলেন—

বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ।

অর্থাৎ সমস্ত বেদ-পুরাণে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে সন্দেহ নাই। "যদ্যপি মনুপ্রভৃতি কর্ত্তৃক প্রকটিত স্মৃত্যাদিশাস্ত্র বেদার্থ-প্রকাশক, তথাপি সাক্ষাদ-ভগবদবতার শ্রীব্যাসদেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত হওয়ায় স্মৃত্যাদিশাস্ত্র হইতে ইতিহাস-পুরাণের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠতা পরিদৃষ্ট হয়। যথা পদ্মপুরাণে—"বেদব্যাস যাহা জানেন, তাহা ব্রহ্মাদি দেবতাগণও জানেন না। সকলের জ্ঞাত বস্তু ব্যাসদেব জানেন। কিন্তু ব্যাসদেবের বিদিত বস্তু কেহই জানেন না।"

স্কন্দপুরাণও বলেন,—"যেরূপ গৃহস্থের গৃহ হইতে কিঞ্চিন্মাত্র দ্রব্য লইয়া অন্যলোক ব্যবহার করে, কিন্তু সমগ্র দ্রব্য তাহারা ব্যবহার করিতে পারে না; তদ্রূপ শ্রীব্যাসদেবের হৃদয়স্থিত তত্ত্ব হইতে কিয়দংশ গ্রহণ করিয়াই অন্যব্যক্তিগণ ব্যবহার করিতেছেন, সমগ্র নহে।"

বিষ্ণু-পুরাণে শ্রীপরাশরও বলিতেছেন,—"হে মৈত্রেয়! আমার পুত্র ব্যাস বৈবস্বত-মন্বন্তরে অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে এক বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ঐ ধীমান ব্যাস বেদসকলকে যেরূপ বিভক্ত করিয়াছেন এবং শাখাভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন, অন্যান্য ব্যাসগণ ও আমি চারিযুগে তাহাই ব্যবহার করিয়া থাকি। হে মৈত্রেয়! কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকে ভগবান্ শ্রীনারায়ণ বলিয়া জানিও।"

স্কন্দপুরাণেও দেখা যায়—'সত্যযুগে শ্রীনারায়ণ হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ত্রেতাযুগে তাহাই কিঞ্চিৎ বৈষম্যভাব প্রাপ্ত হয়। পরে দ্বাপরযুগে সমগ্র জ্ঞান লুপ্ত হইয়া পড়িলে দেবতাগণ নিরুপায় হইয়া দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা ও শিব সহ শরণাগতপালক শ্রীনারায়ণের শরণাপন্ন হইয়া সকল বৃত্তান্ত জানাইলেন। তৎশ্রবণে ভগবান্ শ্রীহরি পরাশরনন্দন ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া বেদাদি-শাস্ত্রসমূহ উদ্ধার করিলেন।"

"অতএব চতুর্ব্বেদের অর্থপ্রকাশক পঞ্চমবেদ ইতিহাস ও পুরাণ বিচার করাই মঙ্গলকর। ইহার মধ্যেও আবার রাণেরই অধিক গৌরব দেখা যায়। যথা শ্রীনারদপুরাণে—

"বেদার্থাদধিকং মন্যে পুরাণার্থং বরাননে।
বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ॥
পুরাণমন্যথা কৃত্বা তির্য্যগ্‌যোনিমবাপ্নুয়াৎ।
সুদান্তোঽপি স্বশান্তোঽপি ন গতিং ক্বচিদাপ্নুয়াৎ॥"

[শ্রীমহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন,—হে বরাননে! আমি বেদার্থ হইতে পুরাণার্থকে শ্রেষ্ঠ মনে করি। কেননা বেদসক পুরাণে সন্নিবেশিত (প্রকাশিত) রহিয়াছে। ইহাতে কোন সংশয় নাই। যাহারা পুরাণকে অবহেলা করে, তাহারা জিতেন্দ্রিয় ও ধার্ম্মিক হইলেও তির্য্যক্‌যোনি (পাঁক্ষি-জন্ম) প্রাপ্ত হয়। তাহাদের সদ্গতির আশা নাই]।

স্কন্দপুরাণ প্রভাসখণ্ডেও দেখা যায়—

"বেদবন্নিশ্চলং মন্যে রাণার্থং দ্বিজোত্তমাঃ।
বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতা সর্ব্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ॥
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং চালয়িষ্যতি।
ইতিহাস পুরাণৈস্তু নিশ্চলোঽয়ং কৃতঃ পুরা॥
যন্ন দৃষ্টং হি বেদেষু তদ্দৃষ্টং স্মৃতিষু দ্বিজাঃ।
উভয়োর্যন্ন দৃষ্টং হি তৎ পুরাণৈঃ প্রগীয়তে॥
যো বেদ চতুরো বেদান্ সাঙ্গোপনিষদো দ্বিজাঃ।
পুরাণং নৈব জানাতি ন চ স স্যাদ্বিচক্ষণঃ॥"

[হে ব্রাহ্মণগণ! আমি বেদের ন্যায় পুরাণার্থকেও সর্ব্বসম্মত ও নিত্য-সত্য বলিয়া জানি। পুরাণকে অবহেলা করিলে বেদার্থ কখনও লব্ধ হয় না। কারণ বেদসকল পুরাণে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। বেদজ্ঞ হইয়াও যিনি পুরাণজ্ঞ নহেন, তিনি বেদার্থ-বোধশূন্য বৈদিকম্মন্য মাত্র। ইতিহাস ও পুরাণদ্বারা যাহার বৈদিক সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীকৃত না হয়, তাদৃশ অল্পজ্ঞ ব্যক্তিকে বেদমাতা ভয় করেন। কারণ, যেরূপ অল্পজ্ঞ মূর্খ পুত্রের পক্ষে পূজনীয়া মাতাকে প্রহারকরা সম্ভব, তদ্রূপ ইতিহাস ও পুরাণ-বিষয়ে অনভিজ্ঞ অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির পক্ষে বেদের কদর্থ করিয়া তাঁহাকে অবমাননা করা অসম্ভব নয়। এইজন্য পরাকাল হইতে বেদ ইতিহাস ও পুরাণদ্বারা নিশ্চল হইয়া আছেন। অর্থাৎ ইতিহাস ও পুরাণ বেদের বাস্তব তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। তদ্বিপরীতার্থ বেদের বিকৃতার্থ। হে দ্বিজগণ! বেদে যাহা স্পষ্টরূপে বর্ণিত হয় নাই তাহা স্মৃতিতে বর্ণিত আছে—বেদাধ্যয়নে

যে মন্ত্রের প্রতীতি হয় না, তাহা স্মৃতিবাক্যে স্ফুটীকৃত হয়। স্মৃতিতে যাহা স্পষ্টভাবে কীর্ত্তিত হয় নাই, তাহা পুরাণে সুস্পষ্টভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। সুতরাং সাঙ্গবেদ ও উপনিষদ পড়িয়াও যিনি পুরাণ অবগত নহেন তাঁহাকে বিচক্ষণ বলা যাইতে পারে না। তিনি অবিচক্ষণ]। (ক্রমশঃ)

জীবের বদ্ধদশা হইতে মুক্তির উপায়

জগতে ভোগী, কর্ম্মী, জ্ঞানী-সম্প্রদায় ও তৎ অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণ তাহাদের স্ব-স্ব চিন্তাস্রোতে ভাসমান হইয়া 'আমি' আমার বলিয়া পৃথিবীর বস্তুগুলিকে ভোগের উপকরণ করিয়াছে। তাহারা বুঝিতেছে না যে, এই সংসারে ও বিশ্বে যাহা কিছু দৃষ্ট হইতেছে, সমস্তই ভগবানের ভোগ্যবস্তু। কিন্তু দুর্ভাগা, বদ্ধজীব সেই সমস্ত চিন্তাধারা একবারও স্মৃতিপটে আনয়ন করে না। তাহারা চিন্তা করিতেছে না যে, জগতে যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহার পূর্ব্বে আমাদের বিশ্ব পিতার নিকট কি প্রতিজ্ঞা ছিল? কেনই ইহজগতে আসিলাম? ও আমার করণীয় কর্ত্তব্য কি? এই সমস্ত প্রশ্নগুলি যাহার স্মৃতিপটে উদিত হইবে ও তাহার যথাযথ শাস্ত্রাদি বিচারানুসারে মীমাংসা তথা তাহা জীবনে আচরণ করিতে পারিলে সেই ব্যক্তির নিশ্চিত প্রকারে জীবন ধন্য হইবে।

সর্ব্ব প্রথম ভগবান যখন এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তখন পাহাড়-পর্ব্বত বৃক্ষাদির মধ্যে সেই ভগবানের কোন প্রকার আনন্দ উৎপাদন না হওয়ায় তিনি তাঁহার নিজের আকৃতির মতন জ্ঞান, বুদ্ধি, বল, বিবেক ও স্বতন্ত্র শক্তি নিহিতপূর্ব্বক এই মানব জাতিকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই জ্ঞান, বুদ্ধি, বল, বিবেক মায়া কর্তৃক পরিচালিত হওয়ায় ও তাহার বিভিন্ন প্রকারের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া এই সংসার-দশা লাভ করিলাম। ইহাতে আমাদের স্বরূপে যে 'কৃষ্ণদাস' তাহা হইতে বিস্মৃতি হইলাম। যদি ঐরূপ স্বরূপ-বিস্মৃতির পথে চলিতে চলিতে ভাগ্যবশে সৎ সাধু-বৈষ্ণব লাভ হইয়া যায় তাহা হইলে তাহাদের অপার কৃপা-বলে ত্রিতাপদগ্ধ সংসার হইতে অনায়াসেই উদ্ধার লাভ করিতে পারিব। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—

সংসার ভ্রমিতে ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণপ্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥

উপরিউক্ত শ্লোকে ভাগ্যবান্ জীব বলিয়াছেন,—তাৎপর্য্য এই যে, সংসার-সমুদ্রে ভাসমান জীব (ভাগ্যক্রমে) অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের কিছু পুঞ্জিভূত সুকৃতি ও তৎসঙ্গে সাধুর কৃপা-দ্বারা সংযোজিত হইলে জীব তখন কৃষ্ণের প্রসাদ লাভ করিতে পারে এবং সদ্‌গুরু তাহাকে তখন কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী-লতাসদৃশ বীজ প্রদান না করিয়া সর্ব্বোপরি ভক্তিলতার বীজ প্রদান করিয়া থাকে। তাহাতে শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জল সেচনাদি করিলে ভক্তিলতা ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

ভক্তগণ ভক্তিবলে আনন্দ গ্রহণ করিবার ফলে যদি উন্মত্ত-হস্তীসদৃশ বৈষ্ণবাপরাধ উপস্থিত হয় তাহা হইলে উক্ত লতারূপের মূল সমূলে উৎপাটীত করিয়া থকে। তাহাতেই লতা ধীরে ধীরে শুকাইয়া যায়, তখন পূর্ব্বের ন্যায় সেবানন্দ না পাইয়া অধোগামী হইয়া থাকে। কাহার নিকটে অপরাধ হইলে অর্থাৎ বৈষ্ণবগণের পদে কোন অপরাধ হইলে যদি ক্ষমা ভিক্ষা করে, তাহলে আবার সেই সেবানন্দ লাভ করিতে পারে। যদি প্রশ্ন হয় যে, সে কাহার নিকট অপরাধ করিয়াছে তাহা বুঝিতে না পারিলে? তদুত্তরে বলিতেছেন, যাঁহার চরণে অপরাধ হইয়াছে তাঁহাকে যদি অনুসন্ধানে পাওয়া না যায় তাহ'লে নিরন্তর নিষ্ঠাযুক্ত সহকারে ভগবানের নাম গ্রহণ করিলে সেই বৈষ্ণবাপরাধ হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় প্রেমফল লাভ করিতে পারে।

অতএব যদি সাধন-ভজন করিবার পিপাসা থাকে, সর্ব্বদা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবনিন্দা হইতে ও তাঁহাদের চরণে অপরাধ হইতে দূরে অবস্থান করা উচিত। কেননা ব্রহ্মা, শিব ও যমরাজ পর্য্যন্তও যদি বৈষ্ণবাপরাধ করিয়া থাকেন, তাহ'লে তাঁহাদেরও রেহাই থাকে না। সুতরাং যেস্থানে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-নিন্দা হবে, সাধন ভজন প্রবীণ ব্যক্তিগণকে সাবধান করাইয়া দিতেছেন,—(ভাঃ৪।৪।১৭) যথা—

কর্ণৌ পিধায় নিরিয়াৎ যদকল্প ঈশে ধর্ম্মাবিতর্যাশৃণিভির্নৃভিরস্যমানে।
ছিন্দ্যাৎ প্রসহ্য রুষতীমসতাং প্রভুশ্চেৎ জিহ্বামসূনপি ততো বিসৃজেৎ স ধর্ম্মঃ॥

হে ভজনপিপাসু ব্যক্তিগণ! আপনারা যেস্থানে বৈষ্ণবনিন্দা শ্রবণ করিবেন শরীরে ক্ষমতা থাকিলে সেই নিন্দুক ব্যক্তির ঐ পাপিষ্ঠ জীহ্বাকে ছেদন করিবেন, আর তাহা যদি না হয়—নিজের শাস্ত্রীয়যুক্তি-প্রমাণ থাকিলে ঐ ব্যক্তিকে বুঝাইয়া নিজের মত অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তির মত স্থাপন করিবেন আর যদি তাহা না হয় তাহলে কর্ণে হস্ত আচ্ছাদনপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিবেন। এই শাস্ত্রীয় বিচারগুলি যদি ভজন-প্রয়াসীগণ স্বীকার না করেন, তাহ'লে তাহাকে ঐ মায়াময় সংসারে পতিত হইয়া নরকগামী হইতে হয়। পরন্তু তাহাকে জন্ম-মৃত্যুরূপী জঠর-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। (ক্রমশঃ)

— শ্রীঅমলকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা

আচার্য্যবর্য্য পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

১৬শ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব



নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে॥

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
শ্রীধাম নবদ্বীপ (নদীয়া)।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
ফোন : ২৪৭

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতিপূর্ব্বিকেয়ম্—

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বিকেয়ম্—

আগামী ২৯শে পদ্মনাভ, ২২শে আশ্বিন, '৯১ (ইং ৯।১০।৮৪) মঙ্গলবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও তদধীনস্থ ভারতব্যাপী শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য অস্মদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব-তিথি উপলক্ষে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ এবং তৎশাখা মঠসমূহে ১৬শ বর্ষপূর্ত্তি বিরহ-মহোৎসবের শুভানুষ্ঠান হইবে।

এতদুপলক্ষে উল্লিখিত ঠিকানায় নিম্নবর্ণিত সেবাসূচী অনুসারে আপনি সবান্ধব যোগদান করত আমাদিগকে বৈষ্ণব-সেবায় অধিকার দানে কৃপাপ্রকাশ করিবেন—ইহাই বিনীত প্রার্থনা। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটী মার্জ্জনীয়। ইতি—৩রা ভাদ্র, ১৩৯১

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—ঃ সেবা-সূচী ঃ—

২২শে আশ্বিন, ইং ৯।১০।১৯৮৪ মঙ্গলবার—

প্রাতে—মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র আলোচনা।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি, বৈষ্ণবসেবা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।

অপরাহ্নে—৪-৩০ মিনিটে বিরহ-সভার অধিবেশন।

বিঃ দ্রঃ—পত্র অথবা সেবানুকূল্য প্রেরণ করিতে হইলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের নামে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া (পঃ বঙ্গ)—এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য।
অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩৬শ বর্ষ | ৮ দামোদর, অনিরুদ্ধ, ৪৯৮ গৌরাব্দ ৩০ আশ্বিন, বুধবার, ১৩৯১ ; ইং ১৭।১০।১৯৮৪ | ৮ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীনবযুবদ্বন্দ্ব-দিদৃক্ষাষ্টকম্

[শ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

॥ শ্রীনব-যুবরাজায় নমঃ ॥

স্ফুরদল-ধূলীপূর্ণ-রাজীবরাজ-
ন্নব-মৃগ-মদ-গন্ধ-দ্রোহি-দিব্যাঙ্গ-গন্ধম্।
মিথ ইত উদিতৈরুন্মাদিতান্তর্বিঘূর্ণ-
দ্ব্রজভুবি নবঘূনোর্দ্বন্দ্ব-রত্নং দিদৃক্ষে॥১॥

যাঁহাদের উৎকৃষ্ট অঙ্গ-গন্ধ প্রকাশমান ও নির্ম্মল মধুপূর্ণ পদ্মস্থিত সুন্দর কস্তূরীর গন্ধকে ন্যক্কার করিতেছে এবং ব্রজমধ্যে পরস্পরের উদয়ে যাঁহাদের

অন্তঃকরণ আন্দোলিত হইতেছে, সেই নবযুবদ্বন্দ্ব-রত্ন অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণকে আমি ব্রজভূমিতে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥১॥

কনকগিরি-খলোদ্যৎ-কেতকী-পুষ্প-দীব্য-
ন্নব-জলধর-মালাদ্বেষি-বিব্যোরু-কান্ত্যা ।
সবলমিব বিনোদৈরীক্ষয়ৎ স্বং মিথস্ত-
দ্ব্রজভূবি নবযূনোর্দ্বন্দ্ব-রত্নং দিদৃক্ষে ॥ ২ ॥

কনকগিরি খলে অর্থাৎ সুমেরু পর্ব্বত-স্থানে সঞ্জাত কেতকী পুষ্পের সহিত শোভমান নূতন মেঘসমূহকে উৎকৃষ্ট ও মহতী কান্তিদ্বারা যাঁহারা দ্বেষ করিতেছেন এবং যাঁহারা পরস্পর ক্রীড়াদ্বারা আপনাকে মিলিতের ন্যায় জন-সকলকে দেখাইতেছেন, সেই নবযুবদ্বন্দ্ব-রত্ন অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আমি ব্রজভূমিতে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥২॥

নিরুপম-নবগৌরী-নব্যকন্দর্প-কোটি-
প্রথিত-মধুরিমোর্ম্মি-ক্ষালিত-শ্রীনখান্তম্ ।
নব-নব-রুচিরাগৈর্হৃষ্টমষ্টৈর্মিথস্ত-
দ্ব্রজভূবি নবযূনোর্দ্বন্দ্ব-রত্নং দিদৃক্ষে ॥ ৩ ॥

নিরুপম নবগৌরী এবং কোটি-সংখ্যক অভিনব কন্দর্পের সুবিখ্যাত মাধুর্য্য-তরঙ্গদ্বারা নির্ম্মলীকৃত পরম-শোভা যাঁহাদের নখপ্রান্তে বিনাশ-প্রাপ্ত হইতেছে এবং যাঁহারা পরস্পর অভিনব রুচি-বিশিষ্ট অনুরাগসমূহে হৃষ্ট হইতেছেন, সেই নবযুবদ্বন্দ্বরত্ন অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আমি ব্রজভূমিতে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥৩॥

মদন-রস-বিঘূর্ণন্নেত্র-পদ্মান্ত-নৃত্যৈঃ
পরিকলিত-মুখেন্দু-হ্রী-বিনম্রং মিথোঽল্পৈঃ ।
অপি চ মধুর-বাচং শ্রোতুমাবর্দ্ধিতাশং
ব্রজভূবি নবযূনোর্দ্বন্দ্ব-রত্নং দিদৃক্ষে ॥ ৪ ॥

মদন-রসে বিঘূর্ণিত লোচন-কমলের ঈষৎ কটাক্ষ সঞ্চালন-যুক্ত মুখচন্দ্র সম্ভূত লজ্জায় যাঁহারা পরস্পর অত্যন্ত বিনম্র হইয়াছেন এবং পরস্পরের মধুর-বাক্য শ্রবণে যাঁহাদের অতিশয় আশা বর্দ্ধিত হইতেছে, সেই নবযুবদ্বন্দ্ব-রত্ন অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণকে ব্রজভূমিতে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥৪॥

স্মর-সমর-বিলাসোদ্গারমঙ্গেষু রঙ্গৈ-
স্তিমিত-নবসখীষু প্রেক্ষমাণাসু ভঙ্গ্যা।
স্মিত-মধুর-দৃগন্তৈর্হ্রীণ-সংফুল্ল-বক্ত্রং
ব্রজভুবি নবযূনোর্দ্বন্দ্ব-রত্নং দিদৃক্ষে ॥ ৫ ॥

স্নিগ্ধ-স্বভাব নূতন বয়স্যাগণ রঙ্গভঙ্গী-সহকারে ঈষৎ হাস্য-যুক্ত মধুর নয়নাঞ্চল-দ্বারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কন্দর্প-যুদ্ধের বিলাস-সূচক চিহ্নসকল অবলোকন করিতে থাকিলে, যাঁহারা লজ্জায় প্রফুল্ল-বদন হইয়াছেন, সেই নবযুব-দ্বন্দ্ব-রত্ন অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণ আমি ব্রজভূমিতে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥৫॥

মদন-সমরচর্য্যাচার্য্যমাপূর্ণ-পুণ্য-
প্রসর-নববধূভিঃ প্রার্থ্য-পাদানুচর্য্যাম্।
সমর-রসিকমেকপ্রাণমন্যোন্য-ভূষং
ব্রজভুবি নবযূনোর্দ্বন্দ্ব-রত্নং দিদৃক্ষে ॥ ৬ ॥

যাঁহারা কন্দর্প-যুদ্ধচর্য্যার আচার্য্য, যাঁহাদের পদদ্বয়ের সেবা প্রভৃত পুণ্য-পুঞ্জশালিনী নব-বধূসকল প্রার্থনা করিয়া থাকেন, যাঁহারা সমর-রসিক ও পরস্পর এক প্রাণ এবং উভয়েই উভয়ের ভূষণ, সেই নবযুবদ্বন্দ্ব-রত্ন অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আমি ব্রজভূমিতে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥৬॥

তট-মধুর-নিকুঞ্জে শ্রান্তয়োঃ শ্রীসরস্যাঃ
প্রচুর-জল-বিহারৈঃ স্নিগ্ধবৃন্দৈঃ সখীনাম্।
উপহৃত-মধু-রঙ্গৈঃ পায়য়ন্তিমিথস্তে-
র্ব্রজভুবি নবযূনোর্দ্বন্দ্ব-রত্নং দিদৃক্ষে ॥ ৭ ॥

শ্রীরাধাকুণ্ডের প্রচুরতর জল-বিহারে পরিশ্রান্ত হইয়া তীরস্থ মধুর-কুঞ্জমধ্যে যাঁহারা সুস্নিগ্ধ সখীবৃন্দ-কর্ত্তৃক রঙ্গ-সহকারে উপহৃত মধু লইয়া ঐসকল সখীগণের সহিত পরস্পর পরস্পরকে পান করাইতেছেন, সেই নবযুবদ্বন্দ্ব-রত্ন অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আমি ব্রজভূমিতে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥৭॥

কুসুম-শর-রসৌঘ-গ্রন্থিভিঃ প্রেমদাম্না
মিথ ইহ বশবৃত্ত্যা প্রৌঢ়য়াবদ্ধা নিবদ্ধম্।
অখিল-জগতি রাধামাধবাখ্যা প্রসিদ্ধং
ব্রজভুবি নবযুনোর্দ্বন্দ্ব-রত্নং দিদৃক্ষে ॥ ৮ ॥

এই ব্রজমণ্ডলে মধুর-রসাশ্রিত গ্রন্থাচার্য্যগণ অতিশয় বশবর্ত্তিরূপ প্রেমরজ্জুদ্বারা সাক্ষাৎ যাঁহাদের পরস্পরকে বন্ধন করিয়াছেন এবং যাঁহারা নিখিল জগতে "রাধামাধব" এই নামে প্রসিদ্ধ, সেই নবযুবদ্বন্দ্ব-রত্ন অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আমি ব্রজভূমিতে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥৮॥

প্রণয়-মধুরমুচ্চৈর্নব্য-যুনোর্দিদৃক্ষা-
ষটকমিদমতিবত্নাদাদরঃ পঠেৎ স্ফারদৈন্যৈঃ।
স খলু পরম-শোভাপুঞ্জ-মঞ্জু-প্রকামং
যুগলমতুলমক্ষ্ণোঃ সেব্যমারাৎ করোতি ॥ ৯ ॥

যিনি প্রণয়-হেতু এই সুমধুর নবযুবদ্বন্দ্বরত্ন-দিদৃক্ষাষ্টক যত্ন-সহকারে অতি দীনভাবে পাঠ করেন, তিনি নিশ্চয়ই পরম শোভাপুঞ্জে অতি মনোজ্ঞ শ্রীরাধাকৃষ্ণের অতুল যুগল মূর্ত্তিকে শীঘ্র সেব্যরূপে নেত্রদ্বয়ের গোচরীভূত করিতে সমর্থ হন ॥৯॥

দীক্ষিত

শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষ—এই ত্রিবিধ জন্ম

শ্রীভাগবীয় মনুসংহিতা ও শ্রীমদ্ভাগবতে ত্রিবিধ জন্মের কথা উল্লিখিত আছে। বেদশাস্ত্রে ত্রিবিধ জন্মের কথা বিভিন্ন শাখায় উল্লেখ করিয়াছেন। বৈদিক সন্দর্ভগুলিও সেই কথায় প্রমাণ করে।

শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষ—এই তিন প্রকার জন্ম বেদে কথর্থিত আছে। বিশুদ্ধ পিতা-মাতা হইতে জন্মের নাম **শৌক্র-জন্ম**. আচার্য্যের নিকট গায়ত্রী উপদেশ লাভই **সাবিত্র-জন্ম** এবং যাজ্ঞিকানুষ্ঠানে বৈদিক দীক্ষালাভ করিলে **দৈক্ষ-জন্ম** হয়। শৌক্র-জন্মই আদি, তাহাতে সংস্কারের কোন কথা নাই। শূদ্রের সংস্কারাদি বিধেয় নহে। অশূদ্র, আচার্য্যের নিকট গায়ত্রী-উপদেশরূপ সংস্কার গ্রহণ করিয়া গুরুকুলে বেদ অধ্যয়ন করেন—উহাই তাঁহার সাবিত্র-জন্ম। আনুষ্ঠানিক যজ্ঞে কৃতিত্ব লাভ করিতে হইলে দীক্ষা-গ্রহণ নামক দ্বিতীয়বার সংস্কার দ্বারা জীবের তৃতীয় জন্ম হয়। অশূদ্র জীব দ্বিতীয় জন্মে দ্বিজ ও তৃতীয় জন্মে ত্রিজ হন। ব্রাহ্মণেরই তৃতীয় জন্ম অর্থাৎ দৈক্ষ জন্ম হয়।

ত্রিবিধ জন্মের কাল নির্ণয় ; 'ব্রাত্য' কাহাকে বলে

ক্ষত্রিয়ের ও বৈশ্যের তৃতীয় জন্ম নাই। ব্রহ্মকুলে জাতব্যক্তি দ্বিতীয় জন্ম লাভ করিতে পারেন, কিন্তু ষোলবর্ষ অতিক্রান্ত হইলে তাঁহার সাবিত্র-সংস্কার গৃহীত নাহওয়ায় দ্বিজ নামের পরিবর্ত্তে ব্রাত্য-সংজ্ঞা হয়। ২০ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি দ্বিজ সংস্কার গ্রহণ করিলে ক্ষত্রিয় হইতে পারেন ও দ্বাবিংশ বৎসর কাল পর্য্যন্ত বৈশ্য-সংস্কার গ্রহণ করিতে পারেন। তদুত্তর-কালে দ্বিজাখ্যা অপনোদিত হইয়া ব্রাত্য নামে আখ্যাত হয়।

যুগ-প্রভাবে ধর্ম্মের হ্রাস ; কলিকালে বৈদিক জন্মত্রয়ের অভাব

সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর পর্য্যন্ত বৈদিক অনুশাসন উত্তরোত্তর হ্রাস হইতেছিল। কলির সমাগমে ধর্ম্মের ত্রিপাদ হ্রাস হওয়ায় ও চতুর্থ পাদ আক্রান্ত হওয়ায় বৈদিক অনুষ্ঠান নামে-যাত্র প্রচলিত আছে। এই জন্যই পশু-হনন দ্বারা যজ্ঞাদি দ্বাপরে হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। তৎস্থলে শ্রীমূর্ত্তি-সেবা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কলিকালে নাম-যজ্ঞের প্রবর্ত্তন-দ্বারা কর্ম্মযজ্ঞ ও অর্চ্চনাদি-যজ্ঞ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে না। বাহ্য সংস্কারাদি কলিকালে প্রচলিত থাকিলেও দীক্ষা-সংস্কার বা বৈদিক দ্বিজত্বের সম্ভাবনা নাই।

বদ্ধজীবের নাম-যজ্ঞই কলিকালে যজ্ঞাধিকার

এইজন্য নাম-যজ্ঞের সুষ্ঠু অধিকারীগণ দীক্ষা লাভ করিয়া নাম-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। মহাভাগবতাধিকারেই নাম-যজ্ঞের যাজ্ঞিক হওয়া সম্ভব হয়। কনিষ্ঠাধিকারী মহাভাগবতের নিকট নাম-যজ্ঞে অধিকার লাভ করিবার প্রারম্ভিক অধিকার পাইবার বাসনায় দীক্ষা গ্রহণ করেন। মহাভাগবতের নিকট বদ্ধজীবের দীক্ষায় সম্বন্ধ-জ্ঞান সম্বলিত আছে।

মুক্তজীব নামযজ্ঞে দীক্ষিত, সুতরাং শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ

মুক্ত জীবের নাম-যজ্ঞেই দীক্ষা হয়। মুক্ত জীব বলিলে বর্ণাশ্রমাতীত মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকেই বুঝায়। শ্রীহরিদাস ঠাকুরই তাহার শ্রেষ্ঠ আদর্শ ও প্রমাণ। মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণই বৈষ্ণব। তিনিই অপরকে বিষ্ণুদীক্ষা দিতে সমর্থ। কনিষ্ঠাধিকারী যে মন্ত্র জপ করেন, তাহাতে তাঁহার সংসার-মুক্তি ঘটে না। যখনই মন্ত্রসিদ্ধিক্রমে তাঁহার বদ্ধাভিমান ত্যক্ত হয়, তখনই তিনি মুক্ত-কুলের উপাস্য হরিনাম কীর্ত্তন করিতে পারেন।

কলিকালে বৈদিক অনুষ্ঠানের সাফল্য নাই ; কলিকালের ব্রাহ্মণগণের অবস্থা

কলিকালে বৈদিক অনুষ্ঠানের সর্ব্বতোভাবে সফলতা নাই। **শূদ্রকল্প ব্রাহ্মণাভিমানিগণ** কল্মষময় কলিযুগে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রহ্মেতর মায়িক বস্তুরই উপাসনায় মত্ত। তাহারা প্রাক্তন দুষ্কৃতিবশে ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া বিষ্ণুর উপাসনার পরিবর্ত্তে মায়িক পঞ্চ-দেবতার উপাসনা করিয়া ফেলেন। বিষ্ণুর পমম পদ অবজ্ঞা করিয়া অন্য দেব সহ (বিষ্ণুর) সাম্য বুদ্ধি করেন। তজ্জন্য যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর উপাসনারূপ বৈদিক-যজ্ঞ হইতে অধিকার চ্যুত হইয়া ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না।

বৈষ্ণব-সদাচার-স্মৃতির পরিচয় ও তাহার প্রচার-প্রচেষ্টা

তজ্জন্য বেদানুগ তন্ত্র শাস্ত্রসকল বেদানুগমনে যে-সকল আনুষ্ঠানিক বিধি সাত্বত তন্ত্রসমূহে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই পঞ্চরাত্র, আগম বা বেদ-বিস্তৃতি বলিয়া বেদ-মার্গ-রত ঋষিগণ স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশক্রমে শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীসনাতন গোস্বামী 'শ্রীহরিভক্তি-বিলাস' বৈষ্ণবস্মৃতি সঙ্কলন করেন। তদীয় দাসাভিমানে ছয় গোস্বামীর অন্যতম সদাচার-নিরত ও কনিষ্ঠ ভাগবতগণেরও উপাস্য, আদর্শ মহাপুরুষ শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী 'সৎক্রিয়াসার-দীপিকা' এবং শ্রীহরিভক্তিবিলাস ক্রান্তি ব্যুৎক্রান্তি বিচার-ধারায় গুম্ফিত করিয়াছেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের পারমার্থিক স্মৃতি-বিহিত অনুষ্ঠানাদি বহির্ম্মুখ স্মার্ত্তগণের প্রবল তাড়নায় ন্যূনাধিক আক্রান্ত হইয়া থাকিলেও তাহাদের প্রচারের দিন আসিয়াছে।

মানব মাত্রেরই পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষায় অধিকার আছে এবং তৎ-ফলে দ্বিজত্ব লাভ শাস্ত্রীয়

শ্রীহরিভক্তিবিলাসোদ্ধৃত শাস্ত্রীয় প্রমাণানুসরণে আমরা জানিতে পারি যে, শূদ্রাশূদ্র মানব সকলেই বৈদিকী দীক্ষায় অধিকারী না হইলেও পাঞ্চ-রাত্রিকী দীক্ষায় অধিকারী। সাবিত্র-সংস্কার লাভ করিয়া গুরুকুলে বাস না করিয়া থাকিলেও দ্বিজগণ ব্রাত্য হইলেও অথবা শূদ্র ও অন্ত্যজকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও, সকলেরই সুকৃতিক্রমে পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা লাভের অধিকার আছে। মানবমাত্রেই পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা করিলে, তাঁহার দ্বিজত্ব

অবশ্যম্ভাবী। **কেবল স্ত্রী-লোকের উপনয়নাদি না হইলেও তাঁহারাও দ্বিজ হন ও নাম-যজ্ঞের এবং অর্চ্চনাদি বিষয়ে যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন। পুরুষ অনুপনীত হইলে তাঁহার প্রকৃত দীক্ষা লাভ ঘটে নাই, জানিতে হইবে।** পরমহংসাধিকারে যজ্ঞসূত্রাদি, বর্ণ-চিহ্ন নাই ; দণ্ড, কাষায় বস্ত্রাদি আশ্রম-চিহ্ন নাই। সেকালে তিনি বর্ণাশ্রমে অবস্থিত হইয়া অর্চ্চনাদি করেন না। শাস্ত্র বলেন,—যেরূপ নীচধাতু কাংস রস-যোগে কাঞ্চনতা লাভ করে, তদ্রূপ সদ্‌গুরুর নিকট পঞ্চসংস্কাররূপ দীক্ষা লাভ করিলে, মানবমাত্রেই দ্বিজত্ব লাভ করেন।

কলিকালে শৌক্র-ব্রাহ্মণগণের শূদ্রত্ব লাভ

কলিকালে দ্বিজ হইয়া অনেকে দ্বিজ-স্বভাবের বিপরীত পঞ্চোপাসনা ও বিষ্ণুর অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। তাঁহারা দ্বিজত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া শূদ্র অথবা অন্ত্যজ হইয়া পড়েন। সুতরাং তদধিকারক্রমে দ্বিজ হওয়া দূরে থাউক, অন্ত্যজত্ব বা শূদ্রত্বকে দ্বিজাচার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের মধ্যে পারমহংস্য নামে অনেক স্থলেই বিগত দুই তিন শত বৎসরের মধ্যেই অন্ত্যজ-শূদ্রাচার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তাহারা প্রকৃত স্মার্ত্তের অনুগমনে শূদ্র-দীক্ষা-দ্বারা বৈদিক বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রভূত ক্ষতি করিয়াছেন এবং অনুপযুক্ত গুরু সাজিয়া শিশ্নোদর পরতা বৃদ্ধি করিয়াছেন। শিষ্যদিগকে যথাবিধি পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা প্রদান করার পরিবর্ত্তে, তাহা-দিগকে 'শিব গড়িতে গিয়া বানর গড়াইয়াছেন' ; বৈষ্ণব করিতে গিয়া বিষ্ণুসহ বিরোধ করাইয়াছেন এবং স্ব-স্ব যোষিৎসঙ্গজ প্রাকৃত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অনুমোদন করিয়াছেন।

রসিকানন্দ প্রভুর ধারায় শৌক্র-ধারা শুদ্ধ

যদি প্রকৃতপ্রস্তাবে কোন আগমবিৎ গুরু কোনও শিষ্যকে পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা দিয়া থাকিতেন ও পঞ্চসংস্কার দিতেন, তাহা হইলে তিনি আর শৌক্র-জন্মের বাহাদুরিতে পরমার্থের বিলোপ সাধন করিতেন না—গুরু সাজিয়া আপনাকে অধঃপাতিত করিতেন না। শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর ধারায় এই সকল বিচার প্রবল থাকায় শ্রীমন্মহাপ্রভু ও ছয় গোস্বামী-প্রচারিত শুদ্ধধর্ম্মের রহস্য সুন্দরভাবে তথায় রক্ষিত হইয়াছে।

সামাজিক ব্রাহ্মণগণের দীক্ষা পারমার্থিক নহে—কৌলিক ক্রিয়ামাত্র ; সুতরাং ত্যাজ্য

দীক্ষিত ব্যক্তির জল ও পক্কান্ন যদি অদীক্ষিত (ব্রাহ্মণের) ব্যক্তির জল ও পক্কান্নের সহিত সমভাবে গৃহীত হয়, বা গৃহীত না হয়, তাহা হইলে পরমার্থ বিশ্বাসে কিরূপ অবিচার ও অত্যাচার প্রবেশ করান হইল, ইহা সুধী বিচারকবর্গ নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করুন। দীক্ষিত ব্যক্তি যদি দীক্ষার পরও শূদ্র থাকেন, তাহা হইলে দীক্ষাদাতা কোন্ বর্ণে পাতিত হইলেন—ইহাই আমাদের প্রশ্ন। যদি তিনি পাতিত না হইয়া থাকেন, অথবা দীক্ষা না দিয়া থাকেন, অথবা শূদ্র দীক্ষায় দীক্ষিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাকে পারমার্থিক গুরু কেন বলা যাইবে? তাদৃশ গুরুকে কৌলিক পুরোহিত বলিয়া নির্দ্দেশ না করিয়া, কেন পারমার্থিক গুরু বলা যাইবে? শৌক্র কুল ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য, সমাজে সুষ্ঠু বিধান করিবার জন্য যে-সকল কার্য্য ধর্ম্ম-নামে চলিতেছে, তাহা পুরোহিতের কার্য্য মাত্র। পতিতকে উন্নত করিবার কার্য্য নহে। পারমার্থিক মাত্রই তাদৃশ গুরু নামধারী পুরোহিতগণকে পুরোহিত-পদে বরণ করিয়া অকিঞ্চন গুরুর নিকট হইতে বৈষ্ণব হইবার জন্য দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। কৌলিক গুরুগণকে পুরোহিত জ্ঞানে কিছু কিছু দিয়া তাহাদের জীবিকা রক্ষণের ব্যবস্থা করিলে, পারমার্থিক ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ থাকিবে। যাহাতে মন্ত্র-জীবী ভাগবত-জীবী, কীর্ত্তন-জীবী, অর্চ্চন-জীবী, মৃদঙ্গ-জীবি, দেবলগণ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজকে অর্থভাবে প্রপীড়িত করিতে না পারেন, প্রত্যেক গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের তাহাই পর্য্যালোচনা করা বিশেষ আবশ্যক।

দীক্ষিত ব্যক্তিকে উপনয়ন-সংস্কার না দিলে তিনি গুরু হইবার যোগ্য নন এবং ত্যাজ্য হন

দীক্ষিত ব্যক্তির যদি দ্বিজত্ব লাভ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে ধর্ম্ম-শাস্ত্রকার বৃহস্পতির বাক্যানুসারে ধর্ম্মহানি মাত্র হইয়াছে জানিতে হইবে। **শাস্ত্র বলেন, দীক্ষা লাভের পর দ্বিজত্ব হত। যদি তাহা না হইয়া থাকে, নিশ্চয় দীক্ষা দেওয়া হয় নাই।** দীক্ষা গৃহীত হইলে নিশ্চয় তাহার ফল হইত। ফলরূপ কার্য্যদ্বারাই কারণের অবগতি হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের 'তৎ তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ'-বাক্য অবহেলা করিয়া যদি কেহ বৈষ্ণব-সজ্জায় গুরু সাজিতে যান, তাহা হইলে তাহাকে গুরুপদে রাখিতে নাই, ইহাই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য —

যো ব্যক্তি ন্যায়-রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥
গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথ-প্রতিপরস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥

প্রভৃতি শাস্ত্রানুসারে প্রচ্ছন্ন-শত্রুবর্গকে ত্যাগ করিতে হইবে। ত্যাগ না করিলে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিবে না এবং জীবের ভজন-পথে কণ্টক রোপিত হইবে।

অবৈষ্ণব—গুরু বা ব্রাহ্মণ নহেন

অবৈষ্ণবকে গুরু করিতে নাই; তাহার শাস্ত্রপ্রমাণ এই যে—"মহাকুল প্রসূতোপি সর্ব্ব-যজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ। সহস্র-শাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥"

মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাম্।
সর্ব্বেষামেব লোকানামসৌ পূজ্যো যথা হরিঃ॥

সুতরাং অবৈষ্ণব কখনই ব্রাহ্মণ হইতে পারে না, গুরু হইতে পারে না। যে ব্যক্তি অহঙ্কারবশতঃ আপনাকে বৈষ্ণবের গুরু বলিয়া অভিমান করেন, সেই দুর্ম্মতি জীবকে কখনই গুরু বলা যায় না। যিনি আপনাকে বৈষ্ণবের দাস, ব্রাহ্মণ অভিমান করেন এবং বৈষ্ণবের দাসত্ব ভিন্ন ব্রাহ্মণতার সম্ভাবনা নাই জানেন, তিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ ও গুরু শব্দবাচ্য। তাদৃশ ব্রাহ্মণ-গুরুর নিকট হইতেই বৈষ্ণব-দাসাভিমানী পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। দীক্ষা গ্রহণের পর তাঁহার দ্বিজত্ব লাভ ঘটিবে। তিনি যজ্ঞ-সূত্রাদি উপনয়ন বিধিসকল, যথা-রীতি অনুসরণ করিয়া সদাচারসম্পন্ন ও বিনয়ী হইবেন। নতুবা বৈষ্ণবদাস্য জন্মজন্মান্তরেও সম্ভাবনীয় হইবে না।

'দীক্ষাপ্রভাবে দ্বিজত্ব' অস্বীকারকারী সমাজ পরিত্যাজ্য

শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশানুসারে লিখিলেন,—

"গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণু-পূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥"

যিনি বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক বৈষ্ণব নামে অভিহিত হন, তিনি পারমার্থিক গুরুর নিকট বিষ্ণুদীক্ষা লাভ করিবেন। দীক্ষা প্রভাবে দ্বিজের সংস্কার গ্রহণ করিবেন। সংস্কৃত দ্বিজই বিষ্ণুপূজা করিবার অধিকারী। তিনিই তখন গুরুসেবা করিতে জল ও পক্ক অন্নাদিদ্বারা বিষ্ণু-প্রকাশ-বিগ্রহ গুরুদেবের সেবা করিতে পারেন। সে-কালে সমাজ তাঁহার পরমার্থে বাধা দিবে না,

বাধা দিতে আসিলে তাদৃশ ঘৃণিত সমাজকে প্রতিকূল জ্ঞানে ত্যাগ করিবেন এবং হরিভক্তির অনুকূল সমাজ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবমাত্রেরই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। পরমার্থবিরোধী সমাজের সহিত বাস করিতে নাই। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন :—

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ, পিতা ন স স্যাৎ জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যাৎ ন পতিশ্চ স স্যাৎ, ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্ ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরবর্ত্তিকালে বৈষ্ণবসমাজের নামে স্মার্ত্তানুগত্য

ক্ষুদ্র জড়ের জন্যসায় পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হওয়া সমীচীন কিনা, ইহা গৌড়ীয়-নামধারী বৈষ্ণবমাত্রেই বিচার করিয়া দেখুন। জড় জগতের পরিচয় —কেবল শত বর্ষের জন্য; ইন্দ্রিয় তর্পণের জন্য, হরি-বিমুখ-স্বার্থ পোষণের জন্য; আর পারমার্থিক জীবনের—জন্য, হরিপ্রেম তাৎপর্য্যময় ও পরম নিষ্কাম। শ্রীচৈতন্যদেলব নিত্যকারে ও তাঁহার পার্ষদ গোস্বামীবর্গের প্রকট-কালের পর হইতে শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের নাম করিয়া যে বিশৃঙ্খলতা ও স্মার্ত্তের পাদত্রাণাবলেহন কার্য্য চলিতেছে, তাহা বৈষ্ণব-ধর্ম্মের গ্লানি মাত্র, এই গ্লানি ঘুচাইবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার নিজ জনগণকে কালে কালে পাঠাইয়াছেন; তথাপি আমরা সেই মহাজন পরমার্থবিৎ বৈষ্ণব-স্মার্ত্তগণের অনুসরণ না করিয়া বিপথগামী হইতেছি কেন? আমরা কেন শাস্ত্র-জ্ঞান হইতে বিতাড়িত হইয়া স্বার্থান্ধ অবৈষ্ণবগণের কুহকে পড়িয়া অমূল্য জীবন হরিবিমুখ অবস্থায় কাটাইতেছি? পরমার্থ-বিরোধী সমাজ কি চিরদিন প্রবল থাকিবে? সাধুর মুখে হিতকথা, শাস্ত্রের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য, শাস্ত্রবিদ্‌গণের নিরপেক্ষতা কি চিরদিনই অবহেলিত হইবে? শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের মহিমা কি চিরদিনই হরিবিমুখ স্মার্ত্ত-অন্ধকার-গর্ত্তে আবদ্ধ থাকিবে?

গোপালভট্টের "সৎক্রিয়াসার-দীপিকার" আনুগত্য করিতে উপদেশ

ভবদেব-পদ্ধতি কি চিরদিনই সৎক্রিয়াসার-দীপিকাকে ঢাকিয়া রাখিবে? 'রঘুনন্দনে'র সংস্কার-তত্ত্ব তো চিরদিনই ঢাকা আছে; কখনই ত উহা উন্মুক্ত হয় নাই। তবে কেন 'সৎক্রিয়াসার-দীপিকার' অমর্য্যাদা হইবে? আমরা সুবিনীতভাবে শাস্ত্রজ্ঞ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণকে চক্ষু উন্মীলিত করিয়া

গুরুবর্গের অনুগমন করিতে অনুরোধ করিতেছি। তাঁহারা যেন মহাভারতের "শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ"-শ্লোক এবং যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ"-শ্লোক বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া বিষ্ণু-বিদ্বেষী হিন্দু সমাজের নিগড় হইতে উন্মুক্ত হন; তাহা হইলে তাহাদের ভোগ-বিলাস হইতে মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটিবে। তখনই তাঁহারা শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন ও শ্রীনামের কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হইবেন।

পুনরায় বৈষ্ণব-স্মৃতি স্থাপনের আশ্বাস

দীক্ষিতগণের দ্বিজত্ব হয় না, আর শৌক্র-পন্থায় দ্বিজত্ব আবদ্ধ, এইরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাসে ধর্ম্মের গ্লানি করিতে গিয়া যে উৎপাত উপস্থিত হইয়াছে, তাহার নিরাকরণ অবশ্যই হওয়া উচিত। একদিন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অবতার ত্রিদণ্ডি-যতিবর শ্রীরামানুজ স্বামী দাক্ষিণাত্যবাসী বৈষ্ণবগণের জন্য পঞ্চোপাসকের কবল হইতে প্রপঞ্চাগত বৈষ্ণবগণকে উদ্ধার করিয়াছেন। আজ আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল বৈষ্ণবদাসগণের চেষ্টায় আর্য্যাবর্ত্তে পুনরায় শাস্ত্রীয় ধর্ম্ম সংস্থাপন হইবে। আউল, বাউল, প্রাকৃত সহজিয়া, নেড়া, দরবেশ, সাই, গৌর-নাগরী, শৌক্র গোস্বামী-উপাধিধারী, কপট-বৈরাগী প্রভৃতি প্রচ্ছন্ন-বৈষ্ণব-দ্বেষীগণের কবল হইতে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সমাজকে উদ্ধার করিতে গিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শরণ গ্রহণ করিতেছি। এস ভাই। পারমার্থিক হও, প্রাকৃত-সহজ-ধর্ম্ম পরিত্যাগ কর। আর শুদ্ধ ভক্তি-স্রোতের মূল প্রবর্ত্তক শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অনুগমন করিয়া গাও—

"আমি ত বৈষ্ণব, এ'বুদ্ধি হইলে, অমানী না হব আমি
প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে, হইব নিরয়গামী॥
তোমার কিঙ্কর, আপনে জানিবে, গুরু অভিমান ত্যজি।
তোমার উচ্ছিষ্ট, পদজল রেণু, সদা নিষ্কপটে ভজি॥
নিজে শ্রেষ্ঠ জানি, উচ্ছিষ্টাদি দানে, হবে অভিমান ভার।
তাই শিষ্য তব, থাকিয়া সর্ব্বদা, না লইব পূজা কার॥
আমনী মানদ, হইলে কীর্ত্তনে, অধিকার দিবে তুমি।
তোমার চরণে, নিষ্কপটে সদা, কাঁদিয়া লুটিব ভূমি॥

—(দীক্ষিত পাংক্তেয় বৈষ্ণবদাস)

জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

বৈরাগ্য

বৈরাগ্য কি ব্যাপার? ইহা কি বিশেষ যত্নের সহিত সাধিত হয়? ইহা কি ভক্তির একটী অঙ্গ বা চরম ফল? জ্ঞানের সহিত ইহার সম্বন্ধ কি? বৈরাগ্য কি একটী কর্ম্ম বিশেষ? বৈরাগ্য হইলেই কি জীবের সম্পূর্ণ লাভ হইল? ইহা কি বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ?

জ্ঞানমার্গীয় লোকেরা বৈরাগ্যের বিশেষ সম্মান করেন। বৈরাগ্যকে জীবনের চরম ফল বলিয়া তাঁহারা জানেন। জ্ঞানের স্বভাব—বিবেক। তাঁহারা বলেন যে, জীবের যখন বিবেকের উদয় হয়, তখনই বিরাগ আসিয়া জীব হৃদয়ে-প্রবেশ করে। সংসারে মোহিত হইয়া জীব বিষয় বাসনায় আবদ্ধ। যখন সংসার-গতি বিচার করিয়া বিবেক দ্বারা স্থির করেন যে, সংসার-ধ্বংসই প্রয়োজন, যে যেহেতু তাহাতেই জীবের মুক্তি হয় তখন বিরাগ আসিয়া জীবকে সংসার ছাড়াইয়া নির্ব্বাণমুক্তি প্রদান করে।

কর্ম্মমার্গীর লোকেরা সংসার-ভোগের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। তাঁহারা জৈমিনী-ঋষির মত অনুসরণপূর্ব্বক বলেন যে, জীবের সংসার-বৈরাগ্যের কোন প্রয়োজন নাই। অন্ধ, বধির, খঞ্জ প্রভৃতি অক্ষম ব্যক্তিগণ কেবল বিরাগের অধিকারী, যেহেতু তাহারা অকর্ম্মণ্য।

জ্ঞানমার্গীয় এবং ভক্তিমার্গীয় মানবগণ বিরাগকে এত সম্মান করেন যে, সংসার ও বৈরাগ্যের দুইটী পৃথক্ পৃথক্ স্থিতি স্থির করিয়া তদ্বিষয়ে বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। সুতরাং প্রত্যেক মার্গীয় প্রক্রিয়ার অনেকগুলি বিধি-বিষেধের ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। দত্তাত্রেয়, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি জ্ঞানি-দলপতি-মহাত্মগণ শাস্ত্র-বাক্য অবলম্বনপূর্ব্বক বৈরাগ্যের সম্বন্ধে অনেক প্রকার ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেই সেই মতানুসারে দশনামী সন্ন্যাসিগণ এবং কাণফটা যোগিগণ ও গোরক্ষনাথী সন্ন্যাস-প্রায়-ব্যক্তিগণ নানা আকারে সংসারে ভ্রমণ করিতেছেন। দণ্ডী, মুণ্ডী প্রভৃতি নানাপ্রকার বেষধারিগণের সেই সকল দলে প্রভূত সম্মান। লিঙ্গই তাঁহাদের মধ্যে ধর্ম্মের চিহ্ন বলিয়া যত্নের সহিত অঙ্গীকৃত হয়। চিত্তের বিরাগ যে কি বস্তু, তাহা অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় না। লিঙ্গ দেখিয়াই সেই সেই মতস্থ সংসারী ব্যক্তিগণ তাঁহাদের দর্শনে কৃতকৃতার্থ হইয়া দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক তাঁহাদের পরিচার্য্যা করেন।

ভক্তিমার্গেও বৈরাগ্যের অনেক সম্মান দেখা যায়। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী, শুদ্ধাদ্বৈতবাদী এবং দ্বৈতবাদী বৈষ্ণবগণের মধ্যে অনেকেই বৈরাগ্য-চিহ্ন-ভূষিত হইয়া বিচরণ করেন। জ্ঞানমার্গীয়দের ন্যায় তাঁহাদেরও অবস্থায় মঠ, শিষ্য-সংগ্রহ ও বিধি-নিষেধের সজ্জা সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। মঠধারী হইয়া অনেকে অনেক সম্পদ্‌ও হস্তগত করিয়াছেন। তাঁহারা প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী—রাজাদিগের ন্যায় যান-বাহনাদিতে বিচরণ করেন, অনেক শিষ্যকে শিক্ষা দেন, অনেক মানুষকে ভোজন-পানাদি দান করিয়া নিজ নিজ সম্মান বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। অনেক স্থলেই প্রকৃত বৈরাগ্য না থাকিলেও তাঁহারা বৈরাগীর সম্মানে মাননীয় এবং বহুজনের দণ্ডবৎ-প্রণতি প্রাপ্ত হন। সংসারের একটী চিহ্ন অর্থাৎ বিবাহিতা স্ত্রী তাঁহাদের না থাকিলেই তাঁহাদের ধর্ম্ম বজায় থাকে এবং তাঁহারা 'বৈরাগী'-পদবাচ্য হইয়া পূজিত হন। বিবাহিতা স্ত্রীর স্থলাভিষিক্ত কৌপীনটীই তাঁহাদের প্রধান ধর্ম্ম-চিহ্ন। বিষয়াসক্তি, মোকর্দ্দমা, পরের প্রতি আক্রোশ, ধন সঞ্চয় প্রভৃতি দ্বারা তাঁহাদের বৈরাগ্য-ধর্ম্ম হইতে চ্যুতি হয় না। 'বর্ণত্যাগ'—এ কথা তাঁহারা জল্পনা করেন বটে, তথাপি তাঁহাদের মধ্যে অনেক স্থলে ব্রাহ্মণ-বর্ণের পূজা এবং 'আমি সন্ন্যাসি হইলেও ব্রাহ্মণ আছি'—একথাটা বলিয়া বর্ণ-গর্ব্ব ছাড়েন না।

আমাদের শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়-সম্প্রদায়েও সেইরূপ বৈরাগ্যের সম্মান আছে। প্রভু-সন্তান গোস্বামী আচার্য্যগণ গৃহস্থ, এইজন্য কথায় কথায় বৈরাগিগণ গোস্বামী প্রভুদিগকে 'গৃহস্থ' বলিয়া কিয়ৎ পরিমাণে নিম্নাধিকারী জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাহা গোস্বামী মহাশয়গণ অগত্যা সহ্য করেন। ইহাতে প্রকাশ পায় যে, 'বৈষ্ণব' বলিলে বৈরাগী বুঝাইবে এবং 'আচার্য্য' বলিলে গৃহস্থ প্রভু-সন্তান, সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ বুঝা যায়। যাহাই হউক, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-সম্প্রদায়ে আজকাল গৃহস্থ-বৈষ্ণব অপেক্ষা বৈরাগীর সম্মান অধিক। বৈরাগিগণ কৌপীন ধারণপূর্ব্বক বিশিষ্ট বৈষ্ণব সম্মানে মঠ বা আখ্‌ড়ায় বাস করেন। কতকগুলি নিষ্কিঞ্চন বৈরাগী অনিকেত হইয়া তীর্থে বা গ্রামে গ্রামে অভ্যাগতরূপে বিচরণ করেন। শ্রীমদ্‌গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর বিরচিত 'সংস্কারদীপিকা'-নামক গ্রন্থে অনিকেত শুদ্ধ বৈরাগ্য-প্রথার অধিকার-বিচারে কথিত হইয়াছে,—

বিজিতষড়্‌গুণো যস্তু দম্ভ হিংসাদিবর্জ্জিতঃ।
মৈত্রকারুণ্যশীলশ্চ বিগতেচ্ছা জিতেন্দ্রিয়ঃ॥

গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুভক্ত্যাদিসাধকঃ।
তস্মৈ দেয়ং প্রযত্নেন যাচিতে সতি সাধুভিঃ॥
দম্ভায় ভক্তিহীনায় শঠায় পরহিংসকে।
ন দাতব্যং ন দাতব্যং দত্তে তু ধর্ম্মনাশনম্॥

যাঁহারা ভেক দিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রথমেই দেখিবেন যে, কৌপীন-প্রার্থী-ব্যক্তি নিজসম্প্রদায়ে শ্রীভগবন্মন্ত্রে লোভ করিয়া যথাবিধি ভক্তিসাধন করিয়াছেন। সেই সাধন-ফলে বিজিত ষড়্‌গুণ হইয়া দম্ভ-হিংসাদি বর্জ্জন করিয়াছেন—মৈত্রকারুণা স্বভাব, নিষ্কাম ও জিতেন্দ্রিয় হইয়াছেন। দাম্ভিক, শুদ্ধ-ভক্তিহীন ও শঠ কপটকে কদাচই বৈরাগ্য-চিহ্ন প্রদান করিবেন না, করিলে দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের ধর্ম্ম নাশ হইবে। এইরূপ অধিকার বিচার না করিয়া বৈরাগ্য গ্রহণ করিলে বৈরাগী হয় না, কেবল শঠতা ও দম্ভ বৃদ্ধি হয়। সুতরাং বৈরাগ্যের অধিকারগত সম্মান ও সেবা পাইবার যোগ্য হন না। আমরা বারম্বার বলি যে, যেন আমাদের ঐরূপ অধিকার-স্থলে বৈরাগ্য-গ্রহণ না হয়। পক্ষান্তরে গ্রহীতা দেখিবেন যে, বৈরাগ্যদাতা গুরু এই প্রকার অধিকার প্রাপ্ত হইয়া উপযুক্ত পাত্রের নিকট বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা দৃষ্টি না করিলে মঙ্গল হইবেন না।

এসম্বন্ধে শ্রীসনাতন গোস্বামী, দাসগোস্বামী প্রভৃতির চরিত্র-দৃষ্টে কার্য্য করা আবশ্যক। শ্রীস্বরূপ-দামোদর গোস্বামীর চরিত্রও বিবেচনা করা উচিত।

বৈরাগ্য-সম্বন্ধে আমরা যে-সকল শাস্ত্র দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি এবং মাহাত্ম্য প্রাজ্ঞ পুরুষদিগের কৃপায় যাহা জানিয়াছি, সেইসকল বিচারপূর্ব্বক আমরা কিছু কিছু নিজের উপকারার্থে লিখিয়া রাখিব। অন্যকে শিক্ষা দিবার অধিকার বা প্রবৃত্তি আমাদের নাই। যদি কখনও কাহারও হাতে এই প্রবন্ধ পড়ে, তিনি পাঠ করিয়া তাঁহার অপ্রিয় কথা যাহা পান, তজ্জন্য আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। মূঢ় দীন ব্যক্তির কথায় ক্রুদ্ধ হওয়া মহজ্জনের উচিত নহে।

বৈরাগ্য কি? বিরাগ-ধর্ম্মকেই শাস্ত্র 'বৈরাগ্য' বলেন। মায়াবদ্ধ জীবের যে-বিষয়ে আসক্তি তাহাকেই 'রাগ' বলি; সেই আসক্তি রাহিত্যকেই 'বিরাগ' বলা যায়। মায়ামুক্ত জীব—সহজে কৃষ্ণে রাগপ্রাপ্ত পুরুষ। কৃষ্ণে রাগ যত উদয় হইয়া প্রবল হইতে থাকে, ততই বিষয়াসক্তি

খর্ব্ব হয়। সম্বন্ধজ্ঞান উদিত হইলে সহজেই বৈরাগ্যের উদয় হয়। বৈরাগ্য কখনই অভ্যাস দ্বারা লাভ করা যায় না। শ্রীমদ্ভগবদগীতায়—

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥ (গীঃ ২।৫৯)

তাৎপর্য্য এই যে, মায়ামুগ্ধ জীবের কৃষ্ণরাগ লুপ্ত হইয়া বিষয়-রাগ হইয়াছে। তাহা বিষয়-ত্যাগমাত্রেই যায় না, কেননা মনে মনে বিষয়-তৃষ্ণা প্রবল থাকে এবং পুনঃ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যখন অপ্রাকৃত কৃষ্ণরস-আস্বাদন হয়, তখন সহজেই বিষয়-রস-তৃষ্ণা তুচ্ছ হইয়া স্বাভাবিক বিষয়-বৈরাগ্য স্থির হয়।

বৈরাগ্য—ভক্তির হেতু, অঙ্গ বা চরম ফল নহে। বৈরাগ্য—জ্ঞানের ভ্রাতা, পদ্মপুরাণে (উত্তরখণ্ড ৬৩ অঃ) ভক্তিদেবী স্বয়ং ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ-রূপকভাবে বর্ণনা করিয়াছেন,—

অহং ভক্তিরিতি খ্যাতা ইমৌ মে তনয়ৌ মতৌ।
জ্ঞান-বৈরাগ্য-নামানৌ কালযোগেন জর্জ্জরৌ॥

পুনঃ শ্রীনারদ কহিলেন,—

অঙ্গীকৃতং ত্বয়া যত্নে প্রসন্নোঽভূদ হরিস্তদা।
মুক্তিং দাসীং দদৌ তুভ্যং জ্ঞান-বৈরাগ্যকাবিমৌ॥

এই প্রমাণের দ্বারা আমরা জ্ঞাত হইতেছি যে, ভক্তিই—মূল তত্ত্ব। মুক্তি কেবল ভক্তির পরিচারিকা। জ্ঞান ও বৈরাগ্য—ভক্তির দুইটি সন্তান। শ্রীমদ্ভাগবতেও (১।২।৭) এইরূপ সিদ্ধান্ত বাক্য পাওয়া যায়—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিত।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥

ভগবানে যিনি শুদ্ধ ভক্তিযোগ করেন, তাঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্য জন্মে এবং অহৈতুক জ্ঞানের উদয় হয়। ফলানুসন্ধান-রহিত আত্মার যে স্বতঃসিদ্ধ বোধ, তাহাই জ্ঞান। এই জ্ঞানকে শ্রীমহাপ্রভু 'সম্বন্ধ-জ্ঞান' বলিয়া উক্তি করিয়াছেন। কৃষ্ণ, জীব ও ইতর জগৎ—ইহাঁদের মধ্যে যে-প্রকৃত সম্বন্ধ তাহা জানিতে পারিলেই সম্বন্ধ-জ্ঞান হয়। কৃষ্ণই একমাত্র সেব্যবস্তু, জীব তাঁহার নিত্য সেবক এবং ইতর-জগৎ অর্থাৎ প্রাকৃত জগৎ—বদ্ধ-জীবের কৃষ্ণের সহিত লীলার ভূমি। এই জগতে চিদণুস্বরূপ জীব কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া দণ্ডাত্মরূপে বদ্ধ আছেন। কৃষ্ণ কৃপা করিয়া জীবের সঙ্গে সঙ্গে

তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য অনন্ত লীলা প্রকাশ করিতেছেন। এই সকল বিষয়ে যে শুদ্ধজ্ঞান, তাহাই সম্বন্ধ-জ্ঞান। সাধুসঙ্গে জীবের যে ভক্তির উদয় হয়, তদ্দ্বারা এই জ্ঞানটী জীব-চিত্তে ভক্তিবলে উদিত হইয়া থাকে। ভক্তির ক্রিয়াদ্বারা জীবের এই প্রাকৃত জগতের প্রতি যে তাচ্ছিল্য স্বাভাবিক হইয়া পড়ে, তাহাই বৈরাগ্য। ভক্তিজনিত জ্ঞানে মোক্ষাভিসন্ধি থাকে না। কিন্তু তদ্বিষয়ে স্পৃহা ভক্তির বিরোধী তত্ত্ব। ইহারই নাম—শুদ্ধ অদ্বয়জ্ঞান। ভক্তিই—শুদ্ধজ্ঞান ও বৈরাগ্যের একমাত্র জননী। অতএব শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং, জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান বিরাগযুক্তম্ ॥

আত্মা যখন শুদ্ধভক্তিযোগে পরমাত্মাকে স্ব-সত্তায় দেখিতে পান, তখন ঐ শুদ্ধভক্তির ক্রিয়ায় জ্ঞান-বৈরাগ্যের সাহচর্য্য পরিলক্ষিত হয়, যথা:— ভাগবতে (১।২।১২) ;—

তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যা ত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া ॥

তাহার প্রক্রিয়া ভাগবতে (১।২।১৫-২১) বলিয়াছেন, যথা ;—

যদ্ধ্যনুধ্যাসিনা যুক্তাঃ কর্ম্মগ্রন্থি-নিবন্ধনম্।
ছিন্দন্তি কোবিদাস্তস্য কো ন কুর্য্যাৎ কথারতিম্ ॥
শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃত্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্ ॥
নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী ॥
তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে।
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি ॥
এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ।
ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে ॥
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে ॥ (ক্রমশঃ)

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

গীতার বাণী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৬শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৩৮ পৃষ্ঠার পর)

দ্বিতীয় অধ্যায়ের দেহাত্মতত্ত্ব-বিচার

দেহে আত্মাভিমানী জীব কুলধর্ম্মের দোহাই দিয়া আততায়ী যাজনে সম্পূর্ণ বিরত থাকিতে চেষ্টা করে। তজ্জন্য কুলধর্ম্মের নিত্যতা স্থাপনে যে-সকল যুক্তি প্রদর্শন করে, স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র তাহার অনিত্যতা প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন,—অর্জ্জুন, তুমি যাহাদিগকে স্বজন-জ্ঞানে অস্ত্রাঘাত করিতে কুণ্ঠিত হইতেছ, তাহারা আততায়ী; তাহাদিগকে বধ করিলে কোনও পাপ হয় না—

অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ।
ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ॥
আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্।
নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি ভারত॥

অগ্নিদাতা, বিষদাতা, শাস্ত্রপাণি, ধনাপহারী, ক্ষেত্র ও স্ত্রী-অপহরণকারী ব্যক্তিকে 'আততায়ী' বলে। তাহাদিগকে নির্ব্বিচারে বধ করা উচিত। তাহাতে হন্তার কোন দোষ হয় না। পাণ্ডবগণের চিরশত্রু কৌরবগণের এই ছয়প্রকার দোষই বর্ত্তমান থাকায় তাহারা আততায়ী।

শ্রীভগবানের এই বিচারের উত্তরে অর্জ্জুন বলিতেছেন,—"অর্থশাস্ত্রাত্তু বলবদ্ধর্ম্মশাস্ত্রম্"। অর্থশাস্ত্র হইতে ধর্ম্মশাস্ত্র বলবত্তর। আপনার অর্থ-শাস্ত্রের যুক্তিতে আততায়ীকে বধ করা দোষজনক না হইলেও ধর্ম্মশাস্ত্র বলিতেছেন যে, "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাং ভূতানি" অর্থাৎ কোন প্রাণীকে হিংসা করিবে না। অতএব কৌরব-পক্ষীয়গণকে বিনাশ করা অনুচিত। বিশেষতঃ তাহাদের মধ্যে পূজ্যপাদ গুরু দ্রোণ ও পিতামহ ভীষ্মকে বধ করা একান্ত অকর্ত্তব্য। তাঁহাদিগকে অস্ত্রাঘাত করা দূরে থাকুক, তাঁহাদিগের প্রতি কঠোর বাক্যবাণ প্রয়োগ করাও অবিধেয়। বরং যুদ্ধ না করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করা ভাল। তাহাতে ঐহিক দুর্যশ (অর্জ্জুন প্রাণ-ভয়ে যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়াছে—এইপ্রকার অপযশ) হইলেও পারলৌকিক মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

এই প্রকার যুক্তির প্রত্যুত্তরে শ্রীভগবান্ জানাইলেন যে, ক্ষত্রিয় কুলোচিত অভিমানকারী অর্জ্জুনের ক্ষাত্রধর্ম্ম—যুদ্ধ করা। বিশেষতঃ যুদ্ধে আহূত হইয়া তাহাতে বিমুখ হইলে ক্ষাত্রধর্ম্ম-হানি হইবে,—

"আহূতো ন নিবর্ত্তেত দ্যূতাদপি রণাদপি ;"

আর ভিক্ষাবৃত্তি ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্ম ; তাহা অবলম্বন করিলে অর্জ্জুনের কুলোচিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কার্য্য হইবে। তখন অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদানে অসমর্থ হইয়া জানাইতেছেন যে, যুদ্ধ করা বা না করা কোন্‌টী শ্রেয়স্কর, তাহা তিনি বুঝিতে অক্ষম। গুরুদ্রোহাদি করিয়াও যুদ্ধে জয়ী হইবেন বা পরাজিত হইবেন, তাহারও নিশ্চয়তা নাই ; সুতরাং ধর্ম্মবিমূঢ়-চিত্ত এবং কার্পণ্যদোষে নিজ স্বভাব আচ্ছাদিত হওয়ায়, প্রকৃত কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে সামর্থ্য হইয়া ভাগবানের নিকট উপদেশ প্রাপ্তির আশায় ভগবচ্চরণে শরণাগত হইলে, শ্রীহরি অর্জ্জুনকে দেহ ও আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

"যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণ ইতি শ্রবণাৎ অব্রহ্মবিত্ত্বং কার্পণ্যং" অর্থাৎ যে ব্যক্তি অক্ষর ব্রহ্মকে না জানিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করে, সেই কৃপণ। কৃপণের ভাব কার্পণ্য অর্থাৎ অব্রহ্মজ্ঞতা। যাহাদের ব্রহ্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান হয় নাই, তাহারাই ধর্ম্ম-সংমূঢ়চিত্ত। এতদ্বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের বিচার আলোচিত হইলে ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাইবে। যথা—

বিধর্ম্মঃ পরধর্ম্মশ্চ আভাস উপমাচ্ছলঃ।
অধর্ম্মশাখাঃ পঞ্চেমা ধর্ম্মজ্ঞোঽধর্ম্মবত্ত্যজেৎ ॥
ধর্ম্মবাধো বিধর্ম্মঃ স্যাৎ পরধর্ম্মোঽন্যচোদিতঃ।
উপধর্ম্মস্তু পাষণ্ডো দম্ভো বা শব্দভিচ্ছলঃ ॥
যস্ত্বিচ্ছয়া কৃতঃ পুংভিরাভাসো হ্যাশ্রমাৎ পৃথক্।
স্বভাববিহিতো ধর্ম্মঃ কস্য নেষ্টঃ প্রশান্তয়ে ॥

(ভাঃ ৭।১৫।১২-১৪)

বিধর্ম্ম, পরধর্ম্ম, উপধর্ম্ম, ছলধর্ম্ম ও আভাস-ধর্ম্ম—এই পাঁচটীকে ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি অধর্ম্মের ন্যায় ত্যাগ করিয়া থাকেন। ধর্ম্মবুদ্ধিতে অনুষ্ঠান করিলেও যাহার অনুষ্ঠানে স্বধর্ম্ম বাধা হয়, তাহাই বিধর্ম্ম। আত্মধর্ম্মই স্বধর্ম্ম। আত্মধর্ম্মের অপর নাম সনাতন-ধর্ম্ম, ভাগবত-ধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্ম অথবা নিত্যধর্ম্ম। দেহ-গেহাদিতে আসক্ত ব্যক্তি আত্মধর্ম্ম-যাপনে কুণ্ঠিত। ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব জননীর নিকট বলিয়াছিলেন—

যে-পুত্র পোষণ কৈলুঁ অশেষ বিধর্ম্মে।
কোথা বা সে-সব গেল মোর এই কর্ম্মে॥
(চৈঃ ভাঃ মঃ ১।২।১৪)

সুতরাং ভগবদ্ভজন ত্যাগ করিয়া কেবল সংসার প্রতিপালন কার্য্যে ব্যস্ত থাকা বিধর্ম্মের অন্তর্গত। অন্যের প্রেরিত বা বিহিত ধর্ম্ম—পরধর্ম্ম। আত্মধর্ম্ম ব্যতীত দেহ-ধর্ম্মাদিকে পরধর্ম্ম বলে। যথা শ্রীভগবদুক্তি—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥" (গীতা—৩।৩৫)

জীবের বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মই প্রথমাবস্থায় স্বধর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়। তৎকালে বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া অন্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান অবিহিত। দ্রোণাদির ক্ষাত্রধর্ম্ম অবলম্বন করা পরধর্ম্মানুষ্ঠান। যে-কালে জীব আত্ম-ধর্ম্ম অর্থাৎ ভক্তি-পথের অনুষ্ঠান করিতে কৃতসঙ্কল্প হন, তখন বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মও পরধর্ম্ম হইয়া যায়। তখন কেবল নির্গুণা ভক্তিই স্বধর্ম্ম।

পাষণ্ড-ধর্ম্ম বা দম্ভ প্রকাশকারী ধর্ম্মই—জটাভস্মাদি ধারণময় ধর্ম্ম—পাষণ্ডধর্ম্ম, আর দম্ভ প্রকাশপূর্ব্বক নিজেকে ধার্ম্মিক বলিয়া খ্যাপনের চেষ্টা দম্ভ ধর্ম্ম। এই উভয়ই উপধর্ম্ম। শব্দের অন্যথা ব্যাখ্যা দ্বারা যে-ধর্ম্মের প্রচার হয়, তাহা ছলধর্ম্ম। যথা—"দশাবরান্ বিপ্রান্ ভোজয়েৎ"। এস্থলে 'দশাবরান্'-শব্দে বহুব্রীহি সমাস না করিয়া তৎপুরুষ সমাস ধরিলে ছলধর্ম্ম হয়। দশ অবর যাহা হইতে, তাহাই দশাবর অর্থাৎ কমপক্ষে দশজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতে হয়। এই অর্থ না করিয়া দশ অবর অর্থাৎ "১ হইতে ১০ সংখ্যা পর্য্যন্ত" এইরূপ অর্থ ধরিলে ছল করা হয়।

আর জীবের স্বেচ্ছাকল্পিত ধর্ম্মানুষ্ঠানই আভাস ধর্ম্ম; তাহা আশ্রম-ধর্ম্ম হইতে পৃথক্। তাদৃশ ধর্ম্মানুষ্ঠানে কোন মঙ্গলই হয় না। অতএব এই পাঁচ প্রকার বিচার পরিত্যাগ করিয়া তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির শরণাগত হইলে প্রকৃত ধর্ম্মের সন্ধান পাওয়া যায়। অর্জ্জুন যখন নিজ স্বতন্ত্র-বিচার ত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের শরণাগত হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার আত্মতত্ত্বের উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন।

কিরূপ ব্যক্তি ভগবান্ অথবা তত্ত্বজ্ঞ গুরুর শরণাগত হইবেন, অর্জ্জুন তাহারই আদর্শ প্রদর্শন করিলেন। যথা—"এবম্বিৎ শান্ত-দান্ত-উপ-

রতস্তিতিক্ষুঃ শ্রদ্ধান্বিতো ভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ” অর্থাৎ শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আত্মাতে আত্মদর্শন করিতে হয়। “কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ” (১।৩২) শ্লোকে শান্ত ও দান্তের লক্ষণ অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয়ের পরিচয়। “অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য (১।৩৫) শ্লোকে উপরতির (বৈরাগ্য) পরিচয়; “শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যম্” (২।৫) শ্লোকে তিতিক্ষা অর্থাৎ দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতার পরিচয় এবং গুরু-বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। “শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্” (২।৭) শ্লোকে তাহার পরিচয় প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব জীব নিজ স্বতন্ত্র-বিচার পরিত্যাগ করিয়া ভগবত্তত্ত্ববিৎ সাধুর শরণাগত হইবেন, ইহাই পার্থের আদর্শ।

মায়ামুগ্ধ জীব দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া দেহ ও স্বজনগণের মোহে এতটা বিকৃত-বুদ্ধি হইয়া বসে যে, শ্রীভগবান্ বা তদীয় নিজজনগণের সৎ উপদেশ-সকল গ্রহণে অনিচ্ছাহেতু নানাপ্রকার যুক্তি বিচার প্রদর্শন করিয়া থাকে। তাদৃশ যুক্তিসকলই অনার্য্য-জনোচিত, স্বর্গ-প্রতিষেধক ও অকীর্ত্তিকর। শ্রীভগবান্ অথবা ভগবত্তত্ত্ববিৎ আচার্য্য-চরণে শরণাগত হইলে জীবের তাদৃশ ভ্রম দূরীভূত হয়।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন দেহ অনিত্য ও আত্মা নিত্য। আত্মার দেহের সংযোগেই জন্ম, তাহা ত্যাগ করাই মৃত্যু। জীব অনাদিকাল ধরিয়া কর্ম্মবশে নানা দেহ প্রাপ্ত হইতেছে, পুরাতন বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণের ন্যায় আত্মার দেহ গ্রহণ ও ত্যাগ হইয়া থাকে। দেহের অবস্থা ছয় প্রকার—জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ। দেহের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলেও দেহী আত্মার পরিবর্ত্তন বা বিনাশ হয় না। আত্মাকে অস্ত্রে ছেদন করা, অগ্নিতে দগ্ধ করা, জলে সিক্ত করা বা বায়ুতে শুষ্ক করা যায় না; তাহা জড়বস্তু না হওয়ায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না। এই আত্মার বিষয়ে অনেকেরই জ্ঞানাভাব থাকায় ইহার কথা আশ্চর্য্যবৎ মনে হয়। দেহের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলে অর্থাৎ কৌমার হইতে যৌবন অথবা যৌবনের পর বার্দ্ধক্য আসিলে যেমন প্রাক্তন অবস্থার জন্য শোক করে না, তদ্রূপ দেহের বিনাশ হইয়া নরদেহ প্রাপ্তি হইলে পুরাতন দেহের জন্য শোক করা অকর্ত্তব্য। তোমার নিজ কুল-ধর্ম্মের বিচারে যুদ্ধ করাই শ্রেয়ঃ। যুদ্ধে জয় পরাজয়ের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কর্ত্তব্য-বিচারে যুদ্ধ করিলে পাপের ভাগী হইতে হইবে না। এই প্রকার বুদ্ধিযোগ অবলম্বন

করিয়া যুদ্ধাদি কর্ম্ম করিলে কোন প্রত্যবায় হয় না। এই বুদ্ধির নাম—ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি। আত্মবিচারে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া কর্ত্তব্য-কর্ম করাই ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি। যাহারা অব্যবসায়ী, তাহাদের আত্মজ্ঞানের অভাব আছে। তাহারা নানাপ্রকার কামনামূলে কর্ম্ম করিয়া থাকে। ঐহিক ও পারত্রিক ভোগ অর্থাৎ পৃথিবীতে থাকিয়া নানাপ্রকার সুখভোগের বাঞ্ছা করিয়া কর্ম্ম করে; আবার মৃত্যুর পরেও স্বর্গাদি লোকে গমনপূর্ব্বক আরও অধিক সুখ-ভোগ বাঞ্ছা করিয়া থাকে। তাহারা আত্মার কোন সন্ধান রাখে না, তাহাদের বুদ্ধির সীমা স্বর্গ পর্য্যন্ত। সুতরাং তাহারা তৎপ্রাপ্তিজনক ক্রিয়াসমূহের সাধনেই নিষ্ঠাযুক্ত থাকায় ভোগৈশ্বর্য্যপর সাধনাঙ্গ-সকলের চর্চ্চাই তাহাদের পরম পুরুষার্থ।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিই আত্মধর্ম্ম-যাজনে সমর্থ। এই আত্মধর্ম্মের প্রশংসায় শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, "এই যোগের আরম্ভ করিয়া সমাপ্ত না করিতে পারিলেও আরব্ধ কার্য্যটুকু নাশ হয় না। আর তজ্জন্য কোন প্রত্যবায়ও নাই। ইহার স্বল্পমাত্র অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠাতাকে মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করে।" অজামিল তাহার একজন আদর্শ উপমাস্থল। কর্ম্মকাণ্ডে মন্ত্রাদি উচ্চারণে স্বরাদির ত্রুটী অথবা মন্ত্রহীন অবস্থা ঘটিলে তাহার প্রত্যবায়ে বিষয় অনর্থ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু আত্মধর্ম্মে "মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে। উভয়োস্তু সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ॥" অর্থাৎ মূর্খ ব্যক্তির ব্যাকরণদুষ্ট শব্দ 'বিষ্ণায়' এবং পণ্ডিতের শুদ্ধ উচ্চারিত 'বিষ্ণবে' শব্দ সম পুণ্যজনক। কারণ শ্রীভগবান্ ভাবগ্রাহী। ভক্তিই কেবল তাঁহার লক্ষ্যের বিষয়। ভক্তির অভাব থাকিলে তিনি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করেন না। আর ভক্তিযুক্ত—ভক্তি-অর্পিত পত্র-পুষ্পাদি নিকৃষ্ট বস্তুতেও তাঁহার পরম আগ্রহ।

ভক্তি যাজন করিতে করিতে হরিসেবা ত্যাগ করিয়া হরি-সেবায় ব্যস্ত হইয়া মৃত্যু লাভ করিলেও রাজর্ষি ভরতের সাধিত ভক্তিটুকু নাশ হইয়া যায় নাই। তাহা পরজন্মে তাহাকে ভজনের প্রতি আগ্রহবিশিষ্ট করিয়াছিল। কারণ এই আত্মধর্ম্মে কোন প্রত্যবায় নাই।

— ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

পরম গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
১৫শ বর্ষপূর্তি বার্ষিক বিরহ-তিথিতে

দীনের ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি

শারদীয়ার শুভক্ষণে প্রবেশিলে নিভৃত নিকুঞ্জে
সাজায়ে দোঁহারে নিরুপমশোভে প্রেমের বিলাসে।
গোপনে চলিলে সজনে না বলিলে, বুঝি পাছে বাদ সাধে
সকলে ছাড়িয়া করিলে গমন, নীরবে সন্ধ্যারতি অভিলাষে॥

শারদীয়ার গগনে পূর্ণ শশধর বিরাজে অতিমনোহর
কুমুদিনী-সনে প্রেম-নিকেতনে বিহরয় অনিবার।
সহিতে না পারি বিনোদবিহারী কাঁদে আরবার
কৃপাকরি মোরে বাঁধি প্রেমডোরে মিনতি জানাই আবার॥

বিনোদের আর্ত্তি করিবারে পূর্ত্তি বৃষভানুদয়িতা
ইঙ্গিত করয়ে তারে শ্রীস্বরূপের চরণ ধরে হও বিনীতা।
শ্রীস্বরূপের আজ্ঞাবহ হয়ে সদা হও সেবাব্রত
পাল্যদাসী জ্ঞানে যুগল সেবায় থাক রত॥

আজ্ঞা পাইয়া মনে মনে চিন্তে তাই অনুক্ষণে
সকল ছাড়িয়া প্রবেশিলে নিকুঞ্জ কাননে।
আমার বিরহে কাঁদিবে সকল, না পাইয়া মোরে হইবে বিহ্বল
তবু তো মোরে ছেড়ে যেতে হবে বার্ষভানবীর অনুকম্পায়॥

তোমার অভাবে কাঁদি অনুক্ষণে
কৃপা করি দেখা দিয়া বাঁচাও প্রাণে।
শারদীয়ার শুভক্ষণে মিনতি রাতুল চরণে
দাস প্রতি কৃপা কর তাকাইয়া নিরভিমানে॥

শ্রীগৌরজন-কিঙ্করাভিলাষী—
শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী

যথার্থ শ্রদ্ধা

শাস্ত্রার্থ-বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা-অর্থে নির্ভরতা কায়-মনো বাক্যে অকপট আনুগত্যই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাবানের কৃষ্ণকার্য্যের ব্যক্তিত্বে বিশ্বাস আছে। 'শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করিলে সর্ব্বকর্ম্ম করা হয়'—এই শাস্ত্রার্থের প্রতি সুদৃঢ়নিশ্চতার নাম বিশ্বাস। এই বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা বলে। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে পাই,—

"শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
'কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়'॥"

যাঁহার সাধুসঙ্গে ভগবৎ-কথা-শ্রবণাদিরূপ ভক্তির অনুষ্ঠানে বিশ্বাস জন্মে, তিনিই শ্রদ্ধাবান্। নিজমঙ্গল-জন্য অগ্রসর হইবার যে বৃত্তি তাহাই শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধাই সাধনের প্রথম অবস্থা। যাঁহারা শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়া উত্তরোত্তর মঙ্গললাভে অগ্রসর হ'ন, তাঁহারা সাধনভক্তি আশ্রয় করিয়া থাকেন। তাহাতে আটটী অবস্থা আছে। অনর্থযুক্ত সাধকের শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ ভজন-ক্রিয়া ও অনর্থ নিবৃত্তি—এই চারিপ্রকার অবস্থা; আর নিষ্ঠা হইতে নিবৃত্তানর্থের অবস্থা। সাধনভক্তিতে শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি—এই চারিটী সোপান। শ্রদ্ধা হইতে আসক্তি পর্য্যন্ত শ্রদ্ধাময়ী ভক্তি বা সাধনভক্তি। তারপর ভাবভক্তি ভাবের পর প্রেমভক্তি। শ্রদ্ধাদি চারিটী সোপান অতিক্রম করিয়া প্রেমের দ্বারস্বরূপ ভাবের সোপানে অবস্থিত হইতে হয়। সাধনভক্তিতে জীবের আত্মোন্নতি হইয়া থাকে। সাধক যদিও পাকা কৃষক, সুদক্ষ সদাগর ও চতুর যোদ্ধা না হইতে পারেন, তথাপি তাঁহার অধিকারক্রমে তিনি অত্যুচ্চ মানবজীবনের কৌশলে পরিপক্ক।

যে-সকল বস্তুতে বর্ত্তমানে আমাদের শ্রদ্ধা হইয়াছে, তাহা পরিত্রান পাওয়া দরকার। কিসে আমাদের শ্রদ্ধা হইয়াছে? একটী নিজের ভোগবাসনা, আর অপরটী ভোগত্যাগ। এই দুইটীই পুরুষাভিমান-মূলক —সমজাতীয়। একটীর বিচার—জড়জগৎ ভোগ্য, আর আমি তাহার ভোক্তা; অপরটীর বিচার—জগৎ ভোগ করিতে গেলে আমি অসুবিধায় পড়িব, সুতরাং জগৎ ত্যাজ্য, আমি ত্যাগ করিব বা ভোগ করিব এই দুইটীই জড়াহঙ্কার বা কর্ত্তৃ-অভিমান হইতে উত্থিত। অক্ষজ জ্ঞানের উপর

নির্ভর না করিয়া অধোক্ষজের প্রতি নির্ভর করা আবশ্যক। ভোগময় কর্ম্ম ও ত্যাগময় জ্ঞান-রাজ্যের অসম্পূর্ণতা পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবদ্-ভক্তিতে অবস্থিত হওয়া দরকার। কিন্তু সেবকের সেব্যের সুখানুসন্ধান-বিচার প্রবল। সেবাতেই তাঁহার পরমসুখ। নিজের ভোগ ও ত্যাগের শান্তির কোন কথা নাই। তাই ভক্তের বিচার—'হে ভগবান্! তোমার সুখের জন্য যাবতীয় অশান্তিকেও বরণ করিতে প্রস্তুত আছি। আমি অসুখী হইলেও যদি তোমার সুখ হয়, তাহাতে আমার দুঃখ নাই। সেইটাই আমার প্রয়োজনীয়।'

অত্যন্ত পুরুষাভিমানে রাবণত্ব, আর গোপীর দাসী-অভিমানেই কৃষ্ণের সেবা লাভ হয়। যদি সেবোন্মুখ হইয়া সর্ব্বক্ষণ ভগবদনুশীলন করি, তাহা হইলে শ্রীভগবান্ নিশ্চয় কৃপাপূর্ব্বক সেই সেবোন্মুখ হৃদয়ে নিজেকে প্রকাশ করিবেন। চেতনের প্রতি উন্মুখতার দ্বারাই চেতনের উপলব্ধি হইবে। সদ্‌গুরু চরণাশ্রয় বা আম্নায়-পন্থা গ্রহণ ব্যতীত ভগবদুপলব্ধির অন্য উপায় নাই। শ্রীভগবান্ গুরুদেবাত্মারই করায়ত্ত হন।

শুদ্ধভক্তি সাধনে সকলেরই সর্ব্বপ্রথম অত্যাবশ্যক কৃত্য—পঞ্চবিধা বা নববিধা ভক্তির অকপট অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে প্রকৃত উচ্চাধিকারী অর্থাৎ নিজের প্রতি অকপট কৃপালু ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী প্রকৃষ্ট সঙ্গে চিত্তে হয় শ্রদ্ধা, না হয় রুচির উদয় পর্য্যবেক্ষণ করা। যতই অকপট শ্রদ্ধা বা রুচির বৃদ্ধি-ক্রমে দৃঢ়তা হইতে থাকিবে, ততই নবধা ভক্তির বা পঞ্চবিধা ভক্তির দৃঢ়নিয়মে নিরন্তর যজনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধজ্ঞান বা অনুভূতি ও যাবতীয় ভুক্তি-মুক্তি বাঞ্ছার প্রতি বৈরাগ্য বা আসক্তিরূপা পরমার্থপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি করাইয়া রতির উদয় করাইবে এবং তখনই স্বরূপ সিদ্ধিতে সিদ্ধরসের বা প্রেমের উদয় হইবে। শ্রেষ্ঠসাধু-সঙ্গ, পঞ্চবিধা নববিধা ভক্তির অনুষ্ঠানে রুচি ও মননই শুদ্ধভক্তির সাধনেচ্ছুর একমাত্র তীব্র, তীক্ষ্ণ লক্ষ্য করিবার বিষয়। শুদ্ধভক্তি সাধনেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেরই ভক্ত্যনুখ সৌভাগ্যের তারতম্যানুসারে চিত্তবৃত্তিতে শ্রদ্ধা বা রুচি—এই দুইটীর যেকান একটীর আবির্ভাব হইলে শ্রবণ-গুরু বা শিক্ষাগুরুর নিকট শ্রবণের সঙ্গে-সঙ্গে মনন অর্থাৎ মনে মনে শ্রুত বিষয়ের পর্য্যালোচনার দ্বারা শুদ্ধভক্তির বিপরীত ইচ্ছার বা চেষ্টার পরিত্যাগ ও ক্রমশঃ মনের যাবতীয় সংশয় নিবৃত্তি করিবার অধ্যবসায় বলিতে থাকিবে; তাহা হইলেই আমাদের মঙ্গল হইবে।

শুদ্ধভক্তি ব্যতীত ভুক্তি-মুক্তির কামনা অন্তরে থাকিলে একমাত্র নিরন্তর সৎসঙ্গে শ্রবণ, কীর্ত্তন, পরিচর্য্যা ও মননের দ্বারাই সমস্ত কৈতব ও মিশ্রভাব দূরীভূত হইয়া চিত্তশুদ্ধির সঙ্গে যুগপৎ রতির উদয়ে স্বরূপসিদ্ধি লাভ ঘটিবে—ইহাই ক্রম।

অশ্রদ্ধার অপর নাম কৈতব, অনাদর বা অসম্মান। শ্রদ্ধাই সকল অনর্থের মূল। আর সাধুর অকপট আনুগত্যই শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা অন্ধ-বিশ্বাস নহে ; ইহা অন্ধবিশ্বাসকে সমূলে নাশ করে। শ্রদ্ধাই সকল মঙ্গলের মূল। শ্রদ্ধাবান্‌ই ভক্তির অধিকারী। যেখানে কৈতব বা প্রতিষ্ঠাশা, সেখানে শ্রদ্ধা নাই। বিশ্বাসঘাতক মনকে প্রভু করিতে হইবে না। হতভাগ্য জনগণই মনকে প্রভু করিয়া তাহার কথা শুনিয়া চলে। যাঁহারা ভাগ্যবান্, তাঁহারা সাধু-শাস্ত্রকে প্রভুরূপে বরণ করিয়া অকপটে কায়-মনো-বাক্যে তাঁহাদের আনুগত্য ও সেবা করে। যদি শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে শ্রবণ ঠিক হয়। শ্রীহরিকথা বা শ্রীহরিনাম শ্রদ্ধালু ব্যক্তির কর্ণেই পৌঁছান। বিশ্বাসের সহিত শ্রবণ দরকার। শ্রদ্ধার অভাব হইলে সকল কার্য্যই আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ার ন্যায় মনে হয়। এই যে শ্রদ্ধার অভাব, ইহা নাস্তিকা-বুদ্ধি হইতে উদিত হয়। ইহা অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা। যাহার এই প্রকার অবস্থা, তাহার সংসার-ক্ষয়োন্মুখ হয় নাই ; সে ত্রিতাপে জর্জ্জরিত হইবার জন্য, মায়ার লাথি-ঝাঁটা খাইবার জন্য, জন্মজন্মান্তর অত্যন্ত দুঃখময় যাপন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। এইরূপ ব্যক্তির শাস্ত্র ও সাধুর বাক্যের প্রতি শ্রদ্ধা নাই। শ্রদ্ধা যাহার নাই, তাহার সাধু-সঙ্গও আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ামাত্রেই পর্য্যবসিত। যেখানে সৎসঙ্গ, সেখানে শ্রদ্ধা ও অভিনিবেশ আছে। অনভিনিবেশই নিঃসঙ্গ বা অসঙ্গ। সুতরাং যেখানে সাধুতে অভিনিবেশ নাই সেখানে সাধুসঙ্গ কি করিয়া হইবে ?

শ্রদ্ধা থাকিলেই কৃপা মহিমার অনুভূতি হয়। ভগবান্ ও ভক্তের মহিমাদি দর্শন ও শ্রবণ করিয়াও অন্যরূপ ধারণাবশতঃ তাঁহাতে বিশ্বাস না করাই অশ্রদ্ধা ; যেমন—বিশ্বরূপ প্রভৃতি দর্শন করিয়াও দুর্য্যোধনের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিশ্বাস হয় নাই।

শ্রদ্ধা ও শরণাগতি এক অর্থবাচক। যেখানে শরণাপত্তি নাই, সেখানে শ্রদ্ধাও নাই। শরণাগতিই শ্রদ্ধার চিহ্ন। শ্রদ্ধা কোন বাধা মানে না। যেখানে শ্রদ্ধা, সেখানে মনোযোগ ও উৎসাহ থাকিবে।

শ্রদ্ধার নিরুৎসাহ, আলস্য, জাড্য বা চিন্তাহীনতা নাই। শ্রদ্ধাবান্ কখনও সাধনের অধ্যবসায়ে অবহেলা করেন না। শ্রদ্ধা হইলে সাধন নিরন্তর চলিবে। শ্রদ্ধাবান্ ভয় পায় না, বিহ্বল হয় না। শ্রদ্ধাবান্ সাধুর চরণে নিজেকে বিক্রয় করিয়াছে।

হ্লাদিনীসার সমবেত সম্বিদ্‌বৃত্তির আভাসই শ্রদ্ধা। শরণাপত্তিই শ্রদ্ধার চিহ্ন। শ্রদ্ধা ভক্তির সহায়, শ্রদ্ধা ভক্তিকে বাড়ায়। শ্রদ্ধা হইলেই কর্ম্ম পরিত্যাগ হইয়া গেল। শ্রদ্ধা না হইলে ভক্তি বাড়ে না। শাস্ত্র অশোক, অভয়, অমৃতের কথা বলেন। সেই শাস্ত্র-বাক্যে শ্রদ্ধালুর বিশ্বাস হইয়াছে। ভক্তি করিলেই মঙ্গল হইবে,—মনের মধ্যে এইরূপ স্থির ধারণাই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা মনের অবস্থা, মানসিকগুণ; শ্রদ্ধা বা আদর মানসিক-বৃত্তি-মাত্র। শ্রদ্ধা অনুষ্ঠানময়ী নহে, ভক্তি অনুষ্ঠানরূপা বা ক্রিয়াময়ী। শ্রদ্ধা ক্রিয়ারূপা নহে; তাহা মনের গুণ। শ্রদ্ধা অর্থে আদর। ভক্ত আদর করিয়া যাহা দেন, তাহাতেই ভগবানের সুখ। আদরটা মানসিক-বৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। আদরে অনাদর নাই। শ্রদ্ধা মনের ভাব, অনাদরকে নষ্ট করে। শ্রদ্ধা ভক্ত্যঙ্গ নয়, কিন্তু অনন্য ভক্তির অধিকারী ব্যক্তির কর্ম্মাধিকার নিবারক বিশেষণ মাত্র। শ্রদ্ধা অধিকারীর বিশেষণ। শ্রদ্ধা ক্রিয়াময়ী নয় বলিয়া ইহা সাক্ষাৎ ভক্ত্যঙ্গ নয়। শ্রদ্ধা থাকিলে তাহার একটা বৈশিষ্ট্য বা মাহাত্ম্য হয়। সুখে উল্লাস এবং বিপদে দুঃখ না হওয়া শ্রদ্ধার একটা লক্ষণ। শ্রদ্ধাবান্ সুখ ও দুঃখে সম; মানসিক সুখ দুঃখে তাহার চিত্ত বিকল হয় না। তিনি গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য চিন্তা করেন না, গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব হইলেও বিহ্বল হন না। যিনি বিহ্বল হ'ন, তাঁহার শ্রদ্ধা নাই। যাঁহার শ্রদ্ধা আছে, মহাপ্রসাদ, ভক্ত, শ্রীধাম, গঙ্গা ও ভগবৎসেবার প্রভাবে তাঁহার কোন অবিশ্বাস হয় না। তাঁহাদের অলৌকিক প্রভাবে শ্রদ্ধাবানের স্বতঃই বিশ্বাস আছে। শ্রদ্ধায় নিরন্তর অনুসরণ-চেষ্টা থাকিবে। শ্রদ্ধার বিরতি নাই, সদা অনুবৃত্তি আছে। কোন দরিদ্র ব্যক্তি স্বর্ণখনির সন্ধান পাইয়া যেরূপ তৎসংগ্রহে অনুক্ষণ ব্যস্ত থাকে, তাহার বিরতি দেখা যায় না, সেইরূপ শ্রদ্ধালু ব্যক্তির সেবোৎসাহ নিরন্তর বর্ত্তমান দেখা যায়। শ্রদ্ধাবান্ প্রেমলাভের জন্য সর্ব্বক্ষণ আনুগত্যময় অনুশীলন করেন। যাঁহার শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা হইয়াছে, তাঁহার হৃদয়ে দম্ভ, কৌটিল্য বা প্রতিষ্ঠাশার লেশমাত্রও থাকিবে না। যেখানে শ্রদ্ধা আছে,

সেখানে কুটিলতাদি নাই; সেখানে বৈষ্ণবাপরাধের সম্ভাবনাও নাই। শ্রদ্ধালুর জ্ঞানপূর্ব্বক অপরাধ সম্ভব নয়। তবে চিত্রকেতুর কি করিয়া মহাদেবের চরণে অপরাধ হইল? ইহা অজ্ঞানতাবশতঃই হইয়াছে। লোক শিক্ষার্থে ভগবদিচ্ছায় মহাদেব ও চিত্রকেতু উভয়ে উভয়কে সেখানে গোপন করিয়াছেন। শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও যদি কাহারও বিষয়-আসক্তি (অপরাধ নাই) দেখা যায়, সেখানে দৈন্য অকিঞ্চনতা বাড়িবে। দৈন্য থাকিলেই বিষয়াসক্তি কমিয়া যায়। যদিও বা কখন কোন শ্রদ্ধাযুক্ত পুরুষেরও প্রারব্ধ কর্ম্মাদিবশতঃ বিষয়ে পুনঃ পুনঃ আসক্তি দেখা যায়, তথাপি বিষয়-সম্বন্ধ-কালেও তাঁহাকে বাধা প্রদানপূর্ব্বক দৈন্যরূপা ভক্তিই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে।

বিষ্ণু ব্যতীত অন্য কাহারও সেবা করিবার যাঁহার ইচ্ছা নাই, তিনিই অনন্যভক্ত। "অপি চেৎ সুদুরাচারঃ"-শ্লোকোক্ত অনন্য ভক্তের যে শ্রদ্ধা, তাহা লৌকিকী শ্রদ্ধা; তখনও শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা হয় নাই। অসত্য পরিবর্জ্জনে দৃঢ়তা হইলে, লৌকিকী শ্রদ্ধা পূর্ণ হইলে শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা হয়। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার উদয় হইলে সুদুরাচারত্ব সম্ভব হয় না। যিনি কৃষ্ণভজন ব্যতীত অন্য দেবাদির পূজা করেন না, তিনি অনন্য ভক্ত। "একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।"—এই বিশ্বাস তাঁহার আছে বলিয়া তিনি সৎ। অনন্য ভক্তের দৈবাৎ পাপকার্য্যে কিঞ্চিৎ রুচি দেখা গেলেও সেই সতের নিন্দা করিতে হইবে না; কারণ সেবা-প্রভাবে তাহা শীঘ্রই বিদূরীত হইবে। তবে পাপকার্য্যে রুচিবিশিষ্ট অনন্যভক্ত সঙ্গযোগ্য নন, আবার নিন্দনীয়ও নন, যাঁহার পাপে রুচি নাই বা যিনি পাপ করেন না, এইরূপ সত্তর অনন্য ভক্তেরই সঙ্গ করিতে হইবে।

মহিমা-জ্ঞানই শ্রদ্ধার কারণ-লোক-পরম্পরা-মাত্র-জাত যৎকিঞ্চিৎ যাঁহার আছে, তিনি কনিষ্ঠ লৌকিক শ্রদ্ধাকে কোমল শ্রদ্ধা বা শ্রদ্ধাভাস বলা হয়। শাস্ত্র বা যুক্তি-দ্বারা যাহার বিশ্বাস শিথিল করিতে পারা যায়, তিনি কোমল শ্রদ্ধাবান্। লৌকিক শ্রদ্ধা যাঁহার আছে, তিনি কনিষ্ঠ-কনিষ্ঠ। যাঁহার শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা আরম্ভ হইয়াছে, ভক্তে একটু আদর দেখা যাইতেছে তিনি মধ্যম-কনিষ্ঠ। কোমলশ্রদ্ধ প্রাকৃতভক্ত শ্রীবিগ্রহের পূজা করেন কিন্তু হরিমন্দিরস্বরূপ হরিভক্ত বা অন্য জীবকে আদর করেন না; তিনি সম্প্রতি অল্পকাল যাবৎই ভক্তি আরম্ভ করিয়াছেন। সর্ব্বাদর ও গুণগ্রাহিতাই

বৈষ্ণবতা। কনিষ্ঠের গুণগ্রাহিতা বা ভক্তে আদর নাই ভাবের উদয় পর্য্যন্ত মুখ্য-কনিষ্ঠ বা উত্তম-কনিষ্ঠ; উত্তম-কনিষ্ঠই শাস্ত্রীয়শ্রদ্ধাযুক্ত। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাযুক্ত কনিষ্ঠকে শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু মুখ্য-কনিষ্ঠ বলিয়াছেন। উত্তম কনিষ্ঠের শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধা হইয়াছে। তিনি সাধক অবস্থা পার হইতেছেন। কোমলশ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা ও দৃঢ়শ্রদ্ধা যাঁহাদের আছে, তৎসম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ বলিয়াছেন,—

"শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি অধিকারী।
উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ—শ্রদ্ধা-অনুসারি॥
শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ, দৃঢ়শ্রদ্ধা যাঁর।
উত্তম অধিকারী সেই তারয় সংসার॥
শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে দৃঢ়, শ্রদ্ধাবান্।
মধ্যম অধিকারী সেই মহাভাগ্যবান্॥
যাঁহার কোমল শ্রদ্ধা, সে কনিষ্ঠজন।
ক্রমে ক্রমে তেঁহো ভক্ত হইবে উত্তম॥"

শ্রীঋষভদেব

শ্রীঋষভদেব দুইজন। একজন শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত দ্বাবিংশ অবতারের অন্যতম অষ্টম অবতার। তিনি প্রশান্তদিগকে সর্ব্বাশ্রম-পূজ্য পরমহংস-পন্থা-উপদেশার্থ আগ্নীধ্রপুত্র নাভি হইতে মেরুদেবীর গর্ভ-সিন্ধুতে উদিত হইয়াছিলেন। ইঁহার কথা শ্রীমদ্ভাগবত ১।৩।১৩ ও ৫।৩য়-৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। ইনি চিরস্থায়ী ও বিস্তৃতকীর্ত্তি এবং মুনিচেষ্টাযুক্ত প্রাভবাবস্থ অবতারগণের অন্যতম। এই শ্রীঋষভদেবই ভগবদাবেশাবতার মধ্যে গণিত হইয়াছেন।

দ্বিতীয় শ্রীঋষভদেব চতুর্দ্দশমন্বন্তরাবতারের মধ্যে নবম। ইনি দক্ষসাবর্ণা-মন্বন্তরে আয়ুষ্মান হইতে অম্বুধারার গর্ভে আবির্ভূত হওয়া 'শ্রীঋষভ'-নামে বিখ্যাত হইবেন এবং তৎকালীন 'অদ্ভুত' নামক ইন্দ্রকে সর্ব্বসম্পৎ-সমৃদ্ধা ত্রিলোকী ভোগ করাইবেন। ইহার কথা শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টম-স্কন্ধ ১৩।২০ শ্লোকে বর্ণিত আছে।

শ্রীমদ্ভাগবত ১।৩।১৩ ও ৫।৩য়-৬ষ্ঠ অধ্যায়ে যে শ্রীঋষভদেব অর্থাৎ লীলাবতার বা চিস্থায়ী বিস্তৃতকীর্ত্তি মুনিচেষ্টাযুক্ত প্রাভবাবস্থ অবতার

শ্রীঋষবদেবের কথা বর্ণিত হইয়াছে, সেই ভগবদাবেশাবতারের সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা বুঝিতে না পারিয়া কুতর্ক-প্রবণ অসারগ্রাহিগণের হৃদয়ে কোন কোন পূর্ব্বপক্ষের উদয় হইতে পারে, তদাশঙ্কা করিয়া ভক্তি-সিদ্ধান্তবিদ্ আচার্য্যগণ যে-সকল সুসিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাই নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

অসারগ্রাহিগণের কুতর্ক উত্থাপন করিবার আশঙ্কা এই যে, ভাগবতে ৫।৫।৩২ শ্লোকে লিখিত হইয়াছে যে, শ্রীঋষভদেবের 'আজগর'-নামক ব্রতাবলম্বন-পূর্ব্বক একস্থানে শয়ন করিয়াই আহার, পান ও মলমূত্র পরিত্যাগ এবং পরিত্যক্ত শরীরেই অবলুণ্ঠন করিতে লাগিলেন; তাহাতে তাহার শরীর পুরীষ-প্রলিপ্ত হইল। আবার ইহার পরবর্ত্তী গদ্যে (৫।৫।৩৩) লিখিত আছে যে, "কিন্তু তাহা হইলেও উহাতে কোন বীভৎসভাব প্রকাশ হইবার আশঙ্কা ছিল না, কারণ ঐ পুরীষে দুর্গন্ধের লেশমাত্রও ছিল না। শ্রীঋষভদেবের সেই পুরীষসৌরভে সুরভিত হইয়া বায়ু চতুর্দ্দিকে দশযোজন পর্য্যন্ত স্থান সুবাসিত করিল। পরবর্ত্তী গদ্যে (৫।৫।৩৪) লিখিত আছে যে, "ঋষভদেব কখনও বা শয়ন করিয়াই গো, মৃগ ও বায়সতুল্য আচরণ করিয়া পান, ভোজন ও মল-মূত্রাদি পরিত্যাগ করিতেন।" আবার ৫।৬।৭ ও ৮ সংখ্যার গদ্যে শ্রীঋষভদেবের অপ্রকট সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে,—"শ্রীঋষভদেব পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে দক্ষিণ কর্ণাটের কোঙ্ক, বেঙ্কট, কুটক প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে কুটকাচলের সমীপবর্ত্তী উপবনে উপস্থিত হইলেন। * * অবশেষে বায়ুবেগে সেই কাননস্থ বংশদণ্ড-সমূহের পরস্পর সংঘর্ষণজনিত ভীষণ দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া তাঁহার দেহের সহিত সমগ্র কাননকে ভস্মীভূত করিল।

এইসকল ভাগবতীয় বর্ণন শ্রবণ করিয়া অবিদ্বৎপ্রতীতিযুক্ত ব্যক্তিগণের হৃদয়ে ভগবান্ বিষ্ণুর অপ্রাকৃত দেহে প্রাকৃত-বুদ্ধি হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া বিদ্বৎপ্রতীতিযুক্ত লোকমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আচার্য্যগণ জীবকুলকে অপরাধের হস্ত হইতে উদ্ধারার্থ নিম্নলিখিত সুসিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—

বৃদ্ধ বৈষ্ণব শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য্যে (৫।৬।৮) লিখিয়াছেন,—

"জ্ঞাননিন্দাত্মকো দেহো ঋষভস্য মহাত্মনঃ।
তাদৃশেনৈব মনসা ক্রমান্তু কুটকাচলে॥

দাবাগ্নিমনুবিশ্বাথ তত্রস্থ প্রাদহজ্জগৎ।
এবমগ্নের্ভিব্যক্তস্তস্থৌ বিষ্ণুঃ সনাতনঃ ॥"

শ্রীমধ্বমুনির এই সিদ্ধান্ত-বাক্য হইতেও উপলব্ধি হয় যে, শ্রীঋষভ-দেহ প্রাকৃত নহে, তাহা সচ্চিদাময়। তিনি কুটকাচলে ভ্রমণ করিতে করিতে দাবাগ্নিতে প্রবিষ্ট হইয়া জগৎ প্রকৃষ্টরূপে দগ্ধ করিয়াছিলেন, 'প্রকৃষ্ট'-শব্দের দ্বারা তিনি আশ্রিত জগতের অবিদ্যা দহন করিয়াছিলেন। ইহাই সূচিত হইতেছে। 'বিষ্ণু' ও 'সনাতন'-শব্দের দ্বারা শ্রীমধ্বমুনি শ্রীঋষভদেবের নির্গুণতা, জগন্মঙ্গলকরত্ব, অনাদিত্ব ও নিত্যত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। তাঁহার দেহ নশ্বর নহে, তাহা অপ্রাকৃত ও নিত্য।

পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, শ্রীঋষভদেব শ্রীভগবান বিষ্ণু হইতে অভিন্ন এবং তাঁহার দেহ 'অপ্রাকৃত' ও 'সচ্চিদানন্দময়', তখন তাঁহাতে পুরীষ পরিত্যাগ প্রভৃতি হেয়াংশের প্রতীতি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তদুত্তরে বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু তৎকৃত 'সিদ্ধান্তরত্নে'র ১ম পাদ ৬৫—৫৮ অনুচ্ছেদে এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

'শ্রীঋষভদেবে যে হেয়াংশকথিত হইয়াছে, তাহা অজ্ঞ ব্যক্তির যেরূপ প্রতীতি হইয়াছিল তাহারই বর্ণনা-মাত্র; কেননা, তাহার চিন্ময় দেহে তাদৃশ হেয়াংশ অসম্ভব। শ্রীমদ্ভাগবত (৫।৬।১১ শ্লোকের) 'দেবমায়া-বিমোহিতা' এই বাক্যের দ্বারা অজ্ঞ প্রতীতি স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়াছেন। আবার (ভাঃ ৫।৫।১৯ শ্লোকে) 'ইদং শরীরং মম দুর্ব্বিভাব্যং' অর্থাৎ 'আমার এই মনুষ্যশরীর—অবিতর্ক্য'—এই উক্তিদ্বারা স্বয়ং শ্রীঋষভদেবও তাহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; বিশেষতঃ তৎসেবক সিদ্ধ জীবেরই যখন হেয়াংশযোগের অভাব কথিত হইয়াছে, তখন তাঁহার সম্বন্ধে ত' কথাই নাই। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—"যে ভগবদ্ভক্তগণ শ্রবণকীর্ত্তনাদি দ্বারা জগজ্জনের চিত্তমল ধ্বংস করেন, যাঁহারা মলমূত্রাদি রহিত, তাঁহারাই পুণ্য-শ্লোক বলিয়া কথিত হয়।

আবার ভাঃ ৫।৫।৩২-৩৩ গদ্যে শ্রীঋষভদেব নিজ পুরীষাদি হেয় বস্তু-সকলকেও যে উপাদেয়রূপে জানাইয়াছিলেন, তাহা অসদাচারাদিগের কদাচারের পোষকতা-সম্পাদনের জন্যই বুঝিতে হইবে, তাহা না হইলে অর্হৎগণ তাঁহাকে স্বধর্ম্মোপদেষ্টা জানিয়া তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিত না। ভগবান্ শ্রীঋষভদেব যে অধর্ম্মকে পৃষ্ঠদেশে রাখিলেন, বৈদিক

আচারভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ উহাকেই 'ধর্ম্ম' বলিয়া গ্রহণ করিল। শ্রীল শুকদেব বলিয়াছেন যে (ভাঃ ৫।৬।৯) শ্রীঋষভদেবের চরিত্র শ্রবণ করিয়া 'কোঙ্ক', 'বেঙ্ক' ও 'কুটক' দেশের রাজা 'অর্হৎ' কলিযুগে অধর্ম্মমার্গ অর্থাৎ বেদ-বহির্ভূত চিহ্নধারী জৈনাদি পাষণ্ডসম্প্রদায়-পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিবেন। এই জন্যই ভগবানের নিজমায়ার দ্বারা তদ্রূপেই অন্যরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে। ইহাতে পরম স্বতন্ত্র ভগবানে বৈষম্য-দোষও ঘটিতেছে না; কেন-না, শ্রীভগবান স্বরূপতঃ শুদ্ধ চিন্ময় অথচ তটস্থভাব—জীবকে তাঁহার স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহার-ফলে তৎকৃত কর্ম্মানুসারেই ফল প্রদান করিয়া থাকেন।

এইরূপে ভগবানের চিন্ময়দেহে হেয়াংশের অভাব বুঝাইয়া দিয়া—"দাবানলস্তদ্বনমালোলহ'ণ: সহ তেন দদাহ" (ভাঃ ৫।৬।৮) অর্থাৎ তাঁহার দেহের সঙ্গে ভীষণ দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া সমগ্র কাননকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল'—এই অংশের সঙ্গতি করিতেছেন। উক্ত বাক্যের অর্থ অন্যরূপ' যথা—'তেন সহ' এস্থলে 'কর্ত্তৃসাহিত্যে তৃতীয়া' অর্থাৎ কর্ত্তা দাবানল শ্রীঋষভদেবকে সহায় করিয়াই বনকে দগ্ধ করিয়াছিল। ইহাদ্বারা কেবল-মাত্র দাবানলই বন দগ্ধ করে নাই, পরন্তু শ্রীঋষভদেবও করিয়াছিলেন। তাৎপর্য্য এই যে, দাবানল কেবলমাত্র বনই দগ্ধ করিয়াছিল, শ্রীঋষভদেব বনবাসিদিগের অবিদ্যাকে দগ্ধ করিয়াছিলেন। (ভাঃ ৫।৫।২৮) শ্রীঋষভ-দেব পুত্রদিগকে উপদেশ দিয়া পারমহংস্য ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন"—এইরূপ যে উক্তি দেখা যায়, তাহাতে তদ্ধর্ম্মের কেবলমাত্র অনুকরণই দেখা যায় এবং তাঁহার দেহত্যাগ-প্রকারও –যাহা কথিত হইয়াছে, তাহাও—তৎসেবকদিগের দেহাসক্তি পরিত্যাগ করাইবার জন্যই জানিতে হইবে।

———

শান্তির প্রয়াস

ধর্ম্ম জগতের প্রবেশের মুখে আমাদের প্রায় সকলেরই প্রথম জিজ্ঞাসা, —"মনে শান্তি পাই কিরূপে?" এই অশান্তিটুকু বোধ না থাকিলে জগতে অধিকাংশ লোকেরই যেন ধর্ম-জগতের অস্তিত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা স্বীকারেরও আবশ্যকতা-বোধ থাকিত না; কিন্তু আমাদের অভিলাষণীয়া এই শান্তির প্রাপক কে? আমরা বলিব আমাদের 'মন'—প্রাপক; আমাদের "অহং" প্রাপক বা আর একটু অগ্রসর হইয়া না হয় বলিব,

আমাদের 'আত্মা' প্রাপক। তাহা হইলে—দাঁড়াইল, শান্তির ভোক্তা 'আমি', শান্তি আমার জন্য, ইহাতে স্বার্থ আমার, এখানে পরমেশ্বরের কোন স্বার্থের কথা নাই, পরমেশ্বরের খাতায় 'শান্তি' জমা হউক, পরমেশ্বর শান্তির ভোক্তা হউন,—এইরূপ কোন অভিলাষ লইয়া শান্তির অনুসন্ধানে ব্যতিব্যস্ত নহি; এই শান্তিজিজ্ঞাসা—আমার ব্যক্তিগত স্বার্থের জিজ্ঞাসা,—ক্ষুদ্র স্বার্থের জিজ্ঞাসা, স্বার্থগতি বিষ্ণুর জিজ্ঞাসা নহে।

আমাদের অন্যাভিলাষ-ব্যাধি অনেক-প্রকার। আমরা যতই কেন না শান্তির অনুসন্ধান করি, আমাদের শান্তি খোঁজা ও শান্তি পাওয়া আল্‌নাস্কারে দিবা-স্বপ্নের মত। অন্যাভিলাষই অশান্তি, আর অন্যাভিলাষ-নির্ম্মুক্ত হইয়া কৃষ্ণানুসন্ধানই শান্তি,—একথা ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত আর কেহ বলিয়া দিতে পারেন না।

'পরমে'র সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথগ্‌ভাবে 'ক্ষুদ্রের' শান্তি হইতে পারে না। সর্ব্বস্বার্থ গতি পরমেশ্বরের স্বার্থানুসন্ধান হইতে পৃথক্ থাকিয়া কপটতা করিয়া ক্ষুদ্র আমাদের শান্তিরূপ অপস্বার্থানুসন্ধান আমাদিগকে শাশ্বতী শান্তির বাস্তব-রাজ্যে আনয়ন করিতে পারে না।

আমরা শান্তির অনুসন্ধিৎসু হইয়া অনেক সময় যেন অনিচ্ছাসত্ত্বে অগত্যা ঈশ্বরের সম্পর্ক স্বীকার করিতে বাধ্য হই। এইরূপ 'অগত্যায় ঈশ্বর স্বীকার' পাতঞ্জলীর 'ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ বা' অর্থাৎ বিকল্পে ঈশ্বর-স্বীকারের মৌখিকতার ন্যায় আমাদের কাপট্য-নাট্য মাত্র। পরমেশ্বরের সঙ্গে আমাদের ততটা দরকার নাই যতটা শান্তির সঙ্গে দরকার; আর সেই শান্তির প্রাপক আমরা—শান্তির একচ্ছত্র ভোগদখলকারী 'আমি'।

অনুকূলভাবে কৃষ্ণ-বিষয়ের অনুশীলনই—উত্তমা ভক্তি; তাদৃশ ভক্তিতে কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ নাই; তাহা নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞান বা অষ্টাঙ্গযোগাদি-দ্বারা আবৃত নহে।

আমি চাই—অন্যাভিলাষ; আর সেই অন্যাভিলাষপ্রাপ্তি হইতে আমার বহির্ম্মুখতার যে একটুকু তৃপ্তি বোধ হয়, তাহাকেই শান্তি বলিয়া মনে করি। জগতের শতকরা শতজন লোকই এইরূপ অন্যাভিলাষের তৃপ্তি তাৎপর্য্যময়ী শান্তির পিপাসু। কালে-ভদ্রে যদি কোন পরা শান্তির রাজ্যের দূত শ্রীরূপের অন্যাভিলাষিতা শূন্যা, জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতা, অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনময়ী শান্তির পসরা লইয়া এই ভাবের হাটে প্রদর্শনী খুলিতে

চাহেন, তাহা হইলে সেই শান্তির ক্রেতা মোটেই পাওয়া যাও না। শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন —এই অন্যাভিলাষ রহিতধর্ম্ম প্রত্যেক জীবের পরম শান্তির একমাত্র নিদান হইলেও শ্রীকৃষ্ণানুশীলনময়ী বাস্তব শান্তির গ্রাহক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আপাত কৃত্রিম শান্তি বা অন্যাভিলাষের অনুসন্ধিৎসু অনন্তকোটী জীবের মধ্যে কালে ভদ্রে একটীও পাওয়া যাইবে কি-না, সে বিষয়েও সন্দেহ আছে,—

"কোটীমুক্ত মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত।" (ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্যভাগবত মঠ-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ
নিশান্তলীলায় প্রবেশ

আমরা অত্যন্ত বিরহ-বেদনাতুর হৃদয়ে জানাইতেছি যে, বিগত ২৮শে আশ্বিন, ১৩৯১ (ইং ১৫।১০।৮৪) সোমবার কৃষ্ণা ষষ্ঠী তিথিতে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় জগদ্গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুগৃহীত ও অস্মদীয় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুদেবের আপনজন সতীর্থ পরমপূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিবিচার যাযাবর গোস্বামী মহারাজ তদীয় পরিচালিত মেদিনীপুর সহরস্থিত শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠে তদাশ্রিত ভক্তবৃন্দের উপস্থিত শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনধ্বনি-তরঙ্গে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর শ্রীচরণকমল স্মরণ করিতে করিতে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন।

তাঁহার বিরহ-সংবাদ প্রকাশ হইলে দলে দলে ভক্তবৃন্দ ও গুণমুগ্ধ সজ্জন সুধীবৃন্দ শেষবারের মতো দর্শন করিতে আসেন। ভক্তবৃন্দের অভিলষিত ও শ্রীশ্রীল মহারাজের পূর্ব্ব-ইচ্ছানুসারে তাঁহার অপ্রাকৃত কলেবর অভিন্ন মাথুরমণ্ডল গুপ্তবৃন্দাবন গৌরধাম শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থিত তদীয় শ্রীচৈতন্যভাগবত মঠে লইয়া আসার পরিকল্পনা করেন। এব্যাপারে সজ্জন ভক্তপ্রবর শ্রীরঘুনাথবাবু প্রচুর পুষ্পমাল্যাদি ও সহায় সহানুভূতি করেন এবং ২৯শে আশ্বিন বাষ্পীয় যানযোগে গৌড়ভূমে লইয়া আসা হয়। শ্রীশ্রীমন্ গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর সঙ্কলিত সৎক্রিয়াসার-

দীপিকা গ্রন্থের পরিশিষ্ট সংস্কার-দীপিকার বিধানানুসারে শ্রীচৈতন্যভাগবত মঠে শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সারস্বত-বৈষ্ণববৃন্দের উপস্থিতিতে শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন-ধ্বনি-সহযোগে তাঁহার শ্রীঅঙ্গ সমাহিত করা হয়।

পূজ্যপাদ শ্রীল মহারাজ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কাঁথি মহকুমার দুর্মুঠ নামক পল্লীগ্রামে এক স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পরিবারে প্রায় অষ্টদশক বর্ষ পূর্ব্বে আবির্ভূত হন। জনক-জননীর ভগবদ্ভক্তিরূপ ছত্রছায়ায় এই বালকও স্বভাব-সুলভ ভক্তিধর্ম্ম নির্ঝরণীতে অভিষিক্ত হইয়া শশীকলার ন্যায় দীপ্তিমান হইতে লাগিলেন। যথাসময়ে বালককে বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইল এবং তাঁহার অসামান্য প্রতিভা দিন দিন বর্দ্ধিত হওয়ায় শিক্ষক ও অভিভাবক সকলেই মুগ্ধ হন।

তখন প্রায় কিশোরকাল অতিক্রান্ত হইয়া সবেমাত্র যৌবনের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হইতে চলিয়াছেন—এই সময় দৈবাত যেন ভগবৎ প্রেরিত হইয়াই শ্রীনীলাচলক্ষেত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনে গমন করেন। প্রেমের মূর্ত্ত-বিগ্রহ স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যামসুন্দর শ্রীনীলাচলনাথ মনে হয় কিশোরকে নিজের দিকে আকর্ষণের জন্য তাঁহার প্রিয়জন আচার্য্যলীলাভিনয়কারী জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের নিকট অর্পণ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার সন্নিকটে প্রেরণ করেন। তেজোদীপ্ত অথচ সৌম্য-শান্ত-করুণাঘনমূর্ত্তি শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনের সৌভাগ্য ঘটে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ (ইং ১৯২৬) পরমমঙ্গলময় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-তিথিপূজায় শ্রীধাম মায়াপুরে শুভক্ষণে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে শ্রীহরিনাম ও দীক্ষা গ্রহণান্তে শ্রীসর্ব্বেশ্বরদাস ব্রহ্মচারী নামে পরিচিতি লাভ করেন। ঐদিনই সারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে যিনি নিষ্কিঞ্চন বাবাজী মহাশয়রূপে সুপরিচিত সেই শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজও (যিনি শ্রীঅধিকারানন্দ ব্রহ্মচারী নামে অভিহিত হইয়াছিলেন) শ্রীল প্রভুপাদের নিকট কৃপালাভ করেন।

পরবর্ত্তিতালে পূজ্যপাদ শ্রীল মহারাজ তাঁহার সম্পাদিত শ্রীভাগবত-গীতামৃত গ্রন্থে 'শ্রীগুরুকৃপালাভ'-শীর্ষক কবিতায় তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্মের সান্নিধ্য সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন—

সদ্গুরু সম্বন্ধ আর ভাগবতগাথা।
পুরীধামে গিয়া আমি পাইনু সর্ব্বথা॥

জগন্নাথ দীনবন্ধু পতিতপাবন।
আমা আকর্ষিয়া দিলা সদ্‌গুরুচরণ॥
গুরু বিনা গতি নাই জানিনু যখন।
সদ্‌গুরুর অন্বেষণে ছুটিনু তখন॥
জগন্নাথধামে মোর শ্রীগুরুচরণ।
তেরশ তেত্রিশ সালে পাইনু দরশন॥

* * * *

ওঁ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী বিষ্ণুপাদ।
তিনিই আমার গুরু শ্রীল প্রভুপাদ॥

* * * *

তিনি যেন ভগবদাদিষ্ট হইয়াই শ্রীগৌড়মণ্ডলে চলিয়া আসেন এবং সদগুরু-নিষ্ঠাই তাঁহাকে প্রেয়ঃ পথ পরিত্যাগ করতঃ শ্রেয়ঃ পথের অনুসন্ধানে ব্রতী করান।

শ্রীল মহারাজজী ব্রহ্মচারীকালে তদীয় গুরুপাদপদ্মের নির্দ্দেশে আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্য মঠের মূল মন্দিরে সেবাপূজায় নিয়োজিত হন এবং অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত সেবা-পূজা অর্চ্চনাদি করিতে থাকাকালে শ্রীমঠের পরিচালিত পরিষ্কাপীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি শাস্ত্রও বিশেষ অধ্যাবসায় সহকারে অধ্যয়ন করিতেন। বৃথা প্রজল্পাদি পরিত্যাগ করিয়া অতিনিদ্রা ও আলস্যাদি হেতু কালক্ষেপ না করিয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের মনোভিষ্ট পূরণার্থেই সময় অতিবাহিত করতঃ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের মহদাদর্শ প্রতীয়মান করিয়াছেন। তদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্মের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীচৈতন্যমঠ, ঢাকা, গয়া, কাশী, প্রয়াগ, পাটনা, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানস্থিত মঠসমূহের বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ সেবাকার্য্যে নিয়োজিত থাকিয়া শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবসেবার সুমহান আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার সেবাময় জীবন দর্শনে প্রভুপাদ প্রীত হইয়া তাঁহাকে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস প্রদান করেন এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ নামে পরিচিতি লাভ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ সন্ন্যাস-প্রদত্ত প্রাপ্তগণের মধ্যে তিনিই সর্ব্বকনিষ্ঠ অর্থাৎ শেষ সন্ন্যাসী।

তিনি ছিলেন সুললিত-কণ্ঠ। কাব্যিক-ছন্দে বক্তব্য পরিবেশনা তাঁহার বৈশিষ্ট্য-বিশেষ। তাঁহার মধুময়ী কণ্ঠের মধুমাখা মহাজন-গীতি

শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ খুবই মুগ্ধ ও ভাববিহ্বল হইতেন। শাস্ত্রের নিগূঢ় বিচার-ধারা ও দার্শনিক তত্ত্বসমূহও সুন্দরভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় পরিবেশনা করিতেন। তাঁহার ভাবগম্ভীর মাধুর্য্যময়ী চিত্তাকর্ষক গীতিকীর্ত্তন প্রাণকে আর্দ্র করিয়া ফেলিত। তাঁহার অনেক কীর্ত্তন রচনাবলী জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় অনুসরণে লিখিয়াছেন। শেষ জীবনে সতীর্থগণের বিরহ-বেদনায় ভারাক্রান্ত হইয়া যে বিরহগীতি রচনা করিয়াছেন তাহা এখানে সন্নিবেশিত করিতেছি—

যে আনিল প্রেমধন (ভক্তি) বিনোদ-ধারায়।
(সেই) সরস্বতী গুরু মোর, কোথা গেলা হায়॥
কাঁহা তীর্থযুগ, ভারতী, অরণ্য, আশ্রম।
কাঁহা পর্ব্বত, পুরী, কাঁহা মোর বোধায়ন॥
কাঁহা শ্রীভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী উদার।
কাঁহা যতি, পদ্মনাভ, সেবাপ্রাণ যাঁর॥
কাঁহা কেশব মহারাজ, কাঁহা প্রভু নরহরি।
কাঁহা স্বামী মহারাজ—পৃথ্বী প্রচারকারী॥

* * * *

আর যত গেছেন, আছেন—গৌরগণ।
দন্তে তৃণ ধরি বন্দোঁ সবার চরণ॥
শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায় বহু পেয়েছিনু সঙ্গ।
দীন যাযাবর কাঁদে দেখি' সঙ্গ-ভঙ্গ॥

তিনি এইরূপ বহু দৈন্যাত্মক গীতি-কীর্ত্তন রচনা করিয়াছেন। বৈষ্ণবোচিত অশেষগুণে গুণান্বিত তাঁহার সুনির্ম্মলপূত চরিত, শান্ত, সৌম্য, মধুর ব্যবহার, সুসিদ্ধান্তে নিপুণ, নামভজনে দৃঢ়নিষ্ঠা, ভুবন-পাবন শ্রীরূপানুগবর সারস্বত বৈষ্ণব-তিলকরূপ এই মহাত্মার অপ্রকটে হরিনাম-দুর্ভিক্ষ-দিনে যাহা ক্ষতি হইল তাহা অপূরণীয়। তিনি অন্তরাল হইতে আমাদের প্রতি অহৈতুকী কৃপাপরবশ হইয়া স্নেহাশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন—যাহাতে মরণের বীথিকায়েও অকুতোভয়ে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের অপ্রাকৃত মহিমার স্মৃতিচারণ করিয়া সেবায় ব্রতী থাকিতে পারি,—ইহাই সকাতর প্রার্থনা।

—প্রকাশক



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য।
অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম।

৩৬শ বর্ষ | ৮ কেশব, গর্ভোদশায়ী, ৪৯৮ গৌরাব্দ
৩০ কার্ত্তিক, শুক্রবার, ১৩৯১ ; ইং ১৬।১১।১৯৮৪ | ৯ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীব্রহ্মকৃতং "শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্রস্য প্রথম-দশকম্"

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে
চতুর্দ্দশমেঽধ্যায়ে—১-১০)

নৌমীড্য তেঽভ্র-বপুষে তড়িদম্বরায়
গুঞ্জাবতংস পরিপিচ্ছ-লসন্মুখায়।
বন্যস্রজে কবল-বেত্র-বিষাণ-বেণু-
লক্ষ্ম-শ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায় ॥ ১ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে জগদ্বন্দ্য, নবীন ঘন-শ্যাম-বিগ্রহ, তড়িতের ন্যায় পীত বস্ত্রধারী আপনি গোপ-রাজ নন্দের নিত্যপুত্র, আপনার শ্রীবদন-মণ্ডল গুঞ্জা-বিরচিত, কর্ণভূষণ ও চূড়াগ্রবর্ত্তী শিখিপুচ্ছে দীপ্যমান। গলদেশে বনমালা হস্তে দধি-মিশ্রিত অন্ন-গ্রাস, বেত্র, বিষাণ, বেণু প্রভৃতি দ্বারা

আপনার পরম শোভা হইয়াছে। আপনার শ্রীচরণযুগল অতিশয় কোমল, আমি আপনার স্তব করিতেছি ॥ ১ ॥

অস্যাপি দেব ! বপুষো মদনুগ্রহস্য
স্বেচ্ছাময়স্য নতু ভূতময়স্য কোঽপি।
নেশে মহি ত্ববসিতুং মনসান্তরেণ
সাক্ষাৎ তবৈব কিমুতাত্ম-সুখানুভূতেঃ ॥ ২ ॥

আমার প্রতি কৃপাময় ভক্তের ইচ্ছানুসারে প্রকটিত শুদ্ধসত্ত্বাত্মক এই ভবদীয় নারায়ণাখ্য বিগ্রহের মহিমা আমি জানিতে সমর্থ নহি, কিম্বা অন্যেও সমর্থ নহে; সুতরাং স্বয়ংরূপ আত্ম-সুখানুভব-স্বরূপ অবতারী আপনার মহিমা চিত্তবৃত্তি-নিরোধ করিয়াও যে কেহই জানিতে পারিবে না, তাহা বলাই বাহুল্য। অথবা আপনার বিরাট বিগ্রহের মহিমা (যোগের দ্বারা) চিত্তবৃত্তি-নিরোধ করিয়াও কেহই জানিতে সমর্থ হয় না, সুতরাং আমার প্রতি কৃপাময় স্বেচ্ছা-প্রকটিত তনু আত্ম-সুখানুভব-স্বরূপ স্বয়ং-ভগবান্ এই আপনার মহিমা যে, জানিতে পারিবে না, তাহাতে সন্দেহ কি ? ২ ॥

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়-বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ-শ্রুতিগতাং তনু-বাঙ্-মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত-জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥ ৩ ॥

জ্ঞানের অর্থাৎ অক্ষজ-জ্ঞান-দ্বারা ভগবৎ-স্বরূপৈশ্বর্য্য ও মহিমা বিচারের প্রয়াস সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজ নিজ আশ্রমে বা সাধু সন্নিধানে অবস্থিত হইয়া যাহারা সাধুগণের মুখে স্বতঃ-উচ্চারিত এবং তৎ-সান্নিধ্য-মাত্র আপনা হইতেই শ্রবণ-পথে প্রবিষ্ট ভবদীয় নাম-রূপ-গুণ-লীলাপর-বাক্য শরীর, মন ও বাক্যের দ্বারা সৎকার করিতে করিতে জীবন ধারণ করেন, তাঁহারা অন্য কোন কর্ম্ম না করুন তথাপি ত্রিলোকে অন্যান্য ব্যক্তির অজিত আপনি, তাঁহাদের দ্বারা জিত অর্থাৎ বশীভূত হন ॥ ৩ ॥

শ্রেয়ঃ-সৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধ-লব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্‌যথা স্থূল-তুষাবঘাতিনাম্ ॥৪ ॥

হে প্রভো ! যে-সকল জ্ঞান-মার্গাবলম্বী ব্যক্তি নিজ মঙ্গল-লাভের পথ-স্বরূপা ভগবদ্ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া, কেবল অর্থাৎ ভক্তিশূন্য জ্ঞান লাভের

জন্য ক্লেশ স্বীকার করেন, তাহাদের অন্তঃসার শূন্যস্থল তুষাবঘাতির ন্যায় ক্লেশমাত্রই লাভ হইয়া থাকে, তদ্ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না ॥ ৪ ॥

পুরেহ ভূমন্ ! বহবোঽপিযোগিন-
স্ত্বদ্ধর্পিতেহা নিজ-কর্ম্ম-লব্ধয়া ।
বিবুধ্য ভক্ত্যৈব কথোপনীতয়া
প্রপেদিরেঽঞ্জোঽচ্যুত তে গতিং পরাম্ ॥ ৫ ॥

হে অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপ ! হে অচ্যুত ! পুরাকালে বহু যোগীপুরুষ বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু তাহারা যোগমার্গে ফল লাভ করিতে অসমর্থ হইয়া নিজ-নিজ লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম আপনাতে সমর্পণ করেন। তৎফলে তাহারা ভবদীয় কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন-রূপা ভক্তি-দেবীর প্রভাবে আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিয়া অনায়াসে আপনার সামিপ্যরূপ উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

তথাপি ভূমন্ ! মহিমা-গুণস্য তে
বিবোদ্ধুমর্হত্যমলান্তরাত্মভিঃ ।
অবিক্রিয়াৎ স্বানুভবাদরূপতো
হ্যনন্য-বোধ্যাত্মতয়া ন চান্যথা ॥ ৬ ॥

(পূর্ব্বশ্লোকে জ্ঞানের প্রয়াস পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবদ্ গুণানুবাদ-শ্রবণ-দ্বারাই ভগবৎপ্রাপ্তি হয়, অন্য কোন উপায়ে হয় না—কথিত হওয়ায়, ভগবানের নির্গুণ ও সগুণ—উভয় স্বরূপেরই দুর্জ্ঞেয়ত্ব সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। ভগবানের স্বরূপ দুর্জ্ঞেয় হইলেও নির্গুণ স্বরূপের উপলব্ধি কোন-প্রকারে কথঞ্চিৎ হইতে পারে, কিন্তু অচিন্ত্যগুণ-সম্পন্ন সগুণ-স্বরূপের অনুভূতি হয় না।—ইহাই বলিবার জন্য এই শ্লোকের অবতারণা)।

আপনার গুণাতীত স্বরূপের মহিমা বিষয়-নিবৃত্ত নির্ম্মল-অন্তঃকরণের গোচরীভূত হইতে পারে, কেন না ভগবদ্-মহিমা অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব, স্বতঃ-প্রকাশ-ভাবেই অর্থাৎ তদ্বস্তুরূপেই বিষয়াকার-শূন্য নির্ব্বিকার, সুতরাং ব্রহ্মাকারে পরিণত অন্তঃকরণের সাক্ষাৎকার অর্থাৎ স্ফূর্ত্তির বিষয় হইয়া থাকে ; কিন্তু অন্যপ্রকার অর্থাৎ সগুণস্বরূপ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয় না ॥ ৬ ॥

গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং
হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য ।
কালেন যৈর্ব্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈ-
র্ভূপাংশবঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ ॥ ৭ ॥

হে দেব! এই বিশ্বের মঙ্গলের জন্য অবতীর্ণ গুণাধিষ্ঠাতা আপনার গুণরাশি কে গণনা করিতে পারে? যে-সকল অতি নিপুণ ব্যক্তি বহু জন্মে পৃথিবীস্থ ধূলিকণা, হিমকণা এবং নক্ষত্রাদির কিরণস্থিত পরমাণু-সমূহ গণনা করিয়াছে, তাঁহারাও এ বিষয়ে সমর্থ নহেন ॥ ৭ ॥

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্-বপুর্ভি-র্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥ ৮ ॥

অতএব যিনি অনাসক্ত-ভাবে আত্মকৃত কর্ম্ম-ফল ভোগ করিতে করিতে আপনার করুণার প্রতীক্ষায় কায়মনোবাক্যে প্রণতি সহকারে জীবন ধারণ করেন, তিনিই মুক্তি-পদে দায়ভাগী অর্থাৎ অধিকারী হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

পশ্যেশ মেঽনার্য্যমনন্ত আদ্যে
পরাত্মনি ত্বয্যপি মায়ি-মায়িনি।
মায়াং বিতত্যেক্ষিতুমাত্ম-বৈভবং
হ্যহং কিয়ানৈচ্ছমিবার্চিরগ্নৌ ॥ ৯ ॥

হে প্রভু! আমার অন্যায় আচরণ দেখুন, কারণ আমি মায়াবাদিগণেরও মোহজনক অনন্ত আদিপুরুষ পরমাত্মরূপী আপনার প্রতি নিজ মায়া বিস্তার করিয়া ভবদীয় ঐশ্বর্য্য দর্শনে অভিলাষী হইয়াছিলাম। অহো! অগ্নি হইতে উদ্ভূত অগ্নিজ্বালা যেরূপ অগ্নির প্রতি নিজ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, আপনা হইতে উদ্ভূত আমিও তদ্রূপ আপনার প্রতি প্রভাব বিস্তার করিতে কিছুমাত্র সমর্থ নহি ॥ ৯ ॥

অতঃ ক্ষমস্বাচ্যুত মে রজোভুবো
হ্যজানতস্ত্বৎ-পৃথগীশ-মানিনঃ।
অজা-বলেপান্ধ-তমোঽন্ধ-চক্ষুষ
এষোঽনুকম্প্যো ময়ি নাথবানিতি ॥ ১০ ॥

হে অচ্যুত! আমি রজোগুণ হইতে উৎপন্ন বলিয়া স্বভাবতঃই অজ্ঞান এবং স্বতন্ত্র ঈশ্বরাভিমানী, জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া অহঙ্কারে আমার নেত্র অন্ধীভূত। অতএব "এই ব্রহ্মা আমার আজ্ঞাধীন ভৃত্য ও দয়ার পাত্র"—এরূপ মনে করিয়া ক্ষমা করুন ॥ ১০ ॥

শ্রীরামানুজাচার্য্য

পাশ্চাত্য চিন্তাকুশলীগণের যুক্ত্যনুসারে কালের গতির সহিত ধর্ম্ম-জগতে মানবের মনোগত অনুভূতির পরিবর্ত্তন ও ব্যবহার-বৈষম্য অবশ্যম্ভাবী, সুরাসুর-সংগ্রামে, ব্রহ্মাবর্ত্তে ঋষিগণের ঈশানুশীলন-কালে, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রাদিবর্ণ নিচয়ের স্ব-স্ববর্ণ-ধর্ম্ম-পালনে, বেণাদি অবৈদিক রাজন্য নিচয়ের রাজ্যে, নানাবিধ দর্শন শাস্ত্রের আবির্ভাবে, গৌতম-বুদ্ধের প্রকাশে, প্রচ্ছন্ন মায়াবাদের প্রসারণে, ভক্তিবাদের পরমোপাদেয়তা উপলব্ধিতে ভারতবাসী সাধারণের অনুভব ও ব্যবহার-গত পার্থক্য ইতিহাস ও পুরাণাদিতে বর্ণন দেখা যায়।

একদিকে যেরূপ আধুনিক উন্নতি-বাদীগণের যুক্তিবল, পক্ষান্তরে তেমনি শাস্ত্রে সরল বিশ্বাসীগণের অপ্রতিহত ধারণা। ঋষি, দেব ও অসুরগণ সৃষ্টির প্রাক্কালে কাশ্যপ অভিমানে যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর উপাসনা করিতেন, তাঁহাদেরই অধস্তন ব্রহ্মাণ মহোদয়গণ ও সূর্য্য-চন্দ্র-বংশীয় রাজন্যগণের সময়ে ঈশোপাসনারূপ মুখ্যতম স্বাভাবিক ভাব তাৎকালিক রুচ্যনুসারে জ্ঞান-পুষ্ট হইল। ক্রমশঃয়ে স্থল-বিশেষে ঈশোপাসনারূপ মুখ্য অঙ্গ লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া জ্ঞানমাত্রে পর্য্যবসিত হইল। এই লক্ষ্যভ্রষ্ট কেবল-জ্ঞানানুশীলন ক্রমে ক্রমে পরেশ বস্তু ত্যাগ করতঃ বিপরীত দিকে ধাবমান হইয়া কাপিলাদি মতের উদ্ভাবনা করিতে প্রবৃত্ত হইল।

পূর্ব্বে যজ্ঞাদি কর্ম্মদ্বারা বিষ্ণুসেবা হইত। যখন উদ্দিষ্ট বিষ্ণু হইতে যজ্ঞাদি কর্ম্মের উপাদেয়তা অধিক ফলপ্রদ সিদ্ধান্তিত হইল, তখন জ্ঞান-দ্বারা ঐ প্রকার বিকর্ম্মের দৌরাত্ম্য প্রশমিত হইয়াছিল। জ্ঞান, কর্ম্মাপেক্ষ শ্রেষ্টতা লাভ করিলেও সেই উদ্দিষ্ট বস্তু হইতে জ্ঞানের উপাদেয়তা অধিক স্বতন্ত্র হওয়ায় উদ্দিষ্ট বস্তুতে প্রীতিদ্বারা ঐ অজ্ঞানের দৌরাত্ম্য প্রশমিত হওয়ার আবশ্যক ছিল।

অনাদিকাল হইতেই জীব-হৃদয়ে প্রীতিমার্গ জাগরূক আছে। কখনও বা কর্ম্মাশ্রয় করতঃ প্রীতি উদ্দীপন, কখন বা স্বরূপ-বিজ্ঞপ্তি-জনিত প্রীতির লাভ। মূর্ত্তিমান্ পরমপ্রীতিই যে জীবের উদ্দেশ্য তাহা কোন নির্দ্দিষ্টযুগে উদ্ভাবিত হয় নাই। তবে কর্ম্ম ও জ্ঞানের বিবাদাতিশয্যে দুর্ব্বল জীবগণের মঙ্গলের জন্য পরম করুণাময় ভক্তিরূপ ত্রিগুণাতীত বস্তুকেও জীবের নিকট জ্ঞান-কর্ম্মের ন্যায় মার্গ-বিশেষ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ জ্ঞান-কর্ম্মাদির ন্যায় ইহার কোন প্রকার হেয়তা নাই।

অধিকারীভেদে অনন্তকাল হইতে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি, ধর্ম্মরাজ্যে চলিয়া আসিতেছে। তবে কাল-মাহাত্ম্যে কোন সময়, কোন দেশে, কোন একটীর প্রাবল্য দেখা যায়, যে-কালে ভারতবর্ষে দর্শন-শাস্ত্রের প্রভূত আলোচনা হইয়াছিল, সেই সময়ে রুচানুযায়ী দার্শনিক মীমাংসার গতি পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, জ্ঞানোপায়-দ্বারা উপেয় লাভ করিতে গিয়া অনেকেই দিশাহারা হইয়াছেন। একই জ্ঞানদ্বারা ব্রহ্ম দুই ভাগে উপলব্ধ হইয়াছেন।

নিষ্কপট নির্ব্বিশেষবাদীর ব্রহ্মের চরম-সীমা কপিলের অব্যক্তে আবদ্ধ। এই অবস্থার পরিচয় দিতে গিয়াই কাপট্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া নির্ব্বিশেষ 'ব্রহ্ম'-শব্দ ব্যবহার করিয়াও বিশেষবাদীর চরণরেণু অজ্ঞাতসারে নিজ-সম্পত্তি-স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। কেবল, নির্গুণ, সাক্ষী ও চেতা প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা তদ্বস্তুকে অতৎ হইতে পৃথক্ করিতে গিয়া কপটতা আশ্রয় করিয়াছেন।

সাংখ্যের পৌরুষভাবের কিয়দংশ প্রকৃতিতে অলক্ষিতভাবে আরোপ করিয়া নির্ব্বিশেষবাদ দাঁড়াইয়াছে। বস্তুতঃ পুরুষের পরিচয়ের অনেকগুলিই অবিদ্যা, মায়া প্রভৃতি শব্দমাত্রের অন্তরালে রাখিয়াই নিশ্চিন্ত আছেন। বস্তুতঃ বেদানুগ বেদান্তমত কপট নির্ব্বিশেষীর বেদান্তমত হইতে ভিন্ন। বিশেষবাদী ব্রহ্মে সর্ব্বপ্রকার বিশেষ স্বীকার করেন। বিশেষগুলি ব্রহ্ম-বস্তুর ন্যায় নিত্য, উহা কাল্পনিক বা রূপক নহে। ব্রহ্মবাদীগণ বস্তুতঃ সবিশেষবাদী; তবে স্ববলে কেহ কেহ আপনাদিগকে নির্ব্বিশেষী বলিয়া সংজ্ঞিত করিয়া কাপিল শূন্যবাদ বা বৌদ্ধবাদের সহিত সামঞ্জস্য প্রয়াস পাইয়াছেন। সাঙ্খ্যের প্রকৃতি ও পুরুষের সম্মিলনে কাপিলগণ নির্ব্বিশেষী ব্রহ্ম-বাদীর ন্যায় ব্রহ্মে হেয়তা আশঙ্কা করিয়া বিশুদ্ধ বিশেষকেও মলময় মনে করেন। বিশেষ-ধর্ম্মই তাঁহাদের মতে 'বল'-নির্ম্মিত। **কাপিল-মতের অঙ্কুর হইতেই বৈদান্তিক নির্ব্বিশেষবাদীর জন্ম।** জ্ঞান ও কর্ম্মের অন্তরালে **পাতঞ্জল দর্শনের** উৎপত্তি। জ্ঞানবাদী বিপরীত-গতিতে কর্ম্মাশ্রয় করিতে গেলে এই প্রকার ভাব আসিয়া পড়ে।

বৈশেষিক ও ন্যায়মতে দেহী ও ঈশ্বর স্বীকৃত; কিন্তু বৈশেষিকের দেহী নিষ্কপট-নির্ব্বিশেষীর ব্রহ্ম ও সাংখ্যের প্রকৃতির তুল্য। গৌতমের ঈশ্বর, কপট-নির্ব্বিশেষীর ব্রহ্ম যেরূপ চারিটি ভূষণে ভূষিত, সেই প্রকার

অপর কয়েকটী সামর্থ্য-সম্পন্ন। জৈমিনীর দর্শন, জ্ঞানানুশীলনের পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান। বস্তুর ফলদাতৃত্বই প্রধান কার্য্যকারিতা; এজন্য সৎ-কর্ম্মানুশীলন ও তদ্ভোগের প্রয়াসই জৈব-জগতের ক্রিয়া। জৈমিনীর দর্শনের কর্ম্মফলবাদ অপর দার্শনিকগণও স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু ঐ ফলপ্রাপ্তির বিরামের ব্যবস্থাও আছে।

জ্ঞানের সাহায্য-অবলম্বনে স্ব-স্ব প্রকৃতির অনুকম্পায় এই প্রকার নানা চিন্তা ভারতে এক সময় প্রভূতভাবে তরঙ্গায়িত হওয়ায় উদ্দেশ্য দূরে পড়িয়া কেবল পাণ্ডিত্যে ও অহঙ্কারে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। পাণ্ডিত্যের ফলে জীবগণ ঈশ-বৈমুখ্য অনুশীলন করিতেই ব্যস্ত ছিলেন। এই দুঃসময়ে মায়াবাদিগণ ভারতে কোন স্থলে বৌদ্ধবাদ, কোথাও বা পাশুপতগণের বিচিত্র উপাসনা, কোথাও বা পঞ্চোপাসনা, কোথাও বা উপাসকের হিতার্থ কাল্পনিক মূর্ত্তির পূজা, কোথাও বা কদর্য্য তন্ত্রাদির সাধনা, এবং কোথাও বা ভগবল্লীলাকে রূপক করিবার প্রয়াস হইয়াছিল। বস্তুতঃ ঐকালে ভক্তি-মাহাত্ম্য এতদূর সঙ্কীর্ণ হইয়াছিল যে, জ্ঞান-পরিচ্ছদাবৃতা মায়া ভক্তিদেবীকে গ্রাস করিতে উদ্যতা হইয়াছিলেন। ভক্তি-বিরুদ্ধবাদীগণ ন্যূনাধিক সকলেই মায়াবাদী। এই মূঢ় মায়াবাদীগণকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার বাসনায় পরমমঙ্গলময় (ভগবান্) স্বীয় সঙ্কর্ষণ-শক্তিকে মায়াবাদাচ্ছন্ন দেশে পাঠাইয়াছিলেন। সেই ভগবৎকৃপা-প্রেরিত মহাত্মাই শ্রীরামানুজাচার্য্য।

শ্রীরামানুজাচার্য্যের ঐশ-শক্তিবলেই আজ ভারতবর্ষে ভগবানের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে। মায়াধীশ ভগবানকেও মায়াবাদীগণ মায়িক বলতেও সঙ্কুচিত হয় নাই। যাঁহার অসীম শক্তিতে মায়াবাদ-তিমির স্বীয় সামর্থ প্রচারে ভগ্নমনোরথ হইয়াছে, যাঁহার অনির্ব্বচনীয় শাস্ত্র-মীমাংসায় কাল্পনিক মায়াবাদীর গজদন্ত উৎপাটিত হইয়াছে এবং যাঁহার শক্তি ও শক্তিমত্তত্ত্ব বিচার অবগত হইয়া মায়াবাদীগণের প্রধান আচার্য্যগণ স্ব-স্ব দুর্ভাগ্য অপনোদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সেই রামানুজ হইতেই এই দুর্বিসহ কলিকালে শ্রীবৈষ্ণবগণ যে কত উপকৃত হইয়াছেন, তাহা লেখনীর বর্ণনাতীত। ভারত-গগনকে মায়াবাদ কুজ্ঝটিকা হইতে বিমুক্ত করিতে রামানুজ-সদৃশ পরমবন্ধু বৈষ্ণবগণের আর নাই বলিলেও চলে। শ্রীগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের আদি আচার্য্য শ্রীমধ্বমুনি এই মহাত্মাকে শিষ্ট-গণাগ্রগণ্য ভূষণে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। ভগবানের সঙ্কর্ষণ ব্যতীত

পরব্রহ্ম শক্তির ধারণা করিতে ও মূঢ় মায়াবাদীকে বুঝাইয়া দিতে কে আর সমর্থ হইয়াছিল ? শ্রীরামানুজের আবির্ভাবে আজ ভারতে জীবের পারমার্থিক ধর্ম্মের বিকৃতির প্রতিবন্ধপ্রাপ্ত হইয়াছে। ভগবদ্ভজন বা ভক্তি ময়াবাদীগণের দৌরাত্ম্যে যেরূপ শুষ্ক-প্রায় হইয়াছিল, রামানুজ-মেঘের শীতল বারিতে স্নিগ্ধ না হইলে, আজ কেবল কপটী মায়াবাদীর মুখেই কপট ভক্তি-মাহাত্ম্য শ্রবণে শ্রীবৈষ্ণবগণ-কিরূপ ব্যথিত হইতেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীরামানুজ স্বামীর চরিত্র শ্রীবৈষ্ণবের পরমোপাদেয় এবং অনুক্ষণ স্মরণীয়।

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ দুইভাগে বিন্ধ্যগিরি-দ্বারা বিভক্ত। উত্তর-ভাগ আর্য্যাবর্ত্ত ও বিন্ধ্যের দক্ষিণ-প্রদেশ দাক্ষিণাত্য নামে প্রথিত। বৌদ্ধ-বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্ব্বেই আর্য্যাবর্ত্ত সাধারণতঃ পঞ্চগৌড়ে বিভক্ত হয়। দাক্ষিণাত্যও তদ্রূপ পঞ্চদ্রবিড়ে পরিচিত হইয়াছিল। আর্য্যাবর্ত্তের পাঁচটি প্রদেশে ব্রাহ্মণগণ স্ব-স্ব প্রদেশীয় ব্রাহ্মণগণের সহিত সামাজিক ব্যবহারে বদ্ধ ছিলেন। দাক্ষিণাত্যেও ঐ প্রকার পাঁচটীপ্রাদেশিক ব্রাহ্মণ-সমাজ দেখা যায়। প্রাদেশিক সমাজগুলি তাহাদের উৎপত্তিকাল হইতে অদ্যাবধি স্ব-স্ব স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছে। মহাত্মা রামানুজ বিন্ধ্যের দক্ষিণে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর্য্যাবর্ত্ত-বাসী দ্বিজগণ যেরূপ গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীয় পরিচয় প্রদাদ করেন, দাক্ষিণাত্য-বাসী ব্রাহ্মণগণও তদ্রূপ আপনাদিগকে দ্রাবিড়ীয় আখ্যায় অভিহিত করেন। রামানুজের পূর্ব্ব পুরুষগণ দ্রাবিড়ীয় শাখার ব্রাহ্মণ। **গুর্জ্জর, মহারাষ্ট্র, কর্ণাট, অন্ধ্র, ও তৈলঙ্গ বা দ্রাবিড়**—এই পঞ্চ প্রদেশই পঞ্চ-দ্রবিড়। রামানুজ দাক্ষিণাত্যের যে অংশে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা তৈলঙ্গ প্রদেশান্তর্গত। **তৈলঙ্গরই অপর নাম মূল-দ্রবিড়।** অন্ধ্র প্রদেশ ইহারই অব্যবহিত দক্ষিণে। চোল ও পাণ্ড্য-রাজগণ পুরাণে ভবিষ্যদ্ভূপালগণের মধ্যে অন্ধ্র-ভৃত্য বলিয়া বর্ণিত আছেন।

ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেত হারীতের বংশে কেশবাচার্য্য নামক একজন দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ তৌণ্ডীর মণ্ডলস্থ পূর্ব্ব সমুদ্রের দ্বাদশক্রোশ পশ্চিমে ভূতপুরী নামক গ্রামে শকাব্দীয় দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে বাস করিতেন। কেশব ও তদীয় পত্নী কান্তিমতী উভয়েই সদাচার সম্পন্ন ও নানাগুণে বিভূষিত ছিলেন। পুত্রকামনায় সমুদ্র-স্নানপূর্ব্বক ভগবানের নিকট প্রার্থনা করায় ভগবান্

পার্থ-সারথি তাঁহাদিগের মনোভীষ্ট পূর্ণ করেন। কেশবের ঔরসে কান্তিমতীর গর্ভে যথাকালে ভূতপুরী গ্রামে ৯৩৮ শকাব্দায় বৃহস্পতিবারে চৈত্র শুক্লপঞ্চমী তিথিতে আর্দ্রা নক্ষত্রে দ্বিপ্রহরের সময়ে শ্রীরামানুজ জন্মগ্রহণ করেন। কাহারও মতে মাদ্রাজের ২৬ মাইল পশ্চিমে শ্রীপরমবত্তুর নামক গ্রামে খ্রীষ্টিয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁহার জন্ম হয়। শ্রীরামানুজের জন্মকালের বর্ণন সরল ভাষায় এইরূপ লিখিত আছে ;—

যস্মিন্ ক্ষণে ভুবি পদং ব্যদধাৎ স বাল
স্তস্মিন্ ক্ষণে কলিরহঃ সহসাবিলিল্যে।
পাপঃ পলায়নপরঃ সহসা পৃথিব্যাং
ধর্ম্মো বভুব ভগবান্ স্বপদৈশ্চতুর্ভিঃ॥

বলা বাহুল্য যে, কেশব রামানুজের জন্মে আনন্দের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। যথাবিধি জাত-সংস্কার মহোৎসবে কেশবের আত্মীয় বন্ধু সকলেই সম্যক্ সন্তর্পিত হইয়াছিলেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত বালকটীকে অন্ন-প্রাশন, চৌল ও মৌঞ্জী-বন্ধনাদি ও পরিশেষে অষ্টমাব্দে যজ্ঞসূত্রাদি দ্বারা যথাবিহিত সংস্কৃত করেন। ব্রাহ্মণোচিত ক্রিয়াকলাপ শিক্ষা ও অধ্যায়নাদি কার্য্যে রামানুজের পিতৃদেবের কোন প্রকার শৈথিল্য ছিল না।

কেশব-তনয় বাল্যে বালোচিত ক্রীড়া ও কৈশোরে বিদ্যারম্ভ ব্যাপারে সময় অতিবাহিত করেন। কৈশোর অতিক্রান্ত হইবার কালে মাতা ও পিতার যত্নে এই দ্রাবিড়-কুল-তিলক দার-পরিগ্রহ করেন। রামানুজকে দ্বিতীয়াশ্রমে অবস্থিত দেখিয়া কেশব বাজিক লৌকিকী তনু ত্যাগ করেন। শ্রীমান্ রামানুজও পিতার পারলৌকিক বৈদিক ক্রিয়াসকল অনুষ্ঠান করতঃ আশ্রম-সম্মান রক্ষা করিলেন। পিতার পরলোক প্রাপ্তির পর কিছুকাল বিধবা জননীর সন্নিধানে সপত্নীক বাস করিয়াছিলেন। এই সময়ে মহাত্মা রামানুজের শাস্ত্রাধ্যয়নে প্রবলা ইচ্ছা হয়। শ্রীকাঞ্চিপুরীতে শ্রীযাদবাচার্য্য-নামক জনৈক অধ্যাপকের বেদান্তশাস্ত্রে পারদর্শিতা অবগত হইয়া তাঁহার সকাশে গমনপূর্ব্বক বেদান্তপাঠ আরম্ভ করিলেন। ভূতপুরী কাঞ্চিপুরের নাতিদূরে অবস্থিত। কাঞ্চিপুরী মোক্ষদায়িকা সপ্তপুরীর মধ্যে একটী, কাঞ্চীর বর্ত্তমান নাম কঞ্জিভেরাম। এই নগর মাদ্রাজের পশ্চিমে দ্বাদশ ক্রোশের মধ্যে অবস্থিত। চোল রাজগণের রাজ্যকালে কাঞ্চিপল্লী বিদ্যা-

শিক্ষার কেন্দ্র, সরস্বতী সমার্চ্চনার পীঠ ও দাক্ষিণাত্যের শিরোভূষণ স্বরূপ ছিল। আর্য্যাবর্ত্ত হইতে ঐকালে বিদ্যাশিক্ষার্থ ব্রাহ্মণগণ কাঞ্চীতে যাইতেন। আধুনিক সংস্কৃত ভাষা ও আচার্য্যাচার ন্যূনাধিক কাঞ্চিবাসীগণের নিকট বহুল আদরের বস্তু ছিল।

যাদবাচার্য্যের নিকট বেদান্ত পাঠানুরোধে রামানুজ স্বীয় জন্মভূমিতে বাসত্যাগ করিয়া কাঞ্চিতে আগমন করিলেন। তথায় যাদবাচার্য্যের নিকট তিনি যথারীতি বেদান্ত অধ্যয়ন ও গুরু-শুশ্রূষা করিলেন। এইকালে এক-দিবস যাদব কাঞ্চীরাজের দ্বারা আহূত হইয়া তদীয় গৃহে শিষ্যাদি পরিবৃত হইয়া উপস্থিত হন। কাঞ্চীরাজের কন্যা ব্রহ্ম-রাক্ষসগ্রস্তা হইয়া কোন প্রকারে প্রকৃতিস্থা হইতে পারেন নাই। এজন্য তাঁহার পিতা লৌকিকী চিকিৎসায় সফল মনোরথ না হইয়া মন্ত্র-বিদ্ যাদবাচার্য্যের অনুগ্রহপ্রার্থী হন। যাদব মন্ত্র-দ্বারা রাজকন্যার প্রেতাপনোদনের চেষ্টা করিলে ব্রহ্ম-রাক্ষস নানাপ্রকারে যাদবকে তিরস্কার ও ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিল। নানা চেষ্টার পর যাদব ভয় বিহ্বলিত হইয়া মন্ত্রোচ্চারণ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। তখন ব্রহ্ম-রাক্ষস যাদবের পূর্ব্বজন্ম বিবরণ বলিতে আরম্ভ করিল এবং অবশেষে আত্মাপগতি বর্ণন করিয়া তাঁহার শিষ্য রামানুজের পাদোদক প্রাপ্তির প্রার্থনা জানাইল। ব্রহ্ম-রাক্ষসের অভিপ্রায়-মত শ্রীরামানুজ রাজ-কন্যার কলেবরাশ্রিত অধম যোনিলব্ধ ব্রহ্ম-রাক্ষসকে কৃপা করিলেন।

এই ঘটনায় যাদবচার্য্য ক্ষুণ্ণ হৃদয় হইয়া স্বীয় শিষ্য রামানুজের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই ভাব ক্রমে এতই প্রবল হইল যে, যাদবাচার্য্য রামানুজকে অন্তেবাসী জ্ঞান করিয়া স্নেহ করার পরিবর্ত্তে ঈর্ষা প্রজ্জ্বলিত হইয়া সর্ব্বক্ষণ নানা প্রকারে অনিষ্ট করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

রামানুজ যাদবের এই প্রকার হিংসা-বহ্নির ইন্ধন-স্বরূপ হইয়া গুরু-সকাশে অবস্থান অশুভশংসী-জ্ঞানে নিজগৃহেই বেদান্তালোচনা করত পরম বৈদান্তিক হইলেন। মায়াবাদী যাদব রামানুজের অন্তঃকরণে আঘাত করিবার বাসনায় শ্রুত্যর্থসকল কদর্থ্য করিয়া তাঁহাকে শুনাইতেন। এই সকল ব্যবহারে রামানুজ যাদবের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইয়াও স্থির হইতে পারিলেন না। যাদব স্বীয় শিষ্যগণের সহিত রামানুজ-জিঘাংসায় নানা

কৌশল উদ্ভাবন করিতে আরম্ভ করিলেন। অবশেষে স্থির হইল যে, ষড়যন্ত্র করিয়া রামানুজকে প্রয়াগে ত্রিবেণী-স্নান উপলক্ষে শিষ্য-সমভিব্যাহারে লইয়া গিয়া পূতসলিলা নদীগর্ভে নিমজ্জিত করাইলে, ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপভাগী হইতে হইবে না এবং রামানুজ-বিনাশরূপ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবারও কোন ব্যাঘাত ঘটিবে না।

'শৈলপূর্ণ' রামানুজের মাতুল। রামানুজের মাতা 'কান্তিমতী'। কান্তিমতীর কনিষ্ঠা ভগিনী 'দ্যুতিমতী'কে ভরদ্বাজান্বয়-জাত 'পদ্মলোচন ভট্ট' বিবাহ করেন। কেশব ও কান্তিমতীর পুত্র রামানুজ ও কন্যা লক্ষ্মী। এই লক্ষ্মীর সহিত 'অনন্তদীক্ষিতে'র বিবাহ হয়। অনন্তদীক্ষিতের জ্যেষ্ঠা-পত্নী 'মহাদেবী', 'লক্ষ্মী' কনিষ্ঠা। পদ্মলোচনের পুত্র গোবিন্দ, অতএব গোবিন্দ রামানুজের মাতৃস্বসার পুত্র। রামানুজের বিদ্যাবিলাস শ্রবণে ও রাজ-কন্যার ব্রহ্ম-রাক্ষস হইতে মোক্ষণাদি অলৌকিক প্রভাব দর্শনে গোবিন্দ রামানুজকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন। গোবিন্দ-জননী দ্যুতিমতীর অনুজ্ঞা লাভ করিয়া কাঞ্চীতে আগমন করত যাদবের নিকট বেদান্তাভ্যাসে রত হইলেন। রামানুজ যাদবের নিকট হইতে চলিয়া যাইবার পরও গোবিন্দ তাঁহার নিকট বেদান্তাধ্যয়ন করিতেন। রামানুজকে ষড়যন্ত্র করিয়া বিনাশ করিবার পরামর্শ গোবিন্দ ক্রমশঃ বুঝিতে পারিলেন এবং উপযুক্তকালে স্বীয় ভ্রাতা রামানুজকে জানাইয়া দিবেন মনে করিলেন।

মায়াবাদী যাদব স্বীয় দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে রামানুজের নিকট উপস্থিত হইয়া বিনয়-বচনে বলিলেন—"বৎস রামানুজ! কি-কারণে তুমি আমার নিকট অধ্যয়নার্থ গমন কর না? তোমার ন্যায় বুদ্ধিমান সৎ-শিষ্য আমার নাই। তোমার অভাবে আমার হৃদয় শোকান্বিত হয়। সকল ছাত্র অপেক্ষা আমি তোমাকে অধিক প্রীতি করি। আমাকে উপেক্ষা করাই কি তাহার প্রতিফল-স্বরূপ? যাদবের নিকট হইতে এই প্রকার স্নেহ-বাক্য লাভ করিয়া রামানুজ পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার সকাশে পুনঃ অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। (ক্রমশঃ)

—জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদ

বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-মালা

নবপ্রমেয়-সিদ্ধান্ত

প্রথম অধ্যায়

প্রশ্ন। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু আমাদিগকে কি আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন ?

উত্তর। তাঁহার আজ্ঞা এই যে, শ্রীমধ্বাচার্য্য আমাদিগকে গুরু-পরম্পরা-প্রাপ্ত যে নয়টি তত্ত্ব উপদেশ দিয়াছেন, তাহা আমরা বিশেষ যত্ন-সহকারে প্রতিপালন করিব।

প্র। গুরু-পরম্পরা কাহাকে বলে ?

উ। গুরুদিগের আদিগুরু—ভগবান্। তিনি কৃপা করিয়া আদিকবি শ্রীব্রহ্মাকে তত্ত্বোপদেশ করেন। শ্রীব্রহ্মা হইতে শ্রীনারদ, শ্রীনারদ হইতে শ্রীব্যাস এবং ক্রমশঃ শ্রীব্যাস হইতে শ্রীমধ্বাচার্য্য সেই তত্ত্ব শিক্ষা করেন। এই গুরুশিষ্য-ক্রমে যে উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম—গুরু-পরম্পরা-প্রাপ্ত উপদেশ।

প্র। শ্রীমধ্বাচার্য্য যে-নয়টীতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছেন, তাহাদের নাম কি ?

উ। তাহাদের নাম, যথা—(১) ভগবান্ একমাত্র পরমতত্ত্ব, (২) তিনি অখিল বেদবেদ্য, (৩) বিশ্ব—সত্য, (৪) ভেদ—সত্য, (৫) জীব—শ্রীহরিদাস, (৬) জীবসকলের অবস্থা-ভেদে তারতম্য, (৭) ভগবচ্চরণ-প্রাপ্তির নাম মোক্ষ, (৮) ভগবানের অমল ভজনই মোক্ষ-লাভের হেতু, (৯) 'প্রত্যক্ষ', 'অনুমান' ও 'শব্দ'—এই তিনটি প্রমাণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভগবান্ একমাত্র পরমতত্ত্ব

প্রশ্ন। ভগবান্ কে ?

উত্তর। যিনি স্বীয় অচিন্ত্য-শক্তিক্রমে সমস্ত জীব ও জড়কে সৃষ্টি করিয়া ঈশ্বর-স্বরূপে তাহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট এবং ব্রহ্ম-স্বরূপে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া চিন্তাতীত, অথচ পরশক্তি-প্রকাশিত সচ্চিদানন্দ-স্বরূপে জীবের ভক্তি-বৃত্তির বিষয়ীভূত, তাঁহার নাম—ভগবান্।

প্র। ভগবানের শক্তি কি প্রকার ?

উ। ভগবানের শক্তি আমরা সম্যক্ বর্ণন করিতে পারি না। যেহেতু, সেই শক্তির সীমা নাই, আমরা সীমাবিশিষ্ট, তজ্জন্যই তাঁহার শক্তিকে

পরা শক্তি বলা যায়। তাহা আমাদের নিকট অত্যন্ত অসম্ভব, তাহা তাঁহার পরা শক্তির পক্ষে অবলীলাক্রমে সম্ভব। সমস্ত বিপরীত ধর্ম্ম সেই শক্তির-দ্বারা অবলীলাক্রমে চালিত হয়।

প্র। ভগবান্ তবে কি শক্তির অধীন ?

উ। ভগবান্ একটি বস্তু এবং শক্তি একটি বস্তু, এরূপ নয়। দাহিকা-শক্তি যেমন অগ্নি হইতে অভিন্ন, ভগবানের শক্তিও তদ্রূপ ভগবান্ হইতে অপৃথক্।

প্র। ভগবান্ যদি একমাত্র পরমতত্ত্ব, তবে মহাপ্রভু কৃষ্ণভক্তির উপদেশ কেন দিয়াছিলেন ?

উ। ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ছয়টি ভগবানের নিত্যগুণ, কোন গুণের অধিক প্রকাশ এবং কোন গুণের স্বল্প প্রকাশ অনুসারে ভগবৎস্বরূপের উদয়ভেদ আছে। যেখানে ঐশ্বর্য্য প্রধান-প্রকাশ, সেখানে পর-ব্যোমনাথ নারায়ণের উদয়। যেখানে শ্রী বা মাধুর্য্য বলবান্, সেখানে বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের উদয়। অতএব শ্রীকৃষ্ণই ভগবত্তার সর্ব্বোত্তম প্রকাশ।

প্র। ভগবানের স্বরূপ কত প্রকার ?

উ। স্বরূপ-একই প্রকার চিন্ময়, পরমসুন্দর, পরমানন্দময়, সর্ব্বাকর্ষক, লীলাময় ও বিশুদ্ধ-প্রেমগম্য। জীবের স্বভাব-ভেদে সেই নিত্যস্বরূপের অনন্ত উদয়-ভেদ আছে। সেই উদয়-ভেদসকলকে নানা প্রকৃতির জীবগণ ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ বলিয়া মনে করেন। শ্রীকৃষ্ণস্বরূপই নিত্যানন্দ-স্বরূপ।

প্র। শ্রীকৃষ্ণলীলা কি ?

উ। চিজ্জগতের মধ্যে পরম-রমণীয় বিভাগের নাম—শ্রীবৃন্দাবন ; তথায় সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ নিত্যলীলা-সম্পাদকরূপ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-স্বরূপে বিরাজমান। জীবের আনন্দস্বরূপ প্রকাশিত হইলে তথায় পরমানন্দ স্বরূপিনী শ্রীরাধিকার সঙ্গিনীভাবে নিত্য শ্রীকৃষ্ণলীলায় অধিকার লাভ হয়। সেই লীলায় শোক, ভয় বা মৃত্যুর কোন অধিকার নাই। অজস্র চিদানন্দই সেই লীলার একমাত্র উপকরণ।

প্র। শ্রীকৃষ্ণলীলা-প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক কি ?

উ। প্রতিবন্ধক দুইটি—জড়বুদ্ধি এবং জড়চিন্তাতীত হইয়াও নির্ব্বিশেষ বুদ্ধি।

প্র। জড়বুদ্ধি কি ?

উ। জড়ীয় দেশ, কাল, দ্রব্য, আশা, চিন্তা ও কর্ম্ম যে বুদ্ধিকে সঙ্কীর্ণ করিয়া রাখে, তাহাকে জড়বুদ্ধি বলে। জড়বুদ্ধিক্রমে বৃন্দাবন-ধামকে জড়ীয় ভূমিরূপে দৃষ্টি করে; কালকে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তিন ভাগে বিভাগ করে; নশ্বর দ্রব্যকেই দ্রব্য বলিয়া জানে; স্বর্গাদি অনিত্য সুখের আশা করে; জড়-চিন্তা ব্যতীত অন্য চিন্তা করিতে পারে না; সভ্যতা, নীতি, বিজ্ঞান, শিল্প ও সাংসারিক উন্নতি প্রভৃতি নশ্বর কর্ম্মকে 'কর্ত্তব্য' মনে করে।

প্র। নির্ব্বিশেষ-বুদ্ধি কি ?

উ। যে ধর্ম্মদ্বারা জড় জগতে দ্রব্যসকল পরস্পর পৃথক্ থাকে, তাহাকে 'বিশেষ' বলে। জড়চিন্তা ত্যাগ করিবামাত্র যিনি ঐ বিশেষকে ত্যাগ করেন, তাঁহার বুদ্ধি নির্ব্বিশেষ হইয়া পড়ে; তিনি আর বস্তুভেদ দেখিতে পান না; অগত্যা আপনাকে নির্ব্বাণ বা ব্রহ্মলয়াবস্থায় নীত করেন। সেই অবস্থায় আনন্দ থাকে না; চিৎসুখ-রহিত হইলে প্রেম লোপ হয়। শ্রীকৃষ্ণ-লীলা জড়াতীত বটে, কিন্তু চিন্ময়বিশেষ-সম্পন্ন।

প্র। শ্রীকৃষ্ণলীলা যদি জড়াতীত, তবে দ্বাপরের শেষে পাশ্চাত্ত্য-প্রদেশে কিরূপে তাহা লক্ষিত হইয়াছিল ?

উ। শ্রীকৃষ্ণলীলা জড়েন্দ্রিয়ের অগোচর বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য-শক্তিক্রমে তাহা জড়জগতে প্রকট হয়। প্রকট হইয়াও তাহা জড়মিশ্র বা জড়-ধর্ম্মাধীন হয় না। শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রকট ও অপ্রকট—উভয় অবস্থাতেই বিশুদ্ধ চিন্ময়। শ্রীকৃষ্ণলীলা—শুদ্ধ বৈকুণ্ঠগত, শ্রীবৃন্দাবননিষ্ঠ। তাহার প্রপঞ্চে প্রকট বা জীব-হৃদয়ে উদয়—কেবল তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি ও অপার কৃপাহেতুক। প্রপঞ্চে প্রকটিত হইলেও তাঁহার লীলা হইতে জড়বুদ্ধি-ব্যক্তিগণ সহজে বঞ্চিত হইয়া তাঁহাতে জড়যুক্তিদ্বারা দোষ দর্শন করে। জগাই-মাধাইর ন্যায় যাহারা জড়বুদ্ধি হইতে মুক্ত হয়, তাহারা সেই তত্ত্ব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া তাঁহাতে অনুরক্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব না বুঝিলে জীবের রস লাভ হয় না।

প্র। বৈষ্ণবধর্ম্মে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের শিক্ষা আছে। অন্যান্য ধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তি-দিগের কি হইবে ?

উ। অন্যান্য ধর্ম্মে যে ঈশ্বর, পরমাত্মা ও ব্রহ্মের উপাসনার শিক্ষা আছে, সে-সমুদয় কৃষ্ণতত্ত্বের উদ্দেশক। জীবের ক্রমোন্নতি ক্রমে অবশেষে

কৃষ্ণভক্তিলাভ হইবে। খণ্ডধর্ম্ম সমুদয় সম্পূর্ণতা লাভ করিলেই শ্রীকৃষ্ণভক্তি হইয়া পড়ে। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বে পারতম্য-বুদ্ধিই জীবের চরম জ্ঞান।

তৃতীয় অধ্যায়

জ্ঞেয় অখিলবেদ-বেদ্য

প্রশ্ন। ভগবত্তত্ত্ব কিরূপে জানা যায়?

উত্তর। জীবের স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানের দ্বারা জানা যায়।

প্র। স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞান কি?

উ। জ্ঞান দুই প্রকার—স্বতঃসিদ্ধ ও ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র। স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান—শুদ্ধ-চৈতন্যস্বরূপ জীবের সত্তাগত তত্ত্ব; তাহা চিদ্‌বস্তুমাত্রের ন্যায় নিত্য; তাহাকে 'বেদ' বা 'আম্নায়' বলে। বদ্ধ জীবের সহিত সেই সিদ্ধ-জ্ঞানরূপ বেদ—ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্বরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; তাহাই স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞান, সাধারণ লোকে যে বিষয়-জ্ঞান সংগ্রহ করে, তাহা ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র।

প্র। ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র জ্ঞানে ভগবত্তত্ত্ব জানা যায় কি না?

উ। না। ভগবান্—সমস্ত জড়েন্দ্রিয়ের অতীত; তজ্জন্যই তাঁহাকে 'অধোক্ষজ' বলা যায়। ইন্দ্রিয় ও তদ্দ্বারা পুষ্ট মনোগত যুক্তি সর্ব্বদাই ভগবত্তত্ত্ব হইতে অত্যন্ত দূরে থাকে।

প্র। যদি স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানদ্বারা ভগবান্ লভ্য হন, তবে আমাতেও যে স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান আছে, তদ্দ্বারা লভ্য হউন, বেদ-শাস্ত্রাধ্যয়নের প্রয়োজন কি?

উ। স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানরূপ বেদ সর্ব্বজীবের শুদ্ধসত্তায় আছে। বদ্ধসত্তার তারতম্যপ্রযুক্ত ঐ বেদ কাহাতে স্বয়ং প্রকাশিত হন, কাহাতেও বা আচ্ছাদিত থাকেন। স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের উদ্বোধক-স্বরূপে লিপিবদ্ধ বেদসমূহ অবতীর্ণ হইয়াছেন।

প্র। আমরা শুনিয়াছি, ভগবান্—ভক্তিগ্রাহ্য; তাহা হইলে তাঁহাকে জ্ঞানগ্রাহ্য কিরূপে বলিব?

উ। যাহাকে স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান বলে, তাহারই নাম 'ভক্তি'; পরতত্ত্বের সম্বেদনকে কেহ 'জ্ঞান' বলেন, কেহ 'ভক্তি' বলেন।

প্র। তবে ভক্তিশাস্ত্রে কেন জ্ঞানকে তিরস্কার করিয়াছেন?

উ। স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানকে ভক্তিশাস্ত্র বিশেষ আদর করিয়াছেন; তাহা ব্যতীত জীবের অন্য শ্রেয়ঃ নাই। কেবল ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র জ্ঞান ও তদ্ব্যতিরেক জ্ঞান অর্থাৎ নির্বিশেষ জ্ঞানের তিরস্কার দেখা যায়।

প্র। অখিল বেদশাস্ত্রে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—তিনেরই কথা আছে, ইহার মধ্যে কাহার দ্বারা ভগবত্তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায়?

উ। সমস্ত বেদবাক্যের সমন্বয় করিয়া দেখিলে ভগবান্ ব্যতীত আর কিছুই জ্ঞাতব্য থাকে না। বৈদিক কর্ম্মসকলও চরমে ভগবান্‌কে উদ্দেশ করে। জ্ঞান পরিশুদ্ধ অবস্থায় বিষয় ও নির্বিষয় উভয়াত্মক দ্বন্দ্ব পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভগবান্‌কে লক্ষ্য করে। ভক্তি স্বভাবতঃ ভগবানের অনুশীলন করে; অতএব তিনি অখিল-বেদ-বেদ্য।

চতুর্থ অধ্যায়

বিশ্ব—সত্য

প্রশ্ন। কেহ বলেন—এই বিশ্ব মিথ্যা, কেবল মায়া-নির্ম্মিত। ইহাতে বাস্তব কথা কি?

উত্তর। এই বিশ্ব সত্য, কিন্তু নশ্বর। 'সত্য', ও 'নিত্য' এই দুইটি বিশেষণের অর্থ—পৃথক্; বিশ্ব নিত্য নয় অর্থাৎ ঈশ্বরেচ্ছায় কোন সময় নষ্ট হইতে পারে! বিশ্ব বাস্তব, মিথ্যা নয়। শাস্ত্রে কোন স্থলে বিশ্বকে যে মিথ্যা বলা হইয়াছে, তাহার দ্বারা কেবল ইহার নশ্বরতা বুঝাইবে।

প্র। মায়া কি?

উ। ভগবানের যে একমাত্র পরশক্তি আছে, তাঁহার অনন্ত বিক্রমের মধ্যে আমাদের নিকট তিনটী বিক্রমের পরিচয় আছে। সেই তিনটী বিক্রম (১) চিদ্‌বিক্রম, (২) জীববিক্রম, (৩) মায়াবিক্রম। চিদ্‌বিক্রম হইতে ভগবত্ত্বের স্বীয় স্ফূর্ত্তি ও প্রকাশ। জীববিক্রম হইতে অণুচৈতন্যরূপ অনন্ত জীব নিঃসৃত হইয়াছে; মায়াবিক্রম হইতে এই জড়ীয় বিশ্ব প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। মায়াবিক্রম হইতে যাহা কিছু উদ্ভূত হইয়াছে, সেই সমুদয়ই নশ্বর এবং যখন উদ্ভূত হইয়াছে, তখন সেই সমুদয়ই সত্য। (ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

গীতার বাণী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৬শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যার পর)

২য় অধ্যায়ের স্থিতপ্রজ্ঞ-বিচার

ভোগপর কর্ম্মাদিতে আসক্ত না হইয়া নির্গুণ ভক্তির অনুষ্ঠানই কর্ত্তব্য—এই বিষয় নির্দ্দেশ করিতে গিয়া ভগবান্ বলিতেছেন,—বেদসমূহ নির্গুণ তত্ত্বকেই উদ্দিষ্ট বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন ; কিন্তু প্রথমেই নির্গুণ তত্ত্ব লক্ষিত হয় না বলিয়া সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণময় কর্ম্ম-জ্ঞানাদি কোন কোন স্থলে উপদিষ্ট হইয়া চরমে নির্গুণ-ভক্তিই উপদিষ্ট হইয়াছে। মানাপমানাদি-দ্বন্দ্বভাব রহিত হইয়া নিত্য-সত্ত্বস্থ অর্থাৎ শুদ্ধ আত্ম-স্বভাবে অবস্থিতিপূর্ব্বক যোগ-ক্ষেমানুসন্ধান পরিত্যাগ করত বুদ্ধিযোগ-সহকারে ত্রিগুণাতীত হইতে পারা যায়। গুণবাধ্য হইয়া কর্ম্ম করিলেই সংসার-প্রাপ্তি ঘটে, আর গুণাতীত অবস্থাই সংসার-মোক্ষ। তজ্জন্য কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা ও আসক্তি-রহিত হইয়া কর্ম্ম করিবার জন্যই ভগবানের উপদেশ। এ-বিষয়ে বুদ্ধিযোগই কর্ম্মের কৌশল। বুদ্ধি-যুক্ত হইয়া পাপ-পুণ্যাত্মক কর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক কেবল ভগবৎ প্রীতিজনক কর্ম্মই যথার্থ কর্ত্তব্য। পণ্ডিতগণ বুদ্ধিযুক্ত হইয়া কর্ম্ম-ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগপূর্ব্বক জন্মবন্ধন-যুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠলোক গমন করেন। পাপ অথবা পুণ্য—দুইটীই জীবের পক্ষে অমঙ্গলজনক। তজ্জন্যই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—

পাপে না করিহ মন, অধম সে পাপীজন,
তারে মন দূরে পরিহরি'।
পুণ্য যে সুখের ধাম, তার না লইও নাম,
'পুণ্য', 'মুক্তি' দুই ত্যাগ করি' ॥
প্রেমভক্তি-সুধানিধি, তাহে ডুব নিরবধি,
আর যত ক্ষারনিধিপ্রায়।
সকল সন্তাপ যাবে, পরানন্দ সুখ পাবে,
প্রেমভক্তি করিলে উপায় ॥

কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জীব ভোগবুদ্ধিক্রমে বিষয়-সুখের চিন্তা লইয়া নিরন্তর তত্তৎকথা শ্রবণ ও ধ্যান করিতে করিতে বিষয়ে নিবিষ্ট হইয়া পড়ে।

যদি তাহার সাধুসঙ্গে নিজতত্ত্ব শ্রবণের সুযোগ হয়, তখন জাগতিক ভোগ্য-বিষয়ে বৈরাগ্যের উদয় হইতে পারে। তখনই জীব নিজ প্রকৃত কর্ম্মের সন্ধান পায় এবং সাধুসঙ্গক্রমে বুঝিতে পারে যে, জীব যদি নিজ

মনোগত কামসকল পরিত্যাগ করিতে পারে এবং আত্মার দর্শনে সন্তুষ্ট থাকে তখনই তাহার জ্ঞান স্থির হয়। তখন সে শারীরিক, মানসিক বা অন্য কোনপ্রকার ক্লেশে উদ্বিগ্ন হয় না; সুখের বস্তু প্রাপ্ত হইলে তাহাতে স্পৃহা হয় না। তখন নিজকৃত কার্য্যে অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ হইতে মুক্ত হইয়া 'স্থিতপ্রজ্ঞ' নামে অভিহিত হয়। যিনি এইরূপ হইতে পারেন, তিনি জড়-বিষয়ে স্নেহশূন্য ও জড়ীয় শুভাশুভ লাভ করিয়া তাহাতে রাগ-দ্বেষ করেন না। শরীর যতদিন থাকে ততদিন ঐ সকল লাভালাভ অনিবার্য্য, কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ-ব্যক্তি তাহাতে বিচলিত হন না। তখন তাঁহার ইন্দ্রিয়সকল বাহ্যবিষয়ে বিচরণ করিলেও উহারা বুদ্ধিবাধ্য হইয়া শব্দাদি ইন্দ্রিয়ার্থে স্বাধীনরূপে বিচরণ করিতে পারে না। কূর্ম্ম যেরূপ নিজেচ্ছায় অঙ্গ-সকল প্রকাশ ও অন্তরে গ্রহণ করে, তদ্রূপ তিনিও ইন্দ্রিয়সকল বুদ্ধির ইচ্ছামত পরিচালনা করেন। অনেক রোগী রোগবৃদ্ধির ভয়ে বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়কে সংযত রাখে। তাই বলিয়া তাহাদিগকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যাইবে না। তাহারা ইন্দ্রিয়কে রস-বস্তু-গ্রহণে বঞ্চিত রাখিলেও রস-গ্রহণের অভিলাষ বর্জ্জন করিতে পারে না। 'ব্যাধিমুক্ত হইলে বিষয় গ্রহণ করিব'—এই প্রকার অভিলাষ থাকে; কিন্তু জড়-বিষয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠবস্তু শ্রীভগবদ্রস আস্বাদন করিতে পারিলে তখন জড়রস-লিপ্সা আপনা হইতেই ত্যাগ হইয়া যায়। শুষ্কজ্ঞানী পণ্ডিতগণ জড়-উপরতি-দ্বারা চিত্তকে রাগ-রহিত করিবার প্রয়াস পাইলেও ইন্দ্রিয়সকল জড়-বিষয়ে মনকে আকৃষ্ট করিয়া ফেলে। কিন্তু সেই সকল ইন্দ্রিয়কে পরমাত্ম-সেবায় নিযুক্ত করিয়া দিলে ইন্দ্রিয়গণ বিপথ-গামী হইতে পারে না। তাহার নাম 'যুক্ত'-অবস্থা।

ভগবৎপর না হইলে 'যুক্ত' অবস্থা হয়না। সেই জন্য ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব যুক্ত-বৈরাগ্যের বিষয় শিক্ষা দিয়াছেন। ভগবৎসেবানুকূল কার্য্যের সঙ্কল্প, সেবা-প্রতিকূল কার্য্য পরিত্যাগ, শ্রীভগবান্‌কে পালনকর্ত্তা বলিয়া বরণ, 'তিনি অবশ্য রক্ষা করিবেন'—এই বিশ্বাস, নিজেকে ভগবচ্চরণে সমর্পণ করিয়া দৈন্য-বিজ্ঞপ্তি লইয়া এইরূপে শরণাগত হইলে জীব প্রকৃত 'যুক্ত' হইতে পারেন।

রাজর্ষি অম্বরীষ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন কার্য্যের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন,—

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দয়োর্ব্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্ম্মন্দির-মার্জ্জনাদিষু শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুত-সৎকথোদয়ে॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ তদ্‌ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে, শিরো হৃষীকেশ-পদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া, যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ॥
(ভাঃ ৯।৪।১৬-১৮)

অম্বরীষ রাজা স্বীয় মন কৃষ্ণপাদপদ্মে, স্বীয় বাক্য বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে, স্বীয় করদ্বয় হরিমন্দির-মার্জ্জনাদিতে ও স্বীয় কর্ণ কৃষ্ণকথোদয়ে এবং কৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনে স্বীয় চক্ষুর্দ্বয়, কৃষ্ণদাসের গাত্রস্পর্শে স্বীয় অঙ্গ, কৃষ্ণের পাদপদ্ম-সৌরভাঘ্রাণে স্বীয় ঘ্রাণ (নাসিকা), কৃষ্ণার্পিত তুলসীর আস্বাদনে স্বীয় রসনা, কৃষ্ণক্ষেত্রানু-গমনে স্বীয় পাদদ্বয়, হৃষীকেশের চরণে প্রণতিকার্য্যে স্বীয় মস্তক, কামরাহিত্য দাস্যে স্বীয় 'কাম' এরূপ নিযুক্ত করিয়াছিলেন যে, তাহাতে কৃষ্ণভক্তগণে আশ্রয়যোগ্য রতির উদয় হয়।

যাহারা 'যুক্ত' হইতে পারে না, তাহাদের মন বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে না। সুতরাং তাহারা 'অযুক্ত'। অযুক্ত ব্যক্তি ভগবদ্ ভাবনা-বিরত বলিয়া শান্তি-লাভের অনধিকারী, সুতরাং তাহারা সুখী হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়ে বিচরণ করাইলে মনও তাহাতে নিবিষ্ট থাকিতে বাধ্য হয়। সুতরাং প্রতিকূল বায়ুদ্বারা বিচলিত নৌকার ন্যায় অযুক্ত ব্যক্তির মন ইন্দ্রিয়ের অনুগমন করিয়া তাহার প্রজ্ঞাকে হরণ করে। যাঁহার ইন্দ্রিয় বিষয় হইতে নিগৃহীত হইয়াছে, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। অন্যান্য জল যেরূপ সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াও সমুদ্রকে ক্ষোভিত করিতে পারে না, সেইরূপ কাম-সকল স্থিত-প্রজ্ঞে প্রবেশ করিলেও তাঁহার ক্ষোভ জন্মাইতে পারে না; অতএব তিনিই শান্তি লাভ করেন।

সাধারণ প্রাণিগণের যাহা নিশা, তাহাতে সংযমী ব্যক্তিগণ জাগ্রত থাকেন, আর সাধারণ প্রাণী যে-বিষয়ে জাগ্রত, মুনিগণ তাহাকে নিশারূপে দেখিয়া থাকেন।

জীব দুই প্রকার—জ্ঞানী ও অজ্ঞানী। অজ্ঞানীর পক্ষে যাহা নিশা, জ্ঞানীর পক্ষে তাহা দিবা এবং অজ্ঞানীর যাহা দিবা, জ্ঞানীর তাহাই নিশা। নিশা-দিবার পার্থক্য—বস্তুবিষয়ক জ্ঞান ও অজ্ঞান লইয়া। যে কেহ হউক

না কেন, সে যে-সময় বস্তুবিষয়ক জ্ঞান লাভ করে, তাহার পক্ষে তাহাই দিবা এবং যে-সময় বস্তুবিষয়ক জ্ঞান লাভ না করে, তাহাই তাহার পক্ষে নিশা। সর্ব্বাশ্চর্য্যময় সর্ব্বেশ্বরের রাজ্যে সকলই আশ্চর্য্য। যাহা পরমার্থ-তত্ত্ব-অজ্ঞানীর নিকট নিশা, তাহাই জ্ঞানীর নিকট দিবা। অজ্ঞানীদের বুদ্ধি নিয়ত অতদ্‌বস্তুতে অর্থাৎ ভগবান্ ব্যতীত মায়িক বস্তুতে আসক্ত। সুতরাং পরমার্থ-তত্ত্ব তাহাদের নিকট নিশা-সদৃশ। আবার ইন্দ্রিয়-সংযমানুষ্ঠানতৎপর জীব অজ্ঞান-নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বপ্রকাশ চিন্ময় বিশ্বকে দর্শন করেন, তাহাই অজ্ঞানীর নিশা।

বুদ্ধি দ্বিবিধা—আত্মনিষ্ঠা ও বিষয়নিষ্ঠা। আত্মনিষ্ঠা বুদ্ধি অজ্ঞানরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবের নিশা। নিশায় কি কি ঘটে, তাহা যেরূপ নিদ্রাভিভূত ব্যক্তির জ্ঞানের অগোচরে থাকে, সেইরূপ আত্মপ্রবণ বুদ্ধিতে যে পরমার্থ-বিষয়ক অনুভূতি হয়, তাহা অজ্ঞানীর অগোচর। কিন্তু সংযমী স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি তাহাতে আত্মজ্ঞানরূপ আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। বিষয়-প্রবণা বুদ্ধি-সম্পন্ন জীব বিষয়-ব্যাপারে আচ্ছন্ন থাকিয়া বৈষয়কি শোক-মোহাদি-জনিত সুখ-দুঃখ অনুভব করে। তাহা স্থিতপ্রজ্ঞের নিশা-সদৃশ। সুতরাং তিনি তাদৃশ বিষয় অনুভব করেন না। সাংসরিক সুখ-দুঃখপ্রদ বিষয়-ব্যাপারে বিরত থাকিয়া ভগবৎসেবা-সুখে নিমগ্ন থাকেন।

যাঁহার হৃদয় হইতে বাসনাসমূহ উন্মূলিত হইয়াছে, তাদৃশ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিই পরমার্থ ধনের অধিকারী। কিন্তু ভোগী ব্যক্তির তাহাতে অধিকার হয় না। বসুন্ধরার অসংখ্য নদ-নদী সাগরে গিয়া প্রবেশ করিলে তাহাতে সাগরের কিছুমাত্র উদ্বেলিতাবস্থা দেখা যায় না। তদ্রূপ স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষগণ কামনার বিষয়ীভূত রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শাদি ব্যাপারে দৃষ্টিপাত করেন না। যদিও ধরাধামে অবস্থানকালে বিষয়ের গমনাগমন সম্ভব, তথাপি জ্ঞান-বলে বলীয়ান্ স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ তাহাতে অণুমাত্র ও বিচলিত হন না। তাঁহারা বিষয়সকলকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিয়া দিয়া অবিচলিত-চিত্তে ভগবৎসেবাসুখে নিমগ্ন থাকেন। অতএব যিনি সর্ব্বপ্রকার বিষয়-বাসনা বর্জ্জন করিয়া নিস্পৃহ হইয়া বিচরণ করেন, তিনিই শান্তির অধিকারী। এই প্রকার জ্ঞান জীবন-সমাপ্তিকালে উদিত হইলেও জীব আত্মজ্ঞান লাভে অধিকারী হইয়া চিরশান্তি প্রাপ্ত হন, ইহাই ব্রাহ্মী স্থিতি। ব্রহ্ম-বিষয়ে স্থির বুদ্ধিই ব্রাহ্মী স্থিতি ব্রহ্মচিন্তা ব্যতীত জাগতিক বিষয়-চিন্তা তাহার

চিত্তকে বিন্দুমাত্রও আক্রমণ করিতে পারে না। যাঁহার বুদ্ধি ব্রহ্ম-বিষয়ে স্থির হইয়াছে, তাঁহার জ্ঞান কখনই অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন হয় না। সুতরাং তিনি মোহকূপে পতিত হন না।

ব্রহ্মনির্ব্বাণ-অর্থে 'ব্রহ্মে লয় হওয়া' অর্থ যথার্থ নহে। ব্রহ্ম—আত্মার স্বরূপের প্রকাশ; ইঁহাকে গুণাষ্টকের প্রকাশ বলিয়াছেন—

"য আত্মা অপহতপাপ্মা, বিজরো, বিমৃত্যুঃ, বিশোকো, বিজিঘৎসঃ, অপিপাসঃ, সত্যকামঃ, সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ।"

অর্থাৎ অবিদ্যাদি পাপবৃত্তিশূন্য, জরাধর্ম্মরিহিত, মৃত্যুশূন্য, শোকশূন্য, ক্ষুধা-পিপাসারহিত, নির্দ্দোষ কামনাযুক্ত এবং তাঁহার বাসনামাত্রই সিদ্ধ হয়, সেই আত্মারই অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। তাহারই জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে জীব মুক্ত হন। এই অষ্টগুণের উদয়ে জীব আত্মজ্ঞ হইয়া স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন।

—বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুপাদপদ্ম

নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট

ওঁ বিষ্ণুপাদ চিদ্‌বিলাস অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

প্রভুবরের ষোড়শ-বর্ষপূর্ত্তি বিরহ-বাসরে

ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি

প্রভু, তুমি আছ কোথা'!
তব অদর্শনে আজি মোর প্রাণে
জাগিছে বিরহ-ব্যথা!
প্রভু, তুমি আছ কোথা!!

ষোড়শ বর্ষ কেটে গেল হায়,
দেখিব বলিয়া আছি প্রতীক্ষায়,
তবু এ' নয়নে দেখা নাহি পাই,
কেঁদে কেঁদে ফিরি সদা !
প্রভু, তুমি আছ কোথা !!

মোদেরে ত্যজিয়া আছ কত দূরে,
আর কতকাল লুকাইবে আড়ে,
আর কি দেখিতে পা'ব না তোমারে
জুড়া'তে হৃদয়-ব্যথা !
প্রভু, তুমি আছ কোথা !!

কে করিবে আর তেমন শাসন,
সেই স্নেহ কোথা পা'ব অনুক্ষণ,
সেবায় প্রেরণা কে দিবে তেমন
কহি শুদ্ধ হরি-কথা !
প্রভু, তুমি আছ কোথা !!

প্রভুপাদ-আজ্ঞা বহি' নিজ-শিরে
আকর্ষিলে মোদেরে গুরুরূপ ধরে,
শ্রীনাম বিতরি' প্রতি ঘরে ঘরে'
ঘোষিলে গুরুর কথা !
প্রভু, তুমি আছ কোথা !!

বাস্তব সত্য সিদ্ধান্ত স্থাপনে
তুমি নির্ভীক ছিলে এই ভুবনে,
জানালে মোদেরে শাস্ত্রীয় প্রমাণে
মায়াবাদের অসারতা !
প্রভু, তুমি আছ কোথা !!

তোমার উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্ত্তনে
জগন্নাথদেব সুখী হ'ত মনে,
আর কি আমরা দেখিব এখানে
তব সেবা-কুশলতা !
প্রভু, তুমি আছ কোথা !!

আমি মূঢ়মতি, অতি অর্ব্বাচীন,
সজ্জন-বর্জ্জিত, ভকতি-বিহীন,
কি ক'রে আমার আসিবে সুদিন
ভাবি' মনে পাই ব্যথা !
প্রভু, তুমি আছ কোথা !!

যত দিন যায়, আয়ু হয় ক্ষয়,
ততই পরাণে জাগে মৃত্যু-ভয়,
ভজনেতে আজো মতি নাহি রয়,
ধরেছি এ দেহ বৃথা !
প্রভু, তুমি আছ কোথা' !!

তোমার বিহনে নদীয়ার মঠে
সুখ-হারা ধেনু আর নাহি ডাকে,
শুক-সারী আজি কাঁদে অধোমুখে
স্মরি' তব গুণ-গাথা !
প্রভু, তুমি আছ কোথা !!

আজিকে তোমার প্রয়াণ-তিথিতে,
তব সন্তানেরা কাঁদে দিনে রাতে ;
এসো গো বারেক সান্ত্বনা দিতে,
তুমি তো মোদেরি পিতা !
প্রভু, তুমি আছ কোথা !!

না চাহিতে যাহা দিয়েছো আমারে,
সে' কৃপা স্মরিয়া চোখে জল ঝরে,
পাপী বলি' মোরে ঠেল নাই দূরে,
শুনায়েছো ব্রজ-কথা !
প্রভু, তুমি আছ কোথা !!

বিপ্রলম্ভ ভজনের স্পষ্ট ইঙ্গিত,
তব অপ্রকটে হয় প্রতিভাত,
তাহাতে আমারে কর নিয়োজিত
যত কাল থাকি হেথা'
প্রভু, তুমি আছ কোথা !!

তুমি মোর প্রভু করুণা নিদান,
তব সেবা লাগি' কাঁদে মোর প্রাণ,
তব পদে মোরে দিও নিত্যস্থান
—এ' মিনতি করি সদা !
প্রভু, তুমি আছ কোথা !!

আজিকে তোমার চরণযুগলে
জানাই প্রণতি তিতি' আঁখি-জলে,
কৃপা কর মোরে নিজ-দাস ব'লে
ঘুচায়ে ত্রিতাপ-ব্যথা !
প্রভু, তুমি আছ কোথা !!

শ্রীগুরু-সেবাপ্রার্থী—
শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল
গ্রাম—বড় বহরকুলি
(বর্দ্ধমান)।

২১ পদ্মনাভ, ৪৯৮ গৌরাব্দ
শ্রীগুরু-বিরহ-বাসর
২২ আশ্বিন, ১৩৯১ সাল

শ্রীগুরুসেবা

অনাদি কাল হইতে ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ জীব পূর্ব্বজন্ম বা বর্ত্তমান জন্মের সৌভাগ্যবশতঃ ভগবৎসেবায় উন্মুখ হইতে ইচ্ছা করেন; তখন তাঁহার পরিপূর্ণ উন্মুখতা-বিশিষ্ট সাধু-গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা প্রয়োজন হয়। কারণ গুরু ব্যতীত কোন কার্য্যই শিক্ষা করা যায় না। অনিত্য সাময়িক প্রাকৃত কার্য্যেও যখন গুরুর প্রয়োজন হয়, তখন অনাদিকাল হইতে যাঁহার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক হয় নাই এবং নিত্যকাল একমাত্র যাঁহার সঙ্গেই আমার সম্পর্ক, সেই ব্রহ্মাদি দেববৃন্দেরও দুর্লভ বস্তুকে লাভ করিতে হইলে তদভিজ্ঞ গুরুর আশ্রয় অবশ্যই প্রয়োজন। জীবের স্বতঃসিদ্ধ ভগবজ্‌জ্ঞান নাই। তাই পরম-করুণাময় শ্রীভগবান্ নিজ সন্তানগণের দুঃখে দুঃখী হইয়া সাধু, গুরু, শাস্ত্ররূপে এই জগতে প্রকটিত হ'ন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন,—

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥
শাস্ত্র-গুরু-আত্ম-রূপে আপনারে জানান।

(চৈঃ চঃ মঃ ২০ ১২২-২৩)

জীব মায়ামুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান হইতে বঞ্চিত হইল দেখিয়া অপার করুণাময় কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ-শাস্ত্র করিয়া সেই শাস্ত্ররূপে ও শাস্ত্রার্থ-প্রদর্শক গুরু ও অন্তর্যামী আত্ম-রূপে জীবকে নিজ-তত্ত্ব অবগত করান। কারণ বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্র থাকিলেও নিজে নিজে তাহা হইতে জ্ঞান লাভ করিবার মত সামর্থ বদ্ধ জীবের নাই। তাই ভগবান্ শাস্ত্র-প্রদর্শক গুরুরূপে এবং অন্তর্যামীরূপে জগতে প্রকটিত হ'ন।

যাঁহারা পরম মঙ্গলদায়ক একমাত্র অকুতোভয়-পথ শ্রীভাগবত-ধর্ম্ম যাজন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সৎগুরুর শ্রীপাদপদ্ম অবশ্যই আশ্রয় করিবেন। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"আদৌ গুরুপাদাশ্রয়ঃ"। প্রথমেই গুরু-পাদাশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রৌত-পারম্পর্য্যে শ্রীগুরু-পাদপদ্ম হইতেই শ্রীভাগবত-ধর্ম্মের সন্ধান পাওয়া যায়। শরণাগতি-দ্বারা ভগবৎ-প্রাপ্তি হইলেও যাঁহারা বৈশিষ্ট্য লাভেচ্ছু, তাঁহারা শ্রীগুরুদেবের সেবা অবশ্যই করিবেন। এ সম্বন্ধে শ্রীল জীবগোস্বামি-প্রভু তাঁহার শ্রীভক্তি-সন্দর্ভে এইরূপ বলিয়াছেন,—

শরণাপত্ত্যৈব সর্ব্বং সিদ্ধতি—"শরণং তং প্রপন্না যে ধ্যানযোগবিবর্জ্জিতাঃ। তে বৈ মৃত্যুমতিক্রম্য যান্তি তদ্‌বৈষ্ণবং পদম্॥" ইতি গারুড়াৎ, তথাপি বৈশিষ্ট্যলিপ্সুঃ শক্তশ্চেৎ ততঃ ভগবচ্ছাস্ত্রোপদেষ্টৃণাং ভগবন্মন্ত্রোপস্টৃণাং বা শ্রীগুরু-চরণানাং নিত্যমেব বিশেষতঃ সেবাং কুর্য্যাৎ। তৎপ্রসাদো স্ব-স্ব-নানা-প্রতীকারদুস্ত্যজানর্থহানৌ পরমভগবৎপ্রসাদসিদ্ধৌ চ মূলম্। পূর্ব্বত্র যথা সপ্তমে শ্রীনারদবাক্যম্ (ভাঃ ৭।১৫।২২-২৫)—

অসঙ্কল্পাজ্জয়েৎ কামং ক্রোধং কামবিবর্জ্জনাৎ।
অর্থানর্থেক্ষয়া লোভং ভয়ং তত্ত্ববমর্শনাৎ॥
আন্বীক্ষিক্যা শোকমোহৌ দম্ভং মহদুপাসয়া।
যোগান্তরায়ান্ মৌনেন হিংসাং কাম্যাদিহয়া॥
রজস্তমশ্চ সত্ত্বেন সত্ত্বঞ্চোপশমেন চ।
এতৎ সর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ॥

"যাঁহারা ধ্যানযোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবানের শরণাপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারা মৃত্যু অতিক্রমপূর্ব্বক 'বৈষ্ণবপদ' লাভ করিয়া থাকেন।"—এই গরুড়পুরাণ-বাক্যানুসারে শরণাগতিদ্বারাই সমস্ত সিদ্ধ হয়, তথাপি বৈশিষ্ট্যলাভেচ্ছু পুরুষ সমর্থ হইলে সর্ব্বদাই বিশেষভাবে ভগবচ্ছাস্ত্রোপদেশক বা ভগবন্মন্ত্রোপদেশক শ্রীগুরুর সেবা করিবেন। যেহেতু তাঁহার অনুগ্রহই নিজের বিবিধ প্রতিকারদ্বারা দুষ্পরিহার্য্য অনর্থসমূহের নিবৃত্তি এবং ভগবানের পরমানুগ্রহ-বিষয়ে মূলস্বরূপ।

শ্রীগুরুকৃপা-দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি-বিষয়ে সপ্তম স্কন্ধে শ্রীনারদ-বাক্যও এইরূপ, যথা—"অসঙ্কল্পদ্বারা কামের জয় করিবে। এইরূপ কাম পরিত্যাগদ্বারা ক্রোধ, অনর্থানর্থ-বিচারদ্বারা লোভ, তত্ত্ববিচার-দ্বারা ভয়, আত্মানাত্ম-বিবেক-জ্ঞান দ্বারা শোকমোহ, মহাপুরুষ-সেবাদ্বারা দম্ভ, মৌনদ্বারা যোগের অন্তরায়সমূহ, কামাদি-চেষ্টা-রাহিত্যদ্বারা হিংসা, কৃপাদ্বারা ভূতজন্য দুঃখ, সমাধিদ্বারা দৈবদুঃখ, যোগবল-দ্বারা আধ্যাত্মিক দুঃখ, সত্ত্বগুণের সেবাদ্বারা নিদ্রা, সত্ত্বগুণদ্বারা রজোগুণ ও তমোগুণ এবং উপশমদ্বারা সত্ত্বগুণকে জয় করিবে। পরন্তু পুরুষ একমাত্র গুরুভক্তিদ্বারা পূর্ব্বোক্ত সমস্তকেই সত্বর জয় করিতে সমর্থ হ'ন।"

এখানে দুইটী বিষয় বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—একটী 'দুস্ত্যজানর্থহানৌ,' অপরটী 'পরমভগবৎপ্রসাদসিদ্ধৌ চ মূলম্'। যে-সব অনর্থ নিজের শত শত

চেষ্টায়ও দূর করা যায় না, তাহা কেবল শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাদ্বারাই অনায়াসে এবং নিজের অজ্ঞাতসারে দূর হইয়া যায়। ভগবানের পরম অনুগ্রহের মূল-স্বরূপ হইল 'শ্রীগুরুসেবা'। যাঁহারা শ্রীভগবানের কেবল কৃপা নয় বিশেষ কৃপা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা শ্রীগুরুসেবাদ্বারাই তাহা লাভ করিতে পারিবেন ; অন্য উপায়ে নহে। আর শ্রীভগবানের কৃপা সাধু-গুরুর আকারেই এজগতে আসেন। ভগবান্ সাধারণতঃ নিজে কাহাকেও কৃপা করেন না, সাধু-গুরুরূপ পথেই তাঁহার কৃপা ইহজগতে বর্ষিত হয়। তাই তাঁহার একটী নাম 'অনুগ্রহ'। যাঁহারা ভগবান্‌কে অহৈতুকভাবে প্রীতি করিতে ইচ্ছা করেন এবং নিজেও তাঁহার প্রীতি বা স্নেহ কামনা করেন, তাঁহারা অনায়াসে শ্রীগুরুসেবা দ্বারাই তাহা অনায়াসে লাভ করিতে পারিবেন; যাঁহারা সাধুসঙ্গ-প্রভাবে ভজনে শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয় করিবেন।

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন ('ভক্তিসন্দর্ভে ২০২ সংখ্যায়)—"যদ্যপি অকিঞ্চনা ভক্তিরভিধেয়েতি তৎকারণত্বেন মদ্ভক্তসঙ্গ এবাভিধেয়ে সতি ভক্তোঽপি স এব লক্ষিতব্যঃ। তত্র প্রথমং তাবৎ তত্তৎসঙ্গাজ্জাতেন তত্তচ্ছ দ্ধা তত্তৎপরম্পরা-কথারুচ্যাদিনা জাতভগবৎসাম্মুখ্যস্য তত্তদনুসঙ্গেনৈব তত্তদ্ভজনীয়ে ভগবদাবির্ভাব-বিশেষে তদ্ভজনমার্গ-বিশেষে চ রুচির্জায়তে। ততশ্চ বিশেষ বুভুৎসায়াং সত্যাং তেষ্বেকতোঽনেকতো বা শ্রীগুরুত্বেনাশ্রিতাৎ শ্রবণং ক্রিয়তে। প্রীতিলক্ষণ-ভক্তীচ্ছূনান্তু রুচিপ্রধান এব মার্গঃ শ্রেয়ান্, নাজ্ঞাতরুচীনামিব বিচার প্রধানঃ। তদেতদুভয়স্মিন্নপি তত্তদ্ভজন-বিধি-শিক্ষাগুরুঃ প্রাক্তনঃ শ্রবণ গুরুরেব ভবতি। শ্রীমন্ত্রগুরুস্ত্বেক এব, নিষেৎস্য-মানত্বাদ্বহূনাম্"। "শ্রবণগুরু-ভজনশিক্ষাগুর্বোঃ প্রায়িকমেকত্বমিতি। শিক্ষাগুরোর্বহুত্বমপি জ্ঞেয়ম্" (২০৬ সংখ্যা)। "তত্র শ্রবণগুরু-সংসর্গেণৈব শাস্ত্রীয়-জ্ঞানোৎপত্তিঃ স্যাৎ" (২০৮ সংখ্যা)। "অনুগ্রহো মন্ত্রদীক্ষারূপঃ" (২০৯ সংখ্যা)। "যে গুরোশ্চরণং সমবহাঃ ভগবদন্ত-র্মুখীকর্ত্তুং প্রযতন্তে, তে তেষু তেষু উপায়েষু খিদ্যন্তে ; অতো ব্যসন-শতান্বিতা ভবন্তি। অতএব ইহসংসারে তিষ্ঠন্ত্যেব, অকৃতকর্ণধরা জলধৌ যথা তদ্বৎ" (২০৯ সংখ্যা)।

অর্থাৎ অকিঞ্চনা ভক্তি অভিধেয় হইলে কৃষ্ণভক্তসঙ্গই লক্ষিতব্য হয়। আদৌ কৃষ্ণভক্ত সঙ্গক্রমে শ্রদ্ধা লাভ করিলে জীব কৃষ্ণোন্মুখ হ'ন। তৎসঙ্গ-

ফলে সেব্য ভগবানের আবির্ভাব-বিশেষে এবং ভজনমার্গ-বিশেষে রুচি জন্মে। শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে অধিক জানিতে ইচ্ছা করিলে সুকৃতিসম্পন্ন জীব এক অথবা একাধিক গুরু আশ্রয় করিয়া তাঁহাদিগের নিকট শ্রবণ করেন। প্রীতিলক্ষণা ভক্তি-প্রার্থিগণের রুচি-প্রধান পথই প্রশস্ত; অজাতরুচিগণের ন্যায় বিচার-প্রধান পথ নহে। এতৎ-উভয়েরই প্রাক্তন শ্রবণগুরুই সেই সেই ভজন-বিধি-শিক্ষাগুরু হ'ন। মন্ত্রগুরু একজনই, যেহেতু অনেক-গুরুকরণের নিষেধ আছে। শ্রবণ-গুরু ও ভজন-শিক্ষাগুরুর প্রায়ই একত্ব; শিক্ষা-গুরুর বহুত্ব। এ-বিষয়ে শ্রবণগুরু-সঙ্গ হইতেই শাস্ত্রীয়-জ্ঞান-লাভ ঘটে। মন্ত্রদীক্ষারূপ-অনুগ্রহ। **যাহারা গুরুপাদপদ্ম অবজ্ঞা করিয়া ভগবানের সান্নিধ্য-প্রার্থী, তাহারা সেই সেই উপায়েই খিন্ন হয়; সুতরাং শত ব্যসন আসিয়া গুরু-ভক্তিরহিত জীবকে ভক্ত-সজ্জায় কেবল সংসারেই বাস করায়। সমুদ্রে কর্ণধার-রহিত নৌকার ন্যায় সংসার হইতে তাহারা উদ্ধার পায় না।**

শ্রীভগবান্ হইলেন—শ্রীবিশ্বম্ভর। সেই ভগবান্‌কে যিনি সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, তিনিই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। যিনি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই শ্রীভগবানের সুখানুসন্ধান-স্মৃতিতে তৎপর, তিনিই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। যিনি অনুক্ষণ ভগবান্ ও ভক্তের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-আস্বাদনে ভরপুর, তিনি সাক্ষাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্ম। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন,—

শ্রীরাধিকা-মাধবয়োরপার-
মাধুর্য্য লীলা-গুণ-রূপ নাম্নাম্।
প্রতিক্ষণাস্বাদন-লোলুপস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥ (গুর্ব্বষ্টকম্—৪)

যিনি শ্রীরাধা-মাধবের অনন্ত-মাধুর্য্যময় নাম, রূপ, গুণ ও লীলাসমূহ আস্বাদন করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা লুব্ধচিত্ত, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমি বন্দনা করি। (ক্রমশঃ)

একটি পত্রোত্তর

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
ফোন ঃ এম্-ভি-ডি -২৪৭

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
তাং ইং ২৫।৮।৮৪

যথাবিহিত সম্মানপূর্ব্বিকেয়ম্—

মাননীয় মাইতীবাবু! শ্রীমৎ সন্ন্যাসী মহারাজের নামীয় আপনার ও শ্রীনিতাই পট্টনায়েক মহাশয়ের পত্র একই খামের মধ্যে Regd. Post-যোগে পাইয়াছি। মহারাজজীর অনুপস্থিতির জন্য আমিই পত্রোত্তর দিতেছি। আশা করি কিছু মনে করিবেন না।

সম্প্রতি জানাইতেছি যে, আপনি জানিতে চেয়েছেন আপনাদের সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসবের জন্য স্থানীয় ব্রাহ্মণ-সমাজ হইতে চাঁদা লওয়া যাইবে কি-না? একথাটির একটা সহজ-সরল উত্তর প্রকারন্তে আপনারাই দিয়াছেন। যেমন আপনারা লিখিয়াছেন যে, "সার্ব্বজনীন" দুর্গাপূজা। যদি ইহা সার্ব্বজনীনই হইয়া থাকে, সে-ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র —এমন কি বর্ণান্তর সম্পর্কেও কোন প্রশ্ন আসে না। যেহেতু "সার্ব্বজনীন" কথা উল্লেখ রয়েছে এবং ঐ শব্দের তাৎপর্য্যই হইল "সর্ব্বলোকহিত" বা সকলের প্রয়োজনীয় বা উপযোগী। সুতরাং যখন সকলকে লইয়া বা সকলের জন্য, তখন শৌক্রবর্ণ-বিচার কেন আসিবে? আর যদি গণ্ডিবদ্ধ-বিচারই করা হয়—তবে সেক্ষেত্রে "সার্ব্বজনীন" শব্দের সার্থকতা থাকে কোথায়? কোন ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা যাজিত হইলে তখন "হোতা ও হোত্রী" প্রভৃতির প্রসঙ্গ আসা স্বাভাবিক। কিন্তু যেক্ষেত্রে আমরা সকলেই সেই কল্যাণ-কামনা-প্রার্থী—সে-ক্ষেত্রে কে কাহার নিকট হইতে গ্রহণ করিবেন? অর্থাৎ দাতা-গ্রহীতা কাহাকে বলা যাইবে?

অতএব, এ প্রসঙ্গে নিশ্চয়ই আর কোন প্রশ্ন বা অত্যুক্তি হইতে পারে কী?

পূজানুষ্ঠানটি (বারোয়ারী) যখন সকলকে লইয়াই। এ-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত কেহ দাতা-গ্রহীতা বা গ্রহণ কর্ত্তা নহেন। পৌরাণিক তথা বৈদিককালে

এরূপ পূজানুষ্ঠানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। কালক্রমে সমাজে ইহা একটি প্রথারূপে অনুপ্রবেশ করিয়াছে মাত্র। সুতরাং ব্রাহ্মণগণের নিকট চাঁদা লইলে দোষণীয় হইবে—এমত হইবে কি করিয়া ? আবার অনেকের হয়তো অর্থ দিবার সামর্থ্য নাই—সেক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি নিগৃহী হইবেন—ইহাও নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয় নহে। পূজায় অংশ গ্রহণ করাটা শ্রদ্ধা-সাপেক্ষতা, তবে সমাজের মধ্যে অনেক সময় একটা বাধ্য-বাধকতারূপে প্রকাশ ঘটিয়াছে। ইহার ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা ভাল ও মন্দ ফল উভয়ই দেখিয়াছি। তবে কুফলকে যাহাতে প্রতিহত করিয়া উহার কল্যাণময়-ভূমিকা পাইতে পারি তাহা সর্ব্বদাই কাম্য।

এমতাবস্থায় বেশী লেখার নিশ্চয় প্রয়োজন নাই। পূজানুষ্ঠান সুষ্ঠু ও আন্তরিকতাপূর্ণ হইলে তাহার যথাযথ সার্থকতা আনয়ন করে। অতএব কাহার নিকট হইতে চাঁদা লইলে দোষাবহ হইবে অথবা কেহ দিতে না পারিলে তিনি পতিত হইবেন—এরূপ ধারণা করাটা অবশ্যই অবান্তরতা। তদুপরি সঙ্কীর্ণ শৌক্র-বিচারকে মুখ্য মনে করিলে সার্ব্বজনীন কথার বিকৃত-রূপ রূপায়ন হয়। অতএব বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীই সর্ব্বদা পালনীয়।

যাক্, আপনাদের পত্রোত্তর দিতে কিছু বিলম্ব হইল। কারণ—শ্রীমৎ সন্ন্যাসী মহারাজ এসে উত্তর দিবেন ভেবেছিলাম; কিন্তু তিনি কবে-নাগাদ নবদ্বীপে পৌঁছিতে পারিবেন ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই। অন্যদিকে আপনারা শীঘ্রই মতামত জানিতে চাহিয়াছেন। তাই বাধ্য হইয়া আমিই সময় সাপেক্ষে তাঁহার হইয়া পত্রোত্তর দিলাম। আপনারা দয়া করিয়া এরূপ ধৃষ্টতার জন্য আমার কোনরূপ ত্রুটী গ্রহণ করিবেন না—এই অনুরোধ জানাইয়া পত্র শেষ করিতেছি। যদি আরও অতিরিক্ত কিছু জানিবার প্রয়োজন হয় বা মনে করেন তবে পরবর্ত্তীকালে পুনঃ জানিয়া লইতে পারিবেন। আপনাদের সকলের নিকট আমার যথাযোগ্য সম্মান ও শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। ইতি—

শ্রীগৌরজন-কিঙ্কর—

স্বামী ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য

— —

মহামান্য পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল

শ্রীউমাশঙ্কর দীক্ষিত মহাশয়-কর্তৃক

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির

জনকল্যাণমূলককার্য্য সমাদৃত

বিশাল সুসজ্জিত হলঘরে বহু গুণীজন সমাসীন পূজ্যপাদ শ্রীমৎ ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ মঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়া একের পর এক শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মহৎ কার্য্যাবলী বজ্রকণ্ঠে, কখনও বা সুমধুর কণ্ঠে এবং কখনও বা নীচুস্বরে ভাবগম্ভীর ভাষায় বলিয়া যাইতেছেন, আর পিছন হইতে আমি নির্দ্দিষ্ট যুক্তি-সম্বলিত কাগজ-পত্রগুলি তাঁহার হাতে তুলিয়া দিতেছি—তাঁহাকে আরও উৎসাহ ও সহায়তা দানের জন্য। সকলে বিশেষ একাগ্রতায় শুনিয়া যাইতেছেন—হলঘরে অদ্ভুত এমনি নীরবতা এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছে যেন প্রতিটি শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

শ্রীমহারাজজী বলিয়া যাইতেছেন,—এই জীব-জগতের প্রতি কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপরূপ সীমাহীন দরদের কথা। তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী হইতে আমরা জানতে পাই—'জীবে দয়া, নামে রুচি'। আমরা অনেক সময় 'জীবে দয়া' বলিতে হয়তো শুধু মানব জাতিকেই বুঝিয়া লই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সকল জীবের প্রতি অপরিসীম প্রীতির লক্ষণই পর্য্যবসিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। জীবের স্বরূপ অবগত হইতে পারিলে তবেই তো সম্পর্কটা নিবিড় হওয়া সম্ভব এবং যখন এই সম্পর্ক ঘনিষ্ট হয় তখনই প্রীতিটাও স্বচ্ছ হইয়া পরে। এই স্বচ্ছতার মধ্যে ভগবানের সহিত যখন গভীরতম প্রীতিমূলা হইয়া দাড়ায় তখনই প্রেমের প্রকৃতরূপ প্রস্ফুটিত হয়। —এই জন্যই 'জীবে দয়া, নামে রুচি' বলিয়া কথিত হইয়াছে।

যখন বুঝিতে পারিব আমরা সকলেই পরমেশ্বরের সন্তান বা দাস, তখন যেহেতু ঈশ্বর-কেন্দ্রিক, তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা নিজেদের ব্যক্তি স্বার্থকে ভুলিয়া বিশ্বজনিন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণে প্রয়াসী হইতে পারিব।

কিন্তু যদি ইহার ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হইতে থাকে তখন আমাদের মধ্যে সংঘাত আসিয়া পরে আর তাহারই পরিণতিতে জগতে যতকিছু হিংসার দামামা ঝঙ্কৃত হইতে থাকে। তাই তো ইতিহাসের পাতায় অনেক রক্তক্ষয়ী ও বিষময় পরিণতি দৃষ্টিগোচর হয়। অথচ এজগতে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমের বন্যা আনয়ন করিয়াছেন। তিনি কোন সঙ্কীর্ণ গণ্ডীবদ্ধ রূপায়ন করেন নাই। কারণ তাহাতে মানব সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী সীমিত অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট সমাজে আবদ্ধ থাকে। জীব চিৎসত্ত্বা-সমন্বিত ও তাহা নিত্য অর্থাৎ অবিনশ্বর। মানব-সমাজ ইহা অনুভূতি করিতে পারেন, তাই তো ইহার মূল্যায়ন মানব-সমাজেই আদৃত।

তজ্জন্য মানব-সমাজের মধ্যে ইহার ব্যাপক প্রসারণে সমিতির অনুগামীগণ আজও অতন্দ্রপ্রহরীরূপে নিজের জীবনকে উৎসর্গীত করিয়াছেন। যাঁহারা শুধু মন্ত্র উচ্চারণ বা ঈশ্বরের নাম অনুবৃত্তি করিয়া পর্ব্বত-গুহা বা গিরিকন্দরে নিজদিগকে ব্যস্ত রাখিয়াছেন, তদপেক্ষা মানব-দরদী হইয়া যাঁহারা জীবজগতের প্রতি করুণাপরবশ-পূর্ব্বক এই সমাজের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে অশান্ত সমাজকে সৎপথ প্রদর্শন-দ্বারা অভয়ের অমৃতময়ী বাণী শুনাইতেছেন—তাহাই এই সমিতির কৃত্য ও উহাই ইহার অবদান-বৈশিষ্ট্য।

অনেক প্রতিষ্ঠান আছেন, যাঁহারা শুধু শরীরের কথাকেই চিন্তা করিয়া ক্ষান্ত হন, কেহবা বা শুধু চঞ্চল মনের ক্ষণিক আনন্দ-প্রবাহকেই অনুমোদন করেন বা মন ও শরীরের তথাকথিত পুষ্টিসাধনকেই একমাত্র শ্রেষ্ঠ করণীয় বলিয়া বিবেচনা করেন। এইরূপ চিন্তাধারা কিন্তু শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বা উহার অনুপ্রাণীত জনগণের নহে। কেননা শুধু সেরূপ চিন্তাধারায় একমাত্র ইহজগতের হয়তো তাৎকালিক কিছু ক্ষণিক সুখ বা আনন্দ অথবা উপকার হইতে পারে, কিন্তু উহার মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ-দৃষ্টিভঙ্গী আসিতে বাধ্য, তাই এই দেহ ও মনের প্রকৃত ধারক বা বাহকরূপে যে চিৎসত্ত্বা অর্থাৎ জীবাত্মা বিরাজমান উহার অনুভূতিকেও শরীর ও মনের সহিত সন্নিবেশীত রাখিয়া সু-দূরদৃষ্টি সম্পন্ন বিচারধারা নিসৃত করাই এই সমিতি বা প্রতিষ্ঠানের সেবকবৃন্দের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। শরীর স্থূলবস্তু—ইহাকে বাদ দিয়া আমাদের মনের কথা যেমন চিন্তা করিতে পারি না—আবার জীবাত্মার উপস্থিতি

ব্যতীত মন ও শরীরের কথাও ভাবা যায় না। কারণ জীবাত্মার অবিহনে এই সাধের শরীর কল্পনার উচ্ছ্বসিত মন প্রভৃতি সবই কালের নির্ম্মম করাল গ্রাসে বিলীন হইতে বাধ্য হয়। তাই আত্মা সম্পর্কে আমরা জানিতে পাই,—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥ (কঠ ১।১।২৩)

—এই আত্মা বহু তর্ক, মেধা বা পাণ্ডিত্য-দ্বারা জানিতে পারা যায় না। জীব যখন ঈশ্বর অনুসন্ধান-পর হন অর্থাৎ সেবাপরায়ণ হন তখন ঈশ্বর বা পরমাত্মা স্বয়ং নিজেই প্রকাশমান হন।

প্রত্যেক জীবাত্মা ঈশ্বরের অংশ, অথচ সকল জীবহৃদয়ে তিনি সর্ব্বত্র বিরাজমান। জীবাত্মার উপস্থিতিতে যেমন জড়দেহ-মন চলচ্ছক্তি পায়, এই সূক্ষ্ম আত্মা আবার পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত হইলে অসীম ক্ষমতার অধিকারী হন। তাই অন্তর্দৃষ্টিতে পরমাত্মা দর্শন ও জড়দৃষ্টিতে পাঞ্চভৌতিক দেহ দর্শন! প্রত্যেকের মূল্যায়ণ যখন বিশ্লেষণ করিতে যাব তখনই হৃদয়ে চমৎকারিতা অনুভূত হইবে।

এই জন্যই শ্রীচৈতন্যদেবের পরিকর-জন উল্লেখ করিয়াছেন,—

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের 'দয়া' করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥

আত্মাদর্শনপর হইলে তবেই মানব-সমাজ তথা জীবজগৎ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা উপলব্ধি হয়। জন্মান্ধ ব্যক্তিগণ হস্তী দর্শন করিতে গিয়া যেমন খণ্ড দর্শন করতঃ হস্তীর সংজ্ঞা বলিবার সময় বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে, সেইরূপ যতদিন পর্য্যন্ত জীবনিচয় আত্মদর্শনে ব্রতী হইতে চান না, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদের সেবার সৌষ্টবতাও হয় না। হস্তীর কোন এক অঙ্গ স্পর্শ করিয়াই কি অন্ধজন যথাযথ হস্তীর অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করিতে সমর্থ হয়? সে তো তখন কোন খণ্ড-অংশকে কেন্দ্র করিয়া হস্তীর বর্ণনা দিতে যাইবে এবং তাহাতে যে তাহার বর্ণনা সম্পূর্ণ হয় নাই উহা চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণের তাহা অনুভব করিতে বা বুঝিবার বাকী থাকে না।

সুতরাং দর্শনেই (Philosophical idea) যদি ভুল থাকে তখন কোন বস্তুর সংজ্ঞা অবগত হওয়া যেমন কষ্টসাধ্য, তেমনই উহা আবার বিভ্রান্তিকরও বটে। সেইরূপ একদেশদর্শী তথাকথিত সমাজ-সেবী-গণের অবস্থা জানিতে হইবে। স্থূলদর্শী সমাজ-সেবীগণ মনে করেন শুধু কিছু খাওয়া ও পরনের উপকরণ দিলেই বুঝি সেবার কাজ সম্পূর্ণ হইল। কিন্তু আত্মদর্শীগণ বলেন, ইহাতেই সেবার শেষ নহে, আরও অনেক কিছু করিতে হইবে—তাহা হইল যাহার উপর ভিত্তি করে এই দেহ-মন পরিচালিত হয়। সুতরাং দেহ, মন ও প্রাণের সম্মিলীত পর্য্যায়ক্রমে যথাযথ সামঞ্জস্য থাকিলে পূর্ণদর্শন রূপায়ীত হওয়া সম্ভব। তখনই সেবাটা পূর্ণরূপ ধারণ করে। অতএব যে পর্য্যায়ের যতটুকু করা প্রয়োজন তাহা মনে রেখে সমাজ জীবনে এগিয়ে আসা হইলে তবেই সুষ্ঠু সেবা বলা যেতে পারে। নচেৎ পৃথক্ পৃথক্ ভাবধারা লইয়া কেহ শরীরকেই হয়তো বহুমানন করিলেন, আবার কেহ মনকেই বহুমানন করিলেন ও কেহবা শরীর কিছু না, মন কিছু না, একমাত্র আত্মাই সব—এরূপ বলিতে চেষ্টা করিলেন, ইহাতে পরিপূরকের ব্যবধান ঘটিয়া থাকে। এই ব্যবধানের সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন। একে শরীরে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যেমন কোনটাকেই একদম বাদ দেওয়া হয় না. সেরূপেই সমাজ-জীবনের অবস্থা। তবে উন্নত চিন্তাধারায় যে যতটুকু মহত্ত্বের পরিচয় দিতে পারেন তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য।

এই জন্য বিভিন্ন দিক বিবেচনা করিয়া শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দ বহুমুখী সেবা-মাধ্যমে জনজীবনের সহিত ঘনিষ্ট সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু প্রতিপদক্ষেপেই রয়েছে সাম্য ও মৈত্রীর বাণী-সম্বলীত চিন্তাধারা। জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-নির্বিবশেষে উদার-দৃষ্টিভঙ্গীই ইহার গ্রাহ্য-বিষয়। যদিও মূলতঃ Back to God and Back to home is the massage of our Mission.

'জীব' মাত্রই স্বরূপতঃ ঈশ্বরের দাস বা সেবক। সকল জীবের যখন এই গতি, তখন আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে হিংসা-বিদ্বেষের অবকাশ কোথায়? তদুপরি আমাদের সম্পর্কটাই যখন নিত্য। কিন্তু এই জগতে মানব-জাতি বিভিন্ন পর্য্যায়ে বিভক্ত হেতু

দেশ-কাল-জাতি প্রভৃতি গুষ্টির মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়াছেন। এর মূল কারণ হইল, আত্ম-তত্ত্ব সম্পর্কে অনভিজ্ঞতাহেতু। অথচ আত্মা-সম্পর্কে আমরা শাস্ত্রে নাই,—

নৈনং ছিন্দন্তি শাস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥ (গীঃ ২।২৩)

অর্থাৎ 'জীবাত্মাকে কোন অস্ত্র ছেদন করিতে পারে না, অগ্নিও দগ্ধ করিতে পারে না, জলও আর্দ্র করিতে পারে না এবং বায়ুও তাহাকে শুষ্ক করিতে পারে না।'

এই আত্মা নশ্বর শরীরকে আশ্রয় করিয়া জগতে কিছু কার্য্য সাধন করিতে আসে, সেই কার্য্য অন্ত হইলে—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥ (গীঃ ২।২২)

মানুষ যেরূপ জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নববস্ত্র পরিধান করে, সেইপ্রকার জীবাত্মা জীর্ণদেহকে পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন দেহ ধারণ করে।

আত্মা কর্ম্মফল-বশতঃ যে-কোন নবদেহকে আশ্রয় করিয়া থাকে। এই আত্মা বা চিৎসত্তাই জড়শরীরকে পরিচালনা করার সহায়ক। কিন্তু আত্মা কখনও জাত বা মৃত হয় না। তাই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ (গীঃ ২;২০)

অর্থাৎ, জীবাত্মা কখনও জন্মে না বা মরে না অথবা পুনঃ পুনঃ তাহার উৎপত্তি বা বৃদ্ধিও হয় না। তিনি জন্মরহিত, সর্ব্বদা একরূপ বলিয়া নিত্য, অপক্ষয়শূন্য রূপান্তর রহিত অর্থাৎ পুরাতন হইলেও নিত্য নবীন, দেহ বিনষ্ট হইলেও তাহার বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। কারণ এই শরীরের সহিত তাহার নিত্য সম্বন্ধ নাই।

অন্যদিকে এই শরীর অনিত্য ও ধ্বংসশীল। সুতরাং যে-শরীরের পতন অবশ্যম্ভাবী সেক্ষেত্রে একমাত্র শরীরকে কেন্দ্র করিয়া যদি আমরা শান্তি পেতে চাই, তাহা হইলে নিশ্চই নিরন্তর শান্তি হইতে পারে না। কারণ উহার বিয়োগ ঘটিলে তখন আনন্দের সমাপ্তি ঘটিতে বাধ্য হইবেই।

এমতাবস্থায় আত্মার সহিত সংযোগ রক্ষা করে যতদূর সম্ভব তাৎকালিক শরীরকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা লইতে পারে—কিন্তু সেই শরীরই সবকিছু, এভাব থাকা যথার্থ বুদ্ধিমানের পরিচয় নহে।

এই জন্যই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি জীবগণকে সচ্চিদানন্দভূমি নিত্যগৃহের দিকে অগ্রগামী করাণোকে লক্ষ্য রেখে তাৎকালিক বাস্তব শরীরের চিন্তাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ না করিয়া সেবামাধ্যমে মানবসমাজকে আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ করিতে প্রয়াসী হইয়া সমাজের বিভিন্ন উন্নয়ন-মুখী সেবা প্রচেষ্টা-প্রকল্প গ্রহণ করিয়াছেন।

সমিতির তরফ হইতে সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীগণ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে প্রচারোদ্দেশ্যে প্রায় ১৮টা ভাগে বিভক্ত হইয়া অসীম ধৈর্য্যের সহিত গ্রাম, গঞ্জ, শহর, নগর, মহানগরী প্রভৃতি স্থানে ধর্ম্মসভা, ধর্ম্মীয় গ্রন্থ পাঠ, শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন সহযোগে নগরাদি পরিক্রমা, চলচ্চিত্র প্রদর্শন করিয়া মানবগণকে ভক্তিবাদে অনুপ্রাণীত করাইয়া হিংসাত্মক কার্য্য প্রশমনে সহায়তা করিতেছেন। হিংসাকার্য্য দমনের জন্য সরকার বাহাদুর কোটী কোটী টাকা ব্যয়-সাপেক্ষে সাময়িভাবে হিংসাত্মক কার্য্য প্রদমিত করিলেও উহার দীর্ঘস্থায়ীত্ব হওয়া সম্ভব হইতেছে না। কিন্তু আধ্যাত্মিক বাতাবরণে শিক্ষা-ধারায় অনুপ্রাণিত হইলে জনসাধারণ হিংসার পথ স্থায়ীভাবে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। তজ্জন্য এই সমিতি জনসাধারণকে হিংসার পথ হইতে নিবৃত করিয়া মৈত্রির পন্থায় আত্ম-ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করায়। ধর্ম্মপ্রভাবে এই প্রকারে বহু জনগণ প্রতি-নিয়ত স্থায়ী শান্তির পথযাত্রী হইতেছেন।

সমিতি জনসাধারণের কল্যাণার্থে বহুস্থানে আশ্রমাদি প্রতিষ্ঠা ও সেই সেই কেন্দ্রগুলিতে ধর্ম্মসম্পর্কে বক্তৃতা, কীর্ত্তন সহযোগে হিংসা-ভাবকে প্রদমিত করা, বহু লোককে ক্ষুণ্ণিবৃত্তি নিবারণের জন্য প্রসাদ বিতরণ, রোগগ্রস্থদিগকে চিকিৎসার সুবিধা প্রদানে প্রভৃতি করেন।

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-মাধ্যমে—

শিক্ষার মাধ্যমে ভারতের কৃষ্টিকে সঞ্জিবীত করিয়া সংস্কৃত ভাষা-শিক্ষা-মাধ্যমে সংস্কার পূর্ণ পরিবেশ রচনা করার দৃষ্টিভঙ্গী শিক্ষা দেওয়া, আধুনিক জগতে উচ্চ শিক্ষা প্রদানের জন্য অনেক মেধাবী ও দুস্থ ছাত্রদের থাকা তথা প্রসাদের বন্দবস্ত করা; নূতন ধরণের শিক্ষা-প্রসারের জন্য পার্ব্বত্য জনজাতি তথা জাতিধর্ম্মবর্ণ-নির্বিশেষে সকল ধরণের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতি পরিকল্পনা বাস্তবায়ীত করার জন্য মেঘালয়স্থ তুরা শহরে ইংরাজী ও হিন্দী-ভাষা-মাধ্যমে শিশুশিক্ষার জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী হইয়া সমিতির সভাপতি-আচার্য্য শ্রীশ্রীমৎ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ 'শ্রীবেদান্ত বিদ্যাপীঠ' প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং ইতিমধ্যেই ঐ বিদ্যালয় সরকারী অনুমোদনও লাভ করিয়াছে।

তদুপরি বিশেষ বিশেষ স্থানে গ্রন্থালয় স্থাপন করিয়া গ্রন্থ চর্চ্চার মাধ্যমে যাহাতে জনসাধারণ কারিগরী, নৈতিক চরিত্র গঠনের শিক্ষা-লাভ করিতে পারেন তাহারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে—এই জন্য শিক্ষার্থীকে কোনরূপ খরচ বহন করিতে হয় না।

দাতব্য-চিকিৎসালয়

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সমিতির পনেরটিরও অধিক প্রচার কেন্দ্র রয়েছে। প্রায় সর্ব্বত্রই দাতব্য চিকিৎসালয় রয়েছে। দুস্থ ও অসহায়দের জন্য পথ্যাদিও বিতরণ কর হয়। বৎসরে এই খাতে সমিতির লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত বহু অসহায় জটীল রোগীকে চিকিৎসার জন্য বড় বড় সরকারী হাসপাতালে লইয়া গিয়া চিকিৎসা করাইতে সহায়তা করা হয়।

দৃষ্টিহীন ব্যক্তিগণের কল্যাণার্থে বিনা খরচায় চক্ষু চিকিৎসা করার জন্য "চক্ষু অপারেশন শিবির" খোলা হয়। এব্যাপারে স্বনামধন্য চক্ষু-চিকিৎসা-বিশেষজ্ঞ ডাঃ আই, এস, রায় ও আরও অনেক সুচিকিৎসগণের সহানুভূতি উল্লেখযোগ্য।

প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে অবদান

আসামে প্রবল বর্ষা এবং বাংলায় কখন বা ভীষণ বন্যা ও কখন বা খড়াক্লিষ্ট অবস্থায় যখন হাহাকার অবস্থার সৃষ্টি হয়, সেই করাল বিধ্বংসী কালে এই সমিতির সেবকবৃন্দ অনেক সময় নিজের জীবনকে

বিপন্ন করিয়াও জনসাধারণকে সহায়তা করার জন্য এগিয়ে যান। তাঁদের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ, জলবন্দী অবস্থা হইতে উদ্ধারাদি ত্রাণকার্য্যে সহায়তা করিয়া থাকেন।

ভ্রমণমূলক শিক্ষা

ভারত তথা নেপালে যে-সমস্ত পবিত্র তীর্থস্থান রয়েছে সেইগুলি দর্শন ও তত্তৎমাহাত্ম্য বা ইতিবৃত্তি অবগত করানোর জন্য সমিতির পক্ষ হইতে বৎসরে ৩/৪ দফায় বিভিন্ন প্রান্তরে ভ্রমণে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ভ্রমণ-কালীন ধর্ম্মীয়তত্ত্ব সম্পর্কে শিক্ষামূলক বিষয়ে অবগত করান, অন্যদিকে ধর্ম্মীয় স্থানে খুব স্বল্প ব্যয়ে, এমনকি কোনরূপ খরচ ছাড়াই জনসাধারণ যাহাতে অবস্থান করিতে পারেন তজ্জন্য ধর্ম্মশালা বা পান্থ-নিবাস স্থাপনা করিয়াছেন। এব্যাপারে সমিতির সহ-সভাপতি শ্রীশ্রীমৎ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমানে শিক্ষিত যুবকদের তীব্র বেকারীত্ব অনুধাবন করতঃ অনেক চাকরী সংস্থানের যাহাতে সুবিধা হয় তজ্জন্য উড়িষ্যা প্রদেশান্তর্গত (ভদ্রক-শহরের সন্নিকটস্থ। বাউলপুর-নামক স্থানে একটি বেসরকারী (সরকার অনুমোদিত) কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য সমিতির কিছু জমি ছেড়ে দেওয়া হয়—যাহাতে অনেক লোকের কার্য্য-সংস্থান হইতে পারে; এব্যাপারে সমিতির অন্যতম সহ-সম্পাদক শ্রীশ্রীমৎ ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজের দৃষ্টিভঙ্গী প্রণিধান-যোগ্য।

সামাজিক জীবনযাত্রায় অপরিহার্য্যক্ষেত্রে এই সমিতির একাধারে যেমন আন্তরিক সহযোগীতা পরিলক্ষিত হয়—অন্যদিকে পারমার্থিক ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা বিশেষ তাৎপর্য্যপর।

মানব সমাজ যদি একমাত্র খাওয়া, পরা, ঘুমান লইয়াই ব্যস্ত থাকিতে প্রয়াসী হয় তবে উহা যথার্থত সুসভ্য পদবাচ্য সমাজ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। কেননা মানুষ ও ইতর প্রাণীর মধ্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পার্থক্য থাকাটা সুনিশ্চিত বিষয়। এপ্রসঙ্গে শাস্ত্র বলিয়াছেন ;—

আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মো হি তেষাং অধিকো বিশেষো
ধর্ম্মেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥

[আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনক্রিয়া প্রাণি সকলে বিদ্যমান ; কিন্তু একমাত্র মানুষই ধর্ম্মচিন্তা করিতে পারেন—ইহাই মানবের বৈশিষ্ট্য। যে-মানুষ ধর্ম্মচিন্তা অর্থাৎ ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত নহেন, তাহারা পশুতুল্য বলিয়াই বিবেচ্য।]

শাস্ত্রে এইরূপ মন্তব্য বিবেচনা করিয়াই ত্রিকালজ্ঞ ঋষিবৃন্দ মানব জাতিকে ধর্ম্মীয় চিন্তায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া নৈতিক চরিত্র গঠনে অনুপ্রেরণা দান করিয়াছেন। তাই—" ..... মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা"—এই মর্ম্মবাণী হৃদয়ঙ্গম করিয়া শ্রীচৈতন্য-নিসৃত ধারাবলম্বনে আমোঘ বাণী প্রচারে ব্রতী ও তৎসহ বিশ্বের প্রবহমান কালের প্রগতির ধারায় উদ্বুদ্ধ হইয়া জনগণের সুখ-দুঃখের অংশী হইতে দ্বিধাগ্রস্থ হইতেছেন না—ইহাই এই সমিতির দার্শনিক বিচার-বৈশিষ্ট্য।

পরিশেষে জানাই যে, সমিতির সেবা-সচিব শ্রীশ্রীমৎ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ শারিরীক অসুস্থ-নিবন্ধন হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার সুচিন্তিত দৃষ্টিভঙ্গী সমিতিকে সঞ্জিবীত ও প্রাণবন্ত করিতে সহায়তা করিতেছে। * * *

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ প্রবল হর্ষধ্বনির মধ্যে তদীয় শ্রীগুরুদেব সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের উদ্দেশ্যে প্রণতি জ্ঞাপন ও জয়ধ্বনি প্রদানান্তে বক্তব্য সমাপ্ত করেন।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে, সমিতির মহৎ দৃষ্টিভঙ্গী ও মানবিকতার সার্ব্বিক কল্যাণ-কামনায় সমিতির মহান অবদান বিবেচনা করিয়া পশ্চিমবঙ্গের মহামান্য রাজ্যপাল শ্রীউমাশঙ্কর দীক্ষিত মহোদয় মানব দরদি সেবাকার্য্যে Token of appreciation রূপে ৫শত টাকার একখানি চেক প্রদান করেন। শ্রীরাজ্যপাল মহোদয়ের প্রেরিত একখানি পত্রও এখানে সন্নিবেশীত করা হইল।

বহু সজ্জন সুধীবৃন্দ ও লক্ষ লক্ষ অনুগামী ভক্তগণ দ্বারা সমিতি সমাদৃত। ইহার সার্ব্বিক অগ্রগতি অবশ্যই বাঞ্ছনীয়।

—শ্রীনীলমণি মুখার্জ্জী

Raj Bhavan
Calcutta
700 062

18. 10. 84.

सत्यमेव जयते
Governor of West Bengal

Respected Acharyyaji,

I thank you for your letter dated the 4th. October, 1984 conveying your congratulations and good wishes on the occation of my having assumed the office of the Governor of West Bengal.

I am glad to learn from your letter that your Samiti has India-wide organisation and helps the distressed persons.

I am likely to be particularly busy for some time to come, but I shall try to visit your Institution later at a suitable opportunity.

I express my hearty appreciation of the humanitarian service which your Institution is said to be rendering.

With respectful Pranams.

Yours sincerely,

Sd/-Illegible

(Umashankar Dikshit)

Shri Swami Bhakti Vedanta Acharyya Maharaj,
Shri Goudiya Vedanta Samiti (Regd.),
Shri Devananda Goudiya Math,
P.O. Nabadwip, Dist. Nadia.



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩৬শ বর্ষ | ৭ নারায়ণ, ক্ষীরোদশায়ী, ৪৯৮ গৌরাব্দ
২৯ অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩৯১ ; ইং ১৫।১২।১৯৮৪ | ১০ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্রম্

[শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে প্রথমৈকরাত্রে দ্বাদশোঽধ্যায়ে]

বন্দে নবঘন-শ্যামং পীত-কৌষেয়-বাসসম্।
সানন্দং সুন্দরং শুদ্ধং শ্রীকৃষ্ণং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥১॥

উপবর্হণ-গন্ধর্ব্ব (শ্রীনারদ) বলিলেন, নব-ঘনশ্যাম, পীত-কৌষেয়-বসনধারী, আনন্দময়, সুন্দর, পরম-পবিত্র, জড়া প্রকৃতির অতীত শ্রীকৃষ্ণকে আমি প্রণাম করি ॥১॥

রাধেশং রাধিকা-প্রণয়বল্লভং বল্লবী-সুতম্।
রাধা-সেবিত-পাদাব্জং রাধা-বক্ষস্থল-স্থিতম্ ॥২॥
রাধানুগং রাধিকেষ্টং রাধাপহৃত-মানসম্।
রাধাধারং ভবাধারং সর্ব্বাধারং নমামি তম্ ॥৩॥

যিনি রাধাকান্ত, রাধিকার প্রাণবল্লভ ও বল্লবী-পুত্র, যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম রাধা-কর্ত্তৃক নিসেবিত ও তৎবক্ষঃস্থলস্থিত এবং যিনি রাধার অনুগামী, রাধা যাঁহার ধ্যেয়, রাধা-কর্ত্তৃক যাঁহার চিত্ত অপহৃত, যিনি রাধার আধার, বিশ্বের আধার ও সকলের আধার, সেই আপনাকে নমস্কার করি ॥২-৩॥

রাধা-হৃৎপদ্ম-মধ্যে চ বসন্তং সন্ততং শুভম্।
রাধা-সহচরং শশ্বৎ রাধাজ্ঞা পরিপালকম্ ॥৪॥
ধ্যায়ন্তে যোগিনো যোগাৎ সিদ্ধাঃ সিদ্ধেশ্বরাশ্চ ত্বম্ ।
তং ধ্যেয়েৎ সততং শুদ্ধং ভগবন্তং সনাতনম্ ॥৫॥

যিনি রাধার হৃৎকমলে নিত্য বিরাজমান ও সর্ব্বমঙ্গলদায়ক, যিনি রাধার চির-সহচর ও আজ্ঞা-পালক এবং সিদ্ধ, সিদ্ধেশ্বর ও যোগিগণ সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক সতত যাঁহার ধ্যানমগ্ন, আমি সেই বিশুদ্ধ-সত্ত্বময় সনাতন ভগবানের ধ্যান করি ॥৪-৫॥

সেবন্তে সততং সন্তো ব্রহ্মেশ-শেষ-সংজ্ঞকাঃ।
সেবন্তে নির্গুণং ব্রহ্ম ভগবন্তং সনাতনম্ ॥৬॥
নির্লিপ্তঞ্চ নিরীহঞ্চ পরমাত্মানমীশ্বরম্।
নিত্যং সত্যঞ্চ পরমং ভগবন্তং সনাতনম্ ॥৭॥

ব্রহ্মা, শিব ও অনন্তদেব যাঁহাকে সর্ব্বদা সেবা করেন এবং সাধুগণ যাঁহার নির্গুণ (অপ্রাকৃত) সনাতন পরব্রহ্মরূপ ভগবৎ-স্বরূপেরসেবা করিয়া থাকেন, যিনি নির্লিপ্ত, নিরীহ, পরমাত্মা ও নিত্য, সত্য,পরমেশ্বর ; আমি সেই সনাতন ভগবানের বন্দনা করি ॥৬ ৭

যং সৃষ্টেরাদিভূতঞ্চ সর্ব্ববীজং পরাৎপরম্।
বীজং নানাবতারাণাং সর্ব্বকারণ-কারণম্ ॥৮॥
বেদাবেদ্যং বেদ-বীজং বেদ-কারণ-কারণম্।
যোগিনস্তং প্রপদ্যন্তে ভগবন্তং সনাতনম্ ॥৯॥

যিনি সৃষ্টির আদি-কারণ, সর্ব্ব-বীজাধার, পরাৎপর-তত্ত্ব, নিখিল-অবতারাবলীর বীজ-স্বরূপ, সকল কারণের-কারণ, নিখিলদেবের অগোচর, বেদের বীজ-স্বরূপ এবং বেদের মূলীভূত কারণ, (ভক্ত)-যোগিগণ সেই সনাতন ভগবানের ভজনা করেন ॥৮-৯॥

ইতি তেন (গন্ধর্ব্বেণ) কৃতং স্তোত্রং য পঠেৎ প্রযতঃ শুচিঃ।
ইহৈব জীবন্মুক্তশ্চ পরে যাতি পরাং গতিম্ ॥১০॥
হরিভক্তিং হরের্দাস্যং গোলোকে চ নিরাময়ঃ।
পার্ষদ-প্রবরত্বঞ্চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥১১॥

গন্ধর্ব্ব-(শ্রীনারদ) কৃত এই স্তোত্র যিনি পবিত্রভাবে সংযত-চিত্তে নিত্য পাঠ করেন, তিনি ইহলোকে জীবন্মুক্ত হন এবং প্রাণান্তে নিত্য গোলোকে উত্তমা গতি হরিভক্তি, শ্রীহরির শ্রীহরি দাসত্ব ও পার্ষদত্ব লাভ করেন, তাহাতে বিন্দু-মাত্র সন্দেহ নাই ॥১০-১১॥

শ্রীরামানুজাচার্য্য

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩৬শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ২১৯ পৃষ্ঠার পর)

দুরন্ত যাদব নৃশংসতা চরিতার্থ করিবার উপায়-স্বরূপ ত্রিবেণী-স্নানের প্রস্তাব করিয়া রামানুজকে সম্মত করাইলেন। যাদবের প্রস্তাবানুসারে রামানুজ জননীর নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ করিয়া জাহ্নবী-স্নানার্থ যাদবের সহিত যাত্রা করিলেন। কাঞ্চি হইতে প্রয়াগ আগমনের পথে বিন্ধ্যগিরির সন্নিকটে গোবিন্দ সুযোগ বুঝিয়া রামানুজকে যাদবের অভিসন্ধি অভিব্যক্ত করিলেন। রামানুজ অধ্যাপকের কৈতব হইতে উত্তীর্ণ হইবার উদ্দেশে গন্তব্য-পথ ত্যাগ করত এক বৃক্ষমূলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ঐ-কালে মুষলধারে বৃষ্টি হইয়া যাদব ও সহযাত্রীগণ বিশেষ কষ্ট পাইয়াছিলেন। অবশেষে গোবিন্দকে একাকী আসিতে দেখিয়া রামানুজের অনুসন্ধান করিলেন। গোবিন্দ বলিলেন,—রামানুজ অগ্রে চলিয়া আসিয়াছেন, জানিয়া আমি এখানে আসিলাম। যাদবের শিষ্যগণ রামানুজের অনেক অনুসন্ধান করিয়া বিফল-হৃদয় হইলেন। অবশেষে যাদব রামানুজের অপমৃত্যু নিশ্চয় করত নিশ্চিন্ত হইলেন।

এদিকে রামানুজ বৃক্ষমূলে বসিয়া শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইলেন। অনতিবিলম্বে তিনি দেখিলেন যে, এক ব্যাধ তদীয় পত্নীর সহিত ভীষণ অরণ্যাভ্যন্তরে যাইতেছেন। সপত্নীক ব্যাধ ও রামানুজের কথপোকথনের পর তাঁহারা সকলেই চলিতে আরম্ভ করিলেন। সূর্য্য অস্তাচলারোহণ করিলে তমসাগমে তাঁহারা বৃক্ষমূলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিয়ৎক্ষণপরে ব্যাধ-

পত্নী ব্যাধের নিকট তোয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া জলানয়নের জন্য পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিলে রামানুজ সূর্য্যোদয়ে সলিল প্রদানে প্রতিশ্রুত হইলেন। প্রাতঃকাল হইবামাত্র ব্যাধ রামানুজ-সকাশে প্রতিজ্ঞা পূরণ করাইয়া কূপ প্রদর্শনপূর্ব্বক জল চাহিলেন। রামানুজও কূপ হইতে অঞ্জলি দ্বারা জল উঠাইয়া তাঁহাদিগকে তিনবার বারিদানে পরিতৃপ্ত করিলেন। চতুর্থবারে কূপ হইতে জল লইয়া উঠিয়া আর তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন না। অধিকন্তু ভীষণ অরণ্যের পরিবর্ত্তে সন্নিকটে লোকালয় ও পথ দেখিতে পাইলেন। পথিকগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলেন যে, তাঁহার অভীষ্ট সত্যব্রতক্ষেত্রে তিনি উপস্থিত হইয়াছেন। সত্বরেই মাতৃ-চরণারবিন্দ দর্শন করত আমূল বৃত্তান্ত তদীয় চরণান্তিকে জানাইলেন। বুদ্ধিমতী জননী দেবী তাঁহাকে কাঞ্চীপুর-নিবাসী পরম ভক্ত শূদ্র শবর-জাতীয় 'কাঞ্চীপূর্ণে'র নিকট সবিশেষ বর্ণনপূর্ব্বক পরামর্শ গ্রহণের অনুজ্ঞা করিলেন। মাতৃ-আজ্ঞাক্রমে কাঞ্চীপূর্ণকে আত্মবৃত্তান্ত জ্ঞাপন করায় তিনি নাগা-চল-নিবাস হস্তিগিরিনায়ক 'বরদ-রাজ'কে প্রত্যহ ঐ কূপ হইতে বারিদানের পরামর্শ দিলেন। রামানুজ কাঞ্চীপূর্ণের উপদেশ মত করিশৈল-নাথের তোয়দান সেবায় ব্যাপৃত রহিলেন।

বিন্ধ্যগিরি অতিক্রম করত শিষ্যগণ-সহ যাদব প্রয়াগে মাসাবধি গঙ্গাস্নান করিলেন। ইত্যবসরে স্নানকালে একটী জলগর্ভ স্থিত শিবলিঙ্গ গোবিন্দের হস্তে সংস্পৃষ্ট হইল। গোবিন্দ যাদবকে শিবলিঙ্গ দেখাইলেন ও প্রত্যাবৃত্ত সময়ে সঙ্গে আনিলেন। গৃহে আসিয়া স্বীয় গ্রামে শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া তদীয় সেবা করিতে লাগিলেন। যাদব কৌশলক্রমে পুনরায় রামানুজের সহিত প্রণয় করিতে সক্ষম হইলেন।

যামুনাচার্য্য এইকালে শ্রীরঙ্গনগরে বাস করিতেন। জীবিতোত্তরকালে তাঁহার আসনের উপযুক্ত শিষ্য সংগ্রহ করিবার মানসে যামুন-মুনি নানা স্থানে শিষ্যাদি প্রেরণ করিতেন। এই অন্বেষণ-ফলে তিনি রামানুজের গুণগ্রামে মোহিত হইয়া অপ্রকাশ্যভাবে স্বচক্ষে রামানুজকে দেখিবার জন্য কাঞ্চীপুরী আগমন করেন। যামুনের শিষ্য কাঞ্চিপূর্ণ তৎকালে শ্রীবরদ-রাজের সেবাধিকারী ছিলেন। গুর্ব্বাগমন শ্রবণ করিয়া যথাবিহিত সমাদর করত যামানাচার্য্যকে শ্রীভগবন্মন্দির পর্য্যন্ত লইয়া আসিলেন। তথা হইতে ফিরিয়া যাইবার সময়ে পথে যামুনার্য্য যাদবকে

যাইতে দেখিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ রামানুজ ও যাদবকে দেখাইয়া দিলেন। রামানুজকে দেখিয়া যামুনের হৃদয় করুণার্দ্র হইল। তিনি বরদ-রাজের নিকট রামানুজের কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা করিলেন। সে-যাত্রায় যামুনাচার্য্য রামানুজকে প্রকাশ্যরূপে কৃপা করিতে বিরত হইলেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই যামুন-মুনি কাঞ্চীপুরী হইতে শ্রীরঙ্গে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। শ্রীরঙ্গম্-মন্দির বর্ত্তমান ত্রিচিনপল্লী জেলায় কোলিরণ নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। কোলিরণ নদী স্থান-বিশেষে 'কাবেরী' বলিয়া পরিচিত। কাঞ্চীপুরী হইতে শ্রীরঙ্গ-নগর প্রায় বিংশতি যোজন দক্ষিণে। তথায় উপস্থিত হইয়া স্বীয় শিষ্য পূর্ণাচার্য্যকে কাঞ্চীপুরী যাত্রা করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। পূর্ণাচার্য্য গুরুর নির্দ্দেশমত কাঞ্চীতে উপনীত হইয়া বরদরাজ-সমীপে আচার্য্য যামুন-বিরচিত হৃদয়াকর্ষক স্তোত্ররত্ন সুললিত-স্বরে পাঠ করিতে ব্রতী হইলেন। শ্রীরামানুজ সেই অপূর্ব্ব স্তোত্র পাঠ শ্রবণ করিয়া শ্রীযামুনের সদ্‌গুণের পক্ষপাতী হইলেন। তিনি শ্রীযামুনের সমস্ত বৃত্তান্ত পূর্ব্বাপর শ্রবণ করিয়া যামুনাচার্য্যের দর্শন-মানসে মহাপূর্ণের সহিত যাইবার অভিলাষ করিলেন।

অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি শ্রীরঙ্গনাথ মনে মনে বিচার করিলেন যে, শ্রীযামুনাচার্য্য ও শ্রীরামানুজের একত্র সমাবেশ হইলে লীলা-বিভূতির ক্ষতি হইবে। অতএব ইহাদের একত্র প্রকট হওয়া ভগবদভিপ্রায়ের অনুকূল হইল না। শ্রীরঙ্গনাথ স্বীয় অর্চ্চকের দ্বারা শ্রীযামুনাচার্য্যকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলিলেন,—হে যতিশ্রেষ্ঠ! তোমাকে আমি অদ্য পরম-পদ প্রদান করিতেছি, তুমি অদ্যই ভূ-প্রকট-লীলা সমাপনপূর্ব্বক শুভ প্রয়াণ কর।

পূর্ণাচার্য্যের সহিত রামানুজ এইকালে কাবেরীর তীরে পৌঁছিলেন। তথায় বহু ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের সমাগম হইয়াছে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে। যাঁহার চরণ দর্শন-লোলুপ হইয়া এই পথশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারই প্রকট-লীলার অবসান হইয়াছে। এই হৃদয় বিদারক শোক কোন-প্রকারে সংযত করিয়া পূর্ণাচার্য্য রামানুজকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন,—মহাপ্রাণ রামানুজ! ব্রাহ্মণগণ গুরুদেবের পবিত্র কলেবরের কৃত্য সম্পাদন করিতেছে, আমাদের তৎপূর্ব্বেই তথায় যাওয়া আবশ্যক। এইরূপ কথিত হইলে, তাঁহারা উভয়েই শ্রীযামুন-কলেবরের সমীপে গমন

করিলে শ্রীরামানুজ বিলাপ করিতে করিতে বলিলেন,—আমার ন্যায় সঙ্কীর্ণ-ভাগ্য-ব্যক্তির পক্ষে মহানুভব ব্যক্তির দর্শন দুর্ঘট। এজন্যই শ্রীযামুন-মুনি পুর্ব্বেই লৌকিক বপু ত্যাগ করিয়াছেন। হে যামুনের কৃপাপাত্র মহোদয়গণ! আচার্য্যের অঙ্গুলীত্রয় জন্মাবধি এই প্রকার আকুঞ্চিত অথবা এইক্ষণেই এইরূপ কুঞ্চিত হইয়াছে?—এসম্বন্ধে আপনারা অবশ্যই বলিতে পারেন। শ্রীবৈষ্ণবগণ শ্রীরামানুজের প্রশ্ন শুনিয়া বলিলেন,—সম্প্রতি আমরা আচার্য্যের কুঞ্চিতাঙ্গুলি দেখিতেছি। ইতিপূর্ব্বে কখনও এরূপ দেখি নাই। আমাদের বিশ্বাস, মহাশয় নিশ্চয়ই এই অঙ্গুলি সঙ্কোচের কারণ অবগত হইয়াছেন।

তদুত্তরে রামানুজ সর্ব্ব-সমক্ষে প্রকাশ্যভাবে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিলেন,—(ক) আমি বৈষ্ণব-মতে অবস্থিত হইয়া অজ্ঞান-মোহিত জীবদিগকে পঞ্চ-সংস্কার-সম্পন্ন করাইব, দ্রাবিড়-আম্নায়-পারদর্শী করাইব ও সর্ব্বদা প্রপত্তি-ধর্ম্ম-নিরত করাইব। এইরূপ বলিবার পর শ্রীযামুনাচার্য্যের কুঞ্চিত অঙ্গুলীত্রয়ের একটী সরল হইল। ধর্ম্মবীর রামানুজ দ্বিতীয়বার বলিলেন,—(খ) জগজ্জীবের কল্যাণের জন্য আমি অখিল কল্যাণদ নিখিল অর্থ ও পরমতত্ত্ব সংগ্রহপূর্ব্বক বেদান্ত-সূত্রের শ্রীভাষ্য-নামক সন্দর্ভ রচনা করিব। এই বাক্যে যামুনের দ্বিতীয় অঙ্গুলী প্রসারিত হইল। রামানুজ তৃতীয়বারে বলিলেন,—(গ) কৃপানিধি পরাশর-ঋষি জীব ও ঈশ্বরাদি লোকদিগের প্রতি করুণা করত তাহাদিগের স্বভাব উপায় প্রভৃতি প্রকাশপূর্ব্বক পুরাণ-রত্ন রচনা করিয়াছেন, আমি তাহার অভিধান নির্ম্মাণ করিব। এই কথা উচ্চারিত হইলে যামুনের অবশিষ্ট অঙ্গুলী ঋজুতা লাভ করিল। দর্শকবৃন্দ রামানুজের এই অলৌকিকী শক্তি সন্দর্শনে পরম বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। রামানুজ তত্রস্থ বৈষ্ণবগণের নিকট হইতে স্বদেশ প্রতিগমনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিলেন। বাদানুবাদের পর তিনি শ্রীরঙ্গক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া কাবেরী পার হইলেন। যথাকালে কাঞ্চীপুরীতে ফিরিয়া আসিয়া কাঞ্চী-পূর্ণকে যামুনের প্রয়াণ বর্ণন করিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ যথাবিধি স্বীয় গুরুর উদ্দেশে মহোৎসবাদি সম্পন্ন করিলেন।

রামানুজের সহিত কাঞ্চীপূর্ণের ক্রমশঃ প্রীতি বৃদ্ধি হইতে লাগিল। রামানুজ কাঞ্চীপূর্ণকে বৈষ্ণব-জ্ঞানে স্বীয় আচার্য্যের ন্যায় ব্যবহার করিলেন। কমলাপতির পুত্র শ্রীকাঞ্চীপূর্ণ শূদ্রকুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, এজন্য

শ্রীরামানুজকে তিনিও যথেষ্ট সমাদর করিতেন। কাঞ্চীপূর্ণের উচ্ছিষ্ট প্রাপ্তির উদ্দেশে রামানুজ তাঁহাকে স্বীয় আবাসে আহ্বান করত নিজ মনোভাব অব্যক্ত রাখিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ রামানুজের কৌশল জানিতে পারিয়া তাহা বিফল করিবার জন্য প্রতিকৌশল সৃজন করিলেন। রামানুজ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিলে, তিনি উহাতে সম্মত হইলেন বটে, কিন্তু মধ্যাহ্নে যথাকালে উপস্থিত হইতে বিলম্ব করিলেন। সময় অতিবাহিত হইতেছে দেখিয়া রামানুজ কাঞ্চীপূর্ণকে সঙ্গে করিয়া আনিবার জন্য বাটী হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। কাঞ্চীপূর্ণও সুযোগ বুঝিয়া রামানুজের গৃহে গিয়া তদীয় পত্নির নিকট আত্ম-পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন -মাতঃ! আমার অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছে, আপনি যত শীঘ্র পারেন আমাকে কিঞ্চিৎ আহার্য্য প্রদান করত আমার ক্ষুন্নিবারণ করুন। শ্রীরামানুজের জন্য প্রতীক্ষা করিবার বিলম্ব সহ্য হইবে না। রামানুজ-পত্নী তদীয় প্রভুর মনোগত ভাব ও উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া, কাঞ্চীপূর্ণের প্রার্থনা-মত তাঁহাকে যথা-বিধানে সন্তর্পিত করিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ অতিশীঘ্র ভোজন সমাপনপূর্ব্বক, উচ্ছিষ্ট-পত্র অতিদূরে নিক্ষেপ করত ভগবন্মন্দিরে প্রত্যাগত হইলেন। রামানুজ-পত্নীও অবশিষ্ট ভোজ্যদ্রব্য দাস-দাসীদিগকে প্রদান করিয়া গৃহাদি সম্যক্ ধৌত করাইয়া পুনর্ব্বার স্নান করত পুনরায় রন্ধনের আয়োজন করিতে প্রবৃত্তা হইলেন। রামানুজ গৃহে ফিরিয়া আসিয়া পত্নীকে পুনঃ স্নাত দর্শন করত স্নানের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে তদীয় পত্নী কাঞ্চীপূর্ণের আগমনাদি সমুদয় বৃত্তান্তই পতির সমক্ষে নিবেদন করিলেন। আরও বলিলেন যে,—কাঞ্চীপূর্ণ শূদ্র, তাহার উচ্ছিষ্ট ও তদুদ্দেশ্যে ভোজ্যদ্রব্য-সকল রাখিবার কোন প্রয়োজন না থাকায়, তৎক্ষণাৎ উহা পরিষ্কার করাইয়াছি। আপনি এতাবৎ অভুক্ত আছেন, বিচার করিয়া অবিলম্বেই সমুদয় নিষ্পন্ন করিয়া পুনরায় পাক করিতে আরম্ভ করিয়াছি। পত্নীর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে বিফল-মনোরথ হইয়া আহারাদি সমাপন করত কাঞ্চীপূর্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—প্রভো, অদ্যই আপনি আমাকে কৃপা করিয়া পঞ্চ-সংস্কার সম্পন্ন করুন্! এই সংসারে আপনি ব্যতীত অপর কেহ আমার রক্ষাকর্ত্তা নাই আমি আপনার একান্ত দাস, আমাকে কৃপা করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। রামানুজের করুণোক্তি শ্রবণ করিয়া কাঞ্চিপূর্ণ কহিলেন,—আপনি মহাত্মা,

ব্রাহ্মণ-বংশে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন। আমি শূদ্র, কি-প্রকারে আমার দ্বারা এই প্রকার লোক-বিগর্হিত ক্রিয়া হইতে পারে? কাঞ্চীপূর্ণের দ্বারা এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া তাঁহার নিকট উপযুক্ত গুরুলাভের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ বরদরাজের নিকট প্রার্থনা জানাইয়া তাঁহাকে ভগবদাজ্ঞা জ্ঞাপন করিবেন—প্রতিশ্রুত হইলেন। নিদ্রাকালে কাঞ্চপূর্ণ শ্রীবরদরাজের সাক্ষাৎ লাভ করিলেন এবং শ্রীরামানুজের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, পূর্ণাচার্য্যই রামানুজের আচার্য্যের পরম যোগ্যপাত্র। কাঞ্চীপূর্ণ রামানুজকে স্বপ্ন-ঘটিত ভগবদাজ্ঞা জানাইলেন। কিয়দ্দিনের মধ্যে রামানুজ মহাপূর্ণের সম্মিলন-মানসে দ্বিতীয়বার শ্রীরঙ্গ নগরোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। (ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদ

বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-মালা

[নবপ্রমেয়-সিদ্ধান্ত]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৬শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩০৪ পৃষ্ঠার পর)

পঞ্চম অধ্যায়

ভেদ—সত্য

প্রশ্ন। জীব ও ভগবান্ উভয়েই যখন চৈতন্য-পদবাচ্য, তখন তাঁহাদের ভেদ কি কাল্পনিক?

উত্তর। না। ভগবান্—বিভুচৈতন্য এবং জীব—অণুচৈতন্য; তাঁহাদের পরস্পর ভেদ কাল্পনিক নয়, কিন্তু বাস্তবিক। ভগবান্—স্বীয় মায়াশক্তির ঈশ্বর এবং জীব মায়ার অধীন।

প্র। ভেদ কত প্রকার?

উ। দুই প্রকার—ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক।

প্র। ব্যবহারিক ভেদ কি প্রকার?

উ। ঘট হইতে পটের ব্যবহারিক ভেদ আছে, কিন্তু উভয়ের কারণ যে মৃত্তিকা, সে অবস্থায় উভয়ের ভেদ নাই, এই ভেদের নাম ব্যবহারিক ভেদ।

প্র। তাত্ত্বিক-ভেদ কি প্রকার ?

উ। একবস্তু অন্যবস্তু হইতে কার্য্য ও কারণ, উভয় অবস্থায় যখন ভেদ স্বীকার করে, তখন তাহাকে 'তাত্ত্বিক' ভেদ বলে।

প্র। জীব ও ভগবানের যে ভেদ তাহা 'ব্যবহারিক', না 'তাত্ত্বিক' ?

উ। তাত্ত্বিক।

প্র। কেন ?

উ। কোন অবস্থাতেই জীব ভগবান্ হইবে না।

প্র। তবে 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্যের কিরূপে অর্থ করা যায় ?

উ। শ্বেতকেতুকে উপদেশ করা হইল যে, 'তুমি জীব' জড় জাতীয় নহ, কিন্তু চৈতন্যজাতীয়। 'এইরূপ উপদেশ হইতে বুঝিতে হইবে না যে, তুমি বিভুচৈতন্য।'

প্র। তবে কি জীব ও ব্রহ্মের অভেদ-বাক্য ব্যবহার করা হইবে না ?

উ। জীবপক্ষ হইতে বিচার করিলে ভেদই নিত্য হয়। ব্রহ্মপক্ষ হইতে বিচার করিলে অভেদ নিত্য হয়। অতএব ভেদ ও অভেদ—একই কালে নিত্য ও সত্য।

প্র। এরূপ বিরুদ্ধ-সিদ্ধান্ত কেমনে মানা যায় ?

উ। ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা কিরূপে তত্ত্বসকলই সামঞ্জস্য লাভ করে। ক্ষুদ্রবুদ্ধি জীবের পক্ষে তাহা অসম্ভব বোধ হয়।

প্র। তবে অভেদবাদের তিরস্কার কি জন্য শুনিতে হয় ?

উ। অভেদবাদীরা কেবল অভেদকে নিত্য বলেন, ভেদকে অনিত্য বলেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য ভেদকে নিত্য বলিয়া সংস্থাপন করায় অচিন্ত্য-'ভেদাভেদ-মত'ই যথার্থ নিশ্চিত হইয়াছে। ভেদাভেদবাদীর দোষ নাই ; কেবল-ভেদবাদী বা কেবল-অভেদবাদীরা একমতের পক্ষপাত-দোষে দূষিত।

প্র। কেবল-অভেদবাদ কাহাদের মত ?

উ। নির্ব্বিশেষবাদীরাই কেবল-অভেদ স্বীকার করেন। সবিশেষবাদীরা কেবল-অভেদ স্বীকার করেন না।

প্র। সবিশেষবাদ কাহার মত ?

উ। সবিশেষবাদ—সকল বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মত।

প্র। বৈষ্ণবদিগের কয়টী সম্প্রদায় ?

উ। চারিটী সম্প্রদায়—দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত ও শুদ্ধাদ্বৈত।

প্র। ইহাঁদের মতে কি কি বিষয়ের ভেদ ?

উ। ইহাঁদের মতের বাস্তব ভেদ নাই ; ইহাঁরা সকলে সবিশেষবাদী। ইহাঁরা কেবল-অভেদবাদ মানেন না। ইহাঁরা সকলেই ভগবৎপরায়ণ এবং ভগবচ্ছক্তি স্বীকার করেন। দ্বৈতবাদী বলেন যে, কেবল-অদ্বৈতবাদ—নিতান্ত অন্ধমত ; তিনি দ্বৈতবাদের নিত্যতা দেখাইয়াছেন। শ্রীমধ্বাচার্য্যের এই মত। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলেন যে, বিশেষ্য বস্তু—বিশেষণান্বিত, অতএব কেবলাদ্বৈত নহেন। দ্বৈতাদ্বৈত মতটি অত্যন্ত পরিস্কাররূপে কেবল-অদ্বৈতবাদকে তিরস্কার করেন। শুদ্ধাদ্বৈতমতও কেবল-অদ্বৈতকে তিরস্কার-পূর্ব্বক শুদ্ধরূপ বিশেষণদ্বারা নিজের প্রতিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। ভালরূপে বুঝিয়া দেখিলে উক্ত চারি মতে কোন ভেদ নাই।

প্র। তবে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু কেবল মাধ্বমতকে কেন অঙ্গীকার করিলেন ?

উ। মাধ্বমতের বিশেষ গুণ এই যে, কেবল-অদ্বৈতবাদরূপ ভ্রমকে অধিক স্পষ্টরূপে খণ্ডন করে। ঐ মতে অবস্থান করিলে অভেদবাদরূপ পীড়া অনেক দূরে থাকে। দুর্ব্বল মানবের নিশ্চয় মঙ্গলের জন্য শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ঐ মতকে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা অন্য তিন মতের কোন-প্রকার লঘুতা মনে করিতে হইবে না। সবিশেষবাদ যে-মতে, যে-কোন প্রকারে থাকুক, অবশ্যই জীবের নিত্যমঙ্গল বিধান করিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জীব—শ্রীহরিদাস

প্র। জীবের নিত্যধর্ম্ম কি ?

উ। কৃষ্ণদাস্যই জীবের নিত্যধর্ম্ম।

প্র। জীবের বৈধর্ম্ম্য কি ?

উ। অভেদবাদ স্বীকারপূর্ব্বক স্বীয় নির্ব্বাণ অনুসন্ধান অথবা জড়গত সুখ বা সামর্থ্য অন্বেষণ করাই জীবের বৈধর্ম্ম্য।

প্র। সে' সমস্ত কার্য্যকে কেন বৈধর্ম্ম বলি ?

উ। জীব—চিন্ময়; চিন্ময় বস্তুমাত্রেরই ধর্ম্ম - আনন্দ বা প্রীতি। নির্ব্বিশেষবাদ আনন্দ নাই। কেবল চরম বিনাশই একমাত্র প্রয়োজন। জড়ীয় বিশেষ-বাদে জীবের চিদ্ধর্ম্মের বিশেষ হানি। নির্ব্বিশেষ-বাদ বা জড়বাদ উভয়ই জীবের বৈধর্ম্ম্য।

প্র। জড়গত সুখ কাহারা অন্বেষণ করেন ?

উ। কর্ম্মজড় পুরুষগণই কর্ম্মমার্গের স্বর্গাদি জড়সুখ অন্বেষণ করেন।

প্র। জড়গত সামর্থ্য কাহারা অন্বেষণ করেন ?

উ। অষ্টাঙ্গ-যোগীদিগের মধ্যে যাহারা সিদ্ধ, তাহারা এবং ষড়ঙ্গ-যোগিগণ বিভূতিফলে জড় সামর্থ্যই অন্বেষণ করেন।

প্র। জড়জগতের সুখ বা নির্ব্বাণ তিরস্কৃত হইলে জীবের আর কি রহিল ?

উ। জীবের নিজসুখ রহিল। প্রাগুক্ত দুই প্রকার সুখই সোপাধিক নিজসুখানুভূতিই নিরুপাধিক।

প্র। নিজসুখানুভূতি কি ?

উ। জড়সম্বন্ধরহিত জীবের যে শুদ্ধচৈতন্যগত কৃষ্ণানুশীলন-সুখ, তাহাই নিজসুখ।

প্র। সকল জীব কি এক প্রকার, না তাহাদের তারতম্য আছে ?

উ। তারতম্য আছে।

প্র। কত প্রকার তারতম্য আছে ?

উ। দুইপ্রকার তারতম্য—স্বরূপগত ও উপাধিগত তারতম্য।

প্র। জীবের উপাধি কি ?

উ। কৃষ্ণবৈমুখ্যবশতঃ মায়াসমূহই জীবের উপাধি।

প্র। সকল জীবই কেন নিরুপাধিক না থাকিল ?

উ। যাঁহারা দাস্য ব্যতীত আর কিছুই অঙ্গীকার করিলেন না, তাঁহারা স্বীয় স্বরূপগত নিরুপাধিকত্ব পরিত্যাগ করেন নাই ; তাঁহাদের কৃষ্ণসাম্মুখ্য নিত্য। যাঁহারা ভোগকে স্বার্থ মনে করিয়া কৃষ্ণবিমুখতা স্বীকার করিলেন, তাঁহারা মায়ানির্ম্মিত এই কারাগাররূপ বিশ্বে আবিদ্ধ হইলেন।

প্র। কৃষ্ণ যদি এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি হইতে জীবকে রক্ষা করিতেন, তাহা হইলে ভাল হইত ; কেন তাহা না করিলেন ?

উ। এবিষয়ে জীবের যদি স্বতন্ত্রতা না থাকিত, তাহা হইলে জীবের স্বরূপটী জড়সাম্য লাভ করিত ; তাহাতে চিদ্বস্তুর যে স্বতন্ত্রানন্দ, তাহা লাভ হইত না।

প্র। জীবের স্বরূপ কি ?

উ। জীব চিদ্বস্তু ; আনন্দই তাহার ধর্ম্ম।

প্র। স্বরূপগত তারতম্য কত প্রকার ?

উ। পঞ্চপ্রকার। চিজ্জগতে যে পাঁচটী নিত্যরস আছে, সেই সেই রসে অবস্থিত হইয়া জীবের স্বরূপগত তারতম্য।

প্র। পাঁচ প্রকার রস কি কি ?

উ। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার।

প্র। ঐ পাঁচটী শব্দের অর্থ বলুন।

উ। (১) সম্বন্ধহীন কৃষ্ণানুরক্তির নাম—শান্তরতি ; (২) সম্বন্ধযুক্ত কিন্তু সম্ভ্রমপূর্ণ কৃষ্ণানুরক্তির নাম—দাস্যরতি ; (৩) সম্বন্ধযুক্ত, সম্ভ্রমহীন, অথচ বিশ্রম্ভযুক্ত কৃষ্ণানুরতির নাম—সখ্যরতি ; (৪) সম্বন্ধযুক্ত, স্নেহপূর্ণ কৃষ্ণানুরক্তির নাম—বাৎসল্যরতি এবং (৫) সৌন্দর্য্যযুক্ত রাগাবস্থা-প্রাপ্ত রতির নাম—শৃঙ্গার-রতি।

প্র। রতি ও রসে ভেদ কি ?

উ। বিভাব, অনুভব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী-যোগে রতি পুষ্টা হইলে নিত্যসিদ্ধ রসের উদয় হয়। রস—পরমানন্দস্বরূপ।

প্র। উপাধিগত তারতম্য কত প্রকার ?

উ। তিন প্রকার ; যথা—(১) আচ্ছাদিত চেতন জীব, যেমন বৃক্ষাদি ; (২) সঙ্কোচিত-চেতন জীব, যেমন পশু-পক্ষী ; (৩) মুকুলিত-চেতন জীব, যেমন ভক্তিশূন্য নর।

প্র। মুক্ত ও বদ্ধবিচারে জীব কত প্রকার ?

উ। তিন প্রকার ; যথা—(১) নিত্যমুক্ত অর্থাৎ জড়াতীত ; (২) বদ্ধ-মুক্ত অর্থাৎ জড়ে আছে, কিন্তু আবদ্ধ নয় ; (৩) নিত্যবদ্ধ জড়ে আবদ্ধ।

প্র। ইহার মধ্যে কাহারা নিত্যবদ্ধ ?

উ। আচ্ছাদিত-চেতন, সঙ্কোচিত চেতন ও মুকুলিত-চেতন—এই তিন প্রকার জীব নিত্যবদ্ধ।

প্র। বদ্ধমুক্ত জীব কত প্রকার ?

উ। দুই প্রকার (১) বিকচিত-চেতন অর্থাৎ সাধনভক্ত ; (২) পূর্ণ-বিকচিত চেতন অর্থাৎ ভাবভক্ত।

প্র। নিত্যবদ্ধ ও বদ্ধমুক্ত জীবসকল কোথায় থাকে ?

উ। এই মায়িক বিশ্বে।

প্র। নিত্যমুক্ত জীব কোথায় থাকে ?

উ। চিজ্জগতে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে।

প্র। মুকুলিতচেতন জীবের তারতম্য কত প্রকার ?

উ। অনেক প্রকার ; তত্ত্বলাঘব-প্রক্রিয়াদ্বারা তাহাদিগকে ছয় প্রকারে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—

(১) অসভ্য মূর্খ নর, যেমন—পুলিন্দ, শবরাদি।

(২) সভ্যতা, জড়বিজ্ঞান ও শিল্প-বিজ্ঞানাদি সম্পন্ন নর—যাহার নীতি ও ঈশ্বর-বিশ্বাস নাই, যেমন—ম্লেচ্ছাদি।

(৩) নিরীশ্বর অথচ সুন্দর-নীতিপরায়ণ নর, যেমন—বৌদ্ধাদি।

(৪) কল্পিত-ঈশ্বরবাদ-যুক্ত নীতি-পরায়ণ ; যেমন—কর্ম্মবাদিগণ।

(৫) বাস্তব ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়াও যে-নর ভক্তি স্বীকার করে নাই।

(৬) নির্ব্বিশেষবাদ-পরায়ণ নর ; ইহাকে জ্ঞানকাণ্ডী বলে।

প্র। ইহাদের তারতম্য কি প্রকার ?

উ। আচ্ছাদিত-চেতন হইতে মুকুলিত-চেতন পর্য্যন্ত ভক্তিতত্ত্বের উপযোগিতার তারতম্যানুসারে ঐ সকল জীবের তারতম্য বিচারিত হয়। বিকচিত-চেতন ও পূর্ণবিকচিত-চেতনের যে তারতম্য, তাহা স্পষ্ট।

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

—সারকথা—

যে আমার দাসের সকৃৎ নিন্দা করে।
মোর নাম কল্পতরু সংহারে তাহারে ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত, সব মোর দাস।
এতেকে যে পরহিংসে সেই যায় নাশ ॥
সন্ন্যাসীও যদি অনিন্দকে নিন্দা করে।
অধঃপাতে যায়, সর্ব্বধর্ম্ম ঘুচে তারে ॥
বাহু তুলি' জগতেরে বলে গৌরধাম।
অনিন্দক হই সবে বল কৃষ্ণনাম ॥
অনিন্দক ইহ' যে সকৃৎ কৃষ্ণ বলে।
সত্য সত্য মুই তারে উদ্ধারিব হেলে ॥

গীতার বাণী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৬শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩০৯ পৃষ্ঠার পর)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। শরীর ও মনের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণরূপে আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই স্থিত-প্রজ্ঞ। অতএব সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ, শোক-মোহ, কামনাদি শারিরীক ও মানসিক ধর্ম্ম ত্যাগ করিলে স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া যায়। স্থিতপ্রজ্ঞের ইন্দ্রিয়-ক্রিয়াসকল স্বেচ্ছাধীন। ভোগীর ইন্দ্রিয়-সকল বিষয়ে আকৃষ্ট হয়, কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি প্রয়োজন-মত ইন্দ্রিয় পরিচালনা করেন। কোন বিষয়ই তাঁহার ইন্দ্রিয়কে আকৃষ্ট করিতে পারে না। এ-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত মহাভাগবতের লক্ষণ-বিষয়ক—

ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠস্মৃতিরজিতাত্ম-সুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাৎ লবনিমিষার্দ্ধমপি যঃ স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ॥

শ্লোকটী আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, মহাভাগবত বৈষ্ণবগণই বাস্তবিক স্থিতপ্রজ্ঞ। কারণ ইন্দ্রিয়গণকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিলে স্বভাবতই স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়া উঠে। নচেৎ বলপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়গণকে দমন করিবার চেষ্টাদ্বারা স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া যায় না। তাহা পরবর্ত্তী শ্লোকে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে। অর্থাৎ রোগী ব্যক্তি বিষয়-ভোগে অসমর্থ হওয়ায় বিষয়-নিবৃত্ত থাকে, কিন্তু তাহার অভিলাষ নাশ হয় না। রোগ নিবৃত্তি হইলে ভোগ করিব, এই বাসনা হৃদয়ে প্রবল থাকে, কিন্তু পরমাত্ম-বস্তুর সন্দর্শন লাভে উহা নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং বৈষ্ণবগণের ইন্দ্রিয়-সকল কৃষ্ণপ্রীতির জন্য চেষ্টাবিশিষ্ট হওয়ায় নিজসুখ-কামনা স্বতঃই নষ্ট হইয়া যায়। আত্মদর্শন ব্যতীত বিষয়-রাগ নিবৃত্ত হয় না। কেহ ইন্দ্রিয়-সংযমে যত্নবান্ হইলেও মনকে দমন করিতে না পারায় মন ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়ে আকর্ষণ করে। কিন্তু ভগবন্নাম-রূপ-গুণাদি-কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনে নিযুক্ত চিত্ত সহজেই অন্যাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎ-পাদপদ্মসেবা-সুখের অনুভব করাইয়া বিষয়-পিপাসা বর্জ্জন করায়।

বিষয়ের ধ্যান করিতে করিতে চিত্ত তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া 'কাম' জন্মায়। কামের অতৃপ্তি বা প্রতিরোধদ্বারা ক্রোধ উৎপন্ন হয়। ক্রোধের উদয়ে কার্য্যাকার্য্য-বিবেকাভস্বরূপ বিভ্রম উপস্থিত হয়। তদ্দ্বারা বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে সর্ব্বতোভাবে বিনাশ অর্থাৎ সংসারে নিমগ্ন করে। সে-জন্য যোগীপুরুষ ইন্দ্রিয়জ সুখকামনা করেন না। তাঁহাদের ইন্দ্রিয়সকল ভগ্নদন্ত ভুজঙ্গের ন্যায় শক্তিশূন্য অনিষ্ট-সাধনে

অক্ষম। বিষয়ে অনুরাগ ও বিদ্বেষ উভয়ই তাঁহাদের নাই; অর্থাৎ অনুরাগ—ভোগস্পৃহা, ও বিদ্বেষ—ত্যাগচেষ্টা; এই দুইটী কর্ম্ম ও জ্ঞানের কার্য্য; ভগবদ্‌ভক্তগণ কর্ম্ম ও জ্ঞানাদিকে প্রশ্রয় দেন না। তাঁহারা একমাত্র ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত থাকেন বলিয়া বিষয়ে ভোগ-চেষ্টা থাকে না, আর তদ্দ্বারা ভগবৎ-সেবা করা যায় বলিয়া উহা অনিষ্ট-জনক-বোধে জ্ঞানীর মত উহাকে ত্যাগ করেন না। সুতরাং রাগ-দ্বেষ-শূন্য হইয়া বিষয়কে ভগবৎ-সেবার জন্য গ্রহণ করিলেই আত্মার প্রসন্নতা সাধন সহজ হইয়া পড়ে। আত্মপ্রসাদে সকল দুঃখের অবসান হয় এবং বুদ্ধিবৃত্তি শীঘ্রই স্থির হইয়া থাকে। অতএব ভগবৎ-সেবার্থ বিষয়েন্দ্রিয়ের নিয়োগই **'যুক্ত'-অবস্থা**, তাহার বিপরীত আত্মসুখ-চেষ্টাই 'অযুক্ত' অবস্থা। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের নিকট এই উভয় অবস্থার কথা বর্ণন করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীরূপপ্রভু ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুতে বর্ণন করিয়াছেন—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥
অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥

জগতের সকল বস্তুর দ্বারাই হরিসেবা হইয়া থাকে। বস্তু সকলই নশ্বর, উহাতে আকৃষ্ট থাকিলে বিষয়-নিবৃত্ত হওয়া যাইবে না—এই বিচারে হরিসেবার বস্তুকে ত্যাগ করারূপ নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানীর চেষ্টাকে ফল্গুবৈরাগ্য বা **'অযুক্ত'-অবস্থা** বলা হইয়াছে। সুতরাং বিষয়ে আসক্তিশূন্য হইয়া শরীরধারণের উপযোগী বস্তুমাত্র অঙ্গীকার করিয়া সকল বস্তু ও নিজ ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতিকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করাই **'যুক্ত'-অবস্থা বা যুক্তবৈরাগ্য**। ইহাই ভগবৎ-ভক্তের স্বাভাবিক অবস্থা। অভক্তগণ কর্ম্মী বা জ্ঞানী বলিয়া তাঁহারা অযুক্ত। অযুক্ত ব্যক্তির আত্ম-ভাবনার অভাবে শান্তির অভাব।

'কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত ॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু সহজ ভাষায় এই সকলের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিয়াছেন। অন্তঃকরণ বশীভূত না হইলে আত্মচিন্তা হয় না। বিষয়ে আকৃষ্টচিত্ত আত্মধ্যানে অভিনিবিষ্ট হইতে পারে না বলিয়া শান্তির উদয় হয় না।

সুতরাং অশান্ত ব্যক্তি কখনই সুখানুভব করিতে পারে না। যে-সকল ব্যক্তির চিত্ত বিষয়ে ধাবিত হয়, তাহাদের 'প্রজ্ঞা' নাশ হইয়া যায়। অতএব ইন্দ্রিয়সকল অবশীভূত থাকিলে অশেষ অনর্থের সম্ভাবনা ঘটে। আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিই সর্ব্বকর্ম্ম-পরিত্যাগে অধিকারী এবং অজ্ঞ ব্যক্তিই বিষয়ে অভিনিবিষ্ট থাকে। জীব দুই প্রকার—জ্ঞানী ও অজ্ঞানী। অজ্ঞানীর যাহা নিশা, জ্ঞানীর তাহাই দিবা; অজ্ঞানীর যাহা দিবা, তাহাই জ্ঞানীর নিশা। আত্মপ্রবণা বুদ্ধিই অজ্ঞানীর নিশা তাহাতে তাহারা নিদ্রিত থাকে অর্থাৎ আত্মজ্ঞানচেষ্টা অজ্ঞানীর নাই। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তির উহা দিবা, তাহাতেই তাঁহারা জাগ্রত থাকেন। ভগবত্তত্ত্ব আলোচনায় তাঁহারা নিরন্তর নিযুক্ত থাকেন। কিন্তু বিষয়ী (অজ্ঞানী) উহাতে অন্যমনস্ক বলিয়া উহা তাহাদের নিশা-সদৃশ। অতএব বিষয়প্রবণ বুদ্ধিবিশিষ্ট অজ্ঞানী ব্যক্তিগণ বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া নিরন্তর বিষয়-সেবা-চেষ্টাতে নিযুক্ত থাকিয়া শোকমোহাদি-জনিত সুখ-দুঃখাদি অনুভব করিতে করিতে ক্রমশঃ অধোগতি লাভ করে; আর আত্ম-প্রবণ ব্যক্তিগণ আত্মজ্ঞানের অনুশীলন করিতে করিতে বিষয়-সম্বন্ধ গন্ধশূন্য হইয়া পরম বিষয় প্রাপ্ত হইয়া নিত্যসুখের অধিকারী হন।

অতএব, যেরূপ সমুদ্রে অসংখ্য নদ-নদীর জল প্রবেশ করিলেও তাহাতে সমুদ্রের বিক্ষোভ হয় না, তদ্রূপ আত্মানুশীলনরত ব্যক্তির চিত্তবৃত্তি নিরন্তর ভগবদ্ধ্যানে নিমগ্ন থাকায় জাগতিক বিষয়সকল তাঁহার নিকট আসিলেও তিনি ঐ গুলিতে চিত্ত সন্নিবেশ করেন না; সুতরাং তাঁহার চিত্তক্ষোভ জন্মাইতে পারে-না। হৃদয় হইতে বিষয়-বাসনা সম্পূর্ণরূপে উন্মূলিত হওয়ায় তিনিই প্রকৃত শান্তি প্রাপ্ত হন। চিত্তের এই অবস্থাই **ব্রাহ্মীস্থিতি-অবস্থা**। কামনার যাবতীয় পদার্থকে হৃদয় হইতে যিনি সম্পূর্ণরূপে দূরে রাখিতে পারেন, তিনিই ব্রহ্মে অবস্থান করিতে পারেন। নিরন্তর ভগবৎকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে ও ভগবৎ-সেবায় দেহেন্দ্রিয়-মনকে নিযুক্ত রাখিলেই বিষয়াভিলাষ বর্জ্জন সহজ হয় এবং তাহাই প্রকৃত ব্রাহ্মীস্থিতি। তাদৃশ সিদ্ধিতে অবস্থিত ব্যক্তির জ্ঞান কখনই অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন হয় না। সুতরাং তাঁহাকে মোহকূপে পতিত করিতে পারে না।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীগুরুসেবা

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৩৬শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩১৬ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীমদ্ভাগবতে নিমি-নবযোগেন্দ্র-সংবাদে শ্রীগুরু-লক্ষণ সম্বন্ধে এইরূপ আছে,—

তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়ঃ উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥ (ভাঃ ১১।৩।২১)

অর্থাৎ "জীবের পরম মঙ্গল অর্থাৎ যাহা ঐহিক বা পারলৌকিক কর্ম্মার্জ্জিত ভোগের ন্যায় অনিত্য নহে, তাদৃশ শাশ্বত কল্যাণ জানিবার ইচ্ছুক হইয়া শব্দব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম-বিষয়ে অভিজ্ঞ, ক্রোধাদিশূন্য গুরুর শরণাগত হইবে।"

উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন,—

"অতঃ পূর্ব্বপ্রোক্তা ভক্তিরেব সংসার-তরণী সৈব বিব্রিয়তে শৃণ্বিত্যাহ,—তস্মাদিতি। শাব্দে ব্রহ্মণি বেদে বেদতাৎপর্য্য-জ্ঞাপকে শাস্ত্রান্তরে চ নিষ্ণাতং নিপুণম্। অন্যথা সংশয়চ্ছেদাভাবে বৈমনস্যে চ সতি কস্যচিৎ শ্রদ্ধাশৈথিল্যমপি সম্ভবেৎ। পরে ব্রহ্মণি চ নিষ্ণাতম্ অপরোক্ষানুভব-সমর্থম্, অন্যথা তৎকৃপা সম্যক্ ফলবতী ন স্যাৎ। পর-ব্রহ্মনিষ্ণাতত্বদ্যোতকমাহ,—উপশমাশ্রয়ং ক্রোধলোভাদ্যবশীভূতম্।"

গুরুদেব-শব্দে অর্থাৎ বেদে এবং বেদ তাৎপর্য্য-জ্ঞাপক শাস্ত্রান্তরে-নিপুণ হইবেন। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভক্তিমান্ গুরুর শাস্ত্রে নিপুণতা না থাকিলে কি হইবে না? ইহার উত্তরে টীকাকার বলিতেছেন,—

যদি গুরুদেব শাস্ত্রে নিপুণ না হন, তবে তিনি শিষ্যের সংশয় ছেদন করিতে পারিবেন না। সংশয় ছেদাভাবে বৈমনস্য-হেতু শিষ্যের শ্রদ্ধা শৈথিল্য হইবার সম্ভাবনা আছে। শ্রদ্ধার শৈথিল্য হইলেই শিষ্যের মঙ্গল আর হইল না। তাই যিনি গুরুর কার্য্য করিবেন, তিনি শাস্ত্রে নিপুণ হইবেন। গুরুদেব পরে—পরব্রহ্মে নিষ্ণাত অর্থাৎ শ্রদ্ধা-ভক্তির সর্ব্বতোভাবে অনুশীলনে ও অপরোক্ষানুভবে সমর্থ হইবেন অর্থাৎ শ্রীভগবানের কোন বিশিষ্ট রূপ-গুণ-লীলাদি সর্ব্বক্ষণ তাঁহার চিত্তে স্ফূর্ত্তি থাকিবে, অন্যথা তাঁহার কৃপাশীর্ব্বাদাদি সম্যক্ ফলবতী হইবে না। আর শ্রীগুরুদেব পরস্ত্রী-হরণ বা নিজ শিষ্য-গমন প্রভৃতি কামের দাস

হইবেন না এবং ক্রোধ-লোভাদির বশীভূত হইলে তিনি কখনও গুরু হইবার যোগ্য নহেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে গুরুর লক্ষণ সম্বন্ধে বিষ্ণুস্মৃতি-বচন উদ্ধার করিয়া এইরূপ বলিয়াছেন,—

কৃপাসিন্ধুঃ সুসংপূর্ণঃ সর্ব্বসত্ত্বোপকারকঃ।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বতঃ সিদ্ধঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ॥
সর্ব্বসংশয়সচ্ছেত্তাহনলসো গুরুরাহৃতঃ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১।৩৫)

"অপার কৃপাময়, সুসংপূর্ণ অর্থাৎ যিনি স্ব-স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত আছেন বলিয়া যাঁহার কোন অভাব নাই, সর্ব্বগুণ-বিশিষ্ট, সর্ব্বজীবের হিত-সাধনে রত নিষ্কাম, সর্ব্বপ্রকারে সিদ্ধ, সর্ব্ববিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা বা ভক্তিসিদ্ধান্তে সুনিপুণ এবং শিষ্যের সর্ব্বসংশয় ছেদনে সমর্থ ও অনলস অর্থাৎ সতত হরিসেবানিষ্ঠ পুরুষই 'গুরু' বলিয়া কথিত হন।" যিনি ভগবদ্ভক্তিমান্, তিনিই গুরু। তিনি কোন জাতির অন্তর্গত নহেন।

ষট্‌কর্ম্মনিপুণো বিপ্রো মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ।
অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্যাদ্বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ॥
—পাদ্মবচন-ধৃত, হঃ ভঃ বিঃ

যজন, যাজন, অধ্যয়ন, দান ও প্রতিগ্রহ—এই ষট্‌কর্ম্মনিপুণ এবং মন্ত্রতন্ত্রবিশারদ ব্রাহ্মণও অবৈষ্ণব হইলে গুরু হইতে পারেন না; কিন্তু চণ্ডালকুলে আবির্ভূত বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ বৈষ্ণবই গুরু হইবার যোগ্য।

যিনি আমাদের মত মহাবিষয়াবিষ্ট ব্যক্তিগণের চিত্তকে শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্ভক্তগণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-মাধুর্য্যে আকৃষ্ট করাইয়া তাঁহাদের সুখানুসন্ধান-স্মৃতি জাগাইয়া দিতে পারেন, তিনি গুরুপাদপদ্ম। যাঁহার আশ্রয়ে সর্ব্ববিষয়ে নিশ্চিন্ততা, নির্ভীকতা ও শান্তি লাভ করা যায়, তিনি শ্রীগুরুদেব। ইহা কল্পনার কথা নয়—প্রত্যক্ষ সত্যকথা। যাহারা বাস্তবিক সদ্‌গুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় করিবেন, তাহারা তৎক্ষণাৎ শান্তি অনুভব করিবেন এবং গুরু-আজ্ঞা পালন করিতে করিতে ক্রমশঃ শান্তি লাভ করিবেন।

নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য-দ্বারা গুরুকে চিনিতে পারা যায় না। শ্রীভগবানের কৃপায় ভাগ্যবান্ ব্যক্তিই সদ্‌গুরু-পাদাশ্রয়ের সৌভাগ্য লাভ করেন। কৃষ্ণ-কৃপায় একমাত্র নিদর্শন সদ্‌গুরু-লাভ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু-অন্তর্য্যামী-রূপে শিখায় আপনে॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৪৭)

ভগবানের কৃপায় শ্রীগুরুপাদপদ্ম লাভ হয় এবং শ্রীগুরুদেবের কৃপায় ভগবানকে পাওয়া যায়। শ্রীগুরুদেব আশ্রয়-ভগবান্—তিনি ভোক্তা নহেন। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময় গুরুঃ॥ (ভাঃ ১১।১৭।২৭)

শ্রীগুরুদেবকে মৎস্বরূপ জানিবে। গুরুকে সামান্য মনুষ্য-বুদ্ধিতে অসূয়া অর্থাৎ অনাদর করিবে না। গুরু সর্ব্বদেবময়; এখানে 'মাং' অর্থে শ্রীল প্রভুপাদ "মদীয় প্রেষ্ঠ" এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। শ্রীগুরুদেব শ্রীভগবানের পরম প্রিয়জন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী-ঠাকুর শ্রীগুরু-দেবের স্বরূপ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥" (গুর্ব্বাষ্টক—৭)

যদিও শ্রীগুরুদেব সর্ব্বশাস্ত্র- কর্ত্তৃক স্বয়ং শ্রীহরিরূপে বর্ণিত এবং সজ্জনগণ কর্ত্তৃক তদ্রূপেই বিচারিত হন, তথাপি তিনি স্বরূপতঃ শ্রীহরির প্রেষ্ঠরূপেই বিরাজিত। আমি সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মকে বন্দনা করি।

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভু বলিয়াছেন,—"গুরুবরং মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্বে স্মর" অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবকে মুকুন্দের প্রেষ্ঠ বলিয়া স্মরণ করিবে। ইহার ব্যাখ্যায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'মনঃশিক্ষায়' নিজকৃত ভজন-দর্পণ-ভাষ্যে এই কথা বলিয়াছেন—"মুকুন্দ-প্রেষ্ঠ অর্থাৎ সংসার মোচন-কর্ত্তার অতি প্রিয়পাত্র। আমাকে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ গুরুকে প্রেরণ করিয়াছেন—এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে। শ্রীমতী রাধিকার প্রিয়সখী বলিয়া শ্রীগুরুদেবকে জানিলে সর্ব্বত্র সুষ্ঠু হয়।"

কেবলমাত্র সেব্যের সুখের জন্য যাহা করা যায়, তাহাকেই সেবা বলা যায়। অন্যাভিলাষের সহিত যে-সেবা, তাহা সেবা-পদবাচ্য নহে। এমন কি নিজের কিছুমাত্র সুবিধা হউক' এরূপ আশায় সেবা, তাহাও প্রকৃত

সেবা নয়। কৃষ্ণপ্রীতি লাভাশায় প্রীতির সহিত যে-সেবা, তাহাই প্রকৃত সেবা। প্রকৃত শিষ্য হইতে না পারিলে গুরুদেবের সেবা করা যায় না শ্রীগুরুদেবের সঙ্গ-প্রভাবে যখন শিষ্যের দেবত্ব অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি প্রকাশিত হয়, তখনই শিষ্য সম্যগ্‌ভাবে সেবা করিতে পারেন। যাঁহার নিজসুখ বলিয়া কিছুই নাই—এমন যে শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহাকে কৃষ্ণসুখ-সম্পাদনে সর্ব্বতোভাবে আনুগত্যের সহিত সাহায্য করার নামই গুরুসেবা। শ্রীগুরুসেবা দুই প্রকার—(১) পরিচর্য্যারূপা, (২) প্রসঙ্গরূপা। শ্রীগুরুদেবের নিকট ভগবৎকথা-শ্রবণকে **প্রসঙ্গ-রূপা** সেবা বলে। আর পরিবার-অভিমানে তাঁহার শ্রীঅঙ্গের সেবাকে **পরিচর্য্যারূপা** সেবা বলে। প্রসঙ্গরূপা সেবা হইতে পরিচর্য্যারূপা সেবা অধিক ফলদায়ক। **প্রসঙ্গরূপা** সেবার ফল যথা,—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ (ভাঃ ৩।২৫।২৫)

সাধুসঙ্গে আমার মাহাত্ম্য-প্রকাশক হৃৎকর্ণ-রসায়ন কথাসকল আলোচিত হয়। সেই সেই কথা শ্রবণ করিতে করিতে অপবর্গপথ-স্বরূপ আমাতে (শ্রীভগবানে) প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি ও অবশেষে প্রেমভক্তি উদিত হয়।

পরিচর্য্যারূপা সেবার ফল যথা,—

যৎসেবয়া ভগবতঃ কূটস্থস্য মধুদ্বিষঃ।
রতিরাসো ভবেৎ তীব্রঃ পাদয়োর্ব্যসনার্দ্দনঃ॥
(ভাঃ ৩।৭।১৯)

উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীল জীব-গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—

"যেষাং যুষ্মাকং মহাভাগবতানাং সেবয়া পরিচর্য্যয়া কূটস্থস্য নিত্যস্য ভগবতঃ পাদয়ো রতিরাসং প্রেমোৎসবং ভবেৎ। তীব্র ইতি বিশেষণং প্রসঙ্গমাত্রাৎ পরিচর্য্যায়াং বিশিষ্টং ফলং দ্যোতয়তি। আনুষঙ্গিকং ফলমাহ—ব্যসনার্দ্দন ইতি; ব্যসনং সংসার। যত এব উক্তং (ভাঃ ১১।১৯।২১) "মদ্ভক্ত-পূজাভ্যধিকা ইতি; মম পূজাতোঽপ্যভি সর্ব্বতোভাবেনাধিকা অধিক মৎপ্রীতিকরীত্যর্থঃ।"

যাঁহাদের অর্থাৎ যে মহাভাগবতগণের "**সেবা**" অর্থাৎ পরিচর্য্যা-দ্বারা "কূটস্থ" অর্থাৎ নিত্যস্বরূপবিশিষ্ট ভগবানের পদযুগলে '**রতি-রাস**' অর্থাৎ প্রেমোৎসব হইয়া থাকে। "**ভাজ্ঞ**" এই বিশেষণ পদটী প্রসঙ্গমাত্র হইতে পরিচর্য্যার বিশিষ্ট ফল প্রকাশ করিতেছে। "**ব্যসনার্দ্দন**" পদে আনুসাঙ্গিক ফল বলিতেছেন। ব্যসন-শব্দের অর্থ সংসার। অতএব ব্যসনার্দ্দন পদে—সংসার বিনাশের কথা উক্ত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"আমার ভক্তের পূজা '**অভ্যধিকা**' হইয়া থাকে।" আমার পূজা অপেক্ষাও '**অভি**' অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে "**অধিকা**" অর্থাৎ অধিকরূপে মৎপ্রীতিকরী হইয়া থাকে।

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীগুরুসেবার মুখ্যফল হইল—শ্রীভগবানের চরণে প্রীতি এবং আনুসাঙ্গিকভাবে সংসার-বিনাশ। এ সম্বন্ধে আরও আলোচনা করিতে ইচ্ছা রহিল।

শান্তির প্রয়াস

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৬শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৮৫ পৃষ্ঠার পর)

যাঁটি নিত্যশান্তি সুদুর্ল্লভা বলিয়া সুলভা মেকী-শান্তি গ্রহণ করিব, এরূপ সঙ্কীর্ণবুদ্ধি কখনই প্রশংসনীয়া নহে। সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়, যিনি কোন দুর্ল্লভ বস্তুর প্রাপক হইতে পারেন, তিনিই জগতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রতিষ্ঠা ও সুখশান্তি লাভ করিয়া থাকেন। সাধারণ বস্তুর প্রাপক কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণের বিষয় হন না বা নিজেও প্রচুর আনন্দিত হইতে পারেন না।

শান্তি চায় না কে? মানবেতর পশুগুলির গাত্রে কুণ্ডয়ন করিয়া দিলে ঐ পশুও উহাতে শান্তি পায়। মানুষ কুণ্ডরসা-রোগে পীড়িত হইলে আপাত কুণ্ডয়ন সুখকে শান্তি মনে করে, রোগী বিষম ব্যাধির মধ্যেও একটুকু কেঁকাইয়া শান্তিবোধ করে, আবার বৌদ্ধগণ পরি-নির্ব্বাণকে 'শান্তি' মনে করেন, সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণার ভয়াবহ জীবন আত্মহত্যার দ্বারা অবসানপূর্ব্বক শান্তি-পিপাসু ব্যক্তির ন্যায় প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধগণ ত্রিপুটী বিনাশরূপ আত্মহত্যাকেই শান্তি মনে করেন। কিন্তু

এইসকল শান্তির প্রস্তাব বা কল্পিত-শান্তি কখনই শাশ্বতী শান্তি প্রদান করিতে পারে না। এসকল শান্তির প্রস্তাব ছলনাময়, কুহকময়, পরিণামে অশান্তিময়।

বড়ই পরিতাপের বিষয়, এইরূপ হিংসাময়ী ছলনাময়ী শান্তির আপাত উত্তেজনা যিনি এই বঞ্চনাকামী জগতে প্রদান করিতে না পারিবেন, অন্যাভিলাষের এইরূপ মনোহারী দোকান যিনি সাজাইয়া রাখিতে না পারিবেন, তাঁহার কথা, তাঁহার দোকান এই জগতের হাটে বেশীদিন চলিবে না। তাঁহাকে অদ্বৈতপ্রভুর ন্যায় 'হাটে না বিকায় চাউল' বলিয়া কয়েকদিনের মধ্যেই তল্পিতল্পা গুটাইতে হইবে।

যখন কেহ শান্তির জিজ্ঞাসা লইয়া উপস্থিত হন, তখন এই ভবের হাটের অসংখ্য মনোহারী বিপণির দালাল সেই ব্যক্তিকে তাহাদের নিজ-নিজ অধিক দালালী দোকানে টানিয়া লইয়া যায় এবং মানুষের বহির্ম্মুখ রোগীর রুচি যাহা যাহা চায়, সেইসকল অন্যাভিলাষের মনোহারী জিনিষগুলি দেখাইয়া সেই বোকা গ্রাহকগুলির বুদ্ধি ও প্রকৃত সদসদ্‌বিচার ক্ষমতা লোপ করিয়া দেয় এবং আপাত-রুচিকর অথবা ছলনাময় রুচিকর বস্তুগুলিকে গ্রহণ করাইয়া তাহাদিগকে শান্তির ছলনায় পাতিত করে। সেইসকল ব্যক্তি তাহাদের রুচির অনুকূলে সেই ছলনাময় পণ্যদ্রব্যগুলি কিনিয়া একটা জড়তৃপ্তি লাভ করে এবং ঐরূপ অন্যাভিলাষময়ী জড়-তৃপ্তিকেই 'শান্তি' মনে করিয়া থাকে।

শ্রীচৈতন্যদেব যিনি অচৈতন্য বিশ্বে শান্তি-চেতনার সঞ্চার করেন শ্রীচৈতন্যের নিজজন রূপানুগবর আচার্য্য যিনি অচেতন বিশ্বের অচৈতন্য অভিলাষ বা আপাত প্রেমের সমর্থনকারী জীবহিংসক না হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের অনর্পিতচরী শান্তির বিতরণকারী অকৃত্রিম দয়াসিন্ধু, তিনি বলেন,—

"কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিকামীসকলই—অশান্ত॥"

ভোগকামী, মোক্ষকামী, সিদ্ধিকামী, নির্ব্বাণ-পরিনির্ব্বাণকামী, ত্রিপুটীবিনাশরূপ আত্মহত্যাকামী, ত্রিতাপ-পরিহারকামী, বিভূতি-লাভকামী, বিভূতি-ত্যাগকামী, ইতরদেবতা ভোগকামী, স্বর্গকামী, সালোক্যকামী, সারূপ্যকামী, সার্ষ্টিকামী, সামীপ্যকামী, সাযুজ্যকামী,—

সকলেই ন্যূনাধিক অন্যাভিলাষযুক্ত। সুতরাং তাঁহাদের শাশ্বতী শান্তি নাই, তাঁহাদের সকলেরই ব্যক্তিগত সেভিংস্ ব্যাঙ্কের হিসাব খোলা আছে, তাঁহাদের সকলেরই ব্যক্তিগত কিছু চাই, তাঁহারা কৃষ্ণের কিছু চান না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীরূপানুগবর শ্রীগুরুদেব বলেন,—শ্রীকৃষ্ণের জন্য পূর্ণতম মাত্রায় না চাওয়া পর্য্যন্ত পূর্ণতমা শান্তি কিছুতেই পাওয়া যাইবে না ;

ভুক্তিকামী, মুক্তিকামী, সিদ্ধিকামী, সালোক্য-সারূপ্যকামী প্রভৃতি জগতের সর্ব্ববিধ শান্তিকামী সম্প্রদায়ই কৃষ্ণের সুখ-তাৎপর্য্যময়ী শান্তি কামনা করেন না। কৃষ্ণের সুখের অভিলাষ, কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ মহামহোৎসব ইঁহাদের কাহারও কাম্য নহে, তাই তাঁহারা শান্তি পান না। প্রকৃত কৃষ্ণভক্ত কখনও নিজের শান্তি চাহেন না, অশান্ত রাজ্য হইতে চাহেন না। তাঁহারা স্বাভাবিক শান্ত ; তাঁহারা কৃষ্ণনিষ্ঠ, কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ের সুখ, কৃষ্ণের শান্তির জন্য কোটী কোটী অশান্তির বরণই তাঁহাদের কাম্যবস্তু, কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে অখিল শান্তি-সম্পত্তির অধিকারী করেন।

যাঁহারা শান্তির কামনা করিয়া জগতের বস্তু ভোগ করিবার জন্য ধাবিত হন, তাঁহারা যেমন শান্তি পান না, যাঁহারা ভোগ পরিত্যাগের অভিনয় করিয়া শান্তির আশায় মুক্তি বা সিদ্ধিকামী হইয়া পড়েন, ত্রিপুটীবিনাশরূপা আত্মহত্যাদ্বারা শান্তি লাভ করিবার বাসনা করেন, তাঁহারাও তেমনই অথবা ততোধিক অশান্তির রাজ্যে পতিত হয়।

তবে শান্তি কাহাদের হস্তমলক হয় ? কাহারা শান্তির অধিকারী ? শ্রুতি বলেন, যেসকল নিত্যমুক্ত চেতন অনুক্ষণ কামদেবের সেবা-কামনা করেন, তাঁহারাই শান্তি লাভ করিতে পারেন, অপরে কখনই শান্তি পায় না।

"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥ (শ্বেঃ উঃ ৬।১৩)

—যিনি নিত্য বা বাস্তব বস্তুসমূহের মধ্যে পরম নিত্য ও পরম বাস্তব বস্তু, যিনি চেতন জীবসমূহের মুখ্য চেতন, যিনি এক হইয়াও বহু

আশ্রিততত্ত্বের কামনা পরিপূরণ করেন, যেসকল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শ্রীগুরু-দেবের অনুগত হইয়া সেই হৃদয়স্থ কামদেবকে সেবা করেন, তাঁহারাই নিত্যশান্তি লাভ করিয়া থাকেন, অপরে তাহা লাভ করিতে পারে না।

শান্তি-জিজ্ঞাসার সহিত অশান্তিরূপ একটী হেতু বিজড়িত। ঐরূপ হেতুমূলেই শান্তির অনুসন্ধিৎসা উপস্থিত হয়। অশান্ত ব্যক্তিই শান্তি চাহেন। শান্তব্যক্তির সেইরূপ কোন অভিলাষের প্রয়োজন নাই। ঐরূপ হেতুমূলা জিজ্ঞাসা সম্বন্ধ-জ্ঞানাভাব হইতেই উদ্ভূত হয়। সম্বন্ধ-জ্ঞানযুক্ত ব্যক্তির ঐরূপ জিজ্ঞাসার অবকাশ নাই।

গৃহবাস—অশান্তিপূর্ণ, পুত্র পরিবার—অশান্তি কারণ, সুতরাং 'দূর ছাই' ঐ সকলকে ত্যাগ করিয়া আমি শান্তির অনুসন্ধান করিব।'—এইরূপ হেতুমূল যেসকল ত্যাগ-বৈরাগ্যের অভিনয়, সে সকলই অন্যাভিলাষ। আমরা এইরূপ অভিলাষে প্রমত্ত থাকাকাল পর্য্যন্ত কৃষ্ণের শান্তি হয় না, আত্মেন্দ্রিয় সুখই চাই।

অশান্তি কিরূপে বিদূরিত হইতে পারে অর্থাৎ কিরূপে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি লাভ হইতে পারে, উহার নানাবিধ উপায় কল্পনা করিতে গিয়া কেহ বিচার করেন—যখন বিচিত্রতার বিরোধী হইলেই শান্তি হইতে পারিব; এইরূপ শান্তিকামী অচিদ্‌বিচিত্রতার অভিজ্ঞতাবাদ চিদ্‌-বিচিত্রতার রাজ্যে অভিব্যাপ্ত করিয়া চিদ্‌বিলাসের বিরোধী অর্থাৎ কৃষ্ণের শান্তি ভঙ্গ করিবার জন্য রাবণ, কুম্ভকর্ণ, জরাসন্ধ, শিশুপাল, দন্তবক্রাদি, অসুরের পদাঙ্ক-অনুসরণে উহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগণ্য সংস্করণ-স্বরূপ তপস্বী, যোগী, জ্ঞানী প্রভৃতি হইয়া পড়েন। এইরূপ হেতুমূলে শান্তির অনুসন্ধান করিতে যাইয়া কেহ বিচার করেন, যখন আসক্তিই অশান্তির জননী, তখন জড়াসক্তির বিচার চিদ্‌রাজ্যে অভিব্যাপ্ত করিয়া কৃষ্ণ-আসক্তির বিরোধী হইলেই শান্তি পাওয়া যাইবে; এইরূপ বিচারে তাঁহারা কৃষ্ণের সেবা-শান্তির বিচার করিয়া কখনও নির্ব্বিশেষবাদী কখনও বা শূন্যবাদী হইয়া পড়িতেছেন সুতরাং এইরূপ হেতুমূলা শান্তি-জিজ্ঞাসা বা 'আব্রহ্ম হইতেই নানাপ্রকার মনোধর্ম্মমতযুক্ত সম্প্রদায় সৃষ্টি হইয়াছে বা হইতেছে। কৃষ্ণের—পরমের—বৃহত্তের—পূর্ণের সেবাশান্তি জিজ্ঞাসাই—'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' বা বেদান্তের ধর্ম্ম, তাহাই অধোক্ষজ সেবা বা ভাগবতধর্ম্ম।

কৃষ্ণসেবাবঞ্চিত হইয়া শান্তিজিজ্ঞাসা নাস্তিকতারই প্রকারভেদ। কিন্তু ধর্ম্মজগতে প্রায় সর্ব্বত্রই এই নাস্তিকতাই আস্তিকতা বলিয়া প্রচলিত।

যাঁহারা কৃষ্ণের সেবা কামনা করেন, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বিগণের পরমমুগ্য আত্মারামরূপ শান্তি পর্য্যন্ত কামনা করেন না, উহাকে নরকের ন্যায় গর্হণ করেন। কৃষ্ণভক্ত অশেষ অশান্তির নিকেতন নরক পর্য্যন্ত বাঞ্ছা করেন, তথাপি কর্ম্মিগণের কাম্য শান্তিনিকেতন সুরপুরী কিম্বা আত্মারামতারূপ শান্তির কামনা ভুলক্রমেও অভিলাষ করেন না,—

"নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়।"

অনুক্ষর কৃষ্ণের সুখশান্তির অনুসন্ধান পরপ্রেমের লক্ষণ—তৃপ্তির অভাবই পরপ্রেমের লক্ষণ। আত্মারাম সমাগত হইলে পরিপূর্ণ তৃপ্তি উপস্থিত হয়; ঐ তৃপ্তি পরপ্রেম অর্থাৎ কৃষ্ণের নিরন্তর সুখশান্তি-অনুসন্ধানের বিরোধী। পরপ্রেমে তৃপ্তি নাই। উহা উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। ভক্তের অবান্তর ফলসমূহের মধ্যে আত্মারামতাই সর্ব্বাপেক্ষা হেয়। তাই শুকদেব, শ্রীনবযোগেন্দ্র, শ্রীশৌনকাদি মুনি আত্মারামত্বরূপ শান্তি লাভ করিয়াও সেই শান্তিকেও দূরে নিক্ষেপপূর্ব্বক ভগবৎসেবা-লৌল্যে আকৃষ্ট হইয়াছেন।

জগতে অহৈতুক পরাশান্তি-সম্পদ্‌বিতরণকারী আচার্য্যের লীলাভিনয়কারী কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর জীবকুলকে কৃষ্ণসেবার অতৃপ্ত লালসারূপ অহৈতুকী শান্তি জিজ্ঞাসার শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে-শান্তির বার্ত্তা জানাইয়াছেন, তাহাতে কৃষ্ণসেবায় অতৃপ্তলালসাই শান্তির ঘনসন্নিবেশরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি যেন সেই কৃষ্ণসুখানুসন্ধানের অতৃপ্ত লালসার পূর্ণতম মূর্ত্তবিগ্রহরূপে অবতীর্ণ। বিপ্রলম্ভই—শান্তির সান্দ্রাবস্থা—কাঁহা যাঙ, কাঁহা পাঙ, মুরলীবদন'—এই ভাবই শান্তি-প্রাচুর্য্য-পরাকাষ্ঠা। আত্মারামগণের হৈতুক শান্তভাবের পরিবর্ত্তে মহাপ্রভুর আদর্শে দেখিতে পাওয়া যায়,—

"উদ্বেগে দিবস না যায়,　　'ক্ষণ হৈল যুগ'-সম।
বর্ষার মেঘপ্রায় অশ্রু বর্ষে নয়ন॥

গোবিন্দ-বিরহে শূন্য হৈল ত্রিভুবন।
তুষানলে পোড়ে—যেন না যায় জীবন॥
হর্ষ, উৎকণ্ঠা, দৈন্য, পৌঢ়, বিনয়।
এত ভাব এক ঠাঞি করিল উদয়॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজশান্তি জিজ্ঞাসারূপা আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছাকে সর্ব্বতোভাবে ধিক্কার করিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছার পরাকাষ্ঠাকেই পরমা শান্তির চরমকাষ্ঠা বলিয়া জানাইয়াছেন,—

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥"

শান্তির আশ্রয় একমাত্র কোটী-চন্দ্র-সুশীতল নিত্যানন্দ-পাদপদ্ম-ছায়া,—

"নিতাইপদকমল, কোটীচন্দ্র-সুশীতল
যে ছায়ায় জগত জুড়ায়।"

জগতের অখিল লোক যতদিন পর্য্যন্ত ঐ নিত্যানন্দের কোটীচন্দ্র-সুশীতল পাদপদ্মছত্রের আশ্রয়ে না আসিবে, ততদিন শান্তির আশা—মরীচিকায় শান্তির পিপাসা-লালসার ন্যায়। বিশ্বশান্তির আকর—ঐ নিত্যানন্দ পাদপদ্মছত্র। বর্ত্তমান জগৎ বিশ্ব-শান্তির যতই প্রস্তাব, যতই উপায় স্থির করুন না কেন, তদ্দ্বারা কোনকালে শান্তি লাভ ত' হইবেই না, অধিকন্তু বিশ্বকে দিন দিন আরও অশান্তির পথে অগ্রসর করাইয়া চির অশান্তির রাজ্যে ঘূর্ণায়মান করাইবে। বিশ্ব-শান্তির অমোঘ উপায় ঠাকুর মহাশয় তাঁহার প্রীতিতে গাহিয়াছেন ;—

নিতাইপদকমল, কোটীচন্দ্র সুশীতল,
যে-ছায়ায় জগত জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়॥

শ্রীমৎ ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজের চরণ-সরোজে নিবেদন

*　　*　　*

শ্রীগুরুদেবের মনোভিষ্টপূরণে
গৌর-সরস্বতী-ধারা —
জগমাঝে বিলাইতে দ্বারে দ্বারে
হয়েছ আপন হারা ॥

বৃহৎমৃদঙ্গের অপ্রাকৃত-গাথা
বিঘোষণ তরে তুমি ।
কতই না কষ্ট সহিয়াও সদা
বাণীর সেবায় রতি ॥

স্বভাব তোমার প্রতিষ্ঠা-বর্জ্জন
সতত সেবায় ব্রতী ।
তাই, শ্রীগুরুদেব **'ভক্তি-বান্ধব'**
(তোমায়) দিয়েছিলেন উপাধী ॥

ভিক্ষারীর বেষে ভ্রমো দেশে দেশে
নহতো ভিক্ষারী তুমি ।
'শ্রীগৌর-কেশব'-এঁর কৃপাশায়
হইয়াছ অভিমানী ॥

বজ্রাপেক্ষাও কঠোর হও তুমি
অন্যায়ের প্রতিকারে ।
কুসুম হইতেও কোমল সদা
সজ্জনগণের-দ্বারে ॥

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবায়
তব সদা দৃঢ় মন ।
আশ্চর্য্য তোমার সিদ্ধান্ত-বিচার
গাহি তব জয়গান ॥

না হ'ল ভজন, ভক্তি আরাধন
বৃথা জন্ম গেল হায় ।
মায়াবশ হয়ে সত্য পাসরিনু
অসত্যে ডুবিনু হায় ॥

পথ-ভ্রষ্টপ্রায়, দেখি চারিদিকে
শুধু দুঃখ দুর্ভাবনা।
সংসার-পাথারে গভীর আঁধারে
এ দুরতিক্রম্য মায়া ॥

দুর্দ্দৈবের রোষে অসহ পীড়নে
অনুক্ষণ তপ্তপ্রায়।
কর্ম্মের বৈগুণ্যে পড়িয়া বিপাকে
আজ বুঝি প্রাণ যায় ॥

ক্ষুদ্র কর্ত্তব্য সাধিব বলে, আমি
হইয়াছি মোহগ্রস্ত।
কৃপাকরি এবে রক্ষহ আমায়
হে দীনজনার বন্ধু ॥

—শ্রীদেবকীনন্দনদাস অধিকারী,
আলিপুরদুয়ার কোর্ট (জলপাইগুড়ি)।

শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলম্

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৭শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৪৯ পৃষ্ঠার পর)

"তত্ত্বনির্ণয়ে পুরাণ-শাস্ত্রই প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া স্থির হইল। কিন্তু অধুনা পুরাণসকল সম্যক্ প্রচলিত না থাকায় এবং প্রায় নানা দেবতার প্রতিপাদক হওয়ায় অল্পজ্ঞ জনগণের পক্ষে বেদের ন্যায় পুরাণসকল হইতেও তাৎর্য্য নির্ণয় করা দুষ্কর। কেননা, মৎস্যপুরাণ বলেন—সাত্ত্বিক পুরাণাদিশাস্ত্রে শ্রীহরির মাহাত্ম্য অধিক, রাজস-পুরাণাদিশাস্ত্রে ব্রহ্মার মাহাত্ম্য অধিক, তামস-পুরাণাদিতে অগ্নি, শিবও দুর্গার মাহাত্ম্য অধিক। মিশ্রিত শাস্ত্রে অর্থাৎ সত্ত্বরজোস্তমোময় শাস্ত্রে সরস্বতী ও পিতৃপুরুষগণের মাহাত্ম্য অধিক দৃষ্ট হয়।" অতএব ইহাঁদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এবং কাহার ভজনই বা বাস্তবিক শ্রেয়স্কর? এতদুত্তরে "সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং", "সত্ত্বং যদ্‌ব্রহ্মদর্শনম্" অর্থাৎ সত্ত্ব হইতে জ্ঞান লাভ হয়, সত্ত্ব হইতে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয়; —এই

ন্যায়ানুসারে সাত্ত্বিক-পুরাণসমূহই পরমার্থ নির্ণয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণরূপে নিরূপিত হয়। কিন্তু সাত্ত্বিক পুরাণেও ভগবৎ-স্বরূপ, তৎপ্রাপ্তির জন্য সাধন এবং প্রয়োজন-তত্ত্ব নানাবিধ ভঙ্গিতে উক্ত হওয়ায় তাহাও জটিল হইয়া পড়িয়াছে। এমতাবস্থায় সংশয়ারূঢ় ব্যক্তিগণের তত্ত্ব-সমাধানের উপায় কি? যদিও সমস্ত বেদ, ইতিহাস ও পুরাণের অর্থনির্ণয়ের জন্য ভগবান্ শ্রীব্যাসদেব ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা হইতেই পরমার্থ-বিষয় জ্ঞাতব্য, তথাপি তাহাতেও মতদ্বৈত দেখা যায়। কারণ সূত্রসমূহে অল্পাক্ষরে অত্যন্ত গূঢ়ভাবে অর্থ প্রকাশিত হওয়ায় কেহ কেহ তাহার অন্যরূপ অর্থ করিয়া জনগণকে বিভ্রান্ত করেন। এইজন্যই বলি, বাস্তব সিদ্ধান্ত নির্ণয়ের এবং নানা সংশয় সমাধানের উপায় কি? যদি সর্ব্ববেদ, ইতিহাস ও পুরাণ-সকলের সারার্থ, ব্রহ্মসূত্রের উপজীব্য কোন সর্ব্বোত্তম পুরাণরূপ অপৌরুষেয় শাস্ত্র পৃথিবীতে সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত থাকে, তবে তাহাদ্বারাই বাস্তব-সিদ্ধান্ত নির্ণয় করা হউক।

এতাদৃশ পূর্ব্বপক্ষীয় উক্তি উত্থাপিত করিয়া শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—ইহা সত্যকথা। কেননা সর্ব্বপ্রমাণ-চক্রবর্ত্তি-স্বরূপ সেই শ্রীমদ্ভাগবতই আপনি উত্থাপিত করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বপুরাণ-শ্রেষ্ঠ। ভগবান্ শ্রীবেদব্যাস সমুদায় পুরাণ প্রকাশ করিয়া এবং ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করিয়াও চিত্তে সন্তোষ লাভ করিতে না পারায় বেদান্তসূত্র-সকলের অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ সমাধিলব্ধ এই শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতেই সর্ব্বশাস্ত্রের সমন্বয় অর্থাৎ একত্র সন্নিবেশ দেখা যায়। যেহেতু সর্ব্ববেদার্থ-সূত্রস্বরূপ গায়ত্রীকে অধিকার করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপ মৎস্য-পুরাণ বলিতেছেন—"যাহাতে গায়ত্রীকে অধিকার করিয়া ধর্ম্ম বিস্তৃত-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং বৃত্রাসুরের বধ-প্রসঙ্গ যাহাতে বিদ্যমান, তাহাকেই 'ভাগবত' বলে। যে ব্যক্তি এই শ্রীমদ্ভাগবত ভাদ্রমাসের পূর্ণিমা-দিবসে স্বর্ণ-সিংহাসনে স্থাপনপূর্ব্বক দান করে, সে বৈকুণ্ঠ-গতি লাভ করিয়া থাকে।

"শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীহরির এবং ভগবদ্ভক্তগণেরও অভীষ্ট। তাই ইহা পরম সাত্ত্বিক। যথা পদ্মপুরাণে অম্বরীষের প্রতি গৌতম ঋষির প্রশ্ন—হে রাজন্! তুমি কি ভগবান্ শ্রীহরির অগ্রে ভাগবতপুরাণ ও

তন্মধ্যে দৈত্যরাজ প্রহ্লাদের চরিত্র পাঠ করিতেছ।” উক্ত পুরাণেই ব্যঞ্জুলীদ্বাদশী প্রসঙ্গে অম্বরীষের প্রতি গৌতমের উপদেশ, যথা—“হে রাজন্! রাত্রি জাগরণ, বিষ্ণুর কথা শ্রবণ, গীতা, বিষ্ণুর সহস্রনাম ও শুকভাষিত পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত ভগবৎ সন্তোষের জন্য যত্নপূর্ব্বক পাঠ করা কর্ত্তব্য।” সেই পুরাণেই আরও উক্ত হইয়াছে যে,—

অম্বরীষ! শুকপ্রোক্তং নিত্যং ভাগবতং শৃণু।
পঠস্ব স্বমুখেনাপি যদিচ্ছসি ভবক্ষয়ম্॥

হে অম্বরীষ! যদি সংসার হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে প্রত্যহ শ্রীশুক-মুখনির্গত শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ-কীর্ত্তন কর।

স্কন্দপুরাণ বলেন—

“শ্রীমদ্ভাগবতং ভক্ত্যা পঠতে হরিসন্নিধৌ।
জাগরে তৎপদং যাতি কুলবৃন্দ সমন্বিতঃ॥”

যিনি হরিবাসর-জাগরণে শ্রীহরির সন্নিধে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন, তিনি কুল-সমূহের সহিত হরিধাম বৈকুণ্ঠে গমন করেন।

গরুড়পুরাণও বলিতেছেন—

পূর্ণঃ সোঽয়মতিশয়ঃ।
অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ॥
গায়ত্রী-ভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ।
পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভাগবতোদিতঃ॥
দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদ-সংযুতঃ।
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ॥

অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবত পরিপূর্ণ বস্তু। ব্রহ্মসূত্রের অর্থ ও মহাভারতের তাৎপর্য্য ইহাতে বিশেষরূপে নির্ণীত হইয়াছে এবং ইহা গায়ত্রীর ভাষ্য-স্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবতে পরিস্ফুটভাবে বেদার্থ প্রকাশিত আছে। বেদ-সমূহের মধ্যেও যেমন সামবেদ শ্রেষ্ঠ, পুরাণসমূহের মধ্যেও তদ্রূপ শ্রীমদ্ভাগবত প্রধান! ইহা সাক্ষাৎ ভগবানের দ্বারা কথিত। এই গ্রন্থ দ্বাদশস্কন্ধযুক্ত। শতবিচ্ছেদ-সংযুত অর্থাৎ ৩৩৫ অধ্যায় সমন্বিত এবং অষ্টাদশসহস্র শ্লোকে ভূষিত।

“শ্রীমদ্ভগবত ব্রহ্মসূত্রের অর্থ অর্থাৎ অকৃত্রিম ভাষ্য-স্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বপুরাণ-শ্রেষ্ঠ। তাই স্কন্দপুরাণ আরও বলেন,—

শতশোঽথ সহস্রৈশ্চ কিমন্যৈঃ শাস্ত্রসংগ্রহৈঃ।
ন যস্য তিষ্ঠতে গেহে শাস্ত্রং ভাগবতঃ কলৌ॥
কথং স বৈষ্ণবো জ্ঞেয়ং শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ।
গৃহে ন তিষ্ঠতে যস্য স বিপ্রঃ শ্বপচাধমঃ॥
যত্র যত্র ভবেদ্ বিপ্র! শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ।
তত্র তত্র হরির্যাতি ত্রিদশৈঃ সহ নারদ॥
যঃ পঠেৎ প্রযতো নিত্যং শ্লোকং ভাগবতং মুনে।
অষ্টাদশ পুরাণানাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥

[কলিকালে যাহার গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র নাই, তাহার শত শত, সহস্র সহস্র অন্যান্য শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়াই বা কি হইবে? কলিকালে যে-ব্রাহ্মণের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত নাই, কিরূপে তাঁহাকে বৈষ্ণব বলা যায়? তিনি চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম। হে বিপ্র নারদ! কলিকালে যে-যে-স্থানে ভাগবতশাস্ত্র থাকেন, সেই সেই স্থানে পার্ষদগণের সহিত শ্রীহরি গমন করেন। হে মুনে! যে-ব্যক্তি যত্নপূর্ব্বক নিত্য ভাগবতের শ্লোক পাঠ করেন, তিনি অষ্টাদশপুরাণ পাঠের ফল লাভ করিয়া থাকেন।

প্রসিদ্ধ হেমাদ্রিকারের বচনেও জানা যায়, —

বেদাঃ পুরাণং কাব্যঞ্চ প্রভুর্মিত্রং প্রিয়েব চ।
বোধয়ন্তীতি প্রাহুস্ত্রিবৃদ্ভাগবতং পুনঃ॥

বেদ, পুরাণ এবং কাব্য—ইহারা যথাক্রমে প্রভু, মিত্র ও প্রেয়সীর ন্যায় হিতবোধ করাইয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত উক্ত বেদাদির ত্রয়গুণ-বিশিষ্ট বলিয়া একাই উক্ত তিনশাস্ত্রের ন্যায় হিতোপদেশ করেন।

শ্রীগৌরকৃষ্ণ-পার্ষদ শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু-কৃত শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভ গ্রন্থোদ্ধৃত বিষয়দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অমল প্রমাণ ও শাস্ত্রশিরোমণি, তাহা যথাযথ প্রতিপন্ন হইল। জগদ্গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও বলিয়াছেন,—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

শ্রীশ্রুতদেব ও শ্রীবহুলাশ্ব

শ্রীশ্রুতদেব-নামক এক কৃষ্ণভক্ত ব্রাহ্মণ মিথিলায় বাস করিতেন। তিনি কৃষ্ণভক্তি-পরায়ণ, শান্ত ও বিষয়ে আসক্ত ছিলেন। প্রতিদিন দৈবক্রমে তাঁহার দেহযাত্রা-নির্ব্বাহোপযোগী যাহা উপস্থিত হইত, তিনি তাহাই সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করিয়া কায়মনোবাক্যে সর্ব্বক্ষণ প্রভুর সেবায় নিমগ্ন থাকিতেন। এই শ্রীশ্রুতদেবের ন্যায় নিরন্তর শ্রীবহুলাশ্ব-নামক জনকবংশজাত জনৈক রাজা বিদেহ-রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। ইঁহার দুইজনই কৃষ্ণভক্ত। ইঁহাদের সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ একদিন রথে আরোহণপূর্ব্বক মুনিগণের সহিত মিথিলা অভিমুখে যাত্রা করেন। নারদ, বামদেব, অত্রি, ব্যাসদেব, ভার্গব, বৃহস্পতি, কণ্ব, মৈত্রেয়, চ্যবন, ও শুকদেব প্রভৃতি তাঁহারা অনুগমন করেন। শ্রীকৃষ্ণের শুভাগমনে বিদেহবাসী সকলেই পরমানন্দিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের অপার দয়ার কথা চিন্তা করিয়া শ্রুতদেব ও বহুলাশ্ব শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে পতিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদের আতিথ্যবিধান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সেবায় আকৃষ্ট হইয়া উভয়ের গৃহেই শুভপদার্পণ করিলেন। শ্রীবহুলাশ্ব সগণ শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তিসহকারে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহাদের পাদ-প্রক্ষালন করিয়া সেই লোকপাবন পদজল সপরিবারে সানন্দে মস্তকে ধারণপূর্ব্বক নানাভাবে তাঁহাদের পূজা করিলেন। তাঁহাদের ভোজন সমাপ্ত হইলে বহুলাশ্ব হৃষ্টচিত্তে ভগবানের পদযুগল ধারণ করিয়া মধুর বাক্যে ভগবৎ-সুখোৎপাদনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—"হে বিভো! আপনি সমস্ত প্রাণিগণের চেতনকর্ত্তা, প্রকাশক ও স্বপ্রকাশস্বরূপ। একান্ত ভক্তগণ আপনার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়। আপনি দয়াময়। তাই আমাদের প্রতি কৃপা করিয়া এস্থানে শুভাগমন করিয়াছেন। আপনি নিষ্কিঞ্চন শান্ত মুনিগণকে আত্ম-প্রদানে অনুগৃহীত করিয়া থাকেন। আপনার দয়ার তুলনা নাই। সুতরাং কোন্ পুরুষ আপনার এই পাদপদ্ম পরিত্যাগ করিতে পারে? হে ভগবন্! আপনি এই মুনিগণের সহিত কতিপয় দিবস আমাদের গৃহে কৃপাপূর্ব্বক বাস করিয়া এই জনকরাজবংশকে পদধূলি-দ্বারা পবিত্র করুন। রাজা বহুলাশ্বের এইরূপ সাদর প্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণ মিথিলায় কিছুকাল অবস্থান করিলেন।

বহুলাশ্বের ন্যায় শ্রীশ্রুতদেবও নিজগৃহে সমাগত শ্রীকৃষ্ণ ও মুনিগণকে প্রণাম করিয়া অতিশয় আনন্দের সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া তিনি সস্ত্রীক হৃষ্টচিত্তে তাঁহাদের পাদ-প্রক্ষালনপূর্ব্বক সেই পরমপবিত্র পাদোদক সপরিবারে শিরে ধারণ করিয়া কায়-মনো-বাক্যে তাঁহাদের সেবা করিলেন এবং মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন,—"এই মুনিগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিবাসস্থান-স্বরূপ এবং ইঁহাদের পদরেণু সর্ব্বতীর্থের আশ্রয়স্বরূপ। আমার ন্যায় গৃহান্ধকূপে পাতিত ব্যক্তির গৃহে কিরূপে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্‌ভক্তগণের সমাগম হইল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।" অনন্তর সপরিবারে তাঁহাদের আতিথ্য-বিধান করিয়া শ্রীশ্রুতদেব শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন,—"হে পরমপুরুষ! আপনি যেকালে সত্ত্ব প্রভৃতি গুণাত্মক নিজ শক্তির দ্বারা এই বিশ্ব রচনা করিয়া আত্মদ্বারা তন্মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন, সেই সময়েই আমাদিগকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা কেবল অদ্য আপনার সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম। হে ভগবন্! আপনি নিরন্তর শ্রবণ, কীর্ত্তন, অর্চ্চন, বন্দন ও পরস্পর ভগবৎ-সংলাপরত নির্ম্মৎসর সাধুগণের হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া থাকেন।

আপনি সর্ব্বজীবের হৃদয়ে অস্থানব করিলেও বিক্ষিপ্তচিত্ত দাম্ভিক পুরুষের অতিদূরে অবস্থান করেন; পরন্তু শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদিতে রত শুদ্ধচিত্ত সজ্জনগণের নিকটেই বর্ত্তমান থাকেন। আপনি বিরাড়্‌রূপা প্রাকৃতী এবং সচ্চিদানন্দময়ী অপ্রাকৃতী—উভয়বিধ মূর্ত্তিবিশিষ্ট। আপনার মায়ার দ্বারা আপনি নিজ দৃষ্টি অপ্রতিহত ও অপরের দৃষ্টিকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। মানবগণের প্রতি আপনার শুভদৃষ্টি হইলেই তৎক্ষণাৎ তাহাদের সংসার কষ্ট দূর হইয়া থাকে। হে দেব! আমরা আপনার ভৃত্য, আপনার প্রীতির জন্য কোন্ কার্য্য করিব, কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে তাহা শিক্ষা প্রদান করুন।" শ্রীশ্রুতদেবের কথা শ্রবণ করিয়া ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীহরি স্বহস্তে তাঁহার হস্তধারণপূর্ব্বক সহাস্যবদনে বলিতে লাগিলেন,—হে দ্বিজবর! এই মুনিগণ পদরেণুদ্বারা ত্রিভুবন পবিত্র করিয়া আমার সহিত ভ্রমণ করিয়া থাকেন। সম্প্রতি ইঁহারা তোমাকে কৃপা করিবার জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। দেবগণ পুণ্যক্ষেত্র ও গঙ্গাদি-তীর্থসমূহ দর্শন,

স্পর্শন ও অর্চ্চনদ্বারা দীর্ঘকালে ক্রমশঃ সেবকগণকে পবিত্র করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ তাঁহাদের তাদৃশ অনুগ্রহও এই পূজ্যতম বিপ্রগণের শুভদৃষ্টিবশতঃই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু এই মুনিগণ দর্শনমাত্র সদ্যই মানবগণকে পবিত্র করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণগণ শৌক্রাদি ত্রিবিধ জন্ম-দ্বারা ইহলোকে নিখিল প্রাণিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ যদি আমার উপাসনা করেন, তবে তাঁহার সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি? আমার এই চতুর্ভুজরূপও ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অধিক প্রিয় নহে। যেহেতু ব্রাহ্মণগণ সর্ব্ববেদময় এবং আমি সর্ব্বদেবময় বলিয়া তাঁহাদের দ্বারাই আমার স্বরূপ নির্ণয় হইয়া থাকে। দুরাচারগণ এই প্রিয়তত্ত্ব জানিতে না পারিয়া আমার ভক্ত ও নিবাসস্বরূপ সর্ব্ববর্ণ-গুরু বিপ্রগণকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে। হে বিপ্রবর! সুতরাং আপনি আমাকে যে শ্রদ্ধার সহিত পূজা করেন, সেইরূপ শ্রদ্ধার সহিত এই ব্রহ্মর্ষিগণেরও অর্চ্চন করুন, তাহা হইলে আমার সাক্ষাৎ পূজা হইবে। নতুবা আমার পূজা সিদ্ধ হইবে না।"

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশানুসারে শ্রীশ্রুতদেব ও শ্রীবহুলাশ্ব উভয়েই ঐকান্তিকী ভক্তসহকারে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মুনিগণকে আরাধনা করিয়া সদ্গতি লাভ করিলেন। ভক্ত-ভক্তিমান্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে নিজ ভক্তদ্বয়ের গৃহে অবস্থান এবং তাঁহাদিগকে সন্মার্গের উপদেশ প্রদান করিয়া পুনরায় দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

মৌষল-লীলা

বিচারের অবয়ব পঞ্চপ্রকার যথা—(১) বিচার, (২) সংশয়, (৩) সঙ্গতি, (৪) পূর্ব্বপক্ষ ও (৫) মীমাংসা। সম্প্রতি আমাদের বিচারের বিষয় 'মৌষল-লীলা'। মৌষল-লীলা মহাভারতের মৌষলপর্ব্বে, বিষ্ণু-পুরাণ ৫।৩৭শ অধ্যায়ে এবং শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।৩০শ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীহরি স্বধামে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়া মৌষল-লীলাচ্ছলে নিজ-পার্ষদগণকে স্বধামে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহাই মৌষল-লীলার তাৎপর্য্য। তথাপি তদ্বিষয়ে অক্ষজদ্রষ্টার হৃদয়ে যে সকল সংশয় উপস্থিত হইতে পারে, তাহার সুমীমাংসা এইস্থানে

বিবৃত হইতেছে। মহাভারত-তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক ও বেদের অকৃত্রিমভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে এইরূপ সিদ্ধান্ত ব্যক্ত হইয়াছে,—

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তৎসারথী দারুককে কহিলেন,—

ত্বন্তু মদ্ধর্ম্মমাস্থায় জ্ঞাননিষ্ঠ উপেক্ষকঃ।
মন্মায়ারচনামেতাং বিজ্ঞায়োপশমং ব্রজ ॥ (ভাঃ ১১।৩০।৪৯)

হে দারুক, তুমি আমার ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক মদীয় লীলাতত্ত্বজ্ঞ হইয়া বাহ্য দৃষ্টিজাত শোক-মোহাদিতে উপেক্ষমান হও এবং সম্প্রতি প্রকাশিত মৌষলাদি-লীলাকে আমার মায়ার ইন্দ্রজালের ন্যায় রচিতা জানিয়া চিত্তক্ষোভ হইতে নিবৃত্ত হও। 'তু'-শব্দের দ্বারা অন্য প্রাকৃত ব্যক্তি মোহ প্রাপ্ত হউক, কিন্তু তোমার পক্ষে সেই মোহ নিশ্চয়ই উপযুক্ত নহে, ইহাই সূচিত হইতেছে।

অন্যত্রও বর্ণিত হইয়াছে —

রাজন্ পরস্য তনুভৃজ্জননাপ্যয়েহা
মায়া-বিড়ম্বনমবেহি যথা নটস্য।
সৃষ্ট্বাত্মনেদমনুবিশ্য বিহৃত্য চান্তে
সংহৃত্য চাত্মমহিনোপরতঃ স আস্তে ॥ (ভাঃ ১১।৩১।১১)

অর্থাৎ মৌষল-লীলায় হরির নির্য্যাণ শ্রবণ করিয়া ঐকান্তিক ভক্ত মহারাজ পরীক্ষিৎ অত্যন্ত খিন্ন হইবে ভাগবত-বক্তা শ্রীশুকদেব গোস্বামী তাঁহাকে লীলাতত্ত্ব-সিদ্ধান্ত-দ্বারা সান্ত্বনা প্রদানপূর্ব্বক বলিয়াছেন,—"হে রাজন্, পরমকারণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার পার্ষদ-যাদবগণের যে সাধারণ জীবের ন্যায় দেহ-পরিগ্রহ ও ত্যাগাদি চেষ্টা, তাহা কেবল মায়াকৃত অনুকরণ মাত্র, স্বরূপতঃ ঐরূপ কোন ব্যাপার নাই। যেমন কোনও ঐন্দ্রজালিক নিজের ও পরের মিথ্যা জন্ম ও মৃত্যু দেখাইয়া থাকে, তদ্রূপ ভগবান্ও স্বয়ং এই মুনিশাপ নিবন্ধন মহোৎপাত-কলহাদি-রূপ বৈকল্প সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে স্বয়ং প্রবিষ্ট হইয়া মর্ত্ত্যগণের সহিত কিছুকাল খেলা করিয়া অন্তে সংহারপূর্ব্বক নিজ মহিমা প্রভাবে বিরত হইয়া স্ব-স্বরূপে অবস্থান করেন। এই শ্লোকের পরবর্ত্তী শ্লোকত্রয় এবং আচার্য্যগণের ব্যাখ্যা তৎসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের টীকায় শুদ্ধাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীধরস্বামিচরণ লিখিয়াছেন,—

"আবির্ভাবতিরোভাবরূপাশ্চেষ্টাঃ মায়য়া অনুকরণমাত্রমবেহি, নটো যথা অবিকৃতএব নানারূপৈর্জন্মাদীন্ বিড়ম্বয়তি তদ্বৎ ॥"

অর্থাৎ (ভগবান্ ও তাঁহার পার্ষদবর্গের) আবির্ভাব-তিরোভাবরূপা চেষ্টা প্রপঞ্চের অনুকরণ মাত্র। উহা সত্য নহে। নট যেরূপ স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়াই লোকচক্ষে নানারূপে জন্ম-মৃত্যুর অভিনয় প্রদর্শন করিয়া থাকে, সপার্ষদ ভগবান্ও তদ্রূপ ।

বৃদ্ধবৈষ্ণব আচার্য্যপ্রবর শ্রীমন্মধ্বমুনি ভাগবত-তাৎপর্য্যে (৩।৪।২৯) স্কন্দপুরাণ-বচন উদ্ধারপূর্ব্বক এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন যথা,—

পৃথিবীলোকসংত্যাগো দেহত্যাগো হরেঃ স্মৃতঃ।
নিত্যানন্দ-স্বরূপত্বাদন্যন্নৈবোপলভ্যতে ॥
দর্শয়েজ্জনমোহায় সদৃশীং মৃতকাকৃতিম্।
নটবদ্ভগবান্ বিষ্ণুঃ পরজ্ঞানাকৃতিঃ স্বয়ম্ ॥

তাৎপর্য্য এই যে, হরির দেহত্যাগ বলিতে প্রপঞ্চ-লীলার সংগোপন বুঝিতে হইবে। কেন না, ভগবান্ নিত্যানন্দস্বরূপ। তাঁহার দেহত্যাগ ব্যতীত অন্য অর্থ গৃহীত হইতে পারে না। ভগবান্ বিষ্ণু প্রকৃতির অতীত পরম জ্ঞানময় বিগ্রহ। তিনি বিমুখজন-মোহনার্থ ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় দেহ-ত্যাগাদির অভিনয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

পূর্ণপ্রজ্ঞ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যচরণ মহাভারত তাৎপর্য্য-গ্রন্থে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত হইল—

দেহত্যাগানুকারেণ হরিণা তাদৃহাচ্যুতঃ।
মোহয়িত্বা অসুরানন্ধং তমঃ প্রাপয়িতুং প্রভুঃ ॥
চিদানন্দৈকদেহোঽপি ত্যক্তং দেহমিবাপরম্।
সৃষ্ট্বা স্বদেহোপমিতং শয়ানং ভুব্যগাদ্দিবম্ ॥
(মহাভারত তাৎপর্য্য, ৩২ অধ্যায় ৩৩-৩৪)

তাৎপর্য্য এই যে,—শ্রীহরি দেহত্যাগাদি প্রপঞ্চলীলার অনুকরণ করিয়াছেন, তাহার কারণ, মায়াধীশ প্রভু অচ্যুত অসুরগণকে মোহিত করিয়া অন্ধতমলোকে প্রেরিত করিবেন। সুতরাং তাঁহার দেহ কেবল চিদানন্দময় হইলেও তিনি নিজদেহসম অপরদেহের ন্যায় একটী দেহ সৃষ্টিপূর্ব্বক সেই দেহকে পৃথিবীপৃষ্ঠে অন্যদেহের ন্যায় শায়িত করিয়া পরিত্যাগ করেন এবং স্বয়ং বৈকুণ্ঠে গমন করেন। (ক্রমশঃ)

———

। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ।



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।	অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥	হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৩৬শ বর্ষ | ৭ মাধব, সঙ্কর্ষণ, ৪৯৮ গৌরাব্দ | ৩০ পৌষ, সোমবার, ১৩৯১ ; ইং ১৪।১।১৯৮৫ | ১১শ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীপদ্মপুরাণোক্ত-শ্রীগঙ্গাস্তবঃ

[ক্রিয়াযোগসারখণ্ডে চতুর্থেঽধ্যায়ে ধর্ম্মস্বেনোক্তঃ]

গঙ্গে সমস্তজগদম্ব চলত্তরঙ্গে-
ঽনঙ্গারিচারুতরমস্তকপুষ্পমালে।
কংসারিচারুচরণদ্বয়রেণুহর্ত্রি
ভক্ত্যা নমামি দুরিতক্ষয়কারিণী ত্বাম্ ॥১॥

হে চঞ্চল তরঙ্গনাশিনী শ্রীগঙ্গে! আপনি নিখিল জগতের জননি, আপনি স্মরারি শ্রীশিবের শিরোদেশস্থ সুচারু পুষ্পমাল্য স্বরূপা, আপনি কংশনিসূদন শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগলের রেণুহরণকারিণী এবং অশেষপাপ-নাশিনী, আমি ভক্তির সহিত নমস্কার করি ॥১॥

মাতঃ সমস্ত সুখদে প্রবরে নদীনাং
ব্যাসাদিবিপ্রচয়গীতগুণে গুণাঢ্যে।
সংসারবৈভব-মহার্ণব-মধ্যনৌকে
বন্দে তবাঙ্ঘ্রিযুগলং দুরিতাপহারি ॥২॥

হে মাতঃ! আপনি সর্ব্বসুখবিধায়িনী এবং সমস্ত নদীর মধ্যে সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠা। ব্রহ্মাদি দেবগণ আপনার গুণ কীর্ত্তন করেন। আপনি সর্ব্বগুণ সমন্বিতা এবং সংসাররূপ ভবসঙ্কুল মহাসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার নৌকাস্বরূপা পাপক্ষয়কারী আপনার শ্রীচরণযুগলকে আমি বন্দনা করি ॥২॥

যস্যাস্তবাম্বুকণিকামপি জহ্নু-কন্যে
সৌদাসনামনৃপতির্দ্বিজকোটিহন্তা।
সম্প্রাপ্য মুক্তিমগমদ্রিদশৈরলভ্যাং
তাং ত্বাং নমামি শিরসা বরদে প্রসীদ ॥৩॥

কোটি সংখ্যক ব্রাহ্মণবধকারী 'সৌদাস'-নামক নৃপতি যে আপনার বারি-বিন্দুমাত্র প্রাপ্তি হইয়া দেবগণেরও অলভ্য মুক্তিপদ লাভ করিয়াছিলেন, হে বরদে জহ্নুসুতে! সেই আপনাকে আমি অবনতমস্তকে প্রণাম করিতেছি; আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥৩॥

নারায়ণাচ্যুত-জনার্দ্দন-কৃষ্ণ রাম-
গঙ্গাদিনাম বদতো মম দেবি মাতঃ!
সংসার-পাতকনিবারিণি দেহপাত-
স্ত্বদ্বারিণীহ ভবতু ত্বদনুগ্রহেণ ॥৪॥

হে মাতঃ শ্রীগঙ্গাদেবি! আপনার অনুগ্রহে 'নারায়ণ', 'অচ্যুত', 'জনার্দ্দন', 'কৃষ্ণ', 'রাম' ও 'গঙ্গা'দি নাম উচ্চারণ করিতে করিতে সংসার-পাপনাশক আপনার সলিলমধ্যেই আমার দেহপাত হউক ॥৪॥

কিং বা তপোভিরখিলেশ্বরি কিং জপৈর্বা
দানৈশ্চ কিং তুরগমেধমুখৈর্মখৈর্বা।
তন্নীরশীকরমবাপ্য সুরৈরলভ্যাং
মুক্তিং ব্রজন্তি মনুজা অপি পাপিনোঽপি ॥৫॥

হে অখিল জগতের ঈশ্বরি! বহু তপস্যা, জপ, দান ও অশ্বমেধাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠানে ফল কি? অত্যন্ত পাপী জনগণও আপনার বারিবিন্দু লাভ করিয়া দেবতাগণেরও দুষ্প্রাপ্য মুক্তিপদ অনায়াসে লাভ করিতে সমর্থ হন ॥৫॥

স্বাহা ত্বমেব পরমেশ্বরি যা স্বধা ত্বং
গীর্ব্বাণবৃন্দপিতৃলোক সুতৃপ্তিহেতুঃ।
সত্ত্ব-রজস্তম ইতি ত্রিগুণস্বরূপা
সৃষ্টি-স্থিতিপ্রলয়কারিণী নৌমি তাং ত্বাম্ ॥৬॥

দেবতা ও পিতৃপুরুষগণের হেতু সত্ত্ব-রজস্তমঃ—এই ত্রিগুণময়ী যে 'স্বাহা' ও 'স্বধা'—সে-সমস্তই আপনি। হে সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কারিণি শ্রীগঙ্গে! সেই আপনাকে আমি প্রণাম করি ॥৬॥

ধত্তে ললাটফলকে তব সৈকতং যঃ
পুণ্ড্রঞ্চ দেবী তব তীর-মৃদা সদৈব।
তন্নাম সর্ব্বরসধাম বদেচ্চ ভক্ত্যা
তৎপাদরেণুরখিলোঽস্তু মমৈব মূর্দ্ধি ॥৭॥

যে-ব্যক্তি সর্ব্বদা ললাটদেশে আপনার মৃত্তিকাদ্বারা ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করেন এবং সেই সেই 'নারায়ণা'দি সর্ব্বরসনিলয় শ্রীনাম ভক্তি-সহকারে কীর্ত্তন করেন, তাঁহার শ্রীচরণের সমস্ত রেণু আমার মস্তকে বর্ষিত হউক ॥৭॥

ত্বদ্রোধসি ত্রিপথগে বসতিং বিধায়
পীত্বা চ বারি তব পাতকনাশকারী।
স্মৃত্বা চ নাম তব বীচিচয়ঞ্চ দৃষ্টবা
সংসারবন্ধন-হরে মম যাতু জন্ম ॥৮॥

হে সংসার বন্ধহারিণি, ত্রিপথগামিনি শ্রীগঙ্গে! আপনার তীরদেশে বাস ও সর্ব্বপাপনাশক জলপান করিতে করিতে এবং আপনার শ্রীনাম-স্মরণ ও তরঙ্গসমূহ দর্শন করিতে করিতে আমার জীবন যাউক ॥৮॥

নাকং শ্রুতে সুমহদুচ্চতরং মনুষ্যাঃ
কুর্ব্বন্তি ভীতিমতিদুর্গমমস্ব মত্বা।
বৃথৈব সা কিল যতোঽমৃতদে ত্বদীয়ং
সোপানভূতমুদকং ত্রিদিব প্রয়াণে ॥৯॥

হে অমৃতদায়িনি, মঙ্গলময়ি মাতঃ শ্রীগঙ্গে! মানবগণ যে স্বর্গকে অতিশয় দুর্গম ও উচ্চস্থান মনে করিয়া তৎপ্রাপ্তি-বিষয়ে ভীতিযুক্ত হয়, তাহা সম্পূর্ণ বৃথা; যেহেতু আপনার জলই সেই সুরলোকগমনের সোপানস্বরূপ ॥৯॥

পাপানি রোগনিকরাশ্চ শরীরি দেহে
তিষ্ঠন্তি তাবদখিলেশ্বরি মুক্তিদাত্রি।

কুর্ব্বন্তি যাবদুদকেষু তবামলেষু
স্নানং ন হি ত্রিপথগে সরিতাং প্রধানে ॥১০॥

হে অখিলেশ্বরি, মুক্তিপ্রদায়িনি ত্রিপথগামিনি শ্রীগঙ্গে ! আপনি নদীসমূহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। জীবসকল যে-কাল পর্য্যন্ত না আপনার নির্ম্মলজলে স্নান করে, সে-কাল পর্য্যন্তই তাহাদের দেহে পাপরাশি ও রোগসমূহ বর্ত্তমান থাকে ॥১০॥

যস্যাচ্যুত-বিরিঞ্চি-শিবাদয়োঽপি
শক্তা ন দেবনিকরা ব্রজিতুং মহিম্না।
পারং পরে পরমমোক্ষপদপ্রদাত্রি
তাং ত্বাং বদন্তি তটিনীমিব কেঽপিমোহাৎ ॥১১॥

হে পরমমুক্তিপদ-প্রদায়িনি শ্রীগঙ্গে ! শ্রীবিষ্ণু, শ্রীব্রহ্মা, শ্রীশিব ও দেবগণও যে আপনার অন্ত পান না, সেই আপনাকে কোন কোন ব্যক্তি মোহবশতঃই সামান্য নদ-মাত্র বলিয়া থাকে ॥১১॥

গঙ্গে সমস্তসুখদায়িনি কিঞ্চিদেব
জানাতি তে পশুপতির্ভগবান্ মহত্ত্বম্।
যস্মাদসৌ সুমনসাং প্রবরোঽপি ভক্ত্যা
ধত্তে সদা স্বশিরসা জগদীশ্বরি ত্বাম্ ॥১২॥

হে জগদীশ্বরি, সমস্ত সুখবিধায়িনি শ্রীগঙ্গে ! পশুপতি ভগবান শ্রীশিব আপনার মহত্ত্বের কিঞ্চিৎ অবগত আছেন ; যেহেতু, তিনি দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াও ভক্তির সহিত সর্ব্বদা আপনাকে শিরোপরি ধারণ করিয়াছেন ॥১২॥

গঙ্গে দেবী জগন্মাতঃ প্রসীদ পরমেশ্বরি।
পরিত্রাহি নমস্তুভ্যং রক্ষ মাং সেবকং স্বকম্ ॥১৩॥

হে জগজ্জননি, পরমেশ্বরি, দেবি শ্রীগঙ্গে ! আমি আপনার কিঙ্কর, আমি পুনঃ পুনঃ আপনাকে নমস্কার করিতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আমাকে পরিত্রাণ করুন, রক্ষা করুন ॥১৩॥

পরব্রহ্মস্বরূপাং ত্বাং সর্ব্বলোকৈকমাতরম্।
শক্নোমি কিমহং স্তোতুং ভ্রান্তধীস্তোঽত্র মোক্ষদে ॥১৪॥

হে মোক্ষদায়িনি শ্রীগঙ্গে ! আপনি পরব্রহ্মস্বরূপিণি এবং সর্ব্ব-লোকের একমাত্র জননী, আমি ভ্রান্তমতি, আপনার আমি কিই বা স্তব করিতে পারি ?১৪॥

শ্রীরামানুজাচার্য্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৬শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৩০ পৃষ্ঠার পর)

যামুনাচার্য্যের পরমপদ-প্রাপ্তির পর শ্রীরঙ্গস্থ বৈষ্ণববৃন্দ নেতৃ-বিহীন হইয়া কষ্টে কালযাপন করিতেছিলেন। কেহ শ্রীযামুনাচার্য্যের শক্তি-সমুদয় বর্ণন করিয়া বিলাপ করিতেন—কেহ-বা যামুনাচার্য্যের স্থান পূর্ণ হইবে না, নিশ্চয় করিয়া দুঃখিত ছিলেন এবং কেহ-বা মায়াবাদিগণের প্রবলোত্থান দেখিয়া শঙ্কিত হইয়াছিলেন। কোন কোন বৈষ্ণব যামুনাচার্য্যের অভাব পূরণের জন্য পূর্ণাচার্য্যকে অনুরোধ করিলেন। বলিলেন—আপনি সপরিবারে কাঞ্চীতে গমনপূর্ব্বক শ্রীরামানুজকে বিষ্ণুচিত্ত প্রভৃতি বৈষ্ণব-রচিত 'দ্রাবিড়-আম্নায়' গ্রন্থ দেখাইয়া আকর্ষণ করুন্। সুবিধা হইলে তাঁহাকে 'পঞ্চ-সংস্কার'সম্পন্ন করাইয়া শ্রীরঙ্গ-নগরে শ্রীযামুনচার্য্যের পদে স্থাপন করুন্। শ্রীপূর্ণাচার্য্য বৈষ্ণবগণের সৎপরামর্শ গ্রহণ করিলেন ও শ্রীরামানুজের উদ্দেশ্যে কাঞ্চী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পূর্ণাচার্য্যের সহিত দর্শন লাভের জন্য শ্রীরামানুজ পূর্ব্বেই কাঞ্চী হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। এক্ষণে পথিমধ্যে মথুরার নিকট 'অগ্রহার' গ্রামে উভয়েরই মিলন হওয়ায় পরস্পর পরস্পরের উদ্দেশ্য বুঝিলেন। শ্রীরামানুজ শ্রীপূর্ণাচার্য্যের নিকট সেইখানেই পঞ্চ-সংস্কার-সম্পন্ন হইবার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলে, পূর্ণাচার্য্য কাঞ্চীপুরীতে গমন করিয়া তদীয় বাসনা পূরণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। তাহাতে রামানুজ বিনীতভাবে শ্রীপূর্ণের নিকট বলিলেন,—প্রভো! আমার ভাগ্য নিতান্ত অপ্রসন্ন, মদীয় দুর্ভাগ্যের দোষে শ্রীযামুনাচার্য্য প্রকট-লীলার অবসান করিলেন; জানি না, আপনার মনে কি আছে। যেরূপেই হউক, আমাকে এইখানেই পঞ্চ-সংস্কার প্রদানপূর্ব্বক আমার দুরদৃষ্ট অপনোদন করুন্। নিদ্রিত অবস্থায়, ভোজন-কালে, পথ-ভ্রমণসময়ে, যুবাকালে বা বাল্যে যে-কোন অবস্থায় হউক না কেন, কালের বশযোগ্য হইবার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই, এজন্য শুভকার্য্য যতশীঘ্রই সম্পন্ন হয়, ততই মঙ্গল। এইসকল যুক্তিযুক্ত করুণোক্তি শ্রবণ করিয়া মহাপূর্ণ অগত্যা রামানুজের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—হে বিপ্র-কুলতিলক! এই পবিত্র সরসীতে স্নান করিয়া এস। এইখানে অদ্যই

আমি তোমাকে চক্রাঙ্কিত করিব। শ্রীপূর্ণাচার্য্য যথাবিধি রামানুজকে পঞ্চ-সংস্কার প্রদান করিয়া বলিলেন—হে বৈষ্ণবপ্রবর শ্রীযামুনাচার্য্যের প্রয়াণের পর পৃথিবীতে সৎসম্প্রদায়ের রক্ষকাভাব হইয়াছিল। তোমার পঞ্চ-সংস্কার সম্পন্ন হওয়ার পর হইতে তুমিই শ্রীবৈষ্ণবগণের রক্ষকপদ লাভ করিলে। তুমি প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধবাদীগণকে সমূলে উৎসাহিত করিয়া জগতের পরম-মঙ্গল বিধান করিবে। তোমাতেই এই অনির্ব্বচনীয়া শক্তি বিরাজ করিতেছে। রামানুজের সংস্কার-ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে সকলে মিলিয়া কাঞ্চীপুরী যাত্রা করিলেন। অচিরেই কাঞ্চীপূর্ণ এই মঙ্গলবহ সুসন্দেশ অবগত হইলেন। পূর্ণাচার্য্য ছয় মাসকাল কাঞ্চীপুরীতে সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে একদিন শ্রীরামানুজ জনৈক ক্ষুধিত শ্রম-ক্লিষ্ট বৈষ্ণবকে নিজগৃহে ভোজন করাইবেন মনে করিয়া তদীয় পত্নীকে পূর্ব্বদিনের পর্য্যুষিত ভোজ্য প্রদান করিতে বলিলেন। তদুত্তরে রামানুজের ভার্য্যা 'গৃহে কিছুই নাই'—বলিয়া পতির ইচ্ছায় অনুকূলা হইতে পারিলেন না। রামানুজ তাঁহার বাক্য সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে না পারিয়া পত্নীকে কার্য্যান্তরে। নিযুক্ত করিয়া পাকশালায় স্বয়ং গিয়া খাদ্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। গৃহান্তরে বহুল খাদ্য দর্শনপূর্ব্বক সরোষ বচনে পত্নীকে বলিলেন—"পাষাণ-হৃদয়ে, তোমার হৃদয় নিতান্ত কঠিন, অভাবগ্রস্ত ক্ষুৎ-পিপাসা-পীড়িত দরিদ্র ব্যক্তিকে কিঞ্চিৎ খাদ্য দিলে তোমার কিছুই অভাব হইত না। পণ্ডিতগণ এজন্যই বলিয়া থাকেন যে, নারীজাতিই জগতে যাবতীয় পাপের আকর। অতিথি-সৎকার গৃহস্থের একমাত্র ধর্ম্ম ; পতির আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া গৃহস্থের অতি-কর্ত্তব্য-ক্রিয়ায় তোমার অবহেলা সংসারোৎপাটনের মূল বলিয়া জানিবে।" এবম্প্রকার নানাবিধ উপদেশ বাক্যদ্বারা পত্নীকে শোধন করিবার প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু তাঁহার ভার্য্যা কিছুতেই বৈষ্ণবোচিত কোমল স্বভাবের অনুবর্ত্তী হইতে পারিলেন না। পত্নীর এবম্বিধ নানা প্রকার ব্যবহার দেখিয়া রামানুজ ক্রমশঃই ব্যথিত হইলেন।

আর একদিন, রামানুজ-পত্নী কূপ হইতে জল আনয়ন করিতে গিয়া দেখিলেন যে, মহাপূর্ণের পত্নী জল সংগ্রহের জন্য কূপের নিকট উপস্থিত হইলেন। উভয়ের ব্যস্ততাক্রমে এককালেই রজ্জুদ্বারা জলপাত্রদ্বয়

কূপমধ্যে পাতিত করিয়া উপরে তুলিবার সময় পূর্ণাচার্য্যের ভার্য্যার রজ্জু হইতে একবিন্দু জল রামানুজ-বণিতার কুম্ভে পতিত হইল। জলবিন্দু সংস্পর্শ হওয়ায় রামানুজ-জায়া নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া স্বামীর গুরুপত্নীকে ভৎর্সনাপূর্ব্বক বলিলেন,—"রে দুরাচারে! তুই নীচ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া সদাচার শিক্ষা করিস্ নাই? তোর সংস্পৃষ্ট জলদ্বারা আমার পবিত্র তোয় কলুষিত হইল, ইহা বুঝিতে পারিতেছিস্ না? তোরা কি জাতি, কিরূপ সম্ভ্রান্ত, তাহা বিচার না করিয়া আমার জল দূষিত করিতে উদ্যতা হইয়াছিস্।" এই প্রকার নানা রূঢ় বাক্যদ্বারা পূর্ণাচার্য্য-পত্নীর সহ বিবাদে প্রবৃত্তা হইলেন। শ্রীরামানুজ এই ঘটনা কিছুই জানিতে পারিলেন না। তাঁহার পত্নী পরুষবাক্য বলিবার পূর্ব্বে মনে করিলেন না যে, পূর্ণাচার্য্যের সহধর্ম্মিণী তাঁহার প্রভুর গুরুপত্নী। তাঁহার স্পৃষ্ট-জল সংস্পর্শে দূষিত হইবার পরিবর্ত্তে অধিক পতিব্রতা লাভ করিল কি না। 'গুরূচ্ছিষ্ট'—শিষ্যের পরম উপাদেয়'—এই সদাচার তাঁহার হৃদয়ে একবারও উদিত হইল না। তিনি সামাজিক কৌলীন্য, বংশ-মর্য্যাদা ও ঐশ্বর্য্যে বিমূঢ়া হইয়া সামাজিক গর্ব্বকেই সদাচার-মূলে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। মহাপূর্ণ এই বিবাদ শ্রবণ করিয়া তদীয় পত্নীকে বহু ভৎর্সনা দ্বারা বিনয় ও সদাচার শিক্ষা দিলেন; যাহাতে আর এই প্রকার অসামঞ্জস্য ব্যবহারের অনুদয় হয়, তজ্জন্য শ্রীরামানুজের সহিত পরামর্শ না করিয়াই নিস্তব্ধভাবে রঙ্গক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন।

শ্রীরামানুজ মহাপূর্ণের উদ্দেশে তদীয় গৃহে উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিলেন যে, শ্রীপূর্ণাচার্য্য ইতঃপূর্ব্বেই সপরিবারে চলিয়া গিয়াছেন। অনুসন্ধান করত শ্রীরামানুজ সমগ্র বৃত্তান্ত বুঝিতে পারিলেন। এই অন্যায় আচরণে তিনি কলত্রের প্রতি অনুরাগ-হীন হইয়া পড়িলেন। পত্নীর আচরণ নিজ ব্যবহারের সহিত সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিয়া, মনে মনে প্রতিকারের কল্পনা করিতে লাগিলেন। প্রকাশ্যতঃ ভার্য্যাকে বলিলেন—"সহধর্ম্মিণীর পবিত্র বিধি ভার্য্যার উল্লঙ্ঘন করা উচিত নহে। তুমি এই সর্ব্বজন-সমাদৃত ব্যবহারের বিরুদ্ধ আচরণপূর্ব্বক সংসার-সুখ বিনষ্ট করিলে। যে-পত্নী স্বামীর ধর্ম্মের অনুগমন করিতে অক্ষম, তাহার পক্ষে পিত্রালয়ে বাস করাই বিধেয়। তুমি গুরুপত্নীর প্রতি অসদ্ব্যবহার করিয়াছ। ইহার প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যই কর্ত্তব্য।"—এই সকল

উপদেশে পতিব্রতা সাধ্বীর জ্ঞানোদয় হইল না। শ্রীরামানুজ, পত্নীকে চিরকালের মত বিসর্জ্জন করিবার উপায় মনে মনে স্থির করিতে লাগিলেন।

ইহার কয়েক দিন পরেই তিনি একদিন শ্রীবরদরাজের সেবায় নিযুক্ত আছেন, এমন সময়ে একটী ক্ষুধিত ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট ভোজনের প্রার্থনা জানাইল। রামানুজও নিজ স্বভাবোচিত বদান্যতা-সহকারে ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—"আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমার গৃহে উপস্থিত হইয়া আমার পত্নীর নিকট হইতে ভোজ্য দ্রব্য সংগ্রহ করতঃ সেবা-সমাপনান্তে এখানে আসুন্। আপনাকে পাঠাইয়াছি—একথা আমার পত্নীর নিকট বলিবেন। ব্রাহ্মণী অবশ্যই সবিশেষ আদরপূর্ব্বক ভোজন করাইবেন। ভগবানের সেবার কাল উপস্থিত হইয়াছে, এজন্য আমি স্বয়ং আপনাকে বাটী লইয়া গিয়া সমাদর করিতে পারিলাম না, যেহেতু অতিথিসেবা অপেক্ষা শ্রীভগবানের সেবা শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।" ব্রাহ্মণ তদ্দণ্ডেই রামানুজের গৃহে গিয়া পত্নীর নিকট পতির ভাব অভিব্যক্ত করিলেন। দেবী ভিক্ষুক-ব্রাহ্মণের বাক্য শুনিয়া সরোষবচনে বলিলেন,—"অদ্য আমাদের গৃহে অন্ন অথবা তণ্ডুল কিছু মাত্র নাই, তজ্জন্য এখানে তোমার অপেক্ষা করিবার আবশ্যক নাই—অন্যত্র চেষ্টা কর। তাহাতে কষ্ট বোধ হয়, তবে তোমাকে যিনি পাঠাইয়াছেন তাঁহার নিকট গিয়া পুনরায় প্রার্থনা কর।" ভিক্ষুবিপ্র যথাকালে রামানুজের নিকট আসিয়া সমুদয় বর্ণন করিলেন। রামানুজ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণকে পুনরায় তদীয় পত্নীর নিকট পাঠাইলেন। এবারে ব্রাহ্মণকে ভিক্ষুক বেশে পাঠাইবার পরিবর্ত্তে তাঁহার হস্তে একখানি পত্র, হরিদ্রা ও একখণ্ড নববস্ত্র দিয়া বলিলেন,—"আপনি বাটীতে গিয়া প্রকাশ করিবেন যে, আমার শ্বশুরালয় হইতে আপনি আমার পত্নীকে তাঁহার ভ্রাতার বিবাহোপলক্ষে লইবার জন্য আসিয়াছেন। আপনি হরিদ্রা, নব-বস্ত্রখণ্ড ও পত্রখানি আমার পত্নীকে প্রদান করত পিত্রালয়ে যাইবার জন্য প্রস্তাব করিবেন।" রামানুজের অভিপ্রায় অনুসারে বিপ্রটী তাঁহার পত্নীর নিকট উপস্থিত হইয়া পত্রাদি দিলেন ও পিত্রালয়ে লইবার বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন। রামানুজ-জায়া বহু সমাদরে আগন্তুক বিপ্রকে ভোজনাদি করাইলেন। কিছুক্ষণ পরে রামানুজ গৃহে প্রত্যাগত হইয়া

অনবগত ভাবে পত্নীর নিকট হইতে পিতৃ-প্রেরিত আগমন-বার্ত্তা শুনিলেন ও তাঁহাকে তদীয় পিত্রালয়ে প্রেরণ করিবার সম্পূর্ণ অভিমত প্রকাশ করিলেন। পত্নীও প্রোৎফুল্ল-হৃদয়ে পিত্রালয়ের উদ্দেশ্যে বিপ্রের সহিত যাত্রা করিলেন।

এদিকে রামানুজ পত্নীর সহ চিরদিনের জন্য মনে মনে বিদায় গ্রহণ করত গৃহত্যাগের মানসে যত্নবান হইলেন। সন্ন্যাসের উপকরণাদি সংগৃহীত হইলে দেবরাজের ইচ্ছামত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অনন্ত সরোবরের তটে শ্রীযামুনাচার্য্যকে স্মরণপূর্ব্বক ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিলেন।

দেবরাজ স্বীয় সেবাধিকারী শ্রীকাঞ্চীপূর্ণকে তাঁহার সমক্ষে শ্রীরামানুজকে সমারোহের সহিত আনিবার জন্য আদেশ করিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ বরদরাজের ইচ্ছামত শ্রীরামানুজকে শিবিকারোহণ করাইয়া ধ্বজ-ছত্রাদি, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবাদি সমভিব্যাহারে ভগবন্মন্দিরে লইয়া আসিলেন। তৎকালে ব্রাহ্মণগণ স্বস্তিপাঠ ও বাদকগণ নানাপ্রকার বাদ্য করত শ্রীশঠকোপ মূর্ত্তিকে সম্মুখীন-পূর্ব্বক শ্রীরামানুজকে কাঞ্চী-পূর্ণের সহিত লইয়া বরদরাজের সমীপে উপস্থিত হইলেন। শ্রীরামানুজ বরদরাজকে যথাবিধি প্রণাম করত তদীয় কৃপাবর্ষণে সমর্থ হইলেন। অর্চ্চকগণের দ্বারা ভগবান্ রামানুজকে সবিশেষ সমাদর ও আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাঁহাকে 'যতীন্দ্র'-আখ্যা প্রদান করত মঠে প্রবেশ করিবার অধিকার দিলেন। যতিরাজ রামানুজ তুর্য্যাশ্রম অবলম্বন করিয়া শ্রীকাঞ্চীতে বাস করিতে লাগিলেন।

শ্রীকাঞ্চিপুরীর পূর্ব্বে অগ্রহার-নামক বিদ্বজ্জন-সমাবৃত গ্রামে রামানুজের ভগিনীপতি 'অনন্ত-দীক্ষিত' বাস করিতেন। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী রামানুজস্বসা লক্ষ্মীর পুত্র 'দাশরথি' মাতুলের লৌকিক প্রভাব জানিতে পারিয়া কাঞ্চীতে আগমনপূর্ব্বক শ্রীরামানুজের পাদপদ্ম আশ্রয় করিলেন। লক্ষ্মীর সাপত্ন্য-পুত্র মহাদেবী-তনয় 'কুরনাথ' ও রামানুজের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীকুর-নাথকে রামাংশ ও দাশরথিকে ভরতাংশ-সম্ভূত বলিয়া সম্মান দেওয়া হয়। শ্রীরামানুজ উভয়কেই শাস্ত্রাদি উপদেশ দিয়া শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলেন। (ক্রমশঃ)

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-মালা

[নবপ্রমেয়-সিদ্ধান্ত]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৬শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৩৫ পৃষ্ঠার পর)

অষ্টম অধ্যায়

কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি লাভই—মোক্ষ

উত্তর। মোক্ষ কত প্রকার ?

প্রশ্ন। লোকে—সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্যকে মোক্ষ বলে। তন্মধ্যে সাযুজ্যনির্ব্বাণ ও একত্বনামলব্ধ যে-মোক্ষ-চিন্তা তাহা নির্ব্বিশেষবাদের অন্তর্গত ভ্রমবিশেষ ; জীবের তাহা চিন্তনীয় নয়। ব্রহ্ম-পক্ষ হইতে বিচার করিলে তাহা এক প্রকার সিদ্ধ হয়। যখন যুগপৎ ভেদাভেদ সত্য বলিয়া সিদ্ধ হইয়াছে, তখন ভেদনাশক একমাত্র অভেদ-বাদ স্থায়ী হইতে পারে না।

প্র। তবে প্রকৃত মোক্ষ কাহাকে বলি ?

উ। বিশুদ্ধরূপে শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রয়-লাভকেই মোক্ষ বলি।

প্র। শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রয়-লাভকে কেন মোক্ষ বলিব ?

উ। শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রয় ও জড়সম্বন্ধ-মোচন যুগপৎ উপস্থিত হয়। মোচন কার্য্যটী ক্ষণিক উপস্থিত হইয়া ফলদান করত পর্য্যবসিত হয়। কৃষ্ণচরণামৃত-পানানন্দই নিত্যফলরূপেই অবস্থিত ; অতএব আর কাহাকে মোক্ষ বলিব ?

প্র। একটী উদাহরণ দিয়া বলুন।

উ। দীপ প্রজ্বলিত হওয়া ও অন্ধকার-নাশ যুগপৎ উদিত হয়। অন্ধকারনাশ—মোক্ষস্থানীয় তত্ত্ব এবং দীপালোক কৃষ্ণচরণামৃত-স্থানীয় তত্ত্ব। দীপালোক—নিত্য ; আর অন্ধকার নাশ নিত্য নয়, কোন সময় হইয়া থাকে ; আলোক প্রকাশই নিত্যতত্ত্ব।

নবম অধ্যায়

অমল কৃষ্ণভজনই—মোক্ষজনক

প্র। শ্রীকৃষ্ণচরণামৃত-লাভরূপ মোক্ষ কি করিলে পাওয়া যায় ?

উ। অমল কৃষ্ণভজন করিলে কৃষ্ণচরণামৃত লাভ হয়।

প্র। অমল কৃষ্ণভজন কাহাকে বলে ?

উ। জড়বদ্ধজীব কৃষ্ণসাম্মুখ্য লাভের জন্য যে সাধ্যমত মলশূন্য ভজন করেন, তাহারই নাম অমল কৃষ্ণভজন।

প্র। কৃষ্ণ-ভজনের মল কি কি ?

উ। ভোগবাঞ্ছা, নির্ব্বিশেষগতি-বাসনা ও সিদ্ধিকামনা—এ' তিনটী ভজন-মল।

প্র। ভোগবাঞ্ছা কাহাকে বলে ?

উ। ঐহিক ইন্দ্রিয়-সুখভোগ, পারত্রিক স্বর্গাদিভোগ ও শুষ্ক-বৈরাগ্যগত শান্তিসুখ, এই তিনপ্রকার ভোগবাঞ্ছা।

প্র। ইন্দ্রিয়-বিষয়-ত্যাগ, পরকালে সুখজনক ধর্ম্মত্যাগ ও বৈরাগ্য বিসর্জ্জন করিলে কিরূপে দেহরক্ষা হইবে, জগতের মঙ্গল সাধিত হইবে এবং বিষয়াগ্রহ-জনিত কষ্ট নিবৃত্তি হইবে ?

উ। ইন্দ্রিয়-বিষয় ত্যাগ করিতে হইবে না, জগন্মঙ্গল-জনক ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইবে না এবং শান্তিজনক বৈরাগ্যকে অনাদর করিতে হইবে না। তত্তদ্বিষয়ে যে ভোগবাঞ্ছা ও আগ্রহ তাহাই ত্যাগ করিতে হইবে।

প্র। তাহাই বা কিরূপে সম্ভব হয় ?

উ। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন পর্য্যন্ত সমস্ত শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক কার্য্য কর। ঐসকল সকল কার্য্য এইরূপে কর, যেন তদ্দ্বারা তোমার কৃষ্ণভক্তির সাক্ষাৎ অনুশীলন কার্য্যের সুন্দর সাহায্য হয়; কোন প্রকারেই যেন তদ্দ্বারা ঐ অনুশীলনের প্রতিবন্ধকতা না হয়। যে কিছু অবসর পাও তাহাতে সাক্ষাৎ অনুশীলন-কার্য্যের দ্বারা ভক্তিবৃত্তির পুষ্টি কর। তাহা হইলে কর্ম্ম, ধর্ম্ম ও বৈরাগ্য একত্র তোমার পরমোন্নতির সাধক হইবে।

প্র। জড়ীয় কর্ম্মসমূহই চিত্তত্ব হইতে বিলক্ষণ, তাহা করিতে গেলে কিরূপে চিৎস্বভাবের পুষ্টি হইবে ?

উ। সমস্ত বিষয়ে বিষয়জ্ঞানে ও বিষয়-সম্বন্ধে কৃষ্ণভক্তি জনিত ভাববিশেষকে মিশ্রিত কর। শ্রীবিগ্রহ-সেবায় সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে নিযুক্ত কর; কৃষ্ণ-প্রসাদ-সেবন, কৃষ্ণ-গুণানুকীর্ত্তন, কৃষ্ণচরণ-স্পৃষ্ট তুলসী-চন্দন আঘ্রাণ, কৃষ্ণকথার শ্রবণ-কীর্ত্তন, কৃষ্ণসম্বন্ধী ব্যক্তি ও বস্তুর স্পর্শন

ও কৃষ্ণদর্শন ইত্যাদি ক্রিয়াসকলদ্বারা তোমার কৃষ্ণানুরক্তি উদ্দীপিত কর। ক্রমশঃ সকল কর্ম্মই কৃষ্ণার্পিত হইলে তাহারা ভাবোদয়ের বাধক না হইয়া সাধক হইয়া পড়িবে।

প্র। যদি শরীর-যাত্রার জন্য সামান্য কর্ম্ম স্বীকার করি এবং অভ্যাসদ্বারা বাসনা নিবৃত্তি করি, তাহা হইলে জ্ঞান-সমাধিক্রমে কৃষ্ণ-ভক্তি উত্তমরূপে সাধিত হইতে পারে কি না?

উ। না! চিত্তগতরাগ ইন্দ্রিয়-বিষয় লইয়া আছে; যম, নিয়ম ও প্রত্যাহার-বিষয়ে চেষ্টা করিলেও তাহার ইন্দ্রিয় বিষয়-নিবৃত্তি দুর্ঘট; যেহেতু রাগকে যতক্ষণ আর একটী সুন্দর বিষয় না দেখাইবে, সে-পর্য্যন্ত রাগ পূর্ব্ববিষয় ত্যাগ করিবে না। রাগের স্রোতোমুখে যদি উৎকৃষ্ট বিষয় রাখ, তবে তাহাকে অবলম্বন করত তদ্গত হইয়া পড়িলে পূর্ব্ব-বিষয় সহজেই পরিত্যক্ত হইবে। অতএব পূর্ব্বে যে-প্রণালী উক্ত হইয়াছে, তাহাই অমল কৃষ্ণভজন।

প্র। তবে অমল কৃষ্ণভজন কাহাকে বলি?

উ। কর্ম্মাগ্রহবুদ্ধি, যোগচেষ্টা ও নির্ব্বিশেষ-মুক্তিবাঞ্ছার সহিত যে কৃষ্ণভজন তাহা 'সমল'; তদ্দ্বারা কৃষ্ণপাদপদ্ম-লাভরূপ মোক্ষপ্রাপ্তি হয়না।

প্র। অমল কৃষ্ণভজনের সংক্ষেপে ব্যবস্থা বলুন।

উ। নিষ্পাপভাবে শরীর ও সংসারযাত্রা-কার্য্যে যাহা কিছু ন্যায়পর হইয়া করা যায়, তাহাকে কৃষ্ণভক্তির-সহকারি-রূপে 'গৌণী-ভক্তি' বলিয়া অবলম্বন কর, যে কিছু অবসর পাও তাহাতে কৃষ্ণভক্তির সাক্ষাৎ অনুশীলন কর।

প্র। সাক্ষাৎ অনুশীলন কত প্রকার ও কি কি?

উ। নয় প্রকার; যথা—(১) শ্রবণ; (২) কীর্ত্তন; (৩) কৃষ্ণ-স্মরণ; (৪) পাদসেবন; (৫) অর্চ্চন; (৬) বন্দন; (৭) দাস্য; (৮) সখ্য; (৯) আত্মনিবেদন।

প্র। এ সকল অনুশীলনদ্বারা কি হইবে?

উ। ভাবোদয়ক্রমে প্রেমোদয় হইবে।

প্র। প্রেম কি?

উ। বাক্যের দ্বারা বলা যায় না; তাহা রস; অতএব আস্বাদনদ্বারা অবগত হও।

প্র। সাধনকালে কি কি বিষয়ে সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য ?

উ। বিকর্ম্ম, অকর্ম্ম, কর্ম্মজড়তা, শুষ্কবৈরাগ্য, শুষ্ক-জ্ঞান ও অপরাধ হইতে সতর্ক হইতে হয়।

প্র। বিকর্ম্ম কতগুলি ও কি কি ?

উ। বিকর্ম্ম অনেক প্রকার ; নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রবল পাপ, যথা—(১) দ্বেষ, (২) নিষ্ঠুরতা, ৩) ক্রূরতা, (৪) জীবহিংসা, (৫) পরস্ত্রী-লোভ, (৬) ক্রোধ, (৭) পরদ্রব্য-লোভ, (৮) স্বার্থপরতা, (৯) মিথ্যা, (১০) অবমাননা, (১১) গর্ব্ব, (১২) চিত্তবিভ্রম, (১৩) অপবিত্রতা, (১৪) জগন্নাশকার্য্য ও (১৫) পরের অপকার।

প্র। অকর্ম্ম কি কি ?

উ। নাস্তিকতা, অকৃতজ্ঞতা ও মহৎসেবার অভাব।

প্র। কর্ম্ম কি ?

উ। পুণ্যকর্ম্ম-সকলকে কর্ম্ম বলে ; পুণ্যকর্ম্ম অনেক প্রকার, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রধান—(১) পরোপকার, (২) গুরুজনের সেবা, (৩) দান, (৪) জগদ্বুদ্ধি, (৫) সত্য, (৬) পবিত্রতা, (৭) সরলতা, (৮) ক্ষমা, (৯) দয়া, (১০) অধিকার অনুসারে কার্য্য করা, (১১) যুক্ত-বৈরাগ্য ও (১২) অপক্ষপাত বিচার।

প্র। কর্ম্মজড়তা কি ?

উ। পুণ্যকর্ম্মদ্বারা যে জড়ীয় বস্তু লাভ হয়, তাহাকে যথেষ্ট মনে করিয়া চিদুন্নতির যত্ন হইতে পরাঙ্মুখ হওয়ার নাম কর্ম্ম-জড়তা।

প্র। শুষ্ক-বৈরাগ্য কি ?

উ। চেষ্টা করিয়া যে-বৈরাগ্য অভ্যস্ত হয়, তাহার নাম শুষ্ক বা ফল্গুবৈরাগ্য ; ভক্তি বৃদ্ধি হইলে যে বৈরাগ্য স্বয়ং উপস্থিত হয়, তাহার নাম বিরক্তি—'যুক্তবৈরাগ্য'।

প্র। শুদ্ধজ্ঞান কি ?

উ। যে জ্ঞান চিত্তত্বের বিশেষকে দেখিতে না পায়, তাহার নামই শুষ্কজ্ঞান।

প্র। অপরাধ কত প্রকার ?

উ। অপরাধ দুইপ্রকার—সেবাপরাধ ও নামাপরাধ।

প্র। অমল-ভজন সংক্ষেপতঃ কি প্রকার ?

উ। অনাসক্তভাবে সংসার স্বীকার করতঃ শুদ্ধজ্ঞান-লাভপূর্ব্বক সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলে অমল ভজন হয়।

দশম অধ্যায়

শব্দ, প্রত্যক্ষ, অনুমান—তিনটি প্রমাণ

প্র। প্রমাণ কি ?

উ। যাহাদ্বারা সত্যনিরূপিত হয়, তাহাকে প্রমাণ বলে।

প্র। প্রমাণ কয় প্রকার ?

উ। তিন প্রকার।

প্র। কি কি ?

উ। শব্দ, প্রত্যক্ষ ও অনুমান।

প্র। শব্দপ্রমাণ কাহাকে বলে ?

উ। স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানাবতার-স্বরূপ অখিল-বেদই শব্দ-প্রমাণ,—ইহাই সর্ব্ব-প্রমাণশ্রেষ্ঠ ; যেহেতু ঐ প্রমাণ ব্যতীত প্রকৃতির অতীত তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না।

প্র। কেন প্রত্যক্ষ ও অনুমানদ্বারা 'ঈশ্বর ও পরলোক' লক্ষিত হয় না ?

উ। ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানসকলই প্রত্যক্ষ-প্রমাণ। অনুমান কেবল তদ্দৃষ্টে কোন প্রকার ব্যাপ্তি-বোধ। ইহারা কেবল জগতের জ্ঞান দান করিতে পারে।

প্র। তবে পরমার্থ-তত্ত্বে প্রত্যক্ষ ও অনুমান কেন স্বীকার করি ?

উ। শব্দপ্রমাণ-দ্বারা যাহা লব্ধ হয় তাহার পারিপাট্য-সিদ্ধিকার্য্যে প্রত্যক্ষ ও অনুমান কার্য্যকারক হইয়া থাকে।

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

—মুদ্রণ-প্রমাদ—

৩৬শ বর্ষের, ১০ম সংখ্যায় "বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তমালা" শিরোনামা প্রবন্ধে ৩৩৩ পৃষ্ঠার ১২-১৩ লাইনে "তাহাই নিজসুখ" পংক্তি পর্য্যন্ত ষষ্ঠ অধ্যায় জানিতে হইবে। উহার পর হইতে "**সপ্তম অধ্যায়—জীবের তারতম্য**"-বিচার আরম্ভ হইয়াছে।

সুতরাং পাঠকবর্গকে ঠিক করিয়া 'অধ্যায় ও বিষয়'-বিচার পর্য্যায়ক্রম আলোচনা করিতে অনুরোধ জানাই। —**প্রকাশক**

চার্ব্বাক্-মতবাদের জন্মরহস্য

কোন সময়ে দৈত্যগণ দেবগণকর্ত্তৃক পরাভূত হইলে দানবাচার্য্য শুক্র দানবগণকে রক্ষার জন্য মহাদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। মহাদেবকে শুক্রাচার্য্য জানাইয়াছিলেন,—হে দেব! আমি দেবগণের পরাভব ও অসুরগণের হিতের নিমিত্ত আপনার নিকট হইতে মন্ত্র পাইতে প্রার্থনা করিতেছি; এরূপ মন্ত্র লাভ করিতে চাই, যাহা বৃহস্পতিতে নাই। মহাদেব বলিলেন,—তুমি যদি সহস্র বৎসর কণধূম পান করিয়া অধঃশিরা অবস্থায় সহস্র বৎসর তপস্যাচরণ কর, তবে আমার নিকট হইতে মন্ত্র লাভ করিতে পারিবে।

মহাদেবের আদেশে ভার্গব তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলে, বৃহস্পতি-পুরঃসর দেবগণ অসুরগণকে আক্রমণ করিলেন। দৈত্যগণ দেবগণের উৎপাত সহ্য করিতে না পারিয়া 'কাব্যমাতার (শুক্রপত্নীর) শরণ গ্রহণ করিল। কাব্যমাতা অসুরগণের রক্ষার্থ দেবগণকে মায়া-নিদ্রায় অভিভূত করেন। দেবগণের তাদৃশ অবস্থা অবলোনপূর্ব্বক ভগবান্ বিষ্ণু ইন্দ্রকে বলিলেন যে,—তুমি আমাতে প্রবেশ কর, তাহা হইলে তোমার মঙ্গল হইবে। ভগবদাদেশে ইন্দ্র তাঁহাতে প্রবেশ করিলে, 'কাব্যমাতা' ইন্দ্রসহ বিষ্ণুকে দগ্ধ করিবার জন্য তপোবন প্রকাশ করিলেন। তখন ইন্দ্র কাব্যমাতার বিনাশার্থ ভগবান্‌কে প্রার্থনা জানান। বিষ্ণুও সুদর্শন-চক্রদ্বারা কাব্যমাতার শিরচ্ছেদ করেন। কিন্তু শুক্র মন্ত্রবলে পত্নীর শির তাহার শরীরে সংযত করিয়া তাহাকে পুনর্জীবিত করেন। শুক্র-পত্নীর পুনর্জীবন প্রাপ্তি দর্শনে ইন্দ্র ভীত হইয়া নিজ কন্যা জয়ন্তীকে বলিলেন—বৎসে, বর্ত্তমানে শুক্র ইন্দ্র-নাশার্থ দারুন তপস্যা করিতেছেন। তুমি তাঁহার নিকট গিয়া অনুকূল সেবাদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাকে মুগ্ধ কর, তোমাকে শুক্রকে দান করিলাম।

জয়ন্তী শুক্রকে কণধূম পান করত অধঃশিরা অবস্থায় দেখিয়া অঙ্গ-সম্বাহন, মধুর ভাষণাদিদ্বারা শুক্রের বিবিধ সেবা করিতে থাকেন। ঘোর ধূমব্রত পূর্ণ হইলে সহস্রবৎসরান্তে ভগবান্ শম্ভু সন্তুষ্ট হইয়া শুক্রকে দেবগণকে পরাভূত করিবার শক্তি ও অন্যের অবধ্য বর প্রদান করিলেন। মহাদেব অন্তর্দ্ধান করিলে পর শুক্রাচার্য্য ইন্দ্রকন্যা জয়ন্তীর অভিপ্রায়ানুসারে সকলের অদৃশ্য হইয়া তাহার সহিত শতবর্ষ বিলাস

করেন। ইত্যবসরে দেবরাজ নিজ গুরুর নিকট শুক্রের অন্তর্দ্ধান-কার্য্য বিজ্ঞাপিত করিয়া দৈত্যগণকে বাধ্য করার জন্য অনুরোধ করেন।

দেবগুরু বৃহস্পতি ইন্দ্রের কথামত শুক্রাচার্য্যের রূপ ধারণপূর্ব্বক দৈত্যগণকে মোহন করিবার জন্য শত বৎসর তাহাদের পৌরহিত্য করেন। শত বর্ষান্তে উশনা প্রত্যাগত হইলে দানবগণ দেখিল যে, সভায় এক শুক্র, আবার বাহিরে অপর শুক্র দণ্ডায়মান। এটী একটী সুমহান্ কৌতুক-বিশেষ বলিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং বলিল যে, এ-বিরোধের প্রতিকার কি ?

শুক্রাচার্য্য বৃহস্পতিকে তাঁহার রূপ ধারণপূর্ব্বক সভায় উপবিষ্ট দেখিয়া বলিলেন,—হে সুরগুরো ! তুমি কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছ ? ইহারা জানে না যে, তুমি আমার রূপ ধারণ করিয়া ইহাদিগকে মুগ্ধ করিতেছ। কিন্তু ইহা তোমার উচিত নহে। তোমার বিদ্যার্থী পুত্র কচ আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। দানবগণ তাহার পরিচয় পাইয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছিল। সুতরাং তোমার ঈদৃশ বিচার নিতান্ত অযোগ্য।

তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া বৃহস্পতি হাস্য করিতে থাকিলেন। দৈত্যাচার্য্য তখন দৈত্যগণকে বলিলেন,—হে অসুরগণ ! পৃথিবীতে পরদ্রব্যাপহারক চৌর অনেক আছে ; কিন্তু এইরূপ পর-রূপ-দেহাপহারক চৌর অতি বিরল। তোমরা ইহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া লবণ-সমুদ্রে নিক্ষেপ কর। তোমরা দেবগুরু-দ্বারা মোহিত হইয়াছ, তাহা জানিতে পারিতেছ না। তোমরা আমার অবর্ত্তমানে অন্যকে পুরোহিতের আসনে বসাইলে কেন ? আমি মহাদেবের আরাধনা-নিমিত্ত কিছুদিন অন্তরালে ছিলাম এবং তাঁহার নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া সফলকাম হইয়া ফিরিয়া দেখি যে, আমার আসনে বৃহস্পতি উপবিষ্ট। বৃহস্পতি তখন দৈত্যরাজকে বলিলেন, হে রাজন্ ! আমি মদ্রূপধারী, ইনি কি দেব, দানব অথবা নর, তাহা অবগত নহি, কিন্তু ইনি বঞ্চনার্থ সমাগত জানিও। দৈত্যগণ "সাধু সাধু" বলিয়া বলিতে লাগিল,—"আমাদের পুরোহিত পূর্ব্বেও যিনি ছিলেন, এখনও তিনিই আছেন। ইহাঁর সহিত আমাদের কোন কার্য্য নাই ; ইনি যথা হইতে আগমন করিয়াছেন, তথায় প্রত্যাগমন করুন।" তখন 'কাব্য' সক্রোধে দানবগণকে অভিশম্পাত করিলেন—

তোমরা যেরূপ আমাকে ত্যাগ করিলে, তদ্রূপ অচিরে গতশ্রী ও গতপ্রাণ হইবে এবং ঘোর আপদ্ প্রাপ্ত হইবে। অতঃপর তিনি তপোবনে গমন করেন। এদিকে বৃহস্পতি আরও কিছুকাল দানবগণকে পালন করিলেন।

বহুদিন গত হইলে দৈত্যগণ বৃহস্পতিকে বলিল,—হে গুরো! এই অসার সংসার হইতে আমরা যাহাতে অনায়াসে মোক্ষ-পদবী লাভ করিতে পারি, তদ্রূপ জ্ঞান উপদেশ করুন। তখন দেবগুরু বলিলেন,—আমারও এইরূপই অভিপ্রায়। তোমরা শুচি ও সমাহিত হইয়া মোক্ষদায়ক জ্ঞান গ্রহণ কর। ইহলোকে ঋক্, সাম, যজুর্ব্বেদ সকল প্রাণিগণের দুঃখপ্রদ জানিও। ঐহিক স্বার্থপর ব্যক্তিগণই যজ্ঞ বা শ্রাদ্ধাদি কার্য্যসকল সৃষ্টি করিয়াছেন। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বা শৈব-ধর্ম্মাদি সকলই হিংসাপ্রায়—সুতরাং তাহা কুধর্ম্ম। অর্দ্ধনারীশ্বর রুদ্র ভূতবেষ্টিত ও অস্থি-শোভিত থাকিয়া কিরূপে মোক্ষপ্রাপ্ত হইবেন? লোকসকল তাঁহার আদর্শে বৃথা ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছে। হিংসায় অবস্থিত থাকিলে বিষ্ণুই বা কিপ্রকারে মোক্ষ লাভ করাইবেন? রজোগুণাত্মক ব্রহ্মার সৃষ্টিই উপজীব্য। দেবর্ষি আদি যাঁহারা পক্ষাশ্রিত, তাঁহারা সকলেই মাংসাদ বলিয়া ক্রূর ও পাপকারী।

মদ্যপানের দ্বারা দেবগণ অথবা মাংসাহার দ্বারা ব্রাহ্মণগণ কিরূপে স্বর্গ বা মোক্ষ লাভ করিবেন? শ্রুতিতে যেরূপ যজ্ঞ বা শ্রাদ্ধাদির ফল শ্রুত হয়, তাহা একেবারে অসম্ভব। যূপ-কাষ্ঠে পশু আবদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে ছেদন করিলে পৃথিবী রুধির-সিক্ত করিলে যদি স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, তবে নরকে গতি হইবে কাহার? যদি একজনের ভোজনদ্বারা অন্যের তৃপ্তি সম্ভব, তবে কেহ প্রবাসে গমন করিলে তাহার গৃহে বসিয়া শ্রাদ্ধ করিলে সেই প্রবাসগামীর ভোজন-সম্ভার বহনের ক্লেশের প্রয়োজন থাকে না। আকাশগামী বিপ্রগণ মাংসভক্ষণের হেতু অধঃপাতিত হন। মৈথুনের দ্বারা কিরূপে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়? চন্দ্র বৃহস্পতির ভার্য্যা তারাকে হরণ করিয়া বুধকে উৎপাদন করিয়াছিলেন। বৃহস্পতি তাহাকে নিজ-পুত্র বলিয়া গ্রহণ করেন। ইন্দ্র গৌতম ঋষির পত্নী অহল্যাকে হরণ করেন। তোমরা দেখ যে, ইহা কিরূপ ধর্ম্ম? যেখানে এইরূপ ধর্ম্ম, সেখানে পরমার্থ কোথায়?

গুরুর তাদৃশ পারমার্থান্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া দৈত্যগণ কৌতূহলাক্রান্ত ও ভবার্ণবে বিরক্ত হইয়া গুরুকে নিবেদন করিল,—হে গুরো! আমরা এই সংসারের ব্যাপারে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া মোক্ষাকাঙ্ক্ষী হইয়াছি। আপনি আমাদের কেশাকর্ষণপূর্ব্বক ভববন্ধন হইতে উদ্ধার করুন। আমরা আপনার শরণাগত। আপনি আমাদিগকে দীক্ষিত করুন! আমরা কোন্ দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করিব,—বলুন? স্মরণ, ধ্যান, ধারণা বা উপবাসাদি কোন্ উপায়ে ভবার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারি, তাহা উপদেশ করুন; আমরা সংসারে কুটুম্ব ভরণ-ব্যাপারে বিরক্ত।

তাহাদের তাদৃশ শ্রদ্ধা দর্শনে দেবগুরু চিন্তা করিলেন—এই সকল শ্রদ্ধালু ব্যক্তিকে শ্রুতিবাহ্য যুক্তির দ্বারা বঞ্চনা করিলে আমাকে নরকে বাস করিতে হইবে। নিরীশ্বর মতবাদ ত্রিলোকের হাস্যাস্পদ। এই ভাবিয়া তিনি ভগবান্ বিষ্ণুকে চিন্তা করিতে থাকিলে, ভগবান্ মহামোহকে উৎপাদন করিয়া বৃহস্পতির নিকট প্রেরণ করিলেন এবং বলিলেন,—এই মহামোহ স্বয়ং সমস্ত দৈত্যকে বেদবাহ্য মতবাদের দ্বারা মোহন করিবে। এই বলিয়া তিনি অন্তর্দ্ধান করিলেন। তৎপর সেই মহামোহ দিগম্বর ও রক্তাম্বররূপে আবির্ভূত হইয়া দৈত্যগণকে যে-সকল যুক্তি উপদেশ করেন, তাহাই লোকায়ত ও আর্হৎ-মতবাদরূপে জগতে প্রচারিত হইয়া রহিয়াছে। সেইসকল মতবাদ-সম্পর্কে সময়ান্তরে পরবর্ত্তি সময়ে আলোচনার আশা রহিল।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

নকল ভাবের শান্তি

কোন একজন ধনীর গৃহেতে
এক সাপুরে একদা।
আরম্ভ করিল তাণ্ডব নৃত্য
করি' মনটি সুখদা॥
বাসুকীর আবেশ সাপুরের দেহে
সেই ভাবে করে নৃত্য।

কালীয়-দমনের গান ধরিল
যত ছিল তার ভৃত্য ॥
হরিদাস ঠাকুর পেঁাছিয়া সেথায়
লীলা দেখি' গেল মূর্চ্ছা'।
পরে যে আবার সংজ্ঞা লভিয়া
নৃত্য জুড়িল আচ্ছা ॥
অলৌকিক ভাব দর্শন করিয়া
সাপুরে দাড়ায়ে দূরে।
হাত জোড় করি সসম্ভ্রমে তবে
নমস্কার করে তারে ॥
সাত্ত্বিক বিকার প্রকাশ পাইল
হরিদাসের সারা অঙ্গে।
তাঁহারে বেড়িয়া সাপুরের দল
আরম্ভিল কীর্ত্তন রঙ্গে ॥
মহাভাগবতের চরণের রেণু
মস্তকে করি' ধারণ।
হাজার কণ্ঠে গাহিল সেথায়
ঠাকুরের জয় গান ॥
ধূর্ত্ত ও কপট, ব্রাহ্মণ এক
উপস্থিত ছিল তথা।
হরিদাসের প্রতিষ্ঠা দেখিয়া
জ্বলে গেল তার মাথা ॥
ভাবিতে লাগিল, "ব্রাহ্মণ আমি,
উচ্চকুলে মোর জন্ম।
যবন সত্ত্বেও হরিদাস ঠাকুরে
সবাই বলিছে ধন্য ॥

মূর্খ যবনের নৃত্য দেখিয়া
সবে করে তারে ভক্তি।
কৃত্রিম ভাব দেখালেও তবে
পাব আমি স্তব-স্তুতি ॥"

এত চিন্তি সেই ব্রাহ্মণ তবে
ভূমে দিল গড়াগড়ি।
কৃত্রিম-ভাব বুঝিয়া সাপুড়ে
(তার) অঙ্গেতে দিলেক বাড়ি ॥

'বাপ' 'বাপ' বলি পলাইল দূরে
তবে সেই ভঙ্গ বিপ্র।
সাপুরের বেত জানাইয়া দিল
'দূর হও তুমি 'নক্র' ॥

উপস্থিত জন হইল অবাক
দেখি' সাপুরের কর্ম্ম।
সাপুড়েকে কহে,—"ভাবুকে মারিলে
বুঝি না তোমার মর্ম্ম" ॥

সাপুড়ে কহিল,—"নকল ভাবের
এই সদা হয় শাস্তি।
শত চেষ্টাও করি' ব্রাহ্মণের
প্রতিষ্ঠা হবে যে নাস্তি ॥

নকল ভাবকেলি দেখায় যে-জন
প্রতিষ্ঠা কেনার তরে।
চৌরাশী লক্ষ জনম ধরি' সে—
(ভবে) ঘূর্ণ পাক খেয়ে মরে ॥

—শ্রীবলভদ্রদাস ব্রহ্মচারী

জীবের বদ্ধদশা হইতে মুক্তির উপায়

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৩৬শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৫০ পৃষ্ঠার পর)

আমরা যখন মাতৃগর্ভে ছিলাম, তখন অত্যন্ত কষ্ট-যন্ত্রণার মধ্যে দিয়া ভগবানকে নিরন্তর স্মরণ করিতাম। তখন ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদেরকে একবার দর্শন দান করিয়াছিলেন এবং ভগবানের শ্যাম-সুন্দরমূরতী দর্শন করিয়া তাঁহাকে অনেক স্তব-স্তুতি করিয়াছিলাম; বলেছিলাম,—হে ভগবান! আমি গর্ভের মধ্যে অনেক দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি; হে মধুসূদন! 'ত্রাহি মাং মধুসূদন'- আমাকে ত্রাণ কর। পরম করুণাময় ভগবান্ স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—দেখ, জন্ম-গ্রহণ করিবার পর মর্ত্ত্যে আমার সাধন-ভজন করবি তো? তাহ'লে আর তোদেরকে এই দুঃখভোগ করিতে হইবে না। ভগবানের বাক্যানুসারে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়াছিলাম, প্রকৃতির নিয়মানুসারে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দশমাসে জন্মগ্রহণ করিলাম, জন্ম হইবামাত্র মায়া পিশাচী আমাদের গ্রাস করিল, যতই বড় হইতে শুরু করিলাম, মায়ার প্রতি ততই আসক্তি-মমতা বর্দ্ধিত হইল, তাহাদ্বারা পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা ভুলিয়া মায়িক-সংসারে আবদ্ধ হইলাম; তখনই ইহসংসারে আমি আমার প্রভৃতি করিয়া বন্ধুবর্গ বিনষ্ট হইয়া যায়, এরূপ দ্বিতীয়াভিনিবেশ বশতঃ বিভিন্ন প্রকারে শোক-মোহাদির মধ্যে পতিত হইলাম,—যতদিন পর্য্যন্ত শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবগণের কৃপা না হয় ও ভগবানের কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত উক্ত শোক-মোহ হইতে নিস্তার লাভ করিতে পারি না। বিশেষতঃ শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারাই 'আমি আমার' অন্তর্গত শোক-মোহ, ভয় দূরিভূত হয়। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে বর্ণনা আছে যে,—গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু হইতেই ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়া তিনি তদীয় কৃপাতে এই জগতের অবস্থা দর্শনপূর্ব্বক ভয়ে ভীত হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন, যথা --

ভাবদ্ভয়ং দ্রবিণদেহসুহৃন্নিমিত্তং
শোকঃ স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্ত্তিমূলং
যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ॥ (ভাঃ ৩।৯।৬)

হে ভগবান্, যে-কাল পর্য্যন্ত মনুষ্যগণ, আপনার শ্রীপাদপদ্ম প্রকৃষ্টরূপে বরণ না করে, সেই কাল পর্য্যন্তই তাহার অর্থ, দেহ, আত্মিয়-স্বজন বন্ধুবর্গ পাছে বিনষ্ট হয়, তজ্জন্য ভয় ও উহাদের বিনাশে শোক ও পুনরায় তাহাদিগকে প্রাপ্তির আশায় সর্ব্বদা আগ্রাহন্বিত, তদনন্তর তিরস্কার, তথাপি উহাদের জন্য বিপুল তৃষ্ণা পুনরায় কোন প্রকারে প্রাপ্তি হইলে আমি ও আমার জড়াসক্তি বিদ্যমান থাকে। তবে এই আসক্তি-গুলিকে পরিত্যাগ করিবার একটি মাত্র উপায় আছে। যদি যথাযথ সাধুমুখে শ্রীহরিকথা শ্রবণ করে। নইলে ইহার নিবৃত্তির দ্বিতীয় পন্থা নাই। তাই নবধাভক্তির সর্ব্ব প্রথম শ্রবণ বলিয়া প্রহ্লাদ মহারাজ কর্ত্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ শ্রবণের মধ্যে কোন প্রকার কামনা-বাসনা থাকিলে কিন্তু শ্রবণের প্রকৃত ফল লাভ হইবে না। যেমন, কর্ম্মি-সম্প্রদায় তাহারা যে ভাগবতাদি শ্রবণ করিয়া থাকে, তাহাদের জাগতিক কিছু ঐশ্বর্য্য তথা পুত্রপৌত্রাদির বাসনায়। তাহারা জানেনা কৃষ্ণে ভক্তি করিলে, অনায়াসেই সব কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়; সুতরাং ইহাদের দুর্ভাগ্য ব্যতীত আর কি হইতে পারে? আবার জ্ঞানি-সম্প্রদায় যে মুক্তি পাইবার বাসনা করে, কিন্তু সেই মুক্তিও ভক্তের নিকট তুচ্ছ ও হেয় পদার্থ-বিশেষ, শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—

"দীয়মানং ন গৃহ্ণতি বিনা মৎ সেবনং জনাঃ"

মৎপরায়ণ ভক্তগণ তাহাদেরকে আমার চতুর্বিবধ মুক্তি দান করিলেও তাহারা গ্রহণ করে না; কেবলই আমার সেবা তাহারা চায়। ভবানের শ্রীমুখের উক্ত বাণী-দ্বারা জানায়াইছেন, যে, জগতের লোক সে-মুক্তির জন্য সহস্র সহস্র বৎসর তপস্যা, যাগ-যজ্ঞাদি করিয়া থাকে। কিন্তু আমার ভক্তগণকে সেগুলি অনায়াসেই দিয়া থাকি। সুতরাং কর্ম্মী-জ্ঞানি-যোগীদের ন্যায় কামনা-বাসনার অন্তর্গত থাকিলে কোন দিন ভগবান্‌কে লাভ তো দূরের কথা, সাধারণ সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি পাওয়া যাইবে না। অতএব শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন —

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তি, মুক্তিসিদ্ধি কামী সকলই অশান্ত॥

আনন্দকন্দ প্রেমময় ভগবান্ ভক্তের কাছে একমাত্র ভক্তির দ্বারাই বশীভূত, শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিত ॥
(ভাঃ ১১।১৪।২০)

হে উদ্ধব! আমি অজিত ভগবান, আমাকে একমাত্র আমার ভক্ত ভক্তিদ্বারাই বশীভূত করিয়া থাকে। কিন্তু কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী বেদ অধ্যায়নকারী ব্রাহ্মণগণ, সাংখ্যযোগের দ্বারা আমি বশীভূত নই। তাই শাস্ত্রাদিতে দেখা যায়, ভগবান কোথাও জ্ঞানিবৎসল, কর্ম্মীবৎসল, যোগীবৎসল, বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই। কিন্তু কেবল 'ভক্তবৎসল' বলিয়া পরিচিত। অতএব সেই ভক্তের চরণে শরণাপন্ন হইলে ভগবদ্ প্রাপ্তি হইয়া থাকে! ভক্তের নিকট ভগবদ্কথা শ্রবণ করিলে আমাদের হৃদয় নির্ম্মল হয় ও ক্রমে ক্রমে শ্রদ্ধা-রতি হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত আছে,—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ (ভাঃ ৩।২৫।২৫)

সাধুমুখে উচ্চারিত ভগবানের কথা শ্রবণ করিলে আমাদের জড়-কর্ণ ভেদ হইয়া হৃদয়-মাঝারে জীবাত্মার কর্ণে প্রবেশ করে, সেই শ্রবণের দ্বারা বাসনারাশী নির্ব্বাপিত হইয়া অবশেষে কৃষ্ণে রতি-ভক্তি লাভ হইয়া থাকে, কেহ যদি সাধুর আনুগত্য স্বীকার না করে তাহা হইলে ঐ ভাগবতীয় কথা শ্রবণ অতি দুর্ল্লভ, রতিভক্তি, দুর্ল্লভ ও ভগবৎ প্রাপ্তিও দুর্ল্লভ জানিতে হইবে। কিন্তু ভগবদপ্রাপ্তি না হইলে মনুষ্য-জীবন বৃথাই যাইবে। আমরা সত্য সত্যই যদি অন্তর্নিহিত ভাবে চিন্তা করিয়া দেখি তাহা হইলে বুঝিতে পারিব আমাদের জীবনের অবস্থা কি। এবং এই মানুষ্য জীবন সে অল্পভাগ্যে লাভ হয় নাই—ইহাও তখন বুঝিতে পারিব। শ্রীমদ্ভাগবত (১১।৯।২৯) বলেছেন,—

লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহু সম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদম নিত্যমপীহ ধীরঃ।
তুর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বত স্যাৎ ॥

বহু কোটী কোটী জন্ম-জন্মান্তরে এই দুর্লভ মনুষ্য জীবন লাভ হইয়াছে। কিন্তু এই শরীরটী অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী, ইহা দুর্লভ হইলেও সুলভ হইয়াছে। কেন না যদি আমার বৃক্ষ-পত্রাদিরূপে জন্ম হইত তাহা হইলে কোন প্রকারে হরিকথা শ্রবণ ও সাধুসঙ্গ লাভ হইত না। কিন্তু কোটী কোটী জন্মের পরে দুর্লভ বস্তু সুলভ হইয়াছে। সুতরাং যতদিন জীবিত থাকা যায়, তাই জগতের কোন বস্তুর প্রতি আসক্ত না হইয়া জীবনের শেষ পর্য্যন্ত শ্রেষ্ঠ বস্তুতে যাহাতে রতি হয় অর্থাৎ ভগবৎ লাভে জীবন ধন্য হয় তজ্জন্য সদা সর্ব্বদা চেষ্টা করিতে হইবে। আর যদি অবহেলা করি, তখন আবার ৮৪ লক্ষ যোনী ভ্রমণ করিতে হইবে, সন্দেহ নাই। সুতরাং জাগতিক বস্তুর প্রতি আসক্ত না হইয়া পরমার্থ কৃষ্ণ-ভক্তির প্রতি আসক্ত হওয়া উচিত। জাগতিক আশা ও আসক্তি দুঃখের কারণ। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে, এক সময়ে চিত্রকেতু রাজার যখন রাজত্বকাল ছিল, সেই সময় তাহার কোন পুত্রাদি লাভ না হওয়ায় ভবিষ্যতে কে রাজ্য পরিচালনা করিবে, সেই চিন্তায় তাঁহার চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল; সাধারণতঃ দেখা যায়, যাহার গৃহে অর্থাদি নাই তাহার সংসার কিরূপে প্রতিপালিত হইবে যেমন সে দিবারাত্র চিন্তা করে ও অবশেষে বিভিন্ন প্রকারে ছল-চাতুরী কপটতার আশ্রয়পূর্ব্বক পাপকর্ম্মে লিপ্ত হয়; তদ্রূপ রাজ্য কে পরিচালনা করিবে পুত্রাদির হেতু চিত্রকেতু মহারাজ সেইরূপ চিন্তায় পতিত হইয়া এক এক করিয়া অসংখ্য বিবাহ করিলেন; শেষ পর্য্যন্ত কোন রাণীর গর্ভে একটী পুত্র সন্তানও জন্মগ্রহণ করিল না। রাজা রাজ্য পরিচালনা করিতেছেন বটে, কিন্তু চিত্ত তাহার সুস্থ নয়, একদিন তিনি রাজসিংহাসনে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন, যদৃচ্ছাক্রমে নারদ ঋষি ও অঙ্গিরা ঋষি উপস্থিত হইলেন। ঋষিগণকে দর্শন মাত্রই চিত্রকেতু রাজা সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক গদ-গদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—হে ঋষিবর! আপনারা নিশ্চয় আমার কল্যাণ চিন্তা করিয়া গৃহে আগমন করিয়াছেন, এখন আমি পুত্রহীন তাই চিন্তায় ব্যাকুল। বলুন, ভবিষ্যতে আমার রাজ্য কে পরিচালনা করিবে? আমি অনাথ, দীন, হীন, মন্দ-মতি, আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন যাহাতে আমার পুত্রসন্তান লাভ হয়। কৃষ্ণ-ভক্তগণের হরিকথাই জীবনের সার, তাহারা গৃহমেধীগণের

গৃহে গমন করেন তাহাদের আত্মকল্যাণ করিবার জন্য। সেইরূপ চিন্তাধারা লইয়া ঋষিগণ তাহার গৃহে আগমন করিয়াছিলেন; কিন্তু রাজার পুত্রবাসনায় তদীয় চিন্তায় চিত্ত ভরপুর, কেমন করিয়া ঐ চঞ্চলচিত্তে হরিকথা প্রদান করিবেন? কেননা, কামনা-বাসনাময় জীবের চিত্তে কোনদিনই ভগবানের কথা স্থান লাভ করিতে পারে না। তাই হরিকথা উপদেশ না করিয়া চিত্রকেতু রাজাকে ভবিষ্যতে চিন্তা করিয়া একটী কথা বলিলেন,—হে রাজন! তুমি যে এই পুত্র সন্তানের জন্য এত কাতর হইয়াছ, কিন্তু পুত্র লাভ হইলে তোমার ইহা হইতে আরও অধিকতর দুঃখ বর্দ্ধিত হইবে চিন্তা করিয়াছ কি? ঋষিগণের ঐরূপ কথায় রাজা চিন্তা না করিয়া বলিলেন, দুঃখ হউক তথাপি আমার পুত্র প্রয়োজন, তখন ঋষিগণ স্থির করিলেন পুত্রের দ্বারা যে দুঃখ লাভ হয়, তাহা রাজাকে বুঝাইতে হইবে। তৎপরে হরিকথা উপদেশ। তখন ঋষিগণ একটী গাছের শিকড় লইয়া ও তৎসঙ্গে তাহাদের শুভাশীর্ব্বাদ-বিগ্রহপূর্ব্বক রাজার হস্তে প্রদান করিয়া তাহার রাণীগণের মধ্যে সর্ব্বশেষ ছোট রাণীকে খাওয়াইতে বলিলেন। তৎপরে ঋষিগণ চলিয়া যাইবার পর রাজা গোপনে তাহার প্রিয়া ছোট রাণীকে উহা খাওয়াইলেন; প্রকৃতির নিয়মানুসারে দশ মাস দশদিনে একটী অপূর্ব্ব পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করিল; তখন রাজার আর আনন্দের সীমা নাই। রাজবাড়ীতে হৈ চৈ রব ও রাজ্যে প্রজাদের নিকট এই আনন্দ-সংবাদ পৌঁছাইল; প্রজাগণ আনন্দের সহিত রাজার পুত্রকে দর্শনে আসিলেন ও সবাই রাজার জয়গান ও তদীয় ছোটরাণীর গুণগান করিতে লাগিলেন; এদিকে রাজা সর্ব্বসময় সেই ছোটরাণীর নিকটে থাকিতেন। রাজার ঐরূপে ছোটরাণীর নিকটে থাকার জন্য তাহার অন্য রাণীদের মধ্যে হিংসার কুহলিকায় স্থান পাইল। তখন কি প্রকারে ছোটরাণীকে রাজার অপ্রিয়তা করা যায়, তাহা নানাবিধ চিন্তা করিয়া সেই শিশু সন্তানকে আঁতুড় ঘরের মধ্যে দুগ্ধের সহিত বিষপান করাইল; তাহাতে শিশু সন্তান মারা যায়। সেই শিশু সন্তানকে আঁতুড় ঘরের মধ্যে প্রতিপালন করিতেন অর্থাৎ ধাত্রীমাতা আসিয়া দেখিলেন সেই পুত্র মৃতাবস্থায় রহিয়াছে। **(ক্রমশঃ)**

—শ্রীঅমলকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

মৌষল-লীলা

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৩৬শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৫৮ পৃষ্ঠার পর)

অন্যত্র মহাভারত তাৎপর্য্য (২।৮৩)—

মুহ্যতে শাস্ত্রপাতেন ভিন্নত্বগ্‌ স্রথিরস্রবঃ।
অজানন্ পৃচ্ছতি স্মান্যাংস্তনুং ত্যক্ত্বা দিবঙ্গতঃ॥
ইত্যাদ্যসুরমোহায় দর্শয়ামাস নাট্যবৎ।
অবিদ্যমানমেবেশঃ কুহকং তদ্বিদুঃ সুরাঃ॥

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, শস্ত্রপাত দ্বারা ত্বক্ ভিন্ন হইয়া রুধির-পতন, তনুত্যাগ প্রভৃতি প্রাকৃত ব্যাপার ভগবান্ অসুরমোহনার্থ ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। দিব্যসূরিগণ ভগবানের অন্তর্দ্ধানলীলাকে কুহকের ন্যায় মিথ্যা জানিয়া থাকেন।

তত্ত্ববাদ-শাখার শ্রীমন্মধ্বমুনির অষ্টাদশ-অবস্তন শ্রীমদ্বিজয়ধ্বজ-তীর্থপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধ, ৩১শ অধ্যায়ে, ১৩শ শ্লোকের 'পদরত্নাবলী' টীকায় পুরাণ বচন উদ্ধারপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—

জগতাং মোহনার্থায় ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
দর্শয়ন্ মানুষীং চেষ্টাং তথা মৃতকবদ্বিভুঃ॥
প্রকাশয়েদহোঽপি মোহায় চ দুরাত্মনাম্।
মায়য়া মৃতকং দেবস্তদা সৃষ্ট্বা প্রদর্শয়েৎ॥
কুতো হি মৃতকং তস্য মৃত্যুভাবাৎ পরাত্মনঃ?

তাৎর্য্য এই—পুরুষোত্তম অপরিচ্ছিন্ন ভগবান্ যে মর্ত্ত্য, পরিচ্ছিন্ন, মায়িক মনুষ্যের ন্যায় নির্য্যাণাদিলীলার অভিনয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহা জগতের মোহোৎপাদনের নিমিত্তই। অহো, ভগবন্ দুরাত্মাদিগের মোহোৎপাদনার্থ মায়ার দ্বারা মৃতশরীর সৃষ্ট করিয়া এই মৌষল-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার মৃতদেহ (?) কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? যেহেতু তিনি পরাৎপর পরমাত্মা, তাঁহার দেহত্যাগ বা মৃত্যু নাই।

বিশিষ্টাদ্বৈতাচার্য্য শিষ্টাগ্রগণ্য শ্রীরামানুজের শিষ্য-পরম্পরাগত শ্রীবীররাঘবাচার্য্যপাদ শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৩১।১১ শ্লোকে 'শ্রীভাগবত-চন্দ্রিকা'-টীকায় বলিয়াছেন—

"হে রাজন্! পরস্য পরমপুরুষস্য তনুভৃজ্জননাপ্যয়েহাঃ তনুভৃৎসু যাদবাদিষু জননাপ্যয়েহাঃ। উৎপত্তিমরণরূপাশ্চেষ্টা মায়াবিরম্বনমনুকরণ-মাত্রমিত্যবেহি যদ্বা, ইতরতনুভৃক্তুল্য-জননাপ্যয়েহাঃ জন্মনো গর্ভসম্বন্ধ প্রদর্শনমাপায়স্য দেহত্যাগরূপত্বপ্রদর্শন মিতোবংবিধাশ্চেষ্টা মায়াবিড়ম্বনং মোহনমাত্রমিত্যর্থঃ।

অর্থাৎ হে রাজন্, পরমপুরুষ ভগবানের যাদবগণের মধ্যে উৎপত্তি-মরণরূপা চেষ্টা মায়াবিড়ম্বন অর্থাৎ প্রাপঞ্চিক-লীলার অনুকরণমাত্র জানিবে। ইতরদেহধারি-মনুষ্যগণের ন্যায় গর্ভসম্বন্ধ ও দেহত্যাগ প্রভৃতি এতাদৃশী চেষ্টা অসুর-বিমোহন মাত্র। তাৎপর্য্য এই যে, ভগবান্ অসুর-গণের সমক্ষে যে তাহাদেরই ন্যায় জন্মমরণাদি-লীলা প্রদর্শন করেন, তাহাতে তাহারা ভগবানের অপ্রাকৃতত্ব ও নিত্যত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া মর্ত্ত্যজীব-জ্ঞানে রাবণ, কংস, শিশুপালাদির ন্যায় তাঁহার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করে। কখনও বা তাঁহাদের অপ্রাকৃত দেহকে সত্ত্বগুণের বিকারমাত্র ধারণা করিয়া পরতত্ত্বকে নিরাকার নির্ব্বিশেষরূপে স্থাপন করে। ঐরূপ সিদ্ধান্তকারিগণ যে ভগবন্মায়ায় বিমোহিত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ তাহাতে বিচলিত হন না। "পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, ভগবানের এইরূপ বিমোহন-লীলার তাৎপর্য্য কি? জীবের মঙ্গলের নিমিত্তই ভগবানের অবতার। ভগবান অবতীর্ণ হইলে যদি জীবগণ তাহাতে বিমোহিতই হইলেন, তাহা হইলে ভগবানের অবতার কিরূপে মঙ্গলময় হইল?" এতদুত্তরে বেদ বলিয়াছেন,—

এব হ্যেবৈনং সাধুকর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষত এষ উ এবৈনমসাধুকর্ম্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে।

(কৌষিতক্যুপনিষৎ ৩।৮)

অর্থাৎ যাঁহারা ভক্ত ও ভগবানে বিদ্বেষভাব পোষণ করেন না, অথচ যাঁহাদের পূর্ব্বাভ্যাসবশতঃ ভোগবাসনাও সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় নাই—এরূপ ব্যক্তিগণকেও প্রযোজক-কর্ত্তা ভগবান্ এইরূপ সাধু-কর্ম্মে মতি প্রদান করেন, যাহাতে তাঁহারা যমলোক হইতে ঊর্দ্ধলোকে গমন করিতে পারেন। আর যাহারা ভক্ত ও ভগবদ্বিদ্বেষী হইয়া সর্ব্বভোগবাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক ভুক্তি-মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে ভগবানের

প্রতি তাৎকালিকী ভক্তি প্রদর্শন করে, তাহাদিগকে অধোলোক আসুরী যোনিতে নিক্ষিপ্ত করিবার বাসনায় অসাধু বা অপরাধজনক কর্ম্মেই মতি প্রদান করিয়া থাকেন। এতদ্বিষয়ে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার "তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্" ও "তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।" শ্লোক দুইটী আলোচ্য। ভগবানের ঐরূপ অসুর বিমোহন-লীলার কোনপ্রকার পক্ষপাতিত্ব-দোষ স্পর্শ করিতে পারে না। ব্রহ্মসূত্রে কথিত হইয়াছে,—"বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যেন কর্ম্ম সাপেক্ষত্বাৎ" (২।১।৩৪) অর্থাৎ ভগবানে বৈষম্যজনিত দোষ স্পর্শ করিতে পারে না। যেহেতু কর্ম্মফল-দাতা ভগবান্ কর্ম্মফলানুসারে জীবকে সুখ-দুঃখ প্রদান করিয়া থাকেন, তাহাতে প্রয়োজক-কর্ত্তা ভগবানে দোষারোপ কিরূপে সম্ভব হইতে শারে? বৃহদারণ্যকও বলেন,—

সাধুকারী সাধুর্ভবতি, পাপকারী পাপো ভবতি ইত্যাদি (বৃহদাঃ ৬।৪।৫) বিষ্ণুপুরাণ ১।৪।৫১-৫২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

সম্বন্ধ-তত্ত্বাচার্য্য শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু কৃষ্ণসন্দর্ভে বলিয়াছেন,—"একাদশ-স্কন্ধের শেষভাগে যাদবগণের অন্যথা ভাব শুনা যায় অর্থাৎ মৈরেয় মধুপান করিয়া যাদবগণের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিলে তাহারা পরস্পর কলহ করিয়া যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন; ভগবৎ-পার্ষদদিগের এইপ্রকার প্রাকৃত লোকের ন্যায় আচরণ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন,—এইরূপ পার্ষদ-বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম প্রকৃত নহে, উহা ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় মায়াকল্পিত। তবে শ্রীমদ্ভাগবতে কেন ঐসকল বৃত্তান্ত বর্ণিত হইল, এইরূপ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে বলা যাইতে পারে যে, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষগণের বাক্য কখনও বিফল হয় না, ইহা জানাইবার জন্যই গো-ব্রাহ্মণের হিতের নিমিত্ত অবতীর্ণ ভগবান্ ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। কেবল এই স্থলে নহে, অন্যত্রও এইপ্রকার মায়াবিস্তার দেখা যায়। বৃহৎ অগ্নিপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাবণ-কর্ত্তৃক অপহৃতা সীতা মায়াকল্পিতা। সীতাহরণ-লীলা যেমন মায়িকী, মৌষল (ও মহিষী-হরণাদি)-লীলাও তদ্রূপ। মৌষললীলার মায়িকত্ব শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।৩০।৪৯ শ্লোকে ভগবদ্বচন হইতে জানা যায়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দারুককে বলিতেছেন— হে দারুক, তুমি জ্ঞাননিষ্ঠ অর্থাৎ মদীয় লীলা-তত্ত্বজ্ঞ, 'স্বধর্ম্ম' অর্থে আমার স্বভক্ত-প্রতিপালনকারিকা ও নিজতুল্য পরিকর সঙ্গিত্ব-রূপ স্বভাব, 'আস্থা' বলিতে বিশ্বাস অর্থাৎ অধুনা

প্রকাশিতা মৌষলাদি লীলাকে ইন্দ্রজালের মত আমার মায়ারচিতা জানিয়া উপেক্ষক অর্থাৎ বহির্দৃষ্টিজাত এই শোকে উপেক্ষাপূর্ব্বক উপশম অর্থাৎ চিত্তক্ষোভ হইতে নিবৃত্তি লাভ কর।

যাদবগণের দেহত্যাগই যখন ইন্দ্রজালের ন্যায় মায়িক, তখন সঙ্কর্ষণাদিতে অজ্ঞগণের অন্যথা প্রতীতি সংসারের অনিত্যতার উদাহরণ-স্বরূপ ও তাহাদের দেহত্যাগাদির কথা যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও মায়িক লীলা-বর্ণনের অন্তর্ভুক্ত। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৩১।৫ শ্লোকে) কথিত হইয়াছে যে, যোগিগণ আগ্নেয়ী যোগধারণায় নিজদেহ দগ্ধ করেন। শ্রীকৃষ্ণ লোকাভিরাম ধারণা ধ্যানের মঙ্গলস্বরূপ নিজতনু দগ্ধ না করিয়া স্বীয়ধামে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই শ্লোকের ভাবার্থ-দীপিকায় শ্রীধরস্বামিপাদ এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—যোগিনো হি স্বচ্ছন্দমৃতাবঃ স্বাং তনুমাগ্নেয়ব্যা যোগধারণয়া দগ্ধ্বা লোকান্তরং প্রবিশন্তি ভগবাংস্তু ন তথা কি অদগ্ধৈব স্বতনুসহিত এবং স্বকং ধাম বৈকুণ্ঠা-খ্যমাবিশৎ। তত্র হেতঃ লোকাভিরামাং লোকানামভিরা-মোহভিতো রমণং স্থিতির্যস্যাং তাম্। জগদাশ্রয়েত্বেন জগতোঽপি দাহপ্রসঙ্গাদিত্যর্থঃ কিঞ্চ ধারণায়া ধ্যানস্য চ মঙ্গলং শোভনং বিষয়ং ইতরথা তয়োর্নির্বিষয়ত্বং স্যাৎ। দৃশ্যতে চাদ্যাপি তদুপাসকানাং তথৈব তদ্রূপঃ সাক্ষাৎকারঃ ফলপ্রাপ্তিশ্চেতি ভাবঃ। ইচ্ছা শরীরাভিপ্রায়েণ বা যথা শ্রুতমেবাস্তু তত্রাপি তু লোকাভিরামামিত্যাদিনাং বিশেষণা-নামানর্থক্য-প্রসঙ্গাৎ তদপাদগ্ধ্বা তিরোধায় নির্গত ইত্যেব সাম্প্রতাম্॥”

অর্থাৎ যোগিগণের মৃত্যু তাঁহাদের ইচ্ছাধীন। তাঁহারা যোগ-ধারণাবলে নিজতনুকে দগ্ধ করিয়া লোকান্তরে প্রবিষ্ট হন। কিন্তু ভগবান্ সেরূপ করেন না। তিনি নিজ তনুকে দগ্ধ না করিয়া স্বকীয়ধাম বৈকুণ্ঠে প্রবিষ্ট হন। তাহার কারণ, তিনি লোকাভিরাম অর্থাৎ তাঁহাতে লোকসকলের সর্ব্বতোভাবে অবস্থিতি ; সুতরাং তাঁহার তনু জগতের আশ্রয়স্বরূপ। সেই তনু দগ্ধ হইলে জগদ্দাহ প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। শ্রীকৃষ্ণরূপই ধারণা ও ধ্যানের মঙ্গল অর্থাৎ সুন্দর বিষয়। এই রূপের অনিত্যত্ব সিদ্ধান্ত করিলে ধারণা ও ধ্যান উভয়েরই নির্ব্বিষয়তা উপস্থিত হয়। অদ্যাপি দেখা যায়, উপাসকগণ শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শন করেন এবং দর্শনের যে ফল তাহাও প্রাপ্ত হন।

অতএব সিদ্ধান্তিত হইল যে, অপ্রাকৃত দেহ যাদবগণের দেহত্যাগাদি অসম্ভব। যাদবদিগের কথা দূরে থাকুক, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রতি-পালিত, তাঁহাদেরও পর্য্যন্ত দেহ-নাশ সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং যাদবগণের নিধনাদি তাত্ত্বিক লীলানুগত নহে, মায়িক। তাঁহাদের স্বশরীরে নিজলোকে গমন অতীব সঙ্গত।

রূপানুগ ভক্তরাজ শ্রীবিশ্বনাথ শ্রীমদ্ভাগবতের ৩।৪।৩ শ্লোকের সারার্থ-দর্শিনী টীকায় লিখিয়াছেন,—ভগবান্ বাৎসল্যরসের সাগরস্বরূপ। তিনি পূর্ব্বে পৌত্রাদির প্রতি অতিশয় স্নেহযুক্ত হইয়া তাহাদিগকে পালন করিয়াছেন,—আর এখন সেই প্রদ্যুম্নাদি নিজ পরিকরগণের বিনাশ কিরূপে সাক্ষাৎ দর্শন করিবেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—স্বাত্মমায়া। এখানে 'স্বাত্ম'-শব্দের দ্বারা ভগবানের স্বরূপ-ভূতা হ্লাদিনী স্বরূপা মায়া নহেন, কারণ সেই স্বরূপভূতা মায়া ভগবান্‌কেও মোহিত করিয়া থাকেন, কিন্তু মায়াধীশ ভগবান্‌কে তাঁহার আশ্রিত মায়া বিমোহিত করিতে পারে না বলিয়া ভগবান্ দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার নিত্যভূত লীলাপরিকর প্রদ্যুম্নাদি যাদবগণ দ্বারকাপুরীতে অবস্থান করিতেছেন এবং প্রদ্যুম্নাদি পূর্ব্বপ্রবিষ্ট দেবতাগণ যাদবগণের অঙ্গসমূহ হইতে সেইরূপে প্রভাসতীর্থে আগমনপূর্ব্বক ভোজন, পান এবং স্বলব্ধ আজ্ঞানুসারে স্বর্গে গমন করিলেন। সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ প্রভৃতি ভগবানের ব্যূহ। অতএব সেই যাদবগণ সকলেই আমার গণ সর্ব্বদা আমার প্রিয়পাত্র এবং আমার ন্যায় সদ্‌গুণযুক্ত। যেরূপ লক্ষ্মণ ও ভরত নিজ নিজ অপ্রাকৃত ধাম হইতে স্বেচ্ছাক্রমে প্রপঞ্চে প্রকটিত হন, সেরূপ যাদবগণও জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। পদ্মপুরাণের এই উক্তি হইতে এবং দেবগণের হিতার্থে আমরাও মনুষ্যতা লাভ করিয়াছি—হরিবংশে অক্রূরের এই উক্তি হইতেও যাদবগণ যে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপরিকর তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। এই কারণবশতই শাম্ব প্রভৃতিতে প্রবিষ্ট কার্ত্তিক প্রভৃতি দেবগণের অধিকার-মধ্যে বিনাশে যোগহেতু এই মৌষললীলা মায়িকী, কিন্তু মায়িকী হইলেও ইহা সর্ব্ববিধ মায়িক সৃষ্টির ন্যায় নহে। যেহেতু ইহা শ্রীকৃষ্ণলীলার অন্তর্ব্বর্ত্তী ব্যাপার এবং অচিন্ত্য যোগমায়ার অনুমোদিত কার্য্য। অতএব ইহাকে নিত্য বলিয়াই জানিতে হইবে।

তাৎপর্য্য এই যে—প্রপঞ্চে শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলায় এই ব্যাপারটী অসুরমোহনার্থ সাধিত হয়। গোলোকে অপ্রকটলীলার মধ্যে এরূপ কোন হিংসা বা বধজনিত রক্তপাত ব্যাপার নাই, প্রকটলীলায় ইহার অভিব্যক্তি বলিয়া ইহা নিত্য। ইহাদ্বারা কৃষ্ণবহির্ম্মুখ পাষণ্ডীগণ মোহিত হয় বলিয়া এই লীলাও মায়িকী।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীশ্রীচরিতামৃত মধ্য ২৩শ পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন,—

মৌষললীলা আর কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান।
কেশাবতার আর বিরুদ্ধ বাখান॥
মহিষীহরণ আদি সব মায়াময়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৯৩।১১২)

শ্রীকৃষ্ণাজ্জুন

শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবৎসল। ভক্তের জন্য তিনি সমস্তই করিতে পারেন ও করেন। ভক্তকে রক্ষা করাই তাঁহার কাজ। ভক্ত তাঁহার জীবন। তিনি ভক্তের একমাত্র রক্ষক বলিয়া কেহই ভক্তের কোন ক্ষতি করিতে পারে না। তিনি সর্ব্বত্র বিরাজিত থাকিয়া নানাভাবে ভক্তগণকে রক্ষা করিতেছেন। ভগবান্ যেমন ভক্তবৎসল, ভক্তগণও সেরূপ ভগবদ্-বৎসল। অর্জ্জুন তৃতীয় পাণ্ডব। তিনি নিত্য দ্বারকাবাসী। তিনি কৃষ্ণের সখা ও পরম প্রিয়। পাণ্ডবগণের কৃষ্ণপ্রীতি ও কৃষ্ণের পাণ্ডব-প্রীতি অতুলনীয়।

কোন সময় দ্বারকায় এক ব্রাহ্মণ-পত্নীর পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। সেই ব্রাহ্মণ মৃতশিশুটীকে লইয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া কাতরচিত্তে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন —লোভী, বিষয়াসক্ত রাজার পাপকর্ম্ম-বশতঃই আমার শিশুর মৃত্যু হইয়াছে। এ-বিষয়ে আমার কোন দোষ ঘটে নাই। হিংসাপরায়ণ দুষ্ট রাজার আশ্রয়ে প্রজাগণ দরিদ্র ও ক্লিষ্ট হয়। ব্রাহ্মণ রাজদ্বারে ক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় মৃতপুত্র নিক্ষেপ করিয়া এইরূপ ভাবে রাজনিন্দা করিয়াছিলেন। কদাচিৎ তাঁহার নবম বালকের মৃত্যু হইলে অর্জ্জুন

শ্রীকৃষ্ণের নিকট থাকিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ আক্ষেপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—হে দ্বিজবর! আপনি আর বৃথা ক্রন্দন করিবেন না। আমি এখানে দুঃখপ্রাপ্ত আপনাদের সন্তানকে যে-কোন উপায়ে হউক রক্ষা করিবই। যদি এই প্রতিজ্ঞা আমি পালন করিতে না পারি, তাহা হইলে অগ্নিতে প্রবেশ করিব। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্নাদি কেহই আমার পুত্রকে রক্ষা করিতে পারে নাই; সুতরাং তুমি সেস্থানে কিরূপে সমর্থ হইবে? তখন অর্জ্জুন বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণ! আমার বীর্য্য মহাদেবেরও সন্তোষ-উৎপাদনকারী। সুতরাং আপনি তাহা অবজ্ঞা করিবেন না। আমি সাক্ষাৎ কৃতান্তকেও পরাজিত করিয়া আপনার পুত্রগণকে আনয়ন করিব।

অর্জ্জুনের বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া ব্রাহ্মণ সানন্দে গৃহে গমন করিলেন। অনন্তর ভার্য্যার প্রসবকাল আসন্ন হইলে দ্বিজবর কাতরচিত্তে অর্জ্জুনকে বলিলেন,—হে অর্জ্জুন! মৃত্যু হইতে আমার সন্তানকে রক্ষা করুন। তখন অর্জ্জুন আচমন করিয়া মহাদেবকে প্রণাম ও দিব্যাস্ত্রসকলের স্মরণপূর্ব্বক জ্যা-সংযুক্ত গাণ্ডীব ধারণ করিলেন এবং নানাবিধ বাণের দ্বারা সূতিকাগারকে চতুর্দ্দিকে আবদ্ধ করিয়া ঊর্দ্ধ ও অধঃভাগে শরসমূহ চক্রভাবে স্থাপনপূর্ব্বক শরপিঞ্জর নির্ম্মাণ করিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ পত্নীর কুমার জন্ম-মাত্রই রোদন করিতে করিতে সশরীরে আকাশপথে অদৃশ্য হইল। ইহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ অর্জ্জুনকে নানাভাবে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তখন অর্জ্জুন অমোঘ বিদ্যাবলে যমের সংযমীপুরীতে সত্বর উপস্থিত হইলেন। অর্জ্জুন সেখানেও ব্রাহ্মণ পুত্রকে না দেখিয়া ক্রমে ইন্দ্রলোক, অগ্নিলোক, চন্দ্রলোক, বায়ুলোক, বরুণলোক, রসাতল ও স্বর্গে গমন করিলেন। কিন্তু কোথাও ব্রাহ্মণ-পুত্রের সন্ধান না পাইয়া নিজ প্রতিজ্ঞা-রক্ষার্থ অগ্নিতে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নিবারণপূর্ব্বক বলিলেন,—হে সখে, আমি তোমাকে ব্রাহ্মণের পুত্রগণকে দেখাইব। তুমি স্বয়ং নিজেকে অবজ্ঞা করিও না। যাহারা এখন আমাদের নিন্দা করিতেছে, তাহারাই আমাদের বিমল কীর্ত্তি স্থাপন করিবে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই বলিয়া অর্জ্জুনের সহিত স্বীয় দিব্যরথে আরোহণপূর্ব্বক পশ্চিমদিকে গমন করিলেন। অনন্তর তিনি সপ্তপর্ব্বত, সপ্তসমুদ্রযুক্ত সপ্তদ্বীপ এবং লোকালোকপর্ব্বত অতিক্রমপূর্ব্বক ঘোর

অন্ধকারে প্রবেশ করিলেন। সেই ভীষণ অন্ধকারে শৈব, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক-নামক অশ্বচতুষ্টয় গতিভ্রষ্ট হইলে শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন-চক্রদ্বারা সেই স্থানকে আলোকিত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তথা হইতে জল-মধ্যে প্রবেশ করিয়া তথায় দীপ্তিময় মণিখচিত সহস্র স্তম্ভ-শোভিত উত্তম দ্যুতিবিশিষ্ট বিচিত্র মহাকালপুরুষ দর্শন করিলেন। অনন্তর ঐ পুরমধ্যে সহস্র-মস্তকোপরি বিরাজিত ফণাসমূহ অবস্থিত মণিরাশির প্রভায় দ্বিসহস্র নয়নযুক্ত, নীলবর্ণ ফণা ও জিহ্বা-বিশিষ্ট বিশালদেহ অদ্ভুত শ্রীঅনন্ত-দেবকে দেখিতে পাইলেন। অতঃপর কৃষ্ণার্জ্জুন তা হইতে ব্রাহ্মণপুত্র-গণকে লইয়া সানন্দে স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণের নিকট পুত্রগণকে যথাযথ অর্পণ করিলেন। অর্জ্জুন কৃষ্ণপ্রভাব দর্শনে অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং জীবগণের যাবতীয় পৌরুষকেই শ্রীকৃষ্ণের অনুকম্পাজাত বলিয়া নির্ণয় করিলেন।

জ্ঞাতব্য-বিষয়

জগতে যে-সকল বিষয় আমরা জানি না তাহা জানিবার জন্য ব্যস্ত হই, কিন্তু পরম প্রয়োজনীয় যে 'কৃষ্ণতত্ত্ব' তৎসম্বন্ধে আমরা উদাসীন। শ্রীগুরু-নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় আমরা এই পরম ও চরম প্রয়োজনীয় তত্ত্ব জানিতে পাই। নিতাইর পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া তাঁহার সেবা করাই একমাত্র শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য।

কৃষ্ণপ্রেমময়, তিনি সকলকে প্রীতির সহিত আকর্ষণ করেন। তিনি আমাদের সেবা পাইলে আনন্দিত হ'ন। অধোক্ষজ কৃষ্ণের নিরন্তর সুখৈষণার নামই সেবা। সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণের সুখৈষণা ব্যতীত আমাদের আর কোন কার্য্য নাই। কৃষ্ণের নামের ভজনে ক্রমে রূপের, গুণের, পরিকরের ও লীলার সেবা পাওয়া যাইবে। শ্রীনাম-ভজনই সর্ব্বসিদ্ধি। শ্রীনামভজন ব্যতীত নামীর ভজন হয় না। ইহজগতে নানাপ্রকার শব্দ আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে, তাহা অপসারিত করিয়া কৃষ্ণের কথা শ্রবণ করিতে হইবে।

জীব কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া মায়া-রাজ্যে পতিত হইয়াছে। পাপ ও পুণ্য—উভয়বিধ কর্ম্মই বন্ধন। জীব কর্ম্মফলে ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মত্ব প্রভৃতি জাগতীক হিসাবে লোভনীয়-পদ প্রাপ্ত হয়। এই সকল কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবের দণ্ড। কৃষ্ণভক্তের নিকট ব্রহ্মার-পদ অতি তুচ্ছ। ভুক্তিকামী

জীব জগতে বিরিঞ্চি হইয়াছেন। মায়ার ভোক্তা বা কর্ত্তা হইতে গিয়া অনেক জীব ব্রহ্মার পুত্র হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রজা সৃষ্টির ভার প্রাপ্ত হইলেন।

জীব—দেহ নহে, জীব—আত্মা। জীব—জড় নহে, জীব—চেতন। আত্মা পরমাত্মার দর্শন পায়। উহার সহিত কথা বলিতে পারে। আত্মাই আত্মাকে দর্শন করে। জীব যথার্থ সদ্‌গুরুর আনুগত্যে ভজনরাজ্যে চরমোন্নতি লাভ করিতে পারে। হরিসেবা-ফলে প্রাকৃত অভিমানরহিত হইলে জীবের গোলোক প্রাপ্তি হয়। জীব নিষ্কপট সেবাফলে মুক্তগণের, এমন কি, নিত্যমুক্ত-কুলের সমপর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারেন। তখন এই সংসারের কথা মনে থাকে না।

কর্ম্মকাণ্ডিগণ মুখে বলেন,—"এসকল কৃষ্ণকেই অর্পণ করিলাম;" কিন্তু তাহাকে অর্পণ করা হয় না। যাঁহারা মনে করেন,—"আমাদের প্রচুর অর্থ, বিদ্যা, বুদ্ধি ও ভক্তি আছে। আমরা কৃষ্ণের জন্য কতই না করিলাম, আমাদের বৈষ্ণবতা বিখ্যাত হইয়া গিয়াছে," তাঁহারা বৈষ্ণব নহেন। নিজেকে বৈষ্ণব-বুদ্ধি করিয়া লোক নরকগামী হয়।

যাহারা ঠাকুরসেবার ছলনায় বিষয়ীর অন্ন গ্রহণ করে, তাহাদের ভজন নষ্ট হইয়া যায়। ঠাকুরের প্রসাদের নামে বিষয়ীর প্রদত্ত উত্তম উত্তম দ্রব্য ভোগ করিলে জিহ্বা ও উদর-লাম্পট্য উপস্থিত হয়।

কৃষ্ণের কথা কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে আমরা কৃষ্ণের অনুসন্ধান করি। মায়িক জগতে কৃষ্ণের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। আমরা শুনিয়াছি কৃষ্ণ—নামময়, কৃষ্ণ—রূপময়, কৃষ্ণ—গুণময়, কৃষ্ণ—পরিকরময় ও কৃষ্ণ—লীলাময়। কিন্তু কৃষ্ণনামকে সাধারণ শব্দের সহিত সমান জ্ঞান করিতে হইবে না।

ভগবদ্‌বিগ্রহ শালগ্রামের সহিত সামান্য শিলার তুলনা, গণ্ডকী-শিলাকে পথের শিলার ন্যায় দেখা ভীষণ অপরাধ। ভগবদ্‌বিগ্রহকে প্রস্তর-জ্ঞান, আবার প্রস্তরকে ভগবদ্‌বুদ্ধি উভয়ই পরিত্যাজ্য। মহান্ত গুরুর দেহকে প্রাকৃত বুদ্ধি করিলে নরকে যাইতে হয়। শ্রীগুরু-পাদপদ্মের দেহকে চিন্ময় জানিতে পারিলে আমাদের চিন্ময় দেহ হইবে।

অপ্রাকৃত দাস হইতে পারিলে আমাদের মঙ্গল হয়। প্রাকৃত দাস হইলে—প্রকৃতির সেবা করিলে অমঙ্গলের হস্ত হইতে নিস্তার নাই।

রাষ্ট্রীয় শোকে ধর্ম্মীয় বাণী

ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নিজের দেহরক্ষী-দ্বারা গুলিবিদ্ধ হইলে মর্ম্মান্তিক মৃত্যু-সংবাদ দেশে প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে চতুর্দ্দিকে একটা বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। একটা রাষ্ট্রের পক্ষে ইহা অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও মর্ম্মন্তুৎ ঘটনা-বিশেষ। প্রতিহিংসার প্রবাহ কিয়ৎ পরিমাণে মাথাচারা দেওয়ায় সেই সন্ধিক্ষণে দুষ্কৃতকারীদের অপচেষ্টাকে প্রদমিত করার জন্য বিবেকবান্ ব্যক্তিগণের বিচক্ষণ মর্ম্মস্পর্শী সহনশীলতার বাণী সমাজকে বহু পরিমাণে ধৈর্য্য ও সমবেদনার সুরে অনুপ্রাণীত হইতে সহায়তা করিয়াছে।

দুর্য্যোগপূর্ণ এই বিষাদময় পরিস্থিতিতে ভারতের সাধু-সন্তগণের একটা বিরাট অংশ হিংসাবৃত্তিকে পরিহার করিবার সহায়তা করিয়াছেন। শোক-সন্তপ্ত ও অনাগত ভবিষ্যতের বিভিষীকাময় পরিস্থিতি দুশ্চিন্তার ভাবনায় জাতি ভাবিত হওয়া অস্বাভাবিক নহে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দও চুপকরে নিশ্চিন্ত থাকেন নাই। কারণ জনসাধারণ যাহাতে হিংসাজনক কার্য্যে উদ্বুদ্ধ না হয়, পরন্তু প্রচুর ধৈর্য্যের পরিচয় দান করিতে অনুপ্রাণীত হয়, সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এতদ্ব্যতীত অনেক স্থানের রাজ্যপাল তথা কর্ণধারগণের দৃষ্টি আকর্ষণ বা অবস্থা স্বাভাবিক রাখার আবেদন জানান।

প্রয়াত প্রধান মন্ত্রীর নিকট সমিতির বিভিন্নমুখী সমাজ-কল্যাণ-মূলক কার্য্যাবলীর বিবরণ সমিতির সহ-সেবাসচিব পূজ্যপাদ শ্রীমৎ ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ পূর্ব্ব হইতেই অবহিত করাইয়া আসিয়াছিলেন, যার জন্য তাঁর সাথে এই সমিতির একটি যোগসূত্রও গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাই এই হৃদয়-বিদারক সংবাদে ব্যাথীত হইয়া প্রধান মন্ত্রীর সচিবালয়ে শোকবার্ত্তা প্রেরণ করেন। পরে তাঁহার মরদেহে মাল্যাদি দানের জন্য সমিতির পক্ষ হইতে লোকও পাঠাইয়াছেন। তদুপরি শ্রীমতী গান্ধীর প্রিয়পুত্রের নিকটেও আন্তরিক সমবেদনা জানাইয়া পত্র প্রেরিত হয়।

রাষ্ট্রীয় শোকসভা-পালনকালে অনেক সভাতেই সমিতির পক্ষ হইতে উপস্থিত হইয়া হিংসাময় দৃষ্টিভঙ্গী পরিহার করিতে জনগণকে

উদ্বুদ্ধ করেন। এতদ্ব্যতীত বিশেষ অনুষ্ঠান-সূচীতে তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনাও করেন।

এই সমিতির সেবকবৃন্দ দেশের অবহেলিত জনগণের সার্ব্বিক উন্নতিকল্পে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-নিসৃত প্রেমময় বাণী প্রচারার্থে দেশবাসী যাহাতে সর্ব্বপ্রকার হিংসা-বিদ্বেষ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বে উদ্বুদ্ধ হয় তজ্জন্য মানবজাতির উদ্দেশ্যে আবেদন জানান। কারণ বিভিষীকাময় হিংসার লেলিহান জিহ্বা প্রদমিত না হইলে শান্তির বাতাবরণ কখনই রূপায়ীত হইতে পারে না। রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের যুগে অহিংসার অশনি-সঙ্কেত বিপ্লবীয় ধারার অন্যতম এক কৌশল-বিশেষ—যাহা অধ্যাত্ম ভারতাত্মার চিরন্তন ধারা।

বিশ্ব বৈচিত্র্যময়। বিচিত্রতা ইহার পরিপন্থী না হইয়া বৈশিষ্ট্যময় হইলে সংঘাতের অবকাশ থাকে না। বিচিত্র পুষ্পরাজীর সম্মিলিত ভূমি যেমন আনন্দ-লহরী প্রতিভাত করে—এই ভারত আরও সৌন্দর্য্যপূর্ণ হইবে সেই দিন, যেদিন বহু ভেদাভেদের মধ্যেও ঐক্য আরও সুদৃঢ়তর হইবে। দৃঢ়তর ঐক্য একমাত্র ভারতেই সঞ্জিবীত রয়েছে,—কারণ আবাহমান কালের স্রোত যে-ভাবে এখানে সঞ্চারিত তাহাই ইহাকে মহিয়ান করিয়াছে। পৃথিবীর প্রায় সকল জাতি ও ভাষার পুণ্যমিলনক্ষেত্ররূপে এই ভারত যে আদর্শ রাখিয়াছে—তাহা আর কুত্রাপিও দেখা যায় না, এর মূখ্য কারণ হইল, ভারত জড়বাদী নহে। জড়বাদীর দৃষ্টিভঙ্গী সর্ব্বদাই সংঘাতপূর্ণ। বিশ্বের সকল ধর্ম্ম, সকল জাতি বা মানব-সমাজকে ভারতবাসী তাঁদের কাছে টেনে নিয়েছেন ও তাঁদের গুণগ্রহণে আগ্রহী কিন্তু দোষের আকরকে পরিহার করে; ইহাই ভারতের সুমহান দৃষ্টিভঙ্গী।

প্রেম প্রীতির নবরূপকার রূপে যিনি এই ভারতের বুকে উদীয়মান হইয়া মরণের যুগে অমৃতের বাণী শুনাইয়াছেন সেই প্রেম-কল্পতরু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের আচরিত ও প্রচারিত বিষয়ে অনুধাবন করতঃ বিশ্বসমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তবেই বিশ্বে প্রকৃত শান্তির নীড় প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব। কারণ এতে নাই কোন হিংসা-বিদ্বেষ-মাৎসর্য্যের অবকাশ।

—শ্রীনীলমণি মুখোপাধ্যায়

Prime Minister's Office

New Delhi-110011

सत्यमेव जयते

November 19th, 1984

On behalf of the Prime Minister, I thank you for your sympathy and condolences on the tragic death of the late Prime Minister Shrimati Indira Gandhi.

Sd. /- Illegible

(Wajahat Habibullah)

Swami Bhakti Vedanta Acharyya Maharaj
Shri Goudiya Vedanta Samiti (Regd.),
Shri Davananda Goudiya Math,
P.O. Nabadwip-741302 (W. B.).

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
ফোন—২৪৭

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৯১ ; ইং ৪।১২।১৯৮৪

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥"

ব্যাসকুল-শ্রমণসঙ্ঘারাধ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে নবদ্বীপধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আগামী ৩রা গোবিন্দ, ৪৯৮ গৌরাব্দ ; ২৫শে মাঘ, ১৩৯১ সাল (ইং ৮।২।৮৫) শুক্রবার শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদবর নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব মাঘী-কৃষ্ণা তৃতীয়া-তিথি** হইতে ব্যাসাভিন্ন জগদ্গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভ প্রকটবাসর মাঘী কৃষ্ণা-পঞ্চমী** ৫ই গোবিন্দ, ২৭শে মাঘ (ইং ১০।২।৮৫) রবিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী **শ্রীশ্রীব্যাসপূজা** ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ কৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক, মধ্বাদি-পঞ্চক, আচার্য্যপঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, গুরু-পঞ্চক ও তত্ত্ব-পঞ্চকের পূজা, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ হরিকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন ও অঞ্জলি প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

বৈয়াসক্যানুগতাভিলাষী—

সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ—২৫শে মাঘ, শুক্রবার ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে যথারীতি মঙ্গলারতি, তদনন্তর শ্রীগুরুমহিমাসূচক-বন্দনাদি, মহাজন-গীতি-কীর্ত্তন, পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশ্রীপূজা-পঞ্চকাদি, অঞ্জলিপ্রদান ও মধ্যাহ্নে বিশেষ ভোগারতি এবং মহাপ্রসাদ বিতরণ ; অপরাহ্নে বিশেষ সভা, কীর্ত্তন এবং শ্রীগুরু-মহিমাসূচক ভক্ত্যঞ্জলিরূপ-প্রবন্ধাদি পাঠ ও বক্তৃতা।

২৬শে মাঘ, শনিবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীব্যাস-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অবদান সম্পর্কে ভাষণ।

২৭শে মাঘ, রবিবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান ; অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ এবং সন্ধ্যারতি অন্তে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেবের সম্বন্ধে আলোচনা।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩৬শ বর্ষ | ৭ গোবিন্দ, প্রদ্যুম্ন, ৪৯৮ গৌরাব্দ
২৯ মাঘ, মঙ্গলবার, ১৩৯১ ; ইং ১২।২।১৯৮৪ | ১২শ সংখ্যা

সানুবাদম্

শ্রীরুদ্র-কৃতং "শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্তোত্র-দ্বাদশম্"

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রিষষ্টিতমেঽধ্যায়ে—৩৪-৪৫)

(উষা-অনিরুদ্ধ-পরিণয়োপলক্ষে যাদবগণের সহিত বাণাসুরের যুদ্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন-চক্রদ্বারা বাণাসুরের সহস্র-বাহু ছেদন করিতে থাকিলে ভক্তবৎসল শঙ্কর শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—

ত্বং হি ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্গূঢ়ং ব্রহ্মণি বাঙ্ময়ে।
যং পশ্যন্ত্যমলাত্মান আকাশমিব কেবলম্ ॥১॥

শ্রীরুদ্র বলিলেন,—হে দেব! আপনি নিখিল জ্যোতিঃ সকলের প্রকাশক বলিয়া স্বয়ং পরমজ্যোতিঃ-স্বরূপ এবং শব্দব্রহ্মে গূঢ়রূপে

অবস্থিত পরব্রহ্ম। পরন্তু কেবলমাত্র শুদ্ধচিত্ত ভক্তগণই নির্ম্মল আকাশের ন্যায় শুদ্ধস্বরূপ আপনাকে সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন ॥১॥

নাভির্নভোঽগ্নির্মুখমম্বু রেতো দ্যৌঃ শীর্ষ্মাশাঃশ্রুতিরঙ্ঘ্রিরুর্ব্বী।
চন্দ্রো মনো যস্য দৃগর্ক আত্মা অহং সমুদ্রো জঠরং ভুজেন্দ্রঃ ॥২॥
রোমাণি যস্যৌষধয়োঽম্বুবাহাঃ কেশা বিরিঞ্চো ধিষণা বিসর্গঃ।
প্রজাপতির্হৃদয়ং যস্য ধর্ম্মঃস বৈ ভবান্ পুরুষো লোককল্পঃ ॥৩॥

এই আকাশ—আপনার নাভি, অগ্নি—মুখ, জল—রেতঃ, স্বর্গ—মস্তক, দিক্‌সমূহ—শ্রবণেন্দ্রিয়, পৃথিবী—পদ, চন্দ্র—মনঃ, সূর্য্য—চক্ষুঃ, আমি (অর্থাৎ শিব,—অহঙ্কার, সমুদ্র—উদর, ইন্দ্রাদি-লোকপালগণ—বাহুসমূহ, ওষধিসমূহ—রোমরাজি, মেঘমালা—কেশরাশি, ব্রহ্মা—বুদ্ধি. প্রজাপতি—মেঢ্র এবং ধর্ম্ম—হৃদয়স্বরূপ। আপনি এইরূপে কার্য্য-কারণাত্মক এই চতুর্দ্দশ ভুবনের অবয়বী পুরুষরূপে কল্পিত হইয়া থাকেন ॥২৩॥

তবাবতারোঽয়মকুণ্ঠধাম ন্ ধর্ম্মস্য গুপ্ত্যৈ জগতো ভবায়।
বয়ঞ্চ সর্ব্বে ভবতানুভাবিতা বিভাবয়ামো ভুবনানি সপ্ত ॥৪॥

হে অকুণ্ঠধামন্, ধর্ম্মরক্ষা এবং জগতের অভ্যুদয়ের জন্য আপনার এই অবতার; নিখিল লোকপালগণ আমরা আপনা কর্ত্তৃক পালিত হইয়াই সপ্ত ভুবনের পালন করিতেছি ॥৪॥

ত্বমেক আদ্যঃ পুরুষোঽদ্বিতীয়স্তুর্য্যঃ স্বদৃগ্‌হেতুরীশঃ।
প্রতীয়সেঽথাপি যথাবিকারং স্বমায়য়া সর্ব্বগুণপ্রসিদ্ধ্যৈ ॥৫॥

আপনি সজাতীয়-ভেদশূন্য, আদিপুরুষ, বিজাতীয় ভেদশূন্য, তুরীয়, স্বপ্রকাশ স্বয়ং কারণরহিত হইয়াও সর্ব্বকারণকারণ এবং সর্ব্বান্তর্য্যামী হইয়াও বিষয়-সমূহের প্রকাশের জন্য নিজ মায়ার তত্তদ্ বিকারানুরূপে প্রতীত হইয়া থাকেন ॥৫॥

যথৈব সূর্য্যঃ পিহিতশ্ছায়য়া স্বয়ং ছায়াঞ্চ রূপাণি চ সঞ্চকাস্তি
এবং গুণেনাপিহিতো গুণাংস্ত্বমাত্মপ্রদীপো গুণিনশ্চ ভূমন্ ॥৬॥

হে ভূমন্, সূর্য্য যেমন লোক-নয়ন-সমক্ষে নিজ ছায়াস্বরূপ মেঘদ্বারা আচ্ছাদিতের ন্যায় প্রতীত হইয়াও ঐ মেঘ এবং তদ্দ্বারা অন্তরিত ঘটাদি পদার্থসমূহকে প্রকাশ করে, সেইরূপ আপনি স্বকার্য্যভূত অহঙ্কার-দ্বারা আচ্ছাদিতের ন্যায় প্রতীত হইয়াও স্বপ্রকাশরূপে সত্ত্বাদি গুণ এবং জীবগণকে প্রকাশিত করিতেছেন ॥৬॥

যন্মায়া-মোহিত-ধিয়ঃ পুত্র-দার-গৃহাদিষু ।
উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি প্রসক্তা বৃজিনার্ণবে ॥৭॥

জীবগণ আপনার মায়ায় মোহিতচিত্ত এবং পুত্র-দারা-গৃহাদি-বিষয়ে অত্যাসক্ত হইয়া দুঃখ-সাগরে উন্মজ্জিত ও নিমজ্জিত হইতেছে ॥৭॥

দেবদত্তমিমং লব্ধ্বা, নৃলোকমজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
যো নাদ্রিয়েত ত্বৎপাদৌ স শোচ্যো হ্যাত্মবঞ্চকঃ ॥৮॥

যে জীব ইন্দ্রিয়-বশীভূত হইয়া আপনার প্রদত্ত ভজনযোগ্য এই নরদেহ লাভ করিয়াও আপনার পাদপদ্মসেবায় বিমুখ, সে বস্তুতঃই শোচনীয়। যেহেতু সে আত্মবঞ্চনা করিতেছে ॥৮॥

যস্ত্বাং বিসৃজতে মর্ত্য আত্মানং প্রিয়মিশ্বরম্ ।
বিপর্য্যয়েন্দ্রিয়ার্থার্থং বিষমত্যমৃতং ত্যজন্ ॥৯॥

যে-মানব অনাত্মা, অপ্রিয় ও অধীশ্বর পুত্রাদি বিষয়ে আসক্ত হইয়া অন্তর্য্যামী, প্রিয় এবং ঈশ্বর আপনাকে পরিত্যাগ করে, সে অমৃত পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষ ভক্ষণ করে ॥৯॥

অহং ব্রহ্মাথ বিবুধা মুনয়শ্চামলাশয়াঃ ।
সর্ব্বাত্মনা প্রপন্নাস্ত্বামাত্মানং প্রেষ্ঠমীশ্বরম্ ॥১০॥

হে দেব, আমি, ব্রহ্মা, ইন্দ্রাদি দেবগণ, বিশুদ্ধচিত্ত মুনিগণ আমরা সকলে সর্ব্বতোভাবে অন্তর্য্যামী, প্রিয়তম ঈশ্বর আপনার শরণাগত রহিয়াছি ॥১০॥

তং ত্বা জগৎস্থিত্যুদয়ান্তহেতুং সমং প্রশান্তং সুহৃদাত্মদৈবম্ ।
অনন্যমেকং জগদাত্মকেতং ভবাপবর্গায় ভজাম দেবম্ ॥১১॥

আপনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার-কর্ত্তা, শান্ত, বৈষম্যবুদ্ধি-রহিত, প্রিয়তম, অন্তর্য্যামী, ঈশ্বর, সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদশূন্য এবং জগৎ ও জীবসমূহের অধিষ্ঠান-স্বরূপ। আমরা জন্ম-জন্মান্তরে ভক্তি-যোগ লাভের জন্য আপনার আরাধনা করিতেছি ॥১১॥

অয়ং মমেষ্টো দয়িতোঽনুবর্ত্তী ময়াভয়ং দত্তমমুষ্য দেব ।
সম্পাদ্যতাং তদ্ভবতঃ প্রসাদো যথা হি তে দৈত্যপতৌ প্রসাদঃ ॥১২॥

হে দেব, এই বাণাসুর আপনার সখা এবং প্রিয় সেবক, আমি পূর্ব্বে ইহাকে অভয় দান করিয়াছি। অতএব দৈত্যপতি প্রহ্লাদের প্রতি আপনার যাদৃশ অনুগ্রহ, ইহার প্রতিও তাদৃশ অনুগ্রহ করুন্ ॥১২॥

শ্রীরামানুজাচার্য্য

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৩৬শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৩৬৭ পৃষ্ঠার পর)

কাঞ্চীতে অবস্থান-কালে একদিন যাদবাচার্য্যের জননী যতিবরের ঐশ্বর্য্য দর্শনপূর্ব্বক স্বীয় তনয় যাদবকে শ্রীরামানুজের প্রভাব বর্ণনপূর্ব্বক বৈরিতা পরিহার করতঃ তাঁহার পদাশ্রয় করিবার পরামর্শ দিলেন। তিনি আরও বলিলেন যে, কাঞ্চীপূর্ণাদি মহাবৈষ্ণবগণ শ্রীরামানুজের অলৌকিক সামান্য গুণসকল দেখিয়া ভগবৎ-পার্ষদ্-জ্ঞানে তাঁহাকে পূজা করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণের নিখিল সদাচার ও বিদ্যা-মাহাত্ম্য শ্রীবিষ্ণু কৈঙ্কর্য্যে প্রযুক্ত না হইলে সমস্তই অখিল ক্লেশ সৃজন করে ও শ্রম পণ্ডতা লাভ করে। ভগবান্ বিষ্ণুই সমগ্র জগতের একমাত্র স্রষ্টা ও পাতা। তাঁহা হইতে রুদ্রাদি-দেব প্রলয়-শক্তিবিশিষ্ট।

যাদবাচার্য্য মাতার এইপ্রকার উপদেশ সিদ্ধান্ত শ্রবণে বলিলেন—"মাতা আপনার বাক্য শুভদ বটে, কিন্তু আমাকে একবার ভূ-প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক আপনার বাক্যের যাথার্থতা উপলব্ধি করিতে হইবে। আমার শরীর নিতান্ত ক্লিষ্ট ও অসমর্থ। এসময়ে ভূ-পর্য্যটন সুবিধা-জনক নহে।" মাতা যাদবের বাক্য শুনিয়া বলিলেন,—"বৎস, যুক্তজাল সঙ্কোচ করিয়া একবার মহাত্মা রামানুজকে প্রদক্ষিণ করিলেই তুমি নিরাময় হইতে পারিবে, ইহাই আমার বিশ্বাস। সমগ্র ভূ পর্য্যটনে যে ফল লাভ হয়, তৎফল-সমুদায়ই ইহাঁকে প্রদক্ষিণ করিলেই হইতে পারে। মাতার এবম্বিধ বাক্যে যাদবের প্রথাগত দৃঢ় কুসিদ্ধান্তসকল সঞ্চালিত হইল। তিনি মাতৃবাক্যগুলি যতই আলোড়ল করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার পূর্ব্ব-সিদ্ধান্ত সকলের দার্ঢ্যহ্রাস হইতে লাগিল। সন্দিগ্ধ-হৃদয় হইয়া যাদবাচার্য্য পরিশেষে শ্রীরামানুজের সহিত বিচার করিবার জন্য বদ্ধ-হৃদয় হইলেন এবং বরদরাজের মঠে শ্রীরামানুজের সাক্ষাৎ লাভ করিলেন। যতীন্দ্রকে পাইয়াই তিনি প্রশ্ন করিলেন,—"রামানুজ, তুমি নিজদেহে শঙ্খ-চক্র ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদি ধারণ করিয়াছ কেন? ব্রহ্ম নির্গুণ, তাঁহাকে সগুণত্ব পতিপন্ন করিবার কেন যত্ন কর? এসকল শা-স্ত্রবিরুদ্ধ অসদাচার শাস্ত্রে কোথায় পাইলে?" শ্রীরামানুজ শিষ্য কুরেশকে যাদবের পূর্ব্বপক্ষের সন্মীমাংসা করিতে অনুমতি করিলেন।

আচার্য্যাদিষ্ট হইয়া কুরনাধ যাদবকে প্রমাণ দেখাইতে লাগিলেন ;—
শ্রুতি-প্রমাণ, যথা—

প্রতপ্তে বিষ্ণোরজচক্রে পবিত্রে জন্মাম্ভোধিবর্ত্তবেচষণীন্দ্রাঃ।
মূলে বাহ্বোর্দধতেন্য পুরাণঃ লিঙ্গান্যঙ্গেতাবকান্যর্পয়ন্তি ॥

সাগ্নি পবিত্রমিত্যাগ্নি। অগ্নির্বৈসহস্র্যরোঃ। সতস্রারো নেমিঃ। নেমিনা তপ্ততনুর্ব্রাহ্মণঃ। সাজুষ্যং সলোকতামাপ্নোতি দেবাসো যে বিধৃতেন বাহুনা সুদর্শনেন প্রযতমানবো লোকসৃষ্টিং বিতন্বন্তি ব্রাহ্মণান্তদ্বদন্তি অগ্নিনা বৈ তপ্তং দ্বিভুজেধার্য্যং ঊর্দ্ধপুণ্ড্রমালিখেৎ। তস্মাদ্বিরেখং ভবতি ন পুরাগমনমেতি ব্রহ্মণঃ সাযুজ্যং সালোকতামাপ্নোতি। চক্রং বিভর্ত্তি বপুষা প্রতপ্তং বলং দেবানামমিতস্য বিষ্ণোঃ। স এতি নাকং দুরিতা বিধুয় প্রযান্তি যদ্যতয়ো বীতরাগাঃ॥ অথর্ব্ববেণে। এভির্ব্বয়মূরুক্রমস্যচিহ্নৈরঙ্কিতা লোকে সুভগাভবামঃ। তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং যেধিগচ্ছন্তি লাঞ্ছিতাঃ॥

পরাশর সংহিতায়াং,—

উপবীতাদিবদ্ধার্য্যাঃ শঙ্খচক্রাদয়স্তথা।
ব্রাহ্মণস্য বিশেষেণ বৈষ্ণবস্য বিশেষতঃ॥

শ্রীমহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বণি,—

ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈশ্চ কৃতলক্ষণৈঃ।
অর্চ্চনীয়শ্চ বন্দ্যশ্চ নিত্যযুক্তৈঃ স্বকর্ম্মসু ॥

হারিতে,— তাপাদি পঞ্চ সংস্কারৈ মহাভাগবতোত্তমঃ।
অন্যেত্ববৈষ্ণবা জ্ঞেয়া হীনাস্তাপাদিভির্জ্জনাঃ॥
বিনা যজ্ঞোপবীতেন বিনা চক্রস্য ধারণাৎ।
বিনাদ্বয়ো ন বৈ বিপ্রশ্চণ্ডালত্বমবাপ্নুয়াৎ ॥

যামুনে,— শ্বপাকমিব বীক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবং।
বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্ ॥

লৈঙ্গে,— অষ্টাক্ষরবিদঃ সর্ব্বে তপ্তচক্রাঙ্কিতাস্তদা।
সেবকা বাসুদেবস্য তথৈব নট নর্ত্তক ॥
অন্যে চ বৈষ্ণবাস্তত্র সর্ব্বে চক্রেণ লঞ্ছিতাঃ।
অগ্নিনৈব ত সন্তপ্তং চক্রমাদায় বৈষ্ণবঃ ॥
দাহয়েৎ সর্ব্ববর্ণানাং বিষ্ণু-সালোক্য-সিদ্ধয়ে।

কঠবল্ল্যাং ঊর্দ্ধপুণ্ড্র বিধি,—

ধৃতোর্দ্ধপুণ্ড্রঃ কৃতচক্রধারী বিষ্ণুং পরং ধ্যায়তি যো মহাত্মা।
স্বরেণ মন্ত্রেণ সদা হৃদিস্থং পরাৎপরং যমনৃতো মহান্তম্॥

স্কান্দে, — যেষাং চক্রাঙ্কিতং গাত্রং শূদ্রেষ্বপি চ দৃশ্যতে।
তে বৈ স্বর্গস্য নেতারো ব্রাহ্মণা ভুবিদুর্ল্লভাঃ॥

অথর্ব্ববণোপনিষদি,—

হরেঃ পাদাকৃতিমাত্মনো হিতায় মধ্যে ছিদ্রমূর্দ্ধপুণ্ড্রং যো ধারয়তি।
স পরস্য শ্রিয়ো ভবতি স পুণ্যবান্ ভবতি স মুক্তিবান্ ভবতি॥

মহোপনিষদি,—

ধৃতোর্দ্ধপুণ্ড্রঃ পরমেশিতারং নারায়ণং সাংখ্যযোগাভিগম্যং।
জ্ঞাত্বা বিমুচ্যেত নরঃ সমস্তৈঃ সাংরসাপাশৈরিহচৈতি বিষ্ণুম্॥

আগ্নেয়ে, — ত্রিপুণ্ড্র-ধারণং বিপ্রো লীলয়াপি ন কারয়েৎ।
ধারয়েদ্বিধিনা সম্যগূর্দ্ধপুণ্ড্র প্রযত্নতঃ।

ব্রহ্মাণ্ড, — ব্রাহ্মণস্যোর্দ্ধ পুণ্ড্রন্তু ক্ষত্রিয়স্যার্দ্ধ চন্দ্রকঃ।
বৈশ্যস্য বর্ত্তুলাকারং শূদ্রস্যৈব ত্রিপুণ্ড্রকম্॥
ব্রাহ্মণেন ন কর্ত্তব্যং তির্য্যক্ পুণ্ড্রস্য ধারণং।
স শূদ্র এব মন্তব্যস্তির্য্যক্ পুণ্ড্রস্য ধারণাৎ।

ব্রহ্মরাত্রে,— প্রণবেনৈব মন্ত্রেণ মৃদা বৈ মামনুস্মরন্।
ললাটে ধারয়েন্নিত্যং মম সাজুষ্যমাপ্নুয়াৎ॥

বাশিষ্ঠে, — নাসিকামুলমারভ্য আকেশান্তং প্রকল্পয়েৎ।
অঙ্গুলং পার্শ্বমেকন্তু ঊর্দ্ধপুণ্ড্রস্য লক্ষণম্॥ স্মৃতৌ।

সনৎকুমার-সংহিতায়াং, —

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং মৃদাধার্য্যং সচ্ছিদ্র সৌম্যমেব চ।
তদলঙ্করণার্থায় হরিদ্রাং ধারয়েচ্ছ্রিয়ম্॥
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রস্য মধ্যে তু অন্যদ্দ্রব্যং ন ধারয়েৎ।
হরিদ্রাং ধারয়েচ্চূর্ণং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥
অচ্ছিদ্রমূর্দ্ধপুণ্ড্রন্তু যে কুর্ব্বন্তি দ্বিজাধমাঃ।
তেষাং ললাটে সততং শ্বান পাদো ন সংশয়ঃ॥

পাদ্মে,— যে-কণ্ঠলগ্ন তুলসীত্যাদি।

ঈশ্বর সংহিতায়াং,— বিষ্ণুদেহ-পরামৃষ্টং যচ্চূর্ণং শিরসাবহেৎ।
সোশ্বমেধফলং প্রাপ্য বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥
সান্তরালোর্দ্ধপুণ্ড্রস্য মধ্যে শ্রীশস্য ধামনি।
হরিদ্রাসারসংভূত রজসা ধারয়েচ্ছ্রিয়ম্॥
পরাশরে,— একোপবীতং ধার্য্যং স্যাৎ যতীনাং ব্রহ্মচারিণাং।
গৃহস্থানাং বনস্থানামুশবীতোভয়ং স্মৃতম্॥
পঞ্চরাত্রে,— কাষায় বস্ত্রযুগ্মং চ বেণু-যষ্টিং চ ধারয়েৎ।
কৌপীনং কটিসূত্রঞ্চ ছত্রং তাম্র-কমণ্ডলুম্॥
ছিদ্রোর্দ্ধপুণ্ড্রমেকং বা তথা দ্বাদশমেব বা।
তুলসী নলিনাক্ষাণাং মালিকাধারণং তথা।
ভুজয়োর্গুরুণাসম্যক্ শঙ্খচক্রঞ্চ ধারয়েৎ॥

যাদবাচার্য্য পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণোদ্ধৃত বচনসকল অবগত হইয়া নিতান্ত বিস্মিত হইলেন। শঙ্খ-চক্রাদি ধারণ করিবার পক্ষে শাস্ত্রসমূহে এরূপ নিঃসন্দেহ আজ্ঞা থাকিতে পারে, যাদবের ইতঃপূর্ব্বে ধারণা ছিল না। তিনি শঙ্করী বেদান্তে তাৎকালিক পণ্ডিতগণের নেতা হইয়া স্বীয় ব্রহ্মের নৈর্গুণ্যভাবের যুক্তিতেই অন্ধ ছিলেন। ঈশোপাসনা তাঁহার ন্যায় মায়াবাদীর নিকট বালোচিত ক্রিয়াবিশেষ। তিনি জানিতেন যে, শ্রীবৈষ্ণবগণের সকল ব্যবহারিক মায়িক, মিথ্যাকল্পিত ও অজ্ঞতাপ্রসূত। কুরনাথের অপার শাস্ত্রদর্শন দেখিয়া তিনি আর আপনার মূর্খতাব্যঞ্জক পূর্ব্বপক্ষ-দ্বারা লোকহাস্য বৃদ্ধি করিতে যত্ন পাইলেন না। তাঁহার মনে এক্ষণেও ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণাদি ব্যবহারের স্বপক্ষে প্রমাণের পরিবর্ত্তে ব্রহ্মের সগুণাত্মক অপর প্রশ্নটী হৃদয়কে উদ্বেলিত করিতে লাগিল। তিনি কুরেশকে বেদান্ত শাস্ত্রের কদর্থে লইয়া যাইবার মানসে শাস্ত্রদ্বারা ব্রহ্মের সগুণত্ব প্রতিপাদনের জন্য অনুরোধ করিলেন। কুরেশাচার্য্য সর্ব্ববেদ-শিরোমণি উপনিষদ্ হইতে সর্ব্বজ্ঞ "সর্ব্ববিৎ", "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব", "সবীর্য্য শক্ত্যাদিগুণৈক-রাশিঃ", "অপহত পাপ্মা বিজ্বরো বিমৃত্যুঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্প", "তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং", "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশিনীশৌ", "নিত্যো, নিত্যানাং" "নারায়ণ পরব্রহ্ম", "একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ" প্রভৃতি অসংখ্য প্রমাণ-দ্বারা শ্রীমন্ যাদবাচার্য্যকে মায়াবাদ-গর্ত্ত হইতে উত্তোলন করিবার

সুযোগ পাইলেন। মহাভারত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর প্রভৃতি বেদশাস্ত্রানুগ গ্রন্থ-সমূহে সবিশেষ ব্রহ্মের ভূরি ভূরি প্রমাণ ও মায়াবাদীর অসত্তর্ক নিরসন-দ্বারা সৎসিদ্ধান্ত স্থাপন করিলেন। কেবলাদ্বৈতী মায়াবাদীগণ যেরূপ স্বীয় সংক্ষিপ্ত বুদ্ধিবলে ব্রহ্ম-সঙ্কোচ্য করিতে সিদ্ধহস্ত হইয়াছেন মনে করেন, যাদবের তাদৃশ বিশ্বাস শ্রীবৈষ্ণবের সুশীতল বাক্যে রসিত হইল। তাঁহার এতাবৎকার্য্যে পরাবিদ্যানুশীলন অবিদ্যানুশীলন বলিয়া ক্রমে মনে ধারণা হইতে লাগিল। সে-দিবস অধিক্ষণ অপেক্ষা না করিয়া যাদবাচার্য্য গৃহে গেলেন।

শ্রীবৈষ্ণবগণের অপ্রাকৃত ব্যবহার ও ব্রহ্মের বিশেষত্ব তাঁহার হৃদয়দেশ অধিকার করিল। যাদবাচার্য্য ঔপাধিক পরামাত্মা, মায়া কল্পিত ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি অসৎসিদ্ধান্ত-সকলের মায়িক যুক্তির অকর্ম্মণ্যতা উপলব্ধি করিতে করিতে নিদ্রায় সুষুপ্ত্যাত্মক কৈবল্যের আশ্রয় লাভ করিলেন। তৎকালে ভগবান্ স্বীয় ঐশ্বর্য্য বিকাশপূর্ব্বক শ্রীযাদবকে স্বীয় নিত্য চিদ্বৈচিত্র্য দেখাইয়া শ্রীরামানুজের চরণাশ্রয়ের উপদেশ দিলেন।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

জীব ও জড় সমস্তই কৃষ্ণ হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ

বেদ ও বেদান্ত আলোচনাপূর্ব্বক আচার্য্যগণ দুই প্রকার সিদ্ধান্ত করেন। দত্তাত্রেয়, অষ্টাবক্র, দুর্ব্বাসা প্রভৃতি ঋষিগণের অনুগত সিদ্ধান্ত লইয়া শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য কেবলাদ্বৈত-মত প্রচার করেন। তাহাই একপ্রকার সিদ্ধান্ত। নারদ, প্রহ্লাদ, ধ্রুব, মনু প্রভৃতি মহাত্মাদিগের অনুগত সিদ্ধান্ত লইয়া বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব প্রচার করেন। তাহাই দ্বিতীয় প্রকার সিদ্ধান্ত। ভক্তিসিদ্ধান্ত চারি-প্রকার, তাহার বিবরণ এই—(১) শ্রীরামানুজাচার্য্য 'বিশিষ্টা-দ্বৈত'-মতে ভক্তি প্রচার করেন; (২) শ্রীমধ্বাচার্য্য

'শুদ্ধদ্বৈত'-মতে ভক্তি প্রচার করেন; (৩) শ্রীনিম্বাদিত্যাচার্য্য 'দ্বৈতাদ্বৈত-মতে ভক্তি প্রচার করেন; (৪) শ্রীবিষ্ণুস্বামী 'শুদ্ধাদ্বৈত-মতে ভক্তি প্রচার করেন।' চারিজনেই শুদ্ধভক্তির প্রচারক। (১) **রামানুজ-মতে**—চিৎ ও অচিৎ এই দুই বিশেষণে বিশিষ্ট হইয়া একমাত্র ঈশ্বরই বস্তু। (২) **মধ্ব-মতে**—জীব ঈশ্বর হইতে পৃথক্ তত্ত্ব, কিন্তু ঈশভক্তিই তাঁহার স্বভাব। (৩) **নিম্বার্কাদিত্য-মতে**—জীব ঈশ্বর হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ। অতএব ভেদেরও নিত্যতা স্বীকৃত। (৪) **বিষ্ণুস্বামী-মতে**—বস্তু এক হইলেও বস্তুতঃ ব্রহ্মতা ও জীবতা নিত্যপৃথক্। এরূপ পরস্পরের ভেদ থাকিলেও তাঁহারা সকলেই ভক্তির নিত্যত্ব, ভগবানের নিত্যত্ব, জীবের নিত্য-দাস্য ও চরমে প্রেমগতি স্বীকার করিয়াছেন। অতএব তাঁহারা সকলেই মূলতত্ত্বে বৈষ্ণব। মূলতত্ত্বে বৈষ্ণব হইলেও তাঁহাদের বিজ্ঞান একটু একটু পৃথক্ থাকায় অসম্পূর্ণ ছিল। সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-দেব অবতীর্ণ হইয়া সেই বৈজ্ঞানিক অসম্পূর্ণতা দূর করত বিশুদ্ধ-বিজ্ঞান সমন্বিত শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন।

সেই বিজ্ঞান এখন বিচারিত হইবে। শ্রীচরিতামৃতে—

ব্যাসের সূত্রেতে কহে পরিণাম-বাদ।
'ব্যাস ভ্রান্ত' বলি' তাঁহা উঠাইল বিবাদ॥
পরিণাম-বাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী।
এত কহি বিবর্ত্তবাদ স্থাপনা যে কার॥
বস্তুতঃ পরিণাম-বাদ সেইত প্রমাণ।
'দেহে আত্ম-বুদ্ধি'—এই বিবর্ত্তের স্থান॥
অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছাতেই জগৎরূপে পায় পরিণাম॥
তথাপি অচিন্ত্য-শক্ত্যে হয় অবিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত ধরি॥

নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হইতে।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপে অবিকৃতে ॥
বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম কহি শ্রীভগবান্।
ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য-পূর্ণ পরতত্ত্ব-ধাম ॥
তাঁ'রে নির্ব্বিশেষ কহি, চিচ্ছক্তি না মানি।
অর্দ্ধ স্বরূপ না মানিলে, পূর্ণতা হয় হানি ॥
অপাদান, করণ, অধিকরণ—কারক তিন।
ভগবানের সবিশেষ এই তিন চিহ্ন ॥
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণানন্দ বিগ্রহ যাঁহার।
হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার ??

(অঃ ৭।১২১-১২৬, ১৩৮-১৪০ ; ৬।১৪৪-১৫২)

বেদব্যাস-কৃত ব্রহ্মসূত্রে পরিণামবাদই উপদিষ্ট ; বিবর্ত্তবাদ উপদিষ্ট নয়। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য পরিণামবাদে 'ঈশ্বর বিকারী হন' বলিয়া সূত্রার্থ পরিবর্ত্তন করত বিবর্ত্ত-বাদ স্থাপন করিয়াছেন। পরিণাম ও বিবর্ত্ত শব্দদ্বয়ের অর্থ সদানন্দ-যোগীন্দ্রকৃত বেদান্তসারে এইরূপ লিখিত আছে,—

সতত্ত্বতোঽন্যথা বুদ্ধির্বিকার ইত্যুদীরিতঃ।
অতত্ত্বতোঽন্যথা বুদ্ধির্বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ ॥ (৫৯ সংখ্যা)

কোন সত্যবস্তু অন্য রূপ গ্রহণ করিলে তাহাতে যে পৃথগ্‌বস্তু-বুদ্ধি, তাহার নাম—পরিণাম। পরিণাম বিকার মাত্র। দৃষ্টান্ত যথা,—দুগ্ধ হইতে দধি। অন্য বস্তু নাই অথচ অন্য বস্তু বলিয়া তাহাতে যে ভ্রম, তাহাই বিবর্ত্ত। দৃষ্টান্ত যথা,—রজ্জুতে সর্প-ভ্রম এই তাৎপর্য্য লইয়া শাঙ্করীয় পণ্ডিতগণ বলেন যে, এই জীব জড়াত্মক জগৎ কখনই ঈশ্বরের পরিণাম হইতে পারে না। যদি পরিণাম মানা যায়, তাহা হইলে ঈশ্বরকে বিকারী বলিতে হয় অর্থাৎ এই জগৎ ঈশ্বরের একটী বিকৃত অবস্থা বলিয়া মানিতে হয়। দুগ্ধ যেমন অম্লযোগে দধিরূপে বিকৃত হয়, জগৎকে সেরূপ ঈশ্বরের বিকৃতি বলিতে হয়। অতএব পরিণামবাদ অগ্রাহ্য। সর্প নাই, তথাপি অজ্ঞানতাবশতঃ একটী রজ্জুকে সর্প বলিয়া মনে হয়, সেই ভয় হইতে নানাপ্রকার ফলোৎপত্তিও ঘটে ; জগৎ সেইরূপ। জগৎ নাই, অথচ অজ্ঞানে যে জগৎকে বস্তু বলিয়া বোধ হইতেছে,

তাহাই বিবর্ত্ত। ইহা মানিলে ঈশ্বরকে বিকারী বলিতে হয় না। এইরূপ সিদ্ধান্তের দ্বারা বিবর্ত্তবাদ স্থাপন হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা এই যে, বিবর্ত্তবাদের স্থল নাই। জীব জড়দেহে যে বুদ্ধি করে, তাহাতে রজ্জু-সর্পের উদাহরণ লগ্ন হয় এবং তাহাই বিবর্ত্ত। কিন্তু জড়দেহ মিথ্যা নয়; অতএব ঈশ্বর বিবর্ত্তভাবে জড়দেহ বা জড়জগৎ হইয়াছেন অথবা জীব-স্বরূপ হইয়াছেন—এরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত হেয়। **ব্যাসসূত্রে পরিণামবাদ স্বীকৃত হইয়াছে।** পরিণাম ত্যাগ করিলে সর্ব্বজ্ঞ-ব্যাসকে ভ্রান্ত বলিতে হয়। বস্তুতঃ দুগ্ধ যেরূপ দধিরূপে পরিণত হয়, ঈশ্বরের অচিন্ত্য-শক্তি সেইরূপ ঈশ্বর-ইচ্ছায় জীব ও জড়রূপে পরিণত হইয়াছে। **ঈশ্বর বা ব্রহ্মের পরিণাম নাই, কিন্তু তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির বিচিত্র প্রভাব অনুসারে পরিণতি কখনই ঈশ্বরকে বিকারী করিতে পারে না।** যদিও প্রাকৃত বস্তু অপ্রাকৃত তত্ত্বের উদাহরণ সম্পূর্ণরূপে হয় না, তথাপি তাহা কোন অংশে উদাহৃত হইয়া অপ্রাকৃত তত্ত্বকে স্পষ্ট করিতে পারে। এইরূপ কথিত আছে যে, প্রাকৃত চিন্তামণি নানারত্নরাশি প্রসব করিয়াও অবিকৃত থাকে। অপ্রাকৃত-তত্ত্বে ঈশ্বরের সৃষ্টিকে সেইরূপ মনে করুন। অনন্ত জীবময় জৈবজগৎ এবং চতুর্দ্দশ লোকান্তর্গত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অচিন্ত্য-শক্তিদ্বারা ইচ্ছামাত্র সৃজন করিয়াও পরমেশ্বর সম্পূর্ণ বিকারশূন্য থাকেন। 'বিকারশূন্য' শব্দ-দ্বারা এরূপ মনে করিবেন না যে, তিনি কেবল নির্ব্বিশেষ। বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম সর্ব্বদা ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবৎ-স্বরূপ, কেবল নির্ব্বিশেষ বলিলে তাঁহার চিচ্ছক্তি স্বীকৃত হয় না। অচিন্ত্য-শক্তিদ্বারা তিনি নিত্য সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ। কেবল নির্ব্বিশেষ মানিলে অপূর্ণস্বরূপ মানা হয় এবং তাহাতে পূর্ণতার হানি হয়। সেই পরতত্ত্বে **অপাদান, করণ ও অধিকরণরূপ তিনটী কারকত্ব বিশেষরূপে শ্রুতিগণ-কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে;** যথা—

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম। (তৈত্তিরীয় ৩।১

'যাঁহা হইতে এই সমস্ত ভূত জাত হইয়াছে',—এতদ্দ্বারা **ঈশ্বরের অপাদানকারকত্ব** সিদ্ধ হয়। 'যাঁহা কর্ত্তৃক জাত হইয়া সমস্ত জীবিত আছে'—এই বাক্য-দ্বারা **করণ-কারকত্ব** লক্ষিত হয়। 'যাঁহাতে গমন ও প্রবেশ করে'—এই বাক্য-দ্বারা ঈশ্বরের **অধিকরণ-কারকত্ব** বিচারিত হইয়া থাকে। এই তিন লক্ষণ-দ্বারা 'পরতত্ত্ব' বিশিষ্ট হইয়াছেন। ইহাই তাঁহার বিশেষ, অতএব ভগবান্ সর্ব্বদা সবিশেষ। এরূপ ভগবান্ কখনই কেবল নিরাকার হইতে পারে না। **ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সচ্চিদানন্দ স্বরূপই তাঁহার নিত্য প্রাকৃত আকার।**

শ্রীজীব গোস্বামী তদীয় ভগবৎ-সন্দর্ভে (১৬শ সংখ্যায়) ভগবত্তত্ত্ব বিচারে বলিয়াছেন যে,—

একমেব পরমং তত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বদৈব-স্বরূপ-তদ্রূপ-বৈভব-জীব-প্রধান-রূপেণ চতুর্দ্ধাবতিষ্ঠতে, সূর্য্যান্তর-মণ্ডলস্থিত-তেজ ইব, মণ্ডলতদ্বহির্গত তদ্রশ্মি, তৎপ্রতিচ্ছবি-রূপেণ।

পরমতত্ত্ব এক। তিনি স্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন। সেই শক্তিক্রমে সর্ব্বদাই তিনি স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধান-রূপে চতুর্দ্ধা অবস্থান করেন। সূর্য্যমণ্ডলস্থ তেজঃ, সূর্য্য-মণ্ডল, তাহার বহির্গত-রশ্মি ও তাহার প্রতিচ্ছবি অর্থাৎ দূরগত প্রাতিফলন, এই অবস্থার কথঞ্চিত উদাহরণ-স্থল। মাত্র সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ তাঁহার স্বরূপ। চিন্ময় ধাম, নাম, সঙ্গী ও সমস্ত ব্যবহার্য্য উপকরণই স্বরূপবৈভব। নিত্যমুক্ত, নিত্যবদ্ধ অনন্ত চিৎকণই জীব। মায়া-প্রধান ও তৎকৃত সমস্ত জড়ীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎই 'প্রধান'-শব্দবাচ্য। এই চতুর্দ্ধা প্রকাশ নিত্য-পরমতত্ত্বের একত্ব-প্রতিপাদক। পরমতত্ত্বে নিত্য বিরুদ্ধ-ব্যাপার কিরূপে যুগপৎ থাকিতে পারে? উত্তর এই যে, জীব-বুদ্ধিতে ইহা অসম্ভব, কেননা জীববুদ্ধি সীমাবিশিষ্ট। কিন্তু পরমেশ্বরের অচিন্ত্যশক্তিতে ইহা অসম্ভব নয়।

শ্রীজীব গোস্বামী এই মতকে "সর্ব্বসম্বাদিনী"-গ্রন্থে অচিন্ত্য-ভেদাভেদাত্মক বলিয়া লিখিয়াছেন। নিম্বার্ক মতে ভেদাভেদ অর্থাৎ দ্বৈতাদ্বৈত-মত তাহা পূর্ণতা লাভ করে নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা লাভ করিয়া বৈষ্ণবজগৎ সেই মতের পূর্ণতাকে পাইয়াছেন। শ্রীমধ্ব-মতে যে 'সচ্চিদানন্দ নিত্যবিগ্রহ' স্বীকার আছে, তাহাই

এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদের মূল বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু মধ্ব-সম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন। পূর্ব্ব বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্তিত-মতসকলে একটু একটু বৈজ্ঞানিক অভাব থাকায় তাঁহাদের পরস্পর বৈজ্ঞানিকভেদে সম্প্রদায়ভেদ হইয়াছে। সাক্ষাৎপরতত্ত্ব শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু স্বীয় সর্ব্বজ্ঞতা-বলে সেই সমস্ত মতের অভাব পূরণ করত শ্রীমধ্বের 'সচ্চিদানন্দ নিত্যবিগ্রহ', শ্রীরামানুজের 'শক্তিসিদ্ধান্ত', শ্রীবিষ্ণুস্বামীর 'শুদ্ধাদ্বৈতসিদ্ধান্ত, তদীয় সর্ব্বস্বত্ব' এবং শ্রীনিম্বার্কের 'নিত্যদ্বৈতাদ্বৈত-সিদ্ধান্তকে নির্দ্দোষ ও সম্পূর্ণ করিয়া স্বীয় অচিন্ত্য-ভেদাভেদাত্মক অতি বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক-মত জগৎকে কৃপা করিয়া অর্পণ করিয়াছেন। স্বল্পদিনের মধ্যে ভক্তিতত্ত্বে একটীমাত্র সম্প্রদায় থাকিবে, তাহার নাম হইবে—"শ্রীব্রহ্ম-সম্প্রদায়"। আর সকল সম্প্রদায়ই এই ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ে পর্য্যবসান লাভ করিবে। অতএব কারিকা,—

সর্ব্বত্র শ্রুতিবাক্যেষু তত্ত্বমেকং বিনিশ্চিতম্।
নাবিদ্যাকল্পিতং বিশ্বং ন জীবনির্ম্মিতং কিল॥
অতত্ত্বতোঽন্যথা বুদ্ধির্বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ।
সত্যত্বে বিশ্বএতস্মিন্ বিবর্ত্তো ন প্রবর্ত্ততে॥
অচিন্ত্যশক্তিযুক্তস্য পরেশস্যেক্ষণাৎ কিল।
মায়ানাম্ন্যা পরাশক্তিঃ সূয়তে সচরাচরম্॥
ভেদাভেদাত্মকং বিশ্বং সত্যং কিন্তু বিনশ্বরম্।
স তত্র জীবজাতানাং নিত্যসম্বন্ধ এব চ॥
ন ব্রহ্ম-পরিণামো বৈ শক্তেঃ পরিণতিঃ কিল।
স্থূল-লিঙ্গাত্মকং বিশ্বং ভোগায়তনমাত্মনঃ॥

সমস্ত শ্রুতিবাক্য আলোচনা করিয়া দেখিলে, একটী সনাতন-তত্ত্ব জানা যায়। তাহা এই যে, **এই বিশ্ব সত্য, অবিদ্যাকল্পিত মিথ্যা বস্তু নয়।** ইহা পরমেশ্বরের নিরঙ্কুশ ইচ্ছা হইতেই হইয়াছে, **জীব নির্ম্মিত নয়।** মিথ্যা বস্তুতে সত্যজ্ঞান করার নাম 'বিবর্ত্ত'। এই বিশ্ব নশ্বর হইলেও সত্য, অচিন্ত্য-শক্তিমান্ ঈশ্বরের ঈক্ষণ অর্থাৎ ইচ্ছা-মাত্রই হইয়াছে, ইহাতে বিবর্ত্তের স্থল নাই। পরমেশ্বরের মায়ানাম্নী

অপরাশক্তি তদিচ্ছাক্রমে এই স্থাবর-জঙ্গমময় জড়জগৎকে প্রসব করিয়াছে। বিশ্ব সমস্তই অচিন্ত্যভেদাভেদাত্মক। বিশ্ব সত্য হইলেও নিত্য সত্য নয়। "নিত্যা নিত্যানাং" (কঠ ২।২৩ ও শ্বেঃ ৬।১৩) এই শ্রুতিতে ইহা প্রতিপন্ন হয়। কেবল ভেদ বা কেবল অভেদবাদ তথা শুদ্ধাদ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—এ সকলই শ্রুতিশাস্ত্রের একদেশসম্মত, অন্যদেশবিরুদ্ধ ; কিন্তু অচিন্ত্যভেদাভেদ-মত বেদের সর্ব্বদেশ সম্মত-সিদ্ধান্ত, জীবের স্বতঃসিদ্ধ শ্রদ্ধার আস্পদ এবং সাধুযুক্তি-সম্মত। এই জড়জগতে জীবের নিত্যসম্বন্ধ নাই। জগৎ পরব্রহ্মের শক্তি-পরিণাম, বস্তু পরিণাম নয়। এই স্থূল-লিঙ্গাত্মক বিশ্ব জীবের ভোগায়তন মাত্র।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

জড় ও চিন্ময়

হরিনাম কর রে সবে
কর রে শমন জয়।
হরিনামের গুণেতে ভাই
নাইকো ভবের ভয় ॥১॥

সংসার-সুখে মত্ত হয়ে তুই
ঘুরছিস্ ধরাধামে।
প্রাণটা যাবে অবশেষে তোর
নিয়ে যাবে তোরে যমে ॥২॥

অনন্তকোটী নরকে গিয়ে
মজবি যে ওরে শেষে।
যন্ত্রণা সেথা পাবিরে তুই
থাকবি পাপীর বেশে ॥৩॥

আবার তোর জনম যে হবে
পক্ষী-কীটাদি-মাঝে।
পশু হয়ে তুই জীবন কাটাবি
থাকবি খারাপ কাজে ॥৪॥

ত্রিতাপ জ্বালায় জ্বলবি রে তুই
নাহিকো পরিত্রাণ।
বারবার তুই করবি রে ভাই
চর্ব্বিত-চর্ব্বণ ॥৫॥

সব জ্বালার তুই অবসান চাস্
(তবে) বলরে হরির নাম।
হরিপদে যে মতি হবে তোর
পাইবি পরম ধাম ॥৬॥

সেই ধামের মালিক যে ভাই
দয়াল গোলোকবিহারী।
গৌররূপে যিনি প্রেম বিতরিলেন
সমস্ত জগৎ ভরি ॥৭॥

জরা-মৃত্যু নাই, সে'ধামে
সমস্তই ত চিন্ময়।
মায়ার সেথা নাহি অধিকার
নাহিকো দুঃখ ভয় ॥৮॥

(সেই) চিন্ময়-ধাম চাস্ যদি তুই
বলরে হরি বোল।
(জড়) ভুবনের নেশা কেটে যাবে তোর
পাবি তুই প্রেমফল ॥৯॥

—শ্রীবলভদ্রদাস ব্রহ্মচারী

———

শ্রীনারায়ণী

শ্রীচৈতন্যদেব-সম্বন্ধে যাঁহারা কিছু খবর রাখেন, তাঁহারাই শ্রীচৈতন্যের চরিত-লেখক ও শ্রীনিত্যানন্দের সর্ব্বশেষ শিষ্য শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের নাম শ্রবণ করিয়াছেন, আর শ্রীচৈন্যদেবের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দের নামের ন্যায় ভক্তরাজ শ্রীবাস পণ্ডিতের নামও শুনিয়াছেন। যেরূপ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণলীলা লিখিয়াছেন, তদ্রূপ গৌড়নৈমিষের আদিকবি ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যদেবের অতিমর্ত্ত্য-লীলা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে সুমধুর পদ্যছন্দে গ্রথিত করিয়া ব্যাস-নামে খ্যাত হইয়াছেন।

এই অতিমর্ত্ত্য ব্যাস-ঠাকুরকে যিনি গর্ভে ধারণ করিয়াছেন, সেই অপ্রাকৃতরত্ন-গর্ভা ত্রিলোকবন্দ্যা পরমপূজনীয়া শ্রীব্যাস-জননীই শ্রীনারায়ণী দেবী।

ভক্তরাজ শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতা—শ্রীরাম পণ্ডিত, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি। সকলেই শ্রীচৈতন্যদেবের একান্ত অনুগত ভক্ত ছিলেন। যথার্থ বৈষ্ণব-গৃহস্থের আদর্শ যেন এক-একটী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া এই চারি ভ্রাতারূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ শ্রীবাস পণ্ডিতের আবির্ভাবস্থান শ্রীহট্ট-প্রদেশ। শ্রীবাস পণ্ডিত ও শ্রীরাম পণ্ডিত শ্রীহট্ট হইতে শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন; পরে শ্রীপতি ও শ্রীনিধি গঙ্গাব্যাসের জন্য আসিয়া শ্রীবাস ও শ্রীরামের সহিত যোগদান করেন। শ্রীনারায়ণী শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতৃতনয়া বলিয়াই প্রামাণিক গ্রন্থে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি শ্রীবাসের কোন্ ভ্রাতার কন্যা, তাহার উল্লেখ কোন প্রামাণিক গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

নারায়ণী বাল্যকাল হইতেই শ্রীবাসের নবদ্বীপের বাড়ীতে বাস করিতে থাকেন এবং অতি শিশুকালেই শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্কীর্ত্তন-নৃত্য দর্শন ও শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন। ভগবানের যে উচ্ছিষ্ট-প্রসাদ ব্রহ্মাদি দেবতাও বহু তপস্যা করিয়া পাইতে পারেন না, শিশু শ্রীবাসভ্রাতৃদুহিতা নারায়ণী তাহা সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার

পর একদিন শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে গমনপূর্ব্বক শ্রীবাসের নিকট চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি প্রকাশ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর তদ্বিষয়ে শ্রীবাসের সংশয় দূর করিবার জন্য মহাপ্রভু একটী প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইলেন। নিকটেই চারি-বৎসরের শিশু-বালিকা নারায়ণী অবস্থান করিতেছিলেন। বালিকাকে ডাকিয়া মহাপ্রভু বলিলেন,—"নারায়ণি! তুমি একবার কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদ দেখি।" এই কথা বলিবামাত্র চারিবৎসরের শিশু 'হা কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে প্রেমোন্মাদে এমন মত্ত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন যে, তাহার চোখের জলে সমস্ত গৃহ ভাসিয়া গেল—বালিকা বাহ্য-জ্ঞান হারাইয়া ফেলিলেন।

ইহার পর আর একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাসের ঘরে সাতপ্রহরিয়া ভাব প্রকাশ করিয়া যখন বিভিন্ন ভক্তগণকে বিভিন্নভাবে কৃপা করিতেছিলেন, তখন তাঁহার ভোজনের যতকিছু অবশেষ ছিল, সকলই মহাপ্রভু স্বহস্তে শিশুবালিকা 'পরমপুণ্যবতী' নারায়ণীকে প্রদান করেন। নারায়ণীর সৌভাগ্য দেখিয়া বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ ও 'ধন্য ধন্য' করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবগণ বলিলেন—বালিকা হইয়াও ইহারই জীবন ধন্য, শৈশবাবস্থাতেই নারায়ণকে সেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। নারায়ণী মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিলে প্রভু নারায়ণীকে ডাকিয়া বলিলেন,—

"*　　*　　*　　নারায়ণি!
কৃষ্ণের পরমানন্দে কাঁদ দেখি শুনি॥"

মহাপ্রভুর আজ্ঞায় নারায়ণী 'বালিকা-স্বভাবে' কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। নারায়ণী বৈষ্ণবমণ্ডলে গৌরাঙ্গের 'অবশেষ পাত্রী' বলিয়া আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন।

তাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ কবিকর্ণপুর গোস্বামী জানাইয়াছেন,—নারায়ণী সামান্যা নারী ছিলেন না, তিনি ভগবানের পার্ষদগণের মধ্যে একজন অগ্রগণ্যা। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলায় যিনি শ্রীকৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করতেন, তাঁহার নাম ছিল কিলিম্বা; ইনি অম্বাদেবীর ভগ্নী। ইনিই শ্রীগৌরাঙ্গের লীলায় শ্রীনারায়ণী!

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ মুরারীগুপ্ত তাঁহার কড়চায় শ্রীগৌরসুন্দরের গৃহস্থ-লীলা ও নীলাচল-লীলা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইনি স্বয়ং

নিজচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন যে,—"শ্রীবাসের ভ্রাতৃকন্যা অতি মধুরলাবণ্যবতী ভাগ্যবতী নারায়ণী। ইনি মাতাপিতার একমাত্র কন্যা ছিলেন এবং মহাপ্রভুর প্রসাদ সেবা করিয়া প্রেমে ক্রন্দন করিতেন।"

শ্রীচৈতন্যভাগতে দেখিতে পাওয়া যায়,—শ্রীমন্মহাপ্রভু গয়া হইতে নবদ্বীপে ফিরিবার সময় কানাইর নাটশালায় আসেন এবং নবদ্বীপে আসিয়া তথাকার বিবরণ ভক্তগণের নিকট কীর্ত্তন করেন। এই সময় তিনি শ্রীবাসের গৃহে বালিকা নারায়ণীকে কৃষ্ণনামে ক্রন্দন করান ও তাঁহার অবশেষ-পাত্র প্রদান করেন। কানাইর নাটশালায় শ্রীল প্রভুপাদ যে পাদপীঠ ও স্মৃতিফলক স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে তথায় প্রথমবার মহাপ্রভু আগমনের তারিখ—১৪২৬ শকাব্দা দৃষ্ট হয়। তাহা হইলে এই সময় মহাপ্রভু প্রায় ১৯ বৎসর বয়স প্রকাশ করিয়াছেন। নারায়ণীর বয়স তখন প্রায় চারি বৎসর। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদও এইরূপই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন,—

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশের পর প্রভু নারায়ণীকে যখন স্বীয় প্রসাদ দান করেন, তখন নারায়ণী চারি বৎসর বালিকা। সুতরাং তাঁহার (মহাপ্রভু) অষ্টাদশ বৎসর বয়সের সময় নারায়ণী কেবল চারি-বৎসরের বালিকামাত্র। তাঁহার ছয়বৎসর পর প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তখন নারায়ণী দশবৎসর মাত্র বয়স প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে-সকল লোকেরা তাঁহাকে শিশুকালে বিধবা থাকা বলিয়া বর্ণন করেন, তাঁহারা যে কোন্ প্রামাণিক গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া সেরূপ কথা বলেন, তাহা আমরা জানি না। এ বিষয়ে প্রবাদগুলিকে বিশেষ সতর্কতার সহিত বিচারাধীন করা উচিত। যদি ঐসকল প্রবাদ শুদ্ধবৈষ্ণবগণের মধ্যে প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে কোন-কোন মহাজনের গ্রন্থে অবশ্য উল্লিখিত হইত। কোন সময়ে কোন কোন দুষ্টমতাবলম্বী ব্যক্তিগণ বৈষ্ণব-সমাজের অমঙ্গল-চেষ্টায় ঐসকল প্রবাদ সৃষ্টি করে। যখন কোন মহাত্মাই ঐসকল প্রবাদের উল্লেখ করেন নাই তখন আমরা সহজেই ঐসকল প্রবাদকে অনাদর করিতে পারি।

মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর নারায়ণীর বিবাহ হয়। মামগাছিতে শ্রীনারায়ণীর সেবা-পাট এখনও প্রত্যক্ষ। শিশুকালে বৃন্দাবনদাস ঠাকুর

তদীয় পবিত্র জননীর সঙ্গে মামগাছির ঠাকুর বাড়ীতে বাস করিতেন। সঙ্কতবিদ্যা তাঁহার সেই গ্রামেই অধীত হয়। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করার তিন চারি বৎসর পরে ঠাকুরের জন্ম এবং মহাপ্রভু অপ্রকটকালে তাঁহার বয়স বিংশতি বৎসরের অধিক হয় নাই। এই সময় মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু গৌরদেশে প্রেম-প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন। শেষকালে কবিবর বৃন্দাবন দাস মহোদয় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গ পাইয়া পরমানন্দ লাভ করেন।

শ্রীবাসের গৃহিণী মালিনীদেবীর মামগাছি গ্রামে পিত্রালয় ছিল। শ্রীনারায়ণী দেবীর সেই গ্রামে বিবাহ হয়। মালিনী শেষ বয়সে স্বীয় পিত্রালয়ে আসিয়া বাস করেন। ঐ বংশেরই কাহারও সহিত নারায়ণী দেবীর বিবাহ হইয়াছিল। ঠাকুরের শিশুকালেই ও চৈতন্যচন্দ্রের সেবা-নিয়ত হইবার পূর্ব্বেই ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবনের পিতা দেহত্যাগ করায় তাঁহার সম্বন্ধে কোন বিশেষ উল্লেখ প্রামাণিক গ্রন্থসমূহে নাই। ইহাই শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের মধ্যে চিরন্তন-রীতি যে, অচ্যুতগোত্র বলিয়া তাঁহারা গুরুর পরিচয়েই আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন অথবা পিতা-মাতা ভগবদ্ভক্তি আশ্রয় করিলেই তাঁহাদের পরিচয় প্রদান করেন। শ্রীনারায়ণী দেবী শ্রীচৈতন্যদেবের একান্ত কৃপাপাত্রী ছিলেন বলিয়াই তাঁহার পরিচয়েই ঠাকুর বৃন্দাবনের পরিচয় সকল প্রামাণিক মহাজন প্রদান করিয়াছেন। ঠাকুরের পিতা হরিসেবায় নিরপেক্ষ ছিলেন বলিয়া স্বয়ং ঠাকুর বৃন্দাবন ও বৈষ্ণবমহাজনগণ সকলেই তাঁহার নামোল্লেখে নীরব ছিলেন। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু যখনই ঠাকুর বৃন্দাবনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়াছেন, তখনই তৎসঙ্গে নারায়ণীর জয়গান করিয়াছেন,—

নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্টভাজন।
তাঁ'র গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস বৃন্দাবন॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৮।৪১)

বিশেষতঃ যখন ঠাকুর বৃন্দাবনের কোন দারপরিগ্রহের কথা শুনিতে পাওয়া যায় না এবং তিনি বিরক্ত বৈষ্ণবগণেরই মধ্যে পরিগণিত হন, তখন অবৈষ্ণব পিতার নাম উল্লেখ তাঁহার পরিচয় না হইয়া শ্রীচৈতন্য-দেবের একান্ত ভক্ত নারায়ণী ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পরিচয়েই ঠাকুরের যথার্থ পরিচয় হইয়াছে।

অনেকে বলেন,—ঠাকুর বৃন্দাবন ব্রাহ্মণ-কুলে অবতীর্ণ হইয়াও বরাহপুরাণ হইতে "রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য" প্রভৃতি শ্লোক তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে উদ্ধার করায় এবং ঠাকুর হরিদাসপ্রমুখ মহাপ্রভুর ভক্তগণকে বিশেষ সম্মান ও বৈষ্ণবের 'জাতিকুলের নিরর্থকতা' তাঁহার গ্রন্থ মধ্যে প্রতিপাদন করায় তিনি একশ্রেণী "পাষণ্ডী হিন্দু"র অপ্রীতি-ভাজন হইয়াছিলেন। তাহারাই শ্রীচৈতন্য-পার্ষদ ব্যাসাবতার নারায়ণী-নন্দনকে হেয় করিয়ার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

বৃন্দাবনদাস-পদে কোটী নমস্কার।
ঐছে গ্রন্থ করি' তিঁহো তারিল সংসার॥
বৃন্দাবন দাস নারায়ণীর নন্দন।
চৈতন্যমঙ্গল যিঁহো করিল রচন॥

জীবের বদ্ধদশা হইতে মুক্তির উপায়

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৩৬শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৩৮৩ পৃষ্ঠার পর)

তখন রাজসভায় রাজার নিকটে খবর গেল: 'হে মহারাজ! আপার পুত্র মারা গিয়াছে'—এই কথা শ্রবণ করিবার মাত্রই রাজা মাটীতে পড়িয়া অঝোর নয়নে হা পুত্র! হা পুত্র! বলিতে মূর্চ্ছিত হইলেন। একথা শ্রবণ করিয়া হিংসুক চিত্ত। কপট নারী ণ অর্থাৎ রাণীগণ ছলনায় নেত্রজল বরিষণ করিতে করিতে সেই আঁতুড় ঘরে আসিলেন যাহাতে রাজা বুঝিতে না পারে তাহার উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক হা পুত্র! হা পুত্র! বলিয়া সকলে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন. তথায় পুনরায় যদৃচ্ছাক্রমে উক্ত ঋষিগণ উপস্থিত হইলেন। রাজার গাত্রে হস্ত স্পর্শ করিবামাত্র রাজা চেতনতা পাইয়া ঋষিগণের চরণে পরিয়া হা পুত্র বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন তখন ঋগিগণ তাহাকে উপদেশ করিতে লাগিলেন যে, হে রাজন! আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম পুত্র হইতে তোমার ইহা অপেক্ষা অধিকতর দুঃখ লাভ হইবে, তখন তো আমার উপদেশ শ্রবণ করিলে না, এইবার বুঝিতে পারিয়াছ পুত্র হইতে কেমন দুঃখ লাভ হয়? তবে এখন দেখি পুত্রটী

কেমন ভাবে মরিল? এই বলিয়া রাজাসহ ঋষিগণ তথায় উপস্থিত হইলেন এবং পুত্রের গাত্রে হস্ত স্পর্শপূর্ব্বক জীবিত করিলেন এবং সেই পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—বৎস, তুমি এই অকালে চলিয়া যাইতেছ কেন? তখন সেই পুত্র বলিতে লাগিলেন,—আমার বহু জন্ম এইরূপে অতিবাহিত হইয়াছে, অদ্যও তাহা হইল। তবে আমাকে রাজার রাণীগণ মিলিয়া হিংসাপূর্ব্বক দুগ্ধের সহিত বিষ পান করাইয়াছে, তাই আমি মৃত। এই বলিয়া শিশু চুপ রহিলেন। তখন রাজার চিত্ত স্থির হইয়াছে। ঋষিগণ অনেক তত্ত্বকথা উপদেশ করিলেন তাহাতে চিত্রকেতু রাজার মন প্রসন্ন হইলে তিনি ঋষিগণের আদেশানুসারে অনন্তদেবের চরণাশ্রয়পূর্ব্বক হরিভজন করিতে লাগিলেন।

উক্ত উপাখ্যানে আমরা বুঝিতে পারি যে, জীবনে মানুষ যতদিন পর্য্যন্ত ঘাত-প্রাতঘাত না পাইবে ততদিন পর্য্যন্ত ভগবানকে ভজন করিবার অন্তরে প্রয়াস জন্মিবে না। তজ্জন্যই ভক্তগণ জাগতিক সুখ-ঐশ্বর্য্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন না। তাঁহারা চান,—হে ভগবান্ আমাকে প্রতি পদে পদে দুঃখ দাও, তাহলে তোমাকে আমি পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিব। আমাদের জীবনে যত ভগবদ্-স্মৃতি হইবে তত জাগতিক বিষয়-স্মৃতি হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিব। কিন্তু আমরা ভোগ-পিপাসার বশবর্ত্তী হইয়া মায়ার চাকচিক্কণময় জগতের প্রতি আকৃষ্ট তাই আমাদের দুঃখের কারণ হইয়াছে। সেই মায়া হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে একমাত্র ভগবচ্চরণে শরণাপন্ন ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। তাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অখিল লোকপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন,—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

(গীতা ৭।১৪)

আমার এই ত্রিগুণাত্মক মায়া ভয়ঙ্কর, ইহাকে উত্তীর্ণ হইতে গেলে একমাত্র আমাকে শরণাপন্ন ব্যতীত অপরের দ্বারা কেউ উত্তীর্ণ হইতে পারে না। পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে ভগবান্ মায়া সৃষ্টি করিলেন কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন চোর যেমন চুরি করিলে তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য জেলখানা তৈরি করা হইয়াছে। তদ্রূপ ভগবান জীব

সৃষ্টিকালে জীবের মধ্যে জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক এবং স্বতন্ত্র শক্তি দিয়াছিলেন। কিন্তু বদ্ধজীব স্বতন্ত্র-শক্তির অপব্যবহার হেতু ভগবানকে ভুলিয়া এই মায়ার জেলখানায় শাস্তি পাইতে হইতেছে। সুতরাং কেহ যদি মায়ার নিয়ন্ত্রক, বিশ্বপিতা ভগবানের একান্ত শরণাপন্ন হন তবেই দৈবী মায়া হইতে নিস্তার পাওয়া যাইতে পারে; অন্যথা ইহার নিস্তারের দ্বিতীয় পন্থা নাই। মায়াকে আশ্রয় করিলে জীব বদ্ধদশা লাভ করিয়া থাকে। আর ভগবানকে আশ্রয় করিলে জীব অনায়াসে মুক্তি পাইতে পারেন। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে,—কংসের কারাগৃহে ভগবান্ বাসুদেব কৃষ্ণ যখন অবতীর্ণ হইলেন তখন বসুদেব-দেবকী কর্ত্তৃক স্তবাদি পরিসমাপ্ত হইলে ভগবান্ বিষ্ণুর আদেশানুসারে শ্রীকৃষ্ণকে বসুদেব গোকুলে নন্দগৃহে লইয়া গেলেন। তথা হইতে যশোদার যমজ সন্তানের নবমী তিথিতে আবির্ভূতা ভগবানের স্বরূপ-শক্তি শ্রীযোগমায়াকে ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক কংস-কারাগৃহে আনিলেন। এখানে গোস্বামিগণ পূর্ব্বপক্ষ করিয়া বলিয়াছেন যে, কংস কর্ত্তৃক দেবকী, বসুদেব তো হস্তপদ শৃঙ্খলিত ছিল কেমন করিয়া হস্ত-পদ বন্ধন-মোচন করিয়া বসুদেব পুত্রকে লইয়া গেলেন? তদুত্তরে বলিতেছেন,—বসুদেব মহারাজ যখন বিষ্ণুরূপী পুত্রকে কোলে করিলেন তখন সঙ্গে সঙ্গে হস্তপদ বন্ধন-মোচন হইয়াছিল। (তাৎপর্য্য এই যে, জগতে কেহ যদি ভগবানকে বক্ষে ধারণ করিতে পারে তবে সঙ্গে সঙ্গে তাহার মায়া-কর্ত্তৃক স্নেহ, প্রীতি, মমতা, আসক্তিরূপ যে বন্ধন তাহা খুলিয়া শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবায় রতি উৎপাদন হইয়া থাকে। যখন মায়াদেবীকে বক্ষে ধারণ-পূর্ব্বক কারাগৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বের ন্যায় হস্তপদ শৃঙ্খলিত হইল)। (তাৎপর্য্য এই যে, জগতে বদ্ধজীব যখন শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া মায়ার রূপসৌন্দর্য্য ভোগের নিমিত্ত অগ্নি সদৃশ মায়াকে বক্ষে ধারণ করে, তখন বদ্ধজীবের সংসার-দশা লাভ হইয়া থাকে ও হস্তপদাদি শৃঙ্খলীত হয়।

বদ্ধজীব মায়ার শৃঙ্খলাবস্থায় মৃত্যুর শেষদিন পর্য্যন্ত নানাপ্রকারের জড়ীয় সুখ-বাসনায় আশায় আশায় দিনগুলিকে বৃথা অতিবাহিত করে, জগদ্‌গুরু শ্রীল শঙ্করাচার্য্য মোহমুদ্গরে বলিয়াছেন যথা,—

অঙ্গ গলিততং পলিতং মুণ্ডং দণ্ডবিহিনং জাততণ্ডুং।
করধৃত কল্পিত শোভিত দণ্ডং তদপি ন মুঞ্চত্যাশাভণ্ডম্॥
(মোহমুদ্গর-৪ শ্লোক)

ঘোর মায়াসক্ত বদ্ধজীব তাহাদের বৃদ্ধাবস্থায় অঙ্গের মাংসগুলি পচাগলিত অবস্থায় পড়িয়া যাইতেছে। জানুদ্বয়ের মধ্যদেশ দিয়া নিজ মস্তক নিম্নভাগ হইয়াছে। মুখের দন্তগুলি এক এক করিয়া পতিত হইয়াছে। মুখের যাবতীয় সৌন্দর্য্য অসৌন্দর্য্যে পরিণত হইয়াছে। এমতাবস্থায় হস্ত পদ থর থর ভাবে হস্তে দণ্ড শোভিত হইতেছে। একপ্রকার মৃত্যুর দড়ির ফাঁসী গলায় ধারণ করিয়াছে। তথাপি বদ্ধ জীব এই জরাতুরাবস্থায় সংসারাশা-ভাণ্ড পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না সুতরাং এর চেয়ে আর দুঃখের বিষয় কি হইতে পারে ?

এই সংসারে মায়া-মমতার ঘুর্ণিপাকে পড়িয়া আমরা মায়ান্ধ হইয়াছি। আপনজন যে ভগবান্ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া নকল পিতা-মাতার সম্বন্ধ পাতাইয়াছি। কে কোথা হইতে আসিয়াছি ও পরে কোথায় যাইব তাহার কোন নিশানা নাই। তাই শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে,—

কা তব কান্তা, কস্তে পুত্রঃ সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াতঃ তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥
(মোহমুদ্গর ২)

হে জগবাসী, তোমরা যে সংসার-মধ্যে মাতা, পিতা, ভাই, স্ত্রী-স্বামী, যাবতীয় সম্বন্ধ করিয়াছ, বস্তুতঃ বৈচিত্র্যময় সংসারে এরা কেহই তোমাদের আপন নহে। মরিবার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের যাবতীয় সম্বন্ধ চিরতরে বিলীন হইবে। সুতরাং তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ এবং পরে কোথা যাইবে তাহা চিন্তা করিয়াছ কি ? শ্রীশঙ্করাচার্য্যের উক্ত বাক্য হইতে জানা যায়, মানুষের মৃত্যু অনিবার্য্য, দুঃখ যেমন আমরা না চাইলেও আমাদের নিকটবর্ত্তী যথা সময়ে উপস্থিত হয় তদ্রূপ মৃত্যু না চাইলেও আমাদের নিকট মৃত্যু যথা সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইবে। সুতরাং জীবন প্রদীপ কোন্ মুহূর্ত্তে নিভিয়া যাইবে তাহার কোন ঠিক

নাই। তজ্জন্য সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া হরিকথা শ্রবণের দ্বারা ভবসংসার পাড়ী দিতে হইবে। শ্রীমচ্চঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন —

নলিনী দলগত সলিলং তরলং তদ্বজ্জীবনমতিশয় চপলং।
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেখা ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা॥

(মোহমুদ্গর ৪)

হে মানবগণ! পদ্মপত্রে জল যেমন আদ্রশক্তি থাকে না, যে-কোন মুহূর্ত্তে পড়িয়া যাবার আশঙ্কা থাকে তদ্রূপ মনুষ্য-জীবন যে-কোন মুহূর্ত্তে কলিকালের করাল স্রোতে ভাসিয়া যাইবে তার কোন ঠিক নাই সুতরাং যে কয়েকদিন এই সংসারে বাঁচিয়া আছ সাধুসঙ্গ লাভ পূর্ব্বক হরিভজন কর। কেননা ক্ষণকাল সাধুসঙ্গের দ্বারা ঐ ভবসমুদ্র অনায়াসে পার হইতে পারিবে। এই মনুষ্য জীবনে একমাত্র সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া একান্ত ভাবে শ্রীহরির উপাসনা করা কর্ত্তব্য। তবেই কৃষ্ণভক্তি লাভ সম্ভব ও গোলোক-বৈকুণ্ঠে ফিরিয়া যাইতে পারিব।

—শ্রীঅমলকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

গুরুদর্শন ও সঙ্গ

বিধাতা ও চালক একমাত্র কৃষ্ণ; তিনিই সকলের মূল—একথা যখনই ভুলিয়া যাই, তখনই নানাপ্রকার অসুবিধা আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করে—শ্রীগুরুপাদপদ্মই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের মালিক এবং শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম লাভের জন্যই শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয় ও অনুক্ষণ তাঁহার কৃপাসিক্ত হওয়া একান্ত অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়—একথা যখনই আমাদের স্মরণপথে থাকে না, তখনই আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়তমত্বদর্শনে বঞ্চিত হইয়া তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্যজ্ঞানে তচ্চরণে অপরাধগ্রস্ত হইয়া ক্রমশঃ ভজনপথ হইতে পতিত হইয়া পড়ি।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? তাহাই ভক্ত-ভাবাঙ্গীকারকারী শ্রীগৌরসুন্দর গয়াধামে শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের সহিত সাক্ষাৎকারের সময় বলিয়াছেন,—

সংসার সমুদ্র হইতে উদ্ধারহ মোরে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাঙ তোমারে॥

কৃষ্ণ-পাদপদ্মের অমৃতরস পান।
আমারে করাও তুমি—এই চাহি দান॥

সংসারসমুদ্র—কৃষ্ণপাদপদ্ম-বিস্মৃতি-ফলে যাহা লাভ হইয়াছে, তাহা হইতে উদ্ধার করিয়া আমাকে কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃতরস-পানে অধিকার প্রদান করুন—ইহাই শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট প্রণত প্রপন্ন শিষ্যের অনুক্ষণ প্রার্থনীয় বিষয়। অনুক্ষণ এই প্রার্থনার দ্বারাই প্রকৃত শিষ্যত্ব সংরক্ষিত হয়, নতুবা শিষ্যস্থান হইতে চ্যুত হইতে হয়। কায়মনোবাক্যে অকপটভাবে কৃষ্ণকে না চাহিলে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করা যায় না। বাহিরে সর্ব্বস্ব দানের অভিনয় করিয়াও অনুক্ষণ যদি অন্তরে সর্ব্বক্ষণ তৎপাদপদ্মে অভিনিবেশ ও কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য ব্যাকুলতা না জাগে তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে শ্রীগুরুপাদপদ্মে দেহ, মন ও বাক্যের কিছুই দেওয়া হয় নাই—আত্মনিবেদনই হয় নাই, কেবল লৌকিকতা মাত্র রক্ষিত হইয়াছে, বলিতে হইবে।

শ্রীগুরুদেব সর্ব্বক্ষণ বিপ্রলম্ভবিভাবিত-চিত্তে শ্রীকৃষ্ণানুসন্ধান-তৎপর। শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবাবিষ্ট। শ্রীগৌরসুন্দর যেরূপ আশ্রয়-বিগ্রহ-লীলানুকরণে "কাঁহা যাঙ, কাঁহা পাঙ মুরলীবদন"—এইরূপ ভাবে আবিষ্ট হইয়া অনুক্ষণ কৃষ্ণানুসন্ধান-বিশিষ্ট; সেইরূপ শ্রীগুরুবর্গও প্রতিমুহূর্ত্তে বিরহ-বিভাবিতচিত্তে শ্রীশ্রীগৌর-শ্রীকৃষ্ণানুশীলনে তৎপর, শ্রীগৌরাঙ্গের চিত্তবৃত্তি শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রতিফলিত ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের চিত্তবৃত্তি প্রকৃত শিষ্যে প্রতিফলিত হয়। প্রকৃত শিষ্যের চিত্তবৃত্তি, হাব-ভাব, ক্রিয়া-কলাপ শ্রীগুরুপাদপদ্মেরই ন্যায়। সম-চিত্তবৃত্তি না হইলে—সম ভূমিকায় অবস্থিত না হইলে—সম-আশাবিশিষ্ট না হইলে সঙ্গ হয় না এবং সঙ্গ না হইলে প্রকৃত শিষ্যত্বও লাভ করা যায় না। গুরুদেবের চিত্তবৃত্তি ও শিষ্যের চিত্তবৃত্তিতে ভেদ নাই। শ্রীগুরুদেব যে-প্রকার সর্ব্বক্ষণ শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণের অনুসন্ধান করেন, সেই প্রকার শিষ্যদেরও শ্রীশ্রীগুরু-গৌরের সহিত মিলিত হইবার জন্য অনুক্ষণ ব্যস্ত। যেখানে অবাধগতিতে ব্যবধানশূন্যভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্ম সঙ্গম-লালসাযুক্ত চিত্তবৃত্তি সেখানেই কৃষ্ণভক্তিরসময় শ্রীগুরুপাদপদ্মের ঐরূপ সেবোন্মুখ শিষ্যের নিকট আত্মপ্রকাশ। ঐরূপ সেবাভূমিকায় শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হয়—মঙ্গল লাভ হয়—প্রকৃত শিষ্যত্ব লাভ হয়। এই সেবাশিক্ষা দিবার জন্যই করুণাময় শ্রীগুরুপাদপদ্ম পুনঃ পুনঃ

ব্রজের পথে গমন করেন। তাঁহার প্রত্যেকটী লীলাই অত্যন্ত মঙ্গলবিধায়ক।

শ্রীগুরুপাদপদ্মে উপনীত হইয়া যদি চিত্তের গতি এই পথে ধাবিত না হইল, তাহা হইলে তাঁহার আশ্রিত হইয়াছি, বলিতে পারি কি? সমস্ত অনুষ্ঠান যেখানে বৃথা হইয়া যায়। শ্রীগুরুদেব নিত্য ব্রজবাসী। ব্রজের পথে গমন তাঁহার সহজ স্বভাব। তিনি ব্রজবাসী হলেও—ব্রজে গমন করিলেও তচ্চরণরেণুভিখারীগণকে পরিত্যাগ করিয়া যান না। ব্রজের প্রতি তাঁহার সহজ-স্বাভাবিক প্রীতি। তাই যাহাতে আমাদেরও নিত্য ধামবাসোপযোগী অবস্থা লাভ হয়, এই শিক্ষা প্রদানের জন্যই ব্রজবাসী গুরুদেব ব্রজের পথে চলিয়া যান। তিনি ব্রজ ছাড়া—শ্রীধাম ব্যতীত অন্য কোথাও অবস্থান করেন না। শ্রীধামে ও শ্রীধামবাসিগণে তাঁহার সহজপ্রীতি। শ্রীধাম ভজনাকাঙ্ক্ষা জীবের প্রতি নিত্য সহজ অনুকূল। তাই তিনি সেবালিপ্সু সাধককে শ্রীগৌরধাম, শ্রীপুরীধাম অথবা শ্রীব্রজধামে অবস্থান করিয়া আরাধ্যের প্রীতিময়ী সেবা করিতে উপদেশ দেন। যদি তাঁহার প্রিয় শ্রীধামবাসে স্পৃহাযুক্ত, শ্রীধামসেবায় লুব্ধ ও শ্রীধামবাসী জনের সহিত আত্মীয়তাসূত্রে যুক্ত হইতে না পারি—তাঁহার সেবাসৌষ্ঠবদর্শনে লোভযুক্ত হইয়া তাঁহার অনুসরণ স্পৃহা যদি অন্তরে না জাগে, তাহা হইলে ত শ্রীগুরুদেবের সহিত যুক্ত হইতে পারিলাম না—শিষ্য হইলাম না। রাগাত্মিক শ্রীগুরুপাদপদ্মে আসিয়াও যদি বিধি-বাধা হইয়াই থাকি, হৃদয়ের সহজ স্বাভাবিক প্রীতি-প্রবৃত্তির উন্মেষ যদি না হয়, তবে তাঁহার সহিত যুক্ত হইতে পারি না। সেবা-বস্তুর প্রীতি যেখানে স্বাভাবিক রুচি, প্রীতি, সেইখানেই গুরুর সহিত নিত্য সংযোগ। হৃদয়ের সহজ স্বাভাবিক প্রীতিময় সেবালালসাযুক্ত ভূমিকায় তাঁহার অনিমেষ দর্শন ও অবিচ্ছেদ্য সঙ্গ লাভ হয়।

কিরূপ চিত্তবৃত্তি হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রকৃত চরণাশ্রয়, তাঁহার ও তদীয় বৈভবগণের কৃপাপ্রাপ্তি এবং শ্রীচৈতন্যচরণপ্রাপ্তি হয়, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর শ্রীচরণদর্শন ও কৃপাপ্রার্থনালীলায় দেখিতে পাই,—

অধম পামর মুই, হীন জীবাধম।
মোর ইচ্ছা হয়—পাঙ চৈতন্যচরণ॥

তোমার কৃপা বিনা কেহ 'চৈতন্য' না পায়।
তুমি কৃপা কৈলে তাঁ'রে অধমেহ পায়॥
অযোগ্য মুই, নিবেদন করিতে করি ভয়।
মোরে 'চৈতন্য' দেহ', গোসাঞি হঞা সদয়॥
মোর মাথে পদ ধরি করহ প্রসাদ।
'নির্ব্বিঘ্নে চৈতন্য পাঞি' করহ আশীর্ব্বাদ॥

হৃদয়কে সর্ব্বক্ষণ এই ভাবধারায় স্নাত করিয়া তদনুকূলে তৎসুখের জন্য যে কিঞ্চিৎ সেবাপ্রয়াস, তাহাই তাঁহাকে আকৃষ্ট করে। এইরূপ লালসাযুক্ত সেবকের নিকটই গুরুর গুরুত্ব—কৃষ্ণপ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশিত হয়। যিনি সতত গুরুর অনুসন্ধানতৎপর, তিনি তাঁহারই গোচরীভূত হন। যেখানে গুরুর চিত্তবৃত্তি ও ভাবধারার সহিত নিজ চিত্তবৃত্তি সংযুক্ত করিয়া তদনুশীলনের সাধনাধ্যবসায়, সেখানেই সঙ্গ। চিত্তবৃত্তি মিলিত হওয়ায় পরিমাণানুসারেই সঙ্গ, সেবা ও শিষ্যত্বের পরিমাণ এবং তদনুসারেই কৃপা প্রাপ্তির আশা করা যায়।

—সংবাদ-সমীক্ষা—

পার্ব্বত্য অঞ্চলের জনজাতি তথা সর্ব্বধর্ম্ম ও বর্ণ-নির্ব্বিশেষে শিশুছাত্র-ছাত্রিগণের শিক্ষা-প্রসারে ইংলিশ মীডিয়ামে কিণ্ডার গার্টেন স্কুল বিগত ইং ১৯৮১ সাল হইতে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। উহার শিক্ষা-বর্ষ জানুয়ারী মাস হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে। দুস্থ ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর বিশেষ ব্যবস্থা বিবেচিত হয়।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ—

অধ্যক্ষ / সম্পাদক,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত বিদ্যাপীঠ

শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ,

পোঃ ভুলা-৭৯৪০০৭

জিঃ ওয়েষ্ট গারোহিল্‌স্ (মেঘালয়)।

Token of Appreciation *

सत्यमेव जयते

Governor of West Bengal

RAJ BHAVAN
Calcutta
700 062
6 November '84.

Respected Acharyyaji.

Please refer to my earlier letter dated the 18th October, 1984.

I am sorry that in view of the recent National Tragedy it would not be possible for me to pay a visit to your Institution for some time to come.

It has however been decided to accord a donation of Rs. 500/- for the Public Service rendered by your Institution as a token of our appreciation.

With high regards.

Yours sincerely.

Sd./- U. Dikshit

(Umashanhar Dikshit)

Shri Swami Bhakti Vedanta Acharyya Maharaj,
Shri Gondiya Vedanta Samiti (Regd.),
Shri Devananda Goudiya Math,
P. O.—Nabadwip, Dist. Nadia.

---

* দৈব-দুর্বিবপাকবশতঃ পত্রখানি ৯ম সংখ্যার পত্রিকায় প্রকাশিত না হওয়ায় আমরা দুঃখিত। —কার্য্যাধ্যক্ষ

ভারতের প্রধান মন্ত্রী মাননীয় শ্রীরাজীব গান্ধী মহোদয়ের শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্দেশ্যে বাণী

উত্তর-দক্ষিণে আসমুদ্র হিমালয়, পশ্চিমে দ্বারাবতী ও পূর্ব্বে নাগাল্যাণ্ড-মণিপুর প্রভৃতি বিস্তীর্ণ ভূ-ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র জন-বসতি অঞ্চলে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সাধু-সজ্জন-সেবকবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিমল-প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিয়া চলিতেছেন। জগদ্বাসীর আত্মিক-কল্যাণকল্পে এই সমিতির অবদান সুমহান-ধারায় পর্য্যবসিত। বিশ্বের আধুনিক-দৃষ্টি-ভঙ্গীর সামঞ্জস্যপূর্ণ অথচ মৌলিকতাকে অক্ষুণ্ণ রেখে চলাই ইহার অবদান-বৈশিষ্ট্য।

ইহার পুরধারে সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ সেবকবৃন্দকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়া দেশের বিভিন্ন প্রান্তে হিংসার-পথ পরিহারপূর্ব্বক অহিংসার বিশ্বাসকে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া মরণের যুগে প্রেমের বারতা বিঘোষিত করতঃ জনগণকে যেমন ভক্তিধর্ম্মে দৃঢ়ব্রতী করিতে অনুপ্রাণীত করিতেছেন তদ্রূপ অহিংসায় বিশ্বাসী হইয়া প্রেমধর্ম্মে আপ্লুত হইয়া বিশ্বমৈত্রীর ভাবধারায় প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিতে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছেন।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু যে-প্রেমের প্লাবনে মানব তো দূরের কথা ইতরপ্রাণী (পশু-পক্ষী প্রভৃতিও) সমূহও অহিংসায় প্রবুদ্ধ হইয়া যে ধারায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, সেই শিক্ষার দৃষ্টান্ত প্রসারের জন্য এই সমিতির সেবকবৃন্দের অদম্য উৎসাহ বিদ্যমান। জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ-যুবক, শিক্ষিত-নিরক্ষর, ধনী-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে সকল ধরণের মানুষকে আকর্ষণ করতঃ সহজ-সরল-শান্ত জীবন-ধারণ ও তৎসহ ভগবদ্বিশ্বাসী হইয়া আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করাই ইহার সুনির্দ্দিষ্ট পথ। মানুষের গুণকে স্বীকার ও বিদ্বেষণা পরিহার করতঃ ক্ষুদ্র স্বার্থের ঊর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত করিয়া শোষণহীন সৌহার্দ্দপূর্ণ পরিবেশ রচনা করিতে বিরামহীন প্রচেষ্টা, অভিনন্দন-যোগ্য। এই সমিতির উদ্দেশ্যে আমাদের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী মহোদয় প্রেরিত প্রদত্ত পত্র এখানে সন্নিবেশিত হইল।

—শ্রীনীলমণি মুখোপাধ্যায়

सत्यमेव जयते

प्रधान मन्त्री, भारत

PRIME MINISTER
INDIA

Thank you for your congratulations and good wishes.

I do not regard this as my personal victory but as a victory for Congress policies, principles and ideals. The people have given a resouding mandate for national unity, a clean and purposive government, and faster transformation.

I shall need all your help to carry out these tasks and deliver what the people of India are expecting from us.

Yours sincerely,

Sd./-

(Rajiv Gandhi)

Shri Swami Bhakti Vedanta Acharyya Maharaj,

Attorney & Assistant Secretary,

Shri Goudiya Vedanta Samiti (Regd.),

P. O. Nabadwip—741302

Dist. Nadia (W. Bengal).

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

ও

শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
ফোন—২৪৭

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
ভেষরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ
জেলা—নদীয়া (পঃ বঙ্গ)।

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ **শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির** নিখিল ভুবন-মঙ্গলময়ী **আবির্ভাব-তিথিপূজা** (ফাল্গুনী-পূর্ণিমা উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮-শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব **গোস্বামী মহারাজের** শুভাশীর্ব্বাদে উপরি-উক্ত ঠিকানায় আগামী ১৯শে ফাল্গুন, ১৩৯১ (ইং ৩।৩।৮৫) রবিবার হইতে ২৪শে ফাল্গুন (ইং ৮।৩।৮৫) শুক্রবার পর্য্যন্ত ষষ্ঠদিবসব্যাপী বিরাট **মহোৎসবের** অনুষ্ঠান হইবে। এই মহদনুষ্ঠানে প্রত্যহ পাঠ, বক্তৃতা, কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, **মহাপ্রসাদ বিতরণাদি** বিবিধ ভক্ত্যঙ্গসমূহ যাজিত হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ এতদুপলক্ষে **শ্রীনবদ্বীপধামের** অন্তর্গত নয়টি (৯টি দ্বীপ দর্শন, তত্তৎস্থান-মাহাত্ম্যকীর্ত্তন ও নগর সঙ্কীর্ত্তন-মুখে **ষোলক্রোশ শ্রীধাম-পরিক্রমা** হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব এবং **শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমাপঞ্জী** পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। **ইতি—**

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন **মহারাজের** নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য।

পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ১৯শে ফাল্গুন (ইং ৩।৩।৮৫), রবিবার ;—(১) **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ** (কীর্ত্তনাখ্য)—গঙ্গাস্পর্শনান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম-মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ সুবর্ণ-বিহার, হরিহরক্ষেত্র, **নৃসিংহপল্লী** এবং (২) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্মরণাখ্য)—মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা, হংসবাহন।

২। ২০শে ফাল্গুন (ইং ৪।৩।৮৫), সোমবার ;—(৩)—**শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদসেবনাখ্য)—গদখালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলেরগঞ্জ, কোলের দহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটি ; ও (৪) **শ্রীঋতুদ্বীপ** (অর্চ্চনাখ্য)—রাতুপুর ; এবং অপরাহ্ণে শহর নবদ্বীপস্থ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি, পোড়ামাতলা (প্রৌঢ়া মায়া-স্থান)।

৩। ২১শে ফাল্গুন (ইং ৫।৩।৮৫), মঙ্গলবার ;—(৫) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য)— জামগর (জহ্নুমুনিস্থান), বিদ্যানগর (সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট) ; এবং (৬) **শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ** (দাস্যাখ্য)—মামগাছি (শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পাট), অর্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর (পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস)।

৪। ২২শে ফাল্গুন (ইং ৬।৩।৮৫), বুধবার ;— (৭) **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখ্যাখ্য)—রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর ও গঞ্জের ডাঙ্গা ; এবং (৮) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (শ্রবণাখ্য)—শিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোনডাঙ্গা, মেথার চড়, বেলপুকুর ; এবং (৯) **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ** (আত্মনিবেদনাখ্য)—শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্যমঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবন), জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দির, শ্রীধর-অঙ্গন ও শ্রীমুরারি গুপ্তের পাট, চাঁদকাজির সমাধি প্রভৃতি দর্শনান্তে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৫। ২৩শে ফাল্গুন (ইং ৭।৩।৮৫) বৃহস্পতিবার—**শ্রীগৌর-জন্মোৎসব।**

৬। ২৪শে ফাল্গুন (ইং ৮।৩।৮৫), শুক্রবার—**সাধারণ-মহোৎসব** (ভক্তাপ্রজাদি বিতরণ)।

জ্ঞাতব্য :—যাত্রিগণ হাঙ্কা থালা ও ঘটি এবং যাঁহারা মঠে রাত্রিবাসে ইচ্ছুক তাঁহারা মশারীসহ বিছানা অবশ্যই সঙ্গে আনিবেন এবং ১৮ই ফাল্গুন (ইং ২।৩।৮৫) শনিবার সন্ধ্যায় শ্রীমঠে উপস্থিত হইবেন। এতদ্ব্যতীত উক্ত দিবসের পূর্ব্বেই কেহ আসিলে মঠে থাকার ও প্রসাদাদির ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না। পরিক্রমা ১৯শে ফাল্গুন (ইং ৩।৩।৮৫) রবিবার প্রাতঃ ৫টার সময় আরম্ভ হইবে।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মাবলী

১। "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা" প্রতি বৎসর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়। প্রতি মাসের অন্তিম দিবসের মধ্যেই শ্রীপত্রিকা প্রকাশিত হন।

২। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ১৫·০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৮·০০ টাকা। ভারত ও বাংলাদেশবাসী সকলের পক্ষেই ভারতীয় মুদ্রায় ভিক্ষা অগ্রিম দিতে হইবে। ভি. পি-তে লইলে ডাক-খরচ স্বতন্ত্র লাগিবে।

৩। যে-কোনও সময়ে শ্রীপত্রিকার গ্রাহক হইতে পারিবেন। অতীত সংখ্যা লইতে হইলে প্রকাশকের সহিত পৃথক্ বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে সত্বর প্রকাশকের নিকট জানাইবেন। **সর্ব্বদা গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিবেন। পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করিলে জোড়া পোষ্টকার্ড লিখিবেন।**

৫। **শ্রীপত্রিকার কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্ত্তী মাসের মধ্যেই জানাইবেন।** নচেৎ কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী নহেন।

৬। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষা-সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হয় না। ঈর্ষামূলে আক্রমণ-সূচক প্রবন্ধাদি শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না। সৎ-আলোচনা সর্ব্বদা আদরণীয়া।

৭। কোনও কিছু জানিতে বা টাকাকড়ি পাঠাইতে হইলে **"কার্য্যাধ্যক্ষ অথবা 'প্রকাশক' শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়,** তেঘরিপাড়া, পো: নবদ্বীপ (নদীয়া)—ঠিকানায় জানিতে বা পাঠাইতে হইবে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রকাশিত শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী—

১। সিদ্ধান্তরত্নম্ (ভাষ্য-পীঠকম্)—২৫-০০, ২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টক—ভিক্ষা ৩-৫০, ৩। শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ—৬-০০, ৪। 'সাংখ্য-বাণী—০০-৬০, ৫। মায়াবাদের জীবনী—৫-০০, ৬। প্রেম-প্রদীপ—২-৫০, ৭। প্রবন্ধাবলী—২-৫০, ৮। শরণাগতি—২-৫০, ৯। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ—০০-৫০, ১০। শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা—২-০০, ১১। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্ (প্রমাণখণ্ড)—২-৫০, ১২। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্—১-০০, ১৩। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য—২-০০, ১৪। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা—২-৫০, ১৫। জৈবধর্ম্ম (বাংলা)—১৫-০০, ১৬। ঐ (হিন্দী)—২০-০০, ১৭। বিজনগ্রাম ও সন্ন্যাসী—১-২৫, ১৮। শ্রীগৌর-কথামালা—৬-৫০, ১৯। শ্রীদামোদরাষ্টকম্—২-৫০, ২০। অর্চ্চন-দীপিকা—৩-০০ ২১। শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—১-৫০, ২২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—২০-০০, ২৩। শ্রীশ্রীচৈতন্যলীলা ও শিক্ষা—৭-০০, ২৪। শ্রীগৌরাঙ্গ—৫-০০, ২৫। শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা—৫-০০, ২৬। Shri Chaitanya Mahaprabhu—3 00.

Central Regd. No. R. N. 5111/57
Postal Regd. No. W. B/NDA-13

SHRI
GOUDIYA-PATRIKA

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত

শুদ্ধভক্তি-প্রচার-কেন্দ্রসমূহ

১। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)।
২। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ—চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ, (হুগলী)।
৩। শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ—কংসটীলা, মথুরা পোঃ, (মথুরা), ইউ, পি।
৪। শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ—গৌরবাটসাহি, পুরী পোঃ, (পুরী), উড়িষ্যা।
৫। শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ, ২৮ নং হালদার বাগান লেন, কলিঃ-৪
৬। শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ—গোলকগঞ্জ পোঃ, (ধুবড়ী), আসাম
৭। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌড়ীয় মঠ ও পাদপীঠ—আশুতিয়াবাড় পোঃ, (মেদিনীপুর)
৮। শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ—সিধাবাড়ী, রূপনারায়ণপুর পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৯। শ্রীগোপালজী গৌড়ীয়প্রচারকেন্দ্র, রান্দিয়াহাট পোঃ, (বালেশ্বর) উড়িষ্যা
১০। শ্রীকেশবগোস্বামী গৌড়ীয়মঠ—শক্তিগড়, শিলিগুড়ি পোঃ, (দার্জ্জিলিং)।
১১। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ—বাসুগাঁও পোঃ, (কোকড়াঝাড়), আসাম।
১২। শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ,—তুরা পোঃ, (পশ্চিমগারোপাহাড়) মেঘালয়।
১৩। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)।
১৪। শ্রীত্রিগুণাতীত সমাধি আশ্রম—গদখালি, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)।
১৫। শ্রীগৌড়ীয় দাতব্য চিকিৎসালয়—দেয়ারাপাড়া রোড্, নবদ্বীপ(নদীয়া)

BOOK-POST

Sl. No.

To

From—

Shri Goudiya-Patrika Office,
SHRI DEVANANDA GOUDIYA MATH
P.O. Nabadwip (Nadia), W. Bengal.
Pin-741302; Phone : NVD-247